CENTRAL LIBRARY

বাইশ কবির

# মনসা-মঙ্গল

বা

# বাইশা

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

755
225 L

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, এম এ.

কর্তৃক

সম্পাদিত ও সঙ্কলিত

ডক্টর শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম.এ., পি-এচ্.ডি.
লিখিত মুখবন্ধ সম্বলিত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৫৪

মূল্য—দশ টাকা

CENTRAL LIBRARY

BCU 8216

2/01 38b

PRINTED IN INDIA

PRINTED AND PUBLISHED BY SIBENDRANATH KANJILAL,
SUPERINTENDENT, CALCUTTA UNIVERSITY PRESS,
48, HAZRA ROAD, BALLYGUNGE, CALCUTTA.

1752B—November, 1954,—A

CENTRAL LIBRARY

পুরুষানুক্রমিক বাংলার জাতীয় সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক

স্বর্গীয় ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের

পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে

বাংলার সংস্কৃতি-বিষয়ক এই গ্রন্থখানি

সুগভীর শ্রদ্ধার সহিত

উৎসর্গীকৃত

হইল

CENTRAL LIBRARY

নাগঘট [মুখপত্র

CENTRAL LIBRARY

# মুখবন্ধ

মধ্যযুগের বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত মঙ্গলকাব্য প্রায় তিন শতাব্দী ধরিয়া বাঙ্গালীর কাব্য-চর্চা ও ভক্তিরস-সাধনার একটা প্রধান অবলম্বনরূপে স্বীকৃত হইয়াছিল। আধুনিক যুগে মঙ্গলকাব্যের যে আলোচনা আমরা করিয়া থাকি, তাহা প্রধানতঃ কাব্য-সমালোচনা ও ঐতিহাসিক উপাদান আবিষ্কারের মনোভাব লইয়া। এই মঙ্গলকাব্যগুলি বিষয়ের দিক দিয়া একই আখ্যানের পুনরাবৃত্তি—বিভিন্ন কবির কাব্যে কিছু কিছু বর্ণনাভঙ্গীর বৈচিত্র্য, কবিত্ব-শক্তির তারতম্য ও খণ্ড-আখ্যানের নূতন সংযোজনের মাধ্যমে কবির স্বাতন্ত্র্যের কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সমস্ত কাব্যগুলি একসঙ্গে সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য; ও পরিমাণের দিক দিয়া এত বিরাট্ যে একজন সাধারণ রসপিপাসু পাঠকের পক্ষে এগুলি সমস্ত পড়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপারের পর্য্যায়ভুক্ত বলা চলে। অথচ ক্রমবিবর্তনের ধারাটি অনুসরণ ও বিভিন্ন কবির দৃষ্টিভঙ্গি ও রচনাপদ্ধতির বৈশিষ্ট্যটুকু অনুধাবন করিতে হইলে কালানুক্রমিক ও ধারাবাহিক আলোচনা অপরিহার্য। সুতরাং মঙ্গলকাব্যের একখানি সুনির্বাচিত সংকলন-গ্রন্থের উপযোগিতা অনস্বীকার্য। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এইরূপ সঙ্কলন-গ্রন্থ-পরম্পরার প্রণয়নের পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে।

সুখের বিষয় যে মঙ্গলকাব্যে বিশেষজ্ঞ ও গবেষক হিসাবে সুপরিচিত শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে মনসা-মঙ্গলের এইরূপ একটি সঙ্কলন-গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ও বঙ্গসাহিত্যের অনুরাগী পাঠক-গোষ্ঠীর কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন। তিনি কালানুক্রমিকভাবে বিভিন্ন মনসা-মঙ্গল রচয়িতার কাব্য হইতে কাব্যগুণসমৃদ্ধ ও ঐতিহাসিক তাৎপর্যভুক্ত অংশগুলি উদ্ধার করিয়া ধারাবাহিকতার সূত্রে গ্রন্থন করিয়াছেন। অধ্যায়গুলি এমনভাবে সাজান হইয়াছে যে আখ্যায়িকার সমগ্রতা ও নাটকীয় রস কোথায়ও ক্ষুণ্ণ হয় নাই—সব কয়টি উদ্ধৃতি মিলিয়া একটি পরিপূর্ণ মঙ্গলকাব্যে পরিণত হইয়াছে। অথচ প্রত্যেকটি উদ্ধৃতিতে উহার রচয়িতার বৈশিষ্ট্যটুকু যথাসম্ভব প্রতিফলিত হইয়াছে। তা ছাড়া তাঁহার মূল্যবান্, নানা তথ্য- ও তত্ত্ব-সংবলিত ভূমিকা ও ভাষাতত্ত্বের আলোচনাযুক্ত শব্দটীকার সংযোজনা যাঁহারা বিষয়টিকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করিবার অভিলাষী তাঁহাদের নিকট গ্রন্থটিকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছে। আমার মনে হয়, এই গ্রন্থ-সঙ্কলনের দ্বারা মধ্যযুগের সাহিত্যে বিশেষ জ্ঞানার্জনে উৎসুক পাঠকগোষ্ঠীর মধ্যে দীর্ঘকাল হইতে অনুভূত একটি অভাব দূর হইল ও ইহাকে ভিত্তি করিয়া বিভিন্ন কবির মধ্যে তুলনামূলক সমালোচনার পথ সুগম হইল। এই মূল্যবান্ সঙ্কলন-গ্রন্থটি ভট্টাচার্য মহাশয়ের পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ শ্রমশীলতার উজ্জ্বল নিদর্শনরূপে বাঙ্গালা সাহিত্যে একটি স্থায়ী আসন লাভ করিবে বলিয়াই মনে করি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,
২৮শে মার্চ, ১৯৫৪

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

CENTRAL LIBRARY

# নিবেদন

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মনসা-মঙ্গলের পদ-সঙ্কলনকে 'বাইশা' বা 'বাইশ কবির মনসা-মঙ্গল' বলিত; বর্তমান সঙ্কলনখানিও প্রধানতঃ এই আদর্শেই সঙ্কলিত হইয়াছে বলিয়া ইহাও 'বাইশ কবির মনসা-মঙ্গল' বা 'বাইশা' বলিয়া উল্লেখ করা গেল। তবে ইহার সঙ্গে মধ্যযুগের বাইশাগুলির একটু পার্থক্য লক্ষিত হইবে—মধ্যযুগের বাইশাগুলি আঞ্চলিক ভিত্তিতে সঙ্কলিত হইত, সমগ্র বাংলাদেশের ভিত্তিতে সঙ্কলিত হইত না—বর্তমান সংগ্রহখানি সমগ্র বাংলাদেশের ভিত্তিতে সঙ্কলিত হইয়াছে।

এই সঙ্কলনে আনুপূর্বিক মনসা-মঙ্গল কাহিনীর ঘটনাগত পারম্পর্য রক্ষা করিয়া প্রধান কবিদিগের উৎকৃষ্ট রচনাংশসমূহ নির্বাচন করা হইয়াছে। অনেক কবির পুঁথি আজিও মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই; যেমন বিপ্রদাস, বিষ্ণু পাল, জীবন মৈত্র এবং ইহাদের একাধিক পুঁথিও পাওয়া যায় নাই; এক একখানি মাত্র পুঁথির উপর নির্ভর করিয়াই ইহাদের পাঠ নিরূপণ করিতে হইয়াছে বলিয়া অনেক ক্ষেত্রে ইহাদের পাঠোদ্ধার করা যে কেবল দুরূহই হইয়াছে তাহা নহে, সম্ভবও হয় নাই। তথাপি কেবলমাত্র কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া কোন পাঠই গ্রহণ করা হয় নাই। বর্ণাশুদ্ধিজাত পাঠান্তরসমূহ লিপিকর-প্রমাদেরই ফল, অতএব তাহা বর্জন করা হইয়াছে; অন্যান্য কেবল প্রয়োজনীয় পাঠান্তরসমূহ টীকায় নির্দেশ করা হইয়াছে। বর্ণাশুদ্ধিসমূহ শুদ্ধ করিয়া লওয়া হইয়াছে, তবে যে সকল বর্ণাশুদ্ধি মধ্যযুগের বাংলার ভাষাতত্ত্বানুমোদিত, তাহা রক্ষা করা হইয়াছে। প্রাদেশিক উচ্চারণ-জাত বানানও অনেক ক্ষেত্রে রক্ষা করা হইয়াছে; কারণ, ইহার উপর ভিত্তি করিয়া অনেক কবি তাঁহাদের কাব্যের বহিরঙ্গ গঠন করিয়াছেন।

আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক স্বর্গীয় চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দুই খণ্ডে 'চণ্ডীমঙ্গল বোধিনী' (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯২৮) রচনা করিয়া মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার পথ সুগম করিয়াছিলেন। মনসা-মঙ্গল সম্পর্কে এমন কোন বোধিনী কিংবা টীকা আজ পর্যন্তও রচিত হয় নাই। এই কথা স্মরণ রাখিয়া আমি বর্তমান সঙ্কলনের পরিশিষ্ট-স্বরূপ একটি সুদীর্ঘ বোধিনী বা টীকা সংযোগ করিয়াছি। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে, মনসা-মঙ্গলের কেবলমাত্র যে একটি সাহিত্যিক কিংবা ঐতিহাসিক মূল্যই আছে তাহা নহে, ইহার মধ্যে ভাষাতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বেরও বহু মূল্যবান্ উপাদান বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে।

শ্রদ্ধেয় ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বর্তমান গ্রন্থখানির পরিকল্পনা করিয়া ইহার সঙ্কলন ও সম্পাদনের ভার অনুগ্রহপূর্বক আমার উপর অর্পণ করিয়াছিলেন। এই কার্যে সর্বদা তাঁহার উৎসাহ ও পরামর্শ লাভ করাতেই আমার পক্ষে এই দায়িত্ব

CENTRAL LIBRARY



পালন করা সম্ভব হইয়াছে। স্বর্গীয় সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম.এ., স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা-বিভাগের পুঁথিশালার কর্মচারী শ্রীযুক্ত সুকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত সরসীকুমার সরস্বতী, এম.এ., ইঁহারা ঢাকা ও কলিকাতার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষিত প্রাচীন বাংলা পুঁথি আমাকে ব্যবহার করিবার সুযোগ দিয়া আমার ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিবার কার্যে অধ্যাপক শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র নিয়োগীর নিকট হইতেও আমি অনেক সাহায্য লাভ করিয়াছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসের অধিকর্তা শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল মহাশয় ও তাঁহার বিভাগীয় কর্মচারিবৃন্দ গ্রন্থখানির মুদ্রণ-কার্যে যে পরিশ্রম, সহিষ্ণুতা ও আগ্রহের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; এইজন্য তাঁহাদিগকে আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি; কেবলমাত্র কর্মদক্ষতা ব্যতীতও ইঁহাদের প্রত্যেকের নিকট হইতেই আমি এই সম্পর্কে যে সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার লাভ করিয়াছি, তাহা যে কোন সম্ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠানেরই আদর্শ-স্থানীয়।

কলিকাতা
নাগ-পঞ্চমী, ১৩৬০ সাল

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

CENTRAL LIBRARY

# সাঙ্কেতিক চিহ্ন নির্দেশিকা

আ°—আরবী।

ক—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা প্রাচীন পুঁথি।

কৃ° কী°—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত (কলিকাতা, ১৩২৩)।

গ-স—গবর্ণমেন্ট সংগৃহীত এসিয়াটিক সোসাইটির প্রাচীন বাংলা পুঁথি।

চ-ম-বো—চণ্ডীমঙ্গল বোধিনী ১ম ও ২য় খণ্ড, চারু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত (কলিকাতা, ১৯২৮)।

চৈ° ভা°—বৃন্দাবনদাস, চৈতন্যভাগবত, গৌড়ীয় মঠ সংস্করণ (৪৪৮ গৌরাব্দ)।

টী° স°—টীকাসর্বস্ব, সর্বানন্দ।

ঢা—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচীন বাংলা পুঁথি।

তু°—তুলনীয়।

প্রা°—প্রাকৃত।

ফা°—ফারসী বা পারসী।

ব—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বাংলা প্রাচীন পুঁথি।

ব-সা-প—বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়, ১ম খণ্ড, দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত (কলিকাতা, ১৯১৪)।

বা°—বাংলা।

বৈ°—বৈদিক।

বৌ° গা°—বৌদ্ধ গান ও দোহা, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ (কলিকাতা, ১৩২৩)।

র-সা-প-প—রংপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, রংপুর।

স°—সংস্কৃত।

স-স—সোসাইটি সংগৃহীত এসিয়াটিক সোসাইটির প্রাচীন বাংলা পুঁথি।

হি°—হিন্দী।

| | |
|---|---|
| *DCVM* | *Descriptive Catalogue of the Vernacular Manuscripts in the collection of the Royal Asiatic Society of Bengal, Vol. IX (1941).* |
| *JDL* | *Journal of the Department of Letters*, University of Calcutta, Calcutta. |
| *JRASB* | *Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal*, Calcutta. |
| *MIA* | *Man in India*, Ranchi, Bihar. |
| *ODBL* | Suniti Kumar Chatterji, *The Origin and Development of Bengali Language*, 2 Vols. (Calcutta, 1926). |
| Penzer | N. M. Penzer, *The Ocean of Stories*, 10 Vols. (London, 1924-8.) |
| Risley | H. H. Risley, *The Castes and Tribes of Bengal*, 2 Vols. (Calcutta, 1891). |

2—1752B

CENTRAL LIBRARY

# আকর পুঁথির তালিকা

**হরি দত্ত**—চা ১০৯১।

**বিজয় গুপ্ত**—চা ১০৯১A, ক-ঞ; চা ১০৯১ বি.সি.ডি.ই; প্যারীমোহন দাশগুপ্ত কর্তৃক সংগৃহীত ও সুরেশচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত (কলিকাতা, ১৩৩৭)।

**নারায়ণ দেব**—ক ৬১০৮; চারু প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত (ময়মনসিংহ, ১৩১৪); তমোনাশ দাশগুপ্ত সম্পাদিত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত (১৯৪২)।

**বিপ্রদাস**—গ-স ৩৫২৯; গ-স ৩৫৩০।

**বিষ্ণু পাল**—গ-স ৪৯৯৩।

**জীবন মৈত্র**—ক-৬১১৩; শ্রী শম্ভুচন্দ্র চৌধুরী কর্তৃক সংগৃহীত অপ্রকাশিত পুঁথি।

**ষষ্ঠীবর দত্ত**—চা ৪৭৭০; ফণীন্দ্রচন্দ্র দাস ও গিরিশচন্দ্র দাস সম্পাদিত (শ্রীহট্ট, ১৩৪৩); বিরজাকান্ত ঘোষ কর্তৃক সম্পাদিত (শ্রীহট্ট, ১৩৩২)।

**দ্বিজ বংশীদাস**—ব ৫২৮; দ্বারকানাথ চক্রবর্তী ও রামনাথ চক্রবর্তী সম্পাদিত (কলিকাতা, ১৩১৮)।

**কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ**—চা ৬২গ; ক ১৪১৮; ক ২৩২৭; যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত (১৯৪৩)।

CENTRAL LIBRARY

# সূচী

## বিষয়-সূচী


| বিষয় | লেখক | পত্রাঙ্ক |
|---|---|---|
| মুখবন্ধ | | |
| ভূমিকা | | ৵০ |
| সূচনা | হরি দত্ত | ১ |
| মর্ত্যে মনসার জন্ম | বিজয় গুপ্ত | ৩ |
| চণ্ডীর কোপল | " | ২১ |
| মনসার বিবাহ | " | ৩৩ |
| মনসার বনবাস | " | ৪৮ |
| চাঁদ সদাগরের পূর্বকথা | দ্বিজ বংশীদাস | ৫৮ |
| কাজির বিবরণ | " | ৬৮ |
| বিবাদের সূত্রপাত | " | ৭৫ |
| | জীবন মৈত্র | ৮৬ |
| ধন্বন্তরি-বধ | বিজয় গুপ্ত | ৮৯ |
| ছয় পুত্র বধ | " | ১১৪ |
| বাণিজ্য-যাত্রার উদ্যোগ | জীবন মৈত্র | ১২৮ |
| অনিরুদ্ধ-উষার কথা | বিষ্ণু পাল | ১৩৪ |
| লখীন্দর-বেহুলার জন্ম | নারায়ণ দেব | ১৪০ |
| বাণিজ্য-যাত্রা | বিপ্রদাস | ১৪৭ |
| প্রত্যাবর্তন | কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ | ১৫৮ |
| লখীন্দরের বিবাহ | " | ১৭৭ |
| ভাসান | " | ২০৭ |
| | মঞ্জিবর | ২১৪ |
| পুনরুদ্ধার | " | ২২৬ |
| স্বদেশ যাত্রা | বিষ্ণু পাল | ২৪০ |
| | জীবন মৈত্র | ২৪৬ |
| পরাভব | নারায়ণ দেব | ২৫৩ |
| বিদায় | " | ২৬৯ |
| পরিশিষ্ট— | | |
| টীকা | | ২৮১ |
| শব্দ-সূচী—সঙ্কলন-ভাগ | | ৩৭৫ |
| টীকা-ভাগ | | ৩৮৪ |


## চিত্র-সূচী


| | |
|---|---|
| নাগঘট | মুখপত্র |
| করণী | ১ |

CENTRAL LIBRARY

# ভূমিকা

## মঙ্গলকাব্য

মধ্যযুগের বাংলা কাব্য প্রধানতঃ তিনটি শাখায় বিভক্ত—অনুবাদ, আখ্যায়িকা ও গীতি। অনুবাদ-শাখাই ইহাদের মধ্যে প্রাচীনতম—রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ ইহার উপজীব্য। অনুবাদ-শাখার পরই আখ্যায়িকা-শাখার উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া অনুভূত হয়। বলাই বাহুল্য যে, ধর্মীয় বিষয়বস্তুই সেই যুগের বাংলা কাব্য-সাহিত্যের একমাত্র উপজীব্য ছিল। সংস্কৃত পৌরাণিক আখ্যায়িকাসমূহের অনুকরণে বাংলা আখ্যায়িকা-শাখার উৎপত্তি হইলেও, বাংলাদেশের বিশিষ্ট প্রকৃতি অনুযায়ী ইহা অবিলম্বেই এক নূতন রূপ লাভ করিয়াছিল। সম্প্রদায় অনুসারে এই আখ্যায়িকা-শাখা পুনরায় দুইটি ভাগে বিভক্ত ছিল—নাথ ও শাক্ত। দুইটি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র ধর্মবোধ অবলম্বন করিয়া এই দুইটি বিভাগ উৎপত্তি হইবার ফলে ইহারা অল্পদিনের মধ্যেই অঙ্গ ও ভাবগত পার্থক্য সৃষ্টি করিয়া তুলিল—নাথধর্ম গুরুবাদী, ঐহিক ও পারত্রিক সকল প্রকার কামনা ও সাধনা গুরুর চরণে সমর্পণ করাই ইহার লক্ষ্য; ঐহিক ভোগ ইহার লক্ষ্য নহে,—এইদিক দিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মের সঙ্গে ইহার কতকটা ঐক্য আছে। শাক্তধর্মের লক্ষ্য যে কেবল ইহা হইতে স্বতন্ত্র তাহাই নহে, ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ঐহিক ভোগই বাংলার লৌকিক শাক্তধর্মের কাম্য, অতএব প্রত্যক্ষ ও বাস্তব জীবনই ইহার লক্ষ্য। এই বাস্তব জীবনকে কেন্দ্র করিয়া ইহার আধ্যাত্মিক সাধনা গড়িয়া উঠিবার ফলে, বাংলার শাক্তসাহিত্য ধর্মমুখীন হইয়াও সাহিত্যগুণের অধিকারী হইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছিল; কারণ, সাহিত্যেরও উপজীব্য বাস্তব জীবন। যে যুগে ধর্মবিধান ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনকে শাসন করিত, সেই যুগে বাংলার লৌকিক শাক্তধর্ম শাশ্বত সাহিত্যের উপাদানকেই তাহার ধর্মবোধের ভিত্তি করিয়া লইয়া ধর্ম-সাধনার ভিতর দিয়াই সাহিত্যরস-পিপাসা চরিতার্থ করিয়াছে। অতএব ধর্মবোধ ও সাহিত্যবোধের মধ্যে যে একটি বিরোধ আছে, তাহা এখানে দূর হইয়া গিয়া ধর্মের মধ্যেই সাহিত্য এবং সাহিত্যের মধ্যেই ধর্ম স্থান পাইয়াছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শাক্তধারার অন্তর্লোকে প্রবেশ না করিলে, এই বিস্ময়কর ব্যাপারটি কি ভাবে যে সম্ভব হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে না।

এক একজন শক্তি-দেবতার আখ্যায়িকামূলক স্বতন্ত্র গীতিকে সেই দেবতার মঙ্গল বলিয়া অভিহিত করা হইত; যেমন, 'মনসা-মঙ্গল', 'চণ্ডীমঙ্গল', 'কালিকা-মঙ্গল' ইত্যাদি। পাঁচালীর সুরে ইহারা গীত হইত বলিয়া ইহাদিগকে বিশেষ বিশেষ দেবতার পাঁচালীও বলিত; যেমন, 'মনসার পাঁচালী', 'মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী' ইত্যাদি। শাক্ত-দেবতার আখ্যায়িকা-মূলক গীতিকেই যে পাঁচালী বলিত তাহাই নহে, ইহা একটি সুরের নাম বলিয়া যে সকল

CENTRAL LIBRARY



অনুবাদ এই সুরে গীত হইত তাহাদিগকেও সেই সকল অনুবাদের পাঁচালী বলা হইত; যেমন, 'শ্রীরাম-পাঁচালী' (রামায়ণ), 'ভারত-পাঁচালী' (মহাভারত) ইত্যাদি। মঙ্গল সংজ্ঞাটি ক্রমে শাক্ত-দেবতার আখ্যায়িকামূলক রচনা হইতে বৈষ্ণব-চরিতাখ্যানমূলক রচনাসম্পর্কেও প্রয়োগ করা হইতে থাকে; যেমন, 'চৈতন্যমঙ্গল', 'অদ্বৈতমঙ্গল'। এমন কি কোন কোন ভাগবতের অনুবাদকেও মঙ্গল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে; যেমন, 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' ইত্যাদি। শাক্ত-দেবতাদিগের আখ্যায়িকামূলক রচনা বা 'মঙ্গল'সমূহ গীত হইবার উদ্দেশ্যেই রচিত হইত বলিয়া ইহাদের সাধারণ নাম 'মঙ্গলগান'। এই সকল গানের মধ্যে কাব্যের লক্ষণ পাওয়া যায় বলিয়া ইহাদিগকে আধুনিক সাহিত্য-সমালোচকগণ 'মঙ্গলকাব্য' বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। রবীন্দ্রনাথও ইহাদের সম্বন্ধে এই সংজ্ঞাই গ্রহণ করিয়াছিলেন।

## মনসা-মঙ্গল

শাক্ত আখ্যায়িকাকাব্যের মধ্যে তিনটি দেবতাবিষয়ক রচনাই সর্বাপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল; যথা, মনসা, চণ্ডী ও ধর্মঠাকুর। ইহাদের মধ্যে প্রথম দুইজন স্ত্রী-দেবতা ও শেষোক্ত জন পুরুষ-দেবতা, কিন্তু পুরুষ হইলেও তাঁহার চরিত্রের মধ্যে শক্তি-দেবতাসুলভ কোন কোন গুণের অস্তিত্ব ছিল বলিয়া, তাঁহার সম্পর্কিত রচনাও শাক্ত-সাহিত্যেরই অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই তিন দেবতার আখ্যায়িকামূলক কাব্য যথাক্রমে মনসা-মঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল নামে পরিচিত। এই বিভিন্ন দেবতাবিষয়ক রচনা আলোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ইহাদের মধ্যে মনসা-মঙ্গলই প্রাচীনতম এবং ইহার প্রভাব কালক্রমে সকল মঙ্গলকাব্যের উপরই বিস্তার লাভ করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, মনসা-মঙ্গলের প্রচারও সর্বাধিক হইয়াছিল—এখন পর্যন্ত ইহা সমগ্র বাংলাদেশ, আসাম, বিহার ও উড়িষ্যার কোন কোন অঞ্চলে প্রচলিত আছে, বাংলাদেশের আর কোন লৌকিক শক্তি-দেবতাবিষয়ক রচনা এই দেশের সীমানার মধ্যেও সর্বত্র সমান বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই; ইহাদের মধ্যে ধর্মমঙ্গল বাংলাদেশের কেবলমাত্র একটি অঞ্চলেই আবদ্ধ হইয়া আছে।

যে সকল উপকরণের উপর ভিত্তি করিয়া সমগ্র বাংলায় একটি অখণ্ড লোকসংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল, মনসা-মঙ্গল তাহাদেরই অন্যতম। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই মনসা-মঙ্গলের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ কবি পশ্চিমবঙ্গ হইতে পূর্ববঙ্গে গিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহারা পশ্চিমবঙ্গ হইতে মনসা-মঙ্গলের কাহিনীটি সঙ্গে লইয়া গিয়া সেখানে প্রচার করেন। অনুকূল অবস্থার সুযোগ লাভ করিয়া তাহা অবিলম্বেই সমগ্র পূর্ববঙ্গ, দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গ ও আসামের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলে বিস্তার লাভ করে। ক্রমে তাহা উত্তরবঙ্গেও প্রচারিত হয়—এইভাবে সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী বাঙ্গালীর নিজস্ব একটি ধর্মবোধকে অবলম্বন করিয়া একটি লৌকিক কাহিনী জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সর্বত্র প্রচার লাভ করিয়াছে। ইহার সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় এই যে, বহু-বিস্তৃত অঞ্চল ব্যাপিয়া ইহা প্রচার লাভ করিলেও, ইহার কাহিনী ও আদর্শগত অভিন্নতা সর্বত্রই অক্ষুণ্ণ আছে। এ-কথা সত্য যে, বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল মূলতঃ একই জাতি দ্বারা যেমন অধ্যুষিত ছিল না, তেমনই একই আদর্শ দ্বারাও

CENTRAL LIBRARY



অনুপ্রাণিত হইত না। পশ্চিমবঙ্গের বাগ্দী-কেওট, উত্তরবঙ্গের রাজবংশী-কোচ, পূর্ববঙ্গের নমঃশূদ্র কিংবা মগ মূলতঃ যেমন অভিন্ন জাতি হইতে উৎপন্ন হয় নাই, তেমনই ইহাদের প্রত্যেকের ধর্মীয় আদর্শ ও অভিন্ন ছিল না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আজ সমস্ত বাংলাদেশ—উত্তরবঙ্গের কোচ হইতে চট্টগ্রামের মগ পর্যন্ত—যে প্রায় একই লোকসংস্কৃতির অধিকারী, তাহার কারণ কি? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাঙ্গালীর সংস্কৃতির মধ্যে কতকগুলি একত্রীকারক (unifying) উপাদান (factor) ছিল, ইহাদের ক্রমাগত প্রভাবের ফলে বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়াও এই ঐক্যের সৃষ্টি হইয়াছে—বাঙ্গালীর জাতীয় পুরাণ মনসা-মঙ্গল তাহাদেরই অন্যতম।

উপরে সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপিয়া যে সংস্কৃতিগত ঐক্যের কথা বলিলাম, তাহা একদিনে সিদ্ধ হয় নাই। দীর্ঘকাল যাবৎ ইহার প্রভাব অব্যাহত থাকিবার ফলে, ইহা ধীরে ধীরে এই জাতির সংস্কৃতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়াছিল, সেইজন্যই ইহার প্রভাব দূরপ্রসারী ও কার্যকরী হইতে পারিয়াছে। মনসা-মঙ্গলসম্পর্কে আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইহা চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যরূপ লাভ করিয়াছিল। অতএব আজ হইতে কতকাল পূর্বে উদ্ভূত হইয়া কয় শত বৎসর যাবৎ যে ইহা বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক জীবনের কতদিক স্পর্শ করিয়াছে, তাহা বলিতে পারা যাইবে না। আর কোনও মঙ্গলকাব্য চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে উদ্ভূত হইলেও সেই সময়ের মধ্যে মনসা-মঙ্গলের মত এমন সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই।

সর্পদেবীর পূজাপ্রচারের কাহিনী বর্ণনা করাই মনসা-মঙ্গলের উদ্দেশ্য। বাঙ্গালীর সর্পপূজা তাহার লৌকিক ধর্মের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ—উত্তর ও মধ্য-ভারতীয় নাগপূজার সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক নাই। বাংলার বিশিষ্ট প্রকৃতির এই সর্পপূজার ক্রমবিকাশের ধারার মধ্যেই মনসা-মঙ্গলের স্থান—অতএব তাহার সম্বন্ধে এখানে একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

## সর্পপূজা

ভারতের প্রাচীনতম সাহিত্য বেদ, তাহাতে সর্পপূজার উল্লেখ না থাকিলেও সর্পের উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদে সর্প ও অহি কথা দুইটির উল্লেখ আছে[১], কিন্তু ইহাদের দ্বারা ইন্দ্রের শত্রু বৃত্রকেই বুঝাইয়াছে, কোন সরীসৃপ জীবকে বুঝায় নাই।[২] যজুর্বেদে সর্প অর্থে সরীসৃপ জীবকেই বুঝাইয়াছে এবং ইহাতেই ইহার প্রতি সর্বপ্রথম শ্রদ্ধা-নিবেদন করা হইয়াছে, কিন্তু এই শ্রদ্ধাবোধকে প্রকৃতপক্ষে পূজা বলিয়া নির্দেশ করিতে পারা যায় না।[৩] অথর্ববেদে সর্পকে অনিষ্টকারী জীব বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং ইহার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার

[১] ঋগ্বেদ ৮.৮২.২; ৪.১৭.১; ১.৩২.১; ১.৩২.২; ১.৩২.৭-১৪ ইত্যাদি।

[২] A. A. Macdonell, *Vedic Mythology* (Strassburg, 1897), pp. 152-3.

[৩] মৈত্রায়ণীসংহিতা ২.৭.১৫

CENTRAL LIBRARY



জন্য কতকগুলি মন্ত্র রচিত হইয়াছে।[১] সর্বপ্রথম গৃহ্যসূত্রের মধ্যেই সর্প সম্পর্কিত বিস্তৃত পূজাচারের উল্লেখ পাওয়া যায়।[২] তাহাতে বর্ষার চারিমাস গৃহস্থের সপরিবার মৃত্তিকার উপর শয়ন নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং প্রত্যেক গৃহস্থকেই শ্রাবণ-পূর্ণিমা তিথিতে একটি অনুষ্ঠান পালন করিয়া উচ্চশয্যায় শয়নের ও অগ্রহায়ণ-পূর্ণিমা তিথিতে 'প্রত্যবরোহণ' নামক আরও একটি আচার পালন করিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে পুনরায় ভূমিশয়নের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। শ্রাবণ-পূর্ণিমার দিন সর্পের উদ্দেশ্যে শ্রাবণযজ্ঞ নিষ্পন্ন করিয়া গৃহস্থকে সপরিবার ভূমিশয়ন পরিত্যাগ করিতে হইত—সেইদিন হইতে মার্গশীর্ষী বা অগ্রহায়ণী পূর্ণিমাতে অনুষ্ঠিত 'প্রত্যবরোহণে'র দিন পর্যন্ত প্রতিদিন গৃহে সর্পভয় নিবারণের জন্য সর্পের উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য (বলি) দান করিতে হইত—চারিমাসের মধ্যে একদিনের জন্যও ইহার ব্যতিক্রম করিবার উপায় ছিল না। অধুনা এই প্রথা লুপ্ত হইয়া কেবলমাত্র নাগপঞ্চমী তিথিতে সর্পের উদ্দেশ্যে পূজোপহার প্রদান করিবার রীতি সমস্ত ভারতব্যাপী উচ্চতর হিন্দু-সমাজের মধ্যে প্রবর্তিত আছে।

এই বৃত্তান্ত হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে আর্য-ভাষাভাষী জাতি যখন সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে আসিয়া প্রবেশ করে, তখন তাহার মধ্যে সর্পপূজা অপরিচিত ছিল। কিছুকাল ভারতবর্ষে বাস করিবার পর তদানীন্তন স্থানীয় প্রাগার্য অধিবাসীর সঙ্গে মিশ্রণের ফলে এই আচারে ইহা দীক্ষালাভ করে। 'হিরণ্যকেশী গৃহ্যসূত্রে' উল্লিখিত হইয়াছে যে, সমস্ত পথঘাট সর্পে পরিপূর্ণ। শ্রাবণযজ্ঞ এবং 'প্রত্যবরোহণ' নামক অনুষ্ঠান হইতেও বুঝিতে পারা যায় যে, সর্প হইতে এই দেশে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিবার প্রয়োজনীয়তা কত বেশি ছিল। এই কারণেই গৃহ্যসূত্রের যুগের পূর্বেই প্রাচীন ভারতীয় আর্য-ভাষাভাষী জাতিকে সর্পপূজা গ্রহণ করিয়া এই পরম অনিষ্টকারী জীবটির কবল হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় সন্ধান করিতে হইয়াছে।

কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় আর্য-ভাষাভাষী জাতি কোন্ প্রাগার্য জাতির নিকট হইতে সর্পপূজায় দীক্ষালাভ করিয়াছিল? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজসাধ্য নহে, তবে এই বিষয়ে কয়েকটি অনুমান করা যাইতে পারে মাত্র। আর্য-ভাষাভাষী জাতি ভারতবর্ষে আসিয়া প্রবেশ করিবার সময় এদেশে যে কয়েকটি প্রবল প্রাগার্য জাতির বাস ছিল, তাহাদের মধ্যে দ্রাবিড়-ভাষাভাষী জাতিই প্রধান। এই দ্রাবিড়-ভাষাভাষী জাতি উত্তর-ভারতে আর্য-ভাষাভাষী জাতির আক্রমণের ফলে ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে বিস্তারলাভ করে এবং দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে সেই অঞ্চলেই নিজেদের জাতীয় সংস্কৃতির পুষ্টিবিধান করে—সেইজন্যই আজ সমগ্র দক্ষিণ-ভারত দ্রাবিড়-ভাষাভাষী। যদিও আধুনিক দাক্ষিণাত্যের সকল দ্রাবিড়-ভাষাভাষী জাতি ও উপজাতিই মূলতঃ দ্রাবিড়-ভাষাভাষী ছিল না, তথাপি সেই অঞ্চলে দ্রাবিড়-সংস্কৃতির প্রভাববশতঃ কালক্রমে দ্রাবিড় ভাষার প্রভাব ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে। সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে বর্তমানে দ্রাবিড়-ভাষাভাষী দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন জাতি বিশেষতঃ নিম্নজাতির মধ্যেই সর্পপূজার সর্বাধিক প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। এই হিসাবে দাক্ষিণাত্যের সঙ্গে উত্তর-

[১] অথর্ববেদ ৫.১৩; ৬.১২; ৬.৫৬; ৭.৫৬ (৫৮); ১০.৪

[২] আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র ২.১.৯

CENTRAL LIBRARY



ভারতের মধ্যে কেবলমাত্র বাংলাদেশের তুলনা হইতে পারে। অতএব অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে, দ্রাবিড়-ভাষাভাষী জাতিই ভারতবর্ষে সর্পপূজার প্রবর্তক। বিশেষতঃ আর্য-ভাষাভাষী জাতির ভারত আক্রমণকালে অন্য আর যে দুই-একটি প্রধান জাতির এদেশে অস্তিত্ব ছিল, যেমন, আদি-অস্ত্রাল (Proto-Australoid) কিংবা ইন্দো-মোঙ্গলয়েড্ (Indo-Mongoloid)[১] তাহাদের মধ্যে সর্পপূজার যে খুব ব্যাপক অস্তিত্ব ছিল না, তাহা বুঝিতে পারা যায়; কারণ, বর্তমানে যে-সকল অঞ্চলে অষ্ট্রিক-ভাষাভাষী দৃশ্যতঃ আদি-অস্ত্রাল জাতি কিংবা তিব্বতো-চৈনিক বা তিব্বতো-ব্রহ্মীয়-ভাষাভাষী ইন্দো-মোঙ্গলয়েড্ জাতি বাস করিয়া থাকে, সেই সকল অঞ্চলে সর্পপূজার প্রচলন দ্রাবিড়-ভাষাভাষী অঞ্চল অপেক্ষা নিতান্ত নগণ্যই বলিতে হইবে। ইহাদের মধ্যে আদি-অস্ত্রাল জাতির কোন কোন শাখা সর্পকে কুলকেতু (totem) রূপে ব্যবহার করে সত্য, কিন্তু প্রকৃত সর্পপূজা বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা ইহার মধ্যে প্রচলিত নাই। কিরাত জাতির মধ্যে একমাত্র আসামের কিরাত অঞ্চলে সর্পপূজার এককালীন অস্তিত্বের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু দ্রাবিড়-ভাষাভাষী অঞ্চলের মত তাহা এখন আর সক্রিয় নহে। মনে হয়, এই জাতির উপর ইহা অন্য কোন জাতির প্রভাবের ফল; তাহা না হইলে বিচ্ছিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশের মধ্যে বাস করিয়াও ইহার জীবনীশক্তি এমন নিষ্প্রভ হইয়া পড়িতে পারিত না—বিশেষতঃ এই বিষয়ক ইহার একটি স্বতন্ত্র ধারা ছিল বলিয়া মনে হয়, তাহা পরে আলোচনা করিব।

## মনসা-পূজা

বর্তমানে উত্তর ও মধ্য-ভারতে প্রচলিত নাগপূজা কিংবা দক্ষিণ-ভারতের সাধারণ জনসমাজের মধ্যে প্রচলিত সর্পপূজার সঙ্গে বাংলায় প্রচলিত মনসা-পূজার পার্থক্য আছে। উদ্দেশ্য সর্বত্র এক এবং অভিন্ন হইলেও, ইহাদের প্রণালী বিভিন্ন; সেইজন্য মনে হয়, কালক্রমে ইহাদের উপর বিভিন্ন দিক হইতে বিভিন্ন প্রকৃতির প্রভাব কার্যকরী হইয়াছে। কিন্তু দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত রীতিটির উপর বহিঃপ্রভাব অপেক্ষাকৃত অল্প হইয়াছে বলিয়া ইহার মধ্যে ভারতীয় সর্পপূজার প্রাচীনতম রূপটির সন্ধান পাওয়া যায়। উত্তর- ও মধ্য-ভারতে নাগরাজ (নাগমাতা নহেন) বাসুকি তাঁহার সরীসৃপ মূর্তি(Zoomorphic form)-তেই পূজিত হইয়া থাকেন, দক্ষিণ-ভারতে জীবন্ত সর্প(live snake)-ই পূজার লক্ষ্য এবং বাংলাদেশে সর্পের অধিষ্ঠাত্রী এক দেবী নারীর আকৃতি(anthropomorphic form)-তে পূজিত হন—এই দেবী মনসা নামে পরিচিত। মনসা ব্যতীতও তাঁহার আরও কয়েকটি নাম আছে, যেমন, জাঙ্গুলী, বিষহরী ও পদ্মাবতী—ইহাদের মধ্যে জাঙ্গুলী নামটি বর্তমানে অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে।

এ কথা সত্য যে, বাংলাদেশে সর্পের অধিষ্ঠাত্রী এক দেবী পরিকল্পিত হইলেও ইহার সরীসৃপ রূপ(Zoomorphic form)ও এদেশে অপরিচিত নহে। কারণ, দেখিতে পাওয়া যায়, মনসাপূজায় দেবীমূর্তির যে-রকম ব্যবহার আছে, নাগমূর্তিরও তেমনই ব্যবহার

[১] কেহ কেহ আদি-অস্ত্রাল জাতিকে নিষাদ ও ইন্দো-মোঙ্গলয়েড্ জাতিকে কিরাত সংজ্ঞা দিবার পক্ষপাতী।

CENTRAL LIBRARY



আছে। নাগমূর্তিগুলিকে নাগঘট বা মনসার ঘট বলে—ইহারা মৃত্তিকানির্মিত। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রণালীতে নির্মিত হইলেও ইহারা মূলতঃ অভিন্ন প্রেরণা হইতে জাত। ইহাদের একটু বিবরণ দেওয়া এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।[১]

বাংলার পশ্চিম সীমা বিশেষতঃ বীরভূম জিলায় যে নাগঘট পূজিত হয়, তাহা বাংলায় ব্যবহৃত নাগঘটগুলির প্রাচীনতম রূপ বলিয়া মনে হয়। ইহাতে এক একটি বড় মাটির হাঁড়ির গায়ে কতকগুলি সর্পফণা গড়িয়া দেওয়া হয়—অনেক সময় ফণাগুলি অস্পষ্ট থাকিয়া যায়—তাহাদের উপর ক্রমাগত সিন্দুর লিপ্ত হইবার ফলে ইহাদিগকে বাহির হইতে বুঝিবার কোন উপায় থাকে না। এই প্রকার একটি, তিনটি, পাঁচটি কিংবা সাতটি ঘট একসঙ্গে পূজিত হয়। কোন কোন আধুনিক ঘটে সর্পফণার সঙ্গে একটি ক্ষুদ্রাকৃতি হংসবাহনা নারী-মূর্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। এই ঘটগুলির উৎপত্তির ইতিহাস বড়ই বিচিত্র। গ্রাম্য কুম্ভকারগণই ইহাদিগকে গড়িয়া থাকে। কিন্তু লোকের বিশ্বাস, যে-কোন কুম্ভকার ইচ্ছা করিলেই তাহা গড়িতে পারিবে না—এইজন্য দেবীর আদেশ চাই। যদি কোন কুম্ভকারের হাত দিয়া দেবী নিজের সর্পরূপ প্রকাশ করিতে চাহেন, তবে সেই কুম্ভকার তাহার নিয়মিত হাঁড়ি গড়িবার সময়ই একটি হাঁড়ির উপর আপনা হইতেই একটি সর্পফণা গড়িয়া তুলিবে। ইহা হইতেই সে বুঝিতে পারিবে যে, তাহার উপর দেবীর ঘটনির্মাণের আদেশ হইয়াছে। এই আদেশ শিরোধার্য করিয়া কুম্ভকার এই প্রকার নির্দিষ্টসংখ্যক ঘট নির্মাণ করিয়া নদী কিংবা পুকুরের জলে নিমজ্জিত করিয়া রাখিবে। এইবার পূজারী বা দেয়াশীর উপর দেবীর স্বপ্নাদেশ হইবে—স্বপ্নাদেশ মত কোনও বাগ্দী, কেওট, মাল কিংবা অন্য কোন নিম্নজাতির লোক নিমজ্জিত ঘটগুলিকে আনুষ্ঠানিকভাবে তুলিয়া আনিয়া তাহার গৃহে প্রতিষ্ঠিত করিবে—সেই অবধি সে পুরুষানুক্রমিক সেই ঘটগুলিকে পূজা করিতে থাকিবে এবং যে কুম্ভকারের হাত দিয়া ঘটগুলি নির্মিত হইয়াছিল সেও সমাজে মনসার একজন পরম অনুগৃহীত বলিয়া গণ্য হইবে—সে তাহার জাত-ব্যবসায় অর্থাৎ কুম্ভকারের ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া অন্য ব্যবসায় গ্রহণ করিবে। মনসা-পূজা এই অঞ্চলের নিম্নশ্রেণীর লোকের সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক জীবনের সঙ্গে যে কত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত তাহা এই বৃত্তান্ত হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে। কিন্তু এই অঞ্চলের মধ্যেই যে-সকল স্থানে হিন্দুধর্মের প্রভাব একটু বেশি প্রবল হইয়াছে, সেখানে নাগঘটের সঙ্গে সঙ্গে মনসার নারীমূর্তি গড়িয়া পূজা করিবার রীতিও প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যাইবে। আজিও বর্ধমান জিলার বাগ্দী জাতির মধ্যেই মূর্তি-নির্মাণ-প্রথা প্রচলিত আছে।[২]

মালদহ হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর-বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে মনসা-পূজা-উপলক্ষে নাগমূর্তিই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে বিশেষ বৈচিত্র্য নাই। একটি নাগমূর্তিই ইহাতে অধিকাংশ স্থলে পূজিত হয়; জলপাইগুড়ির কোন কোন স্থানে

[১] Asutosh Bhattacharyya, 'Serpent-Designs in Bengali Folk-Art', *Journal of the Indian Anthropological Institute*, Vol. II (1948), N. S., pp. 24-5.

[২] H. H. Risley, *Tribes and Castes of Bengal* (Calcutta, 1891), Vol. I, p. 41.

CENTRAL LIBRARY



মনসা ও তৎসহ তাহার অন্যান্য সহচর ও সহচরীদিগের মূর্তি নির্মাণ করিয়া পূজার প্রথাও প্রচলিত আছে।

পূর্ববঙ্গেই নাগঘট-নির্মাণের সর্বাধিক বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়। ময়মনসিংহ জিলা হইতে আরম্ভ করিয়া বাখরগঞ্জ জিলা পর্যন্ত এই অঞ্চলে বিবিধ আকৃতির নাগঘট নির্মিত হইয়া থাকে—ইহাদের মধ্যে কোন কোনটির ভিতর দিয়া বাংলার লোকশিল্পের কয়েকটি বিশিষ্ট নিদর্শনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয়।

ময়মনসিংহ জিলার পূর্বভাগে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর নাগঘট ব্যবহৃত হইয়া থাকে—একশ্রেণীর নাম কৈতরী ঘট ও অপর শ্রেণীর নাম অষ্টনাগের ঘট। নলাকৃতি যে একটি মৃদ্‌ঘটের দুই পার্শ্বে দুইটি নাগ—একটি নাগ ও আর একটি নাগিনী—ফণা বিস্তার করিয়া থাকে তাহাকে কৈতরী ঘট বলে। এই অঞ্চলে ইহার ব্যবহারই খুব ব্যাপক। যে ঘটের এক এক পার্শ্বে চারিটি করিয়া সর্পফণা থাকে তাহাকে অষ্টনাগের ঘট বলে—ইহার ঘটের উপরিভাগে মনসাদেবীর মুখটি গড়িয়া দেওয়া হয়। ইহা চিত্রিত হইয়া থাকে এবং ইহার পরিকল্পনা উন্নত সৌন্দর্যবোধের পরিচায়ক। ঘটের সঙ্গে মনসার মূর্তিও এই অঞ্চলে পূজিত হয়; কিন্তু ঘটের ব্যবহার প্রাচীনতর এবং মূর্তির ব্যবহার অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

ঢাকা-ফরিদপুর জিলার বিক্রমপুর অঞ্চলের নাগঘটই সর্বাপেক্ষা বিচিত্র—ইহা বিশিষ্ট সংখ্যক সর্পফণাযুক্ত হইয়া থাকে এবং সেই অনুসারে ইহাদিগকে পঞ্চনাগ, অষ্টনাগ, নবনাগ ও বিয়াল্লিশ নাগের ঘট বলা হয়। এই অঞ্চলে মনসার মূর্তিপূজার প্রচলন নাই—নাগপঞ্চমী ও শ্রাবণ-সংক্রান্তির দিন উচ্চনীচনির্বিশেষে সকল শ্রেণীর হিন্দুর গৃহেই এই নাগঘট পূজিত হয়—এই বিষয়ে যে পরিবারের মধ্যে যে প্রথা পূর্ব হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, সেই অনুসারে সেই পরিবারে পঞ্চ, অষ্ট, নব কিংবা বিয়াল্লিশ নাগের ঘট পূজিত হয়। বিয়াল্লিশ নাগের ঘটের পরিকল্পনা বাংলাদেশের আর কোন অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায় না। অষ্টনাগের ঘটের পরিকল্পনা মহাভারত বা হিন্দুপৌরাণিক প্রভাবজাত হইলেও অন্যান্য সংখ্যক ঘটের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ লৌকিক প্রভাবজাত। ফরিদপুর জিলার ঘটগুলির আরও একটি বৈচিত্র্য আছে—ইহাতে একটি ঘটের গা হইতে চারিটি সর্পফণা (কোন কোন সময় তিনটিও হইতে পারে) চারিদিক হইতে উপরের দিকে উঠিয়া গিয়া ঘটের মুখটিকে আবৃত করিয়া রাখে।[১]

বাখরগঞ্জ জিলা ও খুলনা জিলার বাগেরহাট মহকুমার নাগঘট একটু অন্য প্রকৃতির হইয়া থাকে। ইহা একটি মৃদ্‌ভাণ্ডের মত, তবে ইহার মধ্যভাগটি নিম্ন ও উপরিভাগ হইতে সামান্য সরু এবং ইহার গায়ে সর্পফণা নির্মাণ করিবার পরিবর্তে ইহার উপর বিচিত্র রঙে মনসার মূর্তি অঙ্কিত করা হয়।[২] এই অঞ্চলে রয়ানী নামক বহু ব্যয়সাধ্য অনুষ্ঠানে মনসা ও অন্যান্যের বিরাট্ মূর্তি নির্মাণ করিবার রীতি প্রচলিত আছে।

চট্টগ্রাম অঞ্চলে সাধারণতঃ মনসার মূর্তি নির্মাণ করিয়া পূজা করিবার রীতি প্রচলিত নাই; এক ফুট লম্বা একটি নলাকৃতি ঘট সেখানে পূজিত হয়, ইহার গায়ে কোন সর্পফণা থাকে না, পূজান্তে ইহা ঘরে অন্যান্য হাঁড়িকুড়ির মতই ব্যবহার করা হয়।

[১] A. K. Mukherjee, *Folk-Art of Bengal* (1939), Plate XXXVII.

[২] ঐ, চিত্রসংখ্যা ৫১।

CENTRAL LIBRARY



তবে কাহারও মানসিক থাকিলে মনসার মূর্তি নির্মাণ করিয়া আড়ম্বরের সঙ্গে পূজা করা হইয়া থাকে।

চব্বিশ পরগণা, হাওড়া, হুগলি, নদীয়া প্রভৃতি ভাগীরথী-তীরবর্তী জিলাসমূহে নাগঘট পূজার রীতি প্রচলিত নাই, মনসার মূর্তি নির্মাণ করিয়া পূজা করিবার রীতিও ব্যাপক নহে, ইহাদের পরিবর্তে মনসা-সিজ গাছে সর্পপূজার প্রথাই অধিকতর প্রচলিত—ইহার কথা নিম্নে উল্লেখ করিতেছি।

নাগঘট পূজার উদ্দেশ্য কি? এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই সকল ঘট ধন বা শস্যভাণ্ডারের প্রতীক্। দুই কারণে সর্পকে ধনের সঙ্গে সম্পর্কিত বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে—প্রথমতঃ, সর্পের মাথায় 'সাত রাজার ধন মাণিক্য' থাকে বলিয়া মনে করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, সর্প ও গুপ্তধন উভয়ই মাটির নীচে থাকে, সেইজন্য সর্পকেই গুপ্তধনের এবং তাহা হইতেই ধনের রক্ষক বলিয়া মনে করা হয়। গৃহস্থের নিকট শস্যই ধন, সেইজন্য তাহারা সর্পকে শস্যভাণ্ডারেরও রক্ষক বলিয়া মনে করিয়া থাকে। ঘটগুলি ভাণ্ডারের প্রতীক্ এবং সেই ঘটের সঙ্গে সর্পফণা যুক্ত করিয়া সর্পকেই সেই ভাণ্ডারের রক্ষকরূপে কল্পনা করা হয়। সেইজন্য নাগঘটের পূজা এদেশের সমাজে এত ব্যাপক প্রচার লাভ করিয়াছিল। ইহা নারীমূর্তিতে মনসাপূজা-প্রথা প্রচলিত হইবার পূর্ববর্তী এবং প্রায় দাক্ষিণাত্যের অনুযায়ী জীবন্ত সর্পপূজার সমধর্মী; কারণ, ঘট বা ভাণ্ডারের সঙ্গে ইহাকে সংযুক্ত করাতে সর্প ইহাতে অধিকতর প্রত্যক্ষ বলিয়া অনুভূত হয়।[১]

## মনসা-সিজ-পূজা

স্বতন্ত্র কোন একটি জাতির সংস্কৃতি হইতে সর্পপূজার আর একটি স্বাধীন ধারা বাংলার সর্পপূজার সঙ্গে আসিয়া মিলিত হইয়াছে—তাহা মনসা-সিজ(*Euphorbia neriifolia*)-পূজা। ভাগীরথীর দুই তীর ব্যাপিয়া ইহার ব্যাপক প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলেও ইহার প্রচলন আছে। বৃক্ষের সঙ্গে সর্পের সম্পর্ক অত্যন্ত প্রাচীন ও ব্যাপক; কারণ, উভয়ই উর্বরতাবাদের (fertility) প্রতীক্। দাক্ষিণাত্যে অশ্বত্থবৃক্ষের সঙ্গে সর্পের সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে করা হয়; সেইজন্য অশ্বত্থ-বৃক্ষের নীচে মৃৎ কিংবা প্রস্তরনির্মিত নাগমূর্তি উপহার দেওয়া হয়—অপুত্রক নারীগণ সন্তান কামনা করিয়া অশ্বত্থতলে নাগমূর্তি উপহার দিয়া কিংবা পূজা করিয়া ১০৮বার সেই বৃক্ষ প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। ইহাতে বৃক্ষ ও সর্পের সঙ্গে উর্বরতাবাদ বা fertility cult-এর সম্পর্কটি অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া চোখে পড়ে।

[১] বাংলা এমন কি ভারতবর্ষের বাহিরেও লৌকিক দেবদেবীর পূজায় সর্পঘট ব্যবহারের রীতি প্রচলিত আছে; দ্রষ্টব্য N. D. Wijesekera, 'Punava Clay Vessels with Symbolic Snakes used in the Cult of Pattini in Ceylon', *Man*, XL (1940), 60, pp. 49-50. ইহাতে সিংহলে ব্যবহৃত চব্বিশ নাগের ফণাযুক্ত একটি মৃত্তিকানির্মিত ঘটের চিত্র দেওয়া হইয়াছে; 'Snake-Vessels of the Gold Coast', *Man*, ibid, 82, p. 64. ইহাতেও গোল্ড কোষ্টের আচিমোতা কলেজের প্রত্নাগারে রক্ষিত দুইটি 'নাগঘটে'র চিত্র আছে।

CENTRAL LIBRARY



মনে হয়, জীবিত সর্পের পূজক কোন জাতির সংস্কৃতির সঙ্গে কালক্রমে বৃক্ষমধ্যে সর্পের পূজক কোন জাতির সংস্কৃতি একত্র মিশিয়া গিয়াছিল। সেইজন্য এক সময়ে বৃক্ষ-মধ্যে সর্পপূজার প্রচলন ভারতবর্ষের কোন কোন অঞ্চলে দেখা গিয়াছিল। জে. ফার্গুসনের *Tree and Serpent Worship* (1868) নামক বিরাট্ গ্রন্থে এই বিষয়টি নানা দিক দিয়া আলোচনা করা হইয়াছে। বাংলাদেশে বৃক্ষমধ্যে সর্পপূজক কোন জাতির প্রভাববশতঃ এই দেশেও এই রীতি প্রবর্তিত হইয়াছিল, কালক্রমে ইহা এতদ্দেশে প্রচলিত সর্পপূজার অন্যতম পদ্ধতির জীবিত সর্পপূজার সঙ্গে একত্র মিশিয়া গিয়াছিল। তাহার ফলেই বাংলাদেশে বিশেষ এক বৃক্ষের মধ্যে সর্পপূজার রীতি প্রচলিত হয়। এই বৃক্ষের নাম মনসা-সিজ; ইহা সিজ শ্রেণীর বৃক্ষ, ইহা চারি প্রকারের হইয়া থাকে; যেমন, সিজ (*Euphorbia nivulia*), মনসা-সিজ (*Euphorbia neriifolia*), তিকাটা-সিজ (*Euphorbia antiquorum*), লঙ্কা-সিজ (*Euphorbia tirucalli*); ইহাদের মধ্যে মনসা-সিজ বৃক্ষসম্পর্কে উল্লিখিত হইয়াছে,

'In Bengal it is occasionally used for hedging purposes, but it is more commonly planted for religious reasons near temples and Hindu houses, where it grows into the form of a tree. The tree is sacred to Manasa, the goddess of serpents, and is said to be planted on the fifth day after full moon of the month of Sravana, and venerated as the representative of the goddess.

'It is said that if the branches of this plant are broken a poisonous vapour is given off. The late G. M. Woodrow, Professor of Botany at the College of Science in Poona, records in his book *Gardening in the Tropics* that as a result of investigating the truth of this belief he once spent three days in hospital. The subject seems to merit further experiment.

'The milky juice is extremely copious, and is used for various medicinal purposes. It is a drastic purgative, and is considered a valuable cure for earache. Mixed with soot it is applied to the eyes for ophthalmia, and mixed with syrup it is given to cure asthma and bronchitis. It is also used as a remedy for warts, and is commonly believed to be an antidote to snake-bite and hydrophobia.'[১]

[১] A. P. Benthall, *The Trees of Calcutta and its Neighbourhood* (Calcutta, 1933), pp. 369-70.

CENTRAL LIBRARY



এই বৃত্তান্ত হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, মনসা-সিজ বৃক্ষ হইতে যে ক্ষীর-জাতীয় একপ্রকার পদার্থ নির্গত হয়, তাহার সর্পবিষ নিবারণ করিবার শক্তি ছিল বলিয়া মনে করা হইত, সেইজন্য ইহাতেই সর্পের পূজা করা হইত। মনসা-সিজপূজার এই ধারাটি প্রত্যক্ষ সর্পের পূজার ধারার সঙ্গে আসিয়া মিশিয়া গিয়াছে, তাহার ফলেই মনসা-সিজ বৃক্ষের নীচে ঘট বসাইয়া কিংবা মৃত্তিকা-নির্মিত সর্পফণা স্থাপন করিয়া পূজা করিবার রীতি প্রবর্তিত হইয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, কোন্ জাতির নিকট হইতে বাঙ্গালী মনসা-সিজ বৃক্ষে সর্প পূজা করিবার রীতিটি গ্রহণ করিল? বলাই বাহুল্য যে, এই বিষয়ে নিশ্চিত করিয়া কিছুই বলিতে পারা যাইবে না, তবে একটি অনুমান করা যায়। আসামের বোড়ো নামক ইন্দো-মোঙ্গলীয় জাতির এক শাখার মধ্যে সিজ বৃক্ষের পূজার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়।[১] এমন কি, ইহার মধ্যে মনসা-সিজ বৃক্ষ প্রস্তরে খোদিত করিয়াও পূজা করিবার রীতি প্রচলিত ছিল, এই প্রকার প্রস্তরমূর্তি আসামের বোড়ো অধ্যুষিত অঞ্চল হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে।[২] মনসা-সিজ-পূজার প্রচলন এই জাতির মধ্যে অত্যন্ত ব্যাপক। তাহারা গৃহদেবতা বাথউর পূজা সিজ বৃক্ষেই করিয়া থাকে।[৩] এই সম্পর্কে উল্লিখিত হইয়াছে, 'He (Bathau, the household god) is never represented in idol form, but well in evidence through his living symbol, the *siju* (*hiju*) tree (*Euphorbia splendens*), which is often to be seen in the Kachari homestead surrounded by a circular fence of split bamboo. Among the Meches of Goalpara, almost every home, it is said, has its *Bathau* (*siju*) though in Darrang it is less frequently met with.'[৪]

বোড়ো জাতির অন্যতম শাখা গারো পাহাড়ের অধিবাসী গারো জাতির মধ্যেও মনসা-সিজ বৃক্ষের ব্যবহার আছে।[৫] উত্তর ও উত্তর-পূর্ব বঙ্গ এককালে বোড়ো জাতির অধিকারভুক্ত ছিল এবং বাংলার এই সকল অঞ্চলের সাধারণ জনসমষ্টি প্রধানতঃ বোড়ো জাতিরই মৌলিক উপাদান দ্বারা গঠিত। কালক্রমে বাংলার অন্যান্য অঞ্চলেও ইহার সাংস্কৃতিক দান বিস্তারলাভ করিয়াছিল। অতএব অনুমান করা যাইতে পারে যে, বোড়ো জাতি হইতেই মনসা-সিজের পূজা বাংলাদেশে প্রচলিত হইয়াছিল; কারণ, বাংলাদেশের পশ্চিমে বিহার কিংবা দক্ষিণ-পশ্চিমে উড়িষ্যা প্রভৃতি কোন অঞ্চলেই মনসা-সিজ বৃক্ষ কিংবা কোন শ্রেণীর সিজ বৃক্ষেরই পূজার প্রচলন নাই। মনসা-সিজ বৃক্ষ হইতে দুগ্ধজাতীয় যে পদার্থ নির্গত হয়, তাহার

[১] S. Endle, *The Kacharis* (London, 1911), p. 36.

[২] R. M. Nath, *The Background of Assamese Culture* (Shillong, 1948), Plate II.

[৩] *Eastern Anthropologist*, IV (1951), p. 154.

[৪] S. Endle, op. cit.

[৫] Ibid., p. 36.

CENTRAL LIBRARY



বিষপ্রতিষেধক গুণ হইতেই ইহার প্রতি আদিম সমাজে বিস্ময়বোধের উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা হইতেই সর্প ভয়-নিবারণের জন্য ইহার পূজা প্রচলিত হইয়া থাকিবে। কারণ, দেখিতে পাওয়া যায়, দাক্ষিণাত্যেও পালা (*Alstonia Scholaris*) বলিয়া পরিচিত এক শ্রেণীর অনুরূপ ক্ষীরযুক্ত বৃক্ষেই সর্প ও অন্যান্য গ্রাম্য দেবদেবীর পূজা হইয়া থাকে।[১] কিংবা এমনও হইতে পারে যে, দুগ্ধ সর্পের প্রিয় খাদ্য বলিয়া দুগ্ধস্রাবী বৃক্ষকেই সর্বত্র সর্পের আবাস বলিয়া মনে করা হইত। সেই সূত্রেই বাংলাদেশে মনসা-সিজ ও দাক্ষিণাত্যে পালা বৃক্ষে সর্পপূজা কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলায় মনসাদেবীর যে সকল প্রস্তর ও ধাতুনির্মিত মূর্তি ক্ষোদিত ও নির্মিত হইয়াছিল, তাহাদেরও কোন কোনটির মধ্যে দেবীমূর্তির পার্শ্বে মনসা-সিজ বৃক্ষের শাখা উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়[২]—ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে, মনসা-সিজ বৃক্ষের পূজার প্রথা যখন এদেশের সমাজে অত্যন্ত প্রবল ছিল, তখনই মূর্তি নির্মাণ করিয়া মনসা-পূজার প্রচলন এই দেশে প্রবর্তিত হয়, অর্থাৎ এখানে একটি আদিম সংস্কারের উপর অপেক্ষাকৃত আধুনিক সংস্কৃতি প্রভাব বিস্তার করে।

## মনসাদেবীর উৎপত্তি

বাংলার সর্পপূজার সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য ইহার সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে মনসার পরিকল্পনা। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, উত্তর-ভারতে পৌরাণিক প্রভাববশতঃ নাগরাজ বাসুকির পূজাই প্রচলিত, দক্ষিণ-ভারতের সাধারণ জনসমাজের মধ্যে বহিঃপ্রভাব কার্যকরী ছিল না বলিয়া সর্পের সরীসৃপ রূপ (Zoomorphic form)-ই পূজিত হয়, কিন্তু বাংলাদেশে এই উদ্দেশ্যে নাগঘট ও সিজবৃক্ষ-পূজার প্রচলন থাকা সত্ত্বেও সর্পদেবতার এক স্বতন্ত্র পরিকল্পনার উদ্ভব হইয়াছিল—তাহাই সর্পের অধিষ্ঠাত্রী এক দেবী, তিনি মনসা নামে পরিচিত।

পিতৃতান্ত্রিক (patriarchal) সমাজে স্ত্রী-দেবতার স্থান অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ; সেইজন্য সহজেই অনুমান করা যায় যে, মনসার পরিকল্পনাও কোন মাতৃতান্ত্রিক (matriarchal) সমাজ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। উত্তর-ভারতে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রভাববশতঃই সর্প

[১] M. N. Srinivas, *Religion and Society among the Coorgs of South India* (1952), p. 77.

[২] ময়মনসিংহ জিলার ত্রিশাল থানার অন্তর্গত রসুলপুর গ্রাম হইতে ধাতুনির্মিত একটি মনসামূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। মূর্তিটি প্রায় এক হাত উচ্চ। ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার একপার্শ্বের ঊর্ধ্বভাগে গণেশ ও নিম্নভাগে একটি নাগিনী মূর্তি এবং অপর পার্শ্বের ঊর্ধ্বভাগে কার্তিকেয় ও নিম্নভাগে আর একটি নাগিনী মূর্তি আছে। দেবীর মস্তকের উপর সাতটি সর্প ফণা বিস্তার করিয়া আছে, তাঁহার ক্রোড়স্থিত শিশুর মস্তকটিও একটি সর্পফণায় আচ্ছাদিত। ক্রোড়স্থ শিশু যে আস্তিক তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। দেবীর দুই স্কন্ধের উপরের দিকে দুইটি মনসা-সিজ বৃক্ষের শাখা। ইহাই মূর্তিটির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। মূর্তিটি একাদশ শতাব্দীতে নির্মিত হওয়া সম্ভব। ইহা কলিকাতা ৬, ল্যান্সডাউন রোড, নাট্যের ভবনে বঙ্গীয় লোক-সংস্কৃতি পরিষদের মিউজিয়মে রক্ষিত ছিল।

CENTRAL LIBRARY



সেখানে পুং-দেবতা নাগরাজ বাসুকি। মাতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রভাববশতঃই মহীশূর ও কর্ণাটে সর্পদেবতা স্ত্রীরূপিণী মুদামা ও মনে মঞ্চাম্মা, অন্ধ্রদেশে নাগম্মা বা বালনাগম্মা, উড়িষ্যায় বৈরাট পাটঠাকুরাণী বা বিচিত্রেশ্বরী, আসামের খাসিয়া অঞ্চলে থেলুন। আর্য-ভাষাভাষী জাতির প্রভাববশতঃ বাংলার উচ্চতর সমাজে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা অধিকতর কার্যকরী হইলেও, এই দেশের সাধারণ সমাজ মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মৌলিক ভিত্তির উপরই স্থাপিত; সেইজন্য ইহার প্রধানতম দেবতা দুর্গা, কালী প্রভৃতি সকলই স্ত্রীজাতীয়া। এই সংস্কার অনুসরণ করিয়াই বাংলায় সর্পদেবতারও উৎপত্তি হইয়াছে; সেইজন্য তিনি পুরুষ না হইয়া স্ত্রী।

বাংলার উত্তর-পূর্ব সীমান্তস্থিত খাসি ও জয়ন্তী পর্বতের অধিবাসী খাসিয়া জাতির মধ্যে এক প্রতাপশালিনী সর্পদেবীর পূজা হইয়া থাকে, তাঁহার নাম থেলুন (Thelen)। কিছুদিন পূর্বেও নরবলি দ্বারা তাঁহার পূজা করিতে হইত।[১] বাংলার পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চল, বিশেষতঃ বিহারেও যে প্রাচীনকালে সর্পদেবীর পূজা প্রচলিত ছিল, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচীন মগধের রাজধানী রাজগীরের ধ্বংসস্তূপ খননের ফলে সেখান হইতে এক প্রাচীন সর্পমন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহার মধ্যে কয়েকটি নারীরূপিণী নাগিনীমূর্তির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে; মনে হয়, ইহারাও প্রাচীনকালে স্থানীয় কোন নামে পূজিত হইত, এখন পর্যন্তও এখানে মনিয়ার নামক সর্পের উদ্দেশ্যে পূজা দেওয়া হয়। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বিহারের সর্পশ্রুতি অনুযায়ী মনিয়ার বা মনিয়া (মণিকা) নামক সর্পই বাসরগৃহে বালা-লখীন্দরকে দংশন করিয়াছিল।

প্রাচীনকালে বাংলার পূর্ব ও পশ্চিম উভয় অঞ্চলেই সর্পদেবীসম্পর্কিত সংস্কার প্রচলিত ছিল বলিয়া সহজেই মনে হইতে পারে যে, ইহাদের মধ্যবর্তী অঞ্চল বাংলাদেশও অনুরূপ সংস্কারের প্রভাব হইতে মুক্ত ছিল না। অতএব মনে করা যাইতে পারে যে, প্রাচীনকাল হইতেই বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলেও সর্পভয় হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য এক স্ত্রী-দেবতার পূজা করা হইত। খাসিয়াদিগের থেলুন দেবতার মত ইহার নিকটও নরবলি দেওয়া হইত বলিয়া মনে হয়; কারণ, সর্পদেবীর নিকট পশুবলি দিবার সংস্কার বাংলাদেশে এখন পর্যন্তও অত্যন্ত প্রবল।[২] কিন্তু আজ হইতে কতকাল পূর্বে যে বাংলাদেশে সর্পদেবীর পরিকল্পনার

[১] এখনও এই সম্পর্কিত সংস্কার এই সমাজে কত প্রবল তাহা ২৫-৭-৫৩ তারিখে শিলং হইতে প্রচারিত পি. টি. আই.'র এক সংবাদে প্রমাণিত হইবে—'One tribal woman named Kamin who was alleged to be collecting human blood, hair and nails for the last few days for snake-worship was taken into police custody here today. Children playing in parks and uncared for young ones on road were alleged to be victims of this tribal worshipper. The snake-worship in tribal areas, Khasi and Jaintia hills, known as "Thelen" has been forgotten by people.'

[২] বর্ধমান হইতে পি. টি. আই. কর্তৃক প্রচারিত ১৮-২-৫৩ তারিখের নিম্নোদ্ধৃত সংবাদটি হইতে জানিতে পারা যাইবে যে, এই উপলক্ষে নরবলি দিবার সংস্কার বাংলাদেশ হইতে এখনও সম্পূর্ণ দূর হয় নাই, ইহার সহিত শিলং হইতে প্রচারিত পূর্বোল্লিখিত সংবাদটির তুলনা করা যাইতে পারে—'Three persons—an old lady, a boy and an elderly passer-by—were today rushed

CENTRAL LIBRARY



উদ্ভব হইয়াছিল তাহা আজ নিশ্চিত করিয়া বলিবার কোন উপায় নাই। তবে মাতৃতান্ত্রিক জাতির মধ্য হইতেই দেবীপূজার মত নর বা পশুবলির উদ্ভব হইয়া থাকে বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ মনে করিয়া থাকেন। এই সম্পর্কে উল্লিখিত হইয়াছে, 'In the matrilineal cultures there developed alongside of offerings of food to the departed, bloody sacrifices as well. Probably these were originally made to the mother of the tribe, the old woman of the Moon, and likewise to Mother Earth in order continually to reinforce the fertility of the soil with blood, as nearly as possible still living.'[১]

এই সকল কারণ হইতে মনে হয় যে, বাংলার প্রতিবেশী গারো কিংবা খাসিয়া জাতির মত বাংলাদেশেও যখন এক প্রবল মাতৃতান্ত্রিক জাতির বাস ছিল, তখনই ইহাতে এক সর্পদেবীর পূজার উদ্ভব হইয়াছিল, তারপর এই দেশে ক্রমে বৌদ্ধ ও হিন্দুসংস্কৃতি বিস্তার লাভ করিয়াছে, তখন সেই প্রাচীন মাতৃতান্ত্রিক সংস্কার বৌদ্ধ ও হিন্দুসংস্কার দ্বারা বাহিরের দিক হইতে প্রভাবিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার অন্তঃপ্রকৃতি প্রায় অক্ষুণ্ণই রহিয়া গিয়াছে।

মাতৃতান্ত্রিক সমাজের মধ্যে এদেশের সর্পদেবীর যখন উদ্ভব হইয়াছিল, তখন তাহা যে কি নামে পরিচিত ছিল, তাহা আজ আর জানিতে পারিবার উপায় নাই। কিন্তু তাহার পরবর্তী যুগ অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম প্রভাবিত যুগে যে তাঁহার কি পরিচয় ছিল, তাহা জানিতে পারা যায়। বলা বাহুল্য, বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম বলিতে মহাযান তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মই বুঝায়; কারণ, এই অঞ্চলে ইহারই পূর্ণতম প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। বাংলার মহাযান বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সর্পদেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়, তাঁহার নাম জাঙ্গুলী। জাঙ্গুলী শব্দটি সংস্কৃত নহে—জঙ্গল নামক দেশজ শব্দ হইতে জাত, ইহার অর্থ জঙ্গল বা অরণ্যের অধিবাসিনী। কোনও অরণ্যজাতি কর্তৃক পূজিতা দেবী বলিয়া তিনি এই নামে পরিচিতা ছিলেন বলিয়া মনে হয়। তান্ত্রিক বৌদ্ধসূত্রগ্রন্থ 'সাধনমালা'য় এই জাঙ্গুলীর বিস্তৃত পরিচয় ও তাঁহার উপাসনার প্রণালী নির্দেশ করা আছে।[২] যদিও তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মগ্রন্থসমূহ পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বুদ্ধদেবের সমসাময়িক কালেই জাঙ্গুলী দেবীর এই দেশে অস্তিত্ব ও বিশেষ প্রাধান্য ছিল, তথাপি এ কথা সত্য যে, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্বে তাঁহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হইতে পারা যায় না।[৩] কিন্তু

to the local hospital with serious injuries on their persons, while a devotee of "Manasha" (Goddess of serpents) was taken to police lockup. The boy, it is said, was saved from his doom by the lady and the man who intervened in the process of what is stated to be a religious sacrifice at the altar of the goddess "Manasha".'

[১] W. Schmidt, *The Origin and Growth of Religion* (London, 1935), p. 70.

[২] সাধনমালা, ১১৯, ১২০, ১২১।

[৩] আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃঃ ১৩২।

CENTRAL LIBRARY



এ কথাও সত্য যে, তান্ত্রিক বৌদ্ধসমাজে প্রবেশ লাভ করিবার পূর্বে এই দেবী স্থানীয় কিংবা বহিরাগত কোন আদিম সমাজের মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, নতুবা তান্ত্রিক বৌদ্ধসমাজ ইহা দ্বারা প্রভাবিত হইবার কথা ছিল না। তিব্বত প্রমুখ দেশ হইতে মাতৃতান্ত্রিক কোন জাতির মধ্যস্থতায় এই দেশে যে তন্ত্রশাস্ত্রও প্রচার লাভ করিয়াছিল তাহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনুমান করিয়াছেন; সেইজন্য মনে হয়, বৌদ্ধধর্ম এই দেশে প্রচারিত হইবার পূর্বেই ইন্দো-মোঙ্গলীয় কোন জাতির প্রভাববশতঃ বাংলাদেশে জাঙ্গুলীর উদ্ভব হইয়াছিল।

বাংলাদেশে হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থানের যুগে বৌদ্ধ সংস্রবের জন্য সর্পদেবীর জাঙ্গুলী নামটি পরিত্যক্ত হয় এবং তাহার পরিবর্তে তাঁহার বিষনাশকারক গুণের উপর ভিত্তি করিয়া নূতন নাম কল্পিত হয় বিষহরী।[১] তখন শিবের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক স্থাপন করিয়া তাঁহার আভিজাত্য বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করা হয়—অধুনা প্রচলিত বাংলা সর্পপূজার ধ্যানমন্ত্রটি লক্ষ্য করিলেই জাঙ্গুলী যে কি ভাবে মূলতঃ সরীসৃপ হইতে উদ্ভূত হইয়া বিষহরীতে পরিণতি লাভ করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে; মন্ত্রটি এই—

কান্ত্যা কাঞ্চনসন্নিভাং সুবদনাং পদ্মাননাং শোভনাম্
নাগেন্দ্রৈঃ কৃতশেখরাং ফণীময়ীং দিব্যাঙ্গরাগান্বিতাম্।
চার্বঙ্গীং দধতীং প্রসাদমভয়ং নিত্যং করাভ্যাং মুদা
বন্দে শঙ্কর-পুত্রিকাং বিষহরীং পদ্মোদ্ভবাং জাঙ্গুলীম্॥

এই ধ্যানমন্ত্রটির মধ্যে বাংলার সর্পদেবীর তিনটি স্বতন্ত্র পরিচয় যথা "ফণীময়ী" অর্থাৎ ফণিনী বা সর্পিণী, জাঙ্গুলী ও বিষহরী একত্রীকৃত হইয়াছে। এই ধ্যানটি খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী নহে।

সর্পদেবীর জাঙ্গুলী নামটি বর্তমানে লুপ্ত হইয়া গেলেও বিষহরী নামটি বাংলা ও বিহারে অদ্যাপি ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে। কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে তাঁহার আর একটি নাম প্রচার লাভ করিয়াছে—তাহা মনসা। এই মনসা নামটি কখন্ কোথা হইতে আসিল, তাহাই এখন অনুসন্ধানের বিষয়।

পূর্ব পাঞ্জাবের অম্বালা ও গুরগাঁও জিলায় দুইটি সর্পমন্দির আছে—মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম মনসা।[২] উত্তরপ্রদেশের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত হরিদ্বার সহরের উপর মনসা পাহাড় নামক একটি টিলা ও তদুপরি মনসাদেবীর মন্দির নামক এক ক্ষুদ্র মন্দির আছে; মন্দিরের ভিতরে এক ক্ষুদ্র দেবীমূর্তি, মন্দিরের সম্মুখস্থ এক অনুচ্চ বৃক্ষের শাখায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাটির ঢেলা ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড দিয়া বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখা হয়—পশ্চিম বাংলার ষষ্ঠী বা মনসাতলায় অনুরূপ দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তরপ্রদেশের নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে এখনও

[১] বলা বাহুল্য, শব্দটি ব্যাকরণসম্মত নহে, সংস্কৃত 'বিষহর' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে 'বিষহরা' এবং 'বিষহারী' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে 'বিষহারিণী' হয়। অতএব সংস্কৃতে 'বিষহরী' শব্দটির প্রয়োগ অর্বাচীনত্বের প্রমাণ।

[২] H. A. Rose, *A Glossary of the Tribes and Castes of the Punjab and North-Western Frontier Province* (Lahore, 1919), Vol. I, p. 318.

CENTRAL LIBRARY



'মনসা' নাম রাখা হয়—ইহা নিশ্চিতই দেবতা অর্থবাচক।) মধ্যপ্রদেশের কোল জাতির মধ্যে এক পুং-দেবতা অর্থে 'মনসা দেও' নামটি প্রচলিত আছে, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে সর্পের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায় না—

'Mansa *deo* is also a household god, but is usually worshipped outside the house. A small platform of mud is raised by the wall just in front of the house, and on the wall some daubs (usually four) of *sindur* are put, and two small red flags are set up. Some ashes will often be found there and bangles, beads and the like. If Mansa *deo* is not kept contented by the usual offerings of food and coconuts, he may attack the family. When he is happy, he wards off evil spirits.'[১]

ছোটনাগপুরের অন্তর্গত রাঁচি জিলার ওরাওঁ নামক দ্রাবিড়-ভাষাভাষী আদিম জাতির মধ্যে সর্পদেবীরূপে 'মনসা'র নাম শুনিতে পাওয়া যায়।[২] ইহাদের মধ্যে সাপের ওঝাকে নাগমতি বলে। নাগমতি ও তাহার শিষ্যগণ জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে 'মনসা'র নিকট মুরগী বলি দিয়া তাঁহার পূজা করিয়া থাকে। নাগমতি ও তাহার শিষ্যগণ এই উপলক্ষে সারাদিন উপবাস করিয়া থাকে এবং সন্ধ্যার সময় 'মনসা'র নিকট নাগমতি ও তাহার প্রত্যেক শিষ্য একটি করিয়া মুরগী বলি দেয়। সকলে মিলিয়া একসঙ্গে 'মনসা'র মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া গান গাহে ও তালে তালে হাতে তালি বাজাইয়া থাকে। এই উপলক্ষে সাপের বিষ ঝাড়িবার নানাপ্রকার মন্ত্র আবৃত্তি করা হয় এবং নানা জাতি সাপের নাম করা হয়। অনুষ্ঠানটির সঙ্গে শ্রাবণ-সংক্রান্তির দিনে অনুষ্ঠিত বাঁকুড়া ও বীরভূম জিলার নিম্নশ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত ঝাঁপান অনুষ্ঠানটির আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

সিংহভূম জিলার অন্তর্গত কল্যন অঞ্চলের হো জাতির মধ্যেও মনসাদেবীর নাম শুনিতে পাওয়া যায়।[৩] মানভূম ও হাজারিবাগ জিলা ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের ভূমিজ ও কুর্মীদিগের মধ্যে সর্পদেবীরূপে মনসার নামটি সুপরিচিত। সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদিগের মধ্যেও মনসাদেবীর নাম শুনিতে পাওয়া যায়। সাঁওতাল পরগণা জিলার অন্তর্গত দেওঘরে বৈদ্যনাথ শিবমন্দিরের আঙ্গিনায়ও একটি মনসাদেবীর মন্দির আছে, কিন্তু মন্দিরটি যে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের পর নির্মিত হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়।[৪] কিন্তু সিংহভূম, মানভূম, হাজারিবাগ, সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি পশ্চিম বাংলার সীমান্ত সংলগ্ন জিলাসমূহে নামটি বাংলাদেশ হইতে

১ W. G. Griffiths, *The Kol Tribe of Central India* (Calcutta, 1940), p. 146.

২ S. C. Roy, *Oraon Religion and Custom* (Ranchi, 1928), p. 303.

৩ D. N. Majumdar, *The Affairs of a Tribe* (Lucknow, 1950), pp. 260-62.

৪ *Bengal District Gazetteers, Santal Parganas* (Calcutta, 1910), p. 257.

CENTRAL LIBRARY



গৃহীত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। উত্তর বিহারের সর্বত্র সর্পদেবী অর্থে বিষহরী নামটি অধিকতর প্রচলিত হইলেও মনসা নামটিরও ব্যাপক প্রচার আছে। ইহা প্রথম বিহারে কিংবা বাংলাদেশে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারা যায় না। বাংলাদেশ হইতেই মনসা নামটি আসামে প্রচারিত হইয়াছে।

দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট অঞ্চলের নিম্নশ্রেণীর এক জাতি বৎসরের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট দিনে বল্মীক-স্তূপে এক অদৃশ্য সর্পিণীর উদ্দেশ্যে পূজা নিবেদন করিয়া থাকে—সর্পিণীর নাম 'মনে মঞ্চাম্মা'। এই 'মনে' শব্দটি বাদ দিলে 'মঞ্চাম্মা' কথাটির মধ্যে দুইটি শব্দ আছে, মঞ্চা ও অম্মা। মঞ্চা শব্দটি হইতে মনসা শব্দটির উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া কেহ মনে করিয়াছেন।[১] তবে কি ভাবে যে সুদূর কর্ণাট অঞ্চলের এক অদৃশ্য সর্পিণীর নাম বাংলাদেশে আসিয়া প্রচারলাভ করিল, তাহা ব্যাখ্যা করিতে গিয়া আবার কেহ বলিয়াছেন, সেন রাজগণ কর্ণাট অঞ্চল হইতেই বাংলাদেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহারাই এই নামটি বাংলাদেশে আনিয়া প্রচার করিয়াছেন।[২] কিন্তু একটি কথা এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, দাক্ষিণাত্যের সকল অঞ্চলেই উচ্চতর জাতি নিম্নজাতির সকল সংস্রব বাঁচাইয়া চলে। সেন রাজগণ উচ্চ-বংশসম্ভূত কর্ণাট ক্ষত্রিয়, তাঁহারা হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; কিন্তু গ্রাম্য সর্পদেবী মনে মঞ্চাম্মার উপাসকগণ বাংলাদেশের বাউরী, বাগ্দী প্রভৃতি অপেক্ষাও হীন তোরিয়ার, চক্র প্রভৃতি নামে পরিচিত নিম্নতম জাতির লোক।[৩] বিশেষতঃ, মনে মঞ্চাম্মার মত গ্রাম্য-দেবী দাক্ষিণাত্যের প্রতি গ্রামেই বিভিন্ন নামে নিম্নজাতির নিকট হইতে পূজা পাইয়া আসিতেছেন, তাহাদের মধ্যে মুদামা প্রভৃতি নামক সর্পদেবীর প্রস্তর মূর্তি পর্যন্ত নির্মিত হইত।[৪] অতএব ইহাদের মধ্য হইতে বিশেষ করিয়া মনে মঞ্চাম্মা সেনরাজদিগের পূর্বপুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার কোনই কারণ ছিল না; কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি, দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-প্রমুখ উচ্চতর জাতিসমূহ কদাচ নিম্নজাতির ধর্মকর্ম দ্বারা প্রভাবিত হইত না, উত্তর-ভারত হইতেও দক্ষিণ-ভারতের উচ্চতর হিন্দু-সম্প্রদায় এই বিষয়ে অধিকতর রক্ষণশীল। অতএব মনে মঞ্চাম্মা ও মনসার নামের মধ্যে যদি কোন উচ্চারণ-সাম্য থাকিয়াই থাকে, তবে তাহা নিতান্তই আকস্মিক—ইহাদের পরস্পরের সঙ্গে কোনই সম্পর্ক নাই। একথাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সর্পিণীর (দেবীর নহে) নাম মনে মঞ্চাম্মা, শুধু মঞ্চাম্মা নহে, অতএব ইহা হইতে মনসার ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করিতে হইলে শব্দটি সমগ্রভাবেই গ্রহণ করা উচিত, অংশতঃ গ্রহণ করিবার কোন কারণ নাই।

'পদ্মপুরাণ', 'দেবীভাগবত', 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ' প্রভৃতি কয়েকখানি অর্বাচীন সংস্কৃত উপপুরাণের মধ্যে সর্পদেবী অর্থে সর্বপ্রথম মনসার নামটির সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়।

১ ক্ষিতিমোহন সেন, 'বাংলার মনসাপূজা', প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩২৯, পৃঃ ৩৯১।

২ N. K. Bhattashali, *Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum* (Dacca, 1929), p. 224.

৩ H. Whitehead, *Village Gods of South India* (Calcutta, 1921), p. 82.

৪ J. Ph. Vogel, *Indian Serpent Lore* (London, 1926), p. 272 and plate XXX.

CENTRAL LIBRARY



এই পুরাণগুলির একখানিও খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী নহে ; খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতেই মনসা-মঙ্গল কাব্যের আদি কবি হরিদত্ত আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অতএব এই সময়েই কিংবা ইহার কিছু পূর্বে মনসা নামটি বাংলাদেশের লোক-সাহিত্যে আসিয়া প্রবেশ লাভ করিয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যায় এবং লোক-সাহিত্য ও লৌকিক ধর্মের প্রভাববশতঃই তাহা সেই সময় হইতেই বাংলাদেশে রচিত ও প্রচারিত কতকগুলি অর্বাচীন সংস্কৃত পুরাণের মধ্যেও গিয়া প্রবেশ লাভ করে। মনসা শব্দটি সংস্কৃত নহে, কিংবা সংস্কৃত হইতেও জাত নহে, তবে মনসাদেবীকে আভিজাত্য দান করিবার জন্য শব্দটির কশ্যপ কিংবা ব্রহ্মা কর্তৃক 'মনসা স্রষ্টা ইতি মনসা' এই প্রকার ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করা হয়। বলা বাহুল্য, উক্ত অর্বাচীন পুরাণগুলির কাহিনী অনুযায়ীই শিব-বীর্যে মনসার জন্ম, তিনি কাহারও মানস-সৃষ্ট নহেন, অতএব এই নিতান্ত কষ্টকল্পিত ব্যুৎপত্তি গ্রহণযোগ্য নহে। সুতরাং মনে হয়, শব্দটি পূর্বোল্লিখিত উত্তর- ও মধ্য-ভারতের সাধারণ অধিবাসীদিগের মধ্যে প্রচলিত 'মন্‌সা' শব্দ হইতেই জাত, সেই অঞ্চল হইতেই ইহা খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর কিছু পূর্বে বাংলাদেশে আনীত হইয়া সাধু উচ্চারণে মনসা ও প্রাদেশিক উচ্চারণে মনুসা প্রভৃতি রূপলাভ করিয়াছে। এখন আলোচনা করিতে হয়, কি ভাবে ইহা বাংলাদেশে আসিল।

আমাদের দেশে এখনও কেহ কেহ মনে করেন, একমাত্র বেদ, রামায়ণ-মহাভারত, পুরাণ ও অন্যান্য সংস্কৃত ধর্মশাস্ত্র অবলম্বন করিয়াই সাধারণ বাঙ্গালীর ধর্ম ও সংস্কৃতির যাবতীয় উপকরণ এই দেশে আসিয়া প্রচারলাভ করিয়াছে। তাঁহাদের বিশ্বাস, বাঙ্গালী জীবনের প্রতিটি সাংস্কৃতিক উপকরণেরই ভিত্তি বেদ-পুরাণ বা শ্রুতি-স্মৃতি। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়াই তাঁহারা বাংলার নিজস্ব লোক-সংস্কৃতির উপকরণগুলির উৎপত্তি সন্ধান করিতে গিয়া বেদ-পুরাণেরই দ্বারস্থ হইয়া থাকেন। প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক কাল হইতে আরম্ভ করিয়া যে সকল বিভিন্ন জাতির স্বতন্ত্র উপকরণ একত্র মিশ্রিত হইয়া বর্তমান সাধারণ বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক জীবন গঠিত হইয়াছে, বেদ-পুরাণ তাহাদের অন্যতম মাত্র, কিন্তু একমাত্র নহে। বিশেষতঃ, সমাজের উচ্চতর স্তরে বেদ-পুরাণের প্রভাব কতকটা স্পষ্ট হইলেও সাধারণ কিংবা নিম্নতম স্তরে ইহার প্রভাব একেবারে নাই বলিলেই চলে। মনসাপূজা বাঙ্গালী সমাজের সাধারণ ও নিম্নতম স্তরেরই একটি মুখ্য উৎসব, অতএব ইহার উৎপত্তি নির্দেশ করিতে বেদ-পুরাণ অনুসন্ধান করা নিরর্থক। অতএব কোন বেদ কিংবা পুরাণে যদি মনসা শব্দের উচ্চারণানুরূপ কোন শব্দের সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়, তবে তাহাই বাংলার অর্বাচীন পুরাণ কয়খানিতে উল্লিখিত সর্পদেবী মনসার উৎপত্তির মূল বলিয়া মনে করা সঙ্গত হয় না। কারণ, ইহাদের মধ্যে বহুদূর ব্যবধান রহিয়াছে, সেই ব্যবধান নিরবচ্ছিন্ন তথ্য দ্বারাই কেবল দূর করা যাইতে পারে, কল্পনা দ্বারা পূর্ণ করা যাইতে পারে না। অতএব বেদ-পুরাণে উল্লিখিত বিচ্ছিন্ন কোন সমোচ্চার্যশব্দমাত্র হইতে সর্পদেবী অর্থে বাংলার মনসা শব্দ প্রচারিত হইয়াছে, এ-কথা স্বীকার করা যায় না।

বৈদিক কিংবা প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে সর্পদেবী অর্থে মনসা শব্দটি কোন না কোন রূপে যদি বর্তমান থাকিবেই, তবে খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্বে কোন ধর্মীয় কিংবা পৌরাণিক সাহিত্যে, এমন কি সর্পদেবীর প্রচলিত কোন ধ্যানেও শব্দটির উল্লেখ না থাকিবার কারণ কি ? বেদ, রামায়ণ-মহাভারত ও মহাপুরাণগুলি ত ইতিপূর্বেই বাংলাদেশে প্রচারিত হইয়াছিল,

CENTRAL LIBRARY



তাহা সত্ত্বেও একমাত্র খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর পরবর্তী কয়েকখানি উপপুরাণ ব্যতীত ইহার উল্লেখ পূর্বে আর কোথাও পাওয়া যায় না কেন? বরং তাহার পরিবর্তে জাঙ্গুলী নামটিই বাংলাদেশে কেন ব্যাপক প্রচারলাভ করিয়াছিল? তারপর বৈদিক ও সংস্কৃত সাহিত্য ত সর্বভারতীয় হিন্দুর সাংস্কৃতিক ভিত্তি, অতএব ইহা এই সূত্রে একমাত্র বাংলা ও তাহার পার্শ্ববর্তী স্থান ব্যতীত সমস্ত ভারতবর্ষময় প্রচারলাভ করিল না কেন? কারণ, সর্পপূজা যে ভারতের অন্যত্র প্রচলিত হয় নাই, তাহাও ত নহে। অতএব প্রাচীন কোন গ্রন্থে 'মনসে' কিংবা মনসার সমোচ্চার্য অন্য কোন শব্দের সঙ্গে যদি দৈবাৎ সাক্ষাৎকার লাভ হয়, তাহা হইলে তাহাই বাংলার বাগ্দী-কেওট ও সাধারণ জনসম্প্রদায় কর্তৃক পূজিত মনসার উৎপত্তির মূল বলিয়া নির্দেশ করা সঙ্গত হয় না। লৌকিক দেবদেবীকে বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে অনুসন্ধান করিবার প্রবৃত্তি যতই হ্রাস পাইবে, সত্য-সন্ধান ততই সহজ হইবে; বাংলার আরও কয়েকটি লৌকিক দেবদেবীর ইতিহাস আলোচনা সম্পর্কে তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে।

এখন দেখিতে হয়, পশ্চিম-ভারতের 'মন্সা' নামটি কখন হইতে জাঙ্গুলী দেবীর পরিবর্তে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়। পূর্বেই বলিয়াছি, জাঙ্গুলীর সঙ্গে বৌদ্ধসমাজের সম্পর্ক ছিল, তিনি তান্ত্রিক বৌদ্ধ দেবী ছিলেন। পাল রাজত্বের অবসানে সেন রাজত্বের যখন প্রতিষ্ঠা হইল, তখন এদেশে বৌদ্ধধর্মের বিলোপ ও তাহার স্থানে হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থান হইয়াছিল, সেই সময়ে যে সকল বৌদ্ধ দেবদেবীকে নূতন নাম দিয়া হিন্দুসমাজের মধ্যে গ্রহণ করা হইয়াছিল, এই সর্পদেবী তাহাদের অন্যতম। বৌদ্ধ সংস্রবের জন্য তখনই তাঁহার জাঙ্গুলী নাম পরিত্যক্ত হয় এবং তাহার পরিবর্তে মনসা নামকরণ হয়। বাংলার পূর্বোক্ত অর্বাচীন পুরাণগুলি ইহার কিছুকাল মধ্যেই রচিত হয় এবং তাহাদের মধ্য দিয়া মনসাকে শিবের কন্যারূপে দাবী করিয়া হিন্দুসমাজের মধ্যে গ্রহণ করা হয়। এই সময়ই সংস্কৃত মহাভারত হইতে বাসুকির ভগ্নী জরৎকারুর কাহিনীটিও আনিয়া বাংলার তদানীন্তন বৌদ্ধ সর্পদেবীর উপর আরোপ করা হইল এবং লোক-সাহিত্যে ও ভাস্কর্যে তদনুরূপ সর্পদেবীর কাহিনী ও মূর্তি পরিকল্পিত হইল। তাহা সত্ত্বেও সর্পপূজায় ঘট ব্যবহারের প্রাচীনতর রীতিটি পরিত্যক্ত হইল না; ভাস্কর্যে নির্মিত সর্পদেবীর মূর্তিগুলির নিম্নভাগে এক একটি ঘটও উৎকীর্ণ হইতে লাগিল। পূর্বে যে নাগঘটের উল্লেখ করিয়াছি, ইহা তাহাই।

বাংলাদেশে ও সেখান হইতে বিহার ও আসামেই এই সর্পদেবী মনসা নামে পরিচিত হইয়াছেন, বাংলার একান্ত সংলগ্ন অঞ্চল ব্যতীত উড়িষ্যার অন্যত্র তাঁহার মনসা নামের পরিবর্তে জাঙ্গুলী নাম এখন পর্যন্তও প্রচলিত আছে। মনসা-পঞ্চমী বা নাগপঞ্চমীকে উড়িষ্যায় এখনও জাগুলি-পঞ্চমী বলে।[১]

এখন দেখিতে হইবে, কি ভাবে মনসা শব্দটি পশ্চিম ভারত হইতে বাংলাদেশে আসিল। পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে মনসার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা হইতে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, তিনি সেখানেও নিম্নশ্রেণীরই দেবতা—ব্যবসায়ী সাপুড়েদিগের সঙ্গে সর্পদেবীর সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ; কারণ, বিষধর সর্প তাহাদের নিত্যসঙ্গী ও উদর-পূরণের সংস্থান।

[১] Kunja Behari Das—*A Study in Orissan Folklore* (Santiniketan, 1953), p. 104.

CENTRAL LIBRARY



সাপুড়ে সাপ ধরিয়া, সাপের খেলা দেখাইয়া সমস্ত ভারতময় ভ্রমণ করিয়া থাকে। পশ্চিম-ভারতীয় সাপুড়েদিগের সঙ্গে বাংলাদেশের আরও একটি সম্পর্ক ছিল। মন্ত্র ও সর্পৌষধির যাহারা ব্যবসায়ী তাহারা কামরূপের অন্তর্গত কামাখ্যাতীর্থকে সর্বদাই সিদ্ধপীঠ বলিয়া বিবেচনা করিত। এখানে না আসিলে মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করা যায় না, ইহাই সকলের বিশ্বাস ছিল। সেইজন্য প্রতি বৎসর উত্তর-ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সাপুড়ের দল বাংলাদেশের উপর দিয়া কামাখ্যাতীর্থে যাতায়াত করিত। ব্যবসায়ের অনুকূল হইলে কোন কোন দল কোন কোন স্থানে বসতি স্থাপন করিত এবং সেই স্থানকে কেন্দ্র করিয়া নিজেদের জীবিকা অর্জন করিত। এখন পর্যন্তও উত্তর ও মধ্যপ্রদেশ হইতে গোরখনাথের শিষ্য বলিয়া পরিচিত যোগিসম্প্রদায়ভুক্ত একশ্রেণীর সাপুড়ে প্রতি বৎসর বাংলাদেশের উপর দিয়া কামাখ্যা পর্যন্ত যাতায়াত করিয়া থাকে। ইহারা পথিমধ্যে সর্বত্রই সাপের খেলা দেখাইয়া পাথেয় ও জীবিকা সংগ্রহ করে। অতএব এই সাপুড়েদিগের মধ্যস্থতায়ই মনসা নামটি মধ্যভারত হইতে বাংলাদেশে আনীত হইয়াছিল। বহিরাগত কোন সাপুড়ের দলের এদেশে বসতি স্থাপন করাও সম্ভব; এই সূত্রেই নামটি এদেশের নিম্নশ্রেণীর মধ্যে পূর্ব হইতেই পরিচিত ছিল, অতএব সর্পদেবী জাঙ্গুলীর যখন নূতন নামকরণের প্রয়োজন হইল, তখন জাঙ্গুলীর পরিবর্তে মনসা নামটিই গ্রহণ করা হইল।

## ভাস্কর্যে সর্পদেবী

বাংলাদেশে সেনরাজগণই হিন্দুসংস্কৃতির অভ্যুত্থানের জন্য দায়ী হইলেও একথা কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারা যায় না যে, পূর্ববর্তী পালরাজগণ হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি-বিষয়েও উদার মত পোষণ করিতেন বলিয়া সেনরাজগণের আবির্ভাবের পূর্ব হইতেই এদেশের জনসাধারণের মধ্যে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতিবিষয়ক উৎসাহ প্রকাশ পাইতেছিল; নতুবা বহিরাগত সেনরাজদিগের ধর্মমত যাহাই থাকুক না কেন, তাহা এত ব্যাপকভাবে সমগ্র দেশের হৃদয় অধিকার করিতে পারিত না। সেইজন্যই দেখিতে পাওয়া যায়, খৃষ্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া এদেশে হিন্দুভাস্কর্যের অনুশীলনেরও সূত্রপাত হইয়াছিল। হিন্দু-আদর্শে এই সময় যে সকল দেবদেবীর মূর্তি প্রস্তরে কিংবা ধাতুদ্বারা গঠিত হয়, সর্পদেবীর মূর্তি তাহাদের অন্যতম। সর্পদেবীকে তখন পর্যন্ত জাঙ্গুলী বলিয়াই উল্লেখ করা হইত, তাঁহার মনসা নাম তখনও প্রচার লাভ করে নাই। এমন কি খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে রচিত তাঁহার ধ্যানেও (পূর্বোদ্ধৃত) তাঁহাকে জাঙ্গুলী বলিয়াই উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু প্রস্তর ও ধাতুনির্মিত মূর্তিগুলিতে তাঁহার পরিকল্পনা বৌদ্ধদেবী জাঙ্গুলী-তারা হইতে কতকটা স্বতন্ত্র হইয়াছে। যেটুকু স্বাতন্ত্র্য ইহাতে দেখা দিয়াছে, তাহা মহাভারতের বাসুকির ভগিনী জরৎকারুর কাহিনীর প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফল। তখন বাংলাদেশের সর্পদেবী মহাভারতের অষ্টনাগের জননী, মুনি জরৎকারুর পত্নী—সপ্তনাগ তাঁহার মস্তকের উপর ফণাছত্র বিস্তার করিয়া থাকে, অষ্টম নাগ কখনও সর্পরূপে, কখনও নরশিশুরূপে তাঁহার অঙ্কে আরোহণ করিয়া থাকে। ইহারই সঙ্গে আসিয়া বাংলার সর্পপূজার সর্বপ্রধান উপকরণ 'ঘট'টি যুক্ত হইয়াছে, দেবীর এক পদ ঘটের

CENTRAL LIBRARY



উপর স্থাপিত ; কোন কোন মূর্তিতে ইহার অন্যতম প্রধান উপকরণ পূর্বোক্ত মনসা-সিজ বৃক্ষের শাখাও উৎকীর্ণ হয়। ময়মনসিংহ জিলায় প্রাপ্ত এমন একটি মূর্তির কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহা অপেক্ষা ক্ষুদ্র আর একটি সিজ-মনসা শাখাবিশিষ্ট মূর্তি রাজসাহী জিলা হইতেও আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল মূর্তি খৃষ্টীয় দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই নির্মিত হইয়াছিল। বীরভূম হইতে আবিষ্কৃত স্তম্ভগাত্রে খোদিত একটি মূর্তির মধ্যে সেনরাজবংশের প্রথম রাজা বিজয়সেনের নাম পাওয়া গিয়াছে, তিনি খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন, অতএব মূর্তিটি ঐ সময়েই নির্মিত। মূর্তিটি একটি মন্দিরের স্তম্ভগাত্রে খোদিত হইয়াছিল, সেই মন্দিরটি বিজয়সেনের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত হইয়া থাকিবে, সর্প দেবীর সঙ্গে বিজয়সেনের কোন সম্পর্ক ছিল বলিয়া মনে হয় না। ভাস্কর্যে নির্মিত সর্প দেবীর এই মূর্তিগুলি তখনও মনসা নামে পরিচিত হইত বলিয়া মনে হয় না, তবে খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর পর হইতে পুরাণ, স্মৃতি ও বাংলা লোক-সাহিত্যে সর্প দেবীরূপে মনসা নামটির বহুল প্রচলন দেখিয়া মূর্তিতত্ত্ববিদ্‌গণ এই মূর্তিগুলিকে মনসাদেবীর মূর্তি বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বর্তমান কাল পর্যন্ত প্রচলিত মনসার কোন ধ্যানের সঙ্গে এই মূর্তিগুলির মিল নাই, কিংবা মনসাপূজার কোন প্রচলিত ধ্যানেই সর্প দেবীকে মনসা বলিয়াও উল্লেখ করা হয় নাই—বহু পরবর্তী কালে রচিত কেবলমাত্র একটি প্রণাম-মন্ত্রে মনসাকে বাসুকির ভগিনী ও আস্তিকের জননী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, মহাভারতের কাহিনী অনুযায়ী জরৎকারুই বাসুকির ভগিনী, মনসা নহে—মনসা নাম মহাভারতে নাই।

## লোক-সাহিত্যে মনসা

খৃষ্টীয় দশম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে ভাস্কর্যে নির্মিত সর্প দেবীর মূর্তিসমূহ যে নামেই পরিচিত হউক, আনুমানিক খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী হইতে বাংলাদেশে রচিত কয়েকখানি অর্বাচীন উপপুরাণের মধ্যে সর্বপ্রথম মনসা নামটির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল পুরাণে তাঁহার উৎপত্তি সম্পর্কে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, পুরাকালে নরগণ নাগভয়াক্রান্ত ছিল, সর্পে দংশন করিলে কাহারও প্রাণরক্ষা পাইত না—ইহা দেখিয়া ব্রহ্মা কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া কশ্যপ মন্ত্র রচনা করিলেন, অবশেষে মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী এক দেবীরও সৃষ্টি করা হইল,

> মন্ত্রাধিষ্ঠাতৃ-দেবীং তাং মনসাং সসৃজে ততঃ।
> তপসা মনসা তেন বভূব মনসা চ সা ॥

ক্রমে তাঁহাকে কশ্যপের মানস-কন্যা, শিবের শিষ্যা, কৃষ্ণ কর্তৃক আরাধিতা ও জরৎকারু মুনির পত্নী বলিয়া নির্দেশ করা হইল।

এই সময় অর্থাৎ খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী হইতেই মনসাদেবীর মাহাত্ম্য বাংলা পাঁচালীতেও কীর্তিত হইতে লাগিল। তখনই একটি অপূর্ব কাহিনী এই দেবতার মাহাত্ম্য প্রচারের অবলম্বন হইল—তাহাই বাংলাদেশে আজ পাঁচশত বৎসরেরও অধিক কাল ধরিয়া নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, ইহা বেহুলা-লখীন্দরের কাহিনী। এই কাহিনী অবলম্বন

CENTRAL LIBRARY



করিয়াই মধ্যযুগের বাংলার লোক-সাহিত্যের বিশিষ্ট একটি শাখা গড়িয়া উঠিয়াছে—তাহাই মনসা-মঙ্গল। বহুকীর্তিত মনসা-মঙ্গলের কাহিনীটি সংক্ষেপে এই—

চাঁদ সদাগর নামে এক বণিক ছিলেন; তিনি পরম শৈব—প্রত্যহ শিবপূজা করিয়া অন্নজল স্পর্শ করেন, বিপদে সম্পদে শিবনাম জপ করেন, ভুলেও অন্য দেবতার নাম মুখে আনেন না। তাঁহার স্ত্রীর নাম সনকা, তিনি গোপনে গোপনে সর্প দেবী মনসার পূজা করেন, একদিন জানিতে পারিয়া চাঁদ সদাগর তাঁহার মনসাপূজার ঘট পদাঘাতে ভাঙ্গিয়া দিলেন। মনসা এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। একদিন চাঁদ সদাগরের বাগান-বাড়ী ধ্বংস হইয়া গেল, কিন্তু চাঁদ তাহা পুনরায় গড়িয়া তুলিলেন। চাঁদের বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনকে সর্পে দংশন করিতে লাগিল; চাঁদের এক বন্ধু ছিল সর্পবৈদ্য, তাহার নাম শঙ্কর—তাহার সহায়তায় সর্পদষ্ট ব্যক্তিদিগের সকলেরই প্রাণরক্ষা পাইল। প্রতিশোধ লইবার সকল চেষ্টাই মনসার ব্যর্থ হইতে লাগিল।

মনসা বুঝিতে পারিলেন, যতদিন শঙ্কর জীবিত আছে, ততদিন তাঁহার কোন কৌশলই সার্থক হইতে পারিবে না; সেইজন্য তিনি এইবার তাহাকেই বধ করিবার উপায় সন্ধান করিতে লাগিলেন। শঙ্কর নেতার শিষ্য—নেতার বরে তাহার দেহ ছিল অজর, অমর; তাহার মৃত্যুর একটিমাত্র উপায় ছিল, তাহাও সে নিজে ব্যতীত আর কেহ জানিত না, এমন কি তাহার স্ত্রীও তাহা জানিত না। একদিন মনসা ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া শঙ্করের স্ত্রীর কাছে গেলেন, তাহার সঙ্গে সখিত্ব পাতাইলেন, তারপর তাহার স্বামীর মৃত্যুর উপায়টি তাহাকে জানিয়া লইতে অনুরোধ করিলেন। এক দুর্বল মুহূর্তে শঙ্কর স্ত্রীর নিকট তাহার মৃত্যুর সন্ধানটি বলিয়া দিল—গোপনে থাকিয়া মনসা সেই কথা শুনিয়া লইলেন, তারপর সেই উপায় অবলম্বন করিয়া অতি সহজেই তাহার প্রাণনাশ করিলেন। এইবার চাঁদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করা সহজ হইল। তিনি প্রথমেই তাঁহার ছয়পুত্রকে বধ করিলেন।

মনসা শিবকে গিয়া বলিলেন, 'মর্ত্যলোকে আমার পূজা প্রচার করিতে চাই, কি করিলে আমার পূজার প্রচার হইতে পারে, তাহা আমাকে বলিয়া দাও।' শিব বলিলেন, 'চাঁদ সদাগর যদি তোমার পূজা করে, তবেই তাহা হইবে, নতুবা হইবে না।' মনসা চাঁদ সদাগরের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, 'আমার পূজা কর, পুত্র ফিরিয়া পাইবে।' চাঁদ মনসাকে হেঁতালের লাঠি লইয়া তাড়া করিয়া গেলেন, লাঠির এক ঘায়ে মনসার কাঁকালি ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি পলাইয়া বাঁচিলেন।

সনকা আসিয়া স্বামীর পায়ে পড়িলেন, বলিলেন, 'দেবতার সঙ্গে বাদ করিও না, তাঁহার পূজা কর; সোনার চাঁদেরা আসিয়া আবার ঘর আলো করুক।' চাঁদ তাহাকে নানা কথায় বুঝাইয়া বিদায় দিলেন।

ঝালু মালু দুই ভাই নদীতে মাছ ধরিতে গিয়া জালের মধ্যে মনসার ঘট পাইল, সেই ঘট গৃহে আনিয়া স্থাপন করিয়া পূজা করিতে লাগিল। সনকা গোপনে ঝালু মালুর বাড়ীতে আসিয়া পূজা দিলেন—মনসা তাহাকে পুত্রবর দিলেন, কিন্তু বলিয়া দিলেন, চাঁদ সদাগর যদি তাঁহার পূজা না করেন, তবে বিবাহের রাত্রে পুত্রের সর্পদংশনে মৃত্যু হইবে। সনকা ভাবিলেন, বিবাহ না করাইলেই হইবে, তবু ত পুনরায় পুত্রমুখ দেখিতে পাইবেন, ভাবিয়া উৎফুল্ল হৃদয়ে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

CENTRAL LIBRARY



চৌদ্দ ডিঙ্গা সাজাইয়া চাঁদ সদাগর বাণিজ্যযাত্রার উদ্যোগ করিলেন; যাত্রাকালে যথারীতি শিবপূজা করিলেন; মনসা পূজাস্থানে আসিয়া তাঁহাকে মিনতি করিতে লাগিলেন, 'আমার জন্যও একবার ফুলজল দাও, ছয় পুত্র এখনই ফিরিয়া পাইবে।' চাঁদ পুনরায় তাঁহাকে অপমানিত করিয়া তাড়াইয়া দিলেন।

চৌদ্দ ডিঙ্গা লইয়া চাঁদ সদাগর বাণিজ্যযাত্রা করিলেন, নির্বিঘ্নে গিয়া পাটনে পৌঁছিলেন, নিজের অকিঞ্চিৎকর দ্রব্যসামগ্রীর সঙ্গে বহু মূল্যবান্ দ্রব্যসম্ভার বিনিময় করিয়া দেশের দিকে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে মনসা পুনরায় আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, 'আমার পূজা কর, না করিলে অনুতাপ করিতে হইবে।' চাঁদ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, 'যে হাতে শিবপূজা করি, সেই হাতে চেঙ্মুড়ী কাণীর পূজা করিব?'

দেখিতে দেখিতে সমুদ্রের জল উত্তাল হইয়া উঠিল, চারিদিক মেঘে অন্ধকার হইয়া গেল, অকালে তুমুল ঝড় উঠিল। চাঁদের চৌদ্দ ডিঙ্গা দুলিতে লাগিল, তারপর ধনসম্পদপূর্ণ এক একটি ডিঙ্গা সমুদ্রের অতল জলে তলাইয়া গেল। চাঁদ সমুদ্রের জলের উপর ভাসিতে লাগিলেন, ঢেউএর আঘাতে কোন রকমে প্রাণ লইয়া তীরে আসিয়া পৌঁছিলেন। অপরিচিত দেশ, আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবহীন সমাজ, ইহার মধ্যে পড়িয়া চাঁদের লাঞ্ছনার একশেষ হইল, বার বৎসর নানা দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া অবশেষে ভিক্ষুকের বেশে দেশে গিয়া পৌঁছিলেন।

তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র লখীন্দর তখন তরুণ কিশোর। পুত্রের মুখ দেখিয়া চাঁদ সকল দুঃখ ভুলিয়া গেলেন। নূতন আশায় বুক বাঁধিয়া পুত্রের বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। উজানীনগরের সায়বেনের কন্যা বেহুলার সঙ্গে তাহার বিবাহ স্থির হইল। বিবাহের রাত্রে সর্পদংশনে তাহার মৃত্যু লেখা আছে জানিতে পারিয়া বর-বধূর বাসর যাপনের জন্য এক নিচ্ছিদ্র লৌহবাসর নির্মাণ করিলেন। কিন্তু নির্মম নিয়তির পথ রোধ করা গেল না, লৌহবাসরের মধ্যেই লখীন্দর সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিল।

প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী লখীন্দরের দেহ নদীর জলে ভাসাইয়া দেওয়া স্থির হইল। বেহুলা বলিল, সে মৃত স্বামীর অনুগামিনী হইবে, স্বর্গের দেবতাদিগের নিকট হইতে তাহার স্বামীর প্রাণ ফিরাইয়া আনিবে। আত্মীয়-স্বজন নিষেধ করিল, কেহ অনুনয় করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলিল। সে কাহারও কথায় কর্ণপাত করিল না—মৃত স্বামীর দেহ কোলে লইয়া গাঙ্গুড়ের স্রোতে ভেলায় ভাসিয়া চলিল। নদীর ঘাটে ঘাটে নূতন নূতন বিপদ দেখা দিতে লাগিল। কিন্তু অমিত তেজস্বিতা ও তীক্ষ্ণ উপস্থিতবুদ্ধি দ্বারা সকল বিপদ কাটাইয়া সে তাহার লক্ষ্যমুখে অগ্রসর হইয়া চলিল। ভেলা আসিয়া নেতার ঘাটে ঠেকিল। নেতা স্বর্গের ধোপানী—দেবতাদিগের কাপড় কাচে। বেহুলা আসিয়া তাহার পায়ে লুটাইয়া পড়িল, বলিল, 'দেবতাদিগকে বলিয়া আমার স্বামীর প্রাণ ফিরাইয়া দাও।' নেতা বলিল, 'নৃত্য দেখাইয়া দেবতাদিগকে যদি সন্তুষ্ট করিতে পার, তবে তাঁহারা তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারেন; আমার সঙ্গে চল, আমি সকল ব্যবস্থা করিয়া দিব।' বেহুলা স্বামীর অস্থি কয়খানি আঁচলে বাঁধিয়া তাহার সঙ্গে চলিল। সমবেত দেবতাদিগের সম্মুখে তাহার নৃত্য দেখাইল। তুষ্ট হইয়া দেবতারা বর দিতে চাহিলে সে স্বামীর প্রাণভিক্ষা চাহিল। শিব মনসাকে লখীন্দরের প্রাণ ফিরাইয়া দিতে বলিলেন। মনসা বলিলেন, 'চাঁদ যদি আমার পূজা করে, তবে দিতে পারি।' বেহুলা বলিল, 'আমার শ্বশুরকে বলিয়া আমি তোমার পূজা

CENTRAL LIBRARY



করাইব।' মনসা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'যদি সে পূজা না করে?' বেহুলা বলিল, 'তবে আর স্বামী লইয়া তীরে উঠিব না।' মনসা ইহাতে রাজী হইলেন। বেহুলা বলিল, 'একা নিজের স্বামী লইয়া ফিরিতে পারিব না, ঘরে আমার ছয় বিধবা জা, আমার ছয় ভাসুরকে জীয়াইয়া দাও। শ্বশুরের ধনরত্নপূর্ণ চৌদ্দ ডিঙ্গা ফিরাইয়া দাও।' মনসা তাহাই করিলেন, কিন্তু তাঁহার গর্বের কথা তাহাকে বারবার স্মরণ করাইয়া দিলেন।

চৌদ্দ ডিঙ্গা, ছয় ভাসুর ও স্বামী লইয়া বেহুলা দেশের দিকে যাত্রা করিল—গাঙ্গুড়ের ঘাটে আসিয়া ডিঙ্গি ভিড়িল। চাঁদ সদাগর শুনিতে পাইয়া উন্মাদ হইয়া ছুটিয়া আসিলেন, কিন্তু যেই মুহূর্তে শুনিলেন, মনসার পূজা না করিলে কেহই তীরে উঠিবে না, তখন তিনি আবার গৃহে ফিরিয়া গেলেন, কাহারও দিকে দৃক্‌পাত করিলেন না; বলিলেন,

গেছে যাউক ধনজন আমার নিছনি।
কণ্ঠে প্রাণী থাকিতে না পূজিব লঘু কাণী॥

বেহুলার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। জ্ঞাতিবর্গ গিয়া চাঁদকে মনসাপূজা করিবার জন্য হাতে-পায়ে ধরিতে লাগিল, গুরু-পুরোহিত আসিয়া অভিশাপ দিতে উদ্যত হইল, সনকা আসিয়া তাঁহার সম্মুখে আত্মঘাতিনী হইতে চাহিল, বেহুলা গিয়া কাঁদিয়া তাঁহার পায়ে পড়িল। চাঁদের জীবনে এত বড় সংকট আর দেখা দেয় নাই—কাহারও মুখের দিকে তিনি তাকাইতে পারেন না। বেহুলা বলিল, 'তুমি বাম হাতে মনসাকে একটি ফুল দাও, তাহা হইলেই হইবে।' চাঁদ বলিলেন, 'আমি মুখ ফিরাইয়া দিতে পারি।' বেহুলা বলিল, 'তাহাতেই হইবে।' চাঁদ বলিলেন, 'মনসার মাথার উপর যে চাঁদোয়া টানাইবে, তাহাতে আমার নাম লিখিয়া দিতে হইবে।' নেপথ্য হইতে কে বলিল, 'তাহাতেই হইবে।' চাঁদ তাহাই করিলেন, মুখ ফিরাইয়া বাম হাতে একটি ফুল ছুঁড়িয়া দিলেন—তিনি যে হাতে শিবপূজা করেন, সেই হাত কলঙ্কিত করিলেন না। ইহাতেই মনসা খুশী হইলেন। ধনজন লইয়া বেহুলা তীরে উঠিলেন। কিন্তু বেহুলা-লখীন্দর স্বর্গারোহণ করিলেন—গৃহসংসারে আর বাস করিলেন না।

ইহার মধ্যে দুইটি কাহিনী একত্র মিশিয়া গিয়াছে—প্রথম নেতা-শঙ্কর গারড়ীর কাহিনী ও দ্বিতীয় মনসা-চাঁদ সদাগরের কাহিনী। নেতা-শঙ্কর গারড়ীর কাহিনীটি প্রাচীনতর, কিন্তু পরবর্তী কালে মনসা-চাঁদ সদাগরের কাহিনী অধিকতর জনপ্রিয়তা অর্জন করিবার জন্য নেতা-শঙ্করের কাহিনী সংক্ষিপ্ততর হইয়া কোন প্রকারে মনসা-চাঁদ সদাগরের কাহিনীর সঙ্গে সংযুক্ত রহিয়াছে—নেতা মনসার সহচরী ও শঙ্কর চাঁদের সহচর হইয়া নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়াছেন। নেতা-শঙ্করের কাহিনীটি মনসা-মঙ্গলে বর্তমানে যে আকারে পাওয়া যায়, তাহা হইতে ইহার এই মৌলিক রূপ পুনর্গঠন করা যাইতে পারে—

শঙ্কর নামে এক বিষ-বৈদ্য বা ওঝা ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি নেতার উপাসনা করিয়া তাঁহার নিকট হইতে মহাজ্ঞান (magic knowledge) পাইয়াছিলেন। নেতা তাঁহাকে বর দিলেন যে, তাঁহার দেহ অজর অমর হইবে—অস্ত্রাঘাতে তাঁহাকে কেহ বধ করিতে পারিবে না—এই বলিয়া নেতা তাঁহাকে এক নির্জন সমুদ্রতীরে লইয়া গেলেন। একটি হাঁড়িতে কিছু চাউল ও একটি জীবন্ত সর্প ফেলিয়া দিয়া তাহা একত্র সিদ্ধ করিলেন, তারপর সেই ভাত (rice of immortality) তাঁহাকে খাইতে দিলেন;

CENTRAL LIBRARY



বলিলেন—একটি ভাতও ফেলিতে পারিবে না, তাহা হইলে এই বর সম্পূর্ণ সফল হইবে না। কিন্তু পাতার নীচে একটি ভাত কি ভাবে রহিয়া গেল—সেইজন্য তাঁহার অমরত্বের মধ্যে একটি ছিদ্র রহিল—অত্যন্ত গোপনে তাহা নেতা শঙ্করকে বলিয়া রাখিলেন।

মহাজ্ঞান (magic knowledge) লাভ করিয়া শঙ্কর সর্প কুলের দুর্ধর্ষ শত্রু হইলেন, তাঁহার আতঙ্কে সর্প কুলের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার হইল। একদিন এক দুর্বল মুহূর্তে শঙ্কর তাঁহার স্ত্রীর নিকট তাঁহার মৃত্যুর উপায়টি প্রকাশ করিয়া দিলেন। সর্প কুলের অধিষ্ঠাত্রী রাজ্ঞী মনসা তাহা গোপনে থাকিয়া শুনিতে পাইলেন—তারপর সেই উপায় অবলম্বন করিয়াই শঙ্করের প্রাণনাশ করিলেন।

পশ্চিম বাংলার পশ্চিমপ্রান্ত সংলগ্ন সাঁওতাল পরগণা জিলার সাঁওতালদিগের মধ্যে কামরু ওঝার একটি কাহিনী প্রচলিত আছে[১]; তাহা উক্ত শঙ্কর গারড়ীর কাহিনীর প্রায় অনুরূপ; মনে হয়, ইহারা একই ক্ষেত্র হইতে উদ্ভূত।

মনসার মাহাত্ম্যসূচক আর একটি কাহিনী বাংলা লোক-সাহিত্যে প্রচলিত আছে—নাগপঞ্চমী বা শ্রাবণ-সংক্রান্তির দিন মনসা-ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া বাংলার পুরমহিলাগণ তাহা উল্লেখ করিয়া থাকেন। তাহা মনসা ও বেনে বউএর কাহিনী।[২] কাহিনীটি পশ্চিম, উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলার সমগ্র অঞ্চলেই প্রায় অভিন্ন রূপেই প্রচলিত আছে। ইহার মধ্যে বেহুলা-চাঁদ সদাগরের কোন উল্লেখ নাই, কাহিনীটি মনসা-মঙ্গলের কাহিনীর প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। এই কাহিনীটি উত্তরপ্রদেশের এটোয়া জিলা হইতে সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, তবে ইহাতে মনসার নামটি নাই। মহারাষ্ট্র অঞ্চলেও কাহিনীটি প্রচলিত আছে,[৩] কিন্তু সেখানেও মনসা নামটি পাওয়া যায় না, বরং তাঁহার পরিবর্তে শেষ বা অনন্ত নাগই ইহার নায়ক।

মনসা-চাঁদ সদাগরের কাহিনীটি বিহারে ও আসামে ব্যাপক প্রচলিত আছে, কেবলমাত্র দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার সীমান্তলগ্ন অঞ্চল ব্যতীত উড়িষ্যাতে ইহার প্রচলন নাই। কাহিনীটি যে উত্তরবঙ্গ পথে আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ও পূর্ববঙ্গ পথে আসামের সুর্মা উপত্যকায় প্রবেশলাভ করিয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু বিহার সম্পর্কে এ কথা এত সহজে বলিতে পারা যায় না। কারণ, মনসা-চান্দো সৌদাগরের কাহিনী উত্তর-বিহারে আজ পর্যন্ত অত্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে। ভারতীয় সংস্কৃতির উপকরণসমূহ প্রধানতঃ পশ্চিমদিক হইতে পূর্বমুখীই অগ্রসর হইয়াছে, পূর্বদিক হইতে পশ্চিমমুখী বড় বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। এই নীতি স্বীকার করিয়া লইলে বলিতে হয় যে, বিহার হইতেই কাহিনীটি বাংলা-দেশে আসিয়াছে, তারপর এদেশে আসিয়া ইহা একটি স্থানীয় রূপ লাভ করিয়াছে। কারণ,

[১] P. O. Bodding, 'The Santals and Disease', *Memoirs of the Asiatic Society of Bengal*, Vol. X, No. I, pp. 124-25.

[২] আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস (ঐ), পৃঃ ১৭৮-৮১।

[৩] B. A. Gupte, *Hindu Holidays and Ceremonials* (Calcutta, 1919), pp. 176-77.

CENTRAL LIBRARY



উত্তর বিহারের পল্লীতে পল্লীতে, গৃহে গৃহে, শ্রাবণ মাসের প্রত্যহ বিষহরীর নামে পূজা দেওয়া হয় এবং সন্ধ্যায় গৃহের পুরুষগণ একত্র হইয়া গ্রাম্যসুরে বালা লখীন্দরের কাহিনী গান করিয়া থাকে। অনেক সময় এই সঙ্গীত সমস্ত রাত্রি ব্যাপিয়াও চলিতে থাকে। গৃহের নারীগণও একত্র হইয়া মেয়েলী সুরে এই কাহিনী গান করিয়া থাকে—ইহাতে ইতরবিশেষ নাই, উচ্চ-নীচ নাই, ব্রাহ্মণ-শূদ্র সকলে একাসনে বসিয়া এই সঙ্গীত উপভোগ করিয়া থাকে। উত্তর বিহারে প্রচলিত হিন্দী ভাষায় এই কাহিনী সংগৃহীত হইয়া বটতলায় মুদ্রিত হইয়াছে[১] এবং এই অঞ্চলের সর্বত্র হাটে হাটে এই সকল পুস্তক শত শত বিক্রয় হইতেছে—যাহাদের বর্ণজ্ঞান আছে, তাহারা মুদ্রিত পুস্তকের সাহায্যেই গীত গাহিয়া থাকে। মনসার প্রতি বিশ্বাস এবং মনসা-চাঁদ সদাগরের কাহিনী উত্তর বিহারের গ্রাম্য সমাজ-জীবনের মধ্যে এমন স্থান গ্রহণ করিয়াছে, যাহা বিবেচনা করিলে ইহাকে বহিরাগত বলিয়া সহজে মনে করা যায় না। বিহারের অধিবাসিগণ বিহারই চাঁদ সদাগরের জন্মস্থান বলিয়া জানেন—ভাগলপুরের সংলগ্ন গঙ্গা-তীরবর্তী প্রাচীন মগধের রাজধানী চম্পা চাঁদ সদাগরের জন্মস্থান বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস, শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তির দিন এখানে বেহুলার মেলা নামক এক বিরাট্ মেলার অধিবেশন হয়; অবশ্য বাংলাদেশেও এই শ্রেণীর বেহুলার মেলা বহু স্থানেই হইয়া থাকে—তথাপি বাংলাদেশের এই সকল মেলা ভাগলপুরের বেহুলা মেলার তুলনায় কিছুই নহে। মনে হয়, ইহার ধারা বহু প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। বিশেষতঃ এই কাহিনীর বেহুলা, সাহ সদাগর, সনকা ইত্যাদি প্রধান কয়েকটি চরিত্রের নাম বিহারী হিন্দী হইতে জাত বলিয়া মনে হওয়া অস্বাভাবিক নহে—এই সকল কারণে মনসা-চাঁদ সদাগরের কাহিনীর উৎপত্তির মূলে বিহারের দাবীর কথা সহজে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু ইহাতে একটি কথা আছে—বিহারে প্রচলিত মনসা-চাঁদ সদাগরের কাহিনী অবলম্বন করিয়া যে কয়খানি পুঁথি মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাদের সব কয়খানিতেই বাংলায় রচিত কিছু কিছু সঙ্গীত মধ্যে মধ্যে সংযুক্ত হইয়াছে। ইহার কারণ কি? কেহ মনে করেন, পূর্বে কাহিনীটি বাংলায় ছিল, সেইজন্য এখনও কিছু কিছু বাংলা অংশ রক্ষা পাইয়াছে—অতএব কাহিনীটি বাংলাদেশ হইতে গিয়াছে। কিন্তু ইহার উত্তরে বলা যায়, বাংলাদেশে প্রচলিত মনসা-মঙ্গল কাহিনীর বহু অংশই বিহারে প্রচলিত কাহিনীতে নাই—বিহারের কাহিনীতে পৌরাণিক অংশ কিছুই নাই, লৌকিক অংশের মধ্যেও হাসান-হোসেনের কাহিনী ও অন্যান্য আরও ছোটখাট দুই-একটি কাহিনী নাই—যদি বাংলাদেশ হইতেই তাহা বিহারে যাইবে, তবে বিহারে প্রচলিত কাহিনীর মধ্যে এই সকল কাহিনী নাই কেন? কারণ, খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতেই যে বাংলার মনসা-মঙ্গলের মধ্যে এই সকল উপকাহিনী প্রচলিত ছিল, তাহা সুনির্দিষ্টভাবে জানিতে পারা যায়। বিহারের কাহিনীটি সংক্ষিপ্ততর এবং ইহা যে প্রাচীনতা-দ্যোতক সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। বাংলা সঙ্গীতগুলি পরবর্তী কালে গিয়াও বিহারে প্রচলিত কাহিনীতে প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে—অতএব একমাত্র এই সঙ্গীতগুলির উপর ভিত্তি করিয়াই কাহিনীটি বাংলা হইতে বিহারে গিয়াছে সিদ্ধান্ত করা যুক্তিসঙ্গত হয় না। আরও ছোটখাট ব্যাপারেও বাংলার প্রভাব যে

[১] বিহুলা কী কথা, হিন্দী প্রচারক পুস্তকালয়, কলিকাতা (?); মনসাপূজা তথা বিষহরী চরিত্র, সালকিয়া, হাওড়া (?) ইত্যাদি।

CENTRAL LIBRARY



বিহারে প্রচলিত কাহিনীটিতে আছে, তাহা অনুভব করা যায়। অতএব কোন কারণে পরবর্তী কালে বাংলার সঙ্গে কোন যোগাযোগের ফলে বিহারে প্রচলিত কাহিনীটির মধ্যে বাংলার কিছু প্রভাব স্থাপিত হইলেও ইহার উৎপত্তির মূলে বিহারের দাবী অস্বীকার করা যায় না। বিশেষতঃ বাংলা মনসা-মঙ্গলের মধ্যেও এই বিষয়ে যে সকল উল্লেখ আছে, তাহা হইতে কাহিনীটি বিহারেই উদ্ভূত হইয়াছিল বলিয়া অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়—যথা নারায়ণ দেব নামক একজন কবি (পরে দ্রষ্টব্য) চাঁদ সদাগরের স্ত্রী সনকাকে 'বেহারিয়া রাজার কন্যা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[১] দ্বিজ বংশীদাসও সনকার এই কুল-পরিচয় দিয়াছেন—

মাণিক্যপাটলী দেশে গন্ধবণিক্য বংশে
সুরসার পুত্র শঙ্খপতি।

মাণিক্যপাটলী প্রাচীন পাটলীপুত্র বা পাটনা হওয়াই সম্ভব। দ্বিজবংশী অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছেন,

রত্নপাট মহানদী বিহারিয়া দুই নদী।

অবশ্য মহানদী বর্তমানে উড়িষ্যার অন্তর্গত।

চাঁদের বিবাহে বরযাত্রীদিগের মধ্যে দ্বিজ বংশী দুইজন 'বিহারী বণিকে'র কথা উল্লেখ করিয়াছেন,—হীরামণি সুরমণি বিহারী বণিক।—পৃঃ ৬১

বাংলাদেশের বাহিরেই যে মনসা-মঙ্গলের অন্যতম চরিত্র বছাইর নিবাস ছিল, তাহাও দ্বিজ বংশীর এই বর্ণনা হইতে জানা যায়—

উত্তরে নিষধ দক্ষিণে কালঙ্গর (কলিঙ্গ)।
তার মধ্যে রম্যগিরি বছাইর নগর॥

কবি ষষ্ঠীবর লিখিয়াছেন, লখীন্দরের জন্য কন্যা-দর্শনের জন্য বহির্গত হইয়া

বেহার পাটনে চাঁদ মিলিলেক গিয়া।

অতএব মনসা-চাঁদ সদাগরের কাহিনীর উৎপত্তির মূলে বিহারের দাবীর কথা গভীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক।

কেহ মনে করিয়াছেন, চাঁদ সদাগরের কাহিনী দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়াছে। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের বিস্তৃত লোক-সাহিত্য-সংগ্রহের মধ্যে মনসা-চাঁদ সদাগরের কাহিনীর কোন আভাস মাত্রও পাওয়া যায় না। অতএব কেবলমাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয় না।

মনে হয়, খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্বেই কাহিনীটি বিহারের সীমানা অতিক্রম করিয়া বাংলাদেশে প্রবেশ করিয়াছিল। কারণ, এই সময় হইতেই এই বিষয় অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালী কবি কাব্য রচনা করিতে আরম্ভ করেন।

[১] ব-সা-প ১, ১৭২।

CENTRAL LIBRARY



## হরিদত্ত

মনসা-মঙ্গল কাব্যের যিনি আদি-কবি বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন, তাঁহার নাম হরিদত্ত। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে মনসা-মঙ্গলের অন্যতম কবি বিজয় গুপ্ত (পরে দ্রষ্টব্য) উল্লেখ করিয়াছেন,

প্রথমে রচিল গীত কাণা হরিদত্ত।

তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাঁহার সময়ে অর্থাৎ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে হরিদত্তের গীত লুপ্ত হইয়াছিল,

হরিদত্তের যত গীত লুপ্ত হইল কালে।

অতএব খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে যদি কোন কবির রচনা লুপ্ত হইতে আরম্ভ করে, তবে তিনি অন্ততঃ একশত বৎসর পূর্বে বর্তমান ছিলেন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে; অতএব হরিদত্ত খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগেই বর্তমান ছিলেন। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, এই সময়েই মনসার মাহাত্ম্যসূচক কাহিনী বাংলাদেশের কয়েকখানি অর্বাচীন উপপুরাণের মধ্যেও স্থানলাভ করিয়াছিল। অতএব সেই সময়ই হরিদত্ত বিহার হইতে আনীত মনসা-চাঁদ সদাগরের কাহিনীটির একটি বাংলা রূপ দিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

হরিদত্ত-রচিত আনুপূর্বিক মনসা-মঙ্গল কোথা হইতেও আবিষ্কৃত হয় নাই—তবে তাঁহার যে বিচ্ছিন্ন কতকগুলি পদ বিভিন্ন স্থান হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা অনুসরণ করিলে জানিতে পারা যায় যে, তিনি সমগ্র মনসা-মঙ্গলই কাব্যাকারে রচনা করিয়াছিলেন। বিজয় গুপ্তের সময় ইহা যে একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তাহাও নহে; কারণ, তিনি তাঁহার কাব্যে হরিদত্তের যে কেবল একটি বিস্তৃত সমালোচনাই প্রকাশ করিয়াছেন[১] তাহা নহে, তিনি নিজেও হরিদত্তের বহু পদ আত্মসাৎ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত পুরুষোত্তম নামক একজন কবির ভণিতাযুক্ত নিম্নোদ্ধৃত পদটি হইতেও বুঝিতে পারা যাইবে যে, তাঁহার সময় মনসা-মঙ্গলের গায়েনদিগের মধ্যে হরিদত্তের নাম ও পরিচয় অজ্ঞাত ছিল না। পদটি নানা কারণে আনুপূর্বিক উদ্ধৃত করিবার যোগ্য—

ক্ষীরোদ জলে চান্দ লখাইরে ভাসাইয়া
বিস্তর করিছে বিষাদ।
'পুত্র-পুত্রবধূ জলেতে ভাসাইয়া
কি আর জীবনে সাধ॥
বাণিজ্য করিয়া পাইলাম হীরামণ মাণিক্য
সম্পূর্ণ চৌদ্দখানি ভরা।
মনসা পরিবাদে সকলি হারাইলাম
আপনে আসিলাম একা॥

[১] বিজয়গুপ্ত, মনসা-মঙ্গল (প্যারীমোহন দাশগুপ্ত সম্পাদিত), ১৩৩৭, পৃঃ ৪।

CENTRAL LIBRARY



আমার গেল ধনজন' বাড়ীর ভাজন
পুত্র গেল ইন্দ্রের সমান।
ঘোড়ার পাইক শালে ঘোড়া না রহিল
হস্তিশূন্য পিলখানা ॥
প্রাণের লখীন্দর ভুরার উপর
ভাসিয়া যায় কতদূর।'
পাথরের স্তম্ভ আনি তাহাতে কপাল হানি
খেদ করিল প্রচুর ॥
সাতটি পুত্র হইল একটি না রহিল
কেবল পদ্মার বাদে।
লখাইরে ভাসাইয়া শির পরে হাত দিয়া
ঘন ঘন সাধু কান্দে ॥
'ছয় পুত্র হারাইলাম তোমা ধন পাইলাম
কেবল পদ্মার বরে।
হরি হরি কেন হইলা নিদারুণ
কি লয়ে থাকিব ঘরে ॥'
কাণা হরিদত্ত হরির কিঙ্কর
মনসা হউক সহায়।
তার অনুবন্ধ লাচাড়ীর ছন্দ
শ্রীপুরুষোত্তমে গায় ॥

এই পদটির ভণিতা হইতে দেখা যায় যে, পুরুষোত্তম নামক একজন গায়েন হরিদত্ত-রচিত উক্ত পদটি গান করিতেন। এই পদটির মধ্যে বিশেষ একজন গায়েন কবির প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছেন বলিয়া ইহার মূল রচয়িতার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে, অকৃতজ্ঞ কত গায়েন ও কবি যে মূল রচয়িতার কত পদ নিজেরা আত্মসাৎ করিয়াছেন, বর্তমান সঙ্কলনে উদ্ধৃত প্রথম পদটি তাহার প্রমাণ (১ পৃষ্ঠায় পদ ও ২৮৩ পৃষ্ঠায় টীকা দ্রষ্টব্য)। এইভাবে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত রচিত ও সঙ্কলিত বহু মনসা-মঙ্গলেই হরিদত্তের পদ প্রচ্ছন্নভাবে বর্তমান ছিল বলিয়া মনে হয়।

হরিদত্ত পূর্ববঙ্গের অধিবাসী ছিলেন; কারণ, তাঁহার পদ পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ ও বাখরগঞ্জ জিলা হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে, শেষোক্ত জিলার অধিবাসী বিজয় গুপ্ত তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন। গায়েন পুরুষোত্তম কোথাকার অধিবাসী ছিলেন, তাহা জানিতে পারা যায় না, তবে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার বাইশাসমূহে তাঁহার ভণিতাযুক্ত পদ ধৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে যে, তিনিও ঐ অঞ্চলেরই অধিবাসী ছিলেন। অতএব হরিদত্ত দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা বা বাখরগঞ্জ জিলা অঞ্চলেরই অধিবাসী হওয়া সম্ভব বলিয়া মনে হয়। তবে ময়মনসিংহ জিলা হইতেও তাঁহার পদ আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া তাঁহার উপর ময়মনসিংহ জিলার দাবীও একেবারে অগ্রাহ্য করা যাইতে পারে না।

CENTRAL LIBRARY



দাস-পদবীবিশিষ্ট এক হরিদত্তের ভণিতাযুক্ত 'কালিকা-পুরাণে'র একখানি সম্পূর্ণ পুঁথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন পুঁথিশালায়[১] ও আর একখানি কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির প্রাচীন পুঁথিশালায়[২] সংগৃহীত হইয়াছে। ইহাদের অধিকাংশ ভণিতায় দাস হরিদত্ত একজন পরম বৈষ্ণব ও হরিভক্ত; হরিদত্তের ভণিতাযুক্ত মনসা-মঙ্গলের যে কয়টি মাত্র পদ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যেও হরিদত্তকে পরম তত্ত্বজ্ঞ ও হরির কিঙ্কর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা মনে হইতে পারে যে, মনসা-মঙ্গল-রচয়িতা হরিদত্ত ও 'কালিকা-পুরাণ'-রচয়িতা 'দাস'-পদবীবিশিষ্ট হরিদত্ত একই ব্যক্তি। 'কালিকা-পুরাণে'র ভণিতায় ব্যবহৃত 'দাস' শব্দটি কবির কুলপদবী বলিয়া ভুল করিবার কোন কারণ নাই। কারণ, বৈষ্ণবমাত্রই নিজেকে 'দাস' বলিয়া বিনয় প্রকাশ করিয়া থাকেন। বর্তমান সঙ্কলনে হরিদত্তের যে কয়টি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাদের সব কয়টিতে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, তিনি বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। প্রথম উদ্ধৃত পদটিতে তিনি যেমন নিজেকে 'পরম তত্ত্বজ্ঞ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, দ্বিতীয় বা সর্প সজ্জার পদটিতেও তিনি নারায়ণকে 'পদ্মার মাথার মণি' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—

অনন্ত নারায়ণে পদ্মার মাথার মণি।—পৃঃ ২

এতদ্ব্যতীত এ-কথাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, হরিদত্তের ভণিতাযুক্ত মনসা-মঙ্গলের পদ ও 'দাস' হরিদত্তের ভণিতাযুক্ত 'কালিকা-পুরাণে'র পুঁথি পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ জিলার একই অঞ্চল হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। অতএব ইঁহারা অভিন্ন ব্যক্তি হওয়াই সম্ভব।

মনসা-মঙ্গলের কবি বিজয় গুপ্ত হরিদত্ত সম্পর্কে অত্যন্ত অশ্রদ্ধাভরে উল্লেখ করিয়াছেন,

মূর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য।

কিন্তু এ কথা সত্য নহে—হরিদত্ত মূর্খ ছিলেন না, কিংবা তিনি মনসার মাহাত্ম্য সম্পর্কেও অজ্ঞ ছিলেন না। বর্তমান সঙ্কলনে হরিদত্তের সর্প সজ্জার যে একটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে (পৃঃ ১-২), তাহা হইতে প্রমাণিত হইবে, তিনি একাধারে কবি ও পণ্ডিত ছিলেন। প্রত্যেক কবির মনসা-মঙ্গলেই মনসার সর্প সজ্জার এক বা একাধিক পদ পাওয়া যায়—এ যাবৎ এই বিষয়ক যত পদ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে হরিদত্তের পদই সর্বোৎকৃষ্ট। ইহাতে কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যের মণি-কাঞ্চন যোগ হইয়াছে—ইহা কেবলমাত্র গতানুগতিক রূপসজ্জার বর্ণনা নহে, ইহা বাস্তব রসে সমুজ্জ্বল। সর্প সজ্জা যে নারীর সাধারণ রূপসজ্জা নহে—ইহাতে সৌন্দর্যের সঙ্গে ভয়ঙ্করের, জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর, বিলাসের সঙ্গে বিনাশের যোগ সাধিত হয়—হরিদত্তের বর্ণনাটি হইতে তাহা সুপরিস্ফুট হইয়া উঠে। এই রূপ-বর্ণনার উপসংহারে সেইজন্যই কবি উল্লেখ করিয়াছেন,

অমৃত নঞানি এড়ি দেবী বিষ নঞানে চায়।
চন্দ্র-সূর্য গিয়া তবে আভেতে লুকায়॥—পৃঃ ২

যে রূপের সম্মুখে চন্দ্র-সূর্যও নিষ্প্রভ হইয়া যায়, মৃত্যুই তাহার একমাত্র প্রসাদ। হরিদত্ত অতি সহজ ভাষায় মনসার এই ভীষণ সৌন্দর্যের একটি সার্থক বর্ণনা দিয়াছেন।

[১] ঢা, কে ১০৮
[২] গ-স ৩৬০২

CENTRAL LIBRARY



হরিদত্ত মনসা-মঙ্গলের আদি-কবি। আদি-কবির স্থান কেবলমাত্র যে ইতিহাসে, তাহা নহে; প্রকৃতপক্ষে যে বিষয়ের যিনি আদি, তিনি সেই বিষয়ের আদি, মধ্য ও অন্ত সকল কালেরই সর্বত্র কোন না কোনরূপে অধিষ্ঠিত থাকেন—কারণ, তাঁহারই প্রদর্শিত পদ অনুসরণ করিয়া পরবর্তী কবিগণ অগ্রসর হন, তাঁহারই বিষয়বস্তু ভিত্তি করিয়া যুগে যুগে নূতন নূতন কবির নূতন ঐশ্বর্য-কীর্তি স্থাপিত হয়; বিশেষতঃ আদি-কবির হৃদয়ে যে সুরটি সর্বপ্রথম বাজিয়া উঠে, তাহা যুগযুগান্তে নূতন নূতন কবির হৃদয়-পথ বাহিয়া সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। এইভাবেই ক্রৌঞ্চমিথুনের বেদনাকে কাব্যরূপ দিতে গিয়া রামায়ণের আদি-কবি কালোত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছেন, কৃত্তিবাসও এইভাবেই কালজয়ী হইয়াছেন। অতএব বেহুলার বেদনাকে সর্বপ্রথম যিনি কাব্যরূপ দিয়াছিলেন, তাঁহার স্থানও কেবলমাত্র সাহিত্যের ইতিহাসেরই এক প্রান্তে সীমাবদ্ধ হইয়া নাই। তাঁহার পরবর্তী কাল হইতে পাঁচ শত বৎসর ব্যাপিয়া শত শত বাঙ্গালী কবি যে এই বেদনার সঙ্গীত গাহিয়াছেন, তাঁহাদের হৃদয়ে ইহার আদি-কবির প্রেরণা যেমন অনুভূত হইয়াছিল, তেমনই পাঁচ শতাব্দী ব্যাপিয়া লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী যে সেই কাহিনী শুনিয়া অশ্রুপাত করিয়াছে, তাহাদেরও হৃদয়ে তাঁহারই বেদনার সুর অনুরণিত হইয়াছে। মনসা-মঙ্গল বাঙ্গালীর রামায়ণ। বেহুলা ইহার সীতা, চাঁদ সদাগর ইহার রাবণ; সেইজন্যই ইহা বাঙ্গালীর জাতীয় কাব্য। অতএব বাঙ্গালীর জাতীয় কাব্যের যিনি আদি-কবি, কেবলমাত্র ইতিহাসের মধ্যেই তাঁহার স্থান নহে, সমগ্র জাতির হৃদয়-প্রদেশের উপর তাঁহার অধিষ্ঠান—তাহা লক্ষ্যগোচর নহে বলিয়া উপেক্ষণীয়ও নহে।

হরিদত্ত যে কাহিনী সেই সুদূর অতীতে বাঙ্গালীর জন্য রচনা করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই লুপ্ত হইল না—ইহার মধ্য দিয়া এমন একটি সম্পদ্ কবি বাঙ্গালীকে উপহার দিয়াছিলেন, যাহা সহজেই চিরন্তনত্ব লাভ করিল—তাহারই ফলে এই বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া অল্পকালের মধ্যেই নূতন নূতন কবি নূতন কাব্য রচনা করিতে লাগিলেন—দেখিতে দেখিতে বাংলার জলস্থল বেহুলার করুণ গানে বিষণ্ণ হইয়া উঠিল।

## নারায়ণ দেব

হরিদত্তের পথ অনুসরণ করিয়া কিছুকালের মধ্যেই বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে মনসা-মঙ্গলের কাহিনী কাব্যাকারে গ্রথিত হইতে লাগিল এবং চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই ইহা বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট রূপ লাভ করিল। হরিদত্তের পর সর্বপ্রথম কোন্ কবি এই বিষয় অবলম্বন করিয়া কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চিতভাবে জানিবার উপায় নাই। বিজয় গুপ্ত হরিদত্তকে তাঁহার পূর্ববর্তী কবি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়াই যে তিনিই হরিদত্তের পর সর্বপ্রথম এই বিষয়ক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহা নাও হইতে পারে। বিজয় গুপ্ত হইতে প্রাচীনতর কোন কবির হরিদত্তের নাম উল্লেখ না করিয়াও এই কাব্য রচনায় হস্তক্ষেপ করা কিছুই অসম্ভব নহে। এই সকল বিষয় বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিলে নারায়ণ দেব নামক একজন কবিকেই এ যাবৎ পরিচিত কবিদিগের মধ্যে হরিদত্তের পরবর্তী বলিয়া মনে হয়। কেহ কেহ নারায়ণ দেবকে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর কবি বলিয়াও মনে

CENTRAL LIBRARY



করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাকে এত প্রাচীন বলিয়া মনে না করিতে পারিলেও, তিনি যে চৈতন্যদেবের পূর্বেই আবির্ভূত হইয়া তাঁহার কাব্যরচনা সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।[১] অতএব তিনি খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে করাই সঙ্গত। ইহার কারণ সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ, তাঁহার কাব্যই সমস্ত মনসা-মঙ্গল কাব্যের মধ্যে সর্বাধিক প্রচারলাভ করিয়াছিল। ইহা খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বেই আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ও সুর্মা উপত্যকা উভয় স্থানেই প্রচারিত হইয়াছিল, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ইহা আনুপূর্বিক মধ্যযুগীয় অসমীয়া ভাষায় পরিবর্তিত হইয়াছে এবং আসামবাসিগণ তাঁহাকে অসমীয়া ভাষার আদি-কবি বলিয়া দাবী করিয়া থাকেন। নারায়ণ দেবের পুঁথি উত্তরবঙ্গে প্রচারলাভ করিয়াছিল, সেই পথেই তাহা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ও পূর্ববঙ্গের পথে তাহা সুর্মা উপত্যকায় প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। ইহা এতদিনের কথা যে তাঁহার কাব্যে তাঁহার বাসস্থান সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও আসামের ব্রহ্মপুত্র ও সুর্মা উভয় উপত্যকায়ই তাঁহার বাসস্থান সম্বন্ধে বহু জনশ্রুতি প্রচলিত হইয়াছে। আসামের গোয়ালপাড়া, কামরূপ, মঙ্গলদৈ প্রভৃতি অঞ্চলে তাঁহার বাসস্থান সম্বন্ধে বহু জনশ্রুতি আজ পর্যন্ত প্রচলিত আছে।[২] শ্রীহট্ট জিলায়ও তাঁহার বাসস্থান সম্বন্ধে জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। অপেক্ষাকৃত প্রাচীন কালে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া এবং তখন পর্যন্তও তাঁহার আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না বলিয়া আসামের অধিবাসিগণ তাঁহারই কাব্য সাদরে গ্রহণ করিয়া ইহাই সর্বত্র প্রচার করিয়াছিলেন। অতএব বাংলায় হরিদত্ত মনসা-মঙ্গলের আদি-কবি হইলেও বাঙ্গালী হইয়াও নারায়ণ দেবই আসামে মনসা-মঙ্গলের আদি-কবি বলিয়া গৌরব লাভ করিয়াছেন; মনসা-মঙ্গলের আর কোন কবি বাংলা দেশের সীমা অতিক্রম করিয়া যশঃ বিস্তার করিবার গৌরব অর্জন করিতে পারেন নাই।

আরও একটি কারণেও নারায়ণ দেবকে একজন অতি প্রাচীন কবি বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার বংশধরদিগের গৃহ হইতে তাঁহার রচিত মনসা-মঙ্গলের একটি পুঁথি ও একটি বংশলতা আবিষ্কৃত হইয়াছে। বংশলতাটির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার কোন কারণ নাই। ইহাতে দেখা যায়, নারায়ণ দেব হইতে বর্তমানে অষ্টাদশ পুরুষ চলিতেছে। চারি পুরুষেও যদি এক শতাব্দী ধরা যায় (কেহ কেহ তিন পুরুষেই এক শতাব্দী ধরিয়া থাকেন), তথাপি নারায়ণ দেব খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া জানিতে পারা যায়।

নারায়ণ দেব তাঁহার কাব্যমধ্যে এই আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

নারায়ণ দেব কর জন্ম মগধ।
মিশ্র পণ্ডিত নহে ভট্ট বিশারদ॥
অতি শুদ্ধ জন্ম মোর কায়স্থের ঘর।
মৌদ্‌গল্য গোত্র মোর গুঁই গুণাকর॥
পিতামহ উদ্ধব নরসিংহ পিতা।
মাতামহ প্রভাকর রুক্মিণী মোর মাতা॥

[১] *Eastern Anthropologist*, IV (1951), p. 159.

CENTRAL LIBRARY



পূর্বপুরুষ মোর অতি শুদ্ধ মতি।
রাঢ় ত্যজিয়া মোর বোরগ্রামে বসতি॥

রাঢ়দেশ ত্যাগ করিয়া আসিয়া নারায়ণ দেব পূর্ববঙ্গে ময়মনসিংহ জিলায় কিশোরগঞ্জ মহকুমার অধীন তাড়াইল থানার অন্তর্গত নসিরুজিয়াল পরগণায় বোরগ্রামে বসতি স্থাপন করেন। সেই গ্রামেই 'নারায়ণের ভিটা' নামক একটি স্থান এখনও নির্দেশ করা হইয়া থাকে এবং এই গ্রামেই বঙ্গবিভাগের পূর্ব পর্যন্ত কবির বংশধরগণ বসবাস করিতেন—তাঁহারা মুসলমান নবাব-প্রদত্ত 'বিশ্বাস' পদবী ব্যবহার করিয়া থাকেন।

নারায়ণ দেবের কোন কোন পদে সুকবিবল্লভ নামক অন্য কোন ব্যক্তির ভণিতাও সংযুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়; যেমন—

নারায়ণ দেবে কয় সুকবি বল্লভ হয়
এই বুদ্ধ্যে হইবা নির্বংশ। —পৃঃ ১৪৫

নারায়ণ দেবে কয় সুকবি বল্লভ হয়
হরষিতে লয় বিষহরী॥ —পৃঃ ২৬২

কেহ কেহ মনে করেন, সুকবি বল্লভ নারায়ণ দেবের উপাধি ছিল। নারায়ণ দেবের মুদ্রিত পদ্মাপুরাণের একটি সংস্করণে তিনি নিজেও নিজের সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়,

সুকবিবল্লভ খ্যাতি সর্বগুণযুত।[১]

কিন্তু পদটি সকল পুঁথিতে পাওয়া যায় না, অতএব ইহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে হইতে পারে। অতএব মনে হয়, বল্লভ একজন স্বতন্ত্র কবি বা গায়েন। পূর্ববর্তী কবির সঙ্গে গায়েন বা পরবর্তী কবির মিশ্র ভণিতাযুক্ত পদ সর্বদাই পাওয়া যায়। পূর্বে হরিদত্ত সম্পর্কে পুরুষোত্তম নামক একজন গায়েনের কথা উল্লেখ করিয়াছি, বল্লভও সেই প্রকারের একজন পরবর্তী কবি কিংবা গায়েন—তিনি সর্বদাই নারায়ণ দেবের পদ গান করিতেন, এই সূত্রেই তিনি নিজের নাম নারায়ণ দেবের ভণিতার সঙ্গে যুক্ত করিয়া দিয়াছেন। দাচাড়ীর পদের মধ্যে এই প্রকার যুগ্ম ভণিতা কোন কোন স্থানে পাওয়া গেলেও, পাঁচালীর পদে তাহা কদাচ পাওয়া যায়। নারায়ণ দেব-রচিত পাঁচালীর ভণিতা সর্বত্র প্রায় একই রূপ; যথা—

সুকবি নারায়ণ দেবের সরস পাঁচালী।

এইজন্যই অসমীয়া ভাষায় তিনি সুকবি নারায়ণ বা 'হুকনারি' নামে পরিচিত। বল্লভ ব্যতীতও নারায়ণ দেবের সঙ্গে আরও বহু পরবর্তী কবি বা গায়েন যুগ্ম ভণিতা ব্যবহার করিয়াছেন—তবে বল্লভের সঙ্গে যুগ্ম ভণিতাই নারায়ণ দেবের সর্বাধিক পাওয়া যায়।

নারায়ণ দেব প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ কবি। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই তিনি তাঁহার রচনার একটি সুপরিণত সাহিত্য-রূপ দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, বাংলা সাহিত্যের সেই অপরিণত অবস্থায়ও বাংলা ভাষা অবলম্বন করিয়া তিনি তাঁহার বৃহৎ

[১] নারায়ণ দেব, পদ্মাপুরাণ (চারু প্রেস সংস্করণ, ময়মনসিংহ, ১৩১৪ সাল), পৃঃ ১।

CENTRAL LIBRARY



মৌলিক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। যে-যুগে ধর্মই মানুষের মনের উপর একাধিপত্য করিত, সেই যুগে তিনি ধর্মকে অবলম্বন করিয়াও ইহার ভিতর হইতে চিরন্তন মানবাত্মার সুখ-দুঃখ-বেদনার সন্ধান করিয়াছিলেন। চরিত্রসৃষ্টিতে তিনি যে সার্থকতা অর্জন করিয়াছিলেন, তাহা সেই যুগের পক্ষে একটি পরম বিস্ময়। তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তিই চাঁদ সদাগরের চরিত্র-পরিকল্পনা—ইহার বৈশিষ্ট্য আনুপূর্বিক অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তিনি এই চরিত্রটি অঙ্কিত করিয়াছেন, অথচ এই চরিত্রটির যাহা প্রধান বৈশিষ্ট্য তাহা সেই যুগে কাহিনীর প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত প্রায় অধিকাংশ কবিই অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন নাই। নারায়ণ দেব কেবলমাত্র যে স্বভাব-কবি ছিলেন, তাহা নহে; তাঁহার কাব্য পৌরাণিক রত্নভাণ্ডার। সুগভীর অধ্যবসায়ের সঙ্গে তিনি ভারতীয় পৌরাণিক সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং সেই অধ্যয়নের ফল তাঁহার কাব্যের ছত্রে ছত্রে ব্যক্ত হইয়াছে। কবিত্বের সঙ্গে পাণ্ডিত্যের তিনি এমন একটি সহজ যোগসূত্র রচনা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন যে, তাঁহার বর্ণনা সেইজন্য কোথাও ভারাক্রান্ত বলিয়া মনে হয় না। সংস্কৃত পৌরাণিক সাহিত্যকে বাঙ্গালীর নিজস্ব ঘরের জিনিষ করিয়া লইতে তিনি নিপুণ ছিলেন বলিয়াই পাণ্ডিত্য তাঁহার কবিত্ব প্রকাশের বাধা না হইয়া নিতান্ত সহজাত হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। বাংলার ঘর ও বাহিরকে এমনভাবে একাকার করিয়া লইতে তাঁহার পূর্বে আর কোন কবিই এমন সার্থকতা লাভ করিতে পারেন নাই।

কিন্তু কাহিনীর শেষাংশের পরিকল্পনাতেই নারায়ণ দেব সর্বাধিক কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন—তাঁহার পরবর্তী কবিগণও এই বিষয়ে কোন দিক্ দিয়াই তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। মনসা-মঙ্গল কাহিনীর শেষাংশে দুইটি প্রধান বিষয় আছে—প্রথমতঃ, বেহুলা-লখীন্দরের প্রত্যাবর্তন ও দ্বিতীয়তঃ, মনসার প্রতি চাঁদের আচরণ। এ'কথা সত্য যে মনসা-মঙ্গলের উপসংহারে বেহুলা-লখীন্দরের পুনঃপ্রত্যাবর্তন কবিকল্পনা-প্রসূত একটি রূপক মাত্র, ইহা সত্য নহে, সত্য হইতেও পারে না। ভারতীয় ধর্ম ও সাহিত্যের আদর্শে বীর কিংবা বীরাঙ্গনার মৃত্যুর পর তাঁহার পুনর্জীবন-প্রাপ্তি না দেখাইলে তাহা কাব্য হইতে পারে না, সেইজন্য মনসা-মঙ্গলকে একটি আনুপূর্বিক কাব্যরূপ দিবার জন্য বেহুলা-লখীন্দরের প্রত্যাবর্তনের বৃত্তান্ত ইহাতে যুক্ত হইয়াছে। কিন্তু যাহা রূপক কিংবা কল্পনাশ্রয়ী মাত্র, তাহা সত্য বলিয়া ভ্রম করিলে রসসৃষ্টির ব্যাঘাত হয়। রূপককে রূপকের মত করিয়া বর্ণনা করাও সাধারণ কবি-শক্তির কাজ নহে—সেইজন্য অধিকাংশ কবির রচনাতেই রূপকের সঙ্গে সত্যের ব্যবধানটুকু ঘুচিয়া গিয়াছে। কিন্তু নারায়ণ দেব এই রূপকের মর্যাদা সম্পূর্ণ রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার রচনা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, লখীন্দরকে জলে ভাসাইয়া দিবার পর চাঁদের মনোরাজ্যে একটা সংগ্রাম চলিয়াছে—জ্ঞাতিবর্গ, বন্ধু-বান্ধব আসিয়া বলিতেছে, 'তুমি মনসার পূজা কর, সব ফিরিয়া পাইবে। এই ত তাঁহারা ঘাটে আসিয়া ডিঙ্গি ভিড়াইয়াছে, কেবল তোমার পূজার অপেক্ষা, মনসাকে পূজা করিয়া সকলকে ঘরে তুলিয়া লও।' চাঁদ ইহাতে বিশ্বাস করেন না; জ্ঞাতিবর্গ, বন্ধু-বান্ধব, স্ত্রী-পুত্রবধূ ইহাদের অনুরোধ, অশ্রুজল সবই তিনি উপেক্ষা করেন, কিন্তু সহসা তাঁহার চোখের সম্মুখে অসহায়া বেহুলার সেইদিনকার মুখখানি জাগিয়া উঠে—তাঁহার নিকট বেহুলা তখন আর তাঁহার পুত্রবধূ নহে, ব্যথিত মানবাত্মার প্রতীক্ মাত্র; ব্যথিত মানবাত্মার প্রতি মানবের যে এক চিরন্তন সহানুভূতি আছে, তাহারই প্রেরণায় চাঁদের

CENTRAL LIBRARY



মন তখন কাতর হইয়া উঠে ; একদিকে আজন্ম-পূজিত আদর্শের প্রতি অটুট নিষ্ঠা, অন্যদিকে ব্যথিত মানবতার প্রতি সহজাত বেদনা-বোধ—ইহাদের মধ্যে কাহার শক্তি বেশি ? যাহা আচরণ দ্বারা লব্ধ, তাহা অপেক্ষা যাহা সহজাত তাহারই শক্তি বেশি হইবার কথা। অতএব শেষ মুহূর্তে চাঁদ নিজে শির উন্নত রাখিয়াও বাম হাতে মনসাকে একটি ফুল দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন—ইহাতে যদি বেহুলার দুঃখ দূর হয় হোক—তিনি ত সর্ব কায়মনে মনসার পূজা করিতে পারেন না ; কারণ, তাঁহার আজন্ম-পালিত আচার ও সংস্কারের শক্তিও ত বড় কম নয় ! চাঁদ সদাগরের চরিত্রের এই এক অপূর্ব মানসিক দ্বন্দ্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ নারায়ণ দেবের কাব্যে পাওয়া যায়।

ব্রাহ্মণে হাত ধরে শূদ্রে ধরে পাএ।
পাত্রগণে চান্দের আগে কহিয়া বোঝায়॥
'একদিন পূজ, সাধু, জয় বিষহরী।
ধনে পুত্রে ঘরে লহ, চম্পক অধিকারী॥'
প্রজাগণের বচন শুনিয়া চন্দ্রধর।
গরগর্ করি বোলে প্রজার গোচর॥
পদ্মা পূজিবারে যেন চান্দ সদাগরে।
চিত্তে সাত পাঁচ করে, মুখে নাহি সরে॥ —পৃঃ ২৫৬

প্রজাদিগের কথায় চাঁদ স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন—সেই যে লখাইকে জলে ভাসাইয়া দিবার সময় দুঃখিনী বেহুলাও বেদনার বোঝা মাথায় লইয়া নিজেও জলে ভাসিয়া গিয়াছিল, সে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে, গাঙুড়ের ঘাটে নৌকা ভিড়াইয়াছে, এখন কেবল তাঁহার মনসাকে পূজা করিবার অপেক্ষা—তাহা হইলেই বেহুলার সকল দুঃখ ঘুচিয়া যাইবে, তিনি ইচ্ছা করিলেই ত তাহাকে সুখী করিতে পারেন। মনসার প্রতি তাঁহার আক্রোশের জন্য এক নিরপরাধা বালিকা যে দুঃখ পায় ! তিনি মনে করিলেই ত তাহার দুঃখ দূর করিতে পারেন, কিন্তু আজন্ম আচরিত সংস্কার তখনও রুখিয়া দাঁড়ায়—

এত শুনি চন্দ্রধর কহিতে লাগিল।
'পিছু দিয়া বাম হাতে তোমারে পূজিম॥
শিবলিঙ্গ আমি পূজি সেই হাতে।
সেই হাতে তোমারে পূজিতে না লয় চিতে॥'—পৃঃ ২৫৮

চাঁদ মনে মনে শুনিতে পান, মনসা যেন তাহাতেই সম্মত হয়—কিন্তু তথাপি তাঁহার নিজের সংস্কার তখনও তিনি জয় করিতে পারেন না ; তাঁহার ভিতরে ও বাহিরে সুকঠিন সংগ্রাম চলিয়াছে—কি জানি, লোকে বলে, মনসাকে একটি ফুল দিলেই অসহায়া বালিকার দুঃখ দূর হইবে, আমার জন্যই তাহার দুঃখ—আমি কেন তাহার দুঃখের কারণ হইতে যাই ? আমি তাঁহার পূজা করিব, কিন্তু ইহার অর্থ এই নহে যে, আমি মনসা অপেক্ষা হীন,—

চান্দ বোলে, 'তোমা পারি পূজিবারে।
আমার নাম চান্দোয়ায় টাঙ্গাও ত উপরে॥' —পৃঃ ২৬০

CENTRAL LIBRARY



'আমার নামটি তোমার মাথার উপর টাঙাইয়া রাখিতে হইবে।' চাঁদের মনের এই জটিল দ্বন্দ্ব নারায়ণ দেব সুকৌশলে প্রকাশ করিয়া দেখাইয়াছেন—মানুষের মন যে একটি শতদল পদ্ম একটু একটু করিয়া ইহার এক একটি দল খুলিয়া ইহার ভিতরের সৌন্দর্যের সন্ধান দেয়, ইহাতে নারায়ণ দেব তাহাই দেখাইয়াছেন। প্রকৃত বাংলা সাহিত্যের যখনও জন্মই হয় নাই—যখন পর্যন্তও কেবলমাত্র অনুবাদ ও অনুকরণের মধ্য দিয়া বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতির সূত্রপাত হইয়াছে, তখনই ইহার মধ্যে একটি পরিণত প্রতিভার সন্ধান বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক বিস্ময়কর ঘটনা।

তবে এইখানে একটি কথা বলিয়া রাখা ভাল। সূক্ষ্ম অন্তর্বিশ্লেষণের ভিতর দিয়া চাঁদ সদাগরের চরিত্রের ক্রমবিকাশ নির্দেশ করা সত্ত্বেও দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, তিনি যেন অকস্মাৎ একস্থানে মনসা-পূজায় মাতিয়া উঠিয়াছেন (পৃষ্ঠা ২৬০-৬২)। ইহা কাহিনীর বহিরঙ্গগত লৌকিক (popular) দিক্ মাত্র, অন্তরগত মৌলিক দিক্ নয়। মনসার সঙ্গে চাঁদ সদাগরের যে সম্পর্কই থাকুক, নারায়ণ দেবের মনসা-মঙ্গল গানের শ্রোতৃসমাজের সঙ্গে মনসার একটি স্বতন্ত্র সম্বন্ধ ছিল, তাহা ভয়-মিশ্রিত ভক্তিরই সম্পর্ক। নারায়ণ দেব জাতীয় কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, বহির্নিলিপ্ত একান্ত আত্মভাবের প্রেরণায় কোন ব্যক্তি-কেন্দ্রিক (subjective) কাব্য রচনা করেন নাই—সেই যুগে তাহা রচনা করা সম্ভবও ছিল না। সমাজের সাধারণ শ্রোতৃবৃন্দ মনসারই প্রতিষ্ঠা দেখিতে চাহিয়াছে, চাঁদ-সদাগরের অবজ্ঞাসূচক মনসা-পূজায় তাহাদের তৃপ্তি হয় নাই—সেইজন্য চাঁদের আদর্শ নিষ্ঠার কথা আনুপূর্বিক সুকৌশলে ব্যক্ত করিয়াও শ্রোতৃবৃন্দের মনস্তুষ্টির জন্য এই কাহিনীর একটি লৌকিক (popular) উপসংহারও রচিত হইয়াছে। এই অংশ তাহারই ফল। কিন্তু এই বিষয়টির তাৎপর্য পরবর্তী অনেক কবিই হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া, তাঁহারা একমাত্র এই অংশটিকেই প্রাধান্য দিয়াছেন, তাহার ফলে চাঁদের চরিত্রের আনুপূর্বিক সঙ্গতি যেমন বিনষ্ট হইয়াছে, তেমনই কাহিনীর পরিণতিও আকস্মিক হইয়াছে। নারায়ণ দেব চাঁদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য ও লৌকিক সংস্কার ইহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়াছেন, একটিকে একান্তভাবে অবলম্বন করিয়া অন্যটিকে আঘাত করেন নাই; কারণ, মনসা-মঙ্গল ধর্মীয় কাব্য—অতএব কাব্যের দিক্ দিয়া যেমন ইহার চাঁদ-চরিত্রের মধ্যে আনুপূর্বিক সঙ্গতিরক্ষার প্রয়োজন আছে, তেমনই ধর্মের দিক্ দিয়া ইহাতে লৌকিক সংস্কারের মর্যাদারক্ষারও প্রয়োজন আছে। নারায়ণ দেব উভয়েরই মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, মনসা-মঙ্গলের শেষাংশের ঘটনা কল্পনা মাত্র—কবিচিত্ত এই ঘটনার স্থান—বাস্তব জগৎ ইহার স্থান নহে। কিন্তু অক্ষম কবিগণ সর্বত্রই এই কল্পনাকেই সত্য বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন। সেইজন্যই তাঁহাদের কাব্যে রসসৃষ্টির ব্যাঘাত হইয়াছে; নারায়ণ দেব এই ভুল করেন নাই, তাঁহার বর্ণনায় কল্পনা কল্পনাই রহিয়াছে। এই সঙ্কলনের শেষ কয়টি অধ্যায় স্বপ্নমাত্র—সর্বশেষ অধ্যায়টি সুমিত্রার স্বপ্ন—অপূর্ব কৌশলে নারায়ণ দেব এই স্বপ্নকে রূপায়িত করিয়াছেন।

CENTRAL LIBRARY



## বিজয় গুপ্ত

মনসা-মঙ্গলের কবিদিগের মধ্যে সর্বপ্রথম বিজয় গুপ্তের পুঁথিতেই ইহার রচনা-কাল সম্বন্ধে সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায়। তিনি তাঁহার কাব্যের প্রথমাংশেই তাঁহার আবির্ভাব স্থান ও কাল সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক বিবরণ দিয়াছেন, এই পরিচয়ের ধারা আজ পর্যন্তও অক্ষুণ্ণ আছে বলিয়াই ইহার প্রামাণিকতা সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যায়। তিনি এই সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন,

ঋতুশূন্য বেদ শশী পরিমিত শক।
সুলতান হুসেন শাহ্ নৃপতি তিলক॥
সংগ্রামে অর্জুন রাজা প্রভাতের রবি।
নিজ বাহুবলে রাজা শাসিলা পৃথিবী॥
রাজার পালনে প্রজা সুখ ভুঞ্জে নিত।
মুলুক ফতেয়াবাদ বাঙ্গারোড়া তক্‌সিম্॥
পশ্চিমে ঘাঘর নদী পূর্বে ঘণ্টেশ্বর।
মধ্যে ফুল্লশ্রী গ্রাম পণ্ডিত নগর॥
চারি বেদধারী তথা ব্রাহ্মণ সকল।
বৈদ্যজাতি বসে নিজ শাস্ত্রেতে কুশল॥
কায়স্থজাতি বসে তথা লিখনের শূর।
অন্যজাতি বসে নিজ শাস্ত্রে সুচতুর॥
স্থান গুণে যেই জন্মে সেই গুণময়।
হেন ফুল্লশ্রী গ্রামে বসতি বিজয়॥[১]

'ঋতুশূন্য বেদ শশী পরিমিত শক' এই পদটি হিসাব করিলে ১৪০৬ শকাব্দ বা ১৪৮৪ খৃষ্টাব্দ পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার অন্যত্র যে সুলতান হুসেন শাহর উল্লেখ আছে, তাঁহাকে এই সময়ের মধ্যে পাওয়া যায় না। হুসেন শাহ্ ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫১৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত গৌড়ের সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন।[২] ইহা বিবেচনা করিয়া উক্ত পদটির আরও দুইটি পাঠান্তর হইতে নিম্নলিখিত পাঠটি গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়—

ঋতু শশী বেদ শশী পরিমিত শক।

ইহা হইতে ১৪১৬ শকাব্দ বা ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দ পাওয়া যায়—এই সময়ে হুসেন শাহ্ গৌড়ের সুলতান ছিলেন; অতএব এই সময়ই বিজয় গুপ্ত তাঁহার মনসা-মঙ্গল রচনা

[১] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন পুঁথিশালায় বিজয় গুপ্তের ছয়খানি খণ্ডিত ও সম্পূর্ণ পুঁথি সংগৃহীত আছে (ঢা—১০৯১, ঐ এ, বি, সি, ডি, ই)। ইহাদের প্রায় সকলের মধ্যেই এই পদগুলি বিভিন্ন পাঠান্তর সহ পাওয়া যায়।

[২] *History of Bengal*, Vol. II, (Dacca University), Ed. Jadunath Sarkar, (1948), pp. 142-52.

CENTRAL LIBRARY



করিয়াছিলেন। গৈলা-ফুল্লশ্রী গ্রাম বর্তমান বাখরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত। এই গ্রামে বিজয় গুপ্ত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া পরিচিত মনসার মূর্তি আজ পর্যন্তও পূজিত হইয়া আসিতেছে। বিজয় গুপ্ত বৈদ্যবংশোদ্ভূত ছিলেন, তাঁহার নিজস্ব বংশধারা লুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার জ্ঞাতিবর্গের বংশধরগণ বঙ্গবিভাগের সময় পর্যন্তও সেই গ্রামে বসবাস করিতেছিলেন—গৈলা-ফুল্লশ্রী গ্রামের বৈদ্য বংশের পাণ্ডিত্যের ধারা আজ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

চৈতন্য পূর্ববর্তী বাংলা সাহিত্যে বিজয় গুপ্ত একজন বিশিষ্ট কবি। তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গির যে অভিনবত্ব ছিল, তাহা দ্বারা তিনি মঙ্গলকাব্যের মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন—তাহার কথাই এখানে আলোচনা করিব।

রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে উল্লিখিত পৌরাণিক স্থান ও চরিত্রসমূহ সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন, 'কৈলাস ও হিমালয় আমাদের পানাপুকুরের ঘাটের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং তাহাদের শিখররাজি আমাদের আমবাগানের মাথা ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। যদি তাঁহারা নিজ নিজ অভ্রভেদী মূর্তি ধারণ করিবার চেষ্টা মাত্র করিতেন, তাহা হইলে বাংলার গ্রামের মধ্যে তাঁহাদের স্থান হইত না।'[১] চৈতন্য পূর্ববর্তী যুগেই বিজয় গুপ্তের রচনায় এই ভাবটির পূর্ণতম বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়—পরবর্তী কাল পর্যন্ত তাহারই ধারা অক্ষুণ্ণভাবে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। এই সম্পর্কে বিজয় গুপ্তের শিব ও পার্বতীর চরিত্র দুইটি এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের মধ্য হইতে দেবত্বটুকু সম্পূর্ণ বর্জন করিয়া যে কেবলমাত্র বাঙ্গালীত্বটুকুর তিনি উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহা প্রাচীন বাংলার দেবমাহাত্ম্য-প্রচারমূলক কাব্যের একটি প্রধান বিস্ময়। বিষয়টি একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করিবার যোগ্য।

বারাণসীতে শিব দেবতাদিগকে লইয়া নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করিতেছেন, এমন সময় একদিন সেখানে নারদের আবির্ভাব হইল। নারদের আবির্ভাব কোনদিনই শুভসূচক নহে, সে দিনও তাহা হইল না। নারদ শিবকে বলিলেন, 'চণ্ডী সরযূর দক্ষিণ তীরে পুষ্পবন রচনা করিয়াছেন, তোমার বারাণসী হইতে তাহা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ, তুমি গিয়া একবার দেখিয়া আইস।' শিব এখানে অন্তর্যামী নহেন, নারদের কথায় তিনি বিস্মিত হইয়া বলিলেন, 'তাই নাকি? তবে ত সেখানে একবার যাইতে হয়!' তারপর নারদের কানে কানে বলিলেন,

'কল্য তথা যাব আমি চণ্ডিকা না জানে।'—পৃঃ ৪

চণ্ডিকাকে তাঁহার বড় ভয়। চণ্ডিকা ত আর কেহ নহেন—বাঙ্গালীর গৃহের কোপন-স্বভাবা স্ত্রী-ই চণ্ডী; তিনি কৈলাসেশ্বরীও নহেন, হিমালয়-দুহিতাও নহেন। শিবও তাহাই, তিনিও সংসারানভিজ্ঞ ভিক্ষাজীবী উচ্ছৃঙ্খল-চরিত্র ব্রাহ্মণ মাত্র, কোপন-স্বভাবা স্ত্রীর তাড়নায় তাঁহার প্রাণ ওষ্ঠাগত।

কিন্তু নারদের কানে কথা পড়িয়াছে—বিষয়-বুদ্ধিহীন পুরুষ তাহা বুঝিতে পারে নাই, মনের কথা নারদকে বলিয়াছে। নারদ এ'কথা গিয়া তৎক্ষণাৎ চণ্ডীকে জানাইলেন,

'সরযূর দক্ষিণ কূলে তোমার পুষ্পবন।
তোমা ভাণ্ডি কালি তথা যাবেন ত্রিলোচন॥'—ঐ

[১] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গ্রাম্যসাহিত্য, রবীন্দ্র রচনাবলী ৬ (১৩৪৭), ৬৪৮।

CENTRAL LIBRARY



শিবের চরিত্রের প্রতি চণ্ডী সর্বদা সন্দিগ্ধ—তাঁহাকে না জানাইয়া পুষ্পবনে যাইবার তাঁহার কারণ কি? অতএব তাঁহার উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তিনি আঁচলে আঁচলে গ্রন্থি বাঁধিয়া শিবের বাম পাশে শুইলেন, কিন্তু তাঁহার চোখে ঘুম আসিতেই শিব বাহির হইয়া গেলেন। পুষ্পবনে তাঁহার সঙ্গে মনসার পরিচয় হইল, মনসা তাঁহাকে নিজের পিতা বলিয়া সম্বোধন করিয়া তাঁহার সঙ্গিনী হইতে চাহিলেন। শিব নিজ গৃহের কথা ভাবিয়া প্রমাদ গণিলেন, কিন্তু মনসার কাতর অনুনয়ও এড়াইতে পারিলেন না, অবশেষে তাঁহাকে ফুলের সাজির মধ্যে লুকাইয়া গৃহে লইয়া চলিলেন। এ'দিকে চণ্ডী ঘুম ভাঙ্গিয়া স্বামীকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, অবশেষে ডোম্‌নীর ছদ্মবেশ ধরিয়া এক খেয়াঘাটে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। শিব খেয়া পার হইতে আসিয়া ডোম্‌নীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন;[১] কলাপাতায় বসিয়া তাঁহার হাতের রান্না ভাত খাইলেন, তারপর তাঁহার আলিঙ্গন প্রার্থনা করিলেন, এমন সময়ে চণ্ডী তাঁহার নিজ মূর্তি ধারণ করিলেন—শিব তাঁহাকে নিজের স্ত্রী বলিয়া চিনিতে পারিলেন। তখন—

হাতে হাতে কচালে দেবী দন্তে কড়মড়।
অতি কোপে বলে দেবী, 'ক্ষে যারে ভাঙ্গড়॥'—পৃঃ ১৯

এখানে চণ্ডী ভারতীয় সতীত্ব বা নারীত্বের মৌলিক আদর্শ পদদলিত করিয়া স্বামীকে অভিশাপ দিলেন, 'ক্ষে যারে ভাঙ্গড়।' যে আদর্শের প্রেরণায় পতিব্রতা সতী স্ত্রী কুষ্ঠ-রোগী স্বামীকে কাঁধে করিয়া বারবনিতার গৃহে লইয়া যায়, সেই আদর্শের সঙ্গে ইহার কত পার্থক্য তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। আদর্শবাদের উপর এখানে বাস্তবতার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে—এই একান্ত বস্তুনিষ্ঠাই বিজয় গুপ্তের বৈশিষ্ট্য।

তারপর আরও একটু দেখা যাক্। এই অবস্থায় চণ্ডী ত গৃহে ফিরিলেন। শিবের হাতে তখনও ফুলের সাজিটি, তাহার মধ্যে মনসাকে লুকাইয়া রাখিয়াছেন, চণ্ডীর নিকট তাহার পরিচয় দিবার সাহস ছিল না—কারণ, তাঁহার চরিত্রের যে পরিচয় তিনি রাখেন, তাহাতে এক পরমা সুন্দরী যুবতী নারীকে নিজের কন্যা বলিয়া পরিচয় দিলেও যে তিনি নিষ্কৃতি পাইবেন, তাহা তিনি মনে করিতে পারিলেন না। সেইজন্য ইহা লইয়া তখন আর তিনি গৃহে ফিরিতে সাহস পাইলেন না, সাজিটি এক শিষ্য বাড়ীর কুলুঙ্গিতে তুলিয়া রাখিয়া বিষণ্ণ মনে স্নান করিতে গেলেন। তারপর প্রায় সায়াহ্ন কালে যখন শিব মনে করিলেন, চণ্ডীর ক্রোধ ইতিমধ্যে প্রশমিত হইতে পারে, তখন ফুলের সাজিটি হাতে লইয়া ধীরে ধীরে স্বগৃহের দিকে যাত্রা করিলেন—কিন্তু মনের আশঙ্কা কিছুতেই দূর হইল না। ঘরে আসিতেই চণ্ডী তাঁহাকে দেখিয়া ঘরের কপাট লাগাইলেন, শিব বাহির হইতে অনুনয় বিনয় করিয়া নিজের আচরণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, চণ্ডী কিছুতেই শুনিলেন না, অভিমান করিয়া দ্বার-রুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। অগত্যা পূজার ঘরে আসিয়া

[১] রামেশ্বরের 'শিবায়ন' কাব্যে দেখিতে পাওয়া যায়, শিব বাগ্দিনীর প্রেমে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, লৌকিক শিবের ছড়ায় তাঁহাকে কুচনী রমণীর প্রতি আসক্ত দেখিতে পাওয়া যায়, এখানেও তিনি ডোম্‌নীর প্রেমে আবদ্ধ হইয়াছেন—এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে এই শিব যে নিম্নশ্রেণীর দেবতা ছিলেন, তাহা বুঝিতে ভুল হয় না।

CENTRAL LIBRARY



হাতের সাজিটি নামাইয়া রাখিলেন, বাঘছালের উপর শুইয়া সারা রাত্র কাটাইয়া দিলেন, পরদিন সকাল বেলা শয্যা হইতে উঠিলেন; তাঁহার,

পদ্মার তরে চিন্তিয়া শরীর হইল কাঠ। —পৃঃ ২৪

মনসা এখনও তাঁহার সাজির মধ্যে লুকাইয়া আছেন, তাঁহাকে লইয়া যে কি করিবেন, কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, তাঁহার দেব-শরীর ভাবিয়া ভাবিয়া 'কাঠ' হইয়া গেল। চণ্ডীর আচরণ দেখিয়া তাঁহার সকল ভরসা লুপ্ত হইল। কি করিবেন, কিছুই বুঝিতে না পারিয়া ঘরের মধ্যেই সাজিটি রাখিয়া বাহির হইতে দরজায় শিকল টানিয়া দিয়া গঙ্গাস্নানের জন্য বাহির হইয়া গেলেন।

শিব বাহির হইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই চণ্ডী দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিলেন, পূজার ঘরের দরজাটি শিকট-আঁটা দেখিয়া তাঁহার সন্দেহ হইল,

আজ কেন যতনে বান্ধিছে দ্বারখান।
অবশ্য থাকিবে কিছু কার্যের সন্ধান।।—পৃঃ ২৫

দরজা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, সাজির ফুলগুলি ছড়াইয়া ফেলিলেন, তখনই তাহার মধ্য হইতে পরমা সুন্দরী কন্যা মনসা বাহির হইয়া আসিলেন। দেখিয়া চণ্ডী

খল খল হাসে দেবী হস্তে দিয়া তালি।
পুষ্প বনে গিয়া কার নারী কর্‌ল চুরি।।—পৃঃ ২৫

তিনি আর ইতস্ততঃ না করিয়া মনসাকে প্রহার করিতে লাগিলেন—মনসা পিতা শিবকে ডাকিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, চণ্ডীর কিছুতেই ক্রোধ দূর হইল না—নিদারুণ প্রহারের যন্ত্রণায় মনসা ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন। তারপর দীর্ঘ কাহিনী। মনসার দংশনে চণ্ডী অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন, শিব আসিয়া পত্নীর শোকে মুহ্যমান হইলেন, মনসা চণ্ডীকে পুনর্জীবন দান করিলেন,—এই সকল বিচিত্র ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়া শিব, চণ্ডী ও মনসার মধ্যে বোঝাপড়া হইয়া গেল, মনসা চণ্ডীর গৃহেই বাস করিতে লাগিলেন। তারপর মনসার বিবাহ, স্বামি-বিচ্ছেদ ও বনবাস। ইহাদের মধ্য দিয়াও বিজয় গুপ্ত ধূলি-মাটির পৃথিবী ছাড়িয়া কদাচ স্বর্গলোকে উঠিতে পারেন নাই।

উপরে বিজয় গুপ্তকে অনুসরণ করিয়া কাহিনীর যে ধারাটি বর্ণনা করা হইল, তাহার মধ্যে দৈব কিংবা অলৌকিকত্ব কিছুমাত্র নাই, ইহার মধ্য দিয়া সাধারণ মানবিক চরিত্রেরই ক্রমবিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ-সকল চারিত্রিক উপাদান অবলম্বন করিয়া আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সার্থক উপন্যাস রচিত হইয়াছে, বিজয় গুপ্ত এখানেও সেই উপকরণগুলিরই সন্ধান পাইয়াছেন এবং তাহাই তাঁহার কাব্য-রচনার উপজীব্য করিয়াছেন। এই সূত্রে বিজয় গুপ্তের কাব্য আধুনিক বস্তুতান্ত্রিক কথা-সাহিত্যের অগ্রদূত। আরও প্রায় দুই শত বৎসর পর চণ্ডীমঙ্গলের কবি মুকুন্দরামের মধ্যে যে সূক্ষ্ম মানব চরিত্র-বোধের পরিচয় স্পষ্টতর হইয়াছে, বিজয় গুপ্তের মধ্যে তাহার প্রথম সূচনা দেখা গিয়াছিল। যে যুগে বাংলা সাহিত্য দৈবলীলা-ভারাক্রান্ত হইয়াছিল, সেই যুগে বিজয় গুপ্ত দৈব-কাহিনী বর্ণনা করিতে

CENTRAL LIBRARY



গিয়াও তাহার মধ্য হইতে যে মানবিকতার সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার বিশিষ্ট কবি-ধর্মের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে—সেইজন্যই বলিতেছিলাম বস্তুনিষ্ঠাই তাঁহার কাব্যের বৈশিষ্ট্য, মনসা-মঙ্গলে দেবতার কাহিনী তিনি বর্ণনা করেন নাই, মানুষেরই মহিমা ও ক্ষুদ্রতার কথাই বর্ণনা করিয়াছেন; এইজন্য কেবলমাত্র মঙ্গলকাব্যের মধ্যে নহে, সমগ্র মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে তাঁহার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে।

পূর্ববর্তী কবি নারায়ণ দেবের সঙ্গে বিজয় গুপ্তের কতকগুলি বিষয়ে স্থূল পার্থক্য আছে। নারায়ণ দেব পূর্ব হইতে আদ্যোপান্ত একটি কাহিনীর পরিকল্পনা করিয়া তাহাই ক্রমশঃ রূপায়িত করিতে করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার কাহিনীর কোন অংশই অনাবশ্যক ভারগ্রস্ত হইয়া পড়ে নাই, সর্বত্র সমতা রক্ষা করিয়া পরিণতি পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে; কিন্তু বিজয় গুপ্ত বস্তু-রসিক ছিলেন বলিয়া যখন যে চিত্রটি হাতের কাছে পাইয়াছেন, কাহিনীর মধ্যে তাহার প্রয়োজনীয়তা বিচার না করিয়াই তাহার বিস্তৃত বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন; তারপর এদিক্, সেদিক্, সকল দিক্ ঘুরাইয়া ফিরাইয়া যতক্ষণ না ইহার সবটুকু ব্যক্ত করিয়াছেন, ততক্ষণ আর কাহিনীর পথে অগ্রসর হন নাই। বিজয় গুপ্তের কাব্য কতকগুলি বিচ্ছিন্ন বাস্তবচিত্রের সমাবেশে রচিত হইয়াছে, কিন্তু নারায়ণ দেবের কাব্য স্রোতস্বিনীর একটি অখণ্ড ধারার মত নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, বস্তুভারে কোথাও বাঁধা পড়িয়া থাকে নাই। সেইজন্য খণ্ড খণ্ড চিত্র ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চরিত্রগুলি বিজয় গুপ্তের চরিত্রে যেমন সার্থকতা লাভ করিয়াছে, নায়ক-নায়িকার চরিত্র তেমন সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই—নারায়ণ দেবের মধ্যে ইহার বিপরীত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে নায়ক-নায়িকার চরিত্র আনুপূর্বিক যেমন সঙ্গতি রক্ষা করিয়া সুপরিস্ফুট হইয়াছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চরিত্রগুলি সেই তুলনায় অপরিস্ফুট রহিয়াছে—অতএব ইহা বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে বিজয় গুপ্তকে নারায়ণ দেবের পরিপূরক (complement) বলিয়া নির্দেশ করা যায়।

## বিপ্রদাস

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লিখিত[১] দুইখানি ক্ষুদ্রাকৃতি খণ্ডিত মনসা-মঙ্গলের পুঁথিতে বিপ্রদাস নামক একজন কবির ভণিতার সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়।[২] কিন্তু বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে প্রচলিত মনসা-মঙ্গলের কোন পদ-সঙ্কলন বা বাইশায় তাঁহার ভণিতাযুক্ত কোন পদ পাওয়া যায় না। বিজয় গুপ্তের কাব্য-রচনার কাল-নির্দেশক পদটির মত ইহাতেও ইহার তথাকথিত রচনাকালীন দুইটি পদ পাওয়া যায়; যথা—

সিন্ধু ইন্দু বেদ শশী শক পরিমাণ।
নৃপতি হুসেন শা গৌড়ের সুলতান।।[৩]

ইহা হইতে ১৪১৭ শকাব্দ বা ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দ পাওয়া যাইতেছে। পুঁথির অন্যান্য বিষয় উপেক্ষা করিয়া কেবলমাত্র এই পদটির অর্থ অবলম্বন করিয়াই কেহ কেহ বিপ্রদাস নামক

১ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, *DCVM*, IX., পৃঃ ৩৩৮-৩৯।
২ প-স ৩৫২৯ ও প-স ৩৫৩০।
৩ উভয় পুঁথিরই পাঠ 'সুলতানে'র পরিবর্তে 'সুলক্ষণ'।

CENTRAL LIBRARY



মনসা-মঙ্গলের এই অখ্যাত-কীর্তি কবিকে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেই আবির্ভূত হইয়া তাঁহার এই মনসা-মঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করেন। কিন্তু এই অনুমানের পথে কতকগুলি দুরপনেয় বাধা আছে। তাহা ক্রমে আলোচনা করা যাইতেছে।

বিপ্রদাসের কোন প্রাচীন পুঁথি পাওয়া যায় না, যে দুইখানি খণ্ডিত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহা উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লিখিত, বিশেষজ্ঞদিগের এই মত স্বীকার করিলে কেবল-মাত্র এই দুইখানি পুঁথির উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছান যায় না। দুইখানি পুঁথিই একই অঞ্চলে লিখিত হইয়াছিল এবং একখানি দেখিয়া যে আর একখানি লিখিত হইয়াছিল, তাহাও বুঝিতে পারা যায়; কারণ, একের ভুল অন্যে অনুসৃত হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, বিপ্রদাসের কোন প্রচার ছিল না। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, কোন প্রাচীন পদ-সঙ্কলনেও তাঁহার কোন পদ ধৃত হয় নাই। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিপ্রদাস নামক কোন কবির আবির্ভাব হইয়া থাকিলে উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে লিখিত তাঁহার কোন পুঁথির কিংবা পদ-সঙ্কলনে ধৃত কোন পদের নিশ্চয়ই সাক্ষাৎকার লাভ করা যাইত।

চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যযাত্রা-সম্পর্কে ইহাতে এই সমস্ত স্থানের উল্লেখ আছে—কুমার-হাট, হুগলী, ভাটপাড়া, কাঁকিনাড়া, মুলাজোড়া, পাইকপাড়া, ভদ্রেশ্বর, ইছাপুর, খড়দহ শ্রীপাট, রিষ্ড়া, কোন্নগর, কোতরং, কামারহাটি, এড়েদহ, ঘুঘুড়ি, চিৎপর, কলিকাতা, বেতড় ইত্যাদি (পৃষ্ঠা ১৪৯–৫০)। ইহাদের মধ্যে খড়দহ শ্রীপাট খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে, কলিকাতা খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে (১৬৯০ খৃষ্টাব্দ)[১] ও অন্যান্য আরও কয়েকটি শহর এই অঞ্চলে শিল্পকেন্দ্র স্থাপিত হইবার পর আরও পরবর্তী কালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অতএব খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইলে বিপ্রদাস কিছুতেই ইহাদের কথা উল্লেখ করিতে পারেন না। অতএব খণ্ডিত পুঁথিদ্বয়ের রচনাকাল-নির্দেশক পদটি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে হইতেছে।

পুঁথি দুইখানি যে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লিখিত মাত্র হইয়াছিল তাহাই নহে, ইহার ভাষাও ইহার পূর্ববর্তী বলিয়া মনে হইতে পারে না। ইহার ক্রিয়াপদের ব্যবহার ও বহু শব্দ আধুনিক—কেহ ইহার কোন কোন অংশ প্রক্ষিপ্ত ও কোন কোন অংশ মৌলিক বলিয়াছেন, কিন্তু এই খণ্ডিত পুঁথি দুইখানির আদ্যোপান্ত ভাষাগত কোন বৈষম্য আছে বলিয়া বোধ হইবে না; অতএব ইহার একাংশ প্রক্ষিপ্ত ও অপরাংশ মৌলিক বলিতে পারা যায় না। বহুল প্রচারের জন্য ভাষা আধুনিকতা-প্রাপ্ত ও পুঁথিতে নূতন নূতন বিষয় প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকে; কিন্তু যে পুঁথির কোনই প্রচার হইয়াছিল বলিয়া জানিতে পারা যায় না, তাহার ভাষা আধুনিকতা-প্রাপ্ত হওয়া যেমন অসম্ভব, তেমনই ইহাতে নূতন নূতন পদ প্রক্ষিপ্ত হওয়াও অস্বাভাবিক। অতএব মনে হয়, পুঁথিখানি উনবিংশ শতাব্দীতেই রচিত হইয়াছিল, অতঃপর এই অসম্পূর্ণ পুঁথিখানির প্রাচীনত্ব নির্দেশ করিবার জন্যই ইহাতে বিজয় গুপ্তের কাব্য-রচনার কাল-নির্দেশক পদ দুইটির অনুকরণে দুইটি পদ রচনা করিয়া যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

[১] D. C. Sarkar, 'The Sakta Pithas', *JRASB*, XIV (1948), p. 34 f.n.

CENTRAL LIBRARY



পুঁথির কাল-নির্দেশক পদ ইহার মধ্যস্থিত অন্যান্য তথ্য দ্বারা সমর্থিত না হইলে প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

বিপ্রদাসের এই অসম্পূর্ণ পুঁথি দুইখানিতে বেহুলা-লখীন্দরের কাহিনীটি নাই, চাঁদের বাণিজ্য অর্থাৎ যে-পর্যন্ত বর্তমান সঙ্কলনে গৃহীত হইয়াছে, সেই পর্যন্তই আছে, তাহার পর হইতেই ইহা খণ্ডিত হইয়াছে। ইহার সর্বশেষ ভণিতাটি এইরূপ—

এখন রহিল গীত বলে বিপ্রদাসে।—পৃঃ ১৫৭

ইহার পর কাহিনী আরও রচিত হইয়াছিল কি না, তাহা বলিবার উপায় নাই। খণ্ডিত পুঁথি দুইখানিতে কবির এই আত্ম-পরিচয় পাওয়া যায়—

মুকুন্দ পণ্ডিত সুত বিপ্রদাস নাম।
চিরকাল বসতি বাদুড়্যা[১] বটগ্রাম॥
বাৎস্য গোত্র পিপিলাই পঞ্চ প্রবর।
সামবেদ কৌথুম শাখা চারি সহোদর॥

বাদুড়্যা কিংবা নদুড়্যা বটগ্রাম কোথায় তাহা জানিতে পারা যায় না। দুইখানি পুঁথির মধ্যে একখানি চব্বিশ-পরগণা জিলার জাগুলিয়া গ্রামে ও অপর একখানি উক্ত জিলারই 'দত্ত পুখরিয়া' বা দত্ত পুকুর গ্রামে অনুলিখিত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করা আছে। বিপ্রদাস এই অঞ্চলেরই অধিবাসী হওয়া সম্ভব। তিনি তাঁহার কাব্য-রচনা-সম্পর্কে আরও উল্লেখ করিয়াছেন—

শুক্লা দশমী তিথি বৈশাখ মাসে।
শিয়রে বসিয়া পদ্মা কৈলা উপদেশে॥
পাঁচালী রচিতে পদ্মা করিলা আদেশ।
সেই সে ভরসা আর না জানি বিশেষ॥
কবি গুরু ধীর জনে করি পরিহার।
রচিল পদ্মার গীত শাস্ত্র অনুসার॥
সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ।
নৃপতি হুশেন শা গৌড়ের সুলতান॥
হেনকালে রচিল পদ্মার ব্রতগীত।
শুনিয়া ত্রিবিধ লোক পরম পীরিত॥

একমাত্র কাল-নির্দেশক পদটি হিসাব করিলে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ (১৪৯৫ খৃঃ) বুঝায়, এতদ্ব্যতীত ইহার সর্বত্রই ভাষাগত আধুনিকতা যেমন আছে, বিষয়গত ভ্রমও আছে।[২]

[১] পাঠান্তর 'নদুড়্যা'।

[২] বিস্তৃত আলোচনার জন্য মৎপ্রণীত বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস (পূর্বোধৃত) পৃঃ ২১৮-২১ দ্রষ্টব্য।

CENTRAL LIBRARY



## দ্বিজ বংশীদাস

মধ্যযুগের বাংলার অন্যতম সাধক-কবি দ্বিজ বংশীদাস ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত কিশোরগঞ্জ মহকুমায় পাতুয়ারী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বিদুষী কন্যা চন্দ্রাবতী পিতার সম্পর্কে এই পরিচয় দিয়াছেন—

ধারা স্রোতে ফুলেশ্বরী নদী বহে যায়।
বসতি যাদবানন্দ করেন তথায়॥
ভট্টাচার্য বংশে জন্ম অঙ্গনা ঘরণী।
বাঁশের পালার ঘর ছনের ছাউনী॥
ঘট বসাইয়া সদা পূজে মনসায়।
কোপ করি সেই হেতু লক্ষ্মী ছাড়ি যায়॥
দ্বিজ বংশী পুত্র হৈলা মনসার বরে।
ভাসান গাহিয়া যিনি বিখ্যাত সংসারে॥[১]

দ্বিজ বংশীর কাব্য-রচনার কাল-সম্পর্কে তাঁহার মুদ্রিত সংস্করণে[২] এই দুইটি পদ পাওয়া যায়—

জলধির বামেতে ভুবন মাঝে ধার।
শকে রচে দ্বিজ বংশী পুরাণ পদ্মার॥

ইহা হইতে দেখা যায় যে, ১৪৯৭ শক অর্থাৎ ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মনসা-মঙ্গল রচিত হয়। কিন্তু তাঁহার কাব্যে উল্লিখিত অন্যান্য কয়েকটি তথ্যের দিকে লক্ষ্য করিলে ইহার রচনার এই কাল গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।[৩] বিশেষতঃ এই পদটি কোন হস্তলিখিত পুঁথিতে পাওয়া যায় নাই, অতএব ইহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে হইতে পারে। দ্বিজ বংশীর বংশ-লতা, তাঁহার সম্পর্কিত বিভিন্ন জনশ্রুতি ও তাঁহার কাব্যে উল্লিখিত তথ্যাদির উপর নির্ভর করিয়া, তিনি খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। দ্বিজ বংশী বংশীধর, বংশীবদন, বংশী দাস এই প্রকার বিভিন্ন ভণিতার ব্যবহার করিয়াছেন, অতএব মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এই সকল বিভিন্ন ভণিতায় একই ব্যক্তি মনসা-মঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন।

দ্বিজ বংশী যখন আবির্ভূত হন, তখন বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব সমস্ত বাংলা, আসাম ও উড়িষ্যায় বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। তাঁহারই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া বাংলার সমাজ নূতন আদর্শে দীক্ষা লাভ করিয়াছিল।

[১] গৌরভ ২, পৃঃ ১৪৯।
[২] দ্বারকানাথ চক্রবর্তী ও রামনাথ চক্রবর্তী সম্পাদিত (কলিকাতা, ১৩১৮)।
[৩] বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস (পূর্বোদ্ধৃত) পৃঃ ২২৩-২৬।

CENTRAL LIBRARY



দ্বিজ বংশীর মধ্যে সেই বৈষ্ণব আদর্শের প্রভাব বিশেষ কার্যকরী হইয়াছে বলিয়া অনুভূত হইবে। তিনি স্বয়ং সংকীর্তনের দল বাঁধিয়া মৃদঙ্গ-মন্দিরা সহযোগে মনসা-মঙ্গল গান গাহিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার কাব্যের মধ্যে যেখানেই জীব-প্রেম কিংবা অহিংসার কোন বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছেন, সেখানেই তাঁহার আন্তরিকতা যেন স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া অনুভূত হয়। গঙ্গাতীরে তপস্বী উগ্র তপস্যায় মগ্ন হইয়া আছেন, তাঁহার কোন বাহ্য জ্ঞান নাই, কিন্তু এই দৃশ্যটি তাঁহার দৃষ্টি এড়াইল না—

হেনকালে দেখে আচম্বিত।
পক্ষী ছাও দুইগুটি স্রোতে লৈয়া যায় ভাটি
ঢেউয়ে তোলে পাড়ে বিপরীত॥
দেখিয়া আকুল হিয়া ছাও আনে সাঁতারিয়া—
আশ্রমে তপস্বী অনুদিন।
বৃক্ষের কোটরে থুইয়া নিজ কর্ম উপেক্ষিয়া
পুষি ছাও করিল প্রবীণ॥—পৃঃ ৫৮

দুইটি পক্ষি-শাবকের প্রাণরক্ষার জন্য তিনি তপস্যায় জলাঞ্জলি দিলেন—দিবারাত্র ইহাদেরই সেবা করিতে লাগিলেন। জীবসেবার ভিতর দিয়াই তিনি ঈশ্বরসেবা সার্থক করিলেন। বহুদিন পর উচ্চারিত ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জীব-প্রেমিক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের বাণী—'জীবে প্রেম করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর'—তাঁহার ভিতর দিয়া এইভাবে সর্বপ্রথম ধ্বনিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রেম তখনও সর্বজয়ী হইতে পারে নাই, তাহার নিভৃত ছায়ায় প্রতিহিংসারও বীজ উপ্ত হইয়াছিল—

অনাথ পক্ষীর ছাও ডাকে তারে বাপ-মাও
বিপাক ঘটিল দৈবযোগে।
ভ্রমিয়া গহন বনে পাইয়া নির্জন স্থানে
ছাও খাইল মনসার নাগে॥
তপস্বী আশ্রমে গিয়া দুই ছাও না দেখিয়া
শোকানলে কাতর জীবন।
মনেত ভাবিল সার,— কাম্য স্থানে মরিবার
কাম্যতীর্থে করিল গমন॥
'সর্পে যেন আমারে দংশিতে নাহিক পারে
দেখিয়া পলায় যেন ডরে।
হইম সর্পের বৈরী,'— এই কামনা করি
সেই তপস্বী তথা মরে॥—পৃঃ ৫৮–৫৯

প্রেমের সঙ্গে ক্ষমার তখনও জন্ম হয় নাই, প্রেমের মুকুল সবে মাত্র বিকাশ লাভ করিতেছে, তখনও আদিম প্রতিহিংসার বৃত্তি ইহা দ্বারা সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হইয়া যাইতে পারে নাই; প্রেমের পার্শ্বে ক্ষমার পরিবর্তে প্রতিহিংসার বিষয়বস্তু লইয়াই মনসা-মঙ্গল কাব্য গড়িয়া উঠিয়াছে।

CENTRAL LIBRARY



দ্বিজ বংশী যে সময় তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহার কিছুকাল পূর্বেই পূর্ব-ময়মনসিংহ অঞ্চল বাংলার বারভূঁইঞার অন্যতম ঈশা খাঁ মসনদ্ আলির অধিকার-ভুক্ত হয়। ইতিপূর্বে লক্ষ্মণ হাজরা নামক একজন হিন্দু-ভাবাপন্ন কোচরাজা সেই অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। ঈশা খাঁর সঙ্গে সঙ্গেই বাংলার এই সুদূর অঞ্চলটিতে মুসলমান ধর্ম দৃঢ়তর ভিত্তির উপর স্থাপিত হইল। স্থানীয় সমাজের উপর ইহার প্রতিক্রিয়ার চিত্রটি দ্বিজ বংশী নিপুণভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। বাংলার ইতিহাসের ইহা একটি সমুজ্জ্বল অধ্যায়। সমাজে তখন যাহাদের উপর বিচারের ভার ছিল, সেই সকল 'কাজি'র সুবিচারের যে আদর্শ দ্বিজ বংশী এখানে উল্লেখ করিয়াছেন (পৃঃ ৬৯-৭১), মধ্যযুগের বাংলার সামাজিক ইতিহাস-রচয়িতাদিগের ইহা একটি মূল্যবান উপাদান হইয়া থাকিবে। এই বর্ণনার মধ্যে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করা যাইতে পারে—দ্বিজ বংশী কেবলমাত্র যে সংস্কৃত পৌরাণিক সাহিত্যেই পরম পণ্ডিত ছিলেন তাহা নহে, বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দের যথাযথ প্রয়োগেও তিনি দক্ষ ছিলেন; বৈদেশিক শব্দসমূহ তিনি যথেচ্ছ প্রয়োগ করেন নাই, যথাযথ প্রয়োগ করিয়াছেন—এখানেই তাঁহার কৃতিত্ব। এই বিষয়ে নিম্নোদ্ধৃত দৃষ্টান্তটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যাইতে পারে—

কান্দে কাজি স্মরিয়া খোদায়।
দারুণ বিষের জ্বালে বুক ভিজে মুখ লালে
ভূমিতলে গড়াগড়ি যায়॥
সাত ফরজন্দ মোর বিষে হৈল কালজ্বর
দেখি প্রাণ না যায় ধরাণ।
আতসে দহে যে বুক বিরস বিবির মুখ
কেনে আছে আমার পরাণ॥
মামুদ সরিপ্ আলি তারা পড়িয়াছে ঢলি
বেটির দামাদ চারি জন।
নবির দখল ছাড়ি সবে যায় গড়াগড়ি
দেখি দুঃখ না যায় সহন॥'—পৃঃ ৭৩

উদ্ধৃতাংশের মধ্যে যে কয়টি আরবি ও ফারসি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা একান্ত-ভাবে বিষয়বস্তুর দাবীতেই এখানে আসিয়া যথাস্থানে প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহাতে বর্ণিত বিষয়টির বাস্তব গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাংলা শব্দের সঙ্গে আরবি-ফারসি শব্দের সুসমঞ্জস প্রয়োগে পরবর্তী কালে ভারতচন্দ্র যে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন, বহুদিন পূর্ব হইতেই বাংলা সাহিত্যে তাহার সূচনা দেখা গিয়াছিল,—দ্বিজ বংশী তাহার অন্যতম সার্থক দৃষ্টান্ত।

চাঁদ সদাগরের চরিত্র-পরিকল্পনায় দ্বিজ বংশী অপূর্ব দক্ষতা দেখাইয়াছেন। তাঁহার ভিতর দিয়া একটি সুস্পষ্ট ব্যক্তিত্ব ও কঠিন পৌরুষের বিকাশ হইয়াছে, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে অনুরূপ সার্থকতার দৃষ্টান্ত খুব সুলভ নহে। কিন্তু দ্বিজ বংশী চাঁদ সদাগরের উপর তাঁহার সকল দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে গিয়া অন্যান্য চরিত্রের প্রকৃত মর্যাদা দিতে পারেন নাই—তাঁহার মনসা-মঙ্গলের চরিত্ররাজির মধ্য হইতে কেবলমাত্র চাঁদ সদাগরই অভ্রভেদী হইয়া উঠিয়াছে—অন্যান্য চরিত্রগুলি তাঁহার বহু নিম্নে পড়িয়া রহিয়াছে—ইহার ফলে

CENTRAL LIBRARY



তাঁহার কাব্য এক-চরিত্র-প্রধান হইয়া রহিয়াছে। ইহার একটি প্রধান কারণ, তিনি চাঁদ সদাগরকে নিষ্ক্রিয় শিবের একান্ত উপাসক না করিয়া, তাঁহার পত্নী চণ্ডীরও উপাসক বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন; অতএব শৈব প্রেরণা অপেক্ষা শাক্ত প্রেরণাই তাঁহার জীবনের মূলে অধিকতর কার্যকরী হইয়াছে। শৈব চাঁদের সঙ্গে মনসার বিবাদের পরিবর্তে শাক্ত চণ্ডীর সহায়ক চাঁদের সঙ্গে মনসার বিবাদের কথাই এখানে বর্ণিত হইয়াছে। অতএব ইহা চণ্ডী ও মনসার বিবাদ—চাঁদ সদাগর উপলক্ষ মাত্র; সেইজন্য অন্যান্য মনসা-মঙ্গল অপেক্ষা ইহার ক্রিয়া অধিকতর শক্তিশালী হইয়াছে।

দ্বিজ বংশীর ভাষা সুপরিচ্ছন্ন ছিল, ইহা চৈতন্য-পূর্ববর্তী যুগের গ্রাম্যতা হইতে মুক্ত হইয়া উচ্চতর কাব্য-রচনার উপযোগিতা লাভ করিয়াছে—ইহারই ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করিয়া খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে শব্দশিল্পী ভারতচন্দ্রের আবির্ভাব হইয়াছিল। ভাষার দিক্ দিয়া বিচার করিলেও দ্বিজ বংশীকে খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী কবি বলিয়া মনে হইতে পারে না।

পূর্ব-ময়মনসিংহ অঞ্চলে দ্বিজ বংশীর মনসা-মঙ্গল ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল, বিভিন্ন সামাজিক আচারে অনুষ্ঠানে এখনও হিন্দুর মেয়েরা দ্বিজ বংশীর গান গাহিয়া থাকে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার পুঁথিখানি বিকৃতি হইতে রক্ষা পাইয়াছে, আদ্যোপান্ত তাঁহারই ভণিতাযুক্ত পুঁথি একাধিক আবিষ্কৃত হইয়াছে।

## কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি পশ্চিমবঙ্গে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং বহুকাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের বিদ্বজ্জন-সমাজে মনসা-মঙ্গলের একমাত্র কবি বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহার কাব্যের মধ্যে রচনাকাল নির্দেশক কোন পদ পাওয়া যায় না, তবে তিনি ইহাতে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের অনুরূপ একটি সুদীর্ঘ আত্মবিবরণীর অবতারণা করিয়াছেন; তাহার মধ্যে যে কতকগুলি ঐতিহাসিক তথ্যের নির্দেশ আছে, তাহা হইতে তিনি যে ১৬৪০ খৃষ্টাব্দের পর তাঁহার কাব্য-রচনা করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারা যায়। ইহার অন্যান্য ঐতিহাসিক তথ্য দ্বারাও ইহা খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

কবির নাম ক্ষেমানন্দ, তিনি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। তিনি নিজেকে কেতকা অর্থাৎ মনসার দাস বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কোন কোন স্থানে নিজ নামের পরিবর্তে কেবল-মাত্র কেতকাদাস ভণিতাই ব্যবহার করিয়াছেন। অতএব কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দ দুইজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলিয়া মনে করিবার কোনই কারণ নাই। কেয়াপাতায় মনসার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, সেইজন্য তিনি মনসাকে কেতকা বলিয়া নিজে কেতকাদাস নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবশ্য অন্যান্য মনসা-মঙ্গলে মনসার কেয়াপাতায় জন্ম হইবার কোন কথার উল্লেখ নাই।

CENTRAL LIBRARY



মধ্যযুগের বাংলার মঙ্গলকাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কাব্য-রচনার প্রায় অর্ধ-শতাব্দীর পর ক্ষেমানন্দ আবির্ভূত হইয়াছিলেন—মুকুন্দরামের কাব্য দ্বারা তিনি প্রত্যক্ষ-ভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন, মুকুন্দরামের ভাষা ও চিত্র তিনি বহুলাংশে অনুসরণ করিয়াছেন। ইতিমধ্যে চৈতন্যদেবের ধর্ম ও সাহিত্য বাংলা সাহিত্যকে প্রভাবিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল—ক্ষেমানন্দ তাহাদের দ্বারাও প্রভাবিত হন। এই সকল প্রভাবের ফলে ক্ষেমানন্দ তাঁহার মনসা-মঙ্গলের মধ্য দিয়া ভাষা ও ভাবে উচ্চ আদর্শ রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। চৈতন্য-পূর্ববর্তী যুগের মনসা-মঙ্গল ভাষার দিক্ দিয়া যেমন শিথিল ও গ্রাম্যভাবাপন্ন ছিল, চৈতন্য-পরবর্তী যুগে তাহার ব্যতিক্রম দেখা দেয়—ইহা তখন ভাষার দিক্ দিয়া দৃঢ়সংবদ্ধ হইয়া সম্পূর্ণ গ্রাম্যতা-মুক্ত হয়। ক্ষেমানন্দের মধ্যেই চৈতন্য-পরবর্তী যুগের এই বৈশিষ্ট্য সর্বপ্রথম প্রকাশ পায়। প্রাক্-চৈতন্য যুগের মনসা-মঙ্গলের সঙ্গে চৈতন্য-পরবর্তী যুগের মনসা-মঙ্গলের নৈতিক আদর্শগত পার্থক্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার মত। পরবর্তী যুগের মনসা-মঙ্গলগুলি প্রাক্-চৈতন্যযুগের দুর্নীতির আদর্শ হইতে বহুলাংশে পরিত্রাণ পাইয়াছিল—ক্ষেমানন্দই সমুচ্চ নৈতিক আদর্শযুক্ত মনসা-মঙ্গল সর্বপ্রথম রচনা করেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রভাবও ক্ষেমানন্দের উপর যথেষ্ট কার্যকরী হইয়াছিল, তাহার ফলেই সীতার পাতিব্রত্যের আদর্শে তিনি বেহুলা চরিত্রের রূপায়ণ করিয়াছিলেন। এই প্রকার সুসংবদ্ধ ভাষা, উন্নত নৈতিক ভাব ও উচ্চ চারিত্রিক আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া ক্ষেমানন্দ তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার কাব্য মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

মনসা-মঙ্গল কাব্যের ভাষা ও কাহিনীতে একটি শিল্পোচিত পরিচ্ছন্নতা দান করিবার কৃতিত্ব ক্ষেমানন্দেরই প্রাপ্য। তাঁহার কাহিনীটি আদ্যোপান্ত দৃঢ়সংবদ্ধ হইয়া একটি সুনির্দিষ্ট পথ ধরিয়া পরিণতি পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, শৈথিল্যের ভিতর দিয়া কোথাও বিপথগামী হইয়া পড়ে নাই। তাঁহার কাব্য কতকগুলি মাত্র বিচ্ছিন্ন চিত্রের সমাবেশও নহে, আনুপূর্বিক কাহিনী ও চরিত্রগত ঐক্য সৃষ্টির ভিতর দিয়া তাঁহার কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। লৌহ-বাসরে লখীন্দরকে সর্প-দংশনের চিত্রটি ক্ষেমানন্দের বর্ণনায় অপূর্ব হইয়া উঠিয়াছে—সমস্ত মনসা-মঙ্গলের মধ্যে ক্ষেমানন্দের এই অংশই শ্রেষ্ঠ। ইহার মধ্যে করুণ রস যেমন নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে, তেমনই সমস্ত পরিবেশটি বিষয়োচিত একটি উদার গাম্ভীর্য লাভ করিয়াছে। লৌকিক কাব্যের (folk-poetry) একটি প্রধান লক্ষণ এই যে, ইহার কোন কোন অংশ অনেকটা ইংরেজি refrain-এর মত পুনরাবৃত্তি করা হইয়া থাকে। তাহাতে একটি ঘন রসাবেশ সৃষ্টি হয়। অথচ এই প্রকার পুনরাবৃত্তি অন্য ক্ষেত্রে দোষাবহ বলিয়াই বিবেচিত হয়। ক্ষেমানন্দ লখীন্দরের লৌহ-বাসর-বর্ণনায় এমন একটি অংশ পুনরাবৃত্তি করিবার ফলে ইহার রস-গৌরব বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার দৃষ্টান্তটি এখানে উল্লেখ করিতেছি; লখীন্দরকে দংশন করিবার জন্য বজ্ররাজ সর্প লৌহ-বাসরে প্রবেশ করিল, তারপর—

কপাটের আড়ে থাকি উঁকি দিয়া চায়।
বেহুলার নিদ্রা নাহি দেবীর কৃপায়॥
কপাটের আড়ে দেখে ভীষণ ভুজঙ্গ।
চমকি বেহুলা উঠে নিদ্রা হৈল ভঙ্গ॥

CENTRAL LIBRARY



ব্যথিত করিল তারে মধুর বচনে।
কাঞ্চনের বাটি দিল কাঁচা দুগ্ধ সনে ॥
বেহুলা বলেন, 'খুড়া, কোথা আছ তুমি।
তোমা সভা না দেখিয়া নিত্য কান্দি আমি ॥
অবিরত মনে কত গণিব হুতাশ।
আমার কঠিন বাপ না করে তল্লাস ॥
মনে কিছু না করিহ সেই অভিমান।
কাঞ্চন বাটিতে কর কাঁচা দুগ্ধ পান ॥'
এতেক শুনিয়া সাপ বড় লজ্জা পায়্যা।
কাঁচা দুগ্ধ পান করে হেঁট মুণ্ড হয়্যা ॥
বেহুলা না করে ভয় মনসার দাসী।
সর্পের গলায় দিল সুবর্ণ গাঁড়াশি ॥
'ক্ষীর অমৃত খাও বলি যে তোমারে।
সুখে শুয়্যা নিদ্রা যাও হড়পী ভিতরে' ॥—পৃঃ ১৯৮

ইহার পর দ্বিতীয় প্রহরে কালদন্ত, তৃতীয় প্রহরে উদয়কাল সর্প আসিল; তাহাদের সম্পর্কেও এই কয়টি পদ পুনরুক্তি করা হইল। এই প্রকার পুনরুক্তি লোক-গীতিকা (ballad)র একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। ক্ষেমানন্দ তাঁহার রচনায় এই রীতিটির স্থান দিয়া ইহার লোক-সাহিত্যগত বৈশিষ্ট্যই রক্ষা করিয়াছেন, এই বিষয়ে ইহার এই একটি বিশেষ মূল্য প্রকাশ পাইয়াছে।

করুণরসের বর্ণনায় ক্ষেমানন্দের সঙ্গে একমাত্র তাঁহার পূর্ববর্তী কবি নারায়ণ দেবের তুলনা হইতে পারে। তাঁহার পরিকল্পনায় বেহুলা কারুণ্যের আধার, কিন্তু সেজন্য আদর্শ-পুত্তলিকা মাত্র নহে, তাহার মধ্যে বাস্তবতার স্পর্শও অনুভব করা যায়। মৃত স্বামীর দেহ লইয়া সে যখন গাঙ্গুড়ের জলে ভাসিয়াছে, তখন ভ্রাতৃগণ আসিয়া তাহাকে তাহাদের গৃহে ফিরিবার জন্য অনুনয়-বিনয় করিতে লাগিল; বেহুলা তাহাদিগকে অনেক বুঝাইল, তাহারা স্নেহবশতঃ যখন তাহার কোন কথাই শুনিতে চাহিল না, তখন তাহাদিগকে স্পষ্ট করিয়া কহিল—

বেহুলা বলেন, 'আমি হৈলাম কড়্যা রাড়ী।
কত ফেলাইব, ভাই, নিরামিষ্য হাঁড়ী ॥
মা-বাপের বাড়ীতে আমার নাহি সাজে।
সকল ভাউজের সঙ্গে মোর দ্বন্দ্ব বাজে ॥
সহিতে না পারি আমি দুরক্ষর বাণী।
কূলে দাণ্ডাইয়া, ভাই, আর কান্দ কেনি ॥—পৃঃ ২১১

CENTRAL LIBRARY



## জগজ্জীবন ঘোষাল

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর আনুমানিক শেষভাগে মনসা-মঙ্গলের আর একজন কবি উত্তর-বঙ্গে আবির্ভূত হন, তাঁহার নাম জগজ্জীবন ঘোষাল।[১] দিনাজপুর জিলায় কোচ আমোরা বা কুড়িয়া মোড়া গ্রামে জগজ্জীবনের বাস ছিল। উত্তরবঙ্গ অঞ্চলেই জগজ্জীবনের কাব্যের প্রচার সীমাবদ্ধ ছিল।

জগজ্জীবনের কবিত্ব খুব উচ্চাঙ্গের ছিল বলিতে পারা যায় না। তবে তাঁহার বর্ণনায় কাহিনীটি সহজ ও স্বচ্ছন্দ গতিতে অগ্রসর হইয়াছে, পারিপার্শ্বিক সমাজের ধর্মীয় ও নৈতিক রুচির উপরই প্রধানতঃ তিনি নির্ভর করিয়াছিলেন বলিয়া, মনসা-মঙ্গলের কেন্দ্রীয় আখ্যান হইতে তিনি কিছু কিছু স্বাধীনতাও গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিম্নোধৃত অংশগুলি হইতেই তাঁহার কবিত্বের কিছু কিছু আভাস পাওয়া যাইবে।

বেহুলার বিবাহ-সজ্জার বর্ণনাটি এই,

দর্পণ ধরিয়া বালী বিচরায় কেশ।
বান্ধিল লোটন খোঁপা বিচিত্র করে বেশ॥
চাকী কড়ি মকরকুণ্ডল শ্রুতিমূলে।
নাসিকাতে বেসর মুকুতা-ফুল দোলে॥
কপালে তিলক শোভে চন্দনের বিন্দু।
অরুণে বেড়িল যেন শত শত ইন্দু॥
বিচিত্র কাঁচুলি উপরে দিল তার।
গলায় গাঁথিয়া দিল গজমতি হার॥
কনক কঙ্কণ পরে তাহাতে কেয়ূর।
অঙ্গুলে অঙ্গুরি পরে পাওতে নেপুর॥
গুজরাতি শাড়ী পরিল বিনোদিনী।
উপরে তুলিয়া দিল কুসুম ওড়নী॥
চৌদলে চড়িয়া বাহির হয় রূপবতী।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন মদনের জ্যোতি॥
জগজ্জীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পঞ্চালী করিল পরকাশ॥

[১] জগজ্জীবন-রচিত মনসা-মঙ্গলের একখানি সম্পূর্ণ পুঁথি রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদে সংগৃহীত হইয়াছিল, পুঁথিখানি ব্যবহার করিবার সুযোগের অভাবে বর্তমান সঙ্কলনে তাঁহার পদ সংগৃহীত হইতে পারে নাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা কলিকাতার কোন প্রাচীন পুঁথিশালায় জগজ্জীবনের কোন পুঁথি নাই। বর্তমান সঙ্কলনের পাঠ্যভাগের মুদ্রণ-কার্য যখন শেষ হইয়া গিয়াছে, তখন ইহার একখানি পুঁথির সন্ধান পাই। পুঁথিখানি জলপাইগুড়ি ফণীন্দ্রদেব বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য কাব্যতীর্থ কর্তৃক সংগৃহীত। তাঁহারই সৌজন্যে তাঁহার সংগৃহীত পুঁথি হইতে কয়েকটি পদ এই আলোচনায় উদ্ধৃত করা হইল। বর্তমান সঙ্কলনের ভবিষ্যৎ সংস্করণে জগজ্জীবনের পদ সংকলিত করা হইবে।

CENTRAL LIBRARY



বেহুলা মৃত স্বামীর দেহ কোলে করিয়া যখন গাঙ্গুড়ের জলে ভাসান-যাত্রা করিয়াছে, তখন ভ্রাতৃগণকে এই বলিয়া বিদায় দিতেছে—

স্বামীর অভাবে, দাদা, রহে যেবা জন।
বৃথা তার জন্ম, দাদা, নিষ্ফল তার জীবন॥
সোনারূপা পরিবার, দাদা হে, দেখিবার সুখ।
খণ্ডাইতে না পারি, দাদা হে, শাপকুড়া দুখ॥
দিনে দশবার, দাদা হে, আমার আহার।
মায় বাপের সঙ্গে, অহে দাদা, খাই দুইবার॥
ছয় ভাইর সঙ্গে, দাদা হে, ছয় বার বসি।
কেমতে পালিব, দাদা, নিষ্ঠুর একাদশী॥
নয়া নয়া হৈব, দাদা হে, সবার দুলালী।
পাছে হৈতে ভাউজ সকলে দিবে গালি॥
মিছাএ মারিবে, দাদা, বাটনার বাড়ি।
সদাএ পাড়িবে গালি মোক বিঘম রাড়ী॥
দুঃখ খাট স্বামী, দাদা, তছ স্বামীর ঘর।
প্রাণের অধিক দাদা, তছ ভাই পর॥
অজিয়া আনিবে দাদা দেশ-দেশান্তর।
রাখিবে তোমার বহু আপনার ঘর॥
মুখ চাঞা থাকিলে, দাদা, পাইবেন লাজ।
তিন ঠাঁএ মাপিয়া দিবে কড়াকের সাজ॥
দেখিলে তোমার বহু তুমাক দিবে গালি।
'খাউক তোমার বহিন সভার দুলালী'॥
তুমা সভার আগে, দাদা, না বলিবে মন্দ।
ঘর হৈতে বাহির হৈলে নিতে হৈবে দ্বন্দ্ব॥
নিরন্তর কান্দিন করিয়া স্বামীর রাঅ।
দ্বিগুণ পুড়িবে মোর পেটপুড়ী মাঅ॥
ছাড় দয়া-মায়া, দাদা, যাও নিজ ঘর।
ভাসাঞা দুখিনী মোক জলের উপর॥
জগতজীবন কবি মনসার দাস।
পদছন্দে পঞ্চালী করিল পরকাশ॥

উদ্ধৃত অংশ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, জগজ্জীবনের উচ্চাঙ্গ কবিত্বগুণ না থাকিলেও, তাঁহার একটি সাংসারিক অভিজ্ঞতা-জাত বস্তু-সচেতন মন ছিল।

CENTRAL LIBRARY



## ষষ্ঠীবর দত্ত

শ্রীহট্ট জিলার সর্বাধিক জনপ্রিয় কবির নাম ষষ্ঠীবর দত্ত। যদিও তিনি তাঁহার মনসা-মঙ্গল কাব্যে তাঁহার আবির্ভাবের সময়-সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ করিয়া যান নাই, তথাপি তাঁহার কাব্যের বিভিন্ন বিষয় ও তাঁহার বংশধরদিগের মধ্যে প্রচলিত জনশ্রুতি অবলম্বন করিয়া, তিনি আনুমানিক খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার কাব্য একমাত্র শ্রীহট্ট জিলার সীমা-মধ্যেই আবদ্ধ আছে; ইহার প্রধান কারণ, শ্রীহট্টের প্রচলিত কথ্য-ভাষা অবলম্বন করিয়াই প্রধানতঃ তিনি ইহা রচনা করিয়াছিলেন—তাঁহার রচনার মধ্যে একটি সহজাত সরলতার স্পর্শ ছিল, শ্রীহট্টের পল্লী অঞ্চলের ভাষার ভিতর দিয়াই সেই ভাবটি সার্থকভাবে প্রকাশ পাইয়াছে—সেইজন্য ষষ্ঠীবরের রচনা শ্রীহট্টের আপামর জনসাধারণকে সহজেই আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছে। শ্রীহট্ট জিলার কোন কোন অঞ্চলে নারায়ণ দেবের পুঁথির প্রচার হইলেও শ্রীহট্টবাসী মাত্রই ষষ্ঠীবরকেই তাঁহাদের ঘরের কবি বলিয়া জানেন। এখনও প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্গত গয়গড় গ্রামে ষষ্ঠীবরের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কথিত উমা-মহেশ্বরের বাটীতে কবির বার্ষিক স্মৃতি-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়; পল্লীর কৃষকগণ উৎসবে অনুষ্ঠানে তাঁহারই বিভিন্ন পদ এখনও গান করিয়া থাকে।

ষষ্ঠীবর পল্লীকবি হইলেও সংস্কৃত পৌরাণিক বৃত্তান্তসমূহ সহজ কথায় পল্লীর নিরক্ষর কৃষক-সমাজের মধ্যে প্রচার করিবার গৌরবের অধিকারী হইয়াছিলেন। বাংলার নিরক্ষর সমাজও একদিন এই সকল কবির এই প্রকার কাব্য-রচনা হইতে ভারতীয় পৌরাণিক সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। এই সকল কবির কাব্য-রচনা ও প্রচারের ফলেই এই দেশে নিরক্ষরতা থাকিলেও মূর্খতা ছিল না—বাংলার পুরুষানুক্রমিক নিরক্ষর কৃষকও এই প্রকার রচনার ভিতর দিয়া সংস্কৃত পৌরাণিক সাহিত্যের রসাস্বাদন করিয়াছে। নিম্নোধৃত অংশটির মধ্যে চাঁদ কর্তৃক অপমানাহত মনসার অভিমানের ভাবটি যেমন সহজভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তেমনই সহজ সরল ভাষায় সংস্কৃত পুরাণের কথা সাধারণ বাঙ্গালী শ্রোতার মধ্যে প্রচার লাভ করিয়াছে—

আমি না জীয়াইমু চান্দের সুন্দর গো।
ও পাত্র, নেতাই, বল সুন্দরী দেশে যাউকা।
লখাইর অস্থি জলেতে পালাউকা গো॥
সংসারের জীব যত ইতি স্বজিলেক প্রজাপতি
আমি নহি তনু গড়িবারে।
বেহুলার নড়া না দিও আমারে গো॥
দেবের দেব মহেশ্বর গণপতি তার কুঙর'—ইত্যাদি পৃঃ ২৩৪–৫৫

ষষ্ঠীবরের কৃতিত্ব এই যে, কোন কোন স্থলে বিশুদ্ধ পৌরাণিক প্রসঙ্গের অবতারণা করিলেও, তাহা দ্বারা মনসা-মঙ্গলের লৌকিক কাহিনী তিনি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলেন নাই—

CENTRAL LIBRARY



পল্লীজীবনসুলভ একটি স্বচ্ছন্দ কাহিনীর প্রবাহ ইহার প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সুস্পষ্ট ধারায় অগ্রসর হইয়া গিয়াছে; তাঁহার কাব্য পল্লী-সাহিত্যেরই অন্তর্গত। পল্লীর সংহত একটি সমাজ-জীবনের সুখ-দুঃখের বিচিত্র অনুভূতি ইহার ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে; ইহার মধ্যে আদর্শই একান্ত হইয়া উঠিয়া ইহার বাস্তব চিত্রগুলি ম্লান করিয়া দিতে পারে নাই।

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের রচনায় যে গীতিকা-লক্ষণের (ballad characteristic) কথা বলিয়াছি, ষষ্ঠীবরের মধ্যে তাহার প্রাচুর্য ছিল। এই বিষয়ে ষষ্ঠীবরের কাব্য অধিকতর অগ্রসর বলিয়াই অনুভূত হইবে। ইহার কারণ, কাব্য-রচনায় ক্ষেমানন্দের সম্মুখে কতকগুলি উচ্চ আদর্শ ছিল, ষষ্ঠীবরের তাহা ছিল না। এমন কি, ষষ্ঠীবর নারায়ণ দেবের কাব্য দ্বারাও প্রভাবিত হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। অতএব তিনি কেবলমাত্র তাঁহার পরিবেশটির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছিলেন —ইহার উর্ধ্বে উঠিতে পারেন নাই। ভাষায়, কাহিনীর বিস্তৃততর বিন্যাসে ও চরিত্র-সৃষ্টিতে তিনি সেইজন্যই এই গ্রাম্যতা হইতে পরিত্রাণ পান নাই। ইহা খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে আবির্ভূত কবিদিগের পক্ষে একটি ব্যতিক্রম বলিয়াই অনুভূত হইবে। এই ব্যতিক্রম ঘটিবার কারণও ছিল—মনসা-মঙ্গল কাব্য-রচনার মূল যে ধারাটি পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গের কবিদিগের পারস্পরিক প্রভাবের ফলে ক্রমবিকাশ লাভ করিতেছিল, তাহার সঙ্গে বাংলার সুদূর প্রত্যন্ত অঞ্চলের অধিবাসী ষষ্ঠীবরের কোন যোগ ছিল না; নিজের পরিবেশ হইতে ভাবটি গ্রহণ করিয়া তিনি ইহার একটি প্রচলিত কাব্যরূপ দিয়াছেন। সেইজন্য অতি সহজেই তাঁহার রচনা তাঁহার সমাজের অন্তর স্পর্শ করিয়াছিল। মনসা-মঙ্গল বিয়োগান্তক কাব্য, কিন্তু ভারতীয় সাহিত্যের আদর্শে ইহাকে মিলনাত্মক করিবার জন্য ইহার শেষাংশে রূপকের আশ্রয় লওয়া হইয়াছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহার করুণরস শেষ পর্যন্ত অব্যাহত রহিয়াছে। রূপকের আবরণ ভেদ করিয়া ষষ্ঠীবরের কাহিনীর শেষাংশ বাস্তব রসোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। সেইজন্য ইহার করুণরস শেষাংশে নিবিড়তর হইয়া ইহাকে যথার্থ বিয়োগাত্মক পরিণতিই দান করিয়াছে। রূপকের মধ্যে যে আদর্শের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, বাস্তবের স্পর্শে যেন তাহা ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে। স্বর্গ হইতে বেহুলা-লখাইকে লইবার জন্য রথ আসিয়াছে, কিন্তু তাহাতে উঠিয়া বসিতেও বেহুলার মন সরিতেছে না, মর্ত্যের জননীর জন্য প্রাণ এক একবার হাহাকার করিয়া উঠিতেছে; সে স্বামীকে বলিল,

> 'শ্বশুর শাশুড়ীর দুঃখ শান্ত হৈল মানি।
> দুঃখের আগুনি মাত্র আমার জননী॥
> না শুনিলা বিবরণ নাহি গেল দুখ।
> দিবানিশি 'এই দুঃখে বিদরিব বুক॥'

মর্ত্যের বিচ্ছেদে বাঙ্গালী কবিগণ স্বর্গেও যে শান্তি কল্পনা করিতে পারেন না, ইহা তাহারই অন্যতম নিদর্শন মাত্র। বেহুলা স্বর্গের রথ হইতে নামিয়া পড়িল। যেখানে তাহার দুঃখিনী জননী তাহার পথ চাহিয়া দিন যাপন করিতেছেন, সেইদিকে চলিল; জননীর

CENTRAL LIBRARY



করুণা-মূর্তি দেখিয়া অধীর হইয়া উঠিল—স্বর্গের রথ দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে, মর্ত্যের মাতৃ-স্নেহের অনন্ত পিপাসার বর্ণনায় কবির কাব্য করুণ হইয়া উঠিয়াছে—

'স্বর্গে গেলে তোমার গুণ পাসরিতে নারি।
স্মরিয়া তোমার গুণ ঝুরিয়া যে মরি॥
মায়ের দয়ার ঝিউ হইত বিপুলা।
হেন বাপ ছাড়ি মুই যাইতু একেলা'॥

একদিকে স্নেহশালিনী কন্যার এই বেদনা, অন্যদিকে জননীর সকরুণ আর্তি—

কান্দে কান্দে কমলার না সহে পরাণী।
আষাঢ় মাসের ঝড় চক্ষে বহে পানী॥

এই অশ্রুর তর্পণেই মনসা-মঙ্গলের সমাপ্তি হইয়াছে—বাংলার কবিগণ এখানে মানবিক বৃত্তিকেই প্রাধান্য দিয়া ভারতীয় সাহিত্যের আদর্শ ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন।

## জীবন মৈত্র

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে উত্তরবঙ্গে আর একজন মনসা-মঙ্গলের কবি তাঁহার কাব্য রচনা করেন, তাঁহার নাম জীবন মৈত্র। বগুড়া জিলায় করতোয়া নদীর তীরে লাহিড়ী পাড়া গ্রাম তাঁহার জন্মস্থান। তিনি নিজেকে নাটোরের প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানীর পুত্র রাজা রামকৃষ্ণের সমসাময়িক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার রচিত মনসা-মঙ্গলের কাহিনীর সঙ্গে বিহারে রচিত বেহুলা-বিষহরীর কাহিনীর অনেকাংশে ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়—মনে হয়, উত্তর-বিহার হইতে উত্তরবঙ্গেই কাহিনীটি সর্বপ্রথম প্রবেশ করিয়াছিল, সেখান হইতে তাহা বাংলা ও আসামের বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তার লাভ করিয়াছে। অতএব জীবন মৈত্র প্রধানতঃ কাহিনীর প্রাচীনতম ধারাটিই অবলম্বন করিয়া তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার কাব্যে অন্যান্য মনসা-মঙ্গল হইতে বিষয়বস্তু ও চরিত্র-পরিকল্পনায় কিছু কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায়। বেহুলার নাম বেলনি ও তাহার মাতার নাম তিনি মেনকা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, উত্তর-বিহারের সর্বত্রই বেহুলার মাতার নাম মেনকা; বাংলা কিংবা আসামে প্রচলিত কোন মনসা-মঙ্গলে তাঁহার মেনকা নাম পাওয়া যায় না।

জীবন মৈত্র সংস্কৃত পুরাণাদিতে সুপণ্ডিত হইলেও দেশীয় লৌকিক সংস্কারাদি সম্বন্ধেও তাঁহার নিবিড় জ্ঞান ছিল। উত্তরবঙ্গে মনসা-মঙ্গলের কাহিনীর সঙ্গে নাথ-ধর্মের বহু তত্ত্ব-কথা মিশিয়া গিয়াছিল, জীবন মৈত্র তাঁহার কাব্যে তাহাদেরও সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। চাঁদ সদাগরের পুত্রদিগের প্রাণরক্ষার জন্য শঙ্কর গারড়ী যে সাপের মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছে (পৃঃ ৮৬–৮৮), তাহা তাঁহার স্বকপোল-কল্পিত নহে—অনুরূপ মন্ত্রই এই অঞ্চলে সাপের ওঝাগণ ব্যবহার করিয়া থাকেন। অতএব সমাজের মধ্যে প্রচলিত লোক-সংস্কৃতির

CENTRAL LIBRARY



উপাদানসমূহ সংগ্রহ করিয়াই তিনি তাঁহার কাব্য সমৃদ্ধ করিয়াছেন, সেইজন্য তাঁহার কাব্যের একটি জাতীয় মূল্য প্রকাশ পাইয়াছে।

কাহিনীর ধারাটি জীবন মৈত্রের কাব্যে যত সহজে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, করুণরস তত সহজে স্ফূর্তি লাভ করিতে পারে নাই। সংস্কৃত পৌরাণিক সাহিত্যে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন বলিয়া তাঁহার রুচি তাহা দ্বারাই গঠিত হইয়াছিল, সেইজন্য অনেক ক্ষেত্রেই তিনি তাঁহার এই করুণ রসাত্মক কাব্যের মধ্যেও রুচি-দুষ্টির পরিচয় দিয়াছেন। অনেক সময় তিনি দুর্নীতিমূলক ইঙ্গিত দ্বারা কোন কোন উচ্চ নৈতিক পরিবেশ ম্লান করিয়া দিয়াছেন—এই বিষয়ে জীবন মৈত্রের মাত্রাজ্ঞানের একটু অভাব ছিল বলিয়াই বোধ হইবে।

মনসা-মঙ্গল করুণরস-প্রধান কাব্য—করুণরস সৃষ্টি করিবার জন্য মানব-চরিত্রের প্রতি সহানুভূতিশীলতার একান্ত প্রয়োজন। জীবন মৈত্রের মধ্যে এই গুণের পরিচয় পাওয়া যায় না; যতটুকু করুণরস ইহাতে আছে, তাহা মনসা-মঙ্গলের গতানুগতিক কাহিনী-ভাগ হইতেই আসিয়াছে, তাঁহার নিজস্ব সহানুভূতিশীল দৃষ্টি হইতে আসে নাই।

স্ত্রী-চরিত্র-পরিকল্পনায় জীবন মৈত্র ততখানি সার্থকতা লাভ করিতে না পারিলেও, চাঁদ সদাগরের চরিত্র-পরিকল্পনায় তাঁহার কৃতিত্ব অস্বীকার করিতে পারা যায় না। ছদ্ম-বেশিনী ডোম্‌নীর হাত হইতে বিচনিখানি নিজের হাতে লইয়া চাঁদ তাহাতে শিবদুর্গার চিত্র দেখিয়া কপালে ঠেকাইলেন। কিন্তু সেই মাত্র মনসার মূর্তির উপর তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল,

ক্রোধ করি ডোম্‌নী পানে চায় সদাগর।
কম্পিত কম্পায়মান বেলনি সুন্দর॥
পলাইল ডোম্‌নী বিচনি ভূমে ছাড়ি।
ক্রোধ করি সাধু মারে বিচনাত বাড়ি॥
পাকায় নয়ন, দন্ত করে কড়্‌মড়্‌।
সাধু বলে, 'ডোম্‌নীকে ধরিয়া বন্দী কর'॥—পৃঃ ২৫২

জগজ্জীবন, জীবন মৈত্র ও তন্ত্রবিভূতি মনসা-মঙ্গলের এই তিনজন কবি উত্তরবঙ্গে আবির্ভূত হইয়া তথাকার লোক-সংস্কৃতির ভিত্তির উপর মনসা-মঙ্গলের কাহিনী রচনা করিয়াছিলেন, ইহার মূল কাহিনীর সহিত সংযুক্ত বিভিন্ন বিষয়ের মধ্য দিয়া ইহাদের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। তথাপি ইহার কেন্দ্রীয় কাহিনীটি বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের কাহিনীর সঙ্গে ঐক্য রক্ষা করিয়াই রচিত হইয়াছিল। এ-কথা সত্য যে, উত্তরবঙ্গের কবিগণ তাঁহাদের নিজস্ব পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর অধিকতর লক্ষ্য রাখিয়া কাব্য রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহাদের কাব্য বাংলার অন্যত্র প্রচার লাভ করিতে পারে নাই। এই বিষয়ে রাঢ়ে প্রচলিত মনসা-মঙ্গলের সঙ্গে পূর্ববঙ্গে প্রচলিত মনসা-মঙ্গলের যে ঐক্য আছে, উত্তরবঙ্গের সঙ্গে তাহাদের কাহারও সেই ঐক্য নাই। কিন্তু তথাপি উত্তরবঙ্গের কবিদিগের রচিত মনসা-মঙ্গলের একটি বিশেষ মূল্য স্বীকার করিতেই হয়—কারণ, এই পথেই মনসা-মঙ্গলের কাহিনী বাংলায় প্রবেশ করিয়া থাকিবে।

CENTRAL LIBRARY



## বিষ্ণুপাল

শ্রীহট্ট জিলায় মনসা-মঙ্গল-রচয়িতা ষষ্ঠীবর দত্তের যে স্থান, বীরভূম জিলায় বিষ্ণুপালেরও সেই স্থান। ষষ্ঠীবরের মত বিষ্ণুপালও পল্লীর সাধারণ নিরক্ষর জনগণের জন্য তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, সেইজন্য ভাষায় ও চিত্রে পল্লীর পরিবেশ হইতে তিনি অধিক দূর অগ্রসর হন নাই—বীরভূমের পল্লী অঞ্চলের কথ্যভাষা যেমন তাঁহার অবলম্বন ছিল, তেমনই একটি নিতান্ত সহজ সরল পল্লীর পরিবেশও তাঁহার রচনার ভিতর দিয়া মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। সমগ্র বাংলাদেশের মধ্যে বীরভূমের পল্লী অঞ্চলেই মনসাপূজার সর্বাধিক প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়—বীরভূম জিলার আপামর জনসাধারণ এই উপলক্ষে বিষ্ণুপালেরই মনসা-মঙ্গল গান করিয়া থাকে—অন্য কাহারও রচিত মনসা-মঙ্গল তাহাদের মধ্যে একপ্রকার অপরিচিত বলিলেও চলে।

বিষ্ণুপাল তাঁহার কাব্যে নিজের কোন পরিচয় দিয়া যান নাই, তবে তাঁহার পুথি একমাত্র বীরভূম জেলা হইতেই আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং বীরভূম অঞ্চলেই তাঁহার পরিচয় সম্পর্কে জনশ্রুতিও প্রচলিত আছে। সেইজন্য তিনি যে বীরভূম জিলারই অধিবাসী ছিলেন, তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায়।

বিষ্ণুপালের কাব্য-রচনার কাল-সম্পর্কেও কিছুই জানিতে পারা যায় না। তবে তাঁহার ভাষা নিতান্ত আধুনিক দেখিয়া তাঁহাকে অন্ততঃ খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি বলিয়া নির্দেশ করাই সঙ্গত হয়। কিন্তু বিষ্ণুপালের যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা দেখা যায়, তাহা হইতেও তাঁহার ভাষা আধুনিকতা-প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

বিষ্ণুপাল পল্লীর কবি, তিনি সহজাত কবি-প্রাণ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইজন্য তাঁহার অনুভূতি পল্লীর শ্রোতার হৃদয় সহজেই জয় করিতে পারিত। মনসা-মঙ্গল পল্লী-বাসীর কাব্য, ইহা উচ্চাঙ্গ নাগরিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত নহে; অতএব যে সকল কবি ইহার রচনায় তাঁহাদের সংস্কৃত পাণ্ডিত্য নিয়োজিত করিয়াছেন, তাঁহাদের তুলনায় সরল পল্লীবাসীর স্বভাব কবির যে ইহার রচনায় অধিকতর সার্থক হইয়াছে, তাহা বিষ্ণুপালের কাব্য পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। ইহার মধ্যে সংস্কৃত পুরাণের কথা আছে সত্য, কিন্তু পুরাণকে বিষ্ণুপাল বাঙ্গালীর ঘরের উপাদানরূপে পুনর্গঠন করিয়া লইয়াছেন—পণ্ডিতগণ এই কাজ এত সহজে করিতে পারেন নাই। বিষ্ণুপালের কাব্যে দেবদেবীগণ নরনারীর মত মর্ত্যের সুখদুঃখ ভোগ করিয়াছেন, মানুষের মতই তাঁহারা ক্ষুধা-তৃষ্ণা তাড়িত। মর্ত্যে কেহই পূজা করে না, চাঁদ 'কানী, কানী' বলিয়া অপমান করে, এই দুঃখ জানাইয়া মনসা পিতার নিকট অভিযোগ করিলেন—

'শোন, শোন, বাপা, শোন, সদাশিব,
আমার দুঃখের বাণী।
স্বর্গের অনিরুদ্ধ আনিঞা দাও, বাপা,
মর্ত্যে লইব ফুল-পানী॥'

CENTRAL LIBRARY



অন্য দেবতার নিতুই পূজা
আমি তোমার ঝি।
এতদিন আছিলাম পবন ভখিয়া
এবে যে করিব কি।।'—পৃঃ ১৩৪

যে দেবতা মানুষের পূজা পাইবার জন্য কাঙাল, তাঁহার অন্তরের দৈন্য মনসা-মঙ্গলের কবিগণ কোনদিক্ দিয়াই গোপন করেন নাই—বিষ্ণুপালের রচনায় তাহা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। মনসা এখানে চাঁদের ভয়ত্রস্তা, আত্মশক্তিহীনা—পদে পদে দৈবের উপর নির্ভর করিয়াই মানুষের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; কিন্তু সেই দৈবও তাঁহার অনুকূল নহে।

বিষ্ণুপালের রচনা শিথিল-বন্ধ, ইহাতে কবির থাকিলেও ইহা সুদৃঢ় সংবদ্ধ নহে। পল্লী-গীতিকার (ballad) ইহাই লক্ষণ। বিষ্ণুপালের রচনা আদ্যোপান্ত পল্লী-গীতিকা বা ballad-এর স্বধর্মী, এই দিক্ দিয়া ইহা বাংলার লোকসাহিত্যের অন্তর্গত। বীরভূম জিলার পল্লীঅঞ্চলের লোক-সংস্কারের ভিত্তির উপর ইহা রচিত, সেইজন্য ইহার অনেক কথার তাৎপর্য বাহির হইতে বুঝিতে পারা যায় না। ইহাতে বেহুলার সকরুণ কাহিনীর পটভূমিকায় পল্লীর একটি জীবন প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে।

বিষ্ণুপাল তাঁহার কাব্যে এমন কতকগুলি সামাজিক প্রথার উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাহা মধ্যযুগের আর কোন আখ্যায়িকা-কাব্যে পাওয়া যায় না; অতএব তাহা বাংলার সামাজিক ইতিহাসের পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান্। এই প্রকার একটিমাত্র বিষয় এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। মনসা অনিরুদ্ধের সঙ্গে উষার সহমরণের জন্য বিশ্বকর্মাকে 'দ্বাদশ হাত' একটি কুণ্ড বা গর্ত (pit) নির্মাণ করিয়া দিবার জন্য বলিলেন (পৃষ্ঠা ১৩৮)। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, মাটিতে গর্ত করিয়া সহমরণের চিতা প্রস্তুত হইত। সাধারণ চিতা হইতে ইহা স্বতন্ত্র হইবার কারণও অবশ্যই ছিল। এই বিষয়ে Elphinstone-এর *History of India* (London, 1874, p. 208)তে উল্লেখ করা হইয়াছে—

'The mode of concremation is various; in Bengal, the living and dead bodies are stretched on a pile where strong ropes and bamboos are thrown across them so as to prevent any attempt to rise. In Orissa throws herself into the pyre which is below the level of the ground.'

বিষ্ণুপাল এখানে উড়িষ্যায় প্রচলিত রীতিটির উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া মনে হইতেছে; কারণ, সেখানেই মৃত্তিকায় গর্ত করিয়া চিতা নির্মাণ করা হইত বলিয়া দেখা যাইতেছে। বিষ্ণুপালও উল্লেখ করিয়াছেন যে, 'কুণ্ডে ঝাঁপ দিল উষা' ইত্যাদি (পৃষ্ঠা ১৩৮) অর্থাৎ উড়িষ্যায় প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী গর্তে লাফাইয়া পড়িল। বাংলার পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চলে যে উড়িষ্যার সাংস্কৃতিক প্রভাব সে যুগে বিস্তার লাভ করিয়াছিল, ইহা হইতে তাহাই প্রমাণিত হইবে। সহমরণ-ব্যবস্থার এই ইতিহাসটুকু জানিতে না পারিলে, বিষ্ণুপালের এই উক্তিগুলির তাৎপর্য বুঝিতে পারা যাইবে না। বিষ্ণুপালের কাব্যে এই প্রকার আরও বহু

CENTRAL LIBRARY



## মনসা-মঙ্গল গান

মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে মনসা-মঙ্গলই আকারে বৃহত্তম। ইহার কারণ, ইহা দীর্ঘতম কালব্যাপী গেয়;—ধর্মমঙ্গল বার দিনে গাহিয়া শেষ করিতে হয়, চণ্ডীমঙ্গল আটদিনে শেষ করিতে হয়; কিন্তু মনসা-মঙ্গল আষাঢ় সংক্রান্তির দিন গৃহে মনসার ঘট স্থাপন করিয়া, সেইদিন হইতে গাহিতে আরম্ভ করিয়া শ্রাবণ সংক্রান্তির দিন ঘট বিসর্জন পর্যন্ত—এই একমাস ব্যাপিয়া গান করিতে হয়, সেইজন্যই ইহার আকার বৃহত্তম। গৃহ্যসূত্রে উল্লিখিত আছে যে, শ্রাবণ-পূর্ণিমা হইতে মার্গশীর্ষী পূর্ণিমা পর্যন্ত প্রত্যেক দিন সর্পকে ভোজ্য দান করিয়া তাহার পূজা করিতে হয়। বাংলাদেশে বর্তমানে এই চারিমাসের পরিবর্তে এক শ্রাবণ মাসেই প্রত্যহ সর্পের বা সর্প দেবীর তুষ্টির জন্য আচার পালন করিতে হয়, মনসা-মঙ্গল গান তাহারই অঙ্গ। মনসা-মঙ্গলকে এই বৃহৎ আয়তন দিতে গিয়া ইহার কাব্যের দিক্ দিয়া কতকগুলি ত্রুটি অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে,—কতকগুলি অনাবশ্যক শিথিল চিত্র ইহার মধ্যে আসিয়া যুক্ত হইয়াছে এবং অপ্রাসঙ্গিক কাহিনী ও চরিত্র ইহার অবলম্বন হইয়াছে—তাহার ফলেই মূল কাহিনীর মধ্যে একটি নাটকীয় গতি থাকা সত্ত্বেও, সেই গতি ইহাতে শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। লোক-সাহিত্যের শিল্পগত দাবী অপেক্ষা সমাজের দাবী মিটাইবার দায়িত্বই অধিক; সেইজন্য যথার্থ শিল্পগুণ বিসর্জন দিয়া আচারের মুখ রক্ষা করিবার জন্য এখানে কাহিনীর বিন্যাস করা হইয়াছে।

মনসা-মঙ্গল কতকগুলি বিভিন্ন উপায়ে গান করা হইয়া থাকে—অন্যান্য মঙ্গল গান গাহিবার যেমন এক একটি রীতি নির্দিষ্ট আছে, তাহাদের পরিবর্তে মনসা-মঙ্গল গাহিবার একাধিক রীতি প্রচলিত আছে—তাহাই এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি।

প্রথমেই বলিয়াছি, আষাঢ় সংক্রান্তির দিন মনসার ঘট স্থাপন করিয়া প্রত্যেক গৃহেই প্রতিদিন মনসা-মঙ্গলের এক একটি অংশ পাঠ করা হয়, ইহা পারিবারিক অনুষ্ঠানমাত্র—পরিবারের নারীই ইহাতে পাঠিকা এবং নারীই শ্রোত্রী—বিক্রমপুর বরিশাল অঞ্চলে এই রীতি বহুল প্রচলিত আছে। ইহারই বৃহত্তর রূপ বা communal অথবা সম্প্রদায়গত রূপের নাম মনসার জাগরণ-গান। গ্রামের বারোয়ারী তলায় কিংবা কাহারও কোনও চণ্ডীমণ্ডপে একজন গায়েন দোহারের সহযোগিতায় মৃদঙ্গ ও মন্দিরাসহকারে সামান্য অঙ্গভঙ্গিসহ কখনও কখনও রূপসজ্জা গ্রহণ করিয়া প্রতিদিন মনসা-মঙ্গলের এক একটি অংশ করিয়া গান করে—এক মাসে সমস্ত পুঁথি শেষ হয়। এই রীতির প্রচলন সর্বত্রই অত্যন্ত ব্যাপক। ইহাতেই গায়েন (traditional musician)গণ বিভিন্ন কবির রচিত পদের সঙ্কলন ব্যবহার করেন, অনেক সময় নিজেও কিছু কিছু পদ রচনা করিয়া তাহাতে যোজনা করেন—কোন কোন ক্ষেত্রে নিজের নামও ভণিতায় যোগ করিয়া দেন। অনেক সময় যে ব্যবসায়ী গায়েনগণই এই কাজ করেন তাহা নহে, কোন অভিজ্ঞ পুঁথি-পাঠকও কাহারও চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া সুর করিয়া একাই একটি পুঁথি একমাসে পাঠ করিয়া শেষ করেন—এই সকল ক্ষেত্রে যদি পুঁথি পাওয়া যায়, তবে সঙ্কলনের পরিবর্তে কবিবিশেষের রচনাও আনুপূর্বিক কখনও কখনও পঠিত হয়। কিন্তু কালক্রমে অধিকাংশ পুঁথিই সঙ্কলনের আকার লাভ করিয়াছিল বলিয়া, বাইশা বা সঙ্কলনই প্রধানতঃ ইহাতেও ব্যবহৃত হয়।

CENTRAL LIBRARY



বরিশাল অঞ্চলে রয়ানীর দল নামক একপ্রকার গীতি-সম্প্রদায় আছে, ব্যবসায়ী গায়ক-গায়িকা দ্বারা এই সম্প্রদায় গঠিত হইয়া থাকে—তাহারা যে গান গাহিয়া থাকে, তাহার নাম রয়ানী। রয়ানী শব্দের অর্থ যাত্রা, রওয়ানা বা যাত্রা শব্দ হইতেই ইহা আসিয়াছে; প্রকৃতপক্ষে যাত্রা কথাটিরই ইহা একটি প্রাদেশিক রূপ মাত্র। এই রয়ানী উপলক্ষে মনসা-মঙ্গল গীত হয়। সাধারণতঃ কাহারও বিবাহ, উপনয়ন ইত্যাদির সময় এই সম্প্রদায়কে গান গাহিবার জন্য নিযুক্ত করা হয়, বিপুল আড়ম্বরের সঙ্গে মনসা-পূজা করিয়া সেই উপলক্ষেই এই গান গাওয়া হয়। কিন্তু এই গান একমাস ব্যাপিয়া গীত হয় না—যে যে রকম মানসিক করিয়া থাকে, সেই অনুযায়ী সাতদিন, পাঁচদিন কিংবা আড়াই দিনে সম্পন্ন হয়—গাহিবার সময় অনুসারে ইহার ঘটনাবলী সংক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, তবে মনসা-মঙ্গলের মূল কাহিনী সর্বত্রই শুনিতে পাওয়া যায়। ইহা সম্প্রদায়গত অনুষ্ঠান (communal function) নহে, বরং ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান। ব্যক্তিবিশেষের মঙ্গলার্থে তাহারই অর্থব্যয়ে এই গান গাওয়া হয়—কিন্তু তথাপি গ্রামের জনসাধারণ সমবেত হইয়া একসঙ্গে ইহার রসাস্বাদন করিয়া থাকে, এই হিসাবে ইহাকে সম্প্রদায়গত অনুষ্ঠানও বলা যায়। ইহার মধ্যেও একজন মূল গায়েন থাকে—সে হাতে চামর, পায়ে নূপুর পরিয়া নৃত্যসহকারে সঙ্গীত পরিচালনা করে—তাহার সঙ্গী ও সঙ্গিনীগণ তাহার সহিত কখনও ধুয়া ধরে, কখনও গানের সমস্ত পদই গাহিয়া থাকে। এই অনুষ্ঠান কেবল যে শ্রাবণ মাসেই পালন করা হয়, তাহা নহে, বৎসরের যে কোন সময়েই হইতে পারে।

ইহার পরই ভাসান-যাত্রার কথা উল্লেখ করিতে হয়। ভাসান-যাত্রা বাংলার এক শ্রেণীর লৌকিক যাত্রা।[১] ইহার মধ্য দিয়া মনসা-মঙ্গলের কাহিনীকে একটি লোক-নাট্যের (folk drama) রূপ দেওয়া হইয়া থাকে। মনে হয়, কৃষ্ণযাত্রার অনুকরণে ইহার সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া ইহা কোন মৌলিক শিল্পরূপ লাভ করিতে পারে নাই, ইহার বিষয়বস্তুর মধ্যে উচ্চাঙ্গের নাটকীয় গুণ থাকিলেও ইহা যথার্থ নাটক কিংবা যাত্রা কিছুই হইয়া উঠিতে পারে নাই—ইহা গ্রাম্য স্থূল হাস্যরস সৃষ্টির উপকরণমাত্র হইয়া রহিয়াছে; তবে ক্বচিৎ কোন কোন অঞ্চলে ইহার মধ্য দিয়াও যে শিল্পরূপের পরিচয় না পাওয়া যায়, তাহা নহে। মনসা-মঙ্গল কাব্যের আনুপূর্বিক বিষয়বস্তু ইহার অবলম্বন হইলেও কোন মনসা-মঙ্গলের ভাষাই ইহাতে গৃহীত হয় নাই, বরং তাহা ইচ্ছামত পরিবর্তিত করিয়া ইহাতে ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ কাব্যের মধ্য দিয়া মনসা-মঙ্গলের রস যে রকম নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে, ইহার লৌকিক নাটকীয় রূপের ভিতর দিয়া তাহা হয় নাই।

পশ্চিমবঙ্গে ভাগীরথীর দুই তীর ব্যাপিয়া পুতুল নাচ একটি বিশিষ্ট লৌকিক আনন্দানুষ্ঠান। এই পুতুল নাচের ভিতর দিয়াও মনসা-মঙ্গলের কাহিনী গ্রহণ করা হইয়া থাকে এবং এক একটি পুত্তলিকার মাধ্যমে এক একটি বিভিন্ন চরিত্র মনসা-মঙ্গলের কথাই ব্যক্ত করিয়া থাকে; এই অনুষ্ঠানও বৎসরের যে কোন সময় হইতে পারে, তবে শ্রাবণ মাসে মনসা-পূজা উপলক্ষেই সর্বাধিক হইয়া থাকে।

[১] 'যাত্রা'র উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ-সম্পর্কে মৎপ্রণীত বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস (১৯৫৪) পৃষ্ঠা ২৭-৪০ দ্রষ্টব্য।

CENTRAL LIBRARY



এই বিষয়টি বিচার করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, যে-কবি যত প্রাচীন, সেই কবির রচনায় তত বেশি পরিবর্তন দেখা দিবে এবং ক্রমে ইহা 'group product'-এর অন্তর্ভুক্ত হইবার ফলে ইহার মধ্য হইতে একজন মাত্র বিশিষ্ট কবির রচনা উদ্ধার করা অসম্ভব হইয়া পড়িবে। সেইজন্য নারায়ণ দেব, বিজয় গুপ্তের আনুপূর্বিক পদবিশিষ্ট কোন পুঁথির সন্ধান পাওয়া যায় না এবং এইজন্যই বিপ্রদাসের আনুপূর্বিক পদবিশিষ্ট পুঁথি দেখিয়া তাহাকে নিতান্তই অর্বাচীন বলিয়া মনে হয়—কারণ, ইহাতে স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়।

একজন ইংরেজ সমালোচকের অভিমত উল্লেখ করিয়া এই বিষয়টির উপসংহার করিব। তিনি বলিয়াছেন,

'It is well-known that when a rumoured fact or story becomes spread about it soon is circulated in various altered forms and this is inspite of the fact that everyone who repeats the story is anxious to repeat it correctly. How much more then will a song become altered by oral repetition when each new singer is bound only by his artistic predilections? If he thinks he can improve the song, why should he not do so; If he finds it too diffcult why should he not simplify it? Thus a folk-song evolves gradually as it passes through the minds of different men and different generations.'

এই স্বাভাবিক নিয়মেই প্রত্যেক কবিরই পাঠ ক্রমাগত পরিবর্তিত হইয়াছে।

## ভাষা

খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত রচিত মঙ্গল-কাব্যসমূহের মধ্যে ভাষাগত তারতম্য যতদূর লক্ষিত হওয়া উচিত ছিল, প্রকৃতপক্ষে তাহা ততদূর লক্ষিত হয় না। সাধারণের মধ্যে পরিবেশন করিবার জন্য এই কাব্যসমূহ রচিত হইত বলিয়া সাধারণের নিকট দুর্বোধ্য রাখিয়া ইহার ভাষার প্রাচীনত্ব রক্ষা করিবার জন্য কাহারও আগ্রহ ছিল না। সেইজন্য হরিদত্ত, নারায়ণ দেব, বিজয় গুপ্ত চৈতন্য-পূর্ববর্তী কবি হইলেও চৈতন্য-পূর্ববর্তী ভাষা অর্থাৎ আদি-মধ্যযুগের (Early Middle) বাংলা ভাষার নিদর্শন তাঁহাদের মধ্যে নাই বলিলেই চলে; যে সময়ে পুঁথিগুলি অনুলিখিত হইয়াছিল, সাধারণতঃ সেই সময়ের ভাষাই ইহাদের মধ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। অতএব পুঁথির সময় ধরিয়াই ভাষা বিচার করা কর্তব্য, কবির সময় ধরিয়া ভাষার বিচার করা কর্তব্য নহে। অধিকাংশ মনসা-মঙ্গলেরই দুইশত বৎসরের অধিক প্রাচীন পুঁথি পাওয়া যায় নাই, অতএব মনসা-মঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে আমরা যে ভাষার নিদর্শন পাইতেছি, তাহা সাধারণতঃ দুইশত বৎসরের অধিক প্রাচীন নহে। তবে এ-কথাও সত্য যে,

CENTRAL LIBRARY



ব্যাকরণ (morphology) ও ধ্বনি-নিয়মের (phonology) দিক্ দিয়া ইহা দুইশত বৎসরের অধিক প্রাচীন বলিয়া মনে না করিতে পারিলেও, ইহাদের মধ্যে কোন কোন শব্দ বিচ্ছিন্নভাবে ইহাদের গঠন ও উদ্দিষ্ট অর্থের দিক্ দিয়া প্রাচীনতর বলিয়া মনে হইতে পারে।

আধুনিক বাংলায় যেমন গদ্যেরই হউক কিংবা পদ্যেরই হউক একটি আদর্শ ভাষা গড়িয়া উঠিয়াছে, মধ্যযুগে তেমন ছিল না। সেইজন্য যখনই যে কবি কাব্য-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তিনি কোন পূর্ববর্তী কবির ভাষাই আদর্শ বলিয়া মনে করিয়াছেন; কিংবা তাহার অভাবে আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক কথ্যভাষা ভিত্তি করিয়াই তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছেন। সেইজন্য বিজয় গুপ্ত হরিদত্তের ও কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর ভাষা অনুসরণ করিবার সুযোগ লাভ করিলেও, নারায়ণ দেব, ষষ্ঠীবর, বিষ্ণুপা-ল সে রকম কোন সুযোগ গ্রহণ করিতে পারেন নাই কিংবা করেন নাই; সেইজন্য শেষোক্ত তিনজনের কাব্য আঞ্চলিক কথ্য ভাষাতেই রচিত হইয়া থাকিবে। তবে এখানেও এ-কথাটি স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তাঁহারা মূলতঃ যে ভাষায়ই তাঁহাদের কাব্য রচনা করুন না কেন, ইহা জনসাধারণের হাতে পড়িয়া যখন 'group product'-এ পরিণত হইল, তখনই ইহার ভাষাগত আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক রূপ অধিকতর প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল। অতএব পুঁথি-গুলিতে যে ভাষা পাই, তাহা একান্তভাবে কবির ভাষা বলিয়া গ্রহণ করিলে ভুল হইবে—প্রকৃতপক্ষে ইহা যে অঞ্চলে প্রচারলাভ করিয়াছিল, সেই অঞ্চলেরই ভাষা। লোক-সাহিত্যের রূপে এবং ভাবে ব্যষ্টির কিছুই নাই, সব কিছুই সমষ্টির।

---

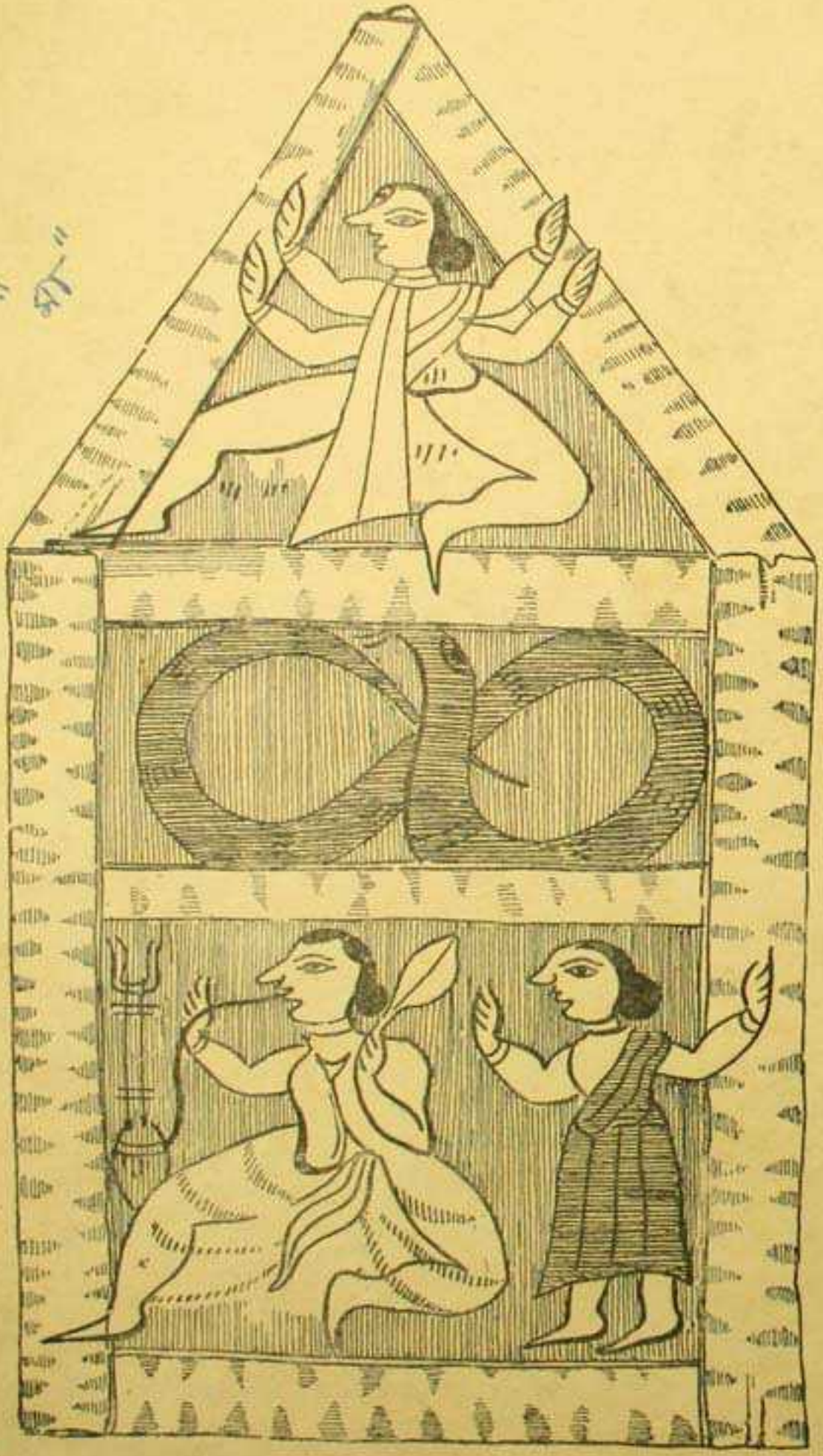

করণ্ডী [পৃষ্ঠা ১

CENTRAL LIBRARY

# মনসা-মঙ্গল

## হরি দত্ত

( খৃঃ ১৪শ শতাব্দী )

### সূচনা

ওলা শুনি আদ্যের কাহিনী।
মুই হেন সেবকে শরণ লইলাম গো
ঘটে লামি লও ফুলপানী ॥
নেতা বলে, "বিষহরী, হেথা রহিয়া কিবা করি
মর্ত্য-ভুবনে চল যাই।
(মর্ত্য-ভুবনে যাইয়া ছাগ-মহিষ বলি খাইয়া
সেবকেরে বর দিতে চাই ॥")
নেতারে সঙ্গতি করি মর্ত্যে নামে বিষহরী
হাসে পদ্মা রচনা দেখিয়া।
হেটে ধান্যের সরা উপরে বিচিত্র ঝরা
সোনার ঘটে চন্দন দিয়া ॥
কেহ কেহ ধূপ ধরে কেহ কেহ স্তব করে
ঘৃতের প্রদীপ জ্বলিত।
বিষাণের বাদ্য বাজে হরষে নর্তকী নাচে
সম্মুখে গাইনে গায় গীত ॥
চারি চতুর্বেদ পড়ে নিশি জাগরণ করে
পূজা হৈলে ছাগ বলিদান।
কবি কহে হরি দত্ত যে জানে পরম তত্ত্ব
মনসা দেখিল বিদ্যমান ॥

### সর্পসজ্জা

বিচিত্র নাগে করে দেবী গলায় সুতলি।
শ্বেত নাগে করে দেবী বুকের কাঁচুলি ॥

CENTRAL LIBRARY



অনন্ত নারায়ণে পদ্মার মাথার মণি।
বেত নাগে করে দেবী কাঁকালি কাছুনি॥
সোনা নাগে দেবী করিলা চাকী বলি।
মকর নাগে করে দেবী পায়ের পাসুলি॥
কর্কট নাগে পদ্মার গলার হার।
অঙ্গুরি হইল তবে নাগ ব্রহ্মজাল॥
দুই হস্তের শঙ্খ হইল গরল শঙ্খিনী।
মণিময় নাগ শোভে সুন্দর কিঙ্কিণী॥
সঙ্খিশুয়া নাগে করিল হাতের তাড়।
কজ্জলিয়া নাগে কজ্জল শোভে ভাল॥
নীল নাগে দেবী বান্ধিল কেশপাশ।
অঞ্জনিয়া নাগে করে অঞ্জন-বিলাস॥
বাসুকি তক্ষক দুই মুকুট উজ্জ্বল।
এলাপাত্র নাগে করিল তোড়ল মল॥
হেমন্ত বসন্ত নাগে পৃষ্ঠের থোপনা।
সর্বাঙ্গ হইতে বাহির হয় যার অগ্নি কণা কণা॥
অমৃত নঞান এড়ি দেবী বিষ নঞানে চায়।
চন্দ্র-সূর্য গিয়া তবে আভেতে লুকায়॥
দর্পণ হাতে করি দেবী বেশ বানায়।
মনসার চরণে লাচাড়ী হরি দত্তে গায়॥

---

CENTRAL LIBRARY

# বিজয় গুপ্ত

( খৃঃ ১৫শ শতাব্দী )

## মর্ত্যে মনসার জন্ম

### শিবের পুষ্পবনে যাত্রা

পূর্বে বারাণসী রাজা ছিল দিবোদাস।
তাহারে ঘুচাইয়া শিব তথায় করে বাস॥
পৃথিবীদুর্লভ স্থান সেই কাশীপুর।
তথায় বসতি করেন সৃষ্টির ঠাকুর॥
ভূমি-অন্তরীক্ষ পুরী যক্ষগণে রাখে।
দেবগণ লইয়া শিব নিত্য তথা থাকে॥
মনুষ্যের কিবা কথা দেবে বলে ভাল।
গৌরী লইয়া শিব তথা থাকেন চিরকাল॥
কাশীর যতেক গুণ গাইতে নাহি অন্ত।
হেনকালে ঋতুরাজ আসিল বসন্ত॥
দুর্লভ বসন্ত ঋতু পরম সুন্দর।
বিকসিত নানা পুষ্প গন্ধে মনোহর॥
মলয় শীতল বায়ু বহে মন্দ মন্দ।
ভ্রমর ঝঙ্কার করে পিয়ে মকরন্দ॥
মধুলোভে ভ্রমর গুঞ্জরে ঝাঁকে ঝাঁকে।
কুহু কুহু বলিয়া কোকিলা পাখী ডাকে॥
কুহু কুহু বলিয়া কোকিল গায় সারি।
চারিদিক বেড়িয়া মদনে করে ধাড়ী॥
পুষ্পিত সকল বৃক্ষ নির্মল ফুলফল।
কালের প্রভাবে লোকের বাড়ে কুতূহল॥

একদিন আছেন শিব লইয়া দেবগণ।
হেনকালে আসিল তথা নারদ তপোধন॥
নারদে দেখিয়া শিব হাসেন ঘন ঘন।
গৌরব করিয়া দিল বসিতে আসন॥
মহাদেব বলেন, "তুমি শুনহ বিশেষ।
কেমন শোভা দেখ মোর বারাণসী দেশ॥

CENTRAL LIBRARY



অবিরোধে ত্রিভুবন ভ্রম তপোধন।
বারাণসী হেন পুরী দেখ কোন স্থান ॥"

হাসিয়া নারদ বলেন, "শুনহ গোসাঞি।
বারাণসী হেন পুরী কোনখানে নাই ॥
ভুবনদুর্লভ স্থান তোমার পুরী কাশী।
ইন্দ্রের অমরা হইতে অধিক ভালবাসি ॥
তোমার প্রসাদে আমি ত্রিভুবন চরি।
কোনখানে নাহি দেখি কাশী হেন পুরী ॥
আর স্থান নহে কাশী তোমার আলয়।
মনে আছে এক কথা কহিতে বাসি ভয় ॥
সরযূর দক্ষিণ কূলে আছে রম্য স্থান।
চণ্ডিকা করিল তথা পুষ্পের নির্মাণ ॥
নাহি মৃগ পক্ষী তথা মনুষ্যের গতি।
সেই পুষ্পবনে ফুল ফোটে নানা জাতি ॥
ভাল স্থান করিল দেবী সরযূর কূল।
পারিজাত আদি করি আছে নানা ফুল ॥
রাত্রিকাল হইলে ডাকিনী লইয়া মিলি।
সেই পুষ্পবনে দেবী নিত্য করে কেলি ॥
আর নাহি দেখি স্থান আছে বহুদূর।
তেমন পুষ্প নাহি দেখি তোমার কাশীপুর ॥"

নারদের কথা শুনি হাসিলা শূলপাণি।
চণ্ডিকা সৃজিল ফুল আমি নাহি জানি ॥
নিঃশব্দে কহেন কথা নারদের কানে।
"কল্য তথা যাব আমি চণ্ডিকা না জানে ॥"
দুইজনে গুপ্ত কথা কহিয়া কানাকানি।
চরণে পড়িয়া মুনি মাগিলা মেলানি ॥
ত্রিভুবন বেড়ায় মুনি কোন্দলের আশে।
শিব সম্ভাষিয়া গেলা চণ্ডিকার পাশে ॥

ভূমিতে পড়িয়া মুনি বন্দিলা চরণ।
আশীর্বাদ করি বলে, "বৈস তপোধন ॥"
নারদ বলেন, "দেবি, আসনে কাজ নাই।
মনে আছে এক কথা কহিব তোমা ঠাঁই ॥
সরযূর দক্ষিণ কূলে তোমার পুষ্পবন।
তোমা ভাণ্ডি কালি তথা যাবেন ত্রিলোচন ॥

CENTRAL LIBRARY



একেশ্বরে যাবেন তথা কেহ নাহি মেলে।
না জানি কি দৈব ফলে শিব তথা গেলে॥
কহিলাম সকল কথা যে জানি সন্ধান।
বুঝিয়া করহ কর্ম যে হয় সম্বিধান॥"
চণ্ডিকার তরে হেন কহিয়া কথন।
দিব্যরথে আকাশে চলিল তপোধন॥

নারদ যদি ঘরে গেলা বেলা অবশেষ।
চণ্ডিকার আবাসে শিব করিলা প্রবেশ॥
সাত-পাঁচ মনে ভাবে শান্ত নাহি মতি।
প্রভুরে চঞ্চল দেখি জিজ্ঞাসে পার্বতী॥
"আজু কেন তোমার মন না বুঝি গোসাঞি।
মোর ঘর হইতে বুঝি যাইবা অন্য ঠাঁই॥
কার্যের গৌরবে যদি যাও দৈবগতি।
যথা যাও তথা মুই যাইব সংহতি॥"
এতেক বলিয়া দেবী শুইলা কুতূহলে।
দৃঢ়মুষ্টি ধরিলেন শিবের আঁচলে॥
আঁচলে আঁচলে গ্রন্থি বান্ধিয়া নির্যাস।
হরিষ মনে শুইলা দেবী শিবের বাম পাশ॥
চণ্ডিকার কথায় শিবের মনে লাগে ব্যথা।
কপট প্রবন্ধে কিছু কহিতে লাগে কথা॥
কথার রসে দেবীর পাতিয়া গেল মন।
এক সিংহাসনে দোঁহে করিলা শয়ন॥
চিত্তে সুখ নাই গোসাঞি যাবে পুষ্পবাড়ী।
মিছামিছি নিদ্রা যায় ঘন শ্বাস ছাড়ি॥
নিদ্রায় ভুলিল মন জানিলা নিশ্চয়।
হরিষ মনে শুইল দেবী খণ্ডিল বিস্ময়॥
একেশ্বর যাবে দেবী শান্তি নাহি চিতে।
জাগিতে জাগিতে নিদ্রা আইল আচম্বিতে॥
মাথা তুলিয়া শিব চাহে ঘনে ঘন।
নিশ্চয় জানিল দেবীর নিদ্রার লক্ষণ॥
নাসিকার শ্বাস দেবীর বহে ঘড় ঘড়।
চণ্ডীরে নিদ্রালি দিয়া বাহিরে গেলা হর॥

হাত-ছানে কহে কথা নাহি করে শব্দ।
নন্দীরে আদেশ করে গাজাতে বলদ॥

CENTRAL LIBRARY



শিবের আদেশ নন্দী মস্তকেতে বান্ধি।
আথে ব্যথে বৃষরথ সাজাইল নন্দী ॥
ঐরাবত হাতী যেন বৃষের শরীর।
সুবর্ণের খুর দিল খুরের বাহির ॥
পৃষ্ঠেতে বান্ধিল রম্য পাটের বসন।
গলায় বান্ধিল ঘণ্টা করে চন্ চন্ ॥
বুকে পৃষ্ঠে চারিপাশে বান্ধিল ঘাঘর।
লেজে বান্ধিল দিব্য শ্বেত চামর ॥
শ্রবণ নাড়িতে শুনি কিঙ্কিণীর বোল।
দুই শৃঙ্গে তুলিয়া দিল সুবর্ণের খোল ॥
সুবর্ণে ঝিকিমিকি করে মুখখান।
দেখিয়া কৌতুক বড় বলদের ঠান ॥
বলদ সাজাইয়া নন্দী চাহে এক দৃষ্টে।
লাফ দিয়া চড়ে শিব বলদের পৃষ্ঠে ॥
"চল চল" বলিয়া ঠেলা দিল বাম পায়।
আকাশে উঠিয়া বৃষ বায়ুগতি ধায় ॥
দেব অধিষ্ঠান বৃষ পূজে দেবগণে।
শিবের মন বুঝিয়া বৃষ চলে পুষ্পবনে ॥
অন্তরীক্ষে চলে বৃষ বায়ু উড়ে ধূল।
আঁখির নিমেষে গেল সরযূর কূল ॥
বিষম দেবের কার্য কেবা বুঝে আঁটে।
বলদ রাখিয়া শিব বসিলা খেয়াঘাটে ॥

সচকিতে চারিদিক চাহে শূলপাণি।
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে শিব, "খেয়ানী খেয়ানী ॥"
কালুয়া ডোমের নারী গৌরী নাম তার।
খেয়া নাও পাতিয়া শিবেরে করে পার ॥
সরযূ ভরিয়া শিবের আনন্দিত মন।
বৃষপৃষ্ঠে চড়ি গেলা যথা পুষ্পবন ॥
পুষ্পবনে গিয়া দেখে দেব মহেশ্বর।
বিকসিত নানা পুষ্প গন্ধে মনোহর ॥
মধুলোভে ভ্রমরা গুঞ্জরে ঝাঁকে ঝাঁকে।
কু কু করিয়া কোকিলা পাখী ডাকে ॥
বিজয় গুপ্ত বলে, "গাইন, হও সাবহিত।
পয়ার এড়িয়া বল লাচাড়ীর গীত ॥"

CENTRAL LIBRARY



## পদ্মবনে মনসার উৎপত্তি

দেখিয়া পুষ্পের বন আনন্দিত ত্রিলোচন
সুললিত গন্ধে মনোহর।
সরস বসন্তকালে, বিকসিত ডালে ডালে,
মধুলোভে গুঞ্জরে ভ্রমর ॥
চাঁপা নাগেশ্বর জাতি লবঙ্গ মালতী যূথী
কেওয়া কস্তুরী কুরুবক।
টগর মাধবীলতা অশোক অপরাজিতা
করবী যে বকুল তিলক ॥
গোলাপ মল্লিকা ধাই, কুটজ কাঞ্চন জাই
কস্তুরী ধুতুরা শতবর্গ।
বান্ধুলী সুরঙ্গ ছন্দ কদম্ব বকুল কন্দ
জবাপুষ্প দিতে সূর্য অর্ঘ্য ॥
তুলসী মালসী যত তাহা বা কহিব কত,
চতুর্দিকে দেখিতে সুন্দর।
শ্যামলতা শ্রীফল শেফালী কমলদল
ভূমিচম্পা গন্ধে মনোহর ॥
বনমধ্যে মনোহর অতি রম্য সরোবর
সারি সারি ফুটিল কমল।
মলয়া বসন্ত বায় ভ্রমরা গুঞ্জরে গায়
নানা পক্ষী করে কোলাহল ॥
মধুলোভে মত্তকায় কোকিলে পঞ্চম গায়
ভ্রমরা ভ্রমরী যায় সঙ্গ।
কামে কৌতুকে মিলি দুই পক্ষী করে কেলি
তাহা দেখি ক্ষেপিল অনঙ্গ ॥
পূর্বে যারে কৈল বধ সেই বৈরী পাইল পথ
মধুমাসে পাইয়া পুষ্পবন।
কে বুঝে দৈবের গতি যে দেব সৃষ্টির পতি
হেন শিব পীড়িত-মদন ॥
কামে ব্যাকুল শিব কাতর চঞ্চল জীব
রতিরসে করে ঢস মস।
অতি কামে হইয়া ভোল শ্রীফলবৃক্ষে দিল কোল
আচম্বিতে খসিল মহারস ॥

CENTRAL LIBRARY



শঙ্কায় বিকল মন নেহারে কমলবন
চিন্তাতে হৃদয় অসুস্থ।
সম্ভ্রমে নামিয়া জলে এড়িল কমলদলে
সরোবরে পাখালিল হস্ত॥
পদ্মপত্রে হইয়া বন্দী পাইয়া মৃণাল-সন্ধি
পাতালে নামিল মহারস।
পাইয়া পাতালপুরী জন্মিল নাগিনী নারী
দেবকন্যা দেখিতে রূপস॥
বার্তা পাইলা নাগরাজে পাতালে বাজনা বাজে
সম্ভ্রমে পূজিল নাগগণে।
যাহার যেই ব্যবহার দিয়া বস্ত্র অলঙ্কার
বাড়াইয়া থুইল পদ্মবনে॥
উপজিল বিষহরী আনন্দিত সুরপুরী
প্রসন্ন হইল বসুমতী।
বিজয় গুপ্ত কহে সার,— "মোর গতি নাহি আর
দয়া কর দেবী পদ্মাবতী॥"

পাতালেতে মনসা জন্মিল শুভদিনে।
নারদ গিয়া জানাইল পিতামহ-স্থানে॥
এতেক শুনিয়া ব্রহ্মা আনন্দিত-মন।
ব্রহ্মা আসি করেন মায়ের নামকরণ॥
বিষমুখ দেখিয়া মায়ের নাম বিষহরী।
জগতের হিতকরী নাম জগদ্‌গৌরী॥
এতেক শুনিয়া নাগ আইল সত্বর।
আতুর লাছিয়া নাগ বসিল মনোহর॥
মাতৃমত করে দয়া নাহি শিশুভেদ।
সুবর্ণের কাটারি দিয়া নাড়ী করে ছেদ॥
পাতালেতে নাগগণ করে জয়ধ্বনি।
সাতদিনে নাগগণ করিল উঠানি॥
মাতৃ-ব্যবহার নাগে পদ্মা লইল কোলে।
স্নান করাইতে নিল ভাগীরথী-জলে॥
ভগিনী দেখিয়া নাগ মনে মনে আশা।
বাছিয়া থুইল নাম জয় মনসা॥
উপজিল বিষহরী জগতের মাও।
দশ দিশ প্রসন্ন শীতল বহে বাও॥

CENTRAL LIBRARY



অন্তরীক্ষে পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণ।
আকাশে ধুমধুমি বাজে বাদ্য ঘন ঘন ॥
মহাদেবের কন্যা হইল জগত হরষ।
তখনে হইল কন্যা অষ্টম বরষ ॥
পুষ্পবনে পদ্মাবতী আছেন একেশ্বরী।
অযোনি-সম্ভবা কন্যা পরমা সুন্দরী ॥
দেবকন্যা হইয়া পদ্মা না জানে আপনা।
নাগিনীর লক্ষণ ধরে কেশমধ্যে ফণা ॥
বিজয় গুপ্ত বলে, "গাইন, গুণমণি।
মনসা জন্মিল রে, গাইনেরে দেও খুনি ॥"

## শিবের ভ্রম

বনমধ্যে একাকিনী আছেন পদ্মাবতী।
পুষ্প তুলিতে শিব গেলা দৈবগতি ॥
বনমধ্যে একেশ্বরী সঙ্গে কেহ নাই।
অপরূপ কন্যা দেখি চিন্তিলা গোসাঞি ॥
একদৃষ্টে চাহেন শিব চিন্তে মনে মনে।
কোথা হইতে দিব্য কন্যা আসিল পদ্মবনে ॥
পৃথিবীতে নারী নাহি ইহার সমতুল।
ইন্দ্রের বিদ্যাধরী কি তুলিতে আইলা ফুল ॥
সফল নারদ মুনি কহিল গুপ্ত কথা।
পুষ্পবনে দিব্য কন্যা মিলাইলা বিধাতা ॥
কন্যার রূপ যৌবন অদ্ভুত হেন বাসি।
করিব গন্ধর্ব বিয়া লইয়া যাইব কাশী ॥
কাহার শক্তি বুঝিতে পারে দেবের পরিপাটি।
সংসারের নাথ হইয়া পদে পদে ঘাটি ॥
বিজয় গুপ্তে বলে, "গাইন, হও সাবহিত।
পয়ার এড়িয়া বল লাচাড়ীর গীত ॥"

"কহ কহ সুবদনী গাচে তুমি কোন জনী
পরম মোহন প্রথম যৌবন।
বনে কেন একাকিনী ॥
এ বনে মৃগ পাখী নাহি দেখি।
কেন একাকিনী ভ্রমিছ আপনি
তোমার দেখি মৃগ-আঁখি ॥

CENTRAL LIBRARY



এ বনে অসুর চরে নারী নাহি তোমা পরে
হেন রূপে বেশে কেহ নাহি আসে।
পাছে তোমায় বল করে ॥
উদারচরিত্র বামা তুমি সে না চিন আমা
দেবের ঈশ্বর, দেব মহেশ্বর,
আমি সে সৃজিলাম তোমা ॥
কোন দেবতার ঝি।
তোমার দেব-শরীরে নাগিনীর লক্ষণ,
ইহার কারণ কি?
তুমি অকুমারী সতী অবশ্য চাহি তোমার পতি
তুমি রূপবতী, আমি বিশ্বপতি,
কি লয় তোমার মতি।"
বুঝিয়া কার্যের দশা প্রণাম করি মনসা
যোড়হস্তে বলে, "তুমি মোর বাপ!"
বিজয় গুপ্তের ভাষা ॥

## পিতাপুত্রীর পরিচয়

কামভাবে মহাদেব বলে অনুচিত।
লজ্জায় বিকল পদ্মা শুনিতে কুৎসিত ॥
পদ্মা বলে, "বাপ, তুমি পরম কারণ।
না বুঝিয়া বল কেন কুৎসিত বচন ॥
দেবের দেবতা তুমি পূজে ত্রিজগতে।
সকল সংসার তুমি জান ভাল মতে ॥
আপনি সকল জান মুই বলব কি?
বাপ হইয়া না চিনিলা আপনার ঝি ॥"
চরণে ধরিয়া স্তুতি করে বার বার।
"হেন ছার কার্য বাপ না বলিও আর ॥"
বিজয় গুপ্ত বলে, "ভাই, হও সাবহিত।
এই কালে বল ভাই লাচাড়ীর গীত ॥"

শিবের চরণ ধরি স্তুতি করে বিষহরী,
"কেন বাপ, বল হেন বাণী।
তুমি বা না জান কি আমি ত তোমার ঝি
তুমি আমার বাপ শূলপাণি ॥

CENTRAL LIBRARY



দেবাসুর যক্ষ নর আর যত চরাচর
তোমা হইতে জন্মিল সংসার ;
মুক্তি তোমার নামে তুমিও মোহিত কামে
নর পশু কিসে লাগে আর ॥
হেন কহে দেব আদি তুমি সে সৃষ্টির পতি
ত্রিদশ দেবতায় তোমা পূজে।
হেন কহে দেব সবে যে জন তোমায় সেবে
মরিলে সে মুক্তি লভে, জীয়ন্তে পরম সুখ ভুঞ্জে ॥
যোগধ্যান মনে রাখ আপনি ভাবিয়া দেখ
কি ধন এড়িলা পুষ্পবনে।
নামিয়া পাতালভূমি তাহাতে জন্মিলাম আমি
মনসা নাম থুইল দেবগণে ॥
হের করি নমস্কার কত পুষ্প তোল আর
রৌদ্রে শরীর হইল ক্ষীণ।
পুষ্পে ভরিল সাজি চল ঘরে যাই আজি
মনে লয় আসিও আর দিন ॥"
শুনিয়া পদ্মার বাণী লজ্জা পাইল শূলপাণি
মুখে উত্তর না আইসে লাজে।
পদ্মবনে উৎপত্তি নাম থুইল পদ্মাবতী
মনসা নাম থুইল নাগরাজে ॥
বাপে ঝিয়ে পরিচয় দেবগণে জয় জয়
অন্তরীক্ষে পুষ্প বরিষণ।
পদ্মারে লইয়া কাঁখে নাচে শিব ঘন পাকে
বিজয় গুপ্তের মধুর বচন ॥

## শিবের সন্ধানে চণ্ডী

পুষ্পবনে মহাদেব ভ্রমে কুতূহলে।
ফুটিল যতেক ফুল তুলিল সকলে ॥
কত পুষ্পের আগা ভাঙ্গে মোচড়ে কলিকা।
দেখিয়া বিষাদ যেন ভাবেরে চণ্ডিকা ॥
একেশ্বর তুলে ফুল সঙ্গে নাহি চণ্ডী।
নানা পুষ্পে মহাদেব ভরিল করণ্ডী ॥
কত পুষ্পে সাজি ভরে কত পড়ে গায়।
শূন্য ঘরে চণ্ডী হেথা চৈতন্য পায় ॥

CENTRAL LIBRARY



চৈতন্য পাইয়া দেখে ঘরে কেহ নাই।
"আমা ভাণ্ডি পুষ্পবনে গেলেন গোসাঞি॥
আঁচলে আঁচলে বান্ধি শুইলাম একঠাঁই।
তবুও রাখিতে নারিলাম পাগল শিবাই॥
বনমধ্যে ফুটে ফুল মূল্য নহে কড়া।
তাহার লাগি ভাঙে মোরে পাগল ভাঙ্গড়া॥
ভাল ভাল আরে শিব ভাণ্ডিয়া গেল ছলে।
আরবার লাগল পাইলে দেখিব কিবা ফলে॥"
বিজয় গুপ্ত বলে, "গাইন, হও সাবহিত।
পয়ার এড়িয়া বল লাচাড়ীর গীত॥"

"মুই আর বলিব কি এত দুঃখে কেন বাঁচি
এড়িয়া পলাইলা ত্রিলোচন।
চাপিয়া শুইলাম জটা লোকে মোরে দিবে খোঁটা
আঁচলে আঁচলে দিলাম গাঁঠি॥
চাপিয়া থুইলাম হাত পাও জাগিয়া না করে রাও
গেল ভাঙ্গড় নিদ্রালি দিয়া।
যে বলে পুরুষ ভাল তার মুখে দিমু ছার
যাবার কালে না গেল জাগাইয়া॥"
বিজয় গুপ্ত বলে তায়, "শুনরে বৃষভ-রায়,
কান্দে দেবী চৈতন্য পাইয়া॥"

"ভাল ভাল আরে শিব পালাইয়া গেল দূর।
এবার লাগল পাইলে তোমার দর্প করিতাম চুর॥
আঁচলে আঁচলে বান্ধি শুইলাম একঠাঁই।
তবুও রাখিতে নারিলাম পাগল শিবাই॥
কপট চরিত্র দেখি খলের সঙ্গে সঙ্গ।
যাবার কালে লাগল পাইলে দেখিতাম ত রঙ্গ॥
পাপ কপালের ফলে স্বামী পাইলাম ভাল।
ভাঙ্গ ধুতুরা খায়, পরিধান বাঘের ছাল॥
প্রেত সনে শ্মশানে থাকে, মাথায় ধরে নারী।
সবে বলে, পাগল পাগল—কত সইতে পারি॥
নিদ্রায় ভাঁড়িয়া গেল পরাণে চমক লাগে।
চড়িয়া বেড়ায় দুই বলদ, তাহারে খাউক বাঘে॥
আগুন লাগুক ঝুলিতে, ত্রিশূল নিউক চোরে।
গলার সর্প গরুড়ে খাউক যেন ভাণ্ডিলা মোরে॥

CENTRAL LIBRARY



ছিঁড়িয়া পড়ুক হাড়ের মালা পড়িয়া ভাঙ্গুক লাউ।
কপালে দ্বিতীয়ার চন্দ্র তারে গিলুক রাউ॥"
আগল দীঘল বলিয়া দেবী মনে এড়ে কোপ।
মায়ারূপে ডোমনী-বেশে বাঁধে পাটের খোপ॥
দুই হাতে পিতলের খাড়ু কানে মদন কড়ি।
বায়ুবেগে সরযূ গেলা সিংহপৃষ্ঠে চড়ি॥
ঘাটে দাঁড়াইয়া বলে, "মুই করিব কি।"
খেয়াঘাটে দেবী রহিলা আকাশে গেল সিং॥
বিজয় গুপ্ত বলে, "দেবি, জগতের মাও।
শিবের লাগল পাবা যদি খেয়াঘাটে যাও॥"

ঘাটে দাঁড়াইয়া দেবী মনে মনে পাঁচে।
হাসিতে খেলিতে গেলা ডোমনীর কাছে॥
কপট করিয়া সাচা মিছা কথা কই।
এক নাম জানিয়া তাহারে বলে সই॥
"তোমার মত সই আমি বড় ভাগ্যে পাই।
আমার দুঃখের কথা তোমারে জানাই॥"
চণ্ডী বলে, "সখি, মোর দুঃখের নাহি ওর।
বৃদ্ধকালে স্বামী মোর পরনারী-চোর॥
পরদার-কৌতুকে তাঁহার ঘরে নাহি মন।
বুড়াকালে অপযশ হাসে সর্বজন॥
সহিতে না পারি গালি দিলাম বিস্তর।
কোপ করি প্রভু মোর ছাড়িল বাসর॥
দয়াশীলা সখী, তুমি প্রাণের দোসর।
তুমি নি দেখেছ যাইতে প্রাণের ঈশ্বর॥
তোমার ঘাটে প্রভু কিবা হইয়াছে পার।
কোথা গেলে লাগল পাব কহ মোরে সার॥"
বিজয় গুপ্ত বলে, "গাইন, হও সাবহিত।
পয়ার এড়িয়া বল লাচাড়ীর গীত॥"

"সই, স্বরূপে কহিবা মোরে সাটে।
মোর মাথায় দেও হাত দেখেছ কি প্রাণনাথ
প্রভু নি দেখেছ খেওয়াঘাটে॥
স্বামী মোর দুরাচার পরদারে মতি তাঁর
তে কারণে গালি দিলাম রোষে।
দারুণ মদনের তাপে কোথা যেন গেল কোপে
চাহিয়া বেড়াব দেশে দেশে॥"

CENTRAL LIBRARY



ডোমনী বলে, "সখি তোমার স্বামী নাহি দেখি
জানিয়া জিজ্ঞাস কি কারণে।
লাখে লাখে লোক যায় পার হইয়া খেওয়া নায়
ছড়াছড়ি কেবা কারে চিনে॥
সরযূর ঘাট যুড়ি খেওয়া দিতে হইলাম বুড়ী
আজু বড় দেখিলাম কৌতুক।
এক বুড়া হইল পার তিন নয়ন তার
দেখিতে সুন্দর পঞ্চমুখ॥
কপালে চান্দের ফোঁটা আকাশে পরশে জটা
বাম কান্ধে লোহার ত্রিশূল।
বলদে চড়িয়া যায় শিঙ্গা-ডম্বরু বাজায়
দুই কর্ণে ধুতুরার ফুল॥
গলায় হাড়ের মালা পিন্ধন বাঘের ছালা
সকল শরীর ভস্মময়।
হৃদয়ে ফোঁপায় ফণী তার শিরে জ্বলে মণি
তাহারে দেখিতে করে ভয়॥
তপস্বীর বেশে চলে নয়নে অনল জ্বলে
লম্বা লম্বা করে গোঁফদাড়ি।
দন্তভ্রূকুটি করে নবগুণ তুলিয়া ধরে
পার হইয়া না দেয় খেয়ার কড়ি॥"
ডোমনারী যত কয় চণ্ডিকার মনে লয়
মনে ভাবে, "ঐ মোর স্বামী।"
বলে, "সখি ভাল কহ আজু তুমি ঘরে রহ
নাও লইয়া খেয়া দিব আমি॥"
"চল চল" বলে গৌরী হাসে ডোমের নারী
কৌতুকে চণ্ডীর মুখ চায়।
চণ্ডীরে থুইয়া নায় ডোমনারী ঘরে যায়
সানন্দে বিজয় গুপ্ত গায়॥

## চণ্ডীর ছলনা

নাও দিয়া চণ্ডীরে ডোমনী ঘরে যায়।
মনে মনে ভাবে দেবী কি হবে উপায়॥
কাণ্ডার ধরিলা দেবী সরযূর জলে।
উত্তর কূলে থাকিয়া দেবী দক্ষিণ কূলে চলে॥

CENTRAL LIBRARY



দক্ষিণে পুষ্পবনে দেব চূড়ামণি।
কূলে নাও চাপাইয়া রহিছে ডোমনী॥
নানা মায়া জানে দেবী জগৎ ঈশ্বরী।
কপটে হইলেন দেবী জল-বিদ্যাধরী॥
অতি অদ্ভুত রূপ ত্রিভুবনের সার।
হেলায় মোহিত করে জগৎ সংসার॥
ক্ষণে কূলে ক্ষণে নায় ক্ষণে মধ্যে যায়।
পঞ্চস্বরে ডাকিয়া মধুর গীত গায়॥
হেন মতে আছেন দেবী জগতের মাতা।
পুষ্পবনে মহাদেব শুনে এই কথা॥
"কোন কার্য কপটে ভাণ্ডিয়া আইলাম চণ্ডী।
ঘরে গেলে দিবে গালি দৈবে নাহি খণ্ডি॥
ভালমন্দ না বুঝিয়া কোপেতে আগুলি।
মোর কোপে চণ্ডিকা পদ্মারে দিবে গালি॥
বিরোধের আশে দেবী একমনে আছে।
এখনে না নিব পদ্মা চণ্ডিকার কাছে॥
পদ্মার সঙ্গে বিবাদে কি জানি দৈব ঠেকে।
লুকায়ে রাখিব পদ্মা চণ্ডিকা না দেখে॥
আমারে ভর্ৎসিয়া যদি কোপ দূর হয়।
তবে সংমায় ঝি করাব পরিচয়॥"

ভাবিয়া চিন্তিয়া শিব স্থির করে মতি।
পুষ্পের করণ্ডী-মধ্যে থুইল পদ্মাবতী॥
হেটে পুষ্প, উপরে পুষ্প দিয়া চারিভিতে।
মধ্যে লুকাইয়া পদ্মা থুইল অলক্ষিতে॥
গোসাঞির পুষ্পের সাজি সাতা পাঁচা ঘর।
তার মধ্যে রহিলা পদ্মা হইয়া স্বতন্তর॥
অনেক পুষ্প দিয়া শিব ঢাকিল করণ্ডী।
হাতে সাজি লইয়া শিব বৃষ-পৃষ্ঠে চড়ি॥
বায়ু ভর করিয়া বৃষ চলি যায় ঝাটে।
আঁখির নিমিষে গেল সরযূর ঘাটে॥
ঘাটে দাঁড়াইয়া শিব চারিভিতে চায়।
আচম্বিতে দিব্য কন্যা দেখে খেয়া-নায়॥
হাত-সানে মহাদেব ডাকে বারে বার।
"কড়ি লইয়া ডোমনী আমারে কর পার॥"

CENTRAL LIBRARY



"আইস আইস," বলি শিব ডাকে ঘন ঘন।
কূলে দাঁড়াইয়ে শিব রহিল তখন॥
"ডোমনী আগো নারী আয় আয় আয়।
উচিত কড়ি লইয়া পার কর খেয়া-নায়॥
বননধ্যে বেলা অবশেষ সঙ্গে কেহ নাই।
ডাকিলে বোলান না দেও অভরসা পাই॥"
"কূলে আয় আয়," বলি শিব ঘন ঘন ডাকে।
হাসি বলে ডোমনারী, "লাজ নাই তোর মুখে॥
যাবার কালে ভ্রূকুটি করি না দিছ খেয়ার কড়ি।
উফরি ফাঁফরি ডাক্ এখন কেন ছাড়ি॥"

চণ্ডী বলে, "দেও ঠাকুর, খেয়ার চারিপণ কড়ি।
পরেতে পার হইয়া যাও দেব ত্রিপুরারি॥
গণিয়া বাছিয়া আগে খেয়ার কড়ি দে।
কড়ি না পাইলে তোরে পার করে কে।"
ছন্দে বন্ধে ডোমনী বলে শুনিয়া শিব হাসে।
"পার হইয়া না দেব কড়ি তোমার মনে বাসে॥
হের দেখ কান্ধে ঝুলি সকল ধন আছে।
যেই ধন চাও সেই ধন দিব, নাও আন কাছে॥"

ঝুলি নাড়ে চাড়ে শিব ঝুলিতে নাই কড়ি।
ক্রোধ করি ভাঙ্গ-ধুতুরা খাইল সের চারি॥
শিবের ভাব দেখিয়া চণ্ডী হাসিতে লাগিল।
মনের দুঃখেতে কিছু উপহাস করিল॥
"পারের কড়ি যদি তুমি নাহি দাও শিব।
ত্রিশূল-শিঙ্গা সব বিত্ত কেড়ে তোমার নিব॥
শিঙ্গা কেটে নিব হে আমি গলায় হার দিব।
ত্রিশূল ভাঙ্গিয়া লাঙ্গলের ফাল করিব॥
কটি-ধড়া নিয়া যাব হংস বান্ধিবার।
ডম্বুরা দিয়া খেলিবে ছেলেরা আমার॥
ঝুলিতে ভরিয়া মম তুষ ঘসী রাখিব।
কমণ্ডলু নিয়া মম অম্বল চালিব॥"
ডোমনারী বলে, "তোরে ধরিয়াছে রসে।
তুমি যাবা খেয়ার নায় বলদ খোবা কিসে॥

CENTRAL LIBRARY



সমুদ্রে উথলে ঢেউ দেখিতে ভয় লাগে।
বলদ এড়িয়া পার হও যদি বলদ নিবে বাঘে॥"

হাসিয়া বলেন শিব, "শোন ডোমের ঝি।
নায় না ধরিবে বলদ তোমার হইবে কি॥
আমার বলদের গায় তুলা হেন ভার।
নায় না ধরে বলদ দিবেক গাঁতার॥"
"রহ রহ" বলিতে শিব নৌকায় দিল পাও।
"কোথাকার ভাঙ্গড়া মোর ভাঙ্গে হোরা নাও॥"

ভাঙ্গ ধুতুরা আর নিম কালকূট।
হস্তে করিয়া মহাদেব খাইল একমুঠ॥
ভাঙ্গের খেয়ালে শিব ভোলা হ'য়ে যায়।
দাঁড় দিয়া জল দিল ডোমনীর গায়॥
"কেমন ডোম সে, যে তোরে করেছে বিয়া।
সে ঘরেতে আছে তোমার রৌদ্রে থুইয়া॥
আমার মনে লয়, যদি তোমার মনে রোচে।
তোমার সঙ্গে গৃহবাসে মনের দুঃখ ঘোচে॥
কার্তিকের মাতা ঘরে আছে মহামায়া।
তাহা হৈতে তোমারে অধিক করিব দয়া॥"
ডোমনী বলে, "তুমি ব্রাহ্মণের বেটা।
ব্রাহ্মণ হইয়া ডোম হইবা কুলে রবে খোঁটা॥"

যোড়হস্তে ডোমনী বলে, "শুনহ বচন।
আপনা পাসর কেন দেব ত্রিলোচন॥
কাশী হেন তীর্থ যদি ছাড় জগন্নাথ।
দিব্য করি কহ গোসাঞি আমার সাক্ষাৎ॥"
হাসিয়া বলেন শিব, "আমি দিব্য করি।
তোমারে ছাড়িয়া যাই যদি, গুরুপত্নী হরি॥"
ভালমন্দ জ্ঞান নাই বুদ্ধি হইল ক্ষে।
সদা বলে, "ডোমনী মোরে আলিঙ্গন দে॥"
"আয় আয়" বলি শিব ডাকে বিপরীত।
বৈদ্য বিজয় গুপ্তের সরস রচিত॥

CENTRAL LIBRARY



"আমি ত ডোমের নারী তুমি শিব অধিকারী
আমা না লঙ্ঘিও তুমি পাচে।
আমি ত ডোমের নারী তুমি শিব অধিকারী
আমারে যদি লও তুমি পাছে॥
মোর স্বামী খরতর শেষে উঠিয়া দিবে লড়
সজ্জাখানা আছে এক বলদ।
অন্ন যেথা নাহি ঘরে সে কি পরদার করে
বাহিরে তোমার বড় ত সম্পদ॥"
"আমাকে ভজিবে বল দাঁড় বৈঠা নায় তোল
তোর স্বামী আমার কি করিব।
যে সময় যেই চাও বুঝিয়া যদি না পাও
অভাবে বলদ বেচিয়া দিব॥"
কপট করিয়া কহে বাণী খেয়া নায় ডোমনারী
শিব-চণ্ডী করে নানা রঙ্গ।
পদ্মাবতী পরশনে সানন্দে বিজয় ভণে
যাহারে সদয় নারায়ণ॥

কার্য বুঝিয়া দেবী চিন্তে মনে মনে।
মায়া পাতিয়া ঘর তোলাইল সেই বনে॥
সাচা-মিছা কথা কহিয়া করে কানাকানি।
শিব লইয়া সেই ঘরে চলিল ডোমনী॥
নানা দ্রব্য পরিপূর্ণ সেই গৃহবাস।
হেন রূপে শয্যা হৈল চণ্ডীর আবাস॥
মদনে মোহিত শিব নাচে কুতূহলে।
শূন্য ঘরে চণ্ডীরে ধরিতে চাহে বলে॥
ডোমনী বলে, "আমি রান্ধি তুমি খাও ভাত।
তবে সে জানিব তুমি আমার প্রাণনাথ॥
আমার হাতে খাও ভাত, না কর বিস্ময়।
জানিয়া করিবা কার্য যত মনে লয়॥"
ডোমনীর বোলে শিব চিন্তে মনে মন।
"খাইব তোমার হাতে করহ রন্ধন॥"
সন্ধান বুঝিয়া দেবী কার্যে দিল তাড়া।
মায়াবলে চণ্ডিকা রন্ধন করে সারা॥
কদলীর পত্রে দেবী অন্ন দিল আনি।
ভোজন করিতে গিয়া বসে শূলপাণি॥

CENTRAL LIBRARY



শিবের চরিত্র চণ্ডী মনে মনে পাঁচে।
ভোজন করিয়া শিব কুতূহলে নাচে॥
সংসারের নাথ হইয়া ডোমের হাতে ভুঞ্জে।
চরিত্র দেখিয়া দেবী মনে মনে গঞ্জে॥
ভালমন্দ জ্ঞান নাই কামে অচেতন।
সম্পূর্ণ ভোজন করি করে আচমন॥
মুখে তাম্বুল দিয়া আড়-আঁখি হাসে।
হাসিতে হাসিতে গেল ডোমনীর পাশে॥
কোপে রাঙ্গা আঁখি যেন প্রভাতের রবি।
ডোমনী মূর্ত্তি এড়িয়া তখনি হইলা দেবী॥
তাহা দেখি মহাদেব বড় লজ্জা পাইল।
সময় পাইয়া গৌরী কহিতে লাগিল॥
হাতে হাতে কচালে দেবী দন্তে কড়মড়।
অতি কোপে বলে দেবী, "কে বারে ভাঙ্গড়॥
কোন দেব হইয়া রে যে সে খায় ভাঙ্গ।
কোন দেব হইয়া রে যে সে মস্তকে ধরে গাঙ্গ॥
কোন দেব হইয়া রে যে সে ভস্ম মাখে গায়।
কোন দেব হইয়া রে যে সে শ্মশানে বেড়ায়॥
ইহার লাগিয়া ভাণ্ডিয়া আসিলা পুষ্পবনে।
প্রাণে কেন আছ তুমি এ সব লক্ষণে॥
দেবের দেবতা তুমি কার্যে নাহি ভাস।
পরদার-লোভে তুমি জাতি কর নাশ॥
মদন-আনন্দে তোমার বুদ্ধি হইল কে।
খাইলা ডোমের অন্ন তোরে ছোঁবে কে॥"
কোপে গালি পাড়ে দেবী শিব নিঃশব্দ।
লাচাড়ী পড়িল গাইন পয়ার বিচ্ছেদ॥

"কিসেরে বেড়াও পাগল শিব তপস্বীর ছন্দে।
বারে বারে ভাণ্ডিয়া যাও এবার পড়িলা ফান্দে॥
ভাঙ্গ-ধুতুরা খাইয়া শিব শ্মশান-ঘাটে নাচ।
বুড়াকালে ডোমনী পরিবার এ ছার কার্যে আছ॥
কার্যের গতিকে মুই ভজিলাম সাচ পাগল শিব।
ডোমনীর সঙ্গে জাতি দিলা রে তাহা কহিয়া দিব॥
লোকের আগে ভাঙ্গিয়া কহিলে সব বড়াই ঘোচে।
কোথায় শুনছ ডোমের অন্ন দেবের মুখে রোচে॥

CENTRAL LIBRARY



ভূতের সঙ্গে শ্মশানে থাক মাথায় ধর নারী।
সবাই বলে, পাগল পাগল—কত সইতে পারি॥
বুড়া বয়সে অপযশ ঘরে নাহি ভাত।
আপনা পুষিতে নার জগতের নাথ॥
তোমার চরিত্রে প্রাণ পোড়ে কহিতে ফুরানি নাই।
সাধ নাই আর গৃহবাসে হের আমি যাই॥
খল চরিত্রে সকল ভণ্ডুল কার্যে ঠেকিলে এবে।
কহিয়া দিব সকল কথা শুনিয়া হাসিবে দেবে॥"
আগল দীঘল বলিয়া দেবী ঘরে যাইতে সাজে।
শুনিয়া কাতর হইল শিব, রাও না আসে লাজে॥
সরস রচিল বিজয় গুপ্ত মধুর স্বরে কবি।
খেয়াঘাটে নাও থুইয়া আকাশে উঠে দেবী॥
নিজ ঘরে চলিয়া তখনে গেলা দেবী।
সরস মনে বিজয় গুপ্ত দেবীর পদ সেবি॥

চারিদিকে চাহেন শিব ব্যাকুল হইয়া চিত।
হেন অপকর্ম করিলাম চণ্ডীর বিদিত॥
কোপে আগল দেবী পাছে নাহি দয়া।
দেবের সভায় এ সব কথা দিবেন কহিয়া॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া শিব স্থির করি মন।
বলদ উপরে শিব চড়িল তখন॥
একদৃষ্টে মহাদেব চাহে ঘন ঘন।
পৃষ্ঠেতে পুষ্পের সাজি চলিলা তখন॥
কান্ধের উত্তরী দিয়া গায় দিল বাও।
পদ্মারে জিজ্ঞাসা করে, "কি করিগো মাও॥"
মনের হরিষে হাসে দেব চূড়ামণি।
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে শিব, "খেয়ানী খেয়ানী॥"
শিব দেখি খেয়ানী করে নমস্কার।
খেয়া নাও পাতিয়া শিবেরে করে পার॥
পার হইয়া মহাদেব মনে মনে হাসি।
বৃষের পৃষ্ঠে চড়িয়া গেলেন বারাণসী॥
বিজয় গুপ্ত রচে পুথি মনসার বর।
পদ্মাবতীর জন্মপালা এখানে সোসর॥

---

BCU 3216

CENTRAL LIBRARY



# চণ্ডীর কোন্দল

## বচাইর বাড়ীতে মনসা

পার হয়ে মহাদেবের আনন্দিত মন।
বৃষে চড়ি গেল শিব বচাইর ভবন॥
বচাইর ভবনে শিব পদ্মা গেল থুইয়া।
উভ-হাতে ফুলের সাজি এড়িল তুলিয়া॥
মণিকর্ণিকার ঘাটে গেলেন চলিয়া।
আনন্দে চলিয়া যান হরষিত হইয়া॥
মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান করে হর।
হাল চষিয়া বচাই চলিয়া আইল ঘর॥
দুই প্রহরের কালে হাল ছাড়ি দিয়া।
শ্রমযুক্ত হইয়া মণ্ডপে বসে গিয়া॥
দেখিল ফুলের সাজি মণ্ডপে উঠিয়া।
মায়ের ঠাঁই বচাই জিজ্ঞাসা করে গিয়া॥
"পুষ্প রাখি মহাদেব গিয়াছেন চলিয়া।
তিনি সে মণ্ডপের মধ্যে বসিলেন গিয়া॥"

মহাদেব কথা শুনি আনন্দিত মন।
চাল হইতে ফুলের সাজি নামান তখন॥
নামাইয়া ফুলের সাজি ফেলিল ঢাকন।
পুষ্পমধ্যে দিব্য কন্যা দেখিল তখন॥
নাচিতে লাগিল বচাই হাতে তালি দিয়া।
"মহাদেব জানে আমি নাহি করি বিয়া॥
পরমা সুন্দরী কন্যা দিয়াছেন আনিয়া।
বিবাহ করিব আমি সজ্জা কর গিয়া॥"
পদ্মা বলেন, "হরি হরি, অদৃষ্টের ফল।
বাপে আনি থুইল, বচাই হইল বর॥
কি করিব কোথা যাব, না দেখি নিস্তার।
আপনার বিক্রম বিনা না দেখি উদ্ধার॥"
ভাবিয়া চিন্তিয়া দেবী মনে করেন সার।
ততক্ষণে ধরিল আকৃতি আপনার॥
অমৃতনয়ান দেবী রাখিল ঝাঁপিয়া।
বিষচক্ষে তাহারে দেখিল নিরখিয়া॥

201386

CENTRAL LIBRARY



তখনি চলিয়া পড়ে বচাই হালিয়া।
"মোর প্রাণ যায় মাগো দেখনা আসিয়া॥"
আসিল বচাইর মা আর যে সকলে।
তাড়াতাড়ি আসি তবে পুত্র নিল কোলে॥
দেখিল পুত্রের মুখ বাহিয়া গরল পড়ে।
বচাইর মা বলে, "কিবা হইল মোরে॥"
নাকে হাত দিয়া দেখে নাকে শ্বাস নাই।
কাঁদিয়া পড়িল ভূমে বলিয়া গোসাঞি॥
"কোথা হইতে মহাদেব আসিল চলিয়া।
না জানি দেবতা কোন মণ্ডপে গেল খুইয়া॥
বচাই হেন পুত্র মোর ফেলিল খাইয়া।"
কান্দিতে লাগিল বুড়ী বিষাদ ভাবিয়া॥
"আহা রে দারুণ বিধি, কেন হেন করিলা।
বচাই হেন পুত্র মোর কোন দোষে নিলা॥
কাহার করিলাম চুরি সোনার পুতলি।
হেন বচাই পুত্র মোর কারে দিলাম ডালি॥"

হেন কালে তথায় আসিল মহেশ্বর।
বিষাদ ভাবিয়া বুড়ী কান্দিল বিস্তর॥
মহাদেব বলে, "বুড়ী, কান্দ কি লাগিয়া।
মরেছে তোমার পুত্র দিব জীয়াইয়া॥
পদ্মার চরণে তুমি দেও পুষ্পজল।
জীয়াইব তব পুত্র সবের ভিতর॥"

"হরি হরি" সেই বুড়ী বলে ততক্ষণ।
"পদ্মার চরণ আমি করিব পূজন॥"
সে বিষনয়ন দেবী এড়িলা ঝাঁপিয়া।
অমৃতনয়ানে তারে চাহে নিরীক্ষিয়া॥
ততক্ষণে জীয়া উঠে বচাই হালিয়া।
নাচিতে লাগিল তারা হাতে তালি দিয়া॥
হরিধ্বনি জয়-জোকার বচাইর নগর।
নাচিতে লাগিল শিব হৈয়া দিগম্বর॥
একেত পাগল শিব নাচে আপন মনে।
লজ্জায় কাতর হইল যত নারীগণে॥
একেত অদ্ভুত রূপ বচাই দেখিয়া।
শিবের চরণে পড়ে দণ্ডবৎ হইয়া॥

CENTRAL LIBRARY



কৃপার সাগর প্রভু কৃপা হইল মনে।
স্থির হইয়া বসিলেন বৃষভ আসনে॥
প্রণাম করিয়া তারা বলে জনে জন।
আনন্দিত হইয়া তারা জোকারে দিল মন॥
স্নান করি বচাই মনে করিলেক সার।
পদ্মার চরণে প্রণাম করে বার বার॥
পদ্মা বলে, "চেয়েছিলে বিবাহ করিবারে।
এখন চরণে পড় কাহার বচনে॥"
বচাই বলে, "চর্মচক্ষে চিনিতে না পারি।
অপরাধ ক্ষমা কর জয় বিষহরী॥
হয়েছে অযোগ্য আমার লও সম্বরিয়া।
তোমারে করিব পূজা কামনা করিয়া॥"
লক্ষ টাকা থুইল বচাই আঁচলে বান্ধিয়া।
রাজার নগরে বচাই উত্তরিল গিয়া॥
কুমার দোকানে কিনে ঘট আর সরা।
মালীর দোকানে কিনে পুষ্প ছড়া ছড়া॥
বাছিয়া বাছিয়া আনে যত উপহার।
পদ্মার উদ্দেশ্যে সদা করে নমস্কার॥
একেবারে লক্ষ পাঁঠা আনিয়া লইল।
মনসার প্রীতে সব উৎসর্গ করিল॥
খাণ্ডা হাতে করি বচাই বাহির হইল।
ছাগল কাটিয়া দেবীর চরণে পড়িল॥
সন্তুষ্ট হইল বড় জয় বিষহর।
"আইস বচাই পুত্র, বুঝি লহ বর॥
রাজ্যের রাজা হও তুমি জগত-ঈশ্বর।"
এই বর দিলা তারে জয় বিষহর॥
যেই যেই বর দিলা বচাই হালিয়ার তরে।
সেই সেই বর দিও তোমার ভক্তেরে॥
বাপ-ঝির পূজা হইল বচাইর নগরে॥

## চণ্ডীর সকাশে মনসা

বন্দিলাম বন্দিলাম মাগো তালে দিয়া থা।
অবধান কর গো জগদ্‌গৌরী মা॥
জরৎকারু মুনি বন্দম্ মুনি পুরন্দর।
ভক্তিপুরঃসর বন্দম্ দেব মহেশ্বর॥

CENTRAL LIBRARY



আস্তীক নামে মুনি বন্দম্ পদ্মার তনয়।
ব্যাস-বশিষ্ঠ বন্দম্ সানন্দহৃদয়॥
হংসরথ-বাহনে ব্রহ্মা কমললোচন।
গরুড়বাহনে বন্দম্ বিষ্ণুর চরণ॥
সরস্বতী দেবী বন্দম্ বচনদেবতা।
যাহার প্রসাদে গাই সরস কবিতা॥
জনক-জননী বন্দম্ শিরের ভূষণ।
সংক্ষেপে বন্দম্ গুরু গোসাঞির চরণ॥

পশ্চিম দিকে দিবাকর বেলা অবসান।
চণ্ডিকার আবাসে শিব করিল পয়ান॥
শিব ঘরে আসিল—চণ্ডী জানিল আটপে।
ঘরের কবাট দিয়া রহিল অতি কোপে॥
সাত-পাঁচ ভাবে শিব হস্ত দিয়া নাকে।
কপাটেতে ঘা দিয়া "গৌরী গৌরী" ডাকে॥
বিরসবদন শিব হাতে পুষ্পের করণ্ডী।
কাকুতি করিয়া বলে, "কোপ ত্যজ চণ্ডী॥
দৈবগতি যেবা হইছে কি করিবা আমা।
এত গালি দিলা তুমি মনে নাহি ক্ষমা॥"
বার বার মহাদেব করিলা বিনয়।
তবু নাহি নেউটিল চণ্ডীর হৃদয়॥
কবাট ধরিয়া শিব করে টানাটানি।
চণ্ডিকা উত্তর না দেয়, কোপে শূলপাণি॥
কোপ মনে বলে, "চণ্ডি, কর্মের বিপাক।
আমি হের যাই তুমি স্বতন্তরে থাক॥"
অতি দুঃখিত শিবের প্রাণ পোড়ে শোকে।
যেই ঘরে সাধে যোগ সেই ঘরে ঢোকে॥
উচ্চ হাতে ফুলের সাজি তুলিয়া থুইল চালে।
শয়ন করিল শিব নিজ বাঘছালে॥
রজনী প্রভাতকালে কোকিলের ধ্বনি।
শয্যা ত্যজি বাহিরে আইলা চন্দ্রচূড়ামণি॥
পদ্মার তরে চিন্তিয়া শরীর হইল কাঠ।
ঘরের মধ্যে সাজি থুইয়া লাগাল কবাট॥
স্নান করিতে শিব যায় জাহ্নবীর ঘাট।
ঘরের মধ্যে সাজি থুইয়া লাগাল কবাট॥

CENTRAL LIBRARY



মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান করেন হর।
শূন্য ঘরে চণ্ডী হেথা পাতে আথান্তর॥
ঘরের বাহির হইয়া দেবী চিন্তে মনে মন।
"আচম্বিতে দেখি কেন দ্বারেতে বন্ধন॥
আজ কেন যতনে বান্ধিছে দ্বারখান।
অবশ্য থাকিবে কিছু কার্যের সন্ধান॥"

কবাট মেলিয়া ঘরে সামাইল চণ্ডী।
চাল হইতে নামাইল ফুলের করণ্ডী॥
"ইহার তরে ভাঙ্গড়া ভাঁড়িয়া গেলা আজি।
সকল ফুল বিচিব আজু ভাঙ্গিব ফুলের সাজি॥"
অতি কোপে ব্যাকুল দেবী পাছে নাহি গণি।
আথেব্যথে ফেলাইল ফুলের চাকনি॥
হাতের ঠেলায় পুষ্প বিচে চারিভিতে।
পুষ্পমধ্যে দিব্য কন্যা দেখে আচম্বিতে॥
খল খল হাসে দেবী হস্তে দিয়া তালি।
"পুষ্পবনে গিয়া কার নারী কর্‌ল চুরি॥"
আপন ইচ্ছায় গালি দেয়, কারো ভয় নয়।
মুখে গালি পাড়ে দেবী যত মনে লয়॥
খল খলি হাসে দেবী হাতে দিয়া তালি।
চোপাড়ে চাপড় মারে দেয় চুণকালি॥
বুকে পৃষ্ঠে মারে দেবী বজ্র চাপড়।
মারণের ঘায় পদ্মা করে থর থর॥
বিপরীত ডাকে পদ্মা প্রাণে লাগে ব্যথা।
নিষ্ঠুর হইয়া মারে কার্ত্তিকের মাতা॥

চণ্ডীর প্রহার পদ্মা সহিতে না পারি।
"বাপ, বাপ" বলি ডাকেন জয় বিষহরী॥
"কোথা গেল বাপ মোর ত্রিদশাধিপতি।
নিকটে আসিয়া দেখ আমার দুর্গতি॥
তুমি বিদ্যমানে মোরে অন্য জনে মারে।
শূন্য ঘরে প্রাণ দিব চণ্ডীর প্রহারে॥"

ব্যাধের হাতে পড়ে যেন পক্ষীর কিলকিলি।
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে পদ্মা "বাপ, বাপ" বলি॥
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে পদ্মা বলে "বাপ, বাপ।"
তবু ত দেবীর শরীরে তিলেক নাহি তাপ॥

CENTRAL LIBRARY



"মাতা নাহি, ভ্রাতা নাহি—একমাত্র বাপ।
তোমার চণ্ডীর শরীরে কিঞ্চিৎ নাহি তাপ॥"

শুনিয়া সত্বর আইল চণ্ডীর দুই সখী।
ক্রন্দন শুনিয়া বলে, "চল গিয়া দেখি॥"
সুচরিতা, বসুমাতা আইল দুই দেবী।
থাকুক অন্যের কাজ আসিলা জাহ্নবী॥
কানাকানি নারীগণে করে চারিধারে।
"পরমা সুন্দরী কন্যা চণ্ডী কেন মারে॥"
পরমা সুন্দরী কন্যা অকুমারী বেশ।
চণ্ডীর প্রহারে তার তনু হইল শেষ॥
অতি কোপে মারে চণ্ডী সহিতে না পারি।
কাতর হইয়া বলে জয় বিষহরী॥

পদ্মা বলে, "দেবি, তুমি জগতের মাতা।
অবিচারে মার মোরে পাছে পাবে ব্যথা॥
মন দিয়া শুন মাতা কহি তোমার ঠাঁই।
মহাদেবের কন্যা আমি উদাসিনী নই॥
অবিচারে অনুচিত করিলা অধর্ম।
মহাদেবের কন্যা আমি অযোনি-সম্ভব॥
পদ্মবনে জন্ম আমার নাম পদ্মাবতী।
তোমার ঘরে আইলাম কালি বাপের সংহতি॥
মা নাই, ভাই নাই—মনে বড় তাপ।
তোমার ক্রোধ দেখিয়া লুকাইয়া থুইলা বাপ।
কোপেতে ব্যাকুল তুমি পাছে নাহি চাও।
উচিত সম্বন্ধে তুমি হও মাতা মাও॥
কহিলাম সকল কথা যত মনে আছে।
না বুঝিয়া কর কর্ম দুঃখ পাইবা পাছে॥"

চণ্ডী বলে, "মোর ঠাঁই না রহে নারীকলা।
মোর স্বামী লবা তাই পাতিয়াছ ছলা॥"
চণ্ডী বলে, "শুন পদ্মা, আমার বচন।
মোর স্বামিলোভে তুই আসিয়াছ কি কারণ॥"
চণ্ডীর প্রহার পদ্মা সহিতে না পারি।
গঙ্গা-সম্বোধিয়া বলে জয় বিষহরী॥
বিজয় গুপ্ত বলে, "গাইন, দুঃখ লাগে বৈরী।
এই কালে বল ভাই করুণ লাচাড়ী॥"

CENTRAL LIBRARY



"গঙ্গা গো সংমাও, বাহির হইয়া চাও
ভবানী আমারে কেন মারে।
আপনি আসিয়া চাও খণ্ড খণ্ড কৈল গাও
বুক নাড়িতে নারি তারে॥
ধরিয়া দীঘল চুল মারে চণ্ডী উভা কিল
ভবানী আমারে করে বধ।
জন্মিলাম কমল-বনে আসিলাম তোমা দরশনে
বুঝিতে নারিলাম তোমার আশা।
বাপের বোল ভর করি আসিলাম সুরপুরী
আমার নাম জয় মনসা॥"
বিজয় গুপ্ত বলে সার— "পদ্মারে না মার আর,
প্রমাদ ফলিবে' অবিচারে॥"

## চণ্ডীকে দংশন

কোপে ব্যাকুল দেবী বলে অহঙ্কারে।
চুলে ধরি মনসারে মারে আর বারে॥
চণ্ডীর প্রহারে দেবীর শরীর জর্জর।
সহিতে না পারে পদ্মা বলে খরতর।
পদ্মা বলে, "সতাই, বলিতে বাসি ভয়।
বুঝিতে না পারি তোমার চঞ্চল হৃদয়॥
বিনা অপরাধে সতাই কেন মার আমা।
প্রণতি করিয়া বলি তবু নাহি ক্ষমা॥
অতি কোপ করিলে কাজ ঠেকে আথান্তর।
অতি বড় গাঙ্গ হইলে ঝাটে পড়ে চর॥
গুরু গৌরবিত বলি কেন ভাঙ্গ ডর।
বুঝিয়া চাহিলে বল হইবে সোসর॥
তুমি নাহি জান সতাই, আমি হই কোনজন।
অহঙ্কারে পথ বহ না জান আপন॥"
মনোদুঃখে বলে পদ্মা মনে নাহি ভয়।
সেই দেবীর বরে হউক নায়কের জয়॥

পদ্মা বলে, "জল-স্থল আকাশ-পবন।
চণ্ডীর অপরাধে সব দেও মন॥
অকারণে মারে মোরে সহিতে না পারি।
জানিয়া নিবা দোষ সকল সাক্ষী করি॥

CENTRAL LIBRARY



অবিচারে মারে মোরে বড় লাগে ব্যথা।
বাপ ঘরে আসিলে সবে কহিও সত্য কথা॥
সুচরিতা, বসুমাতা, জয়া, বিজয়া।
সখী বুঝিও মোরে মারে মহামায়া॥
তোমরা সবে জানিও মোর নাহি অপরাধ।
মিছা মিছা কাজে চণ্ডী ঠেকায় প্রমাদ॥
মোর প্রাণরক্ষা হেতু নানা বুদ্ধি শিখি।
না বুঝিয়া মোরে মারে মোর দোষ কি॥"

কহিতে কহিতে পদ্মার পূর্ণিত সম্ভ্রম।
তখনই প্রকাশ করে আপন বিক্রম॥
চণ্ডীর প্রহার আর সহিতে না পারে।
দেব-মূর্তি এড়িয়া পদ্মা নাগ-মূর্তি ধরে॥
সংসার সাক্ষী করে আপনার মনে।
পদ্মার নিকট ঘনাইতে না পারে কোন জনে॥
ধরিয়া নাগিনীরূপ আকাশে ধরে ফণা।
কোপে রাঙ্গা দুই আঁখি পাশরে আপনা॥
সর্বাঙ্গ বাহিয়া বিষ পড়ে ফুটে ফুটে।
যত পুরনারীগণ আসিল নিকটে॥
হেন দৈব আছে পদ্মা পাইবে অপযশ।
একেশ্বর রহিলা দেবী করিয়া সাহস॥
মনে মনে চিন্তে পদ্মা তক্ষকের মাতা।
আপন দোষে মরে চণ্ডী আরের কিবা কথা॥
অতি কোপে পদ্মাবতী করে ধড়ফড়।
চণ্ডীর হৃদয়ে দিল বজ্রের কামড়॥
পদ্মার কামড়ে চণ্ডীর প্রাণে লাগে ব্যথা।
উহু উহু করিয়া পড়ে কার্তিকের মাতা॥

বৈরী নিপাতিয়া পদ্মা নেহালে কৌতুকে।
কালদন্ত উগারিয়া বিষ খুইল ঘা মুখে॥
বিষম পদ্মার বিষ কেবা হবে স্থির।
রক্তের সন্ধি পাইয়া বিষ যুড়িল শরীর॥
কোপে অন্তরীক্ষে পদ্মা রহিল নিকট।
কালবিষের জ্বালায় চণ্ডী করে ছট্‌ফট্‌॥
কাহার প্রাণে সহিতে পারে মনসার ঘা।
বিষের জ্বালায় চণ্ডিকার পোড়ে সর্ব গা॥

CENTRAL LIBRARY



জ্বলন্ত অনলে যেন দগ্ধে শরীর।
ধড়ফড় করে চণ্ডী প্রাণ নহে স্থির॥
ক্ষণে বলে, "মরিলাম"—ক্ষণে বলে, "উষ"।
কালবিষে আচ্ছাদিল প্রাণ-পুরুষ॥
লড়বড় করে মুণ্ড মুখে উঠে ফেনা।
কালবিষ চাপিয়াছে না বাসে আপনা॥
নাকে মুখে শ্বাস নাহি অতি ক্ষীণকায়া।
অচেতন হইয়া পড়ে দেবী মহামায়া॥
এক ভিতে হাত পড়ে আর ভিতে পাও।
পদ্মার ঘায় প্রাণ দিল কার্তিকের মাও॥
অচেতন হইয়া পড়ে নাহিক চেতন।
টলমল করি কাঁপে এ তিন ভুবন॥

শিবের কুমারী পদ্মা পরম দেবতা।
আপন দোষে মরে চণ্ডী আরের কিবা কথা॥
শক্তিরূপী মহামায়া সৃষ্টির সহায়।
হেন জনে প্রাণ দিল মনসার ঘায়॥
আর জন কেবা আছে—ডরায় বিধাতা।
মোর মনে লয় পদ্মা দেবের দেবতা॥
ভকত-বৎসলা দেবী অনাথের গতি।
একভাবে পূজা কর দেবী পদ্মাবতী॥

চণ্ডিকা ঢলিল হেন বুঝিল লক্ষণ।
আথেব্যথে ধাইয়া আসিল দেবগণ॥
কেহ কানে মন্ত্র জপে কেহ রক্ষা বান্ধে।
"দেবি, দেবি" বলি কেহ উচ্চৈঃস্বরে কান্দে॥
"উঠ উঠ" বলি কেহ কর্ণমূলে ডাকে।
মর্মশ্বাস চাহে কেহ তুলা দিয়া নাকে॥
অশেষ বিশেষ করে যত নারীগণ।
চণ্ডীর শরীরে নাহি জীবের লক্ষণ॥
শীঘ্র করি গঙ্গাতীরে ধাইয়া গেল চর।
শুনিয়া ত্বরিতে আইল দেব মহেশ্বর॥
আচম্বিতে মরে চণ্ডী ছোট নহে কথা।
শুনিয়া দেখিতে আইল যতেক দেবতা॥
চণ্ডিকার মৃত্যু দেখি স্থির নহে চিতে।
ভূমি আঁকড়িয়া শিব পড়িল ভূমিতে॥

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY

CENTRAL LIBRARY



বিজয় গুপ্ত বলে, "গাইন, ঘুচাও মনের ধন্দ।
এই কালে বল ভাই লাচাড়ীর ছন্দ॥"

"আজি বিধি হইল বাম ঘুচিল অন্তরের কাম
দেশান্তরী হব যোগী হইয়া।
হেন দেবী ভূমে লোটে দেখিয়া পরাণ ফাটে
আজু ঘরে যাব কাহারে লইয়া॥
কাহারে বিধি হেন করে বৃদ্ধকালে স্ত্রী মরে
কাহার মুখ চাহিবে দুই পোয়ে।
বাসরে ত গৃহ শূন্য জীবনের কিবা পুণ্য
লোকের মুখ চাহিব কোন লাজে।
পূর্বজন্মে করিলাম পাপ শরীরে না সহে তাপ
নিশ্চয় মরিব জলমাঝে॥"

হিয়া হানে, ছিঁড়ে চুল সঘনে লোটায় ধূল
"গৌরি, গৌরি" ডাকে উচ্চ রায়।
"যাত্রা করিলাম শুভক্ষণে কন্যা পাইলাম পুষ্পবনে
পুত্রের অধিক করি দয়া।
লুকাইয়া রাখিলাম ঘরে অবিচারে মারে তারে
অহঙ্কারে মৈল মহামায়া॥"

## চণ্ডীর চৈতন্য

কাতর স্বরে কান্দে শিব মনে লাগে ব্যথা।
নারদ বলেন, "মামা, শুন মোর কথা॥
মিছা ক্রন্দনে আর কিছু নাহি কাজ।
স্ত্রীর লাগি কান্দ মামা মুখে নাহি লাজ॥
অচেতন হইল চণ্ডী তুমি কান্দ কিসে।
শতেক কান্দনে আর চণ্ডিকা না আইসে॥
বিমর্ষিয়া চাহ, মামা, যেমন মনে আইসে।
যেই মুখে কণ্টক বসে সেই মুখে খসে॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি করিলাম সার।
বিনা পদ্মাবতী নাহি চণ্ডীর নিস্তার॥"

নারদের বাক্যে শিব এড়িল ক্রন্দন।
উচ্চৈঃস্বরে পদ্মারে ডাকে ঘন ঘন॥

CENTRAL LIBRARY



মহাদেব বলেন, "পদ্মা, মোর দোষ কি।
বিনা দোষে বাপ এড়ি কোথা গেলে ঝি॥"
শিবের বচন পদ্মা খণ্ডাইতে না পারি।
বাপের নিকট আইলা দেবী বিষহরী॥
মহাদেব বলে, "পদ্মা, তুমি আমার ঝি।
আপন দোষে মরে চণ্ডী, তোমার দোষ কি॥
স্বতন্তরে কহে লোক কাহার নহে বশ।
লোকমুখে রহিল পদ্মা তোমার অপযশ॥
লোকের অপযশ ঘুচাও রাখহ সাধন।
চণ্ডিকা জীয়াইয়া তুমি তোষ দেবগণ॥
মোর বোল, পদ্মাবতি, না করিও আন।
একবার দেও তুমি চণ্ডীর প্রাণদান॥"

ব্রহ্মা বলে, "পদ্মা, তুমি কামরূপে থাক।
জীয়ন্তে মার তুমি, মরা জীয়াইয়া রাখ॥"
পদ্মাবতী বলে, "বাপ, শুন দিয়া মন।
তোমার আগে কহি মোর দুঃখের কথন॥
তোমার দুহিতা হেন দিলাম পরিচয়।
তবু কোপে মারে চণ্ডী দারুণ-হৃদয়॥
চণ্ডিকা জীবেন বাপ, তোমার কারণ।"
পদ্মার বচনে শিবের হরষিত মন॥
ধ্যান করিয়া পদ্মা মনে মনে পাঁচে।
ধীরে ধীরে গেল পদ্মা চণ্ডিকার কাছে॥
নানা বিদ্যা জানে পদ্মা গুরুর প্রতাপে।
চণ্ডীর বুকে হাত দিয়া মূলমন্ত্র জপে॥

পদ্মা বলে, "সতাই, তুমি জগতের মাতা।
ছাওয়ালের হাতে প্রাণ দিলা ছোট নহে কথা
অধিক বলিতে নারি হও সংমাও।
কোপ-রাগ পরিহরি ঝাটে তোল গাও॥
উঠ, উঠ, চণ্ডি, অপযশে ভয় নাই।
আর নিদ্রা যাও যদি শিবের দোহাই॥"
কর্ণে মন্ত্র জপে দেবী পৃষ্ঠে মারে ঘা।
চৈতন্য পাইয়া দেবী নাড়ে হাত পা॥
পদ্মার মন্ত্রে দেবগণ হইল হরিষ।
চণ্ডীর অঙ্গের গেল কালকূট বিষ॥

CENTRAL LIBRARY



দুই আঁখি প্রসন্ন নির্মল হইল কায়া।
নিন্দে গা মোড়া দিল দেবী মহামায়া॥
গায়ের ধূলা ঝাড়ি শিব হইল হরষিত।
লাজেতে ব্যাকুল দেবী চাহে চারিভিত।
চারিদিকে চাহে দেবী কাতর-নয়ন।
চণ্ডিকার মুখ দেখিয়া কৌতুক দেবগণ॥
বিজয় গুপ্ত বলে, "গাইন, মন দেও কাজে।
সরস নাচাড়ী বল মহাদেব নাচে॥

জগত-মোহন শিবের নাচ।
সঙ্গে নাচে শিবের ভূত-পিশাচ॥
রঙ্গে নেহালি গৌরীর মুখ।
নাচে গঙ্গাধর—মনের কৌতুক॥
হাসিতে খেলিতে চলিতে রঙ্গ।
নন্দি-মহাকাল বাজায় মৃদঙ্গ॥
শিবাই নাচে রে মুখেতে গীত গাহে।
হাততালি দিয়া কিঙ্করে গীত গাহে॥
বিকট দশনে ভ্রূকুটি ভাল সাজে।
ডুমুডুমু বলিয়া ডমরু বাজে॥
মরিয়াছিল চণ্ডিকা জীল আর বার।
ডাকিনী-যোগিনী দিল জয়-জোকার॥
কার্ত্তিক-গণপতি দাঁড়াইয়া কাছে।
গৌরীমুখ নেহালিয়া ত্রিলোচন নাচে॥
দেখিয়া কৌতুক দেব-সমাজে।
পুষ্প বরিষণ করে ধুমধুমি বাজে॥
পদ্মার চরিত্র চিন্তয়ে মনে মন।
প্রণতি-স্তুতি করে সকল দেবগণ॥
ডাহিনেতে গৌরী আর বামে পদ্মাবতী।
হাসিয়া চলিল ঘরে দেব পশুপতি॥
বৈদ্য বিজয় গুপ্ত সরস গায়।
পদ্মাবতী-বিক্রমে সবার লাগে ভয়॥

---

CENTRAL LIBRARY

# মনসার বিবাহ

## পাত্রের সন্ধানে নারদ

বাপ-ঘরে আছে পদ্মা স্বতন্তর খায়।
গৌরব করিয়া পালন করেন সৎমায়॥
মা নাহি পদ্মাবতীর বাপ করেন দয়া।
বিক্রম জানিয়া পালন করেন মহামায়া॥
দিনে দিনে বাড়ে ভোগ ভুঞ্জিয়া বিশাল।
নানা সুখে মনসা গোঁয়াইল কত কাল॥

একদিন সখীগণ সঙ্গে করি মেলা।
জল-মধ্যে মনসা করেন জলখেলা॥
উদুলা মাথার কেশ বুকে বস্ত্র নাই।
দৈববলে সেই পথে চলিলা গোসাঞি॥
জলকেলি করে পদ্মা আর নাহি চিত।
পদ্মার রূপ দেখিয়া শঙ্কর লজ্জিত॥
সম্পূর্ণ যৌবন কন্যার রূপে নাহি সীমা।
ঘরে অবিবাহিতা বড়ই অমহিমা॥
সাত পাঁচ মহাদেব মনে মনে গণি।
সংবাদ পাঠাইয়া আনে নারদ মহামুনি॥

প্রণাম করিয়া মুনি রহিল শিবের আগে।
নারদে দেখিয়া শিব কহিবারে লাগে॥
শিব বলে, "নারদ, তুমি শুনহ বচন।
ঘটাইয়া দেও মোরে এক প্রিয়জন॥
কন্যা-রত্ন বিবাহ দিতে চাহি বিষহরী।
এই কার্য ঘটাইয়া দেও শীঘ্র করি॥
উত্তম কুলেতে জন্ম হয় ত সুজন।
দেখিয়া কৌতুকী যেন হয় দেবগণ॥"

শিবের বচন মুনি বান্ধিলেক শিরে।
প্রণাম করিয়া মুনি চলে ধীরে ধীরে॥
জরৎকারু মুনি আছে তমসার তীরে।
তথায় চলিয়া গেলা নারদ মুনিবরে॥

CENTRAL LIBRARY



তাঁহার সনে বিবাহের কথা কহিতে পারে কে।
না জানে কখন মুনি কোন শাপ দে॥
বজ্র ধরিতে পারে যেবা দন্ত দিয়া।
সেই সে উহারে করাইতে পারে বিয়া॥

উপায় চিন্তিয়া তবে নারদ তপোধন।
শিবের আগে কহে গিয়া এ সব কথন॥
নারদের সনে শিব করিয়া যুকতি।
সংবাদ পাঠাইয়া আনে রতিপতি॥
দূর হইতে প্রণাম করিল পঞ্চবাণ।
ভক্তিভাবে প্রণাম করিল বিদ্যমান॥
"কোন কার্যে হেন গোসাঞির আমারে সংবাদ।
এতদিনে আমার খণ্ডিল অপরাধ॥
মোর বোল অবধান কর দেবরাজ।
জানিয়া বিধান কর আছে কোন কাজ॥
পূর্বে শাপ দিয়া মোরে করিলা ভস্মরাশি।
মোর বাণের তেজে তুমি এখন গৃহবাসী॥"

কামদেবের কথা শুনি মহাদেব হাসে।
যত কহে কামদেব শিবের মনে আসে॥
শিব বলে, "কামদেব, শুনহ বচন।
ঘটাইয়া দেও মোরে এক প্রিয়জন॥
জরৎকারু মুনি আছে তমসার তীরে।
তপে পাগল মুনি বিবাহ না করে॥
জগদ্‌গৌরী নামে কন্যা আছে মোর ঘরে।
হেন মনে লয় কন্যা বিয়া দি তাহারে॥"
একে ত কামদেব, আরো আজ্ঞা পায়।
রতিসঙ্গে কামদেব মিলিল তথায়।
নানা পুষ্প ফুটে সেই বনের ভিতর।
দেখিয়া কৌতুক বড় আনন্দ অপার॥
ফুলের ধনু হাতে কাম যুড়িলেক বাণ।
কটাক্ষে হরিয়া নিল জরৎকারুর প্রাণ॥
কামবাণে মোহিত হইল জরৎকারু।
চক্ষু মেলি দেখে মুনি তপোবন চারু॥
শৃঙ্গ দিয়া হরিণে কামড়ায় হরিণীরে।
এই মতে রহিলা মুনি তমসার তীরে॥

CENTRAL LIBRARY



এ কথা শুনিয়া শিব আনন্দিত অতি।
নারদ মুনি পাঠাইয়া দিলা শীঘ্রগতি॥
জরৎকারু দেখিয়া আনন্দিত মন।
অশেষ-বিশেষ কথা কইল দুইজন॥

## বিবাহের উদ্যোগ

জরৎকারু বলে, "নারদ, কহিতে বাসি লাজ।
না কহিলে সিদ্ধ না হইবে আপন কাজ॥
বাপের আজ্ঞা হইয়াছে আমি বিয়া করতে চাই।
অপরূপ কন্যা আমি কোথা গেলে পাই॥"
নারদ মুনি কথা কহে অধিক বাড়ে আশ।
এবে হইতে হবে শিবের সুখ-অভিলাষ॥
"পরম কারণ শিব এবে হইয়াছে সুখী।
তাহার ঘরে কন্যা আছে পদ্মা চন্দ্রমুখী"॥
সহজে ঘটক জাতি বড়ই চতুর।
মুনিরে লইয়া নারদ আসিল দেবপুর॥
কার্ত্তিক, গণেশ, নন্দী ডাকে তিনজন।
তিনজনের তরে কহে অশেষ বচন॥
তিনজনের তরে শিব করিয়া আদেশ।
চণ্ডিকার গৃহে শিব করিল প্রবেশ॥
চণ্ডিকারে কহে কথা কৌতুক হইল বৈরী।
সংবাদ পড়িল, "গাইন, বলরে লাচাড়ী॥"

"জামাই আনিছি পুণ্যবান্, কন্যা করিব দান
বিয়ার সজ্জা কর গিয়া ঘরে।
আনিয়াছি মুনির সুত রূপে গুণে অদ্ভুত
কন্যা বিয়া দিব তার তরে॥"

হাসি বলে চণ্ডী আই, "তোমার মুখে লজ্জা নাই
কিবা সজ্জা আছে তোমার ঘরে।
আয়ো আসি মঙ্গল গাইতে তারা চাবে গুয়া খাইতে
আর চাবে তেল-পান-সিন্দুরে॥"

হাসি বলে শূলপাণি, "আয়ো ভাণ্ডিতে আমি জানি
মধ্যে দাঁড়াইব লেংটা হয়ে।
দেখিয়া আমার ঠান আয়োর উড়িবে প্রাণ
লজ্জা পাইয়া সবে যাবে ঘরে।"

CENTRAL LIBRARY



বিজয় গুপ্ত বলে, "হায়, এ সব উচিত নয়
ঘরে গিয়া কর সমাধান।
জগদ্‌গৌরীর বিয়া বনেতে কাতর কিবা—
কুবেরেরে ডাক দিয়া আন॥"

পদ্মাবতীর বিয়া হবে আনন্দিত মতি।
মিলিল আসিয়া শিবের অরুন্ধতী॥
পদ্মাবতীর অধিবাস কৌতুক অপার।
ধোপায় যে ছোঁয়ায় ক্ষার লোক-ব্যবহার॥
পদ্মাবতীর অধিবাস করে নৃত্য-গীত।
জরৎকারুর অধিবাস করে নানা রীত॥
রজনী প্রভাতকালে হইল শুভক্ষণ।
বৃদ্ধি করিতে বসিলা দেব ত্রিলোচন॥

স্নান করিয়া জলে বিচিত্র মণ্ডপতলে
বৃদ্ধিতে বসিলা নারায়ণ।
উচ্চারিয়া বলে, "হরি, স্বস্তি-বচন পড়ি
হাতে ধান্য-দূর্বা-গঙ্গাজল॥
আনিয়া বটের পাত সিন্দুর সুললিত তাত
ষোড়শ মাতৃকা পূজা করে।
গোময় লিপিয়া ছিটা ধান্য-দূর্বা সিন্দুরের ফোঁটা
প্রণামে পূজিল বসুন্ধরা॥
লাছিয়া খোলের থালি আতপ তণ্ডুল ঢালি
পাত্র লাছিল সারি সারি।
সারি দিল গুয়া-পান কদলী কলা মর্তমান
প্রতি সজ্জায় মিষ্ট নারিকেল॥
অষ্ট পাত্রে অষ্ট ধুতি দক্ষিণা দিল যথারীতি
বুঝিয়া বুঝিয়া পাত্রে করেন দান।
শিব করে নান্দীমুখ পিতৃলোকের বাড়ে সুখ
বৃদ্ধি করিল নারায়ণ॥
রজত-কাঞ্চনদান ভাণ্ডার ভাঙ্গিয়া আন—
আজু হইতে হউক সফল।
পদ্মাবতী-দরশনে সানন্দ বিজয় ভণে
যাহারে সদয় নারায়ণ॥

CENTRAL LIBRARY



স্থানে স্থানে নানা বাদ্য বাজে সুললিত।
কাশীর যতেক লোক হইল আনন্দিত॥
ভাট বিপ্রগণে তুষিলা ত্রিপুরারি।
তথায় মুনির সুত চলে শীঘ্র করি॥
বিবাহের বেশে আইসে তপোধন।
বিচিত্র সাজনে আইসে মুনিগণ॥
জরৎকারু দেখিয়া সবে আনন্দিত।
যেন ভিত পদ্মা, বর তেন ভিত॥

ললিত মধুর বাদ্য বাজে মনোহর।
বিবাহের মঙ্গল-স্নান করে মুনিবর॥
সতী পুত্রবতী যত দেবতার নারী।
স্নানের সজ্জা লইয়া দাঁড়াইল সারি সারি॥
সম্মুখে প্রদীপ জ্বলে জলপূর্ণ ঘট।
আপনি চণ্ডিকা আইলা মুনির নিকট॥
চারিদিকে হুলাহুলি জয়-জোকার।
কনক-আসনে বসে মুনির কুমার॥
পূর্ণ ঘট হাতে করি আরো দধি-ধান।
কৌতুকে নারীগণে করায় মঙ্গল-স্নান॥
তিল, তৈল, আমলকী, গিলা, হরিদ্রা, পিঠালী।
লিপিয়া মুনির গায় কৌতুকে জল ঢালি॥
পঞ্চ নখে রজকে লিপিয়া দিল ক্ষার।
জাহ্নবীর জলে স্নান করে বারবার।
স্নান করি মুনিবর কেশের তোলে জল।
তিতা বস্ত্র এড়ি ধুতি পরিল নির্মল॥
বিচিত্র আসনে মুনি বসিল কৌতুকে।
কনক দর্পণ নাপিত ধরিল সম্মুখে॥
আগর-চন্দন-চুয়া সুগন্ধি বিশেষ।
ধূপের ধোঁয়া দিয়া রে বাসিত করে কেশ॥
জয় জয় হুলাহুলি মঙ্গল বাদ্য-গীত।
করিল ক্ষৌরকর্ম দেবের নাপিত॥
মুনিবরের রূপ এখন নারীগণে চাহে।
মনসার চরণে বৈদ্য বিজয় গুপ্ত গাহে।

মুনিরে দেখিয়া সবে হইল কুতূহল।
বসিলেন মুনি ছায়া-মণ্ডপের তল॥

CENTRAL LIBRARY



দেবতার স্ত্রীগণ আসিল ততক্ষণ।
জরৎকারু মুনিরে দেখিবার কারণ॥
আলতা লেপিয়া কেহ দিয়াছে গায়।
এইরূপে ধাইয়া আসি মিলিল তথায়॥
হার গাঁথিতে কেহ লাগিছে বিশেষ।
নারীগণে ধাইয়া আইল করিয়া সুবেশ॥
স্বামী কোলে করি কেহ বসিছিল সুখে।
স্বামী পরিহরি সেহ আসিল কৌতুকে॥
বিয়া দেখিতে আইল যত দেবগণ।
লাচাড়ী প্রবন্ধে বলি শুন বিবরণ॥

পদ্মাবতীর বিয়া হবে আনন্দিত মন।
পদ্মারে করায় বেশ যত নারীগণ॥
কহিতে না পারি পদ্মার যত করে বেশ।
ধূপের ধোঁয়া দিয়া রে বাসিত করে কেশ॥
সুবর্ণের কর্ণফুল কর্ণে আনি দিল।
নাকেতে বেশর দিল করে দুল দুল॥
গলায় হার দিল সুবর্ণের পাঁতি।
মধ্যে মধ্যে মণিমুক্তা লাগাইয়াছে তথি।
দুই হাতে তাড় দিল দেখিতে শোভন।
শঙ্খের সম্মুখে দিল সুবর্ণের কঙ্কণ॥
পায় খাড়ু দিল আঙ্গুলে পাশলি।
পরমা সুন্দরী যেন সোনার পুতলী॥
চক্ষুতে কাজল দিল যেন নীলোৎপল।
নাসিকা নির্মাণ যেন দেখিতে তিলফুল॥
মৃগমদ মিশাইয়া চন্দন দিয়া গায়।
কনক-নূপুর দেবী তুলিয়া দিল পায়॥
পদ্মাবতীর বিয়া হবে দেবে বলে ভাল।
লাচাড়ী প্রবন্ধে ভাই বল এই কাল॥

## বিবাহের অনুষ্ঠান

মঙ্গল মৃদঙ্গ বাজে আনন্দিত সর্বরাজ্যে
কৌতুকে চলিল আয়োগণ।
মঙ্গল-শরা লইয়া কাঁখে চণ্ডিকা চলিল আগে
পট্টবস্ত্রে ঢাকিয়া শরীর॥

CENTRAL LIBRARY



সর্বাঙ্গ ভূষিত করি যেন স্বর্গের বিদ্যাধরী
আয়োগণে চলিল ধীরে ধীরে।
আয়োগণ আসিল যত কেবা নাম জানে অত
চৌদ্দ আয়ো আসিল ব্রাহ্মণী ॥
দেখিয়া মুনির ঠান এক দৃষ্টে করে ধ্যান
ধন্য ধন্য মুনির নন্দন।
কমলা, বিমলা, সতী, শশি-প্রিয়া, ভানুমতী,
রোহিণী, রমণী, হীরাবতী।
সুগন্ধা, সুভদ্রাবতী, তিলোত্তমা, সত্যবতী,
চন্দ্ররেখা চলে সরস্বতী ॥
কৌশল্যা, কুমারী, ভামা, চন্দ্ররেখা, অনুপমা,
দুর্লভা, বল্লভা, রত্নমালা।
সুশীলা যে চন্দ্ররেখা, ভানুমতী দিল দেখা
যমুনা, জাহ্নবী, চন্দ্রকলা ॥
রোহিণী, মলয়া, মায়া, বিজয়া যে জয়া জয়া,
কমলা, বিজয়া, বিদ্যাধরী।
পদ্মাবতী-দরশনে সানন্দ বিজয় ভণে
সারি দিয়া জ্বালিল প্রদীপ ॥

নারীগণ শিখাইল যতেক সব ছুটা।
মুনির কপালে দিল চন্দনের ফোঁটা ॥
একগুটি ফুল পদ্মা নিছিয়া ফেলিল।
আর গুটি ফুল পদ্মা চাপিয়া বসিল ॥
মুনিবরে ক্ষেপে পুষ্প চম্পা-নাগেশ্বর।
পদ্মাবতী ক্ষেপে পুষ্প কেয়ুর-টগর ॥

অতি সুললিত বাদ্য বাজে
শুনিতে জুড়ায় হিয়া।
সর্ব নারীগণে দেখিতে আসিল
মুনি-মনগার বিয়া ॥
আকাশ ভরিয়া দুন্দুভি বাজে
অপরূপ শুনি।
কৌতুকে রচিয়া বিবাহের বেশ
বাহিরে দাঁড়াইল মুনি ॥

CENTRAL LIBRARY



কাঞ্চন-আসনে জামাই বসিল—
অবশেষ হইল ভানু।
পূর্বমুখী হইয়া দেব মহেশ্বর
ধরিল জামাইএর জানু॥

বেদ-বিধানে জামাই বরিল
দেবলোকেতে বিতর্ক।
মাল্য-আভরণ গন্ধ-চন্দন
আর দিল মধুপর্ক॥

বেদ-বিধানে জামাই বরিয়া
শিব রহিল এক পাশে।
পুরনারীগণ সঙ্গতি করিয়া
গৌরী আনিল তাঁর কাছে॥

নানা আভরণে বেশ রচিয়া
বসিলা কনক-পীঠে।
মনসা আসে চাওনি করিতে
মুনি রহে এক দিঠে॥

স্বামী নেহালিল মনসা
যেন মদন বিভিন্ন।
ভক্তিপুরঃসরে প্রণাম করিয়া
সাতবার করে প্রদক্ষিণ॥

দেবগণ বলে, "মনসা সুন্দরী
স্বামী পাইয়াছে ভাল।"
নানা ফুলে পদ্মা চাওনি করে
ছায়া-মণ্ডপের তল॥

মুনির সম্মুখে মনসা বসিল
মধ্যে জলপূর্ণ ঘট।
নিচল নয়নে মুখ নেহালে
শেষে ঘুচাল অন্তস্পট॥

শাস্ত্র-বিধানে মন্ত্র পড়িয়া
ব্রহ্মা হইল হোমী।
স্রোতোমুখে ঘৃত অনলে দিয়া
চতুর্মুখে বেদধ্বনি॥

CENTRAL LIBRARY



হস্তে কুশ লয়ে শিব বসিলা
পুরোহিত হৈল গুরু।
কন্যা উৎসর্গিয়া হাতে সমর্পিয়া
"স্বস্তি" বলিলা জরৎকারু॥
মুখ নেহালিয়া বাপের কৌতুক
কন্যা দিল ভাল বরে।
সম্পূর্ণ আহুতি যজ্ঞে দিয়া
বর-বধূ নিলা ঘরে॥
জামাই সহিতে ভোজন করিল—
কৌতুক মুনির মনে।
মুখ-শোধন পরে শয়ন সানন্দ
কবি বিজয় ভণে॥

## বাসরে বিচ্ছেদ

পদ্মাবতীর বিয়া হইল শুভ প্রয়োজন।
মুনি-মনসা তবে করিল শয়ন॥
ধীরে ধীরে এখন বলিলা মুনিবর।
মনসার তরে তত্ত্ব কহিলা সত্বর॥
"তুমি করহ যদি মোর ইচ্ছা ভঙ্গ।
আমি যাইব তোমার পরিহরি সঙ্গ॥
মুনির ঘরণী হইলে দুঃখ মাত্র ধন।
আহার-পান-নিদ্রা-ভোগ কিছুতে নাহি মন॥
দৈবগতি রাত্রি যদি হয় ত প্রভাত।
নিদ্রা হইতে চেতাইয়া দিবা সহসাত॥"

এতেক কহিয়া নিদ্রা যায় দুইজন।
কতক্ষণে নিশি হইল প্রভাত-লক্ষণ॥
গা তুলি মনসা দেখে নিশি যায় ঘর।
চরণে ধরিয়া চেতায় মুনির কোঙর॥

গা তুলিয়া দেখে মুনি নাহি হয় উষা।
মুনি বলে, "পদ্মা, মোরে আনিয়া দেও কুশা॥
মুনি হইয়া আপন কথা কহিতে বাসি লাজ।
বিয়ার কৌতুকে আসি পাসরিলাম কাজ॥
রাত্রি শেষ হইয়া আসে নাহি হয় উষা।
গঙ্গাতীর হইতে মোরে আনিয়া দেও কুশা॥

CENTRAL LIBRARY



ঝাটে করি আন পুষ্প করিয়া তাড়াতাড়ি।
তুমি পুষ্প আনিলে আমি সন্ধ্যা করি॥"

মুনির বোলে পদ্মা হাসিল কৌতুকে।
"হেন ছার বাক্য কেন আইসে মুখে॥
আজু মাত্র হইয়াছে বিয়া নহে পোহায় রাতি।
পুষ্প তুলিতে যাব বড়ই অখ্যাতি॥
বাপের প্রতাপে আমি নানা ভোগে ভোগী।
বন-মধ্যে ফল-ফুল কভু নাহি তুলি॥
কোপ করহ, তাপ করহ, যেবা মনে লয়।
কোন কালে হেন কর্ম আমা হইতে নয়॥"

পদ্মার বচনে মুনি কোপেতে কম্পিত।
আড় আঁখি করি চাহে মনসার ভিত॥
হাতে হাতে কচালে দন্তে কটমটি।
কোপে বলে, "কি বলিল ভাঙ্গড়ার বেটী॥
মুই জরৎকারু মুনি নানা তপে বলী।
মোর আগে দেখাও তোর বাপের ঠাকুরালী॥
বাপের অহঙ্কারে বড় বাস ত আপনা।
তোর বাপে জানে আমি হই কোন জনা॥
কুশ ফুল তুলিয়া থাকিবি আমার সঙ্গে।
তোর বাক্য থাকুক,—মোর বাক্য ব্রহ্মায় না লঙ্ঘে॥
আর দেবের কন্যা হইলে কহিতে থুইতাম কথা।
দণ্ডের বাড়ি দিয়া তোর মুই ভাঙ্গিতাম মাথা॥"

তর্জে গর্জে মুনিবর কোপে ডাক ছাড়ে।
মুনির বাক্য শুনিয়া পদ্মার কোপ বাড়ে॥
মনে মনে চিন্তে পদ্মা কার্যের বিপাক।
"কুশা-কাটা বামনা কিসের পাড়ে ডাক॥
তপের প্রভাবে অহঙ্কারে পথ বহে।
বাপ তুলিয়া গালি পাড়ে প্রাণে কত সহে॥
অহঙ্কারে নাহি বুঝে কেবা কত দূর।
ক্ষণেকে করিতে পারি অহঙ্কার চুর॥"

ভাবিতে চিন্তিতে পদ্মা স্থির করে মন।
কোপে বিষ-পূর্ণিত হইল দুনয়ন॥
বিষ-নয়নে পদ্মাবতী মুনিরে নেহালে।
পদ্মার কোপে পোড়ে মুনি কালবিষের ঝালে॥

CENTRAL LIBRARY



কোথায় জপ, কোথায় তপ, কোথায় বড়াই।
বল-বুদ্ধি নষ্ট হইল জ্ঞানমাত্র নাই॥
ছট্‌ফট্‌ করে মুনি কিছু নাহি মন।
অচেতন হইয়া পড়ে মুনির নন্দন॥
রক্ত-ফেনা উঠে মুখে কথা স্থির নহে।
বোলচাল কিছু নাই শ্বাসমাত্র বহে॥
শয্যার উপরে মুনি হইল মূর্ছিত।
কোপে রহিল পদ্মা ঘরের এক ভিত॥
পদ্মার কোপে মোহ পাইল জরৎকারু মুনি।
সেই পদ্মা রাখুক নায়ক গুণমণি॥

শয্যাতে মূর্ছিত হইল মুনির তনয়।
হুলাহুলি হইয়া গেল প্রভাত সময়॥
চারিদিকে চাপিয়া কোকিল করে ধ্বনি।
শয্যা তুলিতে চণ্ডী আসিলা আপনি॥
আগে পাছে সঙ্গে লইয়া যত পুরনারী।
হুলাহুলি দিয়া তোলে জামাইএর মশারি॥
চৌদিকে চাপিয়া বাজে মঙ্গল বাজন।
জামাই মূর্ছিত দেখি মূর্ছিতা নারীগণ॥
এক ভিতে হাত পড়ে আর ভিতে স্কন্ধ।
মরা জামাই দেখিয়া সবের লাগে ধন্দ॥
মুখ বাহিয়া ফেনা পড়ে দেখিতে ডরাই।
দূরে বসিছে পদ্মা জামাইএর কাছে নাই॥

চণ্ডী বলে, "মনসা, বার্তা কহ সারা।
তুমি সুখে বসিছ, জামাই কেন মরা॥"
ঘন ঘন জিজ্ঞাসে চণ্ডী করিয়া আদর।
নিঃশব্দে রহিল পদ্মা না দিল উত্তর॥
পদ্মা হইতে চণ্ডী যদি না পাইল সন্ধান।
চরে বার্তা কহিল গিয়া মহাদেবের স্থান॥
বার্তা পাইয়া মহাদেব করে ছট্‌ফট্‌।
ত্বরিত-গমনে আইলা পদ্মার নিকট॥

অচেতন মুনিবর না চাহে কোন ভিত।
পদ্মারে জিজ্ঞাসা করে, "এ কোন উচিত॥

CENTRAL LIBRARY



নাহি রোগ, নাহি শোক—মৃত্যু কি কারণ।
আচম্বিতে হইল কিবা কহত লক্ষণ॥"

জিজ্ঞাসেন মহাদেব,—পদ্মা না করে রাও।
সবার হিত করুক সেই পদ্মাবতী মাও॥
বিজয় গুপ্ত বলে, "গাইন, বুঝিও সংবাদ।
লাচাড়ী প্রবন্ধে বল পয়ার-বিচ্ছেদ॥"

"মোরে সত্য কহিতে উচিত।
মুনি কেন মৈল আচম্বিত॥
মনে মনে ভাবিয়া চাই তোমার যোগ্য জামাই
অনেক যতনে পাইলাম মুনিবর।
তাঁহারে আমি ভাল জানি অজর-অমর মুনি
তাহে কেন এত আথান্তর॥
তপের ফলে দেবের পূজিত,
আজ হৈল বিয়া না হইল বাসি রাতি।
এ নামে, পদ্মা, বড়ই অখ্যাতি॥"

"যে মৈল সেই মৈল আপন কর্মদোষে।
তোমার কলঙ্ক লোকে কেন ঘোষে॥"

মনসা বলেন, "বাপ, শুন শূল-পাণি।
ইহার কারণ আমি কিছু নাহি জানি॥
হেন কি তোমার মনে লয়।
নারী হইয়া আপন স্বামী খায়॥
আজু নিশি অবসানে হইলেক উষা।
মোরে বলে, 'তুই মোরে আনিয়া দে কুশা॥'
কোপমনে মূর্ছিত মুনি হইল আপনি।
আমি ত না জানি কেমনে মৈল মুনি॥"

হাসিয়া তবে বলেন মহাদেবে।
"তোমার প্রতাপ পদ্মা কে সহিতে পারে॥
মুই বুঝিলাম কার্যের হেন দশা।
শীঘ্র করি জীয়াইয়া দেওগো মনসা॥"
বিধির নির্বন্ধ কভু না হয় খণ্ডন।
বিজয় গুপ্তের সরস বচন॥

CENTRAL LIBRARY



## পুত্রবর

বাপের বচন শুনিয়া পদ্মাবতী।
স্বামীর নিকটে গেলা অতি শীঘ্রগতি॥
মূলমন্ত্র জপিলা মুনির শ্রবণে।
চৈতন্য পাইল মুনি দেখিল সর্বজনে॥
চারিদিকে নারীগণে হুলাহুলি দিল।
পদ্মার প্রতাপে মুনি চৈতন্য পাইল॥
চৈতন্য পাইয়া মুনি আঁখিতে দিল জল।
বল-বুদ্ধি কিছু নাই ধন্দ সকল॥
দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে মুনি, বলে, "রাম রাম।
পদ্মা হেন স্ত্রীতে মুনির নাহি কাম॥"
মুনি বলেন, "শিব, তুমি সংসারের সার।
আপনি দেখিলা সব কি কহিব আর॥"
মহাদেব-স্থানে এত কহিয়া বচন।
আরবার মহামুনি করিলা শয়ন॥
সন্ধ্যা-ভঙ্গ হয় দেখে মুনি অচেতন।
দেখিয়া মনসার চিন্তিত হইল মন॥
সত্বর ধরিল পদ্মা মুনির চরণ।
শাপ দিয়া উঠে মুনি পরম দারুণ॥

পদ্মা বলে, "শুন প্রভু, মুনি মহাশয়।
সন্ধ্যা-ভঙ্গ হয় দেখি মনে পাই ভয়॥
মুনি বলেন, "তুমি মোর করিলা ইচ্ছা ভঙ্গ।
হের আমি চলি যাই পরিহরি তোমার সঙ্গ॥"
এতেক বলিয়া মুনি চলিল তখন।
সন্ধ্যা-ভঙ্গ হয় মুনির বিস্মৃত হইল মন॥
মুনি বলে, "শুন শুন, দেব ত্রিলোচন।
মনের কথা আমি কহিব তোমার স্থান॥
তোমার তনয়া পদ্মা পূজে সর্বরাজ্যে।
পদ্মা হেন ধরণী মুনিরে নাহি সাজে॥
বনবাসী মুনি আমি ফল-মূল খাই।
পদ্মা হেন ধরণীতে মুনির সাধ নাই॥
পদ্মার চরিত্রে আমার লাগে ভীত।
আজি হইতে পদ্মা আমার পরম গর্বিত॥"
শিবের তরে এত কথা কহিয়া কোপে।
দণ্ড হাতে করিয়া মুনি যায় মনের তাপে॥

CENTRAL LIBRARY



ইহা জানিয়া মহাদেব গেল মুনির স্থান।
হাত ধরিয়া কহে, "শুন মহাজন॥
পুত্র নাহি, ঝি নাহি—পোড়ে মোর হিয়া।
অতি দুঃখে জন্মিল পদ্মা মোর কন্যা হইয়া॥"
পদ্মারে ছাড়ি মুনি যায় নিজালয়।
থাকুক অন্যের কার্য শিব পাইলা ভয়॥
ঝির দুঃখে মহাদেব জামাইএর কুপ্পর।
হাতে ধরি বলেন শিব, "শুন মুনিবর॥
বিধির নির্বন্ধ আমি মনে মনে গণি।
এইজন্য হইল কন্যা তোমার ঘরণী॥
বিবাহ করিয়া তুমি না কৈলা পরশ।
তবে মন্দ হইলে তোমার অপযশ॥
তোমার ভার্যা হইয়া পদ্মা যাবে ছারে খারে।
অপরাধ ক্ষমা কর কি বল তাহারে॥"

শিবের কথা শুনিয়া বলেন মুনিবর।
"নিবেদন করি কিছু শুন মহেশ্বর॥
কখন না যায় যাহার যেই কর্মে।
পদ্মার আমার গৃহবাস নাহি এই জন্যে॥
দৈবের নির্বন্ধ আমি না পারি লঙ্ঘিবার।
জানিয়া বলহ মোরে দেব মহেশ্বর॥
এই নিবেদন আমি করি তোমার তর।
আমার ঠাঁই পদ্মা চাহে কোন্ বর॥
মনের অভীষ্ট পদ্মা করুক প্রকাশ।
বর দিয়া পদ্মারে আমি চলি বনবাস॥"

মুনির বচন শুনিয়া দেব মহেশ্বর।
সবে বলে, "মনসা, মাগহ পুত্রবর॥"
কার্তিক-গণেশ আর নন্দি-মহাকাল।
"বর মাগ, পদ্মাবতি" বলে বোলচাল॥
চারিদিকে হুড়াহুড়ি মনসা ফাঁফর।
ভাবিয়া না পায় পদ্মা মাগিবে কোন্ বর॥
পদ্মাবতী রাও না করে মুনির বাড়ে রাগ।
মুনি বলে, "পদ্মাবতি, ঝাটে বর মাগ॥"
আপনি বলেন মুনি, "শুন গো মনসা।
মন-সুখে মাগ বর যেবা তোমার আশা॥"

CENTRAL LIBRARY



চারিদিকে ছড়াছড়ি পদ্মা চমৎকার।
"পুত্রবর, পুত্রবর" বলে অষ্টবার॥
পদ্মার ক্রন্দন শুনি দুঃখ হইল বৈরী।
সংবাদ পড়িল, "ভাই, বলরে লাচাড়ী॥"

"নিশ্চয় বুঝিলাম আমি ছাড়িয়া যাইবা তুমি
চিন্তিতে হৃদয়ে লাগে তাপ।
করিয়া অনেক আশ বিয়া দিল তোমার পাশ
ত্রিদিব-ঈশ্বর মোর বাপ॥
পূর্ব্বজন্মে করিলাম পাপ তে কারণে এত তাপ
প্রভু মোরে ছাড়িয়া যাও বনে।
মা ভাই কারে কব দৈবে মরণ হব
না জানি কি হইল এখনে॥
চারিভিতে বহে ঝড় দেখি প্রাণে লাগে ডর
কেমনে বঞ্চিব স্বামী বিনে।
বিজয় গুপ্ত কবি ভণে, বিষাদ না ভাব মনে
অকারণে কান্দ আর কেনে॥

পদ্মার বচনে হাসিলেন মুনি মহাশয়।
হাসিয়া মুনিবর পূর্ব্বকথা কয়॥
"অষ্টপুত্র হবে তোমার সম্পূর্ণ সময়।"
বর দিয়া মুনি বলে, "শুনহ নিশ্চয়॥
নাগজাতি জন্মিবেক বলে মহাতেজা।
এই অষ্টজন হবেক নাগগণের রাজা॥
নাগজাতি জন্মিবেক সহোদর অষ্ট ভাই।
তাহা হইতে হইবে তোমার বড়ই বড়াই॥"
নাভি হস্ত দিয়া, "অস্তক" করিলা স্মরণ।
অস্তক সাক্ষাৎ হইল তপের কারণ॥
বর দিয়া জরৎকারু স্থির হইয়া রহে।
পদ্মার পেটে হাত দিয়া পুনর্ব্বার কহে॥
"আস্তিক মহামুনি পদ্মার নন্দন।"
আশীর্ব্বাদ করিয়া ঘরে গেল তপোধন॥

শিবের কুমারী পদ্মা জগতের মাও।
ভক্তিভাবে পূজা কর মনসার পাও॥
সনাতন-তনয় রুক্মিণী-গর্ভজাত।
সেই বিজয় গুপ্তেরে রাখ জগন্নাথ॥

---

CENTRAL LIBRARY

# মনসার বনবাস

## চণ্ডীর প্রার্থনা

অষ্টপুত্র বলবন্ত দেবী বিষহরী।
পালন করেন শিব অনুরাগ করি॥
বাপের গৌরবে পদ্মার কারে নাহি ভয়
সর্বক্ষণ কোন্দল গৌরীর সঙ্গে হয়॥

অতি কোপে কহে দেবী শিবের গোচর।
"কন্যা লয়ে থাক তুমি হয়ে স্বতন্তর॥
সর্বদা আমার সঙ্গে করে বিসংবাদ।
হেন কন্যা রাখিতে আমার নাই সাধ॥
নাগজাতি কন্যা তব, মোর কন্যা নাই।
দুই পুত্র লইয়া আমি বাপের বাড়ী যাই॥
মোর সঙ্গে কেমনে থাকিবে পদ্মাবতী।
আপন প্রকৃতি-দোষে ছাড়ি গেল পতি॥
পদ্মা আনিবার কথা নাহিক স্মরণ।
পুষ্পবনে দেখি তুমি হলে অচেতন॥
কপটে ভাণ্ডিয়া মোরে গেলা পুষ্পবন।
সেই পদ্মা দিয়া মোর নাহি প্রয়োজন॥"

এতেক বলিল যদি দেবী মহামায়া।
শিব বলে, "তোমার হৃদয়ে নাহি দয়া॥
মা নাহি,—পদ্মাবতী সতীনের ঝি।
ত্রৈলোক্য-ঈশ্বরী তুমি, তোমার করবে কি॥
সাক্ষাতে তোমারে মন্দ নাহি বলে ডরে।
নিষ্ঠুর বলিয়া তোমা সবে চর্চা করে॥
আমি বলি মহামায়া না কর অন্যথা।
পদ্মার সঙ্গে বিসংবাদ না কর সর্বথা॥

মহামায়া বলে, "প্রভু, কহিনু নিশ্চয়।
দুই পুত্র লয়ে আমি যাব হিমালয়॥
যখনে আনিছ পদ্মা আমার আলয়।
তখনই করেছি ত্যাগ অপকীর্তির ভয়॥
তোমার গৌরবে পদ্মার কারে নাহি ডর।
আপন হইয়া কর্ম করে স্বতন্তর॥

CENTRAL LIBRARY



অযশ না গণে পদ্মা ধর্মে নাহি অঙ্ক।
জরৎকারু মুনি মারিয়া রাখিল কলঙ্ক॥
তপের প্রভাবে মুনি জীল ভাগ্যবলে।
তোমার অযশ শিব ত্রিসংসারে বলে॥
ঘরের স্বামী উপেক্ষিল তবু পুত্রসাধ।
তাহার পুত্রের তরে এতেক প্রমাদ॥
শুনিয়া মনুষ্য হাসে পদ্মার কত কাজ।
যেই দেখে মুখ ঢাকে সেই বাসে লাজ॥
সর্বদা আমার সঙ্গে করে বিসংবাদ।
নিশ্চয় পদ্মারে নিয়া ঘটিবে প্রমাদ॥
আপনে সকল জান আমি বলব কি।
আমি যাই বাপের বাড়ী থাকুক তোমার ঝি॥
তবে যদি যাইতে না দেও ত্রিপুরারি।
গৃহে অগ্নি দিয়া আমি যাব বাপের বাড়ী॥"
এতেক বলিয়া দেবী করিলা গমন।
হস্তে ধরি নিরস্ত করিলা ত্রিলোচন॥

ব্রহ্মা বলেন শিব, "কেন তোমার হাস।
মায়ে ঝিয়ে দ্বন্দ্ব ঠেকিলে ভালবাস॥
এক ঘরে কাজ কিবা এক দেশে থাকে।
প্রমাদে পড়িবে তবু দেবী নাহি রাখে॥
আমি বলি তুমি কর কঠিন হৃদয়।
গৌরী-পদ্মার বসতি একত্রে সংশয়॥"
বিজয় গুপ্ত বলে, "গাইন, চিন্ত নারায়ণ।
পয়ার এড়িয়া দেও লাচাড়ীতে মন॥"

"শুন শুন শূলপাণি হিত উপদেশ-বাণী
পরিণামের ব্রত আমি জানি।
মায়ে ঝিয়ে করে দ্বন্দ্ব সকলে বলিবে মন্দ
গৌরীর যুক্তি দুইজনে মানি॥
কি জানি হয় প্রমাদ পদ্মা না মানে উপরোধ
বিবাদেতে আগল ভবানী।
দেখ শুন রাও না কর এমতি উৎপাত বড়
মনেতে কাটিবা কত দ্বন্দ্ব।
মোর মনে হেন ঠেকে দেখাদেখি দ্বন্দ্ব ঠেকে
দূরদেশে পুরে অনুবন্ধ॥"

CENTRAL LIBRARY



মহাদেব বলে, "ব্রহ্মা, এই বড় দস্যুকর্ম
দূরে গেলে মনে লাগে ব্যথা।"
বিধাতা বিনয়ে কয়, "পদ্মাবতী মনে লয়
বিদেশেতে রহিবে সর্বথা॥
দেবের বচন ধর তাহার শোক পাশর—
যে দেশে গৌরীর না হয় দেখা।
হেন দেশে লইয়া যাই এক দেশেতে নহে ঠাঁই
স্থান দিয়া সেই স্থানে রাখিবা॥"
ভাবিতে চঞ্চল জীব হৃদয়ে আকুল শিব
বিচারিয়া চাহে মনে মনে।
ভাবিয়া বিকট ঠেকে অস্থির কন্যার শোকে
সানন্দে বিজয় গুপ্ত ভণে॥

## শিবের সঙ্কট

"সবে একেশ্বরী পদ্মা নাহি মা-ভাই।
চিন্তিয়া আকুল মুঞি থুইব কোন ঠাঁই॥"

নারদ মুনি বলে, "গোসাঞি, না বুঝ বিষাদ।
এই কর্মে তুমি কেন মনে কর খেদ॥
দূরে পদ্মা যায় তুমি কেন চিন্তা কর।
সংসারের সার তুমি তথা যাইতে পার॥"

দেবগণ বলে, "গোসাঞি, না করিও আন।
অতি ভাল দেখি পদ্মা যায় অন্য স্থান॥
জয়ন্তী নামে পর্বত দক্ষিণ দিকে বাস।
হেথা হইতে যাইতে তথায় লাগে এক মাস॥
চৌদিকে বেড়িয়া তাহার সাগর পাথার।
তাহার বাহিরে মহা অরণ্য ঘোরতর॥"

শিব বলে, "মহামায়া, বুঝিলাম আশ।
স্থির হও মনসারে দিব বনবাস॥"
মনসারে ডাকিয়া বলেন মহেশ্বর।
"বনবাসে দিব তোমা চলহ সত্বর॥"
এই কথা পদ্মা যখন শুনিল শিবমুখে।
আকাশ ভাঙ্গিয়া যেন পড়িলেক বুকে॥

পদ্মা বলে, "বাপ, তুমি সংসারের সার।
তোমা বিনা মনসার গতি নাহি আর॥

CENTRAL LIBRARY



না জানি কি আছে মোর পাপিষ্ঠ কপালে।
বনবাস দিলা মোরে সৎমায়ের বোলে॥

"শুন বাপ ত্রিপুরারি, আমি কন্যা একেশ্বরী
মা-ভাই কেহ মোর নাই।
মোর হবে কোন গতি ছাড়ি গেল প্রাণপতি
সবে বাপ মহেশ গোসাঞি॥
বনবাসে একেশ্বর মনে বাসি বড় ডর
মৃত্যু লাগি নাহি মোর দুখ।
সিংহ-ব্যাঘ্র-আদি ভয় কি জানি কখন হয়
তখনে চাহিব কার মুখ॥
বুঝেছি সতাইর আশ দিবে মোরে বনবাস
কেবা নাম থুইল মহামায়া।
আমি কন্যা সতী ঝি তাহার করেছি কি
তিলমাত্র নাহি তায় দয়া॥
ধরণী লোটায়ে বলে রাখ মা চরণ-তলে
অভয়া চরণে দেও ঠাঁই।"
বিজয় গুপ্তের বাণী— "শুন পদ্মা ঠাকুরাণি,
জয়ন্তীনগরে তোমার ঠাঁই॥"

মহাদেব বলে, "পদ্মা, শুনহ বচন।
এমন মায়ের লাগি কান্দ কি কারণ॥"

পদ্মা বলে, "শুন বাপ, দেব ত্রিপুরারি।
পৃথিবীতে মাতা হন জগত-ঈশ্বরী॥
মাতা যে পরম গুরু বেদশাস্ত্রে কয়।
মা সম সংসারে নাহি শুন মহাশয়॥"
এতেক কহিল যদি দেবী বিষহরী।
শুনিয়া কাতর হয় দেব ত্রিপুরারি॥

পদ্মারে করিয়া কোলে করিলা সাধন।
"আমারে দেখিয়া মাগো ক্ষমা দেহ মন॥
বিলম্ব না কর মাতা চলহ সত্বর।
বনমধ্যে থাক গিয়া হৈয়া স্বতন্তর॥"
শিবের বচনে পদ্মা হইলা সুস্থির।
গৌরীর নিকট পদ্মা গেল ধীরে ধীর॥

CENTRAL LIBRARY



পদ্মা বলে, "শুন কথা, জগতের আই।
আমার কপালের ফল তোমার দোষ নাই॥
অযোনি-সম্ভবা আমি জন্মু পদ্মবনে।
জন্মিয়া মায়ের স্তন না দিলাম বদনে॥
অধোভূমে পালন করিলা নাগগণে।
তুলিয়া থুইলো, মাগো, তোমার পুষ্পবনে॥
পুষ্পবনে ছিলাম আমি, শুন মহামায়।
তাহাতে বাপের সঙ্গে হইল পরিচয়॥
বাপের সঙ্গে আসিলাম তোমার আলয়।
শুভক্ষণ পাইলে করাবে পরিচয়॥
ঘরেতে থুইয়া গেল স্নান করিবার।
না চিনিয়া তুমি মোরে করিলা প্রহার॥
বাছিয়া সুন্দর বরে বাপে দিল বিয়া।
দোষিয়া আমারে মুনি গেলেন ছাড়িয়া॥
মুনির বরেতে অষ্ট হইল নন্দন।
তার লাগি করে বাপ ক্ষীরোদ-মন্থন॥
জনম-দুঃখিনী আমি দুঃখে গেল কাল।
যেই ডাল ধরি আমি ভাঙ্গে সেই ডাল॥
শীতল ভাবিয়া যদি পাষাণ লই কোলে।
পাষাণ আগুন হয় মোর কর্মফলে॥
কারে কি বলিব মোর নিজ কর্মফল।
দেবকন্যা হইয়া স্বর্গে না হইল স্থল॥
ডাকিবার লক্ষ্য নাই, শুনগো জননি।
বিধাতা করিল মোরে জনম-দুখিনী॥
আপন দুঃখের কথা কহিনু সকল।
তোমার কিছু দোষ নাই মোর কর্মফল॥
অযোনি-সম্ভবা হৈয়ে জন্মেছি সুন্দর।
ত্রিভুবনমধ্যে, মাগো, তোমার উদর॥
কোলের বালিকা হৈয়া বুঝাই তোমারে।
তোমার উদর ছাড়া কে জন্মিতে পারে॥
জগত-ঈশ্বরী তুমি দেবী মহামায়া।
তবে কেন মোর প্রতি হইলা নির্দয়া॥
মায়ে ঝিয়ে বিসম্বাদ কেবা নাহি করে।
ক্রোধ সম্বরিয়া মাগো রাখহ আমারে॥"

CENTRAL LIBRARY



## মনসার বনগমন

কাকুতি করিয়া পদ্মা গৌরীর স্থানে কয়।
ফিরিয়া না চাহে চণ্ডী দারুণ-হৃদয়॥
"বিশেষ বুঝিলাম, মাগো, তোমার মনের আশ।
বিদায় লইয়া, মাগো, যাই বনবাস॥
শিবপুরী থাক তুমি, আমি যাই বন।
তোমার নাহিক দোষ—কপালের লিখন॥
জানিনু বড়ই তোমার নিষ্ঠুর শরীর।"
প্রণাম করিয়া পদ্মা চলে ধীরে ধীর॥
"শিব-ঠাঁই শুনি তুমি দয়াল প্রচুর।
এবে সে বুঝিলাম তব দয়া কতদূর॥
শুন মাতা, ভগবতি, পর্বত-দুহিতা।
পাষাণ তোমার কায়া জানিনু সর্বথা॥
এমন অশক্য কথা কোন্ জনে বলে।
আপন কন্যাকে নিজে ফেলে ভূমিতলে॥
তব সম নিদারুণ আর কেবা আছে।
না জানি বিধাতা তোমায় গড়িল কোন্ ছাঁচে॥
যেই বিধাতায় তোমা করিল গঠন।
পাইলে বিষের তেজে বধিতাম জীবন॥"

চলে কি না চলে পদ্মা ধীরে ফেলে পাও।
নয়নের জলে পদ্মার ভিজে সর্ব গাও॥
আপনার কর্মফল আপনি নিন্দা করি।
নাগরথ আরোহণ করিলা বিষহরী॥
বৃষপৃষ্ঠে আরোহণ করি মহেশ্বর।
মনসা লইয়া গেলা জয়ন্তীনগর॥
গহন কানন অতি দেখিতে ভয়ঙ্কর।
তথায় থুইল পদ্মা দেব মহেশ্বর॥
সিংহ-ব্যাঘ্র চলে তথা দেখিতে বিপরীত।
"এই কালে বল ভাই লাচাড়ীর গীত॥"

কান্দে দেব মহেশ্বর,— "তুমি কন্যা একেশ্বর
কিরূপে বঞ্চিবে বনবাস।
সিংহ-ব্যাঘ্র চলাচল প্রাণে বাসি বড় ডর"
কান্দে শিব ছাড়িয়া নিঃশ্বাস॥

CENTRAL LIBRARY



"মা ভাই নাই কেহ সেই দুঃখে দহে দেহ
আমা বিনা আর কেহ নাই।
আমি যে গৌরীর বশ লোকে ঘোষে অপযশ
তোমা বনে পাঠাইলা সতাই ॥
কারে কি করিব রোষ তোমার কর্মের দোষ
আমি কিবা করিনু তোমারে।
দিয়া তোমা বনবাসে কি মতে যাইব দেশে
এখন কি হইবে আমারে ॥"

মনসা বলেন, "বাপ, না করিও মনস্তাপ
সতাইরে না বলিও মন্দ।
কারে কি কহিতে পারি স্বামী ছাড়ে নিজ নারী
সকলি মোর কপাল-নির্বন্ধ ॥
কি মোর করম-দোষে তৃষ্ণায় সাগর শোষে
মোর কেন হইল হেন গতি।"
পদ্মাবতী দরশনে সানন্দ বিজয় ভণে
জয়ন্তী রহিলা পদ্মাবতী ॥

## নেতার জন্ম

মনসার বাক্যে শিব হইল সুস্থির।
নয়নের জলে ভিজে সকল শরীর ॥
দৈবের নির্বন্ধ আছে কি বলিব কথা।
নেত্রের জলেতে তখন জন্মিলেক নেতা ॥
কন্যা দেখিয়া শিব ভাবিতে লাগিল।
"কি কারণে চক্ষু হইতে এ কন্যা জন্মিল ॥"
কন্যা দেখিয়া শিব হইল বিস্মিত।
নেতা বলে, "কোন্ কর্মে করিবা নিয়োজিত ॥"

মহাদেব বলে, "মোর কন্যার নাহি সাধ।
এক পদ্মা দিয়া মোর এতেক প্রমাদ ॥"
কান্দিয়া বলিল তখন দেব ত্রিপুরারি।
"কন্যার সাধ মিটায়াছে দেবী বিষহরী ॥
বহু পুত্র-কন্যা হইতে লোক করে আশা।
দুই পুত্র এক কন্যা মোর হেন দশা ॥
স্ত্রী-পুত্র কেহ মোর নহে দুঃখভাগী।
সহিতে না পারি আমি হইলাম যোগী ॥

CENTRAL LIBRARY



জগৎ-ঈশ্বরী পত্নী স্বয়ং ভগবতী।
তাহার বাসনা নাই দেখিতে পদ্মাবতী॥"
মহাদেব বলে, "মাতা, কি বলিব আমি।
মনসার প্রিয়পাত্র হইয়া থাক তুমি॥"
মহাদেব বলেন, "মাতা, না করিও ত্রাস।
একত্র হইয়া দোঁহে থাক বনবাস॥"
এই কথা মহাদেব যখনে কহিলা।
আপনার কর্মদোষ মনেতে ভাবিলা॥

"নেত্রে জন্ম হইল না গেলাম দেবপুরী।
সকলে বলিবে মোরে রজক-কুমারী॥
মহাদেবের কন্যা হইলাম মনে বড় আশ।
কর্মদোষে পদ্মার সঙ্গে হৈল বনবাস॥
এই বর দেহ মোরে দেব মহেশ্বরে।
আমি যাহা বলি তাহা পদ্মা যেন করে॥"

"এবমস্তু" তখনে বলিলা পঞ্চানন।
মনসা-প্রণাম নেতা করিলা তখন॥
মনসার তরে কহে দেব মহেশ্বর।
"আমার বচনে কভু না কর উত্তর॥
বুদ্ধিতে প্রবীণ নেতা মোর নেত্রে জন্ম।
তাহারে জিজ্ঞাসি তুমি কৈর সব কর্ম॥

এতেক কহিলা যদি দেব ত্রিপুরারি।
শুনিয়া সন্তুষ্ট হইল দেবী বিষহরী॥
হাসিয়া বলিল তখন দেবী পদ্মাবতী।
"ইহারে দোসর মোরে দিলা পশুপতি॥"

এত বলি বিদায় মাগে দেব ত্রিলোচন।
শুনিয়া যে পদ্মাবতী হইলা বিমন॥
"তুমি হেথা থাক, মাগো, আমি ঘরে যাই।
এত দুঃখ দিল মোরে তোমার সতাই॥"
বৃষের পৃষ্ঠে চড়ি শিব চলে শীঘ্রগতি।
কান্দিতে কান্দিতে গেলা যথায় পার্বতী॥
মহাদেব বলে, "গৌরি, শুন দিয়া মন।
তোমার মনের বাঞ্ছা হইল পূরণ॥
নিশ্চিন্তে আমার গৃহে থাক গো ভবানি।
শুনিয়া দেবতা কত মন্দ বলে জানি॥"

CENTRAL LIBRARY



গৌরী বলে, 'নিবেদন শুন ত্রিলোচন।
পদ্মা দিয়া অপকীর্ত্তি কপাল-লিখন॥'

আপন পুরীত যদি আইলা ত্রিলোচন।
এথায় জয়ন্তীর কিছু শুনি বিবরণ॥

## পুরী-নির্মাণ

বনবাসে আছেন দেবী নেতার সঙ্গতি।
বিমরিষ দুইজনে করেন যুকতি॥
নেতা বলে, "পদ্মাবতি, চিন্তিলাম উপায়।
সব নাগে সংবাদ দিয়া আন গো হেথায়॥"
সংবাদ করিলা নেতা যত নাগগণ।
"সত্বরেতে যাও বিশ্বকর্মার ভবন॥"

চলিলেক নাগগণ পদ্মার আজ্ঞা পাইয়া
বিশ্বকর্মার পুরী যথা উত্তরিল গিয়া॥
নাগ বলে, "বিশ্বকর্মা, করি নিবেদন।
এইক্ষণে জয়ন্তীতে করহ গমন॥"
পদ্মার আদেশ বিশাই যখন শুনিল।
আপনার অস্ত্র লয়ে জয়ন্তীতে গেল॥
বিশ্বকর্মা বলে, 'শুন, দেবি বিষহরি।
যে কর্ম করিতে কহ সেই কর্ম করি॥"

বিষহরী বলে, "যদি রাখ মোর মান।
সুন্দর করিয়া গড় পুরী একখান॥"
এতেক কহিলা যদি দেবী বিষহরী।
বিশ্বকর্মা আপনে নির্মাণ করিলা পুরী॥
অতি সুললিত পুরী দেখিতে সুঠাম।
সুন্দর রতনপুরী করিল নির্মাণ॥
অপূর্ব নির্মল করি নির্মাইল পুর।
স্থানে স্থানে ঘর-দ্বার করিল প্রচুর॥
মুকুতা-প্রবাল-রত্ন লেখাজোখা নাই।
সুবর্ণের ধ্বজা-পতাকা দিল ঠাঁই ঠাঁই॥
দেউড়ি বিস্তর বিশাই করে স্থানে স্থান।
সুবর্ণ-খচিত ঘর করিলা নির্মাণ॥

CENTRAL LIBRARY



বিশ্বকর্মা বলে, "শুন, দেবি বিষহরি।
কনক-রচিত হইল বনবাস-পুরী॥
অপূর্ব নির্মাণ পুরী দিব্য সরোবর।
মারুত পাথরে ঘাট বান্ধে থরে থর॥
হইতে অমরাপুরী অধিক শোভা করে।
মেলানি করহ, মাগো, যাই নিজ ঘরে॥"

এত বলি বিশ্বকর্মা হইল বিদায়।
প্রণাম করিয়া তখন নিজ ঘরে যায়॥
পদ্মা বলে, "বিশ্বকর্মা, বলি তোমার ঠাঁই।
আমার সাক্ষাতে তোমার কোন ভয় নাই॥
যদ্যপি তোমার শত্রু হয় কোন জন।
ততক্ষণে নাগে তারে বধিবে জীবন॥"
নির্মাণ হইল পুরী জয়ন্তীনগরে।
বিশ্বকর্মা চলি গেল আপন বাসরে॥
জয়ন্তীর রাণী হইলেন বিষহরী।
বামেতে বসিল নেতা রজক-কুমারী॥
শিবের কুমারী পদ্মা সৃষ্টির পূজিত।
রত্ন-সিংহাসনে বসে—নাগ চারিভিত॥
অপার মহিমা দেবী জগতের মাতা।
সম্মুখে দাঁড়ায় ধামু বাম পাশে নেতা॥

---

CENTRAL LIBRARY

# দ্বিজ বংশীদাস

( খৃঃ ১৬শ শতাব্দী )

## চাঁদ সদাগরের পূর্বকথা

### চাঁদের জন্ম

পূর্বে পশুসখা নাম, ছিল সব গুণধাম,
ধর্মকাম রাজা চন্দ্রবংশে।
ধর্মেত রাখিয়া মন, সদাকাল প্রজাগণ,
পুত্রবৎ পালি সর্ব অংশে ॥
ধন-জন পুত্র-নারী, শেষে সব পরিহরি,
একেবারে ছাড়ি রাজ্য আশা।
তপস্বী আশ্রমে গিয়া, সুখভোগ তেয়াগিয়া
করে অতি কঠোর তপস্যা ॥
মনেত ভাবি চণ্ডিকা, তপ করে পশুসখা,
সকল ছাড়িয়া একেশ্বর।
তপস্বীর বেশ ধরি, অতি উগ্র তপ করি,
আবাহনে ভবানী-শঙ্কর ॥
গঙ্গার কূলেত বসি, তপস্যা করে তপস্বী,
হেনকালে দেখে আচম্বিত।
পক্ষী ছাও দুই গুটী স্রোতে লৈয়া যায় ভাটী,
ঢেউয়ে তোলে পাড়ে বিপরীত ॥
দেখিয়া আকুল হিয়া, ছাও আনে সাঁতারিয়া,
আশ্রমে তপস্বী অনুদিন।
বৃক্ষের কোটরে থুয়া, নিজ কর্ম উপেক্ষিয়া,
পুষি ছাও করিল প্রবীণ ॥
অনাথ পক্ষীর ছাও, তাকে ডাকে বাপ-মাও,
বিপাক ঘটিল দৈবযোগে।
ভ্রমিয়া গহন-বনে, পাইয়া নির্জন স্থানে,
ছাও খাইল মনসার নাগে ॥

CENTRAL LIBRARY



তপস্বী আশ্রমে গিয়া, দুই ছাও না দেখিয়া,
শোকানলে কাতর জীবন।
মনেত ভাবিল সার, কাম্যস্থানে মরিবার,
কাম্যতীর্থে করিল গমন॥
"সর্পে যেন আমারে, দংশিতে নাহিক পারে,
দেখিয়া পলায় যেন ডরে।
হইম সর্পের বৈরী,"— এই কামনা করি,
সেই তপস্বী তথা মরে॥
বৈসে চম্পকদেশে, গন্ধবণিক্য বংশে,
ধনঞ্জয় সুত কোটীশ্বর।
সেও সুখী ধনে জনে, পুত্র নাহি তে কারণে,
হর-গৌরী পূজে নিরন্তর॥
বর দিলা মহেশ্বর,— "সুপুত্র হইবে তোর,
যার যশঃ ঘোষিব সংসার।
আমাতে একান্ত ভক্তি, হইবে সে মহামতি,
মোর নামে নাম থুইও তার॥"
বর পায়্যা তুষ্ট মন, ঘরে গেল ততক্ষণ,
ভক্তি ভাবে পূজিয়া শঙ্কর।
দ্বিজ বংশীদাসে ভণে, পূর্ব পুণ্যের কারণে,
তথাতে জন্মিল চন্দ্রধর॥

পুত্র হৈল কোটীশ্বর হরষিত মনে।
নানাবিধ মহোৎসব করে দিনে দিনে॥
পুত্র হইল হর-চণ্ডিকার বরে।
সেই তপস্বী যে কাম্য-সাগরে মরে॥
পুত্র পাইয়া মহানন্দে কোটীশ্বর।
শিবের আজ্ঞায় নাম রাখে চন্দ্রধর॥
ষষ্ঠীপূজা আদি করে যতেক মঙ্গল।
জাতকর্ম-চূড়াকর্ম করিল সকল॥
বেদ-অনুসারে সব করি সংস্কার।
গুরুতে সঁপিল পরে শাস্ত্র পড়িবার॥
পড়িয়া পণ্ডিত হৈল করি শাস্ত্র শিক্ষা।
গুরুয়ে ভৈরবী মন্ত্রে করাইল দীক্ষা॥
পূর্বের পুণ্যের ফলে হৈল মহামতি।
পিতার আজ্ঞায় পূজে শঙ্কর-পার্বতী॥

CENTRAL LIBRARY



আপনার অঙ্গ হতে খসায়্যা রুধির।
অঙ্গ বলি দিয়া পূজা করয়ে চণ্ডীর॥
ভক্তি দেখি তুষ্ট হৈয়া ভবানী-শঙ্কর।
আবির্ভূত হৈয়া তবে দিলেন উত্তর॥

চান্দ বলে, "যদি মোরে করিলাই দয়া।
নিদান সময়ে যেন দেখি পদছায়া॥
আর এক নিবেদন অন্তরে আছয়।
মহাজ্ঞান দিয়া মোরে করহ নির্ভয়॥"

শিবে বলে, "মহাজ্ঞান দিলাম তোমারে।
একবাক্য বলি বাপু রাখিবা ইহারে॥
আড়াই অক্ষর মন্ত্র তোমা দিলু আমি।"
অন্যেত কহিলে মাত্র পাসরিবা তুমি॥

এহি বর দিয়া গেলা ভবানী-শঙ্কর।
সন্তুষ্ট হইয়া ঘরে গেল চন্দ্রধর॥
দেখিয়া বাপের বড় রঙ্গ হৈল মনে।
উদ্যোগ করে সত্বর বিয়ার কারণে॥
দেশে দেশে ভট্ট পাঠাইয়া অনুচরে।
চান্দের বিয়ার সজ্জা করে কোটীশ্বরে॥
দ্বিজ বংশীদাসে গায় মধুর পয়ার।
হরি পরে গতি নাই ভব তরিবার॥

## চাঁদের বিবাহ

ভাট পাঠাইল দেশে দেশে।
যেন অনুরূপ বর, কন্যা আছে কার ঘর
চান্দের বিবাহের উদ্দেশে॥
মাণিক্যপাটলী দেশে গন্ধবণিক্য বংশে
সুর সার পুত্র শঙ্খপতি।
কুলে শীলে মহাশয় বণিক্যের বংশে হয়,
তার ঘরে কন্যা গুণবতী॥
পদ্মিনী জাতীয়া কন্যা, রূপে গুণে অতি ধন্যা
নাম তার সনকা সুন্দরী।
পঞ্চ ভাইর ভগিনী, অতিশয় সুলক্ষণী,
রূপে গুণে জিনে বিদ্যাধরী॥

CENTRAL LIBRARY



রাশি-নক্ষত্র-কাল আসিয়া মিলিল ভাল,
চন্দ্র-তারা যোড়াশুদ্ধ লাগে।
যমছত্র সর্প কারে করিল শুদ্ধি বিচারে,
নানামতে ঘটে শুভযোগে ॥
ঘটক পাঠায়্যা তথা, কহিল বিয়ার কথা,
সকল নির্বন্ধ কর্ম করি।
দ্বিজ বংশীদাসে ভণে, "লগ্ন কৈল শুভক্ষণে,
জ্যোতিষের শাস্ত্র বিচারি ॥"

বিবাহের লগ্ন ধার্য করি কোটীশ্বরে
বিধিমতে যতেক মঙ্গল কার্য করে ॥
গৌর্যাদি মাতৃকাপূজা বসুধারা দান।
নান্দীমুখ আদি কর্ম করি সমাধান ॥
নানামতে আপনি সাজিয়া চন্দ্রধর।
যাত্রা করি উঠে মত্ত গজের উপর ॥
সাজিয়া সকল লোক দিল পাটয়ার।
পাইক রাউত সেনা সাজিল অপার ॥
লক্ষপতি সওদাগর চান্দর মাতুল।
তার সঙ্গে হস্তি-অশ্ব-রথ যে বহুল ॥
হীরামণি সুরমণি বিহারী বণিক।
বনপতি রত্নপতি শ্রীপতি ধনিক ॥
ভগীরথ দামোদর গোবর্ধন সা।
বাছাই বাণিয়া চলে চান্দর মাউসা ॥
জ্ঞাতি-কুটুম্ব যত চলে জনে জনে।
ব্রাহ্মণ সজ্জন চলে হরষিত মনে ॥
নানা বাদ্য-মহোৎসব করি হুলস্থুলী।
আসিয়া মিলিল রাজা মাণিক্যপাটলী ॥

অনুব্রজি আগুসারি নিল সর্বলোকে।
শঙ্খপতি কোটীশ্বর মিলিল কৌতুকে ॥
পরম গৌরবে সম্ভাষিল জনে জনে।
যোড় কুট্টি লাগাইল দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণে ॥
কন্যা সাজাইয়া ঘরে নানাবিধ মতে।
ব্রাহ্মণে বরণ-বাক্য করে সাবহিতে ॥
দ্বিজ বংশীদাসে গায় মধুর পয়ার।
চান্দর বিয়ার রঙ্গ শুনিতে অপার ॥

CENTRAL LIBRARY



সনকারে করিয়া খাটেতে।
শুভক্ষণে করি লেখা, তুলিয়া মুখচন্দ্রিকা,
মঙ্গল জোকার নাট-গীতে॥
কটাক্ষে সম্ভ্রম করি, পশ্চিম মুখে সুন্দরী,
প্রণাম করিল যোড় করে।
দেখি সনকার মুখ, হৃদয়ে বাড়িল সুখ,
করয়ে কৌতুক চন্দ্রধরে॥
অপাঙ্গ ইঙ্গিতে চায়্যা, মুক্তা-প্রবাল লৈয়া,
মেলামেলি—কৌতুক অপার।
সোহাগ কজ্জল আনি, পরাইল সুবদনী,
গলে দিল মালতীর হার॥
প্রকারে ঔষধ দিয়া, দর্পণাদি বদলিয়া,
হস্তলেপ করিল প্রকার।
অন্যে অন্যে তোলাতোলি, পুষ্প লৈয়া মেলামেলি,
প্রদক্ষিণ কৈল সপ্তবার॥
ঢাক-দুন্দুভী-কাড়া, ভেরী-মৃদঙ্গের সাড়া
পঞ্চ শব্দে বাদ্য হুলস্থূলী।
সিলই-হাওই ছুটে, লক্ষ লক্ষ বাজী উঠে,
তোলপাড় মাণিক্যপাটলী॥
লক্ষপতি সদাগর, নামাইল কন্যাবর,
ছায়ামণ্ডপ যজ্ঞশালে।
নিজ কুল-পুরোহিত, জ্ঞাতিবর্গ সমুদিত,
বংশীবদন দ্বিজে বলে॥

শঙ্খপতির পুরোহিত আচার্য পুরন্দর।
কোটীশ্বরের পুরোহিত পণ্ডিত শুভঙ্কর॥
মিশ্র শ্রীপতি সার্বভৌম শিরোমণি।
বিদ্যানিধি দিগ্বিজয়ী মহা মহা গুণী॥
বৈদান্তিক বিশারদ যত বেদবিদ্।
ভট্টাচার্য চক্রবর্তী আচার্য পণ্ডিত॥
চতুর্ভিতে বসিলেক পণ্ডিতমণ্ডলী।
হইল ইন্দ্রের সভা মাণিক্যপাটলী॥
ছায়ামণ্ডপেত বর বসে পূর্বমুখে।
কাছাকাছি কন্যা বসে বরের সম্মুখে॥

CENTRAL LIBRARY



উত্তরাস্যে কুশ হস্তে বসিলেক কতি।
কর্ম করায় পুরোহিত হাতে লৈয়া পুথি॥
'সাধু ভবানান্তাম্' বলি বাক্যের সৌষ্ঠব।
'সাধ্বহমাসে' ইত্যুত্তরে করিল গৌরব॥
পাদ্য-অর্ঘ্য-আচমনী মন্ত্র পূর্বক।
পুনরপি আচমনী দিয়া মধুপর্ক॥
অগ্নি-স্থাপন করি কুশণ্ডিকা স্থান।
মহাবাক্য বলিয়া করিল সম্প্রদান॥
তিল-কুশ-যব পঞ্চ হরিতকী সনে।
পূর্ব পুণ্যে শঙ্খপতি কন্যা দিল দানে॥
'স্বস্তি' করি হস্ত পাতি লৈলা চন্দ্রমণি।
দক্ষিণা দিলেক মূল্য ধেনু পয়স্বিনী॥
দাস-দাসী ভূমিদান রজত-কাঞ্চন।
পঞ্চাশ মাণিক্য দিলা বাণিজ্য-কারণ॥
সুবর্ণের বাটা দিলা পানের থলিয়া।
উৎসর্গিল জলধর নামে ছাওলিয়া॥
তেড়া, লেঙ্গা, দুর্জনা আর হীরাধর।
অনুক্রমে গণি দিল পঞ্চটী নফর॥
কালী, কাজলী, বালী, দুর্ব্বলী, মেখলী
পঞ্চ জন দাসী দিল সোহাগে আগলী॥
সনকার মায়ে দিল বস্ত্র উপাদিক।
আর আর জনে দিল একেক মাণিক॥

বরণ পূবক যথা কুল-পুরোহিত।
কুশণ্ডিকা করিয়া অগ্নিতে হোমে ঘৃত
প্রথমে করিল হোম মহাব্যাহৃতি।
সর্ব প্রায়শ্চিত্ত হোম পঞ্চ আহুতি॥
তবে পিতৃ-হোম পুনঃ করিয়া বিধান।
লাজ-হোম করি কৈল যজ্ঞ সমাধান।
সপ্ত মণ্ডলিকা করি শিলা-আরোহণ।
বেদিকা ভ্রমণ করি কৈল চন্দ্রাসন॥
সুবর্ণ দক্ষিণাদান সব সম্পাদিয়া।
হরষেতে ঘরে চলে কন্যা-বর লৈয়া।
নানাবিধ মহোৎসব করি কোটীশ্বরে।
পুত্রবধূ লৈয়া চলে আপনার পুরে॥

CENTRAL LIBRARY



## ছয় পুত্র লাভ

চম্পক নগর যুড়ি জয়-জোকার।
নানা মত দান ধর্ম কৌতুক অপার॥
পুত্র বিয়া করাইয়া রাজা কোটীশ্বর।
অভিষেক করি দিল রাজ্য অধিকার॥
পিতা হৈতে পুত্র হৈল গুণী সর্বগুণে।
দাতা, ভোক্তা, পণ্ডিত,—সকল ধর্ম জানে॥
রাজ্যভোগে বাড়িল সম্পদ অতিশয়।
বৈরিয়ে লঙ্ঘিতে নারে—ভবানী সদয়॥

কতদিনে মাতাপিতা মরে কাল পায়্যা।
শত পুত্র-কার্য করে এক পুত্র হৈয়া॥
রজত-কাঞ্চন-দান জলভূমি আদি।
করিল দানসাগর শ্রাদ্ধ যথাবিধি॥
অধিক সম্পদ বাড়ে হর-গৌরী-বরে।
অনুক্রমে ছয় পুত্র হৈল তার ঘরে॥
শ্রীকর, শ্রীধর, গুণাকর, গুণধাম।
মধুকর, দুর্গাবর, গোপীবর নাম॥
দেবতা-গন্ধর্ব হেন বাড়ে ছয়জন।
দেখি সনকার বড় আনন্দিত মন॥
হস্তি-আরোহণে কিবা ঘোড়ার পৃষ্ঠেত।
মল্লবিদ্যা-ধনুবিদ্যা—সবে সুশিক্ষিত॥
বাপের ভৈরবীমন্ত্রে করে উপাসন।
দেখি চন্দ্রধর অতি হরষিত মন॥
দ্বিজ বংশীদাসে গায় রচিয়া পয়ার।
হরি-পরে গতি নাই ভব তরিবার॥

## উদ্যান-বাটিকা নির্মাণ

কতদিনে সদাগর মনেত ভাবিয়া।
সভা করি বসিলেক পাত্রমিত্র লৈয়া॥
সকলেরে সম্বোধিয়া বলে অধিকারী।
"সবে যদি বলহ বাগান তবে করি॥"

"ভাল ভাল" করি বলে শুভাই পণ্ডিত।
"রাজা, তুমি বাগান ত করণ উচিত॥"

CENTRAL LIBRARY



শুভক্ষণে লগ্ন কৈল আনি বিপ্রগণ।
বাড়ীর উত্তর-অংশে কৈল ভদ্রাসন॥
দীঘে পাশে আরোপিয়া যোজনেক যুড়ি।
পুরীর উত্তরেত কৈল বাগান-বাড়ী॥

গড়খাই করিলেক দুলঙ্গ রোপিয়া।
ঝোপে ঝোপে বাঁশ রোয়ে পাগাড় ভরিয়া॥
বাহিরেত লাগায় কদম্ব সারি সারি।
তেঁতুল, চালিতা রোয়ে ভরিয়া উয়ারি॥
বাড়ীর ভিতর পুনঃ দিয়া গড়খাই।
কলা লাগাইল যত লেখা-জোখা নাই॥
চারিদিকে গড় করি সিজে-মান্দারে।
দুর্গম করিল কেহ লঙ্ঘিতে না পারে॥
তার মধ্যে লাগাইল নানা মিষ্ট ফল।
রোপিল তমাল, তাল, শাল, শরল॥
লাগাইল দাড়িম্ব, কাঁটাল, আম্র, বেল।
জামীর, লেবু লাগায় গুয়া, নারিকেল॥
লাগায় ডেফল, গাব, তার অবশেষে।
রোপিল খাজুর বৃক্ষ তার চারিপাশে॥
তার পাছে খরমুজ, বদরী, শ্রীফল।
ভুবী, গৈয়ব আদি লাগায় সকল।
নারাঙ্গ, কমলা রোয়ে সোলঙ্গ, শাকর।
মিঠা জাতি নানা কলা লাগায় বিস্তর॥
নানাবিধ আনারস লাগাইল শেষে।
রোপিল চালিতা, জাম, তার এক পাশে॥
জামীর, কাগজি, মুগ, লাগায় প্রচুর।
আদালেম্বু, কাঁটালেম্বু লাগায় কর্পূর॥
লাগাইল মৌকরা আদি আমলকী।
ধৃতরসা, থৈকর, বয়েরা, হরীতকী॥
হরিদ্রা-আদা লাগায় আইল করিয়া।
স্থানে স্থানে বসুগন্ধা লাগায় ছান্দিয়া॥
বাড়ীর মধ্যেত দিল দীঘি পুকুরী।
তার পাশে লাগাইল নারিকেল সারি॥
তাহার অন্তরে পুষ্প চাঁপা-নাগেশ্বর।
রোপিল জবা-ধুতুরা পূজিতে শঙ্কর॥

CENTRAL LIBRARY



সারি সারি রোপিল বকুল, শেফালিকা।
রোপিল বিবিধ শ্বেত-রক্ত মল্লিকা ॥
জাতী-যূথী-মালতী লাগায় সারি সারি।
লাগাইল নানাবিধ লবঙ্গ, কস্তুরী ॥
শ্বেত-কৃষ্ণ করবী সে দেখিতে সুন্দর।
আর যত গন্ধফুল লাগায় বিস্তর ॥
চান্দড় ইশবগুল আর নাগদনা।
ঔষধ লাগায় যত নাহিক গণনা ॥
যত কিছু ফলমূল আছে ই ভুবনে।
সকল দেখিতে পাবা চান্দর বাগানে ॥
এই মতে বাগানে লাগায়্যা বৃক্ষ সব।
পরম কৌতুকে চান্দ করে মহোৎসব ॥
দ্বিজ বংশীদাসে গায় মধুর পয়ার।
হরি-পরে গতি নাই ভব তরিবার ॥

হাসে চান্দ লাগায়্যা বাগান।
ইন্দ্রের নন্দনবন, হেন মত বিলক্ষণ,
নানারূপে করিছে নির্মাণ ॥
চারিপাশে জলাশয়, কমল-উৎপলময়
কেলি করে হংস চক্রবাকে।
পিকে করে কুহুরব, গুঞ্জরে ভ্রমর সব,
শিখিগণে কেকা রবে ডাকে ॥
ফলবন্ত বৃক্ষ-ডাল, স্থানে স্থানে রাখাল,
পাইক, প্রহরী, বাগানী।
সৈকায়ে বান্ধয়ে সিঁড়ি, প্রত্যেক গাছের গুড়ি
যতনে তাহাতে সিঞ্চে পানী ॥

বসাইল বাজার, যতেক দোকানদার,
দাড়িয়া, মণ্ডল, পাটয়ারী।
বাগানের উপার্জনে, ভাণ্ডার ভরিল ধনে,
হরষেতে চান্দ অধিকারী ॥
লাগাইয়া ই বাগান, মনে কৈল অনুমান,
ছ পুত্রের বিবাহ কারণে।
ছয় কন্যার উদ্দেশে, চর গেল দেশে দেশে,
বলে দ্বিজ বংশীবদনে ॥

CENTRAL LIBRARY



## ছয় পুত্রের বিবাহ

যুবরাজ দেখি ঘরে ছয়টি কুমার।
উদ্যোগ করিল বাপে বিয়া করাবার॥
বাচস্পতি সদাগর বিজয়নগরে।
সীতা নামে কন্যা বিয়া করিল শ্রীকরে॥
বিহারীয় সাধু সে কাঞ্চনপুরে ঘর।
তারা নামে কন্যা বিয়া করিল শ্রীধর॥
ভগীরথ সদাগর কমলাক্ষপুরী।
গুণাকর বিয়া কৈল কন্যা মন্দোদরী॥
উড়িষ্যা নগরে সাহা কুলীন প্রধান।
বিয়া কৈল মধুকরে জয়া নাম তান্॥
বিজয়া কন্যার নাম কৃষ্ণ সাহা-ঘরে।
আনন্দে বিবাহ তারে কৈল মন্ত্রিবরে॥
অমরানগরে সাহা বাস নন্দীগ্রামে।
বিয়া কৈল দুর্গাবরে মহামায়া নামে॥

ছয় পুত্র বিবাহ করায়্যা চন্দ্রধরে।
পরম আনন্দে নানা মহোৎসব করে॥
কতদিনে মন্ত্রণা করিয়া সদাগর।
বাণিজ্য করিতে চলে উত্তর সফর॥
যুবরাজ ছয় পুত্র রাজ্যের রক্ষক।
হস্তি-ঘোড়া-পাইক আর সকল কটক॥
রত্নাবতী সফর পাইল ছয় মাসে।
হরিকেশব রাজা সেই রাজ্যে বসে॥
নায়ে পাড়া দিয়া ঘাটে দিয়া পুরস্কার।
ত্বরিত গমনে গেল রাজা ভেটিবার॥
আপনার সুখে চান্দ করে বিকি-কিনি।
এথা মাতা মনসার শুনহ কাহিনী॥
দ্বিজ বংশীদাসে গায় মধুর পয়ার।
হরি-পরে গতি নাই ভব তরিবার॥

———

CENTRAL LIBRARY

# কাজির বিবরণ

## রাখাল বালকদের মনসা-পূজা

আপনার রাজ্য ছাড়ি হরষিত হৈয়া।
নেতার সহিত পদ্মা বেড়ায় ভ্রমিয়া॥
এইরূপে নেতা-পদ্মা ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
গোধন-রক্ষক সবে দেখিলাই পথে॥
নেতার নিকটে পদ্মা লাগে বলিবার।
"গো-রক্ষক আগে চাই পূজা লইবার॥"
পদ্মাবতী দেখি সেই গোধন সকল।
রাখাল সকলে সব নেয় দিতে জল॥
বলিলাই তা সবারে বিনয়বচনে।
"বিধবা ব্রাহ্মণী দুই যাই পুষ্পবনে॥
শ্রান্ত হইয়াছি বড় নারি হাঁটিবার।
কিছু দুগ্ধ দেও বাছা পান করিবার॥"

ইহা দেখি তারা সবে দিলেক উত্তর।
"তোমরা কে, দিলে দুগ্ধ কোন্ ফল মোর॥
অনাচারী ব্রাহ্মণীরা দুগ্ধ চাহ এথা।
রাখাল সকলে মিলি ভাঙ্গিবাম মাথা॥"
ই বলিয়া গোঠে তারা লৈয়া চলে জলে।
গোধন স্থাপিল পদ্মা আপনার বলে॥
উঠিতে না পারে গাভী দেখিল রক্ষকে।
প্রণাম করিয়া বলে পদ্মার সম্মুখে॥
"কে তুমি বিধবা মাও, হও কোন্ দেবী।
তোমার কপটে নারি তুলিবারে গাভী॥"

এতেক শুনিয়া দেবী বলে পদ্মাবতী।
"শঙ্করের কন্যা আমি শুন মূঢ়মতি॥"

এত শুনি ভয় পায়্যা যত গোপগণ।
ঘট স্থাপি পূজা করে আনিয়া ব্রাহ্মণ॥
পদ্মার কপটে তবে উঠিল গোধন।
দেখি হরষিত হৈল গো-রক্ষকগণ॥

CENTRAL LIBRARY



ইহা দেখি ভক্তিভাবে যত গোপগণ।
দীপ-ধূপে বলিদানে করায় পূজন॥
নানামতে করে তথা বাদ্য-নাট-গীত।
হেনকালে এক কাজি আসি উপস্থিত॥

আপনিই কাজি সেই গোষ্ঠী তার জোলা।
কিতাব-কোরাণ পড়ি করে কাজিয়ালা॥
নগরে ফিরে হিন্দুর পূজা করি মানা।
'ভূত-পূজা' বলি তারে করে বিড়ম্বনা॥
তার যত গোষ্ঠী জোলা কলিমা জানিয়া।
কাজির ভাই কাজির শালা সব হৈল মিঞা॥
তাঁতের সাজ ঘরে থুয়া যত তানা-বানা।
কাজি নামে যেখানে সেখানে খায় খানা॥
ভিটি হেন পাগ মাথে, মুখে লম্বা দাড়ি।
সহজে কমিন—আরো খল হৈছে পড়ি॥
হিন্দুয়ানী মানা করে গাঞে গাঞে যাইতে।
গো-রক্ষকে পদ্মা পূজে দেখিল তা পথে॥
পূজা ভাঙ্গি বাড়িয়ে ভাঙ্গিল ঘট বারি।
আসন-করণ্ডী ভাঙ্গি কৈল খান চারি॥

তার মাঝে একজন জাতি মুসলমান।
সে বলে, "উচিত নহে, রাখ হিন্দুয়ান॥
একই ঈশ্বর দেখ হিন্দু-মুসলমানে।
যার তার কর্ম, সেই করে ধর্মজ্ঞানে॥
সকলের কুলাচার সৃজিলা গোঁসাই।
পাষণ্ড হইয়া তাতে কোন কার্য নাই॥"

ইহা শুনি কেহ না রাখিল তার কথা।
'ভূত-পূজা' বলি কৈল পঞ্চ-অবস্থা॥
কালু মিঞা নাম টকিয়া জোলার পুত্র।
সে বলে, "মারি ফেলাও গোয়ালের গোত্র॥"
তাহান্ খালাত ভাই, নাম হাজি মিঞা।
পা পোছার বেটা টুনিয়া জোলার ভায়্যা॥
ভাই বলে, "হিন্দু মারিয়া কার্য নাই।
আগুন লাগায়্যা ঘর পুড়ি কর ছাই॥"

এই সব যুক্তি তারা করই বসিয়া।
হেনকালে গোপ সব আইল সাজিয়া॥

CENTRAL LIBRARY



"ধর ধর মার মার" বলে গোপগণে।
মিঞা সব পলাইল ভয় পায়্যা মনে॥
বনে ঝোপে গেল তারা লড়ালড়ি পাড়ি।
মিনা কাজি পলাইতে ধরিলেক বেড়ি॥
তারপরে ছাড়ি দিল দুর্বল দেখিয়া।
স্নান করি পদ্মা পূজে হরষিত হৈয়া॥

মিনা কাজি পলাইল গণিয়া প্রমাদ।
হাসনের কাছে গিয়া করিল ফৈরাদ॥
সৈয়দ হাসন কাজি বসি বিছানাত।
লাড়কা করিয়া সনে সুখে খায় ভাত॥
হুসেন কনিষ্ঠ ভাই মর্তুজার সনে।
খোদা দিল রুসমৎ বসি একখানে॥
এহি সবে লইয়া হাসনে খানা খায়।
হেনকালে মিনা কাজি আসিল তথায়॥
কান্দিয়া কান্দিয়া কহে দুঃখ আপনার।
দ্বিজ বংশীদাসে রচে মধুর পয়ার॥

## কাজির উৎপীড়ন

"শুন, সাহেব, আমার উত্তর।
তোমার হুকুমে আমি, সকল বিলাতে ভ্রমি,
তাতে হৈল এত দুঃখ মোর॥
জঙ্গলে, নদীর কূলে, মিলিয়া সব রাখালে,
নাট-গীত মহোৎসব করি।
শঙ্খ-ঘণ্টা বাজাইয়া, পঞ্চ উপচার দিয়া,
ভূত-পূজে বলে,—বিষহরী॥
বিলাতে আমি যাইতে, তাহারে দেখিল পথে
মনে মোর হইলেক গোসা।
ভাঙ্গিবারে ঘটবারি, দিলে বড় পাঞ্জা করি
হাতেত তুলিয়া লৈলু আশা॥
সে আশার বাড়ি দিয়া, সকল ঘট ভাঙ্গিয়া,
কাজিগিরি করিলুঁ জাহির।
আসিয়া গোয়াল যত, আমারে চোরের মত,
মারিয়াছে না করি খাতির॥

CENTRAL LIBRARY



যত সব ভাই ছিল তারা পলাইয়া গেল,
আমারে পাইয়া করে ধুম।
বাওন্দ তোমারে মানি, খোদার সমান জানি,
কদমের করিলুঁ মালুম॥"
হাসনে শুনিয়া কথা, মর্মেত লাগিল ব্যথা
"সাজ সাজ" বলে ডাক ছাড়ি।
দ্বিজ বংশীদাসে কয়, "ই তব উচিত নয়,
শেষে পাইবা অপমান ভারি॥"

"সাজ সাজ" বলিয়া হাসন পাড়ে ডাক।
এক ডাকে বাহিরিল খোজা তিন লাখ॥
খলিপা দেওয়ান কাজি খোজার প্রধান।
তার সনে সাজি আইল হাজার পাঠান॥
বড় বড় তাজি ঘোড়া করি নানা সাজ।
সেখজাদা সব চলে যেন গজরাজ॥
খন্‌কার রফিক্ সাজে মিনা কাজির ভাই।
তার সনে লাটকিরা লেখাজোখা নাই॥
পাওজামা, নিমা, টুপি পরি কটিবন্ধ।
হাসন সৈদের সাজে সাত ফরজন্দ॥
আকন্দ হাসন কাজি হৈল আগুয়ান।
তালিপ মুর্‌সিদে তার ধরিছে যোগান॥
ঘন ঘন সাড়া কাটি পড়িল নগরে।
এক জন মুসলমান না রৈল সহরে॥

আসিয়া মিলিল সবে পদ্মা-পূজা-স্থান।
ই দেখি হিন্দুয়ানের উড়িল পরাণ॥
কেহ পলাইয়া গেল, কেহ দিল লড়।
কেহকে মারিল বাড়ি—করে ধড়ফড়॥
পূজা ভাঙ্গি ঘটবারি ভাঙ্গিয়া ফেলায়।
যতেক মঙ্গল দ্রব্য পাড়ে দুই পায়॥
ব্রাহ্মণের জাতিনাশ করিবার ছলে।
কর্ণেত কলিমা পড়ে যবন সকলে॥

## মনসার প্রতিশোধ

হেনকালে নেতা বলে, "শুন, বিষহরী।
এত অপমান আর সহিতে না পারি॥

CENTRAL LIBRARY



যদি তুমি না কর ইহার প্রতিকার।
তোমারে সংসার মাঝে কে পূজিবে আর ॥"
এহি কথা শুনি পদ্মা হৈল ক্ষুন্নমন।
অষ্টনাগে সেইক্ষণে করিলা স্মরণ ॥
অষ্টনাগ আসি বলে করি মহাস্তুতি।
"কোন কার্যে স্মরণ করিছ পদ্মাবতী ॥"
ইহা শুনি পদ্মা বলে, "শুন, নাগগণ।
অবিলম্বে দংশ সবে সকল যবন ॥"

নাগগণে ইহা শুনি বলিল সত্বর।
"ইহা না পারিব মোরা" করিল উত্তর ॥
"আজ্ঞা কর ইন্দ্র সনে পারি যুঝিবার।
এই ক্ষুদ্র কাজে ক্ষুদ্র সাপে দেও ভার ॥"
হেনকালে এক নাগ বিষতিয়া নাম।
পদ্মার সম্মুখে কহে করিয়া প্রণাম ॥
"যদি আজ্ঞা কর মোরে দংশিতে যবন।
এইক্ষণে দংশি দিব চিন্ত কি কারণ ॥
অষ্টনাগে স্মরিয়াছ এই অল্প কাজে।
তারা কি দংশিবে, শুনি আমি মরি লাজে ॥
ছোট ছোট নাগ যত আছয়ে ভুবনে।
সেই মোর পরিবার বড় নাগ বিনে ॥
সেই সব নাগ লৈয়া করিয়া গমন।
সহরে করিব গিয়া বিষ-বরিষণ ॥"

ই বলিয়া বিষতিয়া চলে মত্ত হইয়া।
হাসন কাজির হাটি উত্তরিল গিয়া ॥
বড় বড় ফণা ধরি যত সর্পগণ।
বিষে অন্ধকার কৈল কাজির ভুবন ॥
পুরীখণ্ড সকল বেড়িল চারিপাশে।
একেক কাজিরে ধরে দশে বিশে ত্রিশে ॥
হাতে পায়ে গলায় বান্ধিয়া লেজে বেড়ি।
শীতলা বোড়ার বিষে পাড়ে গড়াগড়ি ॥
মুখ দিয়া ফেনা উঠে পরাণ সংশয়।
"তৌবা তৌবা" বলিয়া খোদার নাম লয় ॥

বড় বড় বাড়োয়াল বিষতিয়ার ডরে।
বিবি সবে লড়ালড়ি বাড়ীর ভিতরে ॥

CENTRAL LIBRARY



বিষতিয়া বোড়া নাগ বড়ই ইতর।
লাফ দিয়া সামাল ইজারের ভিতর॥
খাটে বিছানায় নাগ করে হুড়াহুড়ি।
মাথে হাত বিবি সবে কান্দে ডাক ছাড়ি॥
বিবি সৈদানী নিঞা বৃদ্ধ খন্দকার।
বিষের জ্বালায় সবে দেখে অন্ধকার॥
দ্বিজ বংশীদাসে গায় পদ্মার চরিত।
কে দেবে বলাইয়া এত বিপরীত॥

কান্দে কাজি স্মরিয়া খোদায়।
দারুণ বিষের জ্বালে, বুক ভিজে মুখ-লালে,
ভূমিতলে গড়াগড়ি যায়॥
"সাত ফরজন্দ মোর, বিষে হৈল কালজ্বর,
দেখি প্রাণ না যায় ধরান।
আতসে দহে যে বুক, বিরস বিবির মুখ,—
কেনে আছে আমার পরাণ॥
মামুদ সরিপ্ আলি, তারা পড়িয়াছে ঢলি,
বেটার দামাদ চারি জন।
নবির দখল ছাড়ি, সবে যায় গড়াগড়ি
দেখি দুঃখ না যায় সহন॥
কাবিল, ফাজিল, মির, মাহাম্মদ, জাহাঙ্গির,
ফকির, মামুদ, সুলতান্।
রছুল, জাফর ভাই, ঢলি পড়ে এক ঠাঁই,
দেখিয়া নিকলে মোর জান॥"
ফতেমা, নুরজান্ আদি, সায়বাণী, সৈয়দ, সাদি,
বান্দী, গোলাম যত আর।
বিষে সবে ঢলি পড়ি, ভূমে যায় গড়াগড়ি,
কাজির ঘটিল সর্বনাশ।
"পদ্মাপূজা করি মানা, এত হৈল বিড়ম্বনা,"
খেদে কহে দ্বিজ বংশীদাস॥

"কি করিলা খোদাতাল্লা পরম অধিকার।
একদিনে সর্বনাশ করিলা আমার॥
খসম্ দামাদ বেটা আর পরিজন।
সব নিয়া আমারে রাখিলা কি কারণ॥"

CENTRAL LIBRARY



এই মত আর্তনাদ করিয়া বিস্তর।
বুড়ী সৈদানী কান্দে বাড়ীর ভিতর॥
কাজিরে দেখিয়া কান্দে মুণ্ডে হাত দিয়া।
"মিছা কাজিয়ালী দোষে জান দিলা নিঞা॥
আর করিও না কভু হিন্দুয়ানী মানা।
হিন্দুর দেব পরতক্ষ—মুখে উঠে ফেনা॥
নাগের ঘায়ে প্রাণ যায় গড়াগড়ি যাও।
মুখের সাজা মুখে পাইলা হাজার তোবা খাও॥
কাজ নাই কাজিয়ালী হিন্দুর দেব পূজ।
দেব-সনে হারামুজাদি কিছু নাহি বুঝ॥"

এই মতে পড়ি কান্দে হাসনের মায়।
পদ্মারে স্মরণ করি গড়াগড়ি যায়॥
"কলিযুগে, মাও, তুমি সাক্ষাৎ দেবতা।
হিন্দু কি যবন তুমি সকলের মাতা॥
কমিন কাজির দোষে করিলা প্রলয়।
লক্ষ-বলি দেই তুমি হও গো সদয়॥
বিবির কান্দনে পদ্মা দিলাই অভয়।
হাসন হুসেন জীয়ে হেনই সময়॥"

নাগ সব দূরে গেল কাজিগণ ছাড়ি।
সব সৈন্য জীয়া উঠে গায় ধূলা ঝাড়ি॥
কটক সহিতে জীল যবনের রাজা।
ভক্তিয়ে পদ্মারে দিল নব-লক্ষ পূজা॥
স্নান করি কাজি সবে ফেলি মোছ দাড়ি।
শত দণ্ডবৎ করে ভূমিতলে পড়ি॥
পূজা পায়্যা নাগমাতা হৈয়া হরষিত।
নানা বর দিলা সবে যার যে বাঞ্ছিত॥
তথা হতে পদ্মাবতী চলিলা সত্বরে।
দ্বিজ বংশীদাসে ভণে মধুর পয়ারে॥

---

CENTRAL LIBRARY

# বিবাদের সূত্রপাত

## জালু-মালুর মনসা পূজা

চলিলেন জয় বিষহরী।
হাতাহাতি দুই ভগ্নী, ভূমি হ'তে উঠে অগ্নি,
বিষের অনলে দীপ্তি করি॥
ভ্রমিয়া কৌতুক পর, দেখিয়া নানা নগর,
লাস-বিলাস গতি চলে।
পথেত করিয়া মায়া, ছাড়িয়া দেবের কায়া,
যতিরূপে খেওয়া ঘাটে মিলে॥
চম্পকনগর দেখি, বলে পদ্মা চন্দ্রমুখী,
"কহ নেতা, ই কার নগর।
এথা বসে কোন্ রাজা, কোন্ দেবে করে পূজা,
ই নগর দেখিতে সুন্দর॥
বিচিত্রনির্মাণ পুরী, সব ঘর সারি সারি,
স্থানে স্থানে শোভে পুষ্পবন।
নানা পক্ষী কোলাহল, কেলি করে অলিদল,
যেন দেখি ইন্দ্রের ভুবন॥
সুন্দর পুরুষগণ, নারী সব বিলক্ষণ,
পাইক কটক যে অপার।
নগরের মধ্যে গড়, গজ সব বড় বড়,
স্থানে স্থানে সহর বাজার॥"

নেতা বলে, "পদ্মাবতি, গন্ধবণিক্ জাতি,
ধনঞ্জয়-সুত কোটীশ্বর।
তার পুত্র চন্দ্রধর সর্বগুণে গুণাকর,
তার এই চম্পকনগর॥
পূর্বপুরুষ হনে, অন্য দেব নাহি জানে,
সর্বকাল পূজে হর-গৌরী।
শঙ্করের বরদানে, পাইয়াছে মহাজ্ঞানে,
সনকাসুন্দরী পাটেশ্বরী॥"

CENTRAL LIBRARY



শুনিয়া নেতার বাণী, কহিলা জয় ব্রহ্মাণী,
"দেখি চল চান্দের নগর।
চল, ভগিনি সত্বর, বিলম্ব নাহিক কর,
দেখি পূজে কি না চন্দ্রধর॥"
নেতা-পদ্মা সহরষে বিধবা ব্রাহ্মণী-বেশে,
মায়া করি চলিলা কপটে।
দ্বিজ বংশীদাসে বলে, "গেলা সেই নদীকূলে
জালু-মালু খেওয়ানী যে ঘাটে॥"

বিধবা ব্রাহ্মণী-বেশ ধরি বিষহরী।
ধীরে ধীরে চলিলেন চান্দের নগরী॥
শুক্ল-বস্ত্র পরিধান জটা তার মাথে।
ফটিকের জপমালা লইলেন হাতে॥
এই মতে নেতা-পদ্মা চলিলা কপটে।
আসিয়া মিলিলা দোঁহে নদীর নিকটে॥
পদ্মা বলে, "শুন, কহি ঘাটের খেওয়ানী।
অবিলম্বে পার কর বিধবা ব্রাহ্মণী॥"

জাল বায় জালু-মালু গুঞ্জরী ভাসিয়া।
ডাক দিয়া বলে তারা নৌকাতে বসিয়া॥
"বড় নৌকা আজি ঘাটে নাহি আমরার।
ছোট নাও আনিয়াছি জাল বাহিবার॥
দুই জন বিনে ইথে তিন নাহি ধরে।
ডুবিলে সঙ্কট পাছে যদি যাও ঘরে॥"
পদ্মা বলে, "ধরিবেক, না ভাব বিস্ময়।
ঘরা পার করিলে বড়ই পুণ্য হয়॥
চলিয়াছি ভিক্ষারে চন্দ্রধরের পুরী।
শুনিলে বলিব ভাল সনকাসুন্দরী॥"

ইহা শুনি জালু নাও লাগাইল ঘাটে।
চারিজন আঁটিলেক পদ্মার কপটে॥
নেতা, পদ্মা, জালু, মালু—এহি চারিজন।
দেখিয়া বিস্ময় জালু ভাবিল তখন॥
জালু বলে, "আজি নায়ে ধরে চারি জনে।
এনা ত মনুষ্য নহে বুঝি অনুমানে॥

CENTRAL LIBRARY



কোনো দেব চলিছে কপট রূপ ধরি।
পরিচয় দেহ মাও দেবের কুমারী॥"
পদ্মা বলে, "একবার জাল ফেলাইয়া।
কোন্ দেব হই আমি বুঝ বিচারিয়া॥"

তাকে শুনি জালু জাল ফেলে একবার।
সুবর্ণের পঞ্চ ঘট উঠিল পদ্মার॥
রত্ন-সিংহাসন-মধ্যে সুবর্ণের ঝারি।
চতুর্ভুজা রূপেতে বিরাজে বিষহরী॥
এই মত দেখি তারা আস্তিকের আই।
মাথে লৈয়া ঘটবারি নাচে দুই ভাই॥
দ্বিজ বংশীদাসে গায় পদ্মার চরণে।
দুঃখ-দারিদ্র্য খণ্ডে যাহার স্মরণে॥

পাইয়া ঘটবারি, দেখিয়া বিষহরী,
নাচয়ে জালু-মালু রঙ্গে।
জগতের জননী শঙ্করের নন্দিনী,
বন্দিল পুলকিত অঙ্গে॥
লইয়া ঘটবারি, নাচয়ে ফিরি ফিরি,
দেখিয়া আস্তিকের মাতা।
হস্তযুগল তুলি, ধরিয়া পুটাঞ্জলি,
গদগদ স্বরে কহে কথা॥
"চন্দ্রধরের পুরে, ই চম্পকনগরে,
বৈসি মোরা ধীবর-জাতি।
চল মাও নগরে, জালু-মালুর ঘরে,
কর মা মোর ঘরে স্থিতি॥"
হৈয়া হরষিতমতি, চলিলা পদ্মাবতী,
নেতার সহিত তথায়।
মনের হরষেতে, পদ্মার চরণেতে,
বংশীবদন দ্বিজে গায়॥

## সনকার মনসা পূজা

ঘরে আনি জালু-মালু সেই ঘটবারি।
এক মনে ভক্তিভাবে পূজে বিষহরী॥
ছায়ামণ্ডপ করি পাতে ঘটাসন।
পঞ্চবর্ণ গুঁড়ি দিয়া বিচিত্র আলিপন॥

CENTRAL LIBRARY



হংসডিম্ব চাঁপা কলা দিয়া পদ্মপাত।
আতব তণ্ডুল, তিল, ঘৃত-মধু তাত॥
হংস-কৈতর বলি মহিষের কেড়া।
ধামা গুড় গুড় বাদ্য বাজে ভেরী কাড়া॥
ধনে জনে সম্পদ তার হৈল বিস্তর।
তাহারে দেখিল গিয়া যতেক ধীবর॥
যেবা যে বাসনা করে পায় সেই বর।
দরিদ্রতা ঘুচে ধন পায় বহুতর॥
অপুত্রার পুত্র হৈল নির্ধনের ধন।
অন্ধ-পলিতরোগ খণ্ডিল বন্ধন॥

এই মতে পদ্মা-পূজা চম্পকনগরে।
সনকা শুনিল তারে থাকি নিজ ঘরে॥
সখীগণ সঙ্গে লৈয়া চলে মহাদেবী।
"হেন দেবে এড়ি কেন অন্য দেবে সেবি॥"
এত বলি সখীসঙ্গে চলিলা ত্বরিত।
জালু-মালুর বাড়ীত হইলা উপনীত॥
দুই ভাগ করি কেশ পড়িয়া ভূমিত।
যোড় হাতে বলে, "মাও, এ কেমন রীত॥
জাতিয়ে ধীবর এরা ঘাটের খেওয়ানী।
এথা কেন, মোর ঘরে আইস, ব্রাহ্মণি॥"
হরষেতে পদ্মাবতী কৈলা অঙ্গীকার।
সনকা লৈয়া চলে পদ্মা পূজিবার॥
পঞ্চ শব্দে বাদ্য বাজে জোকার মঙ্গল।
চারিপাশে নারীলোকে নানা কুতূহল॥
কেহ হাসে কেহ নাচে কেহ ছত্র ধরে।
আনি নামাইল ঘট আপনার ঘরে॥
যতনে আনিয়া ঘট স্থাপিল আসনে।
করযোড়ে ভক্তিভাবে পূজে রাত্রদিনে॥
নানা উপহারে পূজা করে পদ্মাবতী।
উপরে চান্দুয়া টানি ঘৃতে জ্বালি বাতি॥
তুষ্ট হৈয়া সনকারে পদ্মা দিলা বর।
"ধনে জনে কুশলে আসুক চন্দ্রধর॥
শঙ্খ-সিন্দুরে কাল গোঞাইও সুখে।
স্বামীর কুশল তব হৌক তিন লোকে॥"

CENTRAL LIBRARY



দ্বিজ বংশীদাসে গায় মনসা-কিঙ্করে।
হইল্ পদ্মার পূজা চম্পকনগরে॥

চন্দ্রধর সাধু গেছে উত্তর সফরে।
বহু ধন মিলে জয় মনসার বরে॥
ধনে জনে ভরা আনি লাগাইল ঘাটে।
পঞ্চ শব্দ বাজাইয়া নাও হইতে উঠে॥
অধিয়া তুলিল ভরা অতি যত্ন করি।
ভাণ্ডার বান্ধিয়া থুইল ভরিয়া উয়ারি॥
পুরীর ভিতরে আসি দেখে পদ্মাবতী।
আপনি সাক্ষাৎ পাত্র নেতার সংহতি॥
তত্ত্ব জানি চান্দ আসি দেখে সন্নিধান।
চতুর্ভুজা ত্রিনয়নী ঘটে অধিষ্ঠান॥
করযোড়ে ভক্তিভাবে করিলেক স্তুতি।
"ব্রহ্ম-স্বরূপিণী তুমি আদ্যা প্রকৃতি॥
যেই দুর্গা সেই তুমি জগতের মাতা।
অভেদ-চণ্ডিকা তুমি নাহিক অন্যথা॥
তোমার অনন্ত মায়া কে জানিতে পারে।
লক্ষ-বলি দিয়া কালি পূজিব তোমারে॥"
এই বলি চন্দ্রধরে করিয়া কামনা।
পদ্মা পূজিবার তরে করয়ে ভাবনা॥
সংযম করিয়া পরে করিল শয়ন।
রাত্রিশেষে চন্দ্রধরে দেখিল স্বপন॥
স্বপ্নে আসি মহামায়া চান্দর শিয়রে।
বসিয়া সাক্ষাৎ হৈয়া বলে ধীরে ধীরে॥
দ্বিজ বংশীদাসে গায় কৌতুক প্রচুর।
জন্মিল চান্দ-পদ্মার বিবাদ-অঙ্কুর॥

## চাঁদ সদাগরের আক্রোশ

স্বপ্ন দেখে চম্পকের নাথে—
"বিপাকে ঘেরিল তোকে, নিদ্রা যাও কোন সুখে",
মহামায়া কহিলা সাক্ষাতে॥

CENTRAL LIBRARY



শেষ প্রহর রাতি, বলিলাই ভগবতী,
"শুন পুত্র, রাজা চন্দ্রধর।
কোথা হনে কদাচার, লক্ষ্মী নাশ করিবার,
সনকা আনিল তব ঘর॥
দুষ্ট দেবী বিষহরী, পূর্ব জন্মে তব বৈরী,
ঘরে আইল দুষ্ট মায়া পাড়ি।
যদ্যপি চাও কল্যাণ, কর তার অপমান,
মারি দড় হেঁতালের বাড়ি॥
পূর্ব জন্মে সত্য করি, হইলা সর্পের বৈরী,
তারে তুমি পাশরিলা কেনে।
হেঁতাল দিলাম হাতে, সদাই রাখিবা সাথে,
পদ্মা পলাইব দরশনে॥"
স্বপনে হেঁতাল পায়্যা, পূর্বজন্ম সঙ্‌রিয়া,
উঠিলেক জাগিয়া প্রভাতে।
দ্বিজ বংশীদাসে গান,— "মহামায়া অন্তর্ধান,
বাদ করি পদ্মার সহিতে॥"

স্বপ্ন দেখি সদাগর উঠিল প্রভাতে।
পূর্বজন্ম স্মরি তার ক্রোধ বাড়ে চিতে॥
পূজার মণ্ডপে আইল "সর্প সর্প" বলে।
মারিল নির্ঘাত বাড়ি পদ্মার কাঁকালে॥
অন্তরীক্ষে উঠে পদ্মা রথে ভর করি।
খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙ্গিল ঘটবারি॥
যতেক পূজার সজ্জ পাড়ে দুই পায়।
ভিটা সনে ঘর ভাঙ্গি জলেত ভাসায়॥
বাড়ীঘর কুড়া দিয়া করিল পবিত্র।
ব্রাহ্মণে করাল সনকারে প্রায়শ্চিত্ত॥
স্ত্রী বলিয়া না করিল মস্তকমুণ্ডন।
পঞ্চ গব্য দিয়া অঙ্গ করিল শোধন॥
ঢোল দিয়া আজ্ঞা দিল নগরে নগরে।—
"যে জনে পদ্মারে পূজে দণ্ড দিব তারে॥"
গাঞে গাঞে সাড়া দিয়া বলে অধিকারী।—
"সর্প পাইলে যে না মারে সে আমার বৈরী॥
একগুটী সর্প মারি যে দেয় আমারে।
হাতে পায়ে তাড়-খাড়ু পরাইব তারে॥"

CENTRAL LIBRARY



## ব্যর্থ প্রতিহিংসা

এই মতে পদ্মা সনে আরম্ভিল বাদ।
পাইয়া চণ্ডীর বর অভয়-প্রসাদ॥

মনসা চান্দর হাতে পায়্যা অপমান।
ভাবিলাইঁ আমি তার কাটিব বাগান॥
বাগান কাটিলে চান্দ পাবে মনোদুঃখ।
ছয় পুত্র বধি পাছে দিব পুত্রশোক॥
পুত্রশোক পায়্যা চান্দ পূজিব আমারে।
মরিব সতাই তবে পুড়িয়া অন্তরে॥

পদ্মা বলে নেতারে, "বিলম্বে নাহি কাজ।
কাটিবারে বাগান করহ নাগ-সাজ॥"
পদ্মার বচনে নেতা করিল স্মরণ।
আসি মহা আনন্দে মিলিল নাগগণ॥
বড় বড় সর্প থাকে পর্বত-শিখর।
অহিরাজ, মহীরাজ, সর্প অজাগর॥
কাল, পাণ্ডু, কাঁসতাল—যতেক প্রধান।
আসিয়া পদ্মার আগে ধরিল যোগান॥
যত সর্প চলি আইল নাহিক গণনা।
চন্দ্রসূর্য আচ্ছাদিয়া বিস্তারিয়া ফণা॥
ঝড়-বাতাসের হেন নাগের গর্জন।
নাগ লৈয়া চলে পদ্মা সে বাগান-বন॥

আসিয়া বাগান-বন বেড়ে চারিপাশে।
এক গাছে বেড়ি ধরে দশে বিশে ত্রিশে॥
মনুষ্য-শরীর ধরি সর্পরূপ ছাড়ি।
কুড়াল হাতে করি কাটে বাগান-বাড়ী॥
বড় বড় গাছ কাটি কৈল এক ঢালা।
মুহূর্তেকে বাগান করিল মুড়িমালা॥
যতেক বাগানী তারা পলাইল ডরে।
শীঘ্র করি জানাইল চান্দর গোচরে॥

"নাগবল সনে পদ্মা চতুর্ভিতে বেড়ি।
কাটিয়া পাড়িল তব সে বাগান-বাড়ী॥
সর্পের লাগিয়া তুমি অন্বেষণ কর।
কত সর্প বাগানে মিলেছে আসি হের॥"

CENTRAL LIBRARY



সর্পনাম শুনি চান্দ অগ্নি হেন জ্বলে।
মুক্তকেশে লড় দিল লইয়া হেঁতালে॥
"ধর, ধর" ডাক ছাড়ি যায় সদাগর।
অন্তরীক্ষে পদ্মাবতী রথে কৈলা ভর॥
পক্ষী হৈয়া কত নাগ উড়িল আকাশে।
কত নাগ রহিল পদ্মার চারিপাশে॥
লতাপাতা মুণ্ডে দিয়া কত রৈল লুকি।
জলেত পড়িয়া কত দিলেক ডাবুকি॥
সরিতে না পারে যেহি অতি আথেবেথে।
পলাইয়া রৈল গিয়া উন্দুরের গাতে॥

মুড়িমালা দেখি চান্দ সে বাগান-বাড়ী।
হাতে হাত কচলাইয়া মুচড়য়ে দাড়ি॥
ডাক দিয়া বলে, "কানি, পলাইলে ডরে।
লাগ না পাইলু তোর নাক কাটিবারে॥"
দ্বিজ বংশীদাসে রচে পদবন্ধ পুতা।
হরি সে পরম ধর্ম আর সব মিথ্যা॥

কাটিয়া বাগান-বাড়ী, পদ্মা রহে রথে চড়ি,
চৌদিকে পলায় নাগগণ।
চান্দ বলয়ে, "বাগানী, কোথা গেল লঘু কানী,
লাগ পাইলে লইতুঁ জীবন॥
আমার বাগান কাটি, কোথা পলাইল বেটী,
লাগ তার না পাইলু এথা।
আমি কাটি নাক-কান, তবে হয় প্রতিদান,
এবে আর কি কহিব কথা॥"

করি চান্দ শিব-ধ্যান, স্মরিলেক মহাজ্ঞান,
মূলমন্ত্র জপে যোড় হাতে।
কাটা বৃক্ষ যত পড়া, উঠিয়া লাগিল যোড়া,
ফল-ফুলে প্রতি পাতে পাতে॥
যত ফুল পড়িয়াছে, উঠিয়া লাগিল গাছে,
পুনরপি হইল বাগান।
পূর্বেত যেমত ছিল, সেই অনুরূপ হৈল,—
লাজে পদ্মা ভাবে অপমান॥

CENTRAL LIBRARY



জীয়ায়্যা পুনঃহ বাগান, দিলা বাজুনিয়া জান,
বিষরী মুড়ান বাদ্য বায়।
বিষহরী রথভরে, নেতা-সঙ্গে যুক্তি করে,
বংশীবদন দ্বিজে গায়॥

## মহাজ্ঞান-হরণ

পদ্মা বলে, "শুন, নেতা, যুক্তি কহি সার।
তুমি বিনা জিজ্ঞাসিতে লক্ষ্য নাহি আর॥
বাগান জীয়াল চান্দ মহাজ্ঞান-বলে।
এই মতে জীয়াইব ছয় পুত্র নৈলে॥
তার সনে বিবাদ করিয়া নাহি কাজ।
অপমান পাইলু মুই দেবের সমাজ॥"

নেতা বলে, "শুন, ভৈন, জয় বিষহরি।
কপট করিয়া চল মহাজ্ঞান হরি॥
তা হইলে চান্দের হইব বুদ্ধিনাশ।
ছয় পুত্র তার পাছে করিমু বিনাশ॥
কন্যারূপে তুমি গিয়া তপ কর বনে।
মৃগরূপে যাইব আমি চান্দর ভবনে॥
হরিণ দেখিয়া চান্দ ধাইব সত্বরে।
কপটে আনিয়া দিব তোমার গোচরে॥
তার সনে প্রীতি করে হর মহাজ্ঞান।
সত্বরে চলহ, ভগ্নি, না ভাবিও আন॥"

নেতার বচনে পদ্মা কন্যারূপ ধরি।
বনে বসি তপ করে পরমা সুন্দরী॥
মায়ার আশ্রম সৃজি জলের নিকটে।
অধিক কঠোর তপ করয়ে কপটে॥
মৃগরূপে নেতা গেল চান্দর গোচরে।
টঙ্গীতে থাকিয়া তারে দেখে চন্দ্রধরে॥
চিত্র-বিচিত্র দেখি হরিণের অঙ্গ।
ধরিতে চান্দর মনে বড় হৈল রঙ্গ॥
ধনুঃশর হাতে করি পাছে পাছে ধায়।
ক্ষণে দেখা দেয় মৃগ ক্ষণেকে লুকায়॥
এই মত মায়া করি লৈয়া গেল দূরে।
যেইখানে সুন্দরী কপট তপ করে॥

CENTRAL LIBRARY



দেখিয়া নির্জন বনে পরমা সুন্দরী।
জিজ্ঞাসে মোহিত হৈয়া হরিণ পাগরি॥
"কে তুমি, সুন্দরি, কহ থাক কোন স্থানে।
এমত যৌবনকালে কেনে তপোবনে॥"

এই মতে চান্দ সাধু করে জিজ্ঞাসন।
কামদেবে পদ্মাবতী করিলা স্মরণ॥
আসিলেন কামদেব বসন্ত সহিতে।
মোহিত করিল বন পুষ্পধনু হাতে॥
সখা বসন্তের সহ কাম অধিষ্ঠান।
কন্যার কপটে চান্দে হানে ফুল-বাণ॥
কামে বিমোহিত হৈয়া বলে সদাগর।
"কি কারণ তপ কর দেহ না উত্তর॥"

কন্যা বলে, "আমি শম্ভু রাজার নন্দিনী।
বাপে মোর জন্ম-নাম থুইলা ব্রহ্মাণী॥
জ্যেষ্ঠা ভগিনী মোর জগত-মোহিনী।
মনের সন্তোষে পিতা নাম থুইল জানি॥
অতি শিশুকালে বাপে বিয়া দিল তানে।
সিন্ধুরাজ-পুত্র সনে বিখ্যাত ভুবনে॥
তাহারে দংশিল মনসার কালনাগে।
আমি বিয়া না করিলু সেই অনুরাগে॥
মহাজ্ঞান জানে হেন পাই একজন।
তবে বিয়া করিবাম করিয়াছি পণ॥
মহাজ্ঞান জানয়ে সর্পের হয় বৈরী।
তবে সে ভগ্নীর ধার শোধিবারে পারি॥
না হইলে তপ করি ত্যজিব জীবন।
বিধবা ভগ্নীর দুঃখ না যায় সহন॥"

একেত পদ্মার মায়া আরো পাইল কামে।
হাসিয়া বলিল চান্দ আকুল সঙ্গমে॥
"আমি জানি মহাজ্ঞান, সর্প পাইলে মারি।
তোমারই যোগ্য পতি, শুনহ সুন্দরি॥
আমারে করহ বিয়া না ভাবিও আন।
সদাই শুনিবা বাদ্য বিষহরী মুড়ান॥
হেঁতালে কাঁকালি ভাঙ্গিয়াছি একবার।
আরবার লাগ পাইলে শুধিতাম ধার॥"

CENTRAL LIBRARY



কন্যা বলে, "যত কথা কহ মহাশয়।
মহাজ্ঞান জান হেন কি মতে প্রত্যয়॥
কেমন যে মহাজ্ঞান কহ দেখি চাই।
কিবা গাছ, কিবা মাছ, সন্দেহ খণ্ডাই॥
মহাজ্ঞান জান হেন যদি জানিলাম।
এইখানে তোমা-পদে করিব প্রণাম॥"

চান্দ বলে, "মহাজ্ঞান শুন একমনে।
আড়াই অক্ষর মন্ত্র কহি তব কানে॥"
হরষিত হৈল পদ্মা মহাজ্ঞান পায়্যা।
পুনরপি চন্দ্রধরে কহিলা হাসিয়া॥
"এই নাকি মহাজ্ঞান অক্ষর আড়াই।
ইহাতেই মড়া জীয়ে প্রত্যয় না যাই॥"

ইহা শুনি চান্দ দিল মাছি গোটা মারি।
"ইহারে জীয়ায়্যা আগে বুঝহ, সুন্দরি॥"
মহাজ্ঞান স্মরি পদ্মা দিল জলপড়া।
বত্তিয়া তখনি মাছি উঠি দিল উড়া॥
চান্দরে বলয়ে পদ্মা, "তুমি সুপুরুষ।
মহাজ্ঞান পায়্যা মনে পাইলুঁ সন্তোষ॥
মহাজ্ঞান দিলা মোরে না ভাবিলা আন।"
এতেক বলিয়া পদ্মা হৈলা অন্তর্ধান॥

কোথায় হরিণ গেল কোথায় সুন্দরী।
অন্তরীক্ষে হাসে পদ্মা রথে ভর করি॥
ফিরিয়া চাহিয়া চান্দ কিছু নাহি দেখে।
কোপ করি বলে, "পদ্মা ছলিল আমাকে॥"
বিষাদ ভাবিয়া চান্দ গেল নিজ ঘরে।
দ্বিজ বংশীদাসে গায় মধুর পয়ারে॥

---

CENTRAL LIBRARY

# জীবন মৈত্র

( খৃঃ ১৮শ শতাব্দী )

## ছয় পুত্র নাশের চেষ্টা

পদ্মা বোলে, "নেতা, কহ যুকতি-সন্ধান।
কি কর্ম করিলে চান্দ পুষ্প করে দান॥"
নেতা বোলে, "ডাকি আন সোহাগ নাগিনী।"
ডাক মাত্র নিকটে আইল নাগ আপনি॥
পদ্মার আদেশে নাগ চম্পকেত যায়।
রাত্রিকালে নিশাভাগে ছয় পুত্রকে খায়॥

ছয় ঘরে ছয় বধূ রোদন করি উঠে।
ছয় বধূ আসি কয় সনেকা নিকটে॥
"অ ঠাকুরাণী মাও, ঘটিল প্রমাদ।
রাত্রিকালে পদ্মাবতী সাধিল বিবাদ॥
ছয় ঘরে ছয় পুত্র মরিল তোমার।"
কান্দে সোনা বাণিঞ্জানী করে হাহাকার॥

ব্যস্ত হৈয়া সদাগর নেঙ্গাক ডাকি বোলে।
"ওঝাক আনহ তুমি যাইয়া শঙ্খপুরে॥"
সাধুর আদেশে নেঙ্গা শঙ্খপুরে গেল।
ধন্বন্তরি ডাক দিঞা চম্পকে আনিল॥
শুভক্ষণে ওঝা গেল অন্তঃপুরের ভিতর।
দেখে ছয়খানে আছে এ ছয় কোঙর॥
জলহস্তে মন্ত্র পড়ে ওঝা ধন্বন্তরি।
নড়ানড়ি পাড়ে যম জীব-হস্তে ধরি॥

মন্ত্র পড়ে ধন্বন্তরি সিদ্ধি-গুরুর পাও।
"দোহাই ধর্মের—বিষ পঞ্জরে মিলাও॥
হাড়ি-ঝীর আজ্ঞা আর সিদ্ধি-গুরুর পাও।
অনাদ্যের দোহাই বিষ ক্ষয় হইয়া যাও॥
পলারে পলারে, যম, জীব থুইঞা পলা।
ধর্মের হুঙ্কারে জীব ঘটে হৈলা মেলা॥

CENTRAL LIBRARY



ধর্মে দিলা তৈল ঈশ্বর জ্বালে বাতি।
শিবের হুঙ্কারে জীব ঘটে হৈলা স্থিতি॥
জল আদি, জল মূল, জল নিরাকার।
জলেতে জন্মিল জীব, জলেত সংহার॥
আদি ধর্ম নিরঞ্জন—প্রভু নিরাকার।
গগন-ধরণী নাহি—বিশ্ব জলাকার॥
ব্রহ্মরূপে নিরঞ্জন বিস্ময় ভাবিঞা।
বটপত্রে ফিরে প্রভু জলশায়ী হঞা॥
আপনার চরণ তার বদনে আরোপিয়া।
বিশ্বরূপে ফিরে প্রভু আঙ্গুলী চুষিয়া॥
আঙ্গুলী চোষনে নাথ পাইলা বড় প্রীত।
কর-পদ বহিয়া পড়িল মুখামৃত॥
কর হৈতে জনমিল পীযূষ প্রধান।
পদ হৈতে কালকূট হৈল উপাদান॥

অমাবস্যা সোমবার নক্ষত্র রেবতী।
বিষামৃত দুই দ্রব্য জনমিল তথি॥
বিষামৃত ভাসি সদা ফিরিছে জলেত।
বিষে মরে জীব-জন্তু, জীয়ায় অমৃত॥
প্রসন্ন বদনে বিষ করে নিরীক্ষণ।
প্রীত হৈঞা পীযূষ করহ দরশন॥
বিষ্ণু-অংশে বিষ, আর শক্তি-অংশে শেষ।
নিরঞ্জন বোলে বিষ পাতাল প্রবেশ॥
পাতালে বসিঞা বিষ, পাতালে বসিঞা।
কেনরে না নাম্বি বিষ ফির পলাইঞা॥
আদি ধর্ম নিরঞ্জন তুমি বিশ্বনাথ।
সত্ত্ব-রজঃ-তম-আদি ত্রিগুণ তোমাত॥
শিব-শক্তি, বিষ্ণু-লক্ষ্মী, ব্রহ্মা-সাবিত্রী।
বৃহঙ্গ সালপা আর ত্রিকচ গায়ত্রী॥
সপ্ত হনুমান, আর দশ অবতার।
অহর্নিশ রবি-শশী গগন-পাতাল॥
দশ দিক্, দুই পক্ষ, নবগ্রহ, তিথি।
নামরে কালকূট বিষ—দোহাই পদ্মাবতী॥
জীব-জন্তু চরাচর স্থাবর-জঙ্গম।
যুগ-মন্বন্তর, সত্য-অসত্য করম॥

CENTRAL LIBRARY



পাপ-পুণ্য পারাপার তন্ত্র-মন্ত্র-বেদ।
আগম-নিগম বীজ, দশবিদ্যা-ভেদ॥
নম ব্রহ্ম-জ্ঞান ধর্ম, গুরু-ব্রহ্ম সার।
স্তবনে তুলিয়া বিষ করুক সংহার॥
দোহাই ধর্মের মহাদেব—বাঁচিয়া নাহি উঠে।
শিব-শক্তি, বিষ্ণু-লক্ষ্মী সভার মুণ্ড ফুটে॥
উঠ উঠ, ছয় মড়া, ধর্মে পড়ে পানী।"
এহি বলি জল পড়ি মুখে দিল চালি॥

উঠিলেক ছয় মড়া চৈতন্য হইল।
আনন্দে মঙ্গলধ্বনি চম্পলী বেড়িল॥
ওঝাক ধরিঞা চান্দ দিল আলিঙ্গন।
পরিতোষ কৈল সাধু দিঞা বহু ধন॥
আনন্দে গেলেন ওঝা আপনার পুরে।
মহা-মহোৎসব করে চান্দ সদাগরে॥

পদ্মাক গজিয়া সাধু কি বোলে বচন।
"কানীর আছিল আশা পাইবে পূজন॥
দূর দুষ্ট, কানি, তোর নাগ নাহি পাওঁ।
হাতে নাগ পাইলে তবে ভাল পূজা দেওঁ॥
নিজ পতি ছাড়ি ফির পর-পতি চায়া।
পূজা লইতে চাহ, কানি, চেঙ্গ-বেঙ্গ খায়া॥
কানীর কারণে আছে এহি হেমতার।
নাগ পাইলে কানীর শুধিব এই ধার॥
ভাল বাঁচি গেলু মাগী ধামনা-ভাতারী।"
আকাশে থাকিঞা শুনে জয় বিষহরী॥

নেতাক পুছেন কথা, "শুন ধোনার মাও।
তুচ্ছ কথা চান্দ বোলে পুড়িয়া উঠে গাও॥"

নেতা বলে, "শুন, পদ্মা, আস্তিক-জননি।
চান্দ যত মন্দ বলে সহি কাল-দেশ গণি॥"
এত বলি দুইজন করিলা গমন।
বিরচিল গান কবি শ্রীমৈত্র জীবন॥

CENTRAL LIBRARY

# বিজয় গুপ্ত

( পূর্বানুবৃত্তি )

## ধন্বন্তরি-বধ

### মালিনীবেশে মনসা

রত্ন-সিংহাসনে আছেন বিষহরী।
ডাক দিয়া আনিলেন রজক-কুমারী॥
"বুদ্ধি বল, ওগো নেতা, রজক-কুমারি।
কিরূপে বধিব আমি ওঝা ধন্বন্তরি॥"

নেতা বলে, "শুন, পদ্মা, আমার বচন।
ইহার উপায় কহি, শুন দিয়া মন॥
কপটেতে ধর তুমি মালিনীর বেশ।
শঙ্কুর নগরে তুমি করহ প্রবেশ॥
নানা পুষ্পের পসার লও সাজাইয়া।
শঙ্কুর নগরে তুমি যাও হে চলিয়া॥
অনেক শিষ্য আছে শঙ্কুর ওঝার।
তাহার সম্মুখে গিয়া মেলহ পসার॥
মহাজ্ঞানী হয় ওঝা, গুণে নাহি অন্ত।
তাহা সবার ঠাঁই পাইবা ইহার বৃত্তান্ত॥"

নেতার বচনে দেবী হাসে মনে মন।
মালিনীর বেশ দেবী ধরিল তখন॥
নাগ-আভরণ পরে নাগের জটাজুট।
নাগের কর্ণ-ফুল পরে নাগের মুকুট॥
পদ্মনাগের হার পরে শঙ্খনাগের শাঁখা।
আড়াই নাগের কাঁচলী পরে—সহজে তিন বেঁকা॥
কটিতে কিঙ্কিণী ভাল শোভিয়াছে ধোড়া।
চরণে নূপুর পরে বিষতিয়া বোড়া॥

CENTRAL LIBRARY



ত্রিভুবন মোহ যায় পদ্মার প্রতাপে।
সর্বাঙ্গ ঢাকিল দেবীর আভরণ সাপে॥
মাথায় পুষ্পের ঝাঁপি লইয়া বিষহরী।
শঙ্কর নগরে দেবী চলিলা শীঘ্র করি॥

মালিনী দেখিয়া ধায় যত শিষ্যগণ।
পরিহাস করি বলে চাতুরী বচন॥
মালিনীরে দেখি সবার কৌতুক হইল বৈরি।
এই কালে বল ভাই সরস লাচাড়ী॥

"শুন হে আমার বাণী ঘরে চল, মালিনি,
চলি যাও আপনার ঘর।
কল্য আনিও ফুল ইনাম দিব বহু মূল—
যেন খাও এ' বার বৎসর॥
তোমার হেথা আগমন— সবে হরষিত মন
রূপ দেখি প্রাণ নহে স্থির।
তুমি ত সামান্যা নহ কেন আশা ভাঙ্গি কহ—
কামে মোর দগ্ধ হয় শরীর॥
হেন দেখি অদ্ভুত নাহি হয় ঝী-পুত
বাঁঝার লক্ষণ দেখি গো তোমার।
পুত্র হবে যত চাও আমার ঔষধ খাও
এই মতে জন্মিবে কুমার॥
ঔষধ চিনাব আমি আর ওঝা হইবে তুমি
লোকে তোমা খুঁজিবে যতনে।
খুঁজিয়া না নাও আনে যাচিয়া দিবা আপনে
তুষ্ট হইলাম তোমার বচনে॥"

শুনিয়া শিষ্যের বাণী ঘরে চলে মালিনী—
কহিল, "দিও যত মনে লয়।"
বিজয় গুপ্ত বলে সার,— "মোরে কর নিস্তার
মনসা কলঙ্কিনী কভু নয়॥"

## গোয়ালিনীবেশে মনসা

আপন পুরীতে তবে গেল বিষহরী।
ডাক দিয়া আনিলেক রজক-কুমারী॥

CENTRAL LIBRARY



পদ্মা বলে, "শুন, নেতা, আমার বচন।
যে কথা কহি আমি তাহে দেও মন॥"
একে একে বলিল দেবী যত বিবরণ।
যেরূপ চতুর দেখিল শঙ্কর শিষ্যগণ॥
"বুদ্ধি বল, নেতা, আমি কি করিব কাজ।
শঙ্কর হেন ওঝা নাই ত্রিসংসার-মাঝ॥
চান্দর কার্যে ধন্বন্তরি জাগে রাত্রিদিনে।
ধন্বন্তরি থাকিতে চান্দে কাহার বাপে জিনে॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া মুই জানিলাম নিশ্চয়।
শঙ্করে না বধিলে নাহি বিবাদের জয়॥"

সাত-পাঁচ পদ্মাবতী চিন্তে মনে মন।
ডাকিয়া আনে দেবী যত নাগগণ॥
পদ্মা বলে, "নাগ সব, শুন দুঃখের কথা।
চান্দর ভর্ৎসনে আমার মনে লাগে ব্যথা॥
লঘুর অপমানে আমার শরীর বিকল।
কোপে চান্দের ওঝা-বাড়ী কাটিলাম সকল॥
ধন্বন্তরি-গুণে মোর লাগে চমৎকার।
কাটিলাম ওঝা-বাড়ী জীয়াইল আরবার॥
ধন্বন্তরি মরা মানুষ জীয়ায় প্রতাপে।
ধন্বন্তরি থাকিতে চান্দে জিনিবে কার বাপে॥
যে দেখিলাম তাহার গুণ, শুন, তাহা কই।
ধন্বন্তরি বধিতে সাজাও বিষ-দই॥"

বড় বড় নাগ সব বিক্রমে আগল।
সকল শরীরে নাগের বিষের গরল॥
"মোর অপমানে যদি মনে দুঃখ লাগে।
সকল বিষ উগাড়িয়া দেও মোর আগে॥"

এতেক বলিয়া দেবী মনে মনে হাসি।
নাগের সম্মুখে দিল সুবর্ণের কলসী॥
পদ্মার আদেশে নাগ বড়ই হরিষ।
দুই দণ্ডে উপাড়িল কালকূট বিষ॥
ঘন ধারে পড়ে বিষ যেন মধুর রস।
নাগের বিষে পূর্ণ হইল সুবর্ণ কলস॥
বিষ পাইয়া পদ্মাবতী কার্যে দিল মন।
সুরভির দুগ্ধ আনি মিশাইল তখন॥

CENTRAL LIBRARY



পসার পাতি ভাণ্ড থুইল সারি সারি।
দুগ্ধে বিষে এক ঠাঁই পূর্ণ হইল হাঁড়ি॥
মুখ আচ্ছাদিয়া ভাণ্ড থুইল সকল।
সপ্তদিনে বিষ-দধি হইল শীতল॥
বিষ-দধি হইল পদ্মা মনে মনে গণি।
শঙ্কুর নগরে পদ্মা চলিল আপনি॥

জাত দিয়া দৃঢ় করি বান্ধিল কবরী।
চন্দন-তিলক পরে পরমা সুন্দরী॥
নাসা যেন তিল ফুল জিনিয়া চাতুরী।
মুখের ছাঁদেতে চন্দ্রের রূপ করিল চুরি॥
কনক-চম্পক যেন দেখিতে কলেবর।
হস্তি-শুণ্ড যেন বাহু অতি মনোহর॥
দাড়িম্বের বীচি যেন দন্ত ঝলমল।
দেখিলে তরুণ জনে হইবে বিহ্বল॥
চকিত চকোর দুই নয়ন তাহার।
জিনিয়া বাঁধুলী ফুল অধর সুন্দর॥
দেখিয়া তাহার শোভা কেবা নাহি ভোলে।
খঞ্জন-নয়ন দুই সরোবর-কোলে॥
মৃগমদ মিশাইয়া চন্দন দিল গায়।
কনক নূপুর তুলিয়া দিল দুই পায়॥
অধরে তুলিয়া দিল খদিরের রস।
পারিজাতের মালা পরে দেখিতে রূপস॥
কাঞ্চনের ঝাড়া দিল দুই হস্তে তুলি।
দুই হস্তে তুলিয়া দিল বক্ষের কাঁচলি॥
সুবেশ করিয়া চলে জয় বিষহরী।
দধির পসার লইয়া চলে একেশ্বরী॥
ধন্বন্তরি বধিতে চলিলা বিষহরী।
শঙ্কুর নগরে দেবী চলে তাড়াতাড়ি॥
কপটে চলিল পদ্মা গোয়ালিনীর ছান্দে।
এই কালে বল ভাই লাচাড়ীর প্রবন্ধে॥

সাজিয়া গোয়ালিনী-বেশ চলিল শঙ্কুর দেশ
কপটে বধিতে ধন্বন্তরি।
ছন্দে ছন্দে বান্ধে খোঁপা পৃষ্ঠেতে পাটের থোপা
শ্রবণে সোনার মদন-কড়ি॥

CENTRAL LIBRARY



স্বর্ণ-অলঙ্কার গায় চলন্ত নূপুর পায়
উল্লাসে পরিল পাটের শাড়ী ॥
চন্দনে লিখিল অঙ্গ কপালে তিলক-রঙ্গ
মুখে পান করে খলখলে।
মাণিক্য দোসর জাতি গলায় শোভিছে পাঁতি
নয়ন ভরিল কাজলে ॥
বল্লভা দুই কুচভার হৃদয় মুকুতা-হার
দুই পায় পরিল পাশলি।
কাছিয়া কাপড় পিন্ধে রূপে কামদেব নিন্দে
দধির পসার লইয়া চলি ॥
পদ্মাবতী কুতূহলে খঞ্জন-গমনে চলে
যথা ওঝা ধন্বন্তরি থাকে।
দাঁড়াইয়া ওঝার পাশে আড় নয়নে হাসে
"দধি লবা"—ঘন ঘন ডাকে ॥

শতেক শিষ্য লইয়া মেলা ধন্বন্তরি করে খেলা—
গোয়ালিনী বলে, "দই, দই।"
ওঝার বিক্রম বুদ্ধি— কাড়িয়া লইল দধি,—
"আজি, গোয়ালিনি, যাবা কই ॥"
গোয়ালিনী-ঠাট দেখি হাসে ওঝা আড়-আঁখি
শতেক শিষ্য করে হুড়াহুড়ি।
বিজয় গুপ্তে বলে সার,— "রসিক জনে চমৎকার,
দধি-লোভে ভুলিল গারড়ী ॥"

"কেমন তোমার স্বামী,— তোমা পাঠায় একাকিনী
গোয়ালা কেমনে আছে ঘর।
তুমি নহ দুঃখিনী ধনবতী হেন গণি
সর্ব গায় স্বর্ণ-অলঙ্কার ॥
এত ধন যার আছে, সে কি দধি-ঘোল বেচে
হাটে ঘাটে মাথায় পসার।
দেখিয়া তোমার কষ্ট মনেতে হয়েছি রুষ্ট
স্বামী তোমার বড়ই নচ্ছার ॥
হেন আমি অনুমানি হবা তুমি বিচারিণী
বেড়াও পুরুষ-অন্বেষণে।
দুষ্টজনে লাগ পায় দধি-ঘোল কাড়িয়া খায়
তাহে ভয় নাহিক অন্তরে ॥

CENTRAL LIBRARY



তোমার তাতে নাহি ভয় দুষ্টমতি অতিশয়
নষ্ট তুমি হবে গো, সুন্দরি।
দিন গেল যাও ঘরে বেড়াও তুমি স্বতন্তরে
দধি-ঘোলের না লও বুঝি কড়ি॥
সরু বাজার ঠান ভাঙ্গিলে হয় খান খান
বড়াই করিব তোমার চুর।"
বলিয়া এ সব বোল মূল্য করে দধি-ঘোল
শিষ্য সব বড়ই চতুর॥
কহিছে বৈদ্য বিজয়,— "খাইয়া বুঝ কেমন হয়
দধি-ঘোল চুকা কি মধুর॥"

## কপট পসারিণী

শিষ্যের বচন শুনি বলে গোয়ালিনী।
"এ দেশের এমন বিচার আমি নাহি জানি॥
রাজা চন্দ্রধর-দেশে আমার বসতি।
এ সকল দেশের কেন এমন দেখি রীতি॥
ভিন্ন জনে আসিয়াছি দধি বেচিবারে।
পথে লাগ পাইয়া কেন পরিহাস করে॥
আমার জাতির ধর্ম মাথায় পসার।
যাহার প্রসাদে সুখে আছে পরিবার॥
দেব-পিতৃলোক পূজি জ্ঞাতি-গোত্র তুমি।
রাজকর দেই মোরা নিজ ঘরে বসি॥
খাই বিলাই আর করি যে সঞ্চয়।
যত কিছু দেখ এই পসারেতে হয়॥
বিনা দুঃখে কাহার কড়ি না হয় উৎপত্তি।
আমার সকল এই ঘরের সম্পত্তি॥
নিশ্চিন্তে খাইয়া বেড়াও হাঁড়িতে না দেও ফুক।
পরেরে বলিতে তোমার চাঁদ হেন মুখ॥
চপল চরিত্র যাহার ডাঙ্গর উদর।
তিলেক না রহি আমি তাহার গোচর॥
অত্যন্ত দীঘল তোমার ডাঙ্গর উদর।
চিরকাল পর-ভাতে তোমার আদর॥
টাকিয়া কপাল তোর, থাক পরের ঘরে।
মুষ্টি অন্ন খায় যথা কাকে আর কুকুরে॥

CENTRAL LIBRARY



টিকি কপালে, তুলসী মালা গলে।
বচনে সাগর বান্ধ, পথ বহ ছলে॥"
বিজয় গুপ্ত বলে, "এই কীর্তি মনসার।
শুনাইয়া শিষ্যগণে বলে আর বার॥"

"তোমার জাতি-ধর্ম ভাল, শুন গো সুন্দরি।
দুনা কড়ি লও আর বল তাড়াতাড়ি॥
তোমার জাতির আছে পুরাতন কড়ি।
দুনা কড়ি লাগে দিব বেচ যত হাঁড়ি॥
আর যত কড়ি লও যেবা লয় চিতে।
ভাল মত জান তোমরা কোচল করিতে॥
আর যত কড়ি খাও সেই সেই রীতে।
দুঃখ হয়, গোয়ালিনি, সে সব বলিতে॥
পসার ভাঙ্গিয়া তোমার হাঁড়ি করব চুর।
আমার ঠাঁই দেখাও তোমার হার-কেয়ূর॥"

শুনি কোপ বাড়িলেক দেবী মনসার।
শুনিয়া গোয়ালিনী বলে আর বার॥
শিষ্যের বচনে দেবী বলে আরবার।
"কর্ম করাইতে ভাল পেয়েছি ভাতার॥
যে জন আমার ধন দেখিতে না পারে।
বিকাউক মোর স্থানে কিনিব তাহারে॥"
এক শিষ্য বলে, "আমরা যেই ধন চাই।
সেই ধন পাইলে আমরা তোমাতে বিকাই॥
আমরা যেমন ওঝা জানে ত্রিভুবনে।
আমারে কিনিতে পারে কাহার পরাণে॥"

বলিতে লাগিল দেবী কুপিত অন্তর।
দুনা কড়ি গোয়ালিনী বলে বার বার॥
"ভাঙ্গিয়া দম্পতীর প্রেম করহ বসতি।
মন্ত্রবলে হরি আন পরের যুবতী॥
উচাটন করি ভাঙ্গ পরের ঘর।
ব্যভিচারে রত করি করাও দেশান্তর॥
আর যত দোষ কর মন্ত্রের প্রতাপে।
নরকে যাইবা তুমি তোমার সেই পাপে।

CENTRAL LIBRARY



কুজ্ঞান উৎকট কর পড়িয়া লোভেতে।
মরিলে নরকে শিষ্য যাবা ভালমতে॥"

এত যদি গোয়ালিনী বলিল বচন।
ঘনাইয়া শিষ্যগণ বলিল তখন॥
শিষ্যগণে বলে, "আমরা তোমারে ভাল জানি।
সর্বক্ষণ বল তুমি পরিহাস-বাণী॥
তোমার বাড়ীতে বাগা আছিল আমার।
যতেক থুইলাম ধন না পাইলাম আর॥
সেই ধন আশা কি গো করহ এখন।
আমারে এখন নাই তোমার স্মরণ॥
আসিবার কালে তুমি বিস্তর বলিলা।
সন্তোষে আমার হাতের কাটারি রাখিলা॥
হাতের কাটারি তুমি রাখিলা যেন মাত্র।
কি ভোগ করিতে তুমি আসিলা সাক্ষাৎ॥"

মর্মঘাতী কথা কহে যত শিষ্যগণ।
ঘনাইয়া গোয়ালিনী বলিলা বচন॥
"তোমার ওঝারে আমি জানি ভালে ভালে।
আমারে না চিন তুমি চিনিবা কত কালে॥
বিস্তর দেখিছি তব গুরুর দুর্গতি।
সেবক নিকট বলা না হয় যুকতি॥
শঙ্করের দুর্গতি আমি দেখিলাম যত।
সে সব কথা আমি কহিতে পারি তত॥
অন্য ঠাঁই গিয়া তুমি বড়াই দেখাও।
অন্য ঠাঁই কহি গিয়া চলি—ঘরে যাও॥
আর যদি কথা কহ করিয়া যে রোষ।
বিদ্যানাশ করিব যে মোর নাহি দোষ॥"

মর্মকথা কহে দেবী কোপে শিষ্যগণ।
মিছা পরিপাটি করি কহিছে বচন॥
বলি সভা বিদ্যমানে পয়ার প্রবন্ধ।
মিলিল আসিয়া গীত লাচাড়ীর ছন্দ॥

CENTRAL LIBRARY



"করাইব যেবা রীতি, না জান গোয়ালা জাতি—
ভাঙ্গিব মুখের তড়বড়ি।
জানাইয়া জ্ঞাতিলোকে ফল করাইব তোকে—
কি করিবে তোর ধন্বন্তরি॥
আমারে বলিবা, 'ওঝা লোকে তারে করে পূজা'—
এতেক তোমার দুষ্টমতি।
আমি সুচতুর কার্যে থাকিয়া চান্দর রাজ্যে
বাদ যার পদ্মার সংহতি॥
আমি এখন বাড়ী যাব কান্দিয়া স্বামীরে কব
যত কিছু কহিছ আমারে।
আর কি গোয়ালের নারী দধি-ঘোল বেচিতে পারি
আজি ঠেকায় তোমারে॥
শুনিয়াছি আদ্য মূলে দেশে সে গোয়ালা পাইলে
কারে গালি কত দিবে আর।"
শুনি গোয়ালিনীর বাণী শিষ্যগণে কানাকানি
বিজয় গুপ্ত রচিল সুসার॥

"পরিহাস পার যত কর গোয়ালিনী।
কত কড়ি ভাও বল দধি-ঘোল কিনি॥
জল ফেলি দধি-ঘোল দেও ত মাপিয়া।
কড়ি নাহি দিব আগে দেখিব চাখিয়া॥"

গোয়ালিনী বলে, "আমি সত্য করি কই।
কোন কালে বেচি নাই চুকা ঘোল-দই॥
সর্বলোকে খায় দধি—স্বাদ নহে টুটা।
পসার ভাঙ্গিয়া তার মাথায় দিব কুটা॥"

গোয়ালিনী যত বলে ধন্বন্তরি সয়।
মুখে যত মন্দ আইসে বলে অতিশয়॥

"ভাল বলিলি, ওঝারে, স্বরূপে ভাটা চুকা।
বিনে না খাইয়া দধি কেন বল চুকা॥
আর নহে, গোয়ালিনি, নহে রে, ধনে জনে উনা।
অতি ভাল দধিতে কড়ি দিবা দুনা॥
বাপ মোর মণ্ডলিয়া, দেশের রক্ষক ভাই।
একই বাথানে আছে ঘোল শত গাই॥

CENTRAL LIBRARY



দধি দুগ্ধে ঘৃতে বোলে নাহি মাপাজোখা।
দ্বারে বসিয়া বেচি, কড়ি লই চোখা॥
লোকমুখে তোমার গুণ শুনি চারিপাশে।
সাধিয়া বেচিতে দধি আনিলাম বড় আশে॥
মূল্য না করিয়া তোমারে দিলাম ডালি।
আজি ঘরে গেলে মোর স্বামী দিবে গালি॥
ছোট ছোট দধি ভাণ্ড একশত গোটা।
ছোট সবে খাউক, ওঝা, স্বাদ কিছু টুটা॥
পসারের মধ্যে ভাণ্ড—মধু আছে উৎকট।
আপনি খাইও, ওঝা, সেই দধি-ঘট॥"

গোয়ালিনীর বোলে ওঝা হাসিয়া যায় গড়ি।
"অধিক মূল্যে বেচ কেন, না পাইবা কড়ি॥
মিছা গৌরব কর, তোমার স্বামী কি ধন রাখে।
তুমি নগরে নগরে দধি বেচ, সে বসিয়া থাকে॥"

এত বলি শঙ্কর ওঝা খলখলি হাসে।
সকল শিষ্যে বলে দধি খাবার আশে॥
বিজয় গুপ্ত বলে, "ওঝা, দেবীর মায়া-কলা।
দধির লোভে গরল খাইবা শেষে ধরিবে গলা॥"

## বিষ-দধি

দধির লোভে ধন্বন্তরি না করে বিচার।
শতেক কাহন দিয়া কিনিল পসার॥
কড়ি পেয়ে গোয়ালিনী চলি গেল ঝাটে।
দধি খেতে ধন্বন্তরি গেলা রাজঘাটে॥
দ্বিতীয় প্রহর বেলা উদয়মান।
শতেক শিষ্য লইয়া ওঝা করে গঙ্গাস্নান॥
ক্ষুধায় আকুল ওঝা স্থির নহে বুদ্ধি।
চিড়াকলা দিয়া সবে মাখিয়া খায় দধি॥
"ভাল, ভাল"—শিষ্য সব এই কথা বলে।
স্বাদ পেয়ে বিষ-দধি গ্রাসে গ্রাসে গিলে॥
পদ্মার বরে দধি যেন অমৃতের কণা।
স্বাদ পেয়ে বিষ-দধি খায় সর্বজনা॥

CENTRAL LIBRARY



এক দৃষ্টে শিষ্যগণ ওঝার পানে চায়।
এমন অমৃত-দধি কভু নাহি খায়॥
দধি খেয়ে শিষ্যগণ আপনা পাসরে।
বিষের জ্বালে সবার প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করে॥

অনন্ত, বাসুকি আর তক্ষক, কর্কট।
তাহার সবার বিষ বড়ই উৎকট॥
সেই বিষ খাইলে দেবের পোড়ে কায়।
মনুষ্যের পেটে হেন বিষ কি জীণ পায়॥
দধি খাইয়া ভয় পাইল ওঝার যত শিষ্য।
লোমে লোমে সঞ্চারিল কালকূট বিষ॥
ছট্‌ফট্‌ করে প্রাণ পোড়ে জনে জনা।
শরীরে সামর্থ্য নাই পাসরে আপনা॥
ওষ্ঠ কপাটি লাগে রাও নাহি আইসে।
কালবিষে চাপিল হেন শিষ্য সবে বাসে॥
রক্তবর্ণ দুই চক্ষু করে ছট্‌ফট্‌।
আথালি পাথালি পড়ে একশত ঠাট॥
এক ভিতে পড়ে কর্ণ আর ভিতে পাও।
নাগরথে থাকিয়া হাসে বিষহরী মাও॥

পড়িল সকল শিষ্য যেন সবের বৈরী।
সবে মাত্র স্থির আছে ওঝা ধন্বন্তরি॥
শিষ্যের মুখ দেখিয়া ওঝা করে বিমরিষ।
"দধি-ছলে গোয়ালিনী বেচিয়া গেল বিষ॥
অবিচারে খাইলাম বিষ না বুঝিয়া দশা।
গোয়ালিনী-রূপে বিষ বেচিল মনসা॥
আমারে মারিতে দেবী চিন্তে নানা বুদ্ধি।
কপট করিয়া মোরে দিলা বিষ-দধি॥
নাকে হাত দিয়া ওঝা বলে, "হরি, হরি।
পদ্মার মনে লয় আমি বিষ খাইলে মরি॥
গুণের দর্পে ধন্বন্তরির অজর শরীর।
মূলমন্ত্র পড়ি ওঝা প্রাণ করে স্থির॥

আপনা স্মরিয়া ওঝা বামে মারে তালি।
"ভাল দধি বেচিয়া সারিল গোয়ালিনী॥
মুই ধন্বন্তরি ওঝা ধোপা-ঝীর শিষ্য।
হাঁড়ী ধরি পিতে পারি যদি পাই বিষ॥

CENTRAL LIBRARY



তক্ষক, বাসুকি আদি যত নাগ আছে।
সকল চিবাইতে পারি যদি পাই কাছে॥"

এতেক বলিয়া ওঝা উঠিল সত্বর।
শিষ্যগণের পৃষ্ঠে মারে বজ্র-চাপড়॥
চাপড়ের ঘায়ে শব্দ হইল অতিশয়।
শিষ্য সবের কাণে ওঝা মূলমন্ত্র কয়॥
ওঝা বলে, "শিষ্য সব, ছাওয়াল-চরিত।
বিষ খেয়ে মোহ গেলা শুনিতে কুৎসিত॥
নেতা-ধোপা-ঝীর আজ্ঞা যদি সত্য হয়।
তোমা সবার অঙ্গের বিষ যাউক ক্ষয়॥
ত্রিভুবন বিদিত ধোপা-ঝী মোর মা।
মোর মন্ত্র ভর করি ঝাটে তোল গা॥
নেতা ধোপা-ঝীর আজ্ঞা—আকাটা আকুট।
নিদ্রা হৈতে শিষ্য সব লাফ দিয়া উঠ॥"
কানে মন্ত্র কহে ওঝা পৃষ্ঠে ঘা মারে।
নির্বিষ হইয়া শিষ্য উঠে একেবারে॥
নিদ্রা হৈতে উঠে সবে কচালে নয়ন।
গায়ের ধূলা ঝাড়ে সবে পাইয়া চেতন॥
দুই হাতে জল দিয়া প্রাণ করে স্থির।
ওঝার পায়ের ধূলা লইয়া লেপিল শরীর॥
মরিছিল শিষ্য সব জীল আরবার।
হেনমতে সবাকার হউক নিস্তার॥
শিষ্য জীয়াইয়া ওঝা পায়ে মারে তালি।
কোপ মনে ওঝা পদ্মারে পাড়ে গালি॥
কোপে ওঝা পদ্মারে বলে খরতর।
লাচাড়ী পড়িল ভাই বলহ সত্বর॥

"পদ্মা, কিসেরে সাজাইবা বিষ-দধি।
আমারে মারিতে হেন তোমার মনে লয় কেন
কেবা তোরে দিল হেন বুদ্ধি॥
গোটা কত নাগ পোষ তে কারণে লোকে ঘোষ
বিবাদে আগল বিষহরী।
হেন বুদ্ধি যেবা করে লোকে দোষে তাহারে
আমি বিষ খাইলে না মরি॥

কি কহিব আপন কথা মহাজ্ঞান দিল নেতা
তে কারণে অজর-অমর।
সাপ খাম, বিষ পেম চারি যুগে মুই জীম
যমের ভয় নাহিক আমার॥
বনে বনে খেলম ক্ষণেক বাঘেতে চলম
ক্ষণেক চলম মহিষের পৃষ্ঠে।
খেচর-দানবদূত প্রেত-পিশাচ-ভূত
যক্ষিণী পালায় মোর দৃষ্টে॥
মুই ধোপা-ঝীর শিষ ঝারি ভরি পেম বিষ
তক্ষক চিবাইতে পারি দন্তে।"
ধন্বন্তরি কথা কয় পদ্মার মনেতে লয়
বিজয় গুপ্ত রচিল সানন্দে॥

বিষ-দধি মিছা গেল পদ্মা পাইল লাজ।
নেতার ঠাঁই জিজ্ঞাসা করে, "কি করিব কাজ॥
মোরে বুদ্ধি বল নেতা, রজক-কুমারি।
কিরূপে বধিব আমি ওঝা ধন্বন্তরি॥
বিষ খাইয়া ওঝা না করিল বিমবিষ।
কি বুদ্ধি করিব নেতা বল উপদেশ॥
পূজা যদি না হইল জীবনে কিবা ফল।"
এত বলি পদ্মাবতী কান্দিয়া বিকল॥

নেতা বলে, "কি করিব, মনে ভয় করি।
ওঝারে বধিতে আমি যুক্তি দিতে নারি॥
শঙ্কু হেন শিষ্য মোর নাহি ত্রিভুবনে।
গুরু হইয়া শিষ্যের মৃত্যু কহিব কেমনে॥
আমা ছাড়ি শঙ্কুর রায় নাহি জানে আর।
সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া দিলাম তারে বর॥
আমার প্রতাপে ওঝা অমর-অজয়।
প্রাণের অধিক আমার শঙ্কুর ওঝা রায়॥
কোপ কর, তাপ কর, যেবা কর কর্ম।
তবু না কহিব আমি ওঝার যে মর্ম॥
তোমার বাপ থাকুক, যদি সাজিয়া আসে যম।
তবু না টুটিবে আমার ওঝার বিক্রম॥
জগত-জননী তুমি, যেবা মনে লয়।
আপনি ভাবিয়া দেখ আছে যে উপায়॥"

CENTRAL LIBRARY



এতেক বলিল যদি রজক-কুমারী।
মনে মনে ভাবে তবে জয়-বিষহরী॥
জগত-জননী দেবী ভাবিতে চিন্তিতে।
শঙ্কর নগরে দেবী চলিলা ত্বরিতে॥
সহেলার বেশ ধরিলা বিষহরী।
কপটে বধিতে যায় ওঝা ধন্বন্তরি॥
ধন্বন্তরির স্ত্রী কমলা সুন্দরী।
তাহার তরে সহেলা করে দেবী বিষহরী॥
পদ্মার সঙ্গে কহে কথা কৌতুক হইল বৈরী।
সংবাদ পড়িল ভাই বলরে লাচাড়ী॥

## সখীর ছদ্মবেশে

"যদি শঙ্কর না থাকে বাড়ী তবে প্রবেশিও পুরী
পাছ-দ্বারে যাইও তাড়াতাড়ি।
তবে যদি দেখা হয় দিও তুমি পরিচয়
কহিও 'আমি সতী ব্রাহ্মণী নারী॥
সর্বসুখ অতিশয় কর্মদোষে স্বামী নির্দয়
লইতে আসিলাম শরণ।'
কহিবে কমলা সুন্দরী কহিও, 'আমি জাতি ব্রাহ্মণী
লইতে আইলাম তোমার শরণ।
সর্ব সুখ অতিশয় কর্মদোষে স্বামী নির্দয়
আজি নিশি দেখিলাম স্বপন॥'
এই সব কহিও কথা, তবে পাবা মর্মকথা"—
চলে পদ্মা নেতার বচনে।
বিজয় গুপ্ত বলে সার,— "মোর গতি নাহি আর
দয়া করি রাখ ও চরণে॥"

নেতার বচনে পদ্মা স্থির করে মন।
দিব্য বস্ত্র-অলঙ্কার লইল তখন॥
দিব্য বস্ত্র-অলঙ্কারে সাজিল পদ্মাবতী।
দাসী সাত আটজন করিয়া সংহতি॥
নানা দ্রব্য নিল আর বস্ত্র-অলঙ্কার।
উপনীত পদ্মাবতী শঙ্কর আগার॥

CENTRAL LIBRARY



কার্যের গৌরবে পদ্মা যায় ঝাটে ঝাটে।
আঁখির নিমেষে গেল কমলা-নিকটে॥
রথ এড়ি পদ্মাবতী ভূমিতে নামর।
পদ্মারে দেখিয়া মনে কমলার ভয়॥
ভক্তি করি জিজ্ঞাসিল, "থাক গো কোথায়?"

পদ্মা বলে, "চম্পকেতে আমার আলয়॥
লোকমুখে শুনিয়া হরিষ হইল মন।
তোমা হৈতে দুঃখ যদি হয় বিমোচন॥
তবে সে জানিব মম ললাটে লিখন।"
কমলা বলেন, "সখি, কহ ত কারণ॥"
আলাপ করয়ে দোঁহে মধুর বাক্যাবলী।
"সই, সই" বলে দোঁহে করে কোলাকুলি॥

বস্ত্র-অলঙ্কার দিয়া হরিষ অপার।
পদ্মার কপট মায়া বুঝে সাধ্য কার॥
পদ্মা বলেন, "সখি, কহি গো তোমারে।
দুর্ভাগা করিয়া বিধি সৃজিল আমারে॥
মোর ঠাঁই মর্মকথা স্বামী না কহিল।
মরণ কালেতে প্রভু কি না বলিল॥
তুমি হও সই আমার ওঝার ঘরণী।
মরণ-জীয়ান ওঝার জান কি আপনি॥"

কমলা বলেন, "সখি, না বলিও আর।
স্বপনেও নাহি স্ত্রী-পুরুষ ব্যবহার॥"

পদ্মাবতী বলে, "আমার দুষ্ট কর্মফল।
সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলে শোষে তার জল॥"
সর্বলোকে বলে, "আমি ওঝার ঘরণী।
গুণজ্ঞান, সখি, আমি কিছু নাহি জানি॥"

পদ্মাবতী বলে, "আমার এই কর্মফল।
সমুদ্রে ঝাঁপ দিলে তাহে নাহি জল॥
পাথর লইলাম কোলে তাহা মিলায়।
সাগরে ঝাঁপ দিলে সাগর শুকায়॥
বিধাতা যে মোর লিখিল কপালে।
সে সব দুঃখ মোর খণ্ডে না কোন কালে॥"

CENTRAL LIBRARY



"না ভাবিও এত দুঃখ"—বলিল কমলা।
"এত দুঃখে তুমি আসি পাতিলা গহেলা॥
আজ স্বামীর নিকট জানিব নিশ্চয়।
তবে মোর ভাগ্য থাকে আসিবা হেথায়॥"

পদ্মাবতী বলে, "সখি, শুন গো বচন।
এক কথা কহি আমি তাহে দেও মন॥
সবে মাত্র আমি তোমার বয়সে অধিক।
ধরে বা না ধরে বোল বলিও খানিক॥
যখনে হরিষে ওঝা চাহে আলিঙ্গন।
কোপ করিয়া তুমি বলিও বচন॥
এতেক বলিয়া যদি লইতে পার লাগ।
কার্যসিদ্ধি হবে আর বাড়িবে সোহাগ॥
মর্ম-বৃত্তান্ত জানিও,—মৃত্যু কাহার হাতে।
এ সব বৃত্তান্ত তুমি জানিও ভালমতে॥"

"আজি তার ঠাঁই জিজ্ঞাসিব যে নিশ্চয়।"
হরষিত পদ্মাবতী আপন হৃদয়॥
পদ্মাবতী দিলেন তারে বিস্তর অলঙ্কার।
কমলাও দিল তারে অনেক ব্যবহার॥
বিদায় করিয়া ঘরে গেল কমলা সুন্দরী।
শ্বেত মাছি হইয়া রহিলা বিষহরী॥

দিবা অবসানে ওঝা আসিল বাড়ীত।
করিল ভোজন-স্নান যে আছে বিহিত॥
ভোজন করিয়া ওঝা শুইল দিব্য খাটে।
কমলা সুন্দরী গিয়া বসিলা নিকটে॥
অলঙ্কারে কমলা হইয়া বিভূষিতা।
স্বামীর নিকটে গেলা হইয়া আনন্দিতা॥
কামদৃষ্টে চাহিলা জয় বিষহরী।
পঞ্চবাণ ছাড়ে কাম সুসন্ধান করি॥
কমলা বলে, "প্রভো, কহত সত্বর।
কিরূপে হইল তোমার অক্ষয় পাঁজর॥
মহাজ্ঞানের কথা কহিবা বিস্তর।
তবে সে তোমার সঙ্গে থাকিব একত্তর॥
পুত্রকন্যা না হইল সংসারে নাহি ব্যথা।
স্বরূপে আমার ঠাঁই কহ সত্য কথা॥"

CENTRAL LIBRARY



"আমারে কহিবা নিশ্চয় আজি তোমা ভিন্ন নয়
মোরে তুমি না কর বিস্ময়।
তুমি ত মোহান্ত ওঝা সর্বলোকে করে পূজা
অসাধ্য সাধন হয়॥
জপ-তপ যত করি স্বামি-বিদ্যমানে মরি
এই আশা করি সর্বক্ষণে।
এই কথা কহি আমি,— যদি কৃপা কর তুমি
তবে তুষ্ট হইব বড় মনে॥
মনুষ্য-শরীর ধর নহে তুমি অমর
কত জীবনে কেমনে মরণ হয়।
কোন রূপে মৃত্যুপথ রক্ষা কাহার হাত
তাহা মোরে কহিবা নিশ্চয়॥"

"ওগো প্রিয়ে, কমলা সুন্দরি, শুন, আমি তোমায় বলি
হেন বোল বলা তব উচিত না হয়।
তুমি বল দেখি সই, আর হইলে প্রাণ লই
যত দুঃখ উপজিল যায়॥
তোমারে লইতে সন্ধি কোন চরে দিল বুদ্ধি
সে তোর আগিল সর্বনাশে।
এতকাল জানি আমি তুমি অতি শুদ্ধ নারী
আজি কেন এ' বোল প্রকাশে॥
নিশ্চিন্ত থাক তুমি, অতি দীর্ঘজীবী আমি,
মরণ নাহিক মোর ভিতে।
চিরকাল মোর সঙ্গে থাক তুমি নানা রঙ্গে
বিচ্ছেদ না হবে জন্মান্তরে॥
তুমি না জান সার এ বোল না বল আর
মূল তত্ত্ব না কহিতে যুয়ায়।"
শুনিয়া ওঝার কথা মনসার মনে ব্যথা
বৈদ্য বিজয় গুপ্তে গায়॥

## উপায়-সন্ধান

এই সব কথা ওঝার শুনিয়া কমলা।
"এই সব কপালে মোর বিধাতা লিখিলা॥
জীবনে জীবন যাহার মরণে মরণ।
হেন স্বামীর গুপ্তকথা না জানি কারণ॥

CENTRAL LIBRARY



সামান্য মানুষজাতি—সকলে ঘর করে।
নাহি তার কিছু কথা নারীর অগোচরে॥
আজি সে জানিলাম সব অকারণ।
যাহার হেন স্বামী তাহার বিফল জীবন॥"

কান্দিয়া এ সব কথা কহে কমলায়।
ঘনাইয়া আরবার বলিল ওঝায়॥
"অসতীর মত কথা আইসে মনোদুঃখে।
এ সব বৃত্তান্ত লোক ভাল হেন দেখে॥
আপনার স্বামী নিন্দে পরস্বামী বন্দে।
পরপুরুষের কথা শুনিতে সানন্দে॥
সে সব নারীর কথা কহিতে না পারি।
সদাই তাহার মন পাপ-অনুকারী॥"

এ সব কথা যদি কহিল ধন্বন্তরি।
বিমুখ হইয়া বসে কমলা সুন্দরী॥
"দয়া ভাবে জিজ্ঞাসিলাম কহিলা কোপ-মনে।
না কহিলে তত্ত্বকথা জানিব কেমনে॥"
"মর্মকথা লইতে তোমার উচিত নয়।
পরিণামে জানিবা যখন যে হয়॥"

বিজয় গুপ্ত বলে, "ওঝা, শুন শঙ্কর রায়।
কমলার কপটে তোমার জীবন-সংশয়॥"

স্বামীর কথায় কমলার চিত্ত অসুস্থ।
চরণে পড়িয়া বলে, "শুন প্রাণনাথ॥
বাপ মোর পুণ্যবান্ মা ভাগ্যবতী।
বড় ভাগ্যে পাইলাম তোমা হেন পতি॥
এত কাল, প্রভো, মোরে না কহিলা সার।
কেমনে মরণ হয়, কেমনে নিস্তার॥
না কহিলা মহাজ্ঞান মূল কথা শুদ্ধি।
আপদে পড়িলে তবে তরিবা কোন বুদ্ধি॥
কোপে না কহিলা মোর মনে বাসে।
ভাবিতে চিন্তিতে মোর মুখে রাও না আসে॥"

কমলার বোলে ওঝার মনেতে কৌতুক।
"হেন ছার কর্মে, প্রিয়া, মিছা পাও দুঃখ॥

CENTRAL LIBRARY



আমি যেরূপ ওঝা কেবা জানে গুণ।
যে কথা কহি আমি চিত্ত দিয়া শুন॥
শুন প্রিয়া, শশিমুখি, বুঝাই তোমারে।
কহিব মর্মকথা শুনে পাছে পরে॥
তক্ষক, বাসুকি আদি যত যত নাগ।
দন্তে চিবাইতে পারি যদি পাই লাগ॥
গুণের দর্পে মোর কায় আকাটা-আকুট।
একমাত্র আছে মোর মরণের পথ॥—
অমর শরীর নহে অবশ্য মরণ।
অমর লিখন নাই যমের ভবন॥
সাপ মাত্র বৈরী আছে শুন সাবধানে।
আমি মাত্র জানি তারে মনসা পাছে শুনে॥
সেও আর আমি যদি থাকি এক ঘরে।
তবু সে প্রাণে মোরে কি করিতে পারে॥
ভাদ্র মাস মঙ্গলবার অমাবস্যা হয়।
তক্ষকে মস্তক যদি খায় ত নিশ্চয়॥
সেই যদি লাগ পায় নির্বন্ধে আমার।
তবে সে তাহার হাতে বিপদ আমার॥
প্রাণ সমর্পিলাম রাখিও যতনে।
এ কারণে মর্মকথা কহি তোমার স্থানে॥
তক্ষকে দংশে যদি ব্রহ্মতালুয়ায়।
তবে সে আমার মৃত্যু জানিও নিশ্চয়॥
তাহাতে ঔষধ দিলে আছে প্রতিকার।
ঝুলিতে ঔষধ তবে আছেত আমার॥"

রথে থাকি মনসা শুনিল সত্বর।
বিজয় গুপ্তে রচে পুথি মনসার বর॥

"শিশুকালে যখনে পুষিল বাপ-মায়।
একমনে পূজিলাম ধোপা-ঝীর পায়॥
গুরুবরে দেখিলাম সাক্ষাৎ দেব-কায়া।
শিশু হইয়া সেবিলাম—উপজিল দয়া॥
ভকত-বৎসলা দেবী চারি যুগের সার।
মহাজ্ঞান কহিতে যায় সমুদ্রের পার॥
ভকত-বৎসলা দেবী দয়ার সাগর।
তাহার সহিত আমি গেলাম সত্বর॥

CENTRAL LIBRARY



মহাজ্ঞান কহিতে নেতা করিল প্রকাশ।
তত্ত্বকথা কহিয়া মোরে দিল পুত্রবাস॥
নানা গুণ জানে নেতা অন্তরে বড় গাড়ি।
বিনা অগ্নি-পানীতে চড়াইল হাঁড়ী॥
অগ্নি নাহি, পানী নাহি,—হেটে বহে জাল।
আপনে আপনে চাউল লইল উথাল॥
চারি যুগে নেতার গুণ কভু নহে টুটে।
গড়গড় করিয়া হাঁড়ীর ভাত ফোটে॥
হেনরূপ ধোপা-ঝীর দেখিলাম প্রতাপ।
চারিদিকে চাপিয়া উঠে নানা জাতি সাপ॥
পতঙ্গ নামে মহাসাপ থাকে চারিদিকে।
ধোপা-ঝীর প্রতাপে নাগ ধাইয়া আসে বেগে॥
হাতসানে বলে নেতা, 'কেন আইলা বাপ।'
পতঙ্গের মাথায় থাকে শ্বেতবর্ণ সাপ॥
শ্বেতবর্ণ সাপ যেন দেখি সূতার পাখী।
বড়ই সুন্দর সাপ অদ্ভুত হেন দেখি॥
গুণের দর্পে ধোপা-ঝীর নাগের নাহি ভয়।
সাপের মাথা হইতে সাপ হাতে করি লয়॥
হাতে সর্প করিয়া চৌদিকে চাহে নেতা।
ভাতের মধ্যে ফেলাইল তিলেক নাহি ব্যথা॥
অগ্নি হেন তপ্ত ভাত, হাত দিলে পুড়ি।
তপ্ত ভাতে পড়িয়া সাপ বহে মোড়ামুড়ি॥
কোমল শরীর সাপ অতি অল্প জীউ।
ভাতে মিলি গেল সর্প যেন হইল ঘিউ॥
তাতে মিলিয়া সর্প হইল জড়াজড়ি।
সর্ব অন্ন হইল যেন জবার পাফড়ি॥
ভূমিতে ভাত নামাইয়া হাতে দিল তালি।
'ওঝা, ওঝা' বলি মোরে ভাত দিল ঢালি॥
ধোপা-ঝী বলে, 'পুত্র, কার্য নহে টুটা।
সকল ভাত খাইও, যেন না রহে এক গোটা'॥
মনের বলে ভাত খাইলাম, না রহিল এক গোটা।
খাইতে খাইতে শরীর করিলাম মোটা॥
হাসিয়া বলিলাম, 'শুন, ধোপা-ঝী।
সকল অন্ন খাইলাম, এখন করি কি॥'
আমার বচনে নেতা হাসে কুতূহলে।
'পাত তুলিয়া চাও কিবা আছে তলে॥'

CENTRAL LIBRARY



ধোপা-ঝীর বোলে মোর চিত্ত অসুস্থ।
পাত তুলিয়া দেখি এক গোটা ভাত॥
কোপে বলে ধোপা-ঝী, 'কি বলিলি, ছার পো।
পাতের তলে ভাত থুইয়া ভাঙিলি মো॥
কে যারে, আরে পুত্র, ভোজন এড়ি উঠ।
মোর বরে হও পুত্র আকাটা-আকুট॥
তক্ষক আদি যত নাগ মহাবিষময়।
তোর নাম শুনিয়া পলাইয়া যাবে ভয়॥'

নেতার বচনে আমি বড় পাইলাম ব্যথা।
যোড় হাতে জিজ্ঞাসিলাম, 'সার কহ মাতা॥
পাতে থুইলাম ভাত না দেখিলাম দৈবে।
কেমনে মৃত্যু মোর কহিবা যে মোরে॥
তোমার চরণ বই গতি আর নাই।
মরণের প্রতিকার কহ দেবী আই॥'

স্থির হইয়া বসিলাম না করিলাম ভয়।
'কহিব সকল কথা যে জানি নিশ্চয়॥
রতন অঙ্গুরী পাইয়া হারাইলা পথে।
অমৃত দিলাম অন্নে না জানিলা খাইতে॥
ঘরে আনি দিলাম অন্ন ঠেলিলা বাম পায়।
সকল অন্ন খাইলে তোমার অক্ষয় হইত কায়॥
এক অন্ন পাতের তলে না হইত পতন।
কোন কালে, শঙ্কু, তোমার না হইত মরণ॥
বিধাতার নির্বন্ধ মোর দোষ নাই।
সর্পমুখে হইল তোমার মরণের ঠাঁই॥'

চারিযুগে নেতার কথা সত্য হেন জানি।
যে মতে মিলিবেক সকল সন্ধানি॥
'গুণের কারণে সর্পে না করিও হেলা।
ভাদ্র মাসে মঙ্গলবার অমাবস্যা মেলা॥
স্ত্রীর সঙ্গে শুইয়া থাকিবে দিব্য খাটে।
হেন কালে তক্ষক যদি দংশে ললাটে॥
নিশ্চয় সেই দিন তোমার মরণ।
যত তন্ত্র-মন্ত্র তোমার না হবে স্মরণ॥'

CENTRAL LIBRARY



এত বলি ধোপা-ঝী গেল নিজ বাসে।
ত্বরিতে আসিলাম আমি আপন আবাসে॥
মোর ভয়ে সাপ বেড়ায় যেন চোর।
কোথায় থাকিয়া তক্ষক ললাটে দংশিবে মোর॥
স্ত্রী-বুদ্ধি, প্রিয়া, তুমি চঞ্চলচরিত্র।
স্থির হইয়া শুন তুমি—নাগের নহি ভীত॥"

স্ত্রীর স্থানে ওঝা কহিল নিজ দশা।
নিকটে থাকিয়া তাহা শুনিল মনসা॥
আপদ নিকট হইলে নানা বুদ্ধি ঠেকে।
তথায় আছিল পদ্মা—ওঝা নাহি দেখে॥
স্বামীর বচনে কমলা দূরে গেল ভয়।
হাসিয়া আপন ঘরে গেল মনসায়॥

## ওঝার নিধন

ধন্বন্তরির মর্মকথা পাইল বিষহরী।
ডাক দিয়া আনে পদ্মা নাগ-অধিকারী॥
খাইতে বসিতে পদ্মার আর চিন্তা নাই।
ভাদ্র মাসের অমাবস্যা কতদিনে পাই॥
এক দুই করি পদ্মা লিখে নিতি নিতি।
আচম্বিতে ভাদ্র মাস অমাবস্যা তিথি॥
পদ্মা বলে, "বিধি মোর মিলাইল কাজ।"
ডাক দিয়া আনিল তক্ষক মহারাজ॥
যত উপজিল কথা কহিল তখন।
"ধন্বন্তরি বধিতে চল এইক্ষণ॥
ব্রহ্মতালুয়ায় তাহার যা দিবা তুমি।
মন্ত্রবলে ঔষধ হরিয়া নিব আমি॥"

এতেক শুনিয়া নাগ চলিল ত্বরিত।
ধন্বন্তরির ঘরে ঢুকিল আচম্বিত॥
মায়ের প্রসাদ পাইয়া তক্ষক নাগ লড়ে।
অবিলম্বে চলিলেন শঙ্কুর নগরে॥
কমলার সনে রত্নখাটে শুইয়া ধন্বন্তরি।
শঙ্কর নিধনহেতু আসিলা বিষহরী॥

CENTRAL LIBRARY



পদ্মা বলে, "নিদ্রাদেবি, আর কিবা চাও।
বায়ুরূপ হইয়া তুমি শঙ্কুর ঘরে যাও॥"
দেবতার কপট মায়া বুঝে কার বাপে।
কহিতে কহিতে তার কালনিদ্রা চাপে॥

খাটালে দাঁড়াইয়া নাগ চারিদিকে চায়।
ঔষধের ঝুলি হরিয়া নিল মনসায়॥
অকাল নিদ্রা হয় বড় অশুভের চিহ্ন।
দুইজনে নিদ্রা যায় সুখে হইয়া ক্ষীণ॥
তক্ষক বলে, "আমি আর কিবা চাই।
নিদ্রায় ধন্বন্তরি ওঝা—এই কালে খাই॥"

নিদ্রা যায় ধন্বন্তরি আপনার সুখে।
বজ্র-ঠোকর মারে ব্রহ্মতালুকে॥
বিষ উগাড়িয়া নাগ উভা লড়ে ধায়।
ঔষধের ঝুলি লইয়া মনসা পলায়॥
নিদ্রায় থাকিয়া ওঝা দেখিল স্বপন।
তক্ষকে দংশিল ওঝার হইল মরণ॥
কোপ্ মনে না চেতায় কমলা সুন্দরী।
আসন করিয়া যোগ করে ধন্বন্তরি॥
কিবা যোগ, কিবা মন্ত্র,—কিছু না আইসে মুখে।
কাল পূরিলে তারে কাহার বাপে রাখে॥
হাত বাড়াইয়া চাহে ঔষধের ঝুড়ি।
কপটে হরিয়া তাহা নিল বিষহরী॥
"স্ত্রীর ঠাঁই মর্ম কহিয়া হারাইলাম সকল।
স্ত্রীর ঠাঁই মর্ম কহে তাহার জীবন বিফল॥"

"আমার মরণ জানি কারে বলিয়াছ, ধনি,
সেই প্রাণ নিল গো সম্প্রতি।
স্বামীর মরণ-কথা বলিয়াছ যথাতথা
এ তব রহিল অখ্যাতি॥
যার স্বামীরে সাপে খায়, সে কি মতে নিদ্রা যায়—
লোকমুখে থুইলা অপযশ।
বারে বারে বলি আমি কথা না শুনিলে তুমি
এবে মোর প্রাণ হয় নাশ॥

CENTRAL LIBRARY



না কহিলে মর্মকথা মনেতে পাইবে ব্যথা
কথা শুনি করিলা যে কর্ম।
আগে যদি জানি হেন তবে কি আমি কখন
স্ত্রীর কাছে বলি সব মর্ম॥
বিষেতে পরাণ পোড়ে তুমি সুখ-শয্যা 'পরে
না শুনিয়া আমার বচন।
ওঝার করুণা শুনি চৈতন্য পাইল ধনী,—
কমলা যে পুড়িল ক্রন্দন॥"

"আহা, প্রভো, প্রাণপতি কোথা গেলে এত রাতি
একাকিনী ফেলিয়া আমায়।
আজীবনে কোন দিন না করিলে কার্য হেন
এবে কেন হইলে নিদয়॥
কারে বা করিব রোষ সকলি আমার দোষ
অগ্নি দিলাম আপন কপালে।
কোথা হৈতে আইল নারী সহেলার বেশ ধরি
সে রাক্ষসী প্রভুরে নাশিলে॥
হায়, আমি কি করিব কার কাছে দাঁড়াইব
প্রভু বিনে কি হবে আমার।
স্বামী বিনে অবলার সংসারে কে আছে আর
বিপদেতে কে করে নিস্তার॥
হায়, হায়, কব কারে শোকেতে হৃদি বিদরে
কোথা গেল ডাকিনী সহেলা।
মনেতে কুমত রাখি আমায় শিখাল সখী
স্বামি-সঙ্গে করিবারে কলা॥
প্রভুর মরণ লাগি আমি যে দোষের ভাগী
স্বামি-বধে কি হবে আমার।
আমি অতি অভাগিনী কুলবতী কলঙ্কিনী
এ পাপে মোর নাহিক নিস্তার॥
হায় আমি কি করিব জলেতে পরাণ দিব
নহে প্রাণ ত্যজিব অনলে।"
পদ্মাবতী কর সার বিলাপে কি হবে আর
সানন্দে বিজয় গুপ্ত বলে॥

কোপ মনে নাহি চাহে কমলা সুন্দরী।
অতি কোপে বলে তারে 'ওঝা ধন্বন্তরি॥

CENTRAL LIBRARY



"দ্বিচারিণী-মত কর্ম করিলা বিস্তর।
আমি তোমা জানিতাম প্রাণের দোসর॥"
অতি কোপে বলে তবে ওঝা ধন্বন্তরি।
যোগের নিয়ম কথা কহিল বিস্তারি॥
"তোমার সনে আমার দেখা না হইবে আর।
তে কারণে করিলা এ সব আপান্তর॥
যে বৈরী আছিল তাহার পূরিল আশ।
তোমা হইতে হইল তাহার কার্যের প্রকাশ॥"

ওঝার শয্যায় শুনি ক্রন্দনের রাও।
আথেব্যথে শিষ্যগণে তুলিলেক গাও॥
শিষ্যগণ বলে, "বাপ, এ কোন বৃত্তান্ত।
যোগ ভাবিয়া, বাপ, চিত্ত কর শান্ত॥
যার হাতে পাইয়াছ তুমি অবসাদ।
কেন ভাব, গুরু তুমি, এতেক প্রমাদ॥
যদি যোগ ভাব, গুরু, হইয়ে একমন।
বিপক্ষে কি করিবেক—চিন্ত অকারণ॥"

ওঝা বলে, "শিষ্যগণ, কত কহিতে পারি।
কপটে প্রাণ হরিয়া নিল বিষহরী॥
স্ত্রীর ঠাঁই মর্ম কহি হারাইলাম সকল।
তে কারণে বিধি মোর পরাইল কাল॥
স্ত্রীর ঠাঁই মর্মকথা কহিয়া হারাইলাম জীবন।
স্ত্রীরে যে আপন বলে সে জন বর্বর॥
স্ত্রীর ঠাঁই মর্মকথা কভু না কহিবে।
কহিলে বিপদ তার অবশ্য হইবে॥"

ঢলিয়া পড়িল ওঝা উত্তর-শিয়রী।
বিলাপ করিয়া কান্দে কমলা সুন্দরী॥
যতেক শিষ্যগণ কান্দে মাথায় দিয়া হাত।
আকাশ ভাঙ্গিয়া যেন পড়িল মাথাত॥
ওঝার নগরে হইল মহাগণ্ডগোল।
ইষ্টমিত্র বন্ধুবান্ধব আসিল সকল॥
বিজয় গুপ্ত কবি কহে কীর্তি মনসার।
ধন্বন্তরি-বধ পালা এইখানে সোসর॥

---

CENTRAL LIBRARY

# ছয় পুত্র বধ

## অপূর্ব অভিলাষ

মহাজ্ঞান গেল চান্দর টুটিলেক বল।
অধিক পদ্মার সঙ্গে বাঁধিল কোন্দল॥
রাত্রিদিন গালি পাড়ে কোপ-অহঙ্কারে।
কোপ মনে বেড়ায় চান্দ সাপ পাইলে মারে॥
রাজ্যের ঠাকুর চান্দ পথে দিল থানা।
চম্পকনগর মধ্যে পূজা কর্‌ল মানা॥
মহাদেবের কন্যা পদ্মা সভে করে ভয়।
আপন মুখে গালি পাড়ে যত মনে লয়॥
অভিমানে বলে পদ্মা, "কি করি উপায়।
লঘুর ভর্ৎসনা আর সহন না যায়॥
দেবতা-মনুষ্যে বাদ প্রাণে কত সয়।
কোনমতে করিব চান্দর বংশক্ষয়॥"

মনে মনে চিন্তে পদ্মা হইয়া বিমরিষ।
ভাবিতে চিন্তিতে গেল দিন দশবিশ॥
যে থাকে দৈবের গতি সে কথা না লড়ে।
চান্দর বংশ নাশহেতু হেন দৈব পড়ে॥

ছোট জন নহে চান্দ রাজভোগে ভোলা।
লক্ষ লক্ষ লোক যার আছে পাঠশালা॥
নানা দেশে পাঠ সব, নানা দেশে ঘর।
সোমাই পণ্ডিত পাঠ পড়ায় নিরন্তর॥
কেহ কাব্যশাস্ত্র পড়ে, কেহ ব্যাকরণ।
সব হইতে যোগ্য চান্দর পুত্র ছয়জন॥
মহাদেবের বরে বাড়ে চান্দর কুমার।
রূপগুণ বয়সেতে সম সবাকার॥
চান্দর মহাজ্ঞান হরিয়া পদ্মাবতী।
হরিষে মন্ত্রণা করে নেতার সংহতি॥

CENTRAL LIBRARY



"এখনে বধিব চান্দর ছয় কুমার।
তবে সে হয় চান্দর বাদের উদ্ধার॥
মোরে বুদ্ধি বল নেতা কি হবে এখন।
কেমনে বধিব চান্দর ছয় নন্দন॥"

নেতা বলে, "পদ্মাবতি, শুনহ বচন।
এক কথা কহি আমি তাহে দেও মন॥
প্রকারে বধিতে বিলম্ব বড় হয়।
বিষ-অন্নে ছয় জনে করহ সংশয়॥"

একদিন ছয় ভাই পড়ে পাঠশালা।
পড়িতে পড়িতে হইল দুপ্রহর বেলা॥
ক্ষুধায় বিকল গোসাই অধিক বাড়ে আশা।
শিষ্যে শিষ্যে পরিহাসে হইল জিজ্ঞাসা॥
"এখন হইল সময় ভুঞ্জিবার তরে।
কোন জনে কেমনে ভুঞ্জিবা গেলে ঘরে॥"
কেহ বলে, "ঘরে গেলে খাব নানা রস।"
কেহ বলে, "ভুঞ্জিব ব্যঞ্জন আট-দশ॥"
কেহ বলে, "খাইব যে আর শেষ বেলা।"
কেহ বলে, "খিদার টানে খাইব চিড়া-কলা॥"
কেহ বলে, "দুঃখে আমি পরের ঠাঁই খুঁজি।"
কেহ বলে, "প্রবাসী আমি এক সন্ধ্যা ভুঞ্জি॥"

গোবর্ধন নামে শিষ্য অভয়া তার মাতা।
হাসিতে হাসিতে কহে আপনার কথা॥
"আমি অতি দরিদ্র জীবনে মোর ধিক্।
ঘরে ভাত নাহি মোর মায় মাগে ভিক্॥
দৈবের প্রতাপে সে মাগিলে ভিক্ষা পায়।
আমি খাইলে যাহা থাকে মায় তাহা খায়॥
আমার বিলম্ব দেখি মায়ের দুঃখ লাগে।
বিকালে রান্ধিয়া ভাত থুয়ে থাকে পাকে॥
যত্ন করি রাখে ভাত পাকে দিয়া জল।
পরদিন খাই ভাত অত্যন্ত শীতল॥
খাইয়া ক্ষুধার কালে বড় প্রীতি পাই।
ঘরে গিয়া সেই অন্ন নিত্য নিত্য খাই॥"

CENTRAL LIBRARY



গোবর্দ্ধন বলে, "অবধান কর, মহাশয়।
কল্য না খাইলাম ভাত বৈকাল সময়॥
শীত-ভীত হইলাম মুই, বস্ত্র নাহি গায়।
আপনে মৃদু আমি, কম্পিত বড় তায়॥
কল্য না খাইয়াছি ভাত এই সব কথা।
আমারে দেখিয়া দুঃখিত বড় মাতা॥
বাসি ভাত-ব্যঞ্জন আছিল হেন রীতে।
"স্নান-ভোজন করি চলহ পড়িতে॥"
"মায়ের বচন আমি না করি খণ্ডন।
স্নান করিয়া আমি করিলাম ভোজন॥
বাসি ভাত-ব্যঞ্জনে জিহ্বায় রস বাসে।
মূলার সরিষা-অম্বল ভাল স্বাদ আসে॥
উত্তম তণ্ডুলের অন্ন গন্ধেতে অধিক।
অমৃত-তুল্য রস পাইলাম খানিক॥"

এই সব কথা শিষ্য কহিল ত্বরিতে।
ছয় ভাইর সাধ গেল বাসি অন্ন খাইতে॥
সোমাই পণ্ডিতের ঠাঁই বলে ছয় ভাই।
"মায়ের নিকটে আমরা যাইবারে চাই॥"
এতেক শুনিয়া তবে সোমাই ব্রাহ্মণ।
হরষিতে বিদায় করে সাধুর নন্দন॥

বিদায় হইয়া চলে ভাই ছয়জন।
মায়ের নিকটে গিয়া উত্তরে তখন॥
তৃতীয় প্রহর বেলা সূর্য লাগে পাছে।
একবারে ছয় ভাই গেল মায়ের কাছে॥
পুত্র সব দেখি মায়ের কৌতুক বিস্তর।
মায়েরে হাসিয়া বলে ছয় সহোদর॥
"প্রভাতে অষ্টমী তিথি কাল পাঠ নাই।
কল্য প্রভাতে যেন পান্তা ভাত পাই॥"

পুত্রগণের বাক্যে রাণীর কৌতুক বিস্তর।
"পান্তা ভাত চাহে খাইতে ছয় সহোদর॥"
খল খল হাসে রাণী আনন্দিত হইয়া।
একে একে ছয় বধূ আনে ডাক দিয়া॥

CENTRAL LIBRARY



## সোনেকার রন্ধন

সোনেকা বলে, "শুনহ বধূগণ।
পুত্র সবে করিবে কল্য বাসি ভোজন।"
সোনেকার কথা শুনি বধূ ছয়জন।
রন্ধনের সজ্জা করি দিল ততক্ষণ॥
স্নান করিল গিয়া বণিক-সুন্দরী।
রন্ধন করিতে যায় অতি তাড়াতাড়ি॥
রাজ্যের ঠাকুর চান্দ দ্রব্যে দুঃখ নাই।
নানাবিধ দ্রব্য আনি থুইল ঠাঁই ঠাঁই॥

পাতল সুন্দরের কাঠ শুকনা তেঁতুলী।
পিতলের হাঁড়ি দিয়া হেটে অগ্নি জ্বালি॥
অগ্নি প্রদক্ষিণ করি মাগে বরদান।
"মুই যেন রন্ধন করি অমৃত সমান॥"
অগ্নি প্রদক্ষিণ করি চাপাইল রন্ধন।
ডান দিকে ভাত চড়ায় বামেতে ব্যঞ্জন॥
অনেক দিনের পর রান্ধে মনের হরিষ।
ঘোল ব্যঞ্জন রান্ধিল নিরামিষ॥

প্রথমে পূজিল অগ্নি দিয়া ঘৃত-ধূপ।
নারিকেল কোরা দিয়া রান্ধে মুসুরির সূপ॥
পাটায় ছেঁচিয়া নেয় পোল্‌তার পাতা।
বেগুন দিয়া রান্ধে ধনিয়া পোহ্‌তা॥
জ্বরপিত্ত আদি নাশ করার কারণ।
কাঁচা কলা দিয়া রান্ধে সুগন্ধা পাঁচন॥
যমানী পুড়িয়া ঘৃতে করিল ঘন পাক।
সাজ-ঘৃত দিয়া রান্ধে গিমা তিতা শাক॥
কোমল বাথুয়া শাক করিয়া কেচা কেচা।
লাড়িয়া চাড়িয়া রান্ধে দিয়া আদা ছেঁচা॥
নারিকেল দিয়া রান্ধে কুমারের শাক।
ঝাঁজ-কটু তৈলে রান্ধে কুমরের চাক॥
বেতাগ-বেগুন কাটি থুইল বাটি বাটি।
ঝিঙ্গা পোলাকড়ি ভাজে আর কাঁঠাল-আঁটি॥
রান্ধিছে রান্ধনী না দেয় গা মোড়া।
ঝাঁজ-কটু তৈল দিয়া রান্ধে বেগুন পোড়া॥

CENTRAL LIBRARY



বাটি বাটি ভরিয়া ব্যঞ্জন থুইল ঠাঁই ঠাঁই।
কলার থোর রান্ধিতে বাটিয়া দিল রাই॥
অত্যন্ত ধবল যেন সাজ দুগ্ধের দই।
সরিষা বাটা দিয়া রান্ধে পানী কচুর বৈ॥
রন্ধন করিতে লাগে বড় পরিপাটি।
মরিচের ঝাল দিয়া রান্ধে বটবাটি॥
মুগের ঝোল রান্ধে আর মাষকলাইর বড়ী।
দুগ্ধ-লাউ রান্ধে আর নারিকেল কুমারী॥
সুক্তাপাতা দিয়া রান্ধে কলাইর ডাইল।
পাকা কলা লেবু-রসে রান্ধিল অম্বল॥
রান্ধি নিরামিষ ব্যঞ্জন হইল হরষিত।
মৎস্যের ব্যঞ্জন রান্ধে হৈয়া সচকিত॥

মৎস্য-মাংস কাটিয়া থুইল ভাগ ভাগ।
রোহিত মৎস্য দিয়া রান্ধে কল্‌তার আগ॥
মাগুর মৎস্য দিয়া রান্ধে গিমা গাছ গাছ।
ঝাঁজ-কটু তৈলে রান্ধে খরস্থল মাছ॥
ভিতরে মরিচ গুঁড়া বাহিরে জড়ায় সূতা।
তৈলে পাক করিয়া রান্ধে চিঙ্গড়ির মাথা॥
ভাজিল রোহিত আর চিতলের কোল।
কৈ মৎস্য দিয়া রান্ধে মরিচের ঝোল॥
ডুম ডুম করিয়া ছেঁচিয়া দিল চৈ।
ছাল খসাইয়া রান্ধে বাইন মৎস্যের খৈ॥
রন্ধনের কাজ থাকুক ভোজনের কথা।
বারমাসী বেগুনেতে শৌল মৎস্যের মাথা॥
দুই তিন আনাজ করিয়া ভাগ ভাগ।
থোর দিয়া ইচার মুণ্ড, মূলা দিয়া শাক॥
জিরা-মরিচ-রান্ধনী বাটিয়া করে মিল।
মসল্লা বাটিতে হাতে তুলিয়া নিল শিল॥
মাংসেতে দিবার জন্য ভাজে নারিকেল।
ছাল খসাইয়া রান্ধে বুড়া খাসির তেল॥
ছাগমাংস কলার মূলে অতি অনুপম।
ডুম ডুম করিয়া রান্ধে গাড়রের চাম॥
একে একে যত ব্যঞ্জন রান্ধিল সকল।
শৌল মৎস্য দিয়া রান্ধে আমের অম্বল॥

CENTRAL LIBRARY



মিষ্টান্ন অনেক রান্ধে নানাবিধ রস।
দুই তিন প্রকারের পিষ্টক-পায়স॥
দুগ্ধে পিঠা ভাল মত রান্ধে ততক্ষণ।
রন্ধন করিয়া হইল হরষিত মন॥
বেলা অবসান হইল উদিত শশধর।
ঢাকা দিয়া অন্ন-ব্যঞ্জন এড়িল সত্বর॥
ভোজন করিতে আসিল চান্দ সদাগর।
আপনে বসিল মধ্যে রাজা চন্দ্রধর॥
সম্মুখে সুবর্ণ-থাল বসিল দিব্য পাটে।
সোনেকা বসিল গিয়া চান্দর নিকটে॥
সারি দিয়া বসিল ছয় সহোদর।
যেন তারাগণে বেড়িল শশধর॥
ছয় পুত্র লইয়া চান্দ করয়ে ভোজন।
একে একে খাইল অন্ন যতেক ব্যঞ্জন॥
পরিপূর্ণ ভোজন করিয়া সর্বজন।
পিতলের ডাবরে করিল আচমন॥
রজত পাদুকায় চান্দ দিলেন চরণ।
বিনোদ মন্দিরে গিয়া করিলেন শয়ন॥
হাস-পরিহাস করে সবে হরষিতে।
যতনে ভাত-ব্যঞ্জন থুইল হাঁড়িতে॥

## অন্নে বিষ

আপন বাসরে গেল ভাই ছয়জন।
যার যেই নিজ-স্থানে করিল গমন॥
নিদ্রা যায় ভাই সব হইয়া আনন্দিত।
তোলাপাড় করে হেথা মনসার চিত॥
সাত দণ্ড অন্ধকার রজনী যে ঘোর।
মনে মনে চিন্তে পদ্মা, "এই বেলা মোর॥
নগরের পূজা ভাঙ্গে, মোরে গালি দেয়।
লক্ষ লক্ষ নাগ মোর মারি করিল ক্ষয়॥
তার ডরে মোর নাগ উত্তরে না যায়।
অপমান করে নিত্য কত সহে গায়॥
তোমা সবা বিদ্যমানে মোর নাগ মারে।
তোমাদের বিষজ্বাল কে সহিতে পারে॥

CENTRAL LIBRARY



তোমা সবা হেন পুত্র সর্বগুণশালী।
শরীরে না সহে আর মনুষ্যের গালি॥
হাতে ধরি বলি, পুত্র, না করিও আন।
বধিয়া চান্দর পুত্র ঘুচাও অপমান॥
চান্দর ছয় পুত্র বাড়ে মহাদেবের বরে।
হেন বুদ্ধি কর যেন এককালে মরে॥
চান্দর পুত্রগণে হইয়াছে অভিলাষী।
কল্য খাইবে অন্ন থুইয়াছে বাসি॥
নিদ্রায় পড়িয়া সব কেহ নাহি জাগে।
মায়ারূপ চান্দর ঘরে যাও অষ্টনাগে॥
সাত-পাঁচ করি দুঃখ না ভাবিও চিতে।
ভাতের মধ্যে বিষ দিয়া আসিও ত্বরিতে॥
পান্তা ভাত খাইতে সব পুত্রের অভিলাষ।
না জানিয়া খাইলে ভাত প্রাণ হবে নাশ॥"

এতেক বলিয়া পদ্মা মনে কুতূহল।
পায়ের ধূলা মাথায় দিয়া বলে, "চল, চল॥"
"উঠ, উঠ" বলি দেবী হাত ধরি টানে।
লাফ দিয়া আকাশে উঠিল নাগগণে॥
বায়ুবেগে চলে নাগ ঘন বহে শ্বাস।
কামরূপে প্রবেশিল চান্দর আবাস॥
ঘরে ঘরে ভ্রমে নাগ ভয়-চমকিত।
বড় ঘরের মাঝেত গেল আচম্বিত॥
চারিভিতে চাহে নাগ বাহে হাঁড়িগুড়ি।
রন্ধন-ঘরেতে দেখে পূর্ণ ভাত হাঁড়ি॥
সন্ধান পাইয়া নাগ করিলেক তাড়া।
নিঃশব্দে ঘুচাইল হাঁড়ির মুখের শরা॥
আড় আঁখি হাসে নাগ মনেতে হরিষ।
দশন উপাড়ি ঢালে কালকূট বিষ॥
সাধিতে মায়ের কার্য আকাশ পায় হাতে।
লাড়িয়া চাড়িয়া বিষ মিশাইল ভাতে॥
কানাকানি করিয়া চিন্তিত মহানাগে।
সত্বর গমনে গেল মনসার আগে॥
পদ্মার নিকটে গিয়া কহে সব কথা।
শুনিয়া কৌতুক বড় হাসেন নাগমাতা॥

CENTRAL LIBRARY



রজনী প্রভাত হইল অরুণ উদয়।
শয্যা ত্যজি বাহির হইল সাধুর তনয়॥
করিলেক প্রাতঃক্রিয়া আর শিবের ধ্যান।
সভা করি বসিলেক ভাই ছয় জন॥
হেন মনে নানা বেশে আছে ছয় ভাই।
ছয় পুত্রবধূ গেল শাশুড়ীর ঠাঁই॥
এক কালে ছয় বধূ কহে স্বপন-কথা।
কান্দিতে কান্দিতে কহে মনে পাইয়া ব্যথা॥

## দুঃস্বপ্ন

বধূগণে বলে, "মাতা, শুনহ বচন।
রাত্রিশেষে মোরা আজি দেখিলাম স্বপন॥
কালবর্ণ পুরুষ এক হাতে দীর্ঘ কুড়ি।
তামার শলা হেন চুল, দেখি গোঁপ-দাড়ি॥
পরিধানে বস্ত্র নাই, বিপরীত অঙ্গ।
বিপরীত বেশ তার, হাতে লোহার শার্ঙ্গ॥
সর্ব গায় লোমাবলী, অতি স্থূলকায়।
ছয় ভাইরে বান্ধিয়া দক্ষিণে লইয়া যায়॥
তাহা সবার প্রহার দেখিয়া কান্দি আমি।
মাথার সিন্দুর খসিয়া পড়ে ভূমি॥
খসিয়া পড়িল হাতের সুবর্ণের চুড়ি।
দুই বাউ শঙ্খ মোর ভাঙ্গিয়া হইল গুঁড়ি॥
বিধবা ব্রাহ্মণী এক বিকৃত নখ-দন্তে।
ধরিয়া বাহির মোরে করে ঘর হইতে॥
আচম্বিতে হেন স্বপন দেখিলাম বিকট।
মনে বড় ভয় বাসি বড়ই সঙ্কট॥"

এক নহে দুই নহে বধূ ছয় জনে।
এককালে হেন স্বপন কহিল বেহানে॥
স্বপ্ন শুনি সোনেকার স্থির নহে মন।
বধূগণের তরে তবে কহিল বচন॥
সোনেকা বলে, "বধূ সব, স্থির কর মন।
তোমা সবার শত্রু দিয়া ফলিবে স্বপন॥
দেখিলে আপন দিয়া ফলে স্বপ্ন পরে।
অন্য ঠাঁই না কহিও, চল যাই ঘরে॥"

CENTRAL LIBRARY



সোনেকা বলে, "বধূ সব, ঝাটে ঘরে যাও।
সকালে রান্ধিয়া গিয়া মৎস্য-ভাত খাও॥
স্নান করি মহাদেবে পূজ ছয় জালে।"
বধূ সব ঘরে গেল সোনেকার বোলে॥
স্বপ্ন শুনি সোনেকার মনেতে বিষাদ।
"বুঝিতে না পারি বিধি কি করে প্রমাদ॥
নাগের বিবাদী পুত্র কত হবে ভাল।
ঘরের বাহির না করিব চিরকাল॥"

ভাবিতে চিন্তিতে সোনাইর স্থির নহে মন।
দশ দণ্ড বেলা হইল প্রখর তপন॥
পান্তা ভাত রাখিয়াছে চিত্তে সুখ নাই।
আথেব্যথে খাইবারে যায় ছয় ভাই॥
এতেক দেখিয়া সোনাই চিন্তে মনে মন।
সুবর্ণের থালে ভাত দিল তখন॥
ভাত দেখিয়া ছয় ভাই হরষিত মন।
পরম কৌতুকে ভাত করিল ভোজন॥
নিদাঘের পান্তা ভাত বড় প্রিয় বাসি।
গণ্ডূষ করিয়া সবে করে পঞ্চগ্রাসী॥
পদ্মার মায়াতে যেন মধুর লাগে স্বাদ।
স্বাদ পাইয়া ভাত খায়, না জানে প্রমাদ॥
ভাতের দোষ কিছু নাই ভাবিলেক চিত্তে।
স্বাদ পাইয়া তাহা সবে খায় আথেব্যথে॥
নানা রস ভুঞ্জিতে যে ভোজনের আশ।
পেট ভরি ছয় ভাই খাইল নির্যাস॥
কালকূট বিষের ঝাল কে সহিতে পারে।
থাকুক মানুষ তাহা দেবে খেলে মরে॥

যেই বিষে চলিলেন দেব মহেশ্বর।
সেই বিষ খাইয়া মরে ছয় সহোদর॥

আয়ু শেষ হইলেক ধরিলেক যমে।
ভাতের সঙ্গে খাইল বিষ সঞ্চারিল লোমে॥
মহাকালকূট বিষ বায়ুর আগে ধায়।
রক্তে মিশাইয়া বিষ ছাইল সর্ব গায়॥
ওষ্ঠ তালু ছাইলেক সকল শরীর।
টলমল করে আঁখি, প্রাণ নহে স্থির॥

CENTRAL LIBRARY



তুল রাশি মধ্যে যেন পড়ে অগ্নিকণা।
সর্বাঙ্গ ছাইল বিষে, পড়ে ছয় জনা॥
কেহ বলে, "আমার বড় জ্বলে গাও।"
কেহ বলে, "নিদ্রা আসে, মুখে নাহি রাও।"
কেহ বলে, "কি খাইলাম কিছু ভাল নইল।"
কেহ বলে, "বিষ-ভাতে পদ্মা প্রাণ লইল॥"
কেহ বলে, "নিদ্রা আসে, মুখে নাহি বাণী।
ক্ষেপিল কালকূট বিষ হারাইলাম পরাণী॥"
মুখ বাহি পড়ে লাল নাহি সরে রাও।
শরীর হইল কাল নাহি বহে বাও॥
কালনিদ্রা আসে যেন আঁখির জল ঝরে।
বিষে আচ্ছাদিল প্রাণ ধড়ফড় করে॥
শরীরে সামর্থ্য নাহি আপনা পাসরে।
আথালি পাথালি সবে স্থানে স্থানে পড়ে॥
কালবিষে ঢলি পড়ে ছয় সহোদর।
নাগরথে চড়ি দেখে দেবী বিষহর॥

ছয় পুত্র পড়ে সোনা দূর হইতে দেখে।
"পুত্র, পুত্র" বলি সোনা উচ্চৈঃস্বরে ডাকে॥
কলাগাছ ভাঙ্গি যেন পড়ে ঠাঁই ঠাঁই।
"পুত্র, পুত্র" বলি সোনা কান্দে পরিত্রাহি॥
ছয় পুত্র মৈল সোনার মনে বড় দুঃখ।
পুত্র কোলে করি কান্দে হাতে হানে বুক॥
হিয়া হানি চুল ছিঁড়ি লোটে ভূমিতল।
"হা হা পুত্র" বলি রাণী হইল বিকল॥
পুত্রশোকে কান্দে সোনা অতি দীর্ঘ রায়।
বিজয় গুপ্ত স্তুতি করে মনসার পায়॥

## শোক

ভূমিতলে গড়ি দিয়া দুই হাত প্রসারিয়া
সোনেকা সুন্দরী বিলাপ যে করে।
ছিঁড়িল গলার হার আর যত অলঙ্কার
ধরিয়া রাখিতে কেহ নারে॥

CENTRAL LIBRARY



কান্দিছে সোনেকা রাণী শিরে করাঘাত হানি
ফেলাইল অঙ্গের ভূষণ।
"কারে বিধি হেন করে একদিনে ছয় পুত্র মরে
নিশ্চয় যে ত্যজিব জীবন॥
পাইলাম ছয় পুত না রহিল এক সুত
সেবা করি মনসার পায়।
স্বামী যে দোষ করিল হেন ছয় পুত্র মইল
দারুণ বিষেতে সব যায়॥
যেন পূর্ণ শশধর ছয় পুত্র গুণাকর
তার লাগি প্রাণে লাগে তাপ।
কিবা বিষ খাইয়া মরি কাটারিতে ভর করি
নহে আমি জলে দিব ঝাঁপ॥
করি ধ্যান মহাজপ কত করি স্তব-জপ
কত দুঃখে পাইলাম বিধি।
না করি ডাকাতি-চুরি সেবিয়া সে বিষহরী
কোন দোষে করিল হেন বিধি॥
এক নয় দুই নয়— রাঁড়ী হইল বধূ ছয়
রূপে বেশে পরমা সুন্দরী।
বিধাতা হইল বৈরী কেমনে পরাণ ধরি
ছয় বধূ ঘরে রবে রাঁড়ী॥
অতি পাপী সদাগর পদ্মা সহ আথান্তর
এত হইল তাঁহার লাগিয়া।
ঘরেতে আগুন দিয়া যাইব সব পুড়িয়া
যোগী হইয়া খাইব মাগিয়া॥
রাজ্যের যে অধিকারী তার প্রাণপ্রিয় নারী
ধনে জনে কিছু নহে উনা।
বিধাতা টানিয়া লয় হারাইলাম পুত্র ছয়
সংসারের ফুরাল বাসনা॥
আমি ত গরল খাব অগ্নিমাঝে প্রবেশিব
জীবনেতে নাহি মোর সাধ।
মরিল যে পুত্র ছয় না জানি আর কিবা হয়
দেবতা-মনুষ্য হইল বাদ॥
হারাইলাম ছয় পুত্র," —কান্দি অন্ধ হইল নেত্র
শোকে সোনা কান্দে উচ্চ রায়।
যত সব বন্ধুলোকে বেড়িয়া কান্দিছে শোকে—
বৈদ্য বিজয় গুপ্ত গীত গায়॥

CENTRAL LIBRARY



চম্পকনগরে রাজা নাম চন্দ্রধর।
পদ্মার বিবাদে সে হারাইল সকল॥
পুত্রহীন লোকের নাহিক পরলোক।
প্রভাত-সময়ে কেহ না দেখিবে মুখ॥
চান্দর বংশে না রহিবে বীজের বেগুন।
চান্দর পিণ্ডদান করিবে কোনজন॥
এতকালে এত সুখ ঘুচাইল গোসাঞি।
পরকালে জলাঞ্জলি দিবে হেন জন নাই॥
কহে বিজয় গুপ্ত, "সোনাই, না কর বিষাদ।
আরো কত কত আছে নাগের বিবাদ॥"

ছয় বধূ কান্দে হয়ে ধূলায় ধূসর।
রাজ্য বেড়িয়া উঠে ক্রন্দনের স্বর॥
বার্তা পাইয়া সাধু আইল স্থির নহে চিত।
"পুত্র, পুত্র" বলি সাধু পড়িল ভূমিত॥
বাহিরে থাকিয়া বার্তা পাইল নৃপবরে।
প্রাণের দুর্লভ পুত্র নিল কোন্ চোরে॥
"পুত্র, পুত্র" বলি চান্দ ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
আথেব্যথে ধাইয়া গিয়া পুত্র কোলে করে॥
উলটি পালটি চাহে কান্দে সাধুর নন্দন।
ছয় পুত্র পড়িয়াছে নাহিক চেতন॥

মাথায় হাত দিয়া সাধু কান্দে দীর্ঘ রায়।
ছয় বধূ কান্দে ধরি স্বামীর পায়॥
বার্তা পাইয়া সোনাই আসিল উভালড়ে।
বিকল হইয়া কান্দে চক্ষে জল পড়ে॥
ইষ্ট, মিত্র, বন্ধুবর্গ কান্দে সর্বজনা।
শত শত দাস কান্দে, শোকে কান্দে ধনা॥
কান্দিতে কান্দিতে লোক হইলেক তোলা।
গগনে হইল তখন দুই প্রহর বেলা॥
চান্দর দর্প ছিল কেবল মহাজ্ঞান।
কপটে মনসা দেবী হরিল সেই ধন॥
যেবা কিছু জানে তাহা কহিল কর্ণমূলে।
মনুষ্য না পাইয়া যেন ছটা মারে ভুলে॥
চান্দ বাণিয়া কান্দে দুঃখ লাগে বৈরী।
সংবাদ পড়িল, গাইন, বলরে লাচাড়ী॥

CENTRAL LIBRARY



"মোরে শোক দিল লঘুজাতি কানী।"
চান্দ কান্দে চক্ষুর পড়ে পানী॥
"মুই অভাগিয়া ছার দোষে।
নটী বেশে আসিলেক পাশে॥
তখনে জানিতাম যদি তুই কানী।
মাথা ভাঙ্গিতাম তত্ত্ব জানি॥
পুত্র মোর মার বিষ দিয়া।
কানি, দেশে দেশে বেড়াও পলাইয়া॥
যেদিন পাইব নির্বন্ধের ভাগে।
যেন হরিণে লড়াইয়া ধরে বাঘে॥
তোরে দেব-কন্যা বলে কোন ছারে।
কাঁকুলী তোর ভাঙ্গিতাম একেবারে॥
ধামনা-ভাতারী তোর হিতাহিত নাই।
আমি তোর দেব-কুলে ভাঙ্গিব বড়াই॥"

এতেক বলিয়া দুঃখিত সদাগর।
সোনেকার তরে চান্দ বলিল উত্তর॥
"কোন ছার দেব হয় লঘুজাতি কানী।
ঘরে লুকাইয়া তারে দেও ফুল-পানী॥
তাহারে পূজিয়া কিবা পাইয়াছ বর।
বংশমাত্র না রহিল পৃথিবী ভিতর॥
সে ছার কানীরে দেব বল কোন মুখে।
ছোটবড় লোকজনে পূজে তারে সুখে॥
আর যদি শুনি আমি পূজহ কানীরে।
তবে না থুইব প্রাণ তোমার শরীরে॥"
সোনেকা বলিল, "তুমি, আপনা না বুঝ।
মনুষ্য হইয়া তুমি দেবের সঙ্গে যুঝ॥
তুমি হেন স্বামী যাহার সে বাঁচে কেমনে।
গৃহবাসে কাজ নাই চলিলাম কাননে॥"

কাননে চলিল তবে সোনেকা সুন্দরী।
ইহা দেখি ভয় পাইল চান্দ অধিকারী॥
সোমাই পণ্ডিত বলে, "কার্যে দেও তাড়া।
শতেক কান্দনে ফিরি না আসিবে মড়া॥
ক্রন্দন সম্বর, সাধু, কেন কর শোক।
মন দিয়া কুমার সবের চিন্ত পরলোক॥

CENTRAL LIBRARY



প্রাচীন লোকের মুখে হেন কথা শুনি।
মরিলে নাগের ঘায় না পোড়ে আগুনি॥
স্রোতে ভাসাইয়া দেও যথাতথা যায়।
দৈবগতি গারুড়িয়া যদি লাগ পায়॥"

এতেক শুনিয়া চান্দ ভাবে মনে মন।
সংবাদ দিয়া মালাকর আনিল তখন॥
চান্দর বোলে মালী আইল আথেব্যথে।
প্রণাম করিয়া মালী দাঁড়াইল সাক্ষাতে॥
চান্দ বলে, "মালাকর, কর অবধান।
কলার ভেরুয়া শীঘ্র করহ নির্মাণ॥
ছয় পুত্র ভাসাইয়া দিব গাঙ্গরীত।"
এতেক বলিয়া চান্দ কান্দে বিপরীত॥

চান্দর বচন মালী না করিল আন।
কলার ভেরুয়াখান করিল নির্মাণ॥
নেতের চান্দোয়া দিল নেতের মশারি।
গাঙ্গরীত ভাসাইয়া দিল শীঘ্র করি॥

তবে মনসা দেবী ভাবে মনে মন।
ভুরের নিকটে দেবী আসিলা তখন॥
এ সব দেখিয়া পদ্মা ভাবে মনে মন।
মন্ত্রবলে জীয়াইল কুমার ছয় জন॥
এতেক দেখিয়া পদ্মার কৌতুক বিস্তর।
গঙ্গার পুরী লইয়া চলিল ছয় কোঙর॥
"যত্ন করিয়া রাখিবা তোমার ঠাঁই।
যখনে চাহিব আমি তখন যেন পাই॥"

প্রণাম করিয়া চলে দেবী বিষহরী।
বিনয় করিয়া চলে আপনার পুরী॥
বিজয় গুপ্ত রচে পুথি মনসার বর।
ছয় কুমার বধপালা এইখানে সোসর॥

CENTRAL LIBRARY

# জীবন মৈত্র

( পুর্বানুবৃত্তি )

## বাণিজ্য-যাত্রার উদ্যোগ

মধুকর পত্তন

পুত্রশোকে সদাগর হৈলা উদাসীন।
শোক-চিন্তা করে সাধু বৈসা রাত্রিদিন॥
গুঞ্জরীর ঘাটে সাধু বান্ধে জলটঙ্গি।
সোনারূপা ঝল্‌মল্‌ হীরাধর রঙ্গী॥
হীরাধর, রত্নাকর, দত্ত দয়ারাম।
রঘুভট্ট, সুদাম, জয়ধর, ঘনশ্যাম॥
বণিক মণ্ডলী করি করিছে দেয়ান।
পুরাণীয়া ভট্টাচার্যে শুনায় পুরাণ॥
ধীবরে বাহিছে জাল সাধুর গোচর।
জালে বান্ধিতে ডিঙ্গা উঠিল সত্বর॥

ডিঙ্গা দেখি আনন্দিত হৈল সদাগর।
চান্দো বলে, "আপনে বান্ধিব মধুকর॥"
চান্দো বলে, "ডাক দেহ বিশাই ছুতার।
অরণ্যের মাঝে যাউক কাষ্ঠ কাটিবার॥"

ডাকমাত্রে সূত্রধর দিল দরশন।
সাধু বোলে, "যাহ তুমি কাষ্ঠের কারণ॥"
এতেক শুনিয়া সভে করিল গমন।
সাত ভাই কামিলা আসি দিল দরশন॥
উপনীত হৈল সভে সাধুর গোচর।
"কি কর্ম করিব আজ্ঞা কর, সদাগর॥"

চান্দো বলে "শোন তোরা, বচন আমার।
অরণ্যেত যাহ সভে কাষ্ঠ আনিবার॥

CENTRAL LIBRARY



বান্ধিব উত্তম তরী ডিঙ্গা মধুকর।
মন-পবন কাষ্ঠ আনহ সত্বর॥
আষ্ট দিন তোমাদের করিলাম অপেক্ষা।
আষ্ট দিন পার হৈলে নাহি কার রক্ষা॥"
ষোল শত টাকা দিল ছুতারের তরে।
বিদায় হইয়া সভে চলিলা সত্বরে॥
চাঁপালী নগরখানি পাছে করি লয়।
গুঞ্জরীত যায়া সভে চড়িলেক নায়॥

নৌকাত হৈল পার যত সূত্রধর।
প্রবেশ করিল সভে অরণ্য ভিতর॥
সাঁতালি পর্বতখান সম্মুখে দেখিয়া।
সভে মেলি সেহি বন ফিরে তলাসিয়া॥
তিনদিন তলাস করিল সর্বজন।
তথাত না পাইল কাষ্ঠ এ মন-পবন॥
তথা হৈতে গেল সভে বিন্ধু পর্বতে।
হিজল বহেরা পায় বট-নট জিতে॥
পুনরপি চলিলেন পর্বত শ্রীহরি।
শাল তাল পিয়াল পৈসের সুন্দরী॥
কড়ই খয়ের দেবদারু পদ্মকাষ্ঠ।
হরীতকী আমলকী চম্পক সুকাষ্ঠ॥
আম জাম পলাশ বরই নারিকেল।
কেন্দার মান্দার জিগা শিমুলী বকুল॥
কোনখানে নাহি পায় এ মন-পবন।
মাথে হাত দিয়া কান্দে কাষ্ঠের কারণ॥
শ্রীমৈত্র জীবন কবি মনসার দাস।
শ্রীপদ্মাপুরাণ করি করিল প্রকাশ॥

মস্তকেত দিঞা কর কান্দে সভ সূত্রধর
নারায়ণ স্মরয়ে সদায়।
অনেক তলাসিয়া মন-পবন না পাইয়া
কান্দে সভে, বোলে, "হায়, হায়"॥
"অহে প্রভু, মহেশ্বর, এ বিপদে রক্ষা কর
তোমা বিনে গতি নাহি আর।
চান্দ বড় নিদারুণ শুনিলে করিবে খুন
সবংশেতে করিবে সংহার॥"

CENTRAL LIBRARY



সভার করুণা শুনি কৃপা কৈল শূলপাণি
জিজ্ঞাসিল বৃদ্ধরূপ ধরি।
" কেমন সঙ্কটে ঠেকি সভে হৈছ অধোমুখী
সত্য কথা কহ শীঘ্র করি॥ "
বৃদ্ধের উত্তরে তোলে সকরুণে সভে বোলে
বিনয় করেন যোড় কর।
" মন-পবন না পাই কিরূপে দেশেত যাই
কিসে ডিঙ্গা বান্ধে সদাগর॥
শোন শোন, দয়াময়, অধমের কৃপা হয়
কোথা গাছ, বোল, মহেশ্বর।
শিশু-প্রতি থাকে দয়া বৃক্ষ দেহ দেখাইয়া
রক্ষা পায় যত সূত্রধর॥ "

বৃদ্ধ বোলে, " শোন তোরা, আমার উত্তর।
অদ্ভুত পবন আছে জলধি-ভিতর॥
শুন শুন, সূত্রধর, আমার বচন।
তথা গেলে পাবা তোরা এ মন-পবন॥
সভে মিলি তথা লাগি করহ গমন।
পর্বতের চারিপাশে আছে দেবগণ॥ "

শুনিয়া বৃদ্ধের মুখে এতেক বচন।
সমুদ্রের মধ্যে গাছ কৈল দরশন॥
দীর্ঘে দশ দণ্ড, প্রস্থে প্রমাণ।
এক প্রহর গাছ পরিসর মান॥
দক্ষিণ ডালেত গণপতির আসন।
উত্তর ডালেত বৈসে দেব ষড়ানন॥
পূর্ব-পশ্চিম ডালেত থাকে হর-গৌরী।
মনুষ্যের মধ্যে কিবা করিবারে পারি॥
বার ক্ষেত্র দানাগণ সদাকাল জাগে।
যেজন তথাত যায় তাকে খায় নাগে॥
" অনেক সঙ্কট বৃক্ষ কাটিতে না পারি। "
আসিয়া কহিলা যথা চান্দো অধিকারী॥

শুনিয়া ত সদাগর গ্যারে বিরূপাক্ষ।
কাটিতে না পারি বৃক্ষ দারুণ অশক্য॥

CENTRAL LIBRARY



তবে চান্দো সদাগর কৈল দেবার্চন।
চান্দো বলে, " শুন প্রভু, করি নিবেদন ॥
ডিঙ্গা না হৈল মন-পবন কারণ ॥ "
আজ্ঞা দিল শিব দক্ষিণ ডাল কাটিবারে।
এত বলি কৈলাসেত গেলেন মহেশ্বরে ॥
পূজা সাঙ্গ দিয়া সাধু কৈলা সমাচার।
সত্বরে চলিলা সভে গাছ কাটিবার ॥
শুনিয়া চান্দর মুখে এতেক বচন।
গাছ কাটিবারে যায় কাঠুরিয়াগণ ॥
সূত্রধর দেখিয়া ধাইল অজাগর।
শিবের দোহাই দিল সকল ছুতার ॥

"জানি কোন গাছ দিল তোমা মহেশ্বর।"
বলি দিয়া অহিরাজ পালায় সত্বর ॥
কাটিতে লাগিল গাছ যতেক বেগার ॥
ভাটি মুখ ছাড়িয়া গাছ উজাইয়া যায়।
দুই দলের প্রজা লোক রয়া এক চায় ॥
ধীরে ধীরে গাছ গোটা চলিছে ভাসিয়া।
চন্দ্রধর দেখে তাহা টঙ্গিত বসিয়া ॥
বেগার তলাসি আনে সদাগর।
ধরিয়া তুলিল গাছ ঘাটের উপর ॥
হরষিত হৈলা সাধু গাছগোটা দেখি।
পাত্র মিত্র যত আছে লেখাজোখা কি ॥
একে একে বলি সভে চলিল সত্বর।
ঝাঁপ দিয়া পৈল সভে জলের ভিতর ॥
হৈল বত্রিস তাল জল পরিমাণ।
বালিচরে সপ্ততাল হৈল প্রমাণ ॥
সাধুর সাক্ষাত আসি কহে সমাচার।
"মাপিয়া পাইল জল হৈল সাঁতার ॥"
চান্দ বোলে "শুন, নেঙ্গা, বচন আমার।
পণ্ডিতেক ডাক দিয়া আনহ সত্বর ॥
লগ্ন করি পত্তন করুক মধুকর।"
হেনকালে নেতা কহে পদ্মার গোচর ॥

"শুন শুন, নাগমাতা, নিবেদন করি।
অবিলম্বে যাহ তুমি পণ্ডিতের বাড়ী ॥"

CENTRAL LIBRARY



কুলগ্রে ডিঙ্গা যেন পত্তন দিতে কয়।"
শুনিয়া পণ্ডিত তখন পাইলেন ভয়॥
চান্দর সাক্ষাত যায় সমাই ব্রাহ্মণ।
দুর্লগ্রে কহে ডিঙ্গা করিতে পত্তন॥

ডিঙ্গা বান্ধে অধিকারী ভবানী স্মরণ করি
মনেত হইয়া হরষিত।
চণ্ডিকাক দিল তুলি ছাগ-মেষ-মহিষ বলি
তবে ডিঙ্গা গড়ে কর্মোচিত॥
নানা বাদ্য বাজে কাড়া পত্তন দিলেন তাড়া
গল হৈতে দিল সিন্দুর ফোঁটা।
দীর্ঘে ডিঙ্গা শত গজ প্রস্থে পঞ্চাশ গজ
ডহরা গঠিল ছান্দি গোটা॥
তবে গড়ে বাতা-সন মঠ গড়ে ততক্ষণ
হলিধরি গড়ে শিবাসন।
মাস্তুল গড়িল তার চিত্র-বিচিত্র আর
আর রচে জন্তু-চিত্র-বন॥

চান্দো বোলে পাটনিক, "আনহ সকল।"
ডিঙ্গার তারা সভে বান্ধে চাল॥
মঙ্গলা মাণিকা কালা লঙ্গ চান্দা পাটনি।
ডিঙ্গা হৈল সারা—তারা দিল বার্তা আনি॥
চারি মণ্ডলেক সাধু কহিল বচন।
"চৌদ্দখানা ডিঙ্গা সাজ করহ অখন॥"
চান্দো বোলে, "নেঙ্গা, পুরে করহ গমন।
সনেকাক কহ যায়া করুক রন্ধন॥"
সুরপুর পাই যেন রাজা পুরন্দর।
তেমতি হরষিত হৈল রাজা চন্দ্রধর॥

"ধন্য, ধন্য" গিরিবরে বোলে চান্দ সদাগরে
"আগোবাড়ি লহ পান-ফুল।
অসম্ভব তরুবর আনিয়াছ সূত্রধর
কার্য কৈল পুত্র সমতুল॥"
দিলা হইয়া সন্তুষ্ট তাড় গিরিবরের পরিবার
আর দিলা সোনার টোপর।
রাজার প্রসাদ পায়া যায় গিরিবর ধায়া
করাতে চিরিল তরুবর॥

CENTRAL LIBRARY



পাট কর্ম হৈল সারা নানা পত্র দিল দাঁড়া
জানাইল সাধুর গোচর।
দিন করি শুভক্ষণ ডিঙ্গা দিল পত্তন
শুনিয়া আনন্দ সদাগর॥

চান্দো বোলে, "শুন, নেঙ্গা, আমার বচন।
সত্বরে ডাকিয়া আনো ডুবারু যত জন॥"
এতেক শুনিয়া নেঙ্গা করিল গমন।
ডাকিয়া আনিল যত ডুবারুর গণ॥
চান্দোর সাক্ষাত যায়া দিল দরশন।
একে একে পরিচয় দেয় সর্বজন॥
ডুবারু সকলের স্থানে কহে সদাগর।
"কালীদহের বালিচরে কত তাল জল॥
চচিয়া আইস সভে, যাহ সর্বজন।
হেনকালে গঙ্গা মাঝি কি বোলে বচন॥

গঙ্গা বোলে, "মহাশয়, করি নিবেদন।
এক ডুবে থাকিতে পারি দিবস কত্তন॥"
বোনা মাঝি বোলে আসি জগাই-সন্তান।
"এক ডুবে ছয় মাস থাকে কোন বস্তুজ্ঞান॥"
আসি জয় মহাশয় বোলে, "নাহি হীন।
এক ডুবে বৎসর কাটাই বরং দুই চারি দিন॥"
রামেশ্বর মাঝি বলে সুদামের জ্যাঠা।
"ডুব দিয়া তলায় না পড়ি যেন লৌহ ভাটা॥"
তোতারাম কিঙ্কর দুলাল জয়হরি।
"আমরা, এক ডুবে থাকিতে পারি ছয় মাস বৎসরি॥"
সিতা জিতা বোলে, "শুন, সাহাজী।
একডুবে জনম কাটে লেখাজোখা কি॥"

এতেক শুনিয়া নেঙ্গা গেল সনকার স্থান।
"রন্ধন করহ, সাধু যাইবে পাটন॥"
সনকা রান্ধিল অন্ন পঞ্চাশ ব্যঞ্জন।
আনন্দে ভোজন করে সাধুর নন্দন॥
শ্রী মৈত্র জীবন কবি মনসার দাস।
শ্রীপদ্মাপুরাণ করি করিল প্রকাশ॥

———

CENTRAL LIBRARY

# বিষ্ণু পাল

( খৃঃ ১৮শ শতাব্দী )

## অনিরুদ্ধ-উষার কথা

### মনসার প্রার্থনা

"শোন, শোন, বাপা, শোন, সদাশিব,
আমার দুঃখের বাণী।
স্বর্গের অনিরুদ্ধ আনিঞা দাও, বাপা,
মর্ত্যে লইব ফুল-পানী॥
অন্য দেবতার নিতুই পূজা
আমি তোমার ঝি।
এতদিন আছিলাম পবন ভখিয়া
এবে যে করিব কি॥
ব্রহ্মা, হরিহর, ইন্দ্র-পুরন্দর
তারা রাখে মোর মান।
এ মহীমণ্ডলে খেয়াতি রহিল
সবাই করিল অপমান॥
'কানী, কানী' বলিয়া চান্দো গো নিদয়
কহিতে বাসিএ লাজ।
সেই কোপে চান্দর ছয় পুত্র খাইলাম
তবু না ছাড়এ বীরদাপ॥
সনকা রাণীর ক্রন্দন সইতে নারো
তারে কৈলম অঙ্গীকার।
স্বর্গের অনিরুদ্ধ তার ঘরে জন্মাইব
তবে শুধিব তার ধার॥"

বলে শূলপাণি, "শোন গো, ব্রহ্মাণি,
ঝাট লড় সুরপুরী।
আমার কথা নারদে বুঝাও
গেলে পাবে নাটুয়া-নাচুনী॥"

CENTRAL LIBRARY



"আস্য, আস্য" বলিঞা ডাকেন ইন্দ্ররায়।
"বহুদিন বৈ আইলে আমার সভায়॥"
"এ বার বচ্ছর ছিলাম মরতের ভিতরে।
নাট-গীত দেখিতে আইলাম তোমার সুরপুরে॥
ঝাট করি আন, ইন্দ্র, নাটুয়া-নাচুনী।
নাট-গীত দেখিঞা তবে খাব অন্ন-পানী॥"

ইন্দ্র বলে, "অনুচর, যাও বাছা ধাঞা।
অনিরুদ্ধ-উষাকে আনহ ডাক দিঞা॥"
নাচিঞা গাইঞা উষা প্রবেশিলা ঘর।
হেনকালে ডাক গেল উষার উপর॥
উষা বলে, "ইন্দ্রসভায় আছে অনেক নাচুনী।
এইমাত্র নাচের বস্ত্র ছাড়িলাম আমি॥"
"আর কাউকে তলব নাঞী শোন, উষা রাণি।
বিলম্ব উচিত নয় চল শীঘ্রগামী॥"

উষা বলে, "কে এসেছে ইন্দ্রের সভায়।"
ডেক্যা বলে, "যেন দেখি মনসার প্রায়॥"
নাচিবারে যায় উষা মনে মনে গুণি।
ইন্দ্রের সভায় এস্যে ডাড়াল্য নাচুনী॥
কাচ করিঞা বেশ করিল মৃদঙ্গে দিল তাল।
ইন্দ্রের সভায় সব চমকিত হল্য॥
গান কবি বিষ্ণুপাল বিষহরীর বর।
ভক্ত নাএকে, মা ঈশ্বরি, দিবে বর॥

## অভিশাপ

জয় জয়, পরে উষা কাচের বসন।
গঙ্গা-যমুনা বন্দে মাথে মোহন বাঁশী নিল হাথে
ডাঁড়াইল ইন্দ্রের সভায়॥

কোঁঙর মৃদঙ্গ নিল্যা, উষা মোহন বাঁশী।
নৃত্য করিতে নামিলা রামা পরম রূপসী॥

তাথিনী তাথিনী তাল— নাচে কন্যা সন্নিধান
"ধন্য, ধন্য" বলে ইন্দ্ররায়।
মনসাকে বলে ধোবিনী, "শোন গো, ব্রহ্মাণি,
কেন নৃত্য দেখ, বিষহরি॥

CENTRAL LIBRARY



মা, বিষ-নঞানে চাও, তালখানি ভেঙ্গে দাও
পাউক দেখিবারে ইন্দ্ররায়।"
মা বিষ-নঞানে চায় তালখানি ভেঙ্গে যায়
দেখিবারে পাল্য ইন্দ্ররায়॥
"উষা, হও লো নাটুয়ার জাতি গরবে না চিন মতি
কি দেখিঞা তোর ভঙ্গ তালে।
নেট্যা, আমার স্থান ছাড়রে জন্ম লাও গা চণ্ডালের ঘরে
এ' বার বছরের তরে॥"

ধরিয়া ইন্দ্রের পায় উষা কান্দে উভরায়,—
"শাপ দিলি কেনে সভার ভিতরে।
গায়েন গুণীর ধর্ম সদা নয় একুই মর্ম
সব দিন তাদের সমানে না যায়॥
ইন্দ্র, সভা করে বস তুমি বারেক নৃত্য করি আমি
ডাক্যে বলি শোন, ইন্দ্র মহারায়।"
বলে ইন্দ্র উষা প্রতি,— "শোন, উষা যুবতি,
ছি ছি, উষা, নৃত্য দেখিতে না যুয়ায়॥"

শঙ্খ-ডণ্ড মনসা ইন্দ্রের হাথে দিঞা।
অনিরুদ্ধ-উষাকে লইলা বান্ধিঞা॥
আণ্ডুর, পাণ্ডুর, বিণ্ডত্যা, তক্ষক আনে ডাক দিঞা।
অনিরুদ্ধ-উষাকে লইলা বান্ধিঞা॥
রথে তোলান মাধাই জয় জয় দিঞা॥

একে ত দেবীর আজ্ঞা মাধায়ের গমন।
একেক পা ফেলিছে মাধাই চৌরাশী যোজন॥
বচন বলিতে যে যোজন পথ যায়।
দোলা নদীর কূলে রথ আসিয়া ডাঁড়ায়॥
দোলা নদীর কূলে মাতা রথ নামাইঞা।
অনিরুদ্ধ-উষাকে আনেন ডাক দিঞা॥

"শোন, শোন, ওগো উষা, নিবেদন করি।
এ বার বচ্ছর, বাছা, আছি অনাহারী॥
এ বার বচ্ছর গেল পবন ভকিঞা।
ইন্দ্র-সুরপুরে গেলাম তোমার লাগিঞা॥
শোন, শোন, ওগো উষা, আমার উত্তর।
মোর সঙ্গে চল বাছা সে চাম্পানগর॥

CENTRAL LIBRARY



সে চাম্পানগরে আছে ধনের অধিকারী।
তার ঘরে অনির জন্ম দিব গো সুন্দরি॥
অনির নাম থুব মাণিক লক্ষ্মীন্দর।
উজানী নগরে আছে সায়ের সদাগর॥
শিবের দেওয়া বটে তার আঠার কুঙর॥
আঠারটি পুত্র আছে কন্যা নাহি তার।
তার ঘর যায়্যা জন্ম দিব গো তোমার॥
তোমার নাম থুব বেউলা ইন্দ্রের নাচুনী।
দু'জনাতে ক'রে দিব পুষ্পের ছাদনী॥
আট নয় বছরের যখন হবে বিদ্যাধরি॥
নাট-গীত আনন্দে আসিবে রাজ্য সে চাম্পানগরী।
তোমার তরে গড়াব লোহার বাসঘর।
স্ত্রী-পুরুষে দু'জনাতে বঞ্চিবে বাসর॥
কালনাগিনী যাঞা তোমার প্রভু করিব চুরি।
ছয় মাস ভাসিবে জলে, ইন্দ্র-বিদ্যাধরি॥
তোর ছয় ভাসুর জীয়াব তোমার দণ্ডধর।
এ মায়া পাতি, বাছা, নিব ফুল-জল॥"

"মা, দশ মাস থাকিব গো জননী-উদরে।
এ সকল কথা, গো, কেমনে পড়িবেক মনে॥"
"শোন, শোন, ওগো উমা, আমার উত্তর।
সাত জন্মের কথা মনে পড়িবে সকল॥"
"তবে ইহা সত্য কর, জয় ব্রহ্মাণি।
তোমার সঙ্গে যাব রাজ্য সে চাম্পানগরী॥—
গোহত্যা ব্রহ্মহত্যা সুরাপান করে।
তোমা না তরাল্যে, বাছা, সেই পাপ ধরে॥
শূদ্র হইঞা যেবা নীলবস্ত্র পরে।
তোমা না তরাইলে, বাছা, সেই পাপ ধরে॥"
কুইলা বলদ যেবা রাখিবে গোহালে।
তোমা না তরাইলে, বাছা, সেই পাপ ধরে॥"
তিন সত্য আপনে করিলা বিষহরী।
"কুণ্ড কুড়্যা অগৌণেত আল গা আগুনি॥"
গান কবি বিষ্ণুপাল বিষহরীর বর।
"জয় জয় দিঞা, মা, আসরে কর ভর॥"

CENTRAL LIBRARY



## তনুত্যাগ

বিশ্বকর্মা বলে "মাতা কৈলা সম্ভরণ।"
আগিঞা বিশ্বকর্মা বন্দিলা চরণ॥
"ধর, ধর, বাছারে, বাটার পান খা।
দ্বাদশ হাথ কুণ্ড গড়্যা দিঞা যা॥"
হাথে গুয়া বন্দে বিশাই শিরে বন্দে পান।
আরতি মাথাল্য রে মনসা বিদ্যমান॥
দ্বাদশ হাথ কুণ্ড নির্মাণ করিল।
চন্দনের চেলা তাথে ফেলিতে লাগিল॥
চন্দনের চেলা ফেলিল রাশি রাশি।
ঘৃত ঢালি দিল তায় কলসী কলসী॥
নেত-পত্রে যাঞা তায় আনল ভেজাইল।
তাল প্রমাণ অগ্নিটি প্রবল হইল॥
"বিলম্ব না কর, অনি, শোন রে উত্তর।
কুণ্ডে ঝাঁপ দাও, বাছা, আমার বরাবর॥"
ডাক দিঞা অনি তখন বলে প্রিয় বাণী।
"আও যাঞা কুণ্ডে ঝাঁপ দাও গো সুন্দরি॥"
এ' কথা শুনিঞা বলেন বিদ্যাধরী।
"নারীর অগ্নিতে পুরুষ মরে কখুই না শুনি॥"
মায়ের চরণে অনি প্রণাম করিঞা।
কুণ্ডে ঝাঁপ দিল অনি শ্রীহরি বলিঞা॥
উষা বলে, "শুন, মাতা, নিবেদন করি।
প্রভু বিনে তিলেক প্রাণ ধরিবারে নারি॥
মা, তুমি হর্তা, তুমি কর্তা, তুমি নারায়ণী।
সঙ্কটে পড়িলে রক্ষা কর্যা, বিষহরি॥
তুমি স্বর্গ, তুমি মর্ত্য, তুমি গো পাতাল।
তুমি রাত্রি, তুমি দিন, তুমি সন্ধ্যাকাল॥
তোমার নাগে ধর্যে আছে এ' মহী-মন্দার॥
শোন, শোন, ওগো মাতা, নিবেদন করি।
সঙ্কটে পড়িলে রক্ষা কর্যা, বিষহরি॥"
মায়ের চরণে উষা প্রণাম করিঞা।
সাত পাক করে উষা জয় জয় দিঞা॥
কুণ্ডে ঝাঁপ দিল উষা শ্রীহরি বলিয়া॥
সোনার পুতুলি দুটি ছাই হঞা গেল।
ভমর-ভমরী দুটি উড়িতে লাগিল॥

CENTRAL LIBRARY



আলগ হথে মাধাই ধরিঞা আনিল।
মনসার কাছে লঞা দুটি জীব দিল॥
হাসিঞা বলেন প্রিয় বাণী।
"কেবা নারী কেবা পুরুষ চিনিবারে নারি॥"

"যেটিকে দেখেছ, মা, চঞ্চল যুবতী।
সেইটি বটে, মা, স্ত্রীলোক জাতি॥"
সোনা-রূপার কৌটাতে অনি-উষাকে ভরিঞা।
চাম্পা নগরে যান জিতেন্দ্রিয় হঞা॥
গান কবি বিষ্ণুপাল বিষহরীর বর।
চান্দর খিড়কিতে যাঞা দিলা দরশন॥

---

CENTRAL LIBRARY

# নারায়ণ দেব

(খৃঃ ১৫শ শতাব্দী)

## লখীন্দর-বেহুলার জন্ম

### সনকার অভিমান

পদ্মা বোলে, " নেতা বুইন, বুদ্ধি বোল মোরে।
কিরূপে জন্মাইব লখাই সনকা-উদরে॥"

নেতা বলে, " শোন, পদ্মা, আমার বচন।
বিধুবা রূপে যাও তুমি সোনাঞির সদন॥
চান্দরে বুলিছে বাপ গাওর আগুনে।
ছয় পুত্র খাইল তার যেহি সেহি দিনে॥
ছয় পুত্র খাইছে সোনাই পাইছে বড় তাপ।
তে কারণে সোনাঞি চান্দরে কহিছে বাপ॥
সেহি হইতে চান্দ-সোনাঞির হইছে এক দিশা।
বিধুবা রূপে গিয়া তুমি সোনাঞির ভাঙ্গ গোসা॥"

নেতার বচনে পদ্মার হরষিত মন।
বিধুবারূপে গেল পদ্মা সোনাঞির সদন॥
বিধুবা দেখিয়া সোনাঞি উঠিল তখন।
বসিতে আসন দিলা করি সম্ভাষণ॥
জিজ্ঞাসিলা, " কোথা যাইবা, ব্রাহ্মণী গোস্বামী।
তোমার চরণ দেখি ভাগ্য অনুমানি॥"

শুনিয়া সোনাঞির কথা বলে পদ্মাবতী।
শিশুকালের বিধুবা আমি হই মহা যতি॥
পৃথিবীর মধ্যে জান যুধিষ্ঠির রাজা।
তাঁহার স্ত্রী দ্রৌপদী ছিল পঞ্চজনের ভার্যা॥
তাই মোরে রাখিছিল করিয়া যতন।
দেবের অধিক মোরে করিল সেবন॥

CENTRAL LIBRARY



আচম্বিতে তোমার কথা শুনিলাম লোকমুখে।
তোমাক দেখিতে মোর লাগিল কৌতুকে॥
তে কারণে আসিয়াছি তোমাক দেখিতে।
শুনিলাম যতেক কথা দেখিলাম সাক্ষাতে॥
নানাগুণে সতী তুমি জানিলাম বিদিত।
একখানি কথা তোমার শুনিছি কুৎসিত॥
স্বামীকে মন্দ বোল তুমি হইয়া পতিব্রতা।
তুমি নি শুনিছ পূর্বে দ্রৌপদীর কথা॥
পঞ্চ পুত্র আছিল তার পরম সুন্দর।
পঞ্চ স্বামী দ্রৌপদীর মহাধনুর্ধর॥
পঞ্চ স্বামী পঞ্চ পুত্র রাখিতে না পারিল।
তাও দ্রৌপদী স্বামীক কিছু না বলিল॥"
সোনাঞি বলে, "কি কহিব তোমার বিদিত।
শোকাকুলা হইয়া স্বামীক বলিছি কুৎসিত॥
ছয় পুত্র খাইয়া শোকে বাড়িয়াছে তাপ।
তে কারণে মনোদুঃখে বলিয়াছি বাপ॥"
পদ্মা বোলে, "সোনাঞি, করিয়াছ কুকর্ম।
স্বামী তুষ্ট হইলে তুষ্ট হয় দেব-ধর্ম॥
যদি মুক্তি বাঞ্ছ, সোনাঞি, নরকে উদ্ধার।
চরণে ধরিয়া স্বামী আন পুনর্বার॥"

মায়া পাতি পদ্মাবতী সোনাকে বুঝাইল।
নেঙ্গাকে আনিয়া সোনাঞি সকল কহিল॥
সুকবি নারায়ণদেবের সরস পাঁচালী।
পয়ার এড়িয়া বোলম এক লাচাড়ী॥

শুনি সোনাঞির বচন নেঙ্গা হরষিত মন
সোমাঞি পণ্ডিত লইয়া সহিতে।
জ্ঞাতিগণ সঙ্গে করি চান্দর হার্তেত ধরি
গোসা ভাঞি আনিল বাড়ীতে॥
চান্দ বলে, "শোন লোক, পাছে যদি হয় দোষ
সোনাঞি মোরে বুলিবে কুৎসিত।
তোমরা ব্রাহ্মণ সজ্জন শাস্ত্র করি লঙ্ঘন
ঘরে খাইতে হয় অনুচিত॥"

CENTRAL LIBRARY



শুনি চান্দোর বচন, বোলে সোনাই ব্রাহ্মণ
আর বোলে যতেক বণিক।
"ব্রাহ্মণে করুক রন্ধন জ্ঞাতি করাও ভোজন
তবে দোষ না রহে ক্ষণিক॥"
শুনিয়া সোনাঞির বচন চান্দ হরষিত মন
স্নান করে লইয়া জ্ঞাতিগণ।
মনসার চরণ মনে কহে দেব নারায়ণে
বিপ্রগণে করাইল ভোজন॥

হেন মতে সোনকা যে আনন্দিত মন।
স্নান করিয়া সোনাঞি চড়াইল রন্ধন॥
ছয় বধূয়ে কৈল সামগ্রী ব্যঞ্জন।
সুবর্ণ পাতিলে সোনাঞি চড়াইল রন্ধন॥
নিম ছিম ভাজি তোলে ঘৃতেতে মজাইয়া।
বাইঙ্গন উচ্ছিয়া তোলে ঘৃতেতে ভাজিয়া॥
কাঁচা কলা দিয়া রান্ধে নালিতার পাতা।
নানা ব্যঞ্জন রান্ধে কি কহিব তার কথা॥
জালি কুমড়া দিয়া রান্ধে চিতলের কোল।
মুগ দাইল দিয়া রান্ধে মরিচের ঝোল॥
ঘৃতেত মজাইয়া রান্ধে দুগ্ধের সর-বড়ি।
নারিকেল দিয়া রান্ধে গঙ্গাজল বড়ি॥
নিরামিষ্য রান্ধিয়া কৈল একদেশ।
মৎস্য রান্ধিতে তবে করিল প্রবেশ॥
রোহিত মৎস্য দিয়া রান্ধে শুকত্ ব্যঞ্জন।
কোল যত ভাজিলেক অপূর্ব লক্ষণ॥
চিথল মৎস্য দিয়া রান্ধে মরিচ ব্যঞ্জন।
গাদা দিয়া করিলেক অম্বল রন্ধন॥
বড়া পিঠা রান্ধিলেক কত লইব নাম।
আছুক মনুষ্যের ভোগ দেবের অনুপাম॥
একে একে রান্ধিলেক সকল রন্ধন।
ভোজন করিল সাধু লইয়া জ্ঞাতিগণ॥
ভোজন করিয়া সাধু মুখশুদ্ধি করিল।
সুবর্ণের খাটাতে যায়া শয়ন করিল॥
এথা সোনকা পাছে ভোজন করিল।
অলঙ্কার পরাইতে ছয় বধূ আইল॥

অলঙ্কার লইয়া আইল সোনাঞির সাক্ষাতে।
সিচিয়া ফেলায়া সোনাঞি লাগিল কান্দিতে॥
সুকবি নারায়ণ দেবের সরস পাঁচালী।
পয়ার ছাড়িয়া বোলম এক লাচাড়ী॥

## বধূগণের মিনতি

ধরিয়া সোনাঞির চরণ কান্দে যত বধূগণ,—
"শুন, ঠাউরাইন, আমার বচন।
আমরা বড় অভাগিনী, না দেখিলাম পুত্রখানি
দেওর হইলে করিব পালন॥
বেদ-পুরাণে বোলে বংশলতা রক্ষা পাইলে
যশ-মহিমা রহে সংসার।
পিতৃলোকের পিণ্ড-আশা জল-পানীর প্রত্যাশা
ইহা পরে কি বুলিব আর॥
বৃদ্ধ শ্বশুর অভাবে দাঁড়াইব কাহার আগে
রই হেন আর নাহি স্থান।
দেওরখানি হয় যবে পালন করিব তবে
অন্তকালে করিব পিণ্ডদান॥"

নারায়ণ দেবে কয় সুকবি বল্লভ হয়,—
"শোন, সোনাঞি, বচন আমার।
বধূ-সবের বচনে যাও তুমি স্বামীর স্থানে
এহি পুত্র করিব উদ্ধার॥"

হাতে পায়ে ধরিয়া বধূ সকলে বুঝায়।
অলঙ্কার পরি সোনাঞি চান্দর কাছে যায়॥
স্বামীর সেবা সোনাঞি জানে নানা ভাও।
স্বামীকে প্রণাম করি সাক্ষাৎ দিল পাও॥
প্রদক্ষিণ হইয়া গেল সাধুর বাম পাশে।
কর্পূর তাম্বুল দেয় মনের হরিলাষে॥
হস্তিনীর প্রতি যেন হস্তী উপস্থিতা।
মহাশাল বৃক্ষে যেন আউজাইল লতা॥

হেন মতে চান্দো সোনাঞি রইল কতক্ষণ।
ভ্রমররূপে পদ্মাবতী আইলা তখন॥

CENTRAL LIBRARY



অন্তরীক্ষে থাকি পদ্মা ভাবে মনে মন।
দৃষ্টি মাত্র সঞ্চারিল লখাইর জীবন॥
লখাইর জীবন সঞ্চারিল পদ্মাবতী।
আনন্দ করয় পদ্মা নেতার সংহতি॥

প্রভাতে উঠিয়া চান্দো প্রাতঃকৃত্য করে।
স্নান করিয়া চান্দো পূজার ঠাট করে॥
হর-গৌরী পূজি চান্দো হরষিত মন।
তার শেষে বেউলার জন্ম শোন দিয়া মন॥

উজানী নগরে আছে সাহে অধিকারী।
সুমিত্রা নামে তার ঘরে পরমা সুন্দরী॥
স্বামীর সেবা 'সে যে করে অনুক্ষণ।
স্বামী পরে অন্য জন সঙ্গে নাহি মন॥
নানা উপহারে পদ্মা পূজে নিত্য সতী।
বিধির নির্বন্ধে কন্যা হইল ঋতুবতী॥
অন্তরীক্ষে থাকি পদ্মা হাসে মনে মন।
দৃষ্টি মাত্র সঞ্চারিল বেউলার জীবন॥
লখাই-বেউলার জীব-সঞ্চার করি পদ্মাবতী।
আনন্দিত হইলা পদ্মা নেতার সংহতি॥
নেতার সহিতে পদ্মা হরষিত মন।
বাণিজ্যে যাইতে চান্দো করিলা মনন॥

## নিদর্শন-পত্র

কইল, "শুভক্ষণে যাইব দক্ষিণ পাটন।
পাইক-মাঝি-মুধাগণ, শুনহ বচন॥
ভাগী-সাজী-পাইক, শুন,যত মুধা-মাঝি।
ঘোল শত গাবর লইয়া নায় চড় সাজি॥
শুভক্ষণ করিয়াছি, শুন পাইকগণ।
হরষিতে কর গিয়া নায় আরোহণ॥

হেনকালে বলে সোনাঞি চান্দের গোচর।
"বাণিজ্যের কার্য নাহি শুনহ উত্তর॥
পুত্রপাল নাহি যে পুষিমু ধন দিয়া।
বুড়াবুড়ী খাইব কাটানি কাটিয়া॥
বাণিজ্যে না যাইয়, প্রভো, শুনহ উত্তর।"
শুনিয়া সোনাঞির কথা বোলে সদাগর॥

CENTRAL LIBRARY



"যাইব বাণিজ্যে আমি নিষেধ না কর।
ভাগী-সালী যত আসি হইয়াছে জড়॥"
সত্বরে জানাইল নেঙ্গা চান্দের গোচর।
শুভক্ষণে যাত্রা করিল সদাগর॥
যাত্রামঙ্গল তবে করয়ে ব্রাহ্মণ।
ধান্যদূর্বা লইয়া মঙ্গল করয়ে নারীগণ॥
যাত্রা-মঙ্গল সাধু করিয়া সকাল।
বামে কালসর্প দেখে দক্ষিণে শৃগাল॥
সুকবি নারায়ণ দেবের সরস পাঁচালী।
পয়ার ছাড়িয়া বোলম এক লাচাড়ী॥

চলিলেক সদাগর দক্ষিণে সফর
হরষিতে করিল গমন।
বাম নাকে বহে স্বর প্রাণ করে ধড়পড়
বাম চক্ষু কম্পিএ সঘন॥
দুই হস্তে যোড় করি বোলে সোনাঞি সুন্দরী
"শোন, প্রভো, নারীর বচন।
এহি ত বৃহস্পতিবারে দক্ষিণে যায় যেবা নরে
জাতি-প্রাণ নষ্ট হয় ধন॥
এহি রবিবার দিনে লঙ্কার রাজা রাবণে
মদগর্বে সীতা কৈল চুরি।
ধনে বংশে সংহার শ্রীরামে করিল তার
সোমবারে পড়িল দশগিরি॥
মঙ্গল বুধ দুই বার দুই করি বোলে সংসার
ইয়াতে যে যায় সফরে।
ধনে বংশে নির্ধন কয় যত মুনিজন
ভাগ্যে সে তার প্রাণ ধরে॥
পদ্মার সনে আছে বাদ জীবনের নাহি সাধ
শোন, প্রভো, কহি যত কথা।"
চন্দ্রধরে বোলে বাণী, "যদি লাইগ পাই কানী,
বাড়িএ ভাঙ্গিতাম তার মাথা॥
যদি কানী করে বাদ তারে দিমু অপবাদ
পৃথিবীত না থুইমু অপযশ।"
নারায়ণ দেবে কয় সুকবি বল্লভ হয়
এই বুদ্ধ্যে হইবা নির্বংশ॥

CENTRAL LIBRARY



"পুত্রভাগ্য নাহি যে পুষিমু ধন দিয়া।
বাণিজ্যে না যাইয়, প্রভো, ই সব জানিঞা॥"

শুনিয়া সোনাঞির বাক্য বোলে সদাগর।
"যাইব বাণিজ্যে আমি নিষেধ না কর॥"
চান্দোর বচনে সোনাঞি যোড় কৈল হাত।
"মোর বাক্যে অবধান কর, প্রাণনাথ॥
পঞ্চ মাস গর্ভ মোর কেহ নাহি জানে।
নিদর্শন-পত্র মোরে দেও যে আপনে॥
সহজে রহিব দেশে হইয়া একাকিনী।
তখনে বলিবা মোরে সোনাঞি দ্বিচারিণী॥"

সোনাঞির বচনে সাধু হাসে মনে মন।
নিদর্শন-পত্রখানি লিখিল তখন॥
চান্দো বোলে, "শোন কহি, সোনাঞি ব্রাহ্মণ।
সোনাঞিরে লিখিয়া দেও পত্র নিদর্শন॥"
চান্দোর বচনে পত্র লিখিল পণ্ডিতে।
পত্র লিখি দিল চান্দো সোনকার হাতে॥
"পুত্র হইলে নাম থুইয় সুন্দর লক্ষীন্দর।
কন্যা হইলে তার নাম চন্দনীমালা কর॥"

এত কহি পত্র দিলা সোনকার হাতে।
ভাগী-সাজী সঙ্গে চান্দো উঠিল নৌকাতে॥
সোনাঞি পণ্ডিত চলে দৈবজ্ঞ রমাঞি।
ইষ্ট-কুটুম্ব চলে লেখাজোখা নাঞি॥
তেড়া নফর চলে আর চলে ভোঙ্গা।
আছয়া কাছয়া চলে আর চলে বোঙ্গা॥
প্রধান পঞ্চ নফর চলে চান্দোর সংহতি।
চান্দোর শালা চলিলেক সাধু শ্রীপতি॥
পাত্র-মিত্র চলিলেক বন্ধু বান্ধবগণ।
শুভক্ষণে নায় গিয়া কৈল আরোহণ॥
সুকবি নারায়ণ দেবের সরস পাঁচালী।
পয়ার এড়িয়া বোলম এক লাচাড়ী॥

---

CENTRAL LIBRARY

# বিপ্রদাস

( খৃঃ ১৫শ শতাব্দী )

## বাণিজ্য-যাত্রা

### নদীপথে

গন্ধেশ্বরী প্রথমে বন্দিল সাবধানে।
অনেক ছাগল করিয়া বলিদানে॥
সনকারে প্রবোধ করিয়া নৃপবর।
শুভক্ষণে বুহিত্র মেলিয়া নরেশ্বর॥
দ্বিতীয় মেলিল ডিঙ্গা নাম সর্বজয়া।
দু লক্ষ তঙ্কার দ্রব্য তাহাতে ভরিয়া॥
তৃতীয় মেলিল ডিঙ্গা নাম গজকুল।
বারো বরিষের ধরে তণ্ডুল সম্বল॥
চতুর্থ মেলিল ডিঙ্গা নাম সুমঙ্গল।
যার রূপে দুই-কূল করি [ল] উজ্জ্বল॥
পঞ্চমে মেলিল ডিঙ্গা নাম নবরত্ন।
যার রূপ দেখিতে দেবের হয় যত্ন॥
ষষ্ঠে মেলিল ডিঙ্গা নাম চিত্ররেখা।
যার ধনে আদি অন্ত নাই লেখাজোখা॥
সপ্তমে মেলিল ডিঙ্গা নাম শশিমুখী।
বহু দূর হৈতে যার ছইঘর দেখি॥
রাজঘাট রামেশ্বর বাহিয়া এড়ায়।
ধর্মখাল বাহিয়া অজয় নদী পায়॥
উজানি বাহিয়া আসি হৈল উপনীত।
শিবা নদী সাড়াই বাহিল ত্বরান্বিত॥
উজানি কাটোয়া বাহি রহে ইন্দ্রঘাটে।
ইন্দ্রচরণ পূজে সেই নদীতটে॥
ইন্দ্রাণী বাহিয়া নদীয়ায় উপনীত।
আবুয়া ফুলিয়া গিয়া চাপায় বুহিত্র॥

CENTRAL LIBRARY



রন্ধন-ভোজন করি গোঁয়ায় রজনী।
"বাহো, বাহো" বলিয়া ডাকেন নৃপমণি॥
বুহিত্র বাহিয়া সুখে চলিল প্রভাতে।
ফুলিয়া বাহিয়া গিয়া হৈল উপতি [উপনীতে]॥
গুপ্তিপাড়া বাহিয়া মির্জাপুর আইসে।
ত্রিবেণী লাগায় ডিঙ্গা বলে বিপ্রদাসে॥

বুহিত্র চাপায়্যা কূলে চাঁদ অধিকারী [বু] লে
"দেখিব কেমন সপ্তগ্রাম।"
তথা সপ্ত ঋষিস্থান সর্বদেব অধিষ্ঠান
শোকদুখ সর্বগুণধাম॥
যতি হৈয়া এক মুতি [মতি] ঋষিমুনি সেবে তথি
তপজপ করে নিরন্তর।
গঙ্গা আর সরস্বতী যমুনা বিশাল অতি
অধিষ্ঠান উমা-মহেশ্বর॥
দেখিয়া ত্রিবেণী গঙ্গ চাঁদরাজ মনে রঙ্গ
কূলেতে চাপায়্যা মধুকর।
আনন্দিত মহারাজ করে নৃপ তীর্থকাজ
ভক্তিভাবে পূজে মহেশ্বর॥
তীর্থকার্য সমাপিয়া অন্তরে হরি[ষ] হয়্যা
উঠে রাজা ভ্রমিয়া নগর।
ছত্তিশ আশ্রমে লোক নাহি কোন দুঃখশোক
আনন্দে বঞ্চয়ে নিরন্তর॥
বৈসে যত দ্বিজগণ সর্বশাস্ত্র-বিচক্ষণ
তেজোময় যেন দিবাকর।
সর্ব তত্ত্ব জানে মর্মে বিশাদ [বিশারদ] গুরুধর্মে
জ্ঞানে গুরুদেবের সোদর॥
পুরুষ মদন যেন রমণী সাবিত্রী হেন
আভরণ সব স্বর্ণময়।
তার রূপগুণ যত তাহা বা বলিব কত
হেরিতে নিমিক[ষ] বিলয়॥
অভিনব সুরপুরী দেখি ঘর সারি সারি
প্রতি ঘর কনকের বারা।
নানা রত্ন অবিশাল জ্যোতির্ময় কাচ চাল
গজমুক্তা প্রলম্বিত ঝারা॥

সভে দেবে ভক্তিমতি প্রতি ঘরে নানা মূর্তি
রত্নময় সকল প্র[।]সাদে।
আনন্দে বাজায় বাদ্যি শঙ্খ ঘণ্টা মৃদঙ্গ আদি
দেখি রাজা বড়ই প্রমোদে॥
নিবসে যবন যত তাহা বা বলি কত
মোগল পাঠান মোকাদীম।
সৈয়দ মোল্লা কাজি কেতাব কোরাণ রাজি
দুই ওক্তে করে তছ লিম্॥
মসিদ মোকাম ঘরে সেলাম বাজায় করে
ফয়তা করয়ে নিত্য লোকে।
বন্দিয়া মনসা দেবী দ্বিজ বিপ্রদাস কবি—
"উদ্ধারিয় ভকত সেবকে॥"

দিন দুই তথা রহি মেলিল বুহিত।
কুমারহাট্টি গিয়া ডিঙ্গা হইল উপনীত॥
ডাহিনে হুগ্লী রহে বামে ভাটপাড়া।
পশ্চিমে বাহিল বোরো পূর্বে কাঁকিনাড়া॥
মূলাজোড়া গাড়ুলিয়া বাহিল সত্বর।
পশ্চিমে পাইকপাড়া রহে ভদ্রেশ্বর॥
চাপদানি ডাহিনে বামে ইছাপুর।
"বাহ, বাহ" বলিয়া রাজা ডাকিছে প্রচুর॥
বামে বাকিবাজার বাহিয়া যায় রঙ্গে।
চাপাদানি বাহি রাজা প্রবেশে দিগন্তে॥
পূজিল নিমাই তীর্থ করিয়া উত্তম।
নিম গাছে দেখে জবা অতি অনুপম॥
চানক বাহিয়া যায় বুড়লিয়ার দেশে।
তাহা রামলাল বাহে আকলা মাহেশে॥
খড়দহে শ্রীপাট করিয়া দণ্ডবত।
"বাহ, বাহ" বলিয়া রাজা ডাকে অবিরত॥
বিগিড়া ডাহিনে রহে বামে শুকচর।
পশ্চিমে হরিষে রাজা বাহে কোন্নগর॥
ডাহিনে কোতরং বাহে কামারহাট্টি বামে।
পূর্বেতে আড়িয়াদহ খুন্ড়ি পশ্চিমে॥
চিতপুরে পূজে রাজা সর্বমঙ্গলা।
নিশি দিশি বাহে ডিঙ্গা নাহি করে হেলা॥

CENTRAL LIBRARY



তাহার পূর্বকূল বাহিয়া এড়ায় কলিকাতা।
বেতড়ে চাপায় ডিঙ্গা চাঁদ মহারথী ॥
পূজিল বেতাই চণ্ডী চাঁদ দণ্ডধর।
হরষিতে সারি গায় নায়ের নফর ॥
নানা উপহারে কৈল রন্ধ[ন] ভোজন।
ধনও বাহিয়া গেল ত্বরিত গমন ॥
কালীঘাটে চাঁদ রাজা কালিকা পূজিয়া।
চূড়াঘাট বাইয়া যায় জয়ধ্বনি দিয়া ॥
ধনস্থান এড়াইল বড় কুতূহলে।
বাহিল বারুইপুর মহাকোলাহলে ॥
হেনকালে মনসা ভাবেন মনে মন।
দ্বিজ বিপ্রদাস কবি করিল রচন ॥

## মনসার মায়া

নেতা লইয়া বিষহরী মনে অনুমান করি
প্রবেশিলা কালি[দীর] কূলে।
বিশ্বকর্মা হনুমান্ আনিলেন দুইজন
যত্ন করি দুহা প্রতি বলে ॥
"কালীদহে শীঘ্র করি নির্মাণ করিহ পুরী—
অবিলম্বে করহ গমন।"
মনসার আজ্ঞা পায়্যা মণ্ডার লাগিল গিয়া
পাষাণে—জয় গান হনুমান্ ॥
গড়িল পাষাণপুরী কিতি অনুমান করি
বহুমূল্য পাষাণের ভিত।
কনক কলস ছড়ে নেতের পতাকা উড়ে
হেমঘট স্থাপিত ত্বরিত ॥
নির্মায়্যা মণ্ডপ ঘরে বিশ্বকর্মা যাত্রা করে
নাগগণ চিন্তয়ে বিষহরী।
বাসুকি তক্ষক তার উদয়কাল ধনঞ্জয়
কর্কটাদি ধামাই দুয়ারী ॥
মণি নাগ হেনকালে শিরে যার মণি জ্বলে
আইল তেজিয়া কানন।
কালনাগিনী নড়ে নাগের পাটার পড়ে
নিশ্বাসে কম্পিত ত্রিভুবন ॥

CENTRAL LIBRARY



সোনা চিতি, অষ্ট বোড়া কুহুক কুলিশ ধোড়া
ঝাটি আইল আড়িয়াল বঙ্কা।
বেত আছাড় ধায়্যা যায় কাল-বেকাল ধায়
নাগসৈন্য দেখি নাগ-শঙ্কা॥
পদ্মা বলে নাগদলে, ''এই কালীদহ জলে
আরম্ভে থাকিবে সভে এথা।
দেখি যেন চাঁদ রাজা ভয়ে করে মোর পূজা
বিশেষ কহিবে এই কথা॥''
আদে[শি] লা বিষহরী মহা আড়ম্বর করি
রহে নাগ চাঁদে[র] সম্মুখে।
তার মাঝে বিষহরী পদ্মপত্রে ভর করি
কমল আসনে বসে সুখে॥
হেনকালে চাঁদ রাজা দেখিল দেউল ধ্বজা
মহাদম্ভে নাগ অবতার।
চাঁদ বলে, ''কর্ণধার, মেঘ-বৃষ্টি অন্ধকার''—
দ্বিজ বিপ্র দাস মনসার॥

জানিয়া পদ্মার মায়া বলে কর্ণধার।
''বুঝাই, নৃপতি, না কর অহঙ্কার॥
অই কালীদহেতে মনসার অধিকার।
ঝড়-বৃষ্টি নহে শুন নাগ অ[ব]তার॥
অই ত দেউল-ধ্বজা দেখহে রাজন।
নাগের প্রতাপে রক্ষা নাহিক জীবন॥
মনসা পূজা তুমি কর একমনে।
তবে ধনপ্রাণ লৈয়া বা যাই পাটনে॥
যদি দম্ভ-দোষে নাহি পূজ মনসায়।
ধনপ্রাণ-বুহিত্র মজিল কালীদয়॥''

ইহা শুনি চাঁদ রাজা ভাবে মনে মনে।
কানী বলি গালি দিয়া ভজিব কেমনে॥
প্রাণ গেলে না লইব কানীর স্মরণ।
যদি দুষ্টে হয় তবে রবিবে জীবন॥
চাঁদ বলে, ''কর্ণধার, অবশ্য মরণ।
সংগ্রামে মরিলে যাবে অমর ভুবন॥''

CENTRAL LIBRARY



হেতালের বাড়ি রাজা ধরে দুই করে।
লাফ দিয়া উঠে গিয়া উচা ছইঘরে॥
"ধর, ধর" বলিয়া ডাকয়ে দণ্ডধর।
"একাকী বধিব সব ভুজঙ্গের দল॥"
শুনিয়া চাঁদের ডাক ত্রাসে নাগগণ।
পাছে দুষ্ট লাগ পায়্যা বধয়ে জীবন॥
আড়ম্বর করি যদি ভুজঙ্গর হিতে।
ডিঙ্গার সহিত চাঁদে পারি তা গিলিতে॥
হেন সব নাগের কুবুদ্ধি গিয়া পায়।
চাঁদের তরাসে সবে উঠিয়া পলায়॥
মনসা বলেন, "নেতা, কোন কর্ম কৈল।
চাঁদো ভয়ে নাগগণ পলাইয়া গেল॥"
নেতো বলে, "পদ্মাবতি, ভয় কর রথে।"
অবিলম্বে গেলা দুহে সিজুয়া পর্বতে॥

প্রবেশ করিল চাঁদ কালীদহ জলে।
বাতালি চাপিয়া চাঁদ উঠে গিয়া কূলে॥
মনসার ঘটে মারে হেতালের বাড়ি।
ভাঙ্গিয়া পদ্মার ঘট যায় গড়াগড়ি॥
কুবুদ্ধি লাগিল রাজা ভাঙ্গিয়া দেহারা।
মন্দিরের যত ধনে ডিঙ্গা কৈল ভরা॥
চাঁদ বলে, "কর্ণধার, দেখ বিদ্যমান।
মোর ভয়ে পলাইল যত দেবগণ॥
তুমি ত না জান, ভাই, আমার মহিমা।
কানীর পরাণে কি করিতে পারে আমা॥"

নানা বাদ্য বাজনে পাইকে গায় সারি।
বুহিত্র মেলিয়া ঝাটো চাঁদ যায় ধড়ি॥
ছলিয়ার গাঙ্গে বাহি চলিল ত্বরিত।
ছত্রভোগ গিয়া রাজা চাপায় বুহিত॥
তীর্থকার্য চাঁদরাজ করিল তথায়।
বদরিকা কুণ্ডে জল লইল নৌকায়॥
তাহার মেলান রাজা বাহে হাথিয় গড়।
শতমুখী বাহি রাজা যায় দড়বড়॥
চৌমুখী বাহিয়া রাজা হরমিতে যায়।
তথায় চাপায়্যা ডিঙ্গা যায় চাঁদরায়॥

CENTRAL LIBRARY



শঙ্কর-মাধবে পূজে হইয়া একমন।
তীর্থকার্য শ্রাদ্ধ কৈল পিতৃ-তর্পণ॥

## সমুদ্রবক্ষে

তাহার মেলান ডিঙ্গা সঙ্গমে প্রবেশে।
তীর্থকার্য কৈল রাজা পর[ম] হরিষে॥
দরিয়া প্রবেশ হৈল চাঁদোর মধুকর।
নিশি দিশি বাহে অষ্টপ্রহর সত্বর॥
অন্তরীক্ষে হইয়া সকলে যত বলে।
ছুইয়া নৌকার লোক ধরি ততো গিলে॥
কিরাতে[র] দেশ দিয়া চাঁদরাজা যায়।
জীয়ন্ত মানুষ ধরি তারা সভে খায়॥
অশ্বমুখ গজমুখ বাহিল পাটন।
এক ঠেঙ্গিয়ার দেশ করিল গমন॥
বিপরীত কাঁকড়া দেখিতে চমকিত।
মন্ত্রণা করিয়া তথা এড়ায় ত্বরিত॥
হাদিয়াদহেতে, ডিঙ্গা করিল প্রবেশ।
চারিভিতে জল বিনে নাহি দেখে দেশ॥
জোকাদহ সর্পদহ বাহে একে একে।
কড়িয়াদহ শঙ্খদহ বাহিল কৌতুকে॥
কড়ি-শঙ্খ বন্দী করি করিল গমন।
বাহিয়া মনসাদহ চলিল রাজন॥
সিংহদহ বাহি যায় হরষিত মনে।
সম্মুখে দেখিল রাজা অনুপান পাটনে॥
চাঁদ বলে, "শুনহে, দুর্লভ কর্ণধার।
কোন রাজ্য সমুখে বলহ সার কার॥"
রাজার বচন শুনি কর্ণধার বলে।
দ্বিজ বিপ্রদাস কবি কহে কুতূহলে॥

কাণ্ডা[র] বলে যে, "রাজা অই অনুপান কার্য"
শুনিয়া হরিষ নৃপবর।
নানা বাদ্য কৈল ধ্বনি কূলে উঠে নৃপমণি
চাপাইল সপ্ত মধুকর॥

CENTRAL LIBRARY



সে রাজ্যের নৃপবর জানিয়া ত সদাগর
হরিষে ডাকিল নিজগণে।
ডাক চৌক গণে ধায় চাঁদরাজা প্রতি কয়
"সভে আইস রাজ সন্নিধানে॥"
শুনি চাঁদ নৃপবর সাজে দিব্য মনোহর
আরোহণ বিচিত্র দোলায়।
চারিভিতে নিজগণ সভে হরষিত মন
রাজ-সম্ভাষণে চাঁদ যায়॥
রাজারে ভেটিবার মনে লইল নিজ আত্মজনে
প্রবাল-মুকুতা-মণিরত্নে।
স্বর্ণ ময় অলঙ্কার দিব্য গজমতি হার
অনুদন্তি আদি নানা ধনে॥
নগর ভ্রমণ করি দেখি দিব্য রম্য পুরী
কুবের সমান ধনবান্।
অপ্সরী-কিন্নরী সম নারীগণ অনুপাম
প্রজাগণ মদন সমান॥
গেল রাজা দ্বার মাঝে দোলা এড়ি পদব্রজে
রাজস্থানে গেলা কুতূহলে।
রাজারে সম্ভাষ করি বৈসে রাজা কুতূহলি
জিজ্ঞাসা করয়ে ভূমণ্ডলে॥
"কোন জাতি অনুপাম কার পুত্র কিবা নাম
কহ কথা বৈস কোন দেশে।"
বলে চাঁদ পুটপাণি, "মোর নাম চন্দ্রপাণি"--
শুনি রাজা পরম হরিষে॥
"চম্পক নগর ঘর পিতা মোর কোটীশ্বর
বণিকের বংশে উৎপত্তি।"
"মিতা, মিতা" বলি তারে সম্ভাষিল নৃপবরে
বিপ্রদাস পদ্মাপদ গতি॥

## পণ্য-বিনিময়

"অবধান কর, নৃপমণি।
মধুকরে অহর্নিশি সলিলে ভাসিয়া আসি
দিগ্‌বিদিক নাহি জানি॥

CENTRAL LIBRARY



নানা দুঃখ-ক্লেশ পাইয়া পূর্ণিত বুহিত লইয়া
অবিলম্বে আসি তব পুরী।
প্রথমে বাহিনু জল রামেশ্বর ধর্মখাল
অজয়া-বিজয়া-সুরেশ্বরী ॥
উজবানি ক্রমে বাই শিবা নদী সাড়াই
ওধানপুর বাই ইন্দ্রেশ্বর।
বাহিনু নদীয়া দিয়া আবুয়া ফুলিয়া বায়্যা
ত্রিবেণী প্রবেশ মধুকর ॥
নানা গাঙ্গ বায়্যা আসি কালীদহে পরবেশি
তথা কানী পাতে অবতার।
আনি [লে]ক নাগগণ ত্রাস পায় সর্বজন
শুন, মিতা, বিক্রম আমার ॥
হেতালের বাড়ি ধরি ডাকিনু বিক্রম করি
নাগগণ পালায় সকল।
ভাঙ্গিয়া মণ্ডপ ঘর ভরা দিনু মধুকর
সাগরে দিলাম দরশন ॥
দরিয়ায় পরবেশি নাহি জানি দিবা নিশি
বাহি আমি অষ্ট প্রহর।
উড়িয়া বিহগ বুলে ছইঘর মালুম গিলে
তাহা দেখি কাঁপে প্রাণেশ্বর ॥
কাঁকড়া জোকাই দিয়া শঙ্খ কড়ি যাই বায়্যা
নানা দুঃখে বাহি অনুক্ষণ।
সিংহলে প্রবেশ তথা পদ্মিনী জননে যথা
সর্বাংশে পুরুষ বিচক্ষণ ॥
এড়াইয়া বহু দেশ তব রাজ্যে পরবেশ
কহিলাম দুঃখের কা[হি]নী।"
দ্বিজ বিপ্রদাস ভণে করি এই নিবেদনে
অন্তকালে তরাইবা ভবানী ॥

শুনিয়া মিতার বাণী নানা আত্মজন।
আনাইয়া দিল রাজা চাঁদো বিদ্যমান ॥
চাঁদের অগ্রেতে রাজা কহে হরষিত।
"বিদায় হইয়া আজি যাহ আনন্দিত ॥

CENTRAL LIBRARY



রন্ধন ভোজন করি নিশি গোঁয়াইয়া।
প্রভাতে আসিয় কালি নগর ভ্রমিয়া॥"

মিতা গোচরে চাঁদ বিদায় হইল।
দোলা আরোহিয়া চাঁদো মধুকরে গেল॥
রন্ধন-ভোজন রাজা কৈল কুতূহলে।
সুখেতে ভক্ষণ কৈল কর্পূর তাম্বুলে॥
শয়ন করিয়া দিব্য পালঙ্ক উপরে।
রজনী প্রভাতে উঠে প্রাতঃকৃত্য করে॥
দোলায় চড়িয়া চাঁদ করিল গমন।
নগর ভ্রমিয়া গেল নৃপতি-সদন॥
সম্ভাষ-আলাপে চাঁদো বৈসে হরষিতে।
পাত্র-মিত্র সৈন্যগণ বৈসে চারিভিতে॥
ডিঙ্গার যতেক দ্রব্য করিল বদলে।
চাঁদের সহিত রাজা চলে কুতূহলে॥

উত্তরিল গিয়া যথা মধুকর।
দুই মিতা উঠে গিয়া ডিঙ্গার ভিতর॥
কৌতুকে দেখাই[ল] রাজা ঝুনা নারিকেল।
"দক্ষিণাবর্ত দেহ ইহার বদল॥"
হরিদ্রা দেখায় রাজা করিয়া মন্ত্রণা।
"ইহাতে খণ্ডায় যত ব্যাধি-যন্ত্রণা।
ইহার বদল সোনা কহিনু তোমারে।
ওজন করিয়া লও, দেহ তা আমারে॥
খোম ধুতি যত দেখহ রাজন।
বদলিয়া পাটে বোঝা দে[হ]ত বসন॥"
পাঁড়ু কুমুড়া দিয়া কহে নৃপবর।
ইহার বদলে দেহ সিসার খাপর॥
হস্তিদন্ত দেহ মোর মিসির বদলে।
তণ্ডুল বদলে দে[হ] মুকুতা প্রবালে॥
পিপলি জোয়ানি আর কাল্যাজীরা ভেলা।
নিম্বপত্র হরীতকী আমলকি গিলা॥
ইহার বদলে দ্রব্য দেহ নৃপবর।
গুড়ঝক মরিচ লবঙ্গ জায়ফল॥
জৈত্রী কর্পূর হিঙ্গল দেহ ত সকল।
শুক্লাপত্রে তেজপত্র দেহত বদল॥"

CENTRAL LIBRARY



ডিঙ্গার যতেক দ্রব্য নৃপবরে দিল।
চাকরে বহিয়া দ্রব্য নায় ভরা হইল॥
বদলিয়া যত দ্রব্য চাঁদ হরষিতে।
ঘাটের চাকর দ্রব্য বহে আনন্দিতে॥
পুনরপি সপ্তডিঙ্গা করিল পূর্ণিত।
দেখিয়া নৃপতি চাঁদ বড় হরষিত॥
পদ্মা[র] মায়া[য়] চাঁদ রহে সেই দেশে।
এখন রহিল গীত বলে বিপ্রদাসে॥

---

CENTRAL LIBRARY

# কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ

( খৃঃ ১৭শ শতাব্দী )

## প্রত্যাবর্তন

### ডিঙ্গাডুবি

" শিব, শিব " বলি যাত্রা করি সদাগর।
মনের কৌতুকে চাপে ডিঙ্গার উপর ॥
" বাহ, বাহ " বলি ডাক দিল কর্ণধারে।
" সাবধান হৈয়া যাও জলের উপরে ॥ "
চান্দের আদেশ পায়্যা কাণ্ডারী চলিল।
সপ্ত ডিঙ্গা লৈয়া কালীদহে উত্তরিল ॥
মনসার বিসম্বাদ চাঁদ বাণ্যা সনে।
সাধু কালীদহে দেবী জানিলা ধিয়ানে ॥
সখীসনে যুক্তি করে জয় বিষহরী।
" আমা সনে করে বাদ চাঁদ অধিকারী ॥
অবিরত বলে মোরে চেঙ্গমুড়ি কানী।
বিপাকে উহার আজ ডুবাব তরণী ॥
তবে জানি মোর পূজা করে সদাগর। "
অবিলম্বে ডাকিল যতেক জলধর ॥
হনুমান্ পরমাণ পরাবহ বীর।
কালীদহে করে গিয়া প্রলয় সমীর ॥
পুষ্পপান দিয়া দেবী তার তরে বলে।
" চাঁদ বাণ্যার সাত ডিঙ্গা ডুবাইবে জলে ॥ "
দেবীর আদেশে ধায় যত কাদম্বিনী।
ক্ষেমানন্দ কহে, " দোষ ক্ষম, ঠাকুরাণি ॥

দেবীর আদেশে ধায় জলধরগণ।
পুষ্কর দুষ্কর ধাইল সত্বর
করিতে শিলা বরিষণ ॥

CENTRAL LIBRARY



আসিয়া কালীদয় করিল উদয়
ডুবাইতে সাধুর না।
মহাবীর হনুমান্ অনুকূল হৈয়া যান
পবন বেগে বহে বা ॥

অবনী আকাশে ঘোরতর বাতাসে
হৈল সভ অন্ধকার।
গাঠ্যার গাবর নায়ের নফর
নাহিক দেখে নিস্তার ॥

গজ-শুণ্ডাকার বরিখে জলধার
ঘন ঘন ঘোরতর গর্জ্জে।
মনেতে পায়্যা ডর বলিছে সদাগর—
"যাইতে নারিমু রাজ্যে ॥"

হড়হড় দুরদুর পড়িছে চিকুর
যেন বেগে ধায় গুলি।
বলিছে কাণ্ডার, "নাহিক নিস্তার
ভাঙ্গিল মাথার খুলি ॥"

দখিতে অদ্ভুত পড়িছে বিদ্যুৎ
আচ্ছাদিল গগনে ভানু।
বিপদ গুণিয়া বলিছে বাণিয়া
"কেন বা বাণিজ্যে আ'নু ॥"

তরণী সাতখান চাপিয়া হনুমান্
চক্রাকারে দেই পাক।
হড়হড় বহে ঝড় উড়াইল ছইঘর
প্রলয় পবনের ডাক ॥

কুম্ভীর মকর আসিয়া বিস্তর
ডিঙ্গার আশেপাশে ভাসে।
জলেতে নৌকাকে পাক দিয়া রাখে
অহি ধায় গিলিবার আশে ॥

বিপদের কালে কালীদহ উথলে
কাণ্ডার জড় হৈল শীতে।
কর পদ না নড়ে বিমূর্ছিত হৈয়া পড়ে
সভে মেলি রহে এক ভিতে ॥

CENTRAL LIBRARY



নৌকার নঙ্গর গিলিল হাঙ্গর
কাছি তার গিলে মাছে।
চাপিয়া তরণী হনুমান্ আপনি
হেলায়ে দোলায়ে নাচে॥
ঘন পড়ে ঝঞ্ঝনা ভাঙ্গিল বাজনা
ভাস্যা যায় কালীদহ জলে।
ডিঙ্গা হৈল ডুবু মনসার নাম তবু
সদাগর মুখে নাহি বলে॥
"যে করেন শিব-শূল এবার পাইলে কূল
মনসার বধিব পরাণ।"
এত বলে বাণিয়া কটু কথা শুনিয়া
কোপেতে জ্বলে হনুমান্॥
করিয়া হড়মড় মহাবেগে বহে ঝড়
হনুমান্ বাড়িল যে বলে।
মতি গতি মনসা মারিয়া পদের ঘা
সাত ডিঙ্গা ডুবাইল জলে॥
কান্দে যত বাঙ্গাল, "হৈনু কাঙ্গাল
ভাস্যা গেল পোস্তের হোলা।"
নিদানে সদাগর জলের উপর
ঝাপ দিল বিপদের বেলা॥
ডুবাইল সাত নায় চাঁদ বাণ্যা জল খায়
মনসা মনে মনে হাসে।
খরতর মনসা তব পদ ভরসা
রচিল কেতকাদাসে॥

## চাঁদের দুর্গতি

লাফ দিয়া বহিত্রে চাপিল হনুমান্।
চক্রাবর্তে ফেরে ডিঙ্গা সাধু কম্পমান॥
ত্রাস পায়্যা চাঁদ বাণ্যা ঝাঁপ দিয়া পড়ে।
মনসার হটে তার সাত ডিঙ্গা বুড়ে॥
মাথায় হাত দিয়া কান্দে যতেক বাঙ্গাল।
"সকল ডুবিল জলে হৈনু কাঙ্গাল॥
পোস্তের হোলা ভাস্যা গেল ছাকনার কানি।"
আর বাঙ্গাল বলে, "গেল ছিড়া কাঁথাখানি॥"

CENTRAL LIBRARY



ধুলায় লোটায়্যা কান্দে আর বাঙ্গাল বলে।
"সাত গাঁটা টেনা মোর ভাস্যা গেল জলে॥"
আর বাঙ্গাল বলে, "ভাই, ঐ তাপে মরি।
এমন নাহিক বস্ত্র উভু কর্যা পরি॥
বিদেশে হারানু প্রাণ চাঁদ বাণ্যার পাকে।
ডাকাচুরি নহে ভাই কব গিয়া কাকে॥"

যতেক বাঙ্গাল তারা চারিদিগে চায়।
মনসার হটে চাঁদ বাণ্যা জল খায়॥
চক্ষু রাঙ্গা পেট বড় খাইয়া চুবানি।
চাঁদ বলে, "দুঃখ দিল চেঙ্গমুড়ি কানী॥"
শুনিয়া হাসেন রথে জয় বিষহরী।
ঝলকে ঝলকে জল খায় অধিকারী॥
সাধুর দুর্গতি দেখি বিদরয়ে হিয়া।
বস্যা ছিল শতদলে দিল ফেলাইয়া॥
জল খায়্যা মরে সাধু ঘন বহে শ্বাসে।
হেনকালে পদ্মফুল সমুখেতে ভাসে॥

চাঁদ বলে, "এই পদ্মে মনসার জন্ম।
হেন পদ্ম পরশিলে অনেক অধর্ম॥"
এত ভাবি চাঁদ বাণ্যা না ছুঁইল ফুল।
জল খায়্যা মরে সাধু নাহি পায় কূল॥
সাধুর দুর্গতি দেখি জগতী কমলা।
রামকলা কাটিয়া তাহারে দিল ভেলা॥
ভেলায় চাপিয়া সাধু পাল্য গিয়া তড়।
"শিব, শিব" বলি সাতবার করে গড়॥
বিবস্ত্রের পাকে জলে রহিল বসিয়া।
নেত ধুবিনী তারে কহিল আসিয়া॥
নেত বলে, "চাঁদ বাণ্যা তোমা নাহি জানে।
বাদী না মারিহ দেবী রাখিও পরাণে॥
তবে তোমার পূজা হৈব প্রচার।
এবার সঙ্কটে প্রাণ করহ নিস্তার॥"

শুনিয়া সখীর বোল জগত-জননী।
কুলবধূ-মূর্তি মাতা হৈলা আপনি॥

CENTRAL LIBRARY



পরমা সুন্দরী রূপে দিতে নারি সীমা।
সাত পাঁচ কুলবধূ সঙ্গে লৈয়া রামা॥
জরৎকারু-জায়া দেবী জয় বিষহরী।
জল আনিবারে চলে কাঁখে কুম্ভ করি॥
যেখানে সে চাঁদ বাণ্যা হৈয়াছে বিবসন।
সেইখানে মনসা গিয়া দিল দরশন॥

কুলবধূগণ দেখি সাধু লজ্জা পায়।
বিবসন অঙ্গ সাধু জলেতে লুকায়॥
সকল রমণী বলে, "ক্ষেপা দিগম্বর।
বিবস্ত্রে বসিয়া কেন, মড়াকানি পর॥"
শ্মশানের কানি সাধু লাজে গিয়া পরে।
ভিক্ষা মাগি খাতো গেল নগরে নগরে॥
বাম হাতে হোলা তার ছেঁড়া কাঁথা গায়।
মনসার হটে সাধু ভিক্ষা মাগি খায়॥
ক্ষেমানন্দ বলে এত মনসার মায়া।
"করগো, করুণাময়ি, নায়কেরে দয়া॥"

## পথের ভিক্ষুক

হাতে হোলা করি চাঁদ অধিকারী
ভিক্ষা মাগে ঘরে ঘরে।
দেখি ক্ষেপা হেন যত শিশুগণ
হিটান ফেলিয়া মারে॥
বলে সদাগর, "কেন মোরে মার
নাম মোর চাঁদ বাণ্যা।"
নাহি পরিচয় যারে ইহা কয়
সর্বলোকে হাসে শুন্যা॥
অধর সুরঙ্গ হৃষ্ট-পুষ্ট অঙ্গ
ছেঁড়াকানি পরিধান।
ভাঙ্গা হোলা হাতে কিছু দিল তাতে
যার ছিল ধর্মজ্ঞান॥
মাগে বাড়ী বাড়ী পায় চালু কড়ি
ধান্য পান্য আড়ী দুই।
পায়্যা ভাঙ্গা ঘর চাঁদ সদাগর
তার কোণে লৈয়া থুই॥

মনসা মনেতে জানিল তুরিতে
গেলা গণেশের ঠাঁই।
"দণ্ড দুই তরে মূষা দেহ মোরে
এই ভিক্ষা মাগি, ভাই॥"
কহে গণপতি, "শুন গো, জগতি,
সর্বথা দিলাম মূষা।
নিশ্চয় স্বরূপে কহিবে আমাকে
কাহারে করিবে হিংসা॥"

কহেন জগতী "শুন, গণপতি,
কহিলে না দেহ জানি।
চাঁদ সদাগর মোরে নিরন্তর
বলে চেঙ্গমুড়ি কানী॥
কি আর বলিব তাহারে ছলিব
মূষা দেহ লম্বোদর।"
ইন্দুর লইয়া দিল দেখাইয়া
"ঐ ধান্য চুরি কর॥"
দেবীর আদেশে ভূমিতে প্রবেশে
দন্তে বিদারিয়া মাটি।
গণার ইন্দুর বড়ই চতুর
সত্বরে সুরঙ্গ কাটি॥
মূষা শীঘ্র চলে ধান্য খুয়্যা খালে
গেল গণেশের আগে।
মনসা চরণ পরম কারণ
কেতকাদাসেতে মাগে॥

## মিত্র-গৃহে

ধান্য নাবাইয়া খালে গণার ইন্দুর।
চাঁদ বাণ্যা দেখ্যা বড় হৈল আতুর॥
চাঁদ বাণ্যা বলে, "আমি ভিক্ষা মাগি আনি।
হেন ধান্য চুরি করে চেঙ্গমুড়ি কানী॥"
মনসারে গালি দিয়ে বনে বনে যায়।
মনসার হটে সাধু আরো দুঃখ পায়॥

CENTRAL LIBRARY



শ্বেত মাছিরূপ হৈয়া বিষহরী চলে।
উড়িয়া বসিল গিয়া আখেটির ডালে॥
এ বার বৎসর তারা না পায় শিকার।
সেইদিন মৃগয়াতে কৈল আগুসার॥
আঠা কাঠি সাত নলা লৈয়া জাল-দড়ি।
শিকার করিতে তারা বন গিয়া বেড়ি॥
কানন বেষ্টিত কৈল যত ব্যাধগণে।
আহার ফেলায়্যা পক্ষ নাবাল্য যতনে॥
আহার পাইয়া পক্ষ চরে নানা সুখে।
চাঁদ বাণ্যা "হায়" বল্যা ডাকে মনদুখে॥
পাইয়া সাধুর শব্দ যত পক্ষ উড়ে।
যতেক আখেটি তারা চাঁদ বাণ্যায় বেড়ে॥
চারিভিতে বেড়িলেক যত পক্ষমারা।
চাঁদ বাণ্যায় চুলে ধর্যা সভে মারে তারা॥
"না মার, না মার" বলে চাঁদ অধিকারী।
"কোন দোষে মার, ভাই, চুরি নাহি করি॥"
তারা বলে, "কেন মোর পক্ষ দিলি তাড়া।
কোথা হৈতে কাল হৈয়া আল্যি ভ্যাড়ার ভাড়া॥"

তথা হৈতে চাঁদ বাণ্যা কান্দিতে কান্দিতে।
উপনীত হৈল গিয়া মিত্রের বাড়ীতে॥
ধর্মকেতু পিতা তার চন্দ্রকেতু নাম।
জুড়াবার আশে চাঁদ গেল তার ধাম॥
"মিত, মিত" বল্যা তারে কৈল সম্ভাষণ।
মনসার গীত ক্ষেমানন্দ-বিরচন॥

চাঁদ বাণ্যা বলে, "মিতা, কি কব দুঃখের কথা
বিধি বাম লিখিল কপালে।
চেঙ্গমুড়ি কানী বেটী খায়্যা মোর পুত্র ছটি
সাত ডিঙ্গা ডুবাইল জলে॥
ভাগ্যেতে রহিল প্রাণ রক্ষা কৈল ত্রিনয়ান
তেই দুই মিতা হৈল দেখা।"
সদাগর বলে, "মিত, কিছু মোর কর হিত
বিপত্তোর কালে হও সখা॥

CENTRAL LIBRARY



যেই যার হয় মিত সেই তার করে হিত
ইতিহাসে কর অবধান।
ভরতেরে রাজ্য দিয়া জানকী-লক্ষ্মণ লৈয়া
যখন কাননে গেলা রাম॥
জনক-নন্দিনী সীতা রাবণ লইল তথা
থুইল কনক-পুরীর মাঝে।
বিপদে রামের মিত কাননে করিল হিত
সুগ্রীব বানর কপিরাজে॥
বালীরাজা করি বধ মিত্রে দিল রাজ্যপদ
এক বাণে ভেদি সপ্ত তাল।
সুগ্রীব বানররাজ মিত্রের করিতে কাজ
সিন্ধুজলে বাঁধিল জাঙ্গাল॥
দুইজনে করি মিত দুঁহে দুঁহা করি হিত
করিল আপন প্রাণপণে।
রাম-সুগ্রীবের যশে শিলা তরু জলে ভাসে
তার কীর্ত্তি ঘোষে জগজনে॥
পঞ্চভাই যুধিষ্ঠির রণে ছিলা মহাবীর
পাশা হারা গেলা বনবাসে।
বিরাট রাজার ঠাঁই মিত্রভাবে পঞ্চভাই
রহিল অজ্ঞাত পরবাসে॥
আছিলা শ্রীবৎস রাজা শিবের করিত পূজা
একভাবে রজনী-দিবসে।
শনি গ্রহ কৈল পীড়া গেল রাজ্যপাট ছাড়া
দ্বাদশ বৎসর বনবাসে॥
তেন মোর হীন দশা তোমার মন্দিরে বাসা
আইনু পাইয়া বড় ভীত।"
নাহি জানে অধিকারী মনসার দুই বারি
নিত্য পূজা করে তার মিত॥
"ভাল, ভাল" বলে মিত "মোর বাড়ী উপনীত
আসাছ অনেক দিনের পরে।"
আগে জল-পিঁড়ি দিয়া মিত্রেরে বসালা নিয়া
মনসার বারি যেই ঘরে॥

CENTRAL LIBRARY



সিংহাসনে দুটি বারা গলায় পুষ্পের ঝারা
সুরঙ্গ সিন্দুর কিয়াপাতা।
চাঁদ বলে, "চেঙ্গমুড়ি, কর্যা মোর ভরা বুড়ি
লুকায়্যা রয়েছ আস্যা হেথা ॥
আমার মিতার ঘরে রয়েছ আমার ডরে
বর্ব্বর ভাঁড়ায়ে খাও কানী।
মোর মিতা তোর তরে কোন গুণে পূজা করে
তার তত্ত্ব আমি নাহি জানি ॥"

ভাঙ্গিতে মনসা-বারি কোপে চাঁদ অধিকারী
লৈয়া যায় হেঁতালের বাড়ি।
বুদ্ধি তার বিপরীত বুঝিয়া তাহার মিত
মিতারে ধরিল দড়বড়ি ॥
"ভাল, মিতা, হতবুদ্ধি আর তোর নাহি সিদ্ধি
দেবতা সহিতে বিসম্বাদ।
যদি নাহি দড়বড়ি লত্যান হেঁতাল বাড়ি
নিমিষেকে পড়িত প্রমাদ ॥"

পাগল দেখিয়া তারে কেহ ঠেকা ঠোকা মারে
কেহ মারে মাথায় টাকর।
"ভাঙ্গিতে মনসা-বারি আস্যাছে আমার বাড়ী
ঠোকা মার্যা বাড়ীর বাহির কর ॥"
তথা পায়্যা অপমান বিষাদ ভাবিয়া যান
বনে বনে চাঁদ অধিকারী।
দেবী মনসার গীত ক্ষেমানন্দ-বিরচিত
"ক্ষম দোষ, ঈশান-কুমারি ॥"

## কাঠুরিয়ার সঙ্গী

মিত্রের বাড়ীতে সাধু পায়্যা অপমান।
বিষাদ ভাবিয়া সাধু বনে বনে যান ॥
বিপত্তোর কালে কেহ নাহি মেলে সখা।
কাঠুরিয়া সঙ্গে তার পথে হৈল দেখা ॥
চাঁদ সদাগর বলে, "শুন, ভাই সভ।
কোন কার্যে চলিয়াছ করি কলরব ॥"
এতেক শুনিয়া তারা দিল সম্বোধন।
"কাষ্ঠ কাটিবারে মোরা চলেছি গহন ॥

CENTRAL LIBRARY



নগরে বেচিলে বোঝা পাই পণ আট।
জাতি অনুসারে মোরা নিত্য কাটি কাঠ॥"
চাঁদ বলে, "তোমা সভা হৈতে আমি তেজা।
একেবারে মাথে লব দুই-দুই বোঝা॥
নগরে বেচিলে পাব কাহন কাহন।
তবে কেন দুঃখ পাই বুলি বনে বন॥
সঙ্গে করা লহ মোরে কাঠুরিয়া ভাই।
তোমা সভার প্রসাদে কাষ্ঠ বেচ্যা খাই॥"

তারা সভ বলে, "তুমি দুঃখ কেন পাও।
আমা সভার সঙ্গে আসি কাষ্ঠ বেচ্যা খাও॥"
এই অনুমানি সাধু কাঠুরিয়া সনে।
কাষ্ঠ কাটিবারে গেল গহন কাননে॥
নানা কাষ্ঠ কাটিয়া কাঠুর্যা বান্ধে বোঝা।
চন্দনের কাষ্ঠ ভাল চিনে চাঁদ ওঝা॥
বড় বোঝা বান্ধে সাধু চন্দনের কাষ্ঠে।
ঘাড়ে তুলে দিল তার জন সাত আষ্টে॥
কাষ্ঠ বোঝা লৈয়া সাধু যায় আগে আগে।
সুখের শরীর তার বড় দুঃখ লাগে॥

কাষ্ঠ বেচ্যা খাত্যে যদি চাঁদ বাণ্যা যায়।
হংসরথে বিষহরী দেখিবারে পায়॥
"বুদ্ধি বল, নেত গো, উপায় বল মোরে।
কাষ্ঠ বেচ্যা খাত্যে যায় চাঁদ সদাগরে॥
কাষ্ঠ বেচ্যা খায়্যা যদি সাধু গেল দেশে।
আমারে দিবেক গালি মনে যত আসে॥"
নেত বলে, "বিষহরি, বুদ্ধি কেন হর।
পবনের পুত্র বলি স্মরণ কর॥
হনুমান্ চাপুক উহার কাষ্ঠের উপরে।
ঐ বোঝা সাধু যেন বহিতে না পারে॥

শুনিয়া সখীর বোল মনসাকুমারী।
পবনের পুত্র বল্যা স্মরণ করি॥
অবিলম্বে আল্য তথা বীর হনুমান্।
দেবীর চরণে বলে করিয়া প্রণাম॥
"যদি মোরে আজ্ঞা কর, জয় বিষহরি।
আকাশের চন্দ্র সূর্য আনি দিতে পারি॥

CENTRAL LIBRARY



পাতালে বাসুকি আর কূর্ম ধরাধর।
জড় কর্যা দিতে পারি তোমার গোচর॥"

এত বলি মহাবীর রহে কৃতাঞ্জলি।
পুষ্পপান দিয়া দেবী তার তরে বলি॥
দেবী বলে, "হনুমান্, পবন-কুমার।
বাপের সম্বন্ধে তুমি অনুজ আমার॥
সীতার উদ্দেশকালে পবন-নন্দন।
রামহিতে রাক্ষসের সঙ্গে কৈলে রণ॥
কাষ্ঠ বোঝা নিয়া দেখ চাঁদ বাণ্যা যায়।
তুমি গিয়া চাপ তার কাষ্ঠের বোঝায়॥
অধিক না দিহ ভর সাধু পাছে মরে।
তবে ত আমার পূজা না হবে সংসারে॥"

দেবীর আদেশে তথা হনুমান্ যায়।
আগিয়া চাপিল চাঁদের কাষ্ঠের বোঝায়॥
কাষ্ঠ বোঝা ফেলে সাধু পড়ে ঘন পাকে।
ঘাড়ে হাত দিয়া সাধু "বাপ, বাপ" ডাকে॥
বিষাদ ভাবিয়ে কান্দে চক্ষে পড়ে পানী।
তবু বলে, "দুঃখ দিল চেঙ্গমুড়ি কানী॥"
যত দুঃখ পায় সাধু গালি পাড়ে তত।
হংস-রথে বসি দেবী বলে, "শুন, নেত॥
যত দুঃখ পায় সাধু তত গালি পাড়ে।
বড়াই লাগিয়া মরে, স্বভাব না ছাড়ে॥"

বিষাদ ভাবিয়া সাধু বনে বনে যায়।
চলিতে নাহিক শক্তি বন-ফল খায়॥
হেনকালে দৈববশে এক দ্বিজবর।
পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়া গিয়াছে নিজঘর॥
কলাচোপা ইক্ষু-গিয়া গেছে ফেলাইয়া।
দেখিয়া দাণ্ডায় সাধু মালসাট দিয়া॥
হরিষে করিল স্নান সেই সরোবরে।
গালবাদ্যে চাঁদ বাণ্যা পূজিল শঙ্করে॥
কলাচোপা খায়্যা সাধু গায়ে কৈল বল।
অঞ্জলি ভরিয়া সাধু পান কৈল জল॥
চিনিচাম্পা মর্তমান যারে নাহি ভায়।
বিপত্তোর কালে সাধু কলাচোপা খায়

CENTRAL LIBRARY



রচিল কেতকাদাস সেবিয়া জগতী।
"ভক্ত নায়কে বর দেহ, ভগবতি॥"

## বিপ্রগৃহে

বিষাদ ভাবিয়া সাধু কান্দিতে কান্দিতে।
উপনীত হৈল গিয়া বিপ্রের বাড়ীতে॥
"অবধান কর, গোঁসাই, করিয়া প্রণাম।
চম্পাই নগরে ঘর চাঁদ মোর নাম॥
লক্ষপতি ছিলাম ইবে দশা হৈল হীন।
তোমার বাড়ী রহিয়া কুলাব কতদিন॥
থাকিব তোমার বাড়ী রহিয়া কম্বল।
উদর পূরিয়া মোরে দিবে অন্নজল॥
যখন যে কার্য বল করিবারে পারি।
চম্পাই নগরে ছিলাম চাঁদ অধিকারী॥"

এতেক শুনিয়া তারে বলিছে ব্রাহ্মণ।
"মন দিয়া মোর কার্য কর অনুক্ষণ॥
প্রধান পুত্রের তুল্য বাড়াব সম্মান।
আজি গিয়া তুমি মোর নিড়াইবে ধান॥"
এতেক বলিয়া দ্বিজ তারে নিয়া সাথে।
ধান্য নিড়াবার হেতু বসাইল ক্ষেতে॥
অন্ধকার মায়া কৈল জয় বিষহরী।
ধান্য-খড় নাহি চিনে চাঁদ অধিকারী॥
মাড়িয়া ধান্যের গাছ রাখে যায় খড়॥
কুপিয়া ব্রাহ্মণ তার গালে মারে চড়॥

কাতর হৈয়া সাধু পড়ে ধান্যবনে।
ব্যগ্র হৈয়া ধরে গিয়া বিপ্রের চরণে॥
কাতর দেখিয়া তারে না মারে ব্রাহ্মণ।
তথা হইতে চাঁদ বাণ্যা করিল গমন॥
বিষাদ ভাবিয়া কান্দে চক্ষে পড়ে পানী।
তবু বলে, "দুঃখ দিল চেঙ্গমুড়ি কানী॥
দিশা নাহি পায় সাধু করিব কোন কর্ম।
ক্ষেমানন্দ বলে তথা লখীন্দরের জন্ম॥

CENTRAL LIBRARY



## লখান্দরের জন্মগ্রহণ

দেশ দেশান্তর চাঁদ সদাগর
অশেষ যন্ত্রণা পায়।
গর্ভবাস-ঘরে সনকা-উদরে
লখাই জন্মিল তায়॥
এক দুই তিন গণি দিন দিন
পঞ্চমাস গর্ভকালে।
অনুতাপ করি সনকা সুন্দরী
আপন চেড়ীরে বলে॥
"শুন, ঝাউয়া চেড়ী আমি মন্দ নারী
দূর দেশে প্রাণনাথ।
নাহি সুখলেশ না জানি বিশেষ
মুখে নাহি রুচে ভাত॥
আমি অভাগিনী দিবস রজনী
কান্দি ছ'টি পুত্রশোকে।
অতি বুদ্ধি হাস পতি পরবাস
দেবী কিনা কৈল তাকে॥
পঞ্চমাস গর্ভ লোকে জানে সর্ব
শুন, সখি, বলি তোরে।
এ শুভ দিবসে মনের হরিষে
সাধ খাওয়াইবে মোরে॥
পায়স পিষ্টক খাইতে মিষ্টক
ঘৃতে সান্তালিয়া শাক।
পাতখোলা কুচি পাই সরা মুচি
প্রাণ তারে দেই ডাক॥
পাতুম ওদন তারে পুড়ে মন
বিশেষে পাইলে কাঁজি।
পাইলে মিঠা তক্র হাতে পাই স্বর্গ
গ্রাস দুই চারি ভুঞ্জি॥
সরল সফরী ভাজা গোটা চারি
বোদালি হিলিঞ্চা সনে।
গর্ভবতী লোক সদা হয় ভোক
তোলাপাড়া করে মনে॥"

CENTRAL LIBRARY



ঝাউয়া চেড়ী তারে নানা উপহারে
সাদ খাওয়াইল সুখে।
সদাই আলস মনে অসন্তোষ
ঘর্ম বিন্দু বিন্দু মুখে॥
অষ্টমাসে রামা মনেতে অক্ষেমা
ঘন মুখে উঠে হাই।
নয় দশ মাসে প্রসব-দিবসে
দাসী ডাকে আনে ধাই॥
ক্ষেণে উঠে বসি মনে ভয় বাসি
আকুল প্রসবব্যথা।
মূর্ছাভঙ্গ হেন হইল বদন
মুখে না নিঃসরে কথা॥
চক্ষে পড়ে পানী কাতর বাণ্যানী
পূর্ণ চতুর্দশী দিনে।
মনসার বরে পুত্র লখীন্দরে
প্রসবিল শুভক্ষণে॥
ভূমিতলে পড়ি যায় গড়াগড়ি
যেন পূর্ণিমার শশী।
দেখি পুত্রমুখ সনকা কৌতুক
কোলে কৈল হাসি হাসি॥
প্রতি ঘরে ঘরে সাধুর নগরে
সভে পাল্য সমাচার।
এ পাড়া-পড়শী শুনিয়া উল্লাসী—
পুত্র হৈল সনকার॥
সভে হরষিতে আইল দেখিতে
শুনিয়া প্রসব-বার্তা।
সনকা হরিষে পঞ্চম দিবসে
লোকাচারে কৈল নর্তা॥
প্রতি ঘরে ঘরে নগরে নগরে
ডাকি আনে ঝাউয়া চেড়ী।
শুনিয়া নাপিত মনে হরষিত
আইল সাধুর বাড়ী॥

CENTRAL LIBRARY



বসি নরবৃন্দ পরম আনন্দ
খেউর কৈল সভাকারে।
তৈল মাখাঘসা অঙ্গে কৈল ভূষা
সভে গেল নিজ ঘরে॥
ছ'দিনে ঘেটেরা করিল বাণ্যারা
বিহিত ষষ্ঠীর পূজা।
নানা সর্জ্জ আনি সনকা বেণ্যানী
কিঙ্কর ডাকিল দ্বিজা॥
সনকা সুন্দরী ষষ্ঠীপূজা করি
যাহার যে নীত আছে।
হাতে খড়্গা লৈয়া রহিল জাগিয়া
মসী-পত্র থুয়া কাছে॥
অর্ধ রাত্রি গেলে বিধি হেন কালে
লিখিতে আইল ভালে।
মনসা-চরণ পরম কারণ
কেতকাদাসেতে বলে॥

## বিধিলিপি

ললাট-ফলকে তার বিধি লিখে দুরাচার—
বাসরে মরিবে সর্পাঘাতে।
তোমার বেহুলা নারী মৃতদেহ কোলে করি
ভাসা যাবে ছয় মাসের পথে॥
জগতী জগত-মাতা হরের ঝিয়ারী তথা
তিনি তোরে করিবেন কল্যাণ।
পূর্ব আরাধন-ফলে ঈশ্বরীর অনুবলে
পুনরপি পাবে প্রাণদান॥
বিধাতা ছাড়িল ঘর চমকিত লখীন্দর
কান্দিয়া উঠিল শেষ-রাতি।
সনকা সন্তোষ হয়ে হৃদয়-মাঝারে থুয়ে
বদন চুম্বিল শীঘ্রগতি॥
কহিতে বলিতে আর কতদিন গেল তার
একুশ দিনের লখীন্দর।
মনেতে পরম রিষ্টি সনকা পূজিল ষষ্ঠী
পরম হরিষে আল্য ঘর॥

CENTRAL LIBRARY



পুত্র প্রাণসম দেখে অবিরত কোলে কাঁখে
ভুমিতে এড়িতে নাহি মন।
তিন চার পঞ্চ মাসে নিজ মন-হরিষে
ছয় মাসে করাল্য ভোজন॥
হাতে হেম তাড়-বালা হামাগুড়ি করে খেলা
হাসি হাসি দন্ত দেখায়।
আন দিনে আন ঠাম লখীন্দর তার নাম
সুকবি কেতকাদাসে গায়॥

## বেহুলার জন্মগ্রহণ

চাঁদ বাণ্যার পুত্র যদি হৈল লখীন্দর।
বেহুলার জন্ম শুন কত দিনান্তর॥
নিছনীনগরে বাণ্যা সায় অধিকারী।
তাহার বনিতার নাম অমলা সুন্দরী॥
শাপে ভ্রষ্ট হৈয়া উষা তার গর্ভে বাসে।
বেহুলার জন্ম হৈল উত্তম দিবসে॥
চাঁদমুখী খঞ্জন-নয়নী কলাবতী।
অধর প্রবাল-রঙ্গ বিদ্যুতের জ্যোতি॥
চিরণ চরণ দন্ত উচ্চ কপালিনী।
মনসার ব্রতদাসী জনমিলা তিনি॥
মা বাপের বাড়ীতে বেহুলা নাচে গায়।
বেহুলার নৃত্য-গীতে অমলা মোহ যায়॥
শিশুকাল হৈতে কন্যা শিখে নৃত্যগীত।
মৃত পতি জীয়াইব ললাটে লিখিত॥
বেহুলা লখাই তারা বাড়ে দুই জন।
চাঁদ বাণ্যা লৈয়া কিছু শুনহ কথন॥

## স্বগৃহে লাঞ্ছনা

তথা নানা দুঃখ পায়্যা চাঁদ সদাগর।
অশেষ যন্ত্রণা পায়্যা আল্য নিজ ঘর॥
মনসার মায়া সাধু এড়াইতে নারে।
সাত ডিঙ্গা ডুবাইয়া সাধু আল্য ঘরে॥
ছেঁড়া কানি পরিধান মলিনতা বেশে।
সাত ডিঙ্গা ডুবাইয়া সাধু আল্য দেশে॥

CENTRAL LIBRARY



হেনকালে বিষহরী তাহারে ছলিতে।
দৈবজ্ঞ হৈয়া নিল পাঁজি-পুঁথি হাতে॥
কপালে কাটিল ফোঁটা কক্ষতলে পুঁথি।
সাধুর বাড়ীতে আগে এলেন জগতী॥
দৈবজ্ঞ দেখিয়া দিল বসিতে আসন।
ভূমে খড়ি পাতি করে গণন পঠন॥
দৈবজ্ঞ বলেন, "শুন, সনকা সুন্দরি।
নিশ্চয় তোমার বাড়ী আজি হব চুরি॥
মাথায় নাহিক চুল পরিধান টেনা।
সাবধানে থাকিবে আসিবে এক জনা॥
ধরিয়ে তাহারে তবে মারিহ মারণ।"
গণক এতেক বল্যা করিল গমন॥

নিজ বেশে নিজালয় গেলেন কমলা।
চাঁদবেণে বনে বনে আস্যে হেন বেলা॥
লজ্জাতে না গেল সাধু দিবসের পাকে।
কলাবনে চাঁদ বাণ্যা লুকাইয়া থাকে॥
কলাবন হৈতে বাণ্যা উঁকি দিয়া চায়।
বাহির উঠানে দেখে লখাই খেলায়॥
সন্ধ্যাকালে ঝাউয়া চেড়ী গেল কলাবন।
চোরের আকৃতি তথা দেখে একজন॥
ধায়্যা গিয়া ঝাউয়া চেড়ী সনকারে কয়।
"কলাবনে কিটা নড়ে মনে পাইলু ভয়॥"

শুনিয়া ধাইল নাড়া সনকা বেণ্যানী।
কলাবনে কোথা নড়ে কর্ণ পাত্যা শুনি॥
কলাবনে চাঁদ বাণ্যা খুস্ খুস্ নড়ে।
লাফ দিয়া নাড়া গিয়ে তার ঘাড়ে পড়ে॥
"চোর, চোর" বল্যা তারে মারে কিল লাথি।
চিনা পরিচয় নাহি অন্ধকার রাতি॥
নাড়ার মারণে সাধু হৈল কাতর।
"আর না মারিহ, নাড়া, আমি সদাগর॥"
এতেক শুনিয়া তার রাখিল মারণ।
প্রদীপ জ্বালিয়া করে মুখ নিরীক্ষণ॥
পরিচয় পায়্যা হৈল সনকা লজ্জিত।
ক্ষেমানন্দ বিরচিল মনসার গীত॥

CENTRAL LIBRARY



## মিলন

চাঁদ সদাগর আল্য নিজ ঘর
বহিত্র হারায়্যা জলে।
চক্ষে পড়ে পানী সনকা বেণ্যানী
প্রাণনাথ তরে বলে॥
"শুন, সদাগর, কোথা মধুকর
কহ তুয়া পায় পড়ি।"
সাধু হেনকালে সনকারে বলে
"কালীদহে ভরা বুড়ি॥
আমি নাহি জানি চেঙ্গমুড়ি কানী
দুঃখ দিল নানা পাকে।
হৈল ভরা বুড়ি ঝাঁপ দিয়া পড়ি
জল খাই নাকে মুখে॥"
প্রভুর বচনে কান্দে সকরুণে—
"গৃহকর্ম কিবা সাদে।
ছয় পুত্র মৈল ভরাডুবি হৈল
দেবী মনসার বাদে॥
বিষ-বিনোদিনী অনন্তরূপিণী
তারে তুমি দেহ গালি।
তব বুদ্ধি হ্রাস কৈলে সর্বনাশ
আমি হৈলাম খণ্ড-কপালী॥"
সনকার বোলে সাধু কোপে জ্বলে
"প্রসঙ্গ না কর তার।
ছয় পুত্র মৈল ভরা বুড়ি হৈল
তবে কি করিব আর॥"
পড়ি তার পায় সনকা বুঝায়—
"শুন, সাধু সদাগর।
মোর গর্ভবাসে খুয়্যা গেলে দেশে
পুত্র হৈল লখীন্দর॥
তুমি কর বাদ পড়িব প্রমাদ
না জানি কি আর ঘটে।"
স্তুতি করে রামা, "মনে দেহ ক্ষমা
কার্য নাহি আর হটে॥"

CENTRAL LIBRARY



দেখি পুত্রমুখ সাধুর কৌতুক
পূর্ব শোক পাসরিল।
পুত্র কোলে করি চাঁদ অধিকারী
তার মুখে চুম্ব দিল॥
চন্দ্রের সোসর বাড়ে লখীন্দর
দিনে দিনে আন জ্যোতি।
খড়ি হাতে দিতে পরম পীরিতে
পূজা কৈল সরস্বতী॥
পুত্র লখান্দর বাড়ে নিরন্তর
সাধুর সন্তোষ মনে।
কতদিন গেলে মহা কুতূহলে
কর্ণ বিন্ধে শুভক্ষণে॥
করে নানা খেলা গায়ে মাখে ধূলা
হাতে হেম তাড়-বালা।
কার চুলে ধরি করে মারামারি
ছাওয়ালে ছাওয়ালে খেলা॥
যার পুত্র মারে কহে সনকারে,
"তোমার লখাই নহে ভাল।
না জানি কি বাদে কোন অপরাধে
মোর পুত্র মারা গেল॥"
সনকা সুন্দরী তারে মানা করি,
"শুন পুত্র, লখীন্দর।
পরের ছাওয়ালে মার নিজ বলে
মনেতে না বাস ডর॥"
মায়ের বচনে হাসে মনে মনে
ত্রাসে না আইসে কাছে।
ক্ষেমানন্দের বাণী, "রক্ষ ঠাকুরাণি,
যতেক কায়স্থ আছে॥"

CENTRAL LIBRARY

# লখীন্দরের বিবাহ

## কন্যার সন্ধান

দিবসে দিবসে বাড়ে পুত্র লখীন্দর।
সনকা সহিত যুক্তি করে সদাগর॥
দিনে দিনে বুদ্ধি বাড়ে শাপের কারণ।
পড়িয়া শুনিয়া হৈল বড় বিচক্ষণ॥
সনকা সহিত যুক্তি করে সদাগর।
"বিভার লায়েক হৈল পুত্র লখীন্দর॥
কোথা বিভা দিব, শুন, সনকা বেণ্যানী।"
কিঙ্কর পাঠায়ে সাধু পুরোহিত আনি॥

ব্রাহ্মণ দেখিয়ে তারে কৈল নমস্কার।
বসিবারে দিল তারে আসন ভৃঙ্গার॥
আসনে বসিয়ে দ্বিজ পাখালে চরণ।
সম্বন্ধের প্রস্তাবে বসিল দুই জন॥
চাঁদ সদাগর বলে, "জনার্দন দ্বিজ।
তুমি মোর পুরোহিত চিরকাল নিজ॥
ভাল মন্দ যত কর্ম সভ তোমার ভার।
এক নিবেদন করি অগ্রেতে তোমার॥
কোন বণিকের কন্যা আছে অবিবাহি।
সম্বন্ধ করহ তারি সহিতে লখাই॥
কুলে শীলে অর্থে হবে আমার দোসর।
ঘটক হইয়া তুমি চল তার ঘর॥
তার ঘরে থাকে যদি অদত্তা দুহিতা।
আমার সুন্দর লখাই বিভা দিব তথা॥"

এতেক শুনিল যদি দ্বিজ জনার্দন।
ঘটক হইয়া তিনি করিল গমন॥
সাধু ধনপতি বৈসে উজানী নগরে।
আগে গিয়া উপনীত হৈল তার ঘরে॥
তথায় কাহার কন্যা নাহি অবিবাহি।
ধনপতি দত্ত তারে উপদেশ কহি॥

CENTRAL LIBRARY



"আমার বচনে যাহ নিছনী নগরে।
অবিবাহি কন্যা আছে সায় বাণ্যার ঘরে॥"
এতেক শুনিয়া দ্বিজ করিল গমন।
নিছনী নগরে গিয়া দিল দরশন॥
প্রধান বণিক তাহে সায় অধিকারী।
অবিবাহি কন্যা তার বেহুলা সুন্দরী॥
ঘটক হইয়া দ্বিজ গেল তার বাড়ী।
বসিতে আসন আগে দিল জল-পিঁড়ি॥
বেহুলা লইল গিয়া চরণের ধুলি।
ঘটক দেখিল তার আউদড় চুলি॥

ব্রাহ্মণ বলেন, "বাণ্যা, শুন তোরে কহি।
এত বড় যোগ্য কন্যা আছে অবিবাহি॥
সভার প্রধান তুমি বণিকের নাথ।
কন্যা দেখে কেমনে উদরে দেহ ভাত॥
দেখিয়ে উত্তম বরে কন্যা দেহ দান।
বচন না শুন পাছে পাবে অপমান॥"
ঘটক বলেন, "বাণ্যা, কর অবধান।
চাঁদ সদাগর বটে তোমার সমান॥
কুলে শীলে অর্থে বটে তোমার দোসর।
অবিবাহি পুত্র তার আছে লখীন্দর॥
তার তুল্য রূপে গুণে নাহি অন্য বর।
তারে কন্যা দেহ তুমি সায় সদাগর॥"

সায় সদাগর বলে, "তুমি যদি জান।
গণক আনিয়া তবে দুই রাশ্যে গণ॥
গণিতে পড়িতে যদি ঠিকমত হয়।
তবে সে ইহার কথা কহিব নিশ্চয়॥"
এতেক শুনিয়া দ্বিজ হৃষ্ট হৈলা বড়ি।
গণক আনিয়া ভূমে পাতাইলা খড়ি॥
দৈববশে দুই রাশ্যে হইল মিলন।
পরম হরিষ হৈল দ্বিজ জনার্দন॥
ঘটক বলেন, "বাণ্যা, বলি তব ঠাঁই।
বিধাতা লিখন বটে বেহুলা-লখাই॥
নিশ্চয় কহিল ইথে কিছু নাহি আন।
লখীন্দরে করহ বেহুলা কন্যা দান॥

CENTRAL LIBRARY



চম্পকনগরে বাণ্যা চাঁদ অধিকারী।
তোমার ঝিয়ারী হব তাহার বৌয়ারী॥"
সায় সদাগর বলে, "শুন, মহাশয়।"
মনসার পাদপদ্মে ক্ষেমানন্দ কয়॥

## ঘটকের প্রত্যাবর্তন

করিয়া যুগল কর কহে সায় সদাগর,
"শুন, হে ঘটক জনার্দন।
চম্পাই নগরে গ্রাম চাঁদ সদাগর নাম
তাহার বহুত আছে ধন॥
ইথে কিছু নাহি আন তার পুত্রে কন্যাদান
দিব আমি কৈল অঙ্গীকার।"
উল্লসিত হাস্য মুখে নির্ণয় করিয়া সুখে
ঘটক করিল আগুসার॥
চম্পাই নগরে গিয়া দ্বিজ উপনীত হৈয়া
কহিল সকল বিবরণ।
"শুন, চাঁদ অধিকারি, আমি নিবেদন করি
খানিক ইহাতে দেহ মন॥
তোমার আদেশ পায়্যা কন্যার চেষ্টায় গিয়া
উত্তরিনু উজানীনগরে।
ধনপতি দত্ত তথা কহিল কন্যার কথা
উপদেশ কহিল আমারে॥
নগর নিছনী গ্রাম সায় সদাগর নাম
তার কন্যা আছে অবিবাহি।
বেহুলা নামেতে কন্যা রূপে গুণে এক ধন্যা
ধনপতি উপদেশ কহি॥
এত উপদেশ পায়্যা নিছনীনগরে গিয়া
উপনীত হৈনু তার বাড়ী।
সায় সদাগর মোরে অনেক বিনয় করে
বেহুলা আনিল জল-পিঁড়ি॥
কথায় কথায় কহি, 'যোগ্য কন্যা অবিবাহি
সম্বন্ধ না কর কোনখানে।
সভার প্রধান বাণ্যা অবিবাহি তোর কন্যা
কহ দেখি কিসের কারণে॥'

CENTRAL LIBRARY



সায় সদাগর বলে, 'নিজ তুল্য কুলে শীলে
অর্থে হবে আমার সমান।
যাহার বহুত ধন পাইলে এমত জন
তার পুত্রে কন্যা দিব দান॥'

আমি বলি হেনকালে, 'আছে তোর সমতুলে
চম্পাইনগরে চাঁদ বাণ্যা।
চম্পাই নগর গ্রাম চাঁদ সদাগর নাম'—
বড় হৃষ্ট হৈল তাহা শুন্যা॥

গণক পাতিল খড়ি গণনা করিল বড়ি
বেহুলা লখাই দুই নামে।
দৈব-নির্বন্ধ ছিল উত্তম মিলন হৈল
নির্ণয় করিল সেইখানে॥

পণাপণ নাহি তার দানে কন্যা দিতে চায়
তোমার সুন্দর লখীন্দরে।"
ঘটক বলেন এত চাঁদ বাণ্যা হরষিত
সনকার সন্তোষ অন্তরে॥

সনকা বলেন শুন, "ওহে দ্বিজ জনার্দন,
কেমন দেখিলে কন্যাখানি।
কতেক বয়েস তার কেমন লক্ষণ আর
কহ বিবরণ কিছু শুনি॥

যদি কন্যা হয় ভাল আমার সদনে বল
শুন হে ঘটক, জনার্দন।
সকল তোমার ভার কেমন লক্ষণ তার
উত্তম করিছ নিরীক্ষণ॥"

"শুন, মিথ্যা নহে, সাধু, দেখিনু তোমার বধূ
রূপে জিনি স্বর্গবিদ্যাধরী।
দেখিনু যতেক ঠাঁই তাহার তুলনা নাই
যেন লক্ষ্মী উর্বশী অপ্সরী॥

মুখ অকলঙ্ক শশী বচন পীযূষরাশি
জলদ নিন্দিয়া কেশভার।
কন্যা পতিব্রতা বটে লোটন লম্বিত পিঠে
তুলনা দিবারে নাহি আর॥

CENTRAL LIBRARY



গজেন্দ্রগামিনী বামা রূপে জিনি তিলোত্তমা
বেহুলা নাচনী তার নাম।
বার মাসে বার ব্রত অমাবস্যা করে কত
দেবকার্য করে অবিশ্রাম॥
তোর পুত্র লখীন্দর বেহুলার যোগ্য বর
ইথে কিছু নাহিক অন্যথা।"
দেবীর চরণ আশে গাইল কেতকাদাসে
বিষহরী যারে বরদাতা॥

## সম্বন্ধ স্থির

ঘটক বলেন, "বাণ্যা, ব্যাজ নাহি আর।
নিছনীনগরে তুমি কর আওসার॥
কন্যা-দেখা সজ্জা লহ যে হয় উচিত।
কথাবার্তা কহ গিয়ে বেহাই সহিত॥"
এতেক শুনিয়া সাধু আনন্দ বিশেষ।
হাঁড়ি ভরা নিল সাধু মলাম সন্দেশ॥
বিচিত্র বসন নিল বহু মূল্য যার।
মলাম সন্দেশ সাধু নিল সাত ভার॥
পূর্ণ সাজে গেল সাধু কন্যা দেখিবারে।
উপনীত হৈল গিয়া নিছনীনগরে॥
সায় সদাগর বাণ্যা পাল্য সমাচার।
আগু বাড়াইয়া লৈল করিয়া বেভার॥
সম্ভাষা করিয়া দিল বসিতে আসন।
একত্রে বসিয়ে কথা কহে তিনজন॥
চাঁদ সদাগর বলে, "শুনহ, বেহাই।
ঘটকের মুখে শুনে আইনু তোমা ঠাঁই॥
নূতন কুটম্ব তুমি প্রধান বণিক।
কুলে শীলে অর্থে নাই তোমার অধিক॥
আমার সহিত তুমি কর কুটুম্বিতা।"
সায় সদাগর বলে, "এ বোল সর্বথা॥
আমারে জানহ তুমি, তোমা আমি জানি।
লখীন্দরে বিভা দিব বেহুলা নাচনী॥"
চতুর ঘটক ছিল জনার্দন সাথে।
তুলসী আনিয়া দিল দুজনার হাতে॥

CENTRAL LIBRARY



তুলসী বদল কৈল বিভার নির্ণয়।
"লখান্দরে বেহুলা দিব," সায় বাণ্যা কয়॥
হেনকালে চাঁদ বাণ্যা কহে আর কথা।
"যদি সে তোমার কন্যা হয় পতিব্রতা॥
লোহার কলাই দিবে করিয়া রন্ধন।
সেই ধনী বিভা করে আমার নন্দন॥
কুল-ক্রিয়াগত আছে পুরুষে পুরুষে।"
চাঁদ বাণ্যার কথা শুন্যা সায় বাণ্যা হাসে॥
সায় বাণ্যা বলে, "বেহাই, পাগল অজ্ঞান।
লোহার কলাই কভু না যায় সিজান॥"
সাধুর ললাটে বসি বলায় মনসা।
"আপন কন্যারে তুমি করহ জিজ্ঞাসা॥
লোহার কলাই যদি সিজাইতে পারে।
সেই কন্যা বিভা দিব পুত্র লখীন্দরে॥"

বেহুলারে এত কথা কহে সায় বাণ্যা।
পুরের যতেক লোক গভে হাসে শুন্যা॥
অমলা বলেন, "সাধু, মানুষের বালাই।
কেমতে রান্ধিবে ঝিয়ে লোহার কলাই॥
কোথা হৈতে আস্যাছিল জনার্দন বুড়া।
সম্বন্ধ বানায়্যা গেল সেই আটকুড়া॥"
অমলা সুন্দরী কান্দে হইয়া কাতর।
"তোমার কপালে নাই ভাল ঘর বর॥"
বেহুলা বলেন, "মাতা, না কর ক্রন্দন।
লোহার কলাই আমি করিব রন্ধন॥"

এতেক শুনিয়া তার ত্রাস লাগে মনে।
লোহার কলাই ঝিয়ে রান্ধিবে কেমনে॥
মায়েরে প্রবোধ করে বেহুলা সুন্দরী।
"বারমাস বারব্রত অমাবস্যা করি॥
আঁও হাঁড়ি আঁও সরা আড়াই হালা বেনা।
আনিয়া আমার তরে দিব এক জনা॥
যদি মোর মন থাকে মনসার পায়।
রান্ধিব লোহার কলাই কত বড় দায়॥"

CENTRAL LIBRARY



স্নান করিবারে যায় বেহুলা নাচনী।
ধ্যানেতে জানিল তথা জগত-জননী॥
ছলিতে আপন দাসী জগতী কমলা।
বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীবেশে তথাকারে গেলা॥
ঘাটের কিনারে বুড়ী রহিল বসিয়া।
বেহুলা নাচনী যায় হাসিয়া হাসিয়া॥
ঝাঁপ দিয়া জলে পড়ে বেহুলা নাচনী।
মনসার গায়ে লাগে গোড়ালির পানী॥
বুড়ী বলে, "আ লো, তুই গেলি ছারেখারে।
চক্ষে নাহি দেখ পথ কোন্ অহঙ্কারে॥"

বেহুলা বলেন, "আমি গায় বাণ্যার ঝি।
বাপের পুকুরে নাই তোর বাপের কি॥"
বেহুলা বলেন, "বুড়ী, তুমি নহে ভাল।
না দেখে আপন দোষ মোরে মন্দ বল॥
মধ্যঘাটে বসিয়াছ পথ আগুলিয়া।
ভ্রমবশে পড়ি আমি জলে ঝাঁপ দিয়া॥
তুমি যে বস্যাছ ঘাটে আমি নাহি জানি।
কখন লাগিল গায় গোড়ালির পানী॥"

বুড়ী বলে, "যেবা হৈল মোর কর্মদোষে।
দুইজনে করি স্নান মন-পরিতোষে॥
কার হাতে কিবা উঠে দেখিব এখন।"
প্রতিজ্ঞা করিয়া ডুব দিল দুইজন॥
মনসার হাতে উঠে শঙ্খ-চন্দন।
বেহুলার হাতে উঠে সুবর্ণ-কঙ্কণ॥
কঙ্কণ দেখিয়া দেবী তারে দিল শাপ।
"বাসরে খাইবে পতি পাবে মনস্তাপ॥
লোহার কলাই সিদ্ধ হবে অনায়াসে।"
এত বলি হংসরথে গেলা নিজ দেশে॥

তখনি জানিল মনে বেহুলা সুন্দরী।
আমারে ছলিয়া গেল মনসা-কুমারী॥
মনে অনুতাপ করি করিল ক্রন্দন।
লোহার কলাই গেল করিতে রন্ধন॥
বেহুলার তরে মাতা মনসা প্রত্যক্ষ।
রান্ধিবে কলাই ইথে নাহিক অশক্য॥

CENTRAL LIBRARY



আড়াই হালা কাঁচা বেনা নয়া হাঁড়ি সরা।
ছ বুড়ি লোহার কলাই তাহে দিল ভরা॥
মনে মনে জপ করে মনসার ধ্যান।
মনসা চিন্তিয়া মনে জ্বালিল উনান॥
আড়াই উকাল জ্বালে আড়াই নিমিষে।
লোহার কলাই রামা রান্ধিল হরিষে॥
মনেতে মনসা তারে করিলা কল্যাণ।
লোহার কলাই হৈল অন্নের সমান॥
লোহার কলাই যদি হইল রন্ধন।
চাঁদরে আনিয়া দিল সায়ের নন্দন॥
লোহার কলাই দেখি সাধু পরিতোষ।
"পতিব্রতা বটে কন্যা নাহি কোন দোষ॥
সর্বথা আমার পুত্রে কন্যা দেহ দান।
তুমি আমি দুই এক ইথে নাহি আন॥"
বিভার লগ্ন নির্ণয় করিল সেইখানে।
ঘটক সহিত পুরোহিত জনার্দনে॥
পুত্রের সম্বন্ধ করি চাঁদ সদাগর।
অবিলম্বে আল্য সাধু আপনার ঘর॥
আসিয়া যতেক কথা সনকারে কয়।
লখাই সম্বন্ধ আজি করিল নিশ্চয়॥

## সনকার আশঙ্কা

সনকা কাঁদিয়া বলে, "শুন, সদাগর।
মনসা সহিত বাদ কর নিরন্তর॥
ছয় পুত্র মৈল মোর মনসার হটে।
পরিণামে নাহি জানি কিবা মোর ঘটে॥"
সনকার বোলে বলে চাঁদ সদাগর।
"হেঁতালের ঠেঙ্গায় কানীর ভাঙ্গিব পাঁজর॥"

সনকা বলেন, "বাণ্যা, গেলে ছারেখারে।
দেবতা সহিত বাদ কোন মুখে করে॥
দেবতার বচনে সকল হয় লয়।
দেবতার বৈরী চিরকাল নাহি রয়॥
যেই দেবতার হটে হৈল সর্বনাশ।
অবধানে শুনহ পুরাণ ইতিহাস॥

CENTRAL LIBRARY



রাবণ ধরিয়াছিল জানকীর কেশে।
সীতার সম্পাতে রাজা মরিল সবংশে॥
বিশালাক্ষী নামে মহামায়া হিমাচলে।
শুম্ভ নিশুম্ভ তারে নিতে চাহে বলে॥
এই হেতু নাশ হৈল অসুরের বংশ।
হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু, মধুবংশ॥
ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অগ্নি কৈলে হাতে।
বিদ্যমানে দেখ হস্ত পোড়া যায় তাতে॥
কালসর্প ধরে যেই হৈয়া মন্ত্রহীন।
দেবতা যাহার বৈরী তার দিন ক্ষীণ॥"

এতেক বুঝায় রামা সনকা বেণ্যানী।
সাধু বলে, "কি করিবে চেঙ্গমুড়ি কানী॥
যেই দিন বিবাহ করিব লখীন্দর।
তাহা লাগি গড়াইব লোহার বাসর॥"
কিঙ্কর পাঠায়া সাধু বিশ্বকর্মা ডাকে।
ক্ষেমানন্দ বলে, "দেবি, কৃপা কর মোকে॥"

## লৌহবাসর

মনসার ভয় জানি বিশ্বকর্মা ডাকি আনি
আরতি দিলেন সদাগর।
বলে সাধু যোড় হাতে, "সপ্ততাল পর্বতে
নির্মাইবে লোহার বাসর॥
উত্তম গঠন ভালে লিখন করিহ চালে
পিপীলা যাইতে যেন নারে।"
কর্মারে বিশেষ কয়, "ইহাতে অনেক ভয়
পুত্রবধূ রক্ষিব বাসরে॥
শুন, বিশ্বকর্মা মহাশয়।
সাতালি পর্বতে বড় লোহার বাসর গড়
আমার সন্তোষ তবে হয়॥"
লক্ষ মণ সোনা আনে কামিল্যার বিদ্যমানে
কামিল্যা পর্বতে গিয়া চড়ে।
নানা অস্ত্র সঙ্গে আছে লোহা কাটে লোহা চাঁচে
লোহার বাসরঘর গড়ে॥

CENTRAL LIBRARY



লোহার বান্ধিল পিঁড়ি বন্ধন করিল বাড়ী
লোহার দেয়াল চারিভিতে।
লোহার বান্ধিল চাল মাজ্যা কৈল কাচ ঢাল
বাসঘর সাতালি পর্বতে॥

উচ্চ হইল অতিশয় লোহার গঠনময়
বিশ্বকর্মা তাহে বড় রঙ্গি।
লোহার দেয়াল তায় বিষম অস্ত্রের ঘায়
চারিদিকে কাটিল কুলঙ্গি॥

দ্বার রাখিল ভাল বিষম কপাট দিল
বিষম কুলুপ তাহে সাজে।
করিয়া লোহার পাটা দিল চারি চৌকাঠা
বজ্রসম গঠন বিরাজে॥

কামিল্যা বাসর গড়ি আইল সাধুর বাড়ী
বসন-ভূষণ পুরস্কার।
নানারত্ন ধন পায়্যা বিশ্বকর্মা তুষ্ট হয়্যা
নিজ পুরী চলে আপনার॥

বাসর নির্মাণ হৈল মনসা বিয়ানে পাইল
কামিল্যারে আগুলিল পথে।
"ভাল হৈল মনে সাধ ঘুচিল চাঁদের বাদ
আজি বাদ তোমার সহিতে॥"

দেবীর বচন-ডরে কামিল্যা বিনয় করে
দাণ্ডাইয়া মনসার আগে।
"কেন মাতা, বিষহরি, আমারে ত ক্রোধ করি
কে আটে তোমার অনুরাগে॥"

হেনকালে বিশ্বমাতা বিশ্বকর্মে কহে কথা—
"চাঁদ মোর বিপুর সমান।
তাহার আদেশ পায়্যা সাতালি পর্বতে গিয়া
তুমি কৈলে বাসর নির্মাণ॥

লোহার বাসরে সাধু শুয়াইব পুত্রবধূ
তাহে আমি দিব মনস্তাপ।
পুনরপি ফিরে যাবে তাহাতে সুড়ঙ্গ দিবে
যাহাতে যাইতে পারে সাপ॥"

CENTRAL LIBRARY



দেবীর বচন ভয় কামিল্যা তাহারে কয়,
"আজি মোর নাহিক নিস্তার।
বসন ভূষণ পায়্যা আইনু বিদায় হৈয়া
কেমতে যাইব আর বার॥"
দেবী বলে তার ঠাঁই, "না গেলে এড়ান নাই
নহিলে জানিবে পরিণামে।
যদি বলে সদাগর, 'কেন আলো বিশ্বম্ভর'
কহিবে, 'আইনু কিছু কামে॥'"
বিষম দেবীর মায়া বিশ্বকর্মা তথা গিয়া
বাসরে মারিল অস্ত্রঘাতে।
লোহার দেয়াল ফুঁড়ি দিলেক অঙ্গার-গুড়ি
সূতার সঞ্চার রহে পথে॥
কামিল্যা আইল ঘর তথা চাঁদ সদাগর
কুটুম্ব জানায়ে দেশে দেশে।
বার্তনের গুয়া নিয়া সাধুর কিঙ্কর গিয়া
জানাইল পরম হরিষে॥
উত্তম মধ্যম যত গন্ধবণিক শত
সাধুর বাড়ীতে উপনীত।
মনসা-চরণ আশে গাইল কেতকাদাসে
স্বপনেতে দিলা যারে গীত॥

## বিচিত্র টোপর

কামিল্যা বিদায় হয়ে গেল নিজ পুরী।
কাজলারে ডাকিলেন চাঁদ অধিকারী॥
কাজলা আনিয়া সাধু তারে দিলা পান।
কাজলা মাল্যানী করে টোপর নির্মাণ॥
নানা চিত্র লিখে তাহে লিখে নানা ফুল।
সোনার টোপর রূপে হেম-সমতুল॥
একে একে লিখে তাহে যতেক দেবতা।
হংসবাহনে লিখে চতুর্মুখ ধাতা॥
বৃষে শশিচূড় লিখে গরুড়ে গোবিন্দ।
হরিণে পবন লিখে ঐরাবতে ইন্দ্র॥
কবের বরুণ যম দশ দিক্‌পাল।
গগন পবন ঘোর নন্দী মহাকাল॥

CENTRAL LIBRARY



নানা চিত্র করে তাহে কাজলা মাল্যানী।
সভে মাত্র নাহি লিখে মনসার ফণী॥
নাগরাশ্যা লখীন্দর জানে সর্বলোক।
বুড়াকালে সাধু পাছে পায় পুত্রশোক॥
তে কারণে নাহি লিখে মনসার সাপ।
মনসার মনেতে বাড়িল মনস্তাপ॥

আপনি মনসা গেল কাজলার বাড়ী।
"দুই পুত্র খায়্যা তোরে করি আঁটকুড়ি॥
ত্রিভুবনের চিত্র আছে মউরে লিখন।
তার মধ্যে কালসর্প নাহি কি কারণ॥
কুমারী দেবতা দেখ্যা উপহাস কর।
খরতরী বিষহরী মনে নাহি ডর॥"

কাজলা বলেন, "মাতা, হও গো বিদায়।
লুকাইয়া কালসর্প লিখিব উহায়॥"
এত শুনি মনসা গেলেন নিজ রথে।
লুকাইয়া কালসর্প লিখিল তাহাতে॥
মনসাকুমারী গেল সিজুয়া-শিখর।
কাজলা মাল্যানী গেল যথা সদাগর॥
মউর আনিয়া দিল সাধু সন্নিধান।
নানা ধনে সাধু তারে করিলা সম্মান॥

## কুটুম্বাগমন

পূর্বে কুটুম্ব সভ পাইয়াছে বার্তন।
সাধুর ভবনে সভে করিল গমন॥
বর্ধমান উজানী সমাজ সপ্তগ্রাম।
যতেক বণিক আল্য কত লব নাম॥
ধনপতি আল্য লক্ষপতির জামাতা।
বহুত বণিক সঙ্গে বড়ই মহত্তা॥
বর্ধমান হৈতে আল্য ধুসদত্ত বাণ্যা।
সমাজ সমেত চলে নিমন্ত্রণ শুন্যা॥
রামরায় রামদত্ত হরি সাউ চলে।
সনাতন শ্রীহরি মুরারি কুতূহলে॥
জনার্দন জগন্নাথ জগদীশ আর।
কালিদাস শ্রীনিবাস ভগবান্ সার॥

CENTRAL LIBRARY



নীলাম্বর চলে লক্ষপতির তনয়।
যাদব মাধব চলে দ্রুত কথা কয়॥
গোপাল গোবিন্দ তারা চলে দুই ভাই।
অনন্ত অচ্যুত চলে নিমন্ত্রণ পাই॥
বংশীদত্ত শিবসেন শঙ্কর বণিক।
রামকুণ্ড হরিসেন আইল অধিক॥
শঙ্খদত্ত আল্য চাঁদ বাণ্যার শ্বশুর।
অনেক বণিক সঙ্গে দোলায় ঠাকুর॥
চৌদ্দশ বণিক চলে যাহার সহিত।
চম্পাই নগরে গিয়া হৈল উপনীত॥
বহুত বণিক আল্য চম্পাই নগর।
বর সাজে সাজে হেথা বর লখীন্দর॥
হরিদ্রা মাখিয়া হৈল কাঞ্চনের জ্যোতি।
পরিধান করিল পবিত্র পীত ধুতি॥
চাপিয়া পাটের দোলা লখীন্দর চলে।
চাঁদের প্রকাশ যেন গগনমণ্ডলে॥
জনক জননী বন্দে বর লখীন্দর।
যাইতে গোধিকা ডাকে মস্তক উপর॥
দৈবের কারণে তাহা কেহ নাহি শুনে।
সনকা দিলেক চুম্ব বরের বদনে॥
পশ্চাতে নিবসে কাল লখীন্দর চলে।
ক্ষেমানন্দ বলে, "আজি না জানি কি ফলে॥"

## বর-শোভাযাত্রা

চাঁদ সদাগর হরিষ অন্তর
চলে পুত্রে বিভা দিতে।
কুলে বিকাবিক্ অনেক বণিক
চলিল তাহার সাথে॥
মধুর মাদল বাজে খেমখোল
অনেক বাজনা সঙ্গে।
সব সমাবেশে পরম হরিষে
আপনা পাসরে রঙ্গে॥
দেশ-দেশান্তর নিছনী নগর
তাহে বৈসে সায় বাণ্যা।
বর লখীন্দর পরম সুন্দর
বেহুলা সুন্দরী কন্যা॥

CENTRAL LIBRARY



হৈল সন্ধ্যাবেলা ফেল্যা মারে ঢেলা
যত নগরিয়া ছেল্যা।
যত ছেল্যা মেলি রাখিল খাটলি
আঠার বেকতা বল্যা॥
কর পসারিয়া পথ আগুলিয়া
আঠার বেকতা পড়ে।
ব্যক্ত হনুমতি অখিলের পতি
রাম অযোধ্যার গড়ে॥
লক্ষ্মণের বেকতি বীর হনুমতি
শিবের বেকতা গরু।
কানায়ের বেকতি রস বৃন্দাবন
যিনি বাঞ্ছাকল্পতরু॥
নন্দী মহাকাল গুর্যা ক্ষেত্রপাল
বেকতা করিয়া গণি।
রাবণের বেকতি বীর কুম্ভকর্ণ
যারে ত্রিজগতে জানি॥
দিবসের বেকতা সূর্য দিবাকর
নিশির বেকতা শশী।
নারদের বেকতা ঢেঁকি পক্ষিরাজ
যাহে চাপে মহাঋষি॥
স্বর্গের বেকতি ইন্দ্র সুরপতি
গোলোকের বেকতি গৌরী।
অনন্ত রসাতলে বেকতা পাতালে
তিনি সর্বমায়া ধরি॥
বলির বেকতা অনন্ত বাসুকি
যার দশ শত ফণা।
গঙ্গা ভাগীরথী পরম বেকতি
যাহে তরে পাপী জনা॥
উত্তরের বেকতা গিরি হিমাচল
পূর্বের বেকতা ভানু।
পশ্চিম সঙ্গমে বৈদ্যনাথ নামে
তিনি ব্যক্ত কৈল তনু॥
আদি অন্ত জানি বেকতা বাখানি
ধর্মপদে যার মতি।
যমের বেকতা প্রবল মহিষ
তোমার সদনে কথি॥

CENTRAL LIBRARY



আইলা হরিণে চাপিয়া পবনে
যতেক বেকতা তিনি।
চাঁদ সদাগর হরিষ অন্তর
আঠার বেকতা শুনি॥
আঠার বেকতা শুনি সদাগর
বলে, "দিব গুয়া-পান।"
মনসা-চরণ করিয়া ভাবন
ক্ষেমানন্দ রস গান॥

## বেহুলার সজ্জা

যতেক বর্য্যাতিগণ হরিষ-অন্তর।
নিশিযোগে পাল্যা গিয়া নিছনীনগর॥
মধুর মাদল বাজে কড়া পড়া সানী।
কাঁসর সুন্দর বাজে হরি হরি ধ্বনি॥
দণ্ডিম মঙ্গরি বাজে রসাল মৃদঙ্গ।
ঝঞ্ঝরি ডিণ্ডিম বাজে পিনাক সুরঙ্গ॥
কন্যাতি বর্য্যাতি পথে হৈল হুড়াহুড়ি।
কন্দল করিয়া পথে নিভাল দেউটী॥
অমলা ফেলাইয়া দিল গুড় চাউলি।
জামাতা দেখিয়া সায় বাণ্যা উতরোলি॥
যতেক বণিকের নারী বয়সে কিশোরী।
দেখিয়া সন্তোষ বড় অমলাসুন্দরী॥

সুনীলা সুভদ্রা নীলা বাণের তনয়া।
চিত্রবতী কৌশল্যা আইল বিজয়া॥
রুক্মিণী রোহিণী রতি সতী সত্যভামা।
পার্বতী তুলসী নারী আর তিলোত্তমা॥
তারা হীরা আল্যা আর যশোদা যমুনা।
হীরা লীলা হরিপ্রিয়া সর্বাণী মদনা॥
আইল ইন্দ্রাণী নারী শচী রূপকলা।
প্রসন্নবদন সভে সোহাগ কমলা॥
দৈবকী দ্রৌপদী কুন্তী আইল রমণী।
সীতা গঙ্গা সুলোচনা ভরতজননী॥
যতেক রমণী সঙ্গে চপল গমন।
এক চক্ষে কোন জন দিয়েছে অঞ্জন॥

CENTRAL LIBRARY



অপর অঞ্জন দিয়ে ঘরা করি সাজে।
একপদে পাশুলি কেহ তাড় অর্ধভুজে॥
সুরতরঙ্গিণী কেহ নাহি দেই গলে।
এক কর্ণে কর্ণপূর বিপরীত দোলে॥
নগরে নাগরী যত আলা তরাতরি।
বেহুলার রূপ তারা সভে মিলি করি॥

হরিদ্রা বাটিয়া দিল বেহুলার গায়।
নারায়ণ তৈল দিল তাহার মাথায়॥
সোনার চিরুণী দিয়া আঁচড়িয়া কেশ।
বিবিধ বিধানে তারা সভে করে বেশ॥
কুন্তল বাঁধিল তার মুকুতার ডোরে।
নবীন জলদ যেন জিনি পয়োধরে॥
লক্ষ্মীরূপা বেহুলা লক্ষণ আছে ভাল।
পূর্ণিমার চন্দ্র জিনি মুখ কৈল আলো॥
নানা আভরণ পরে যেখানে যে সাজে।
রতন পাশুলি দিল চরণপঙ্কজে॥
শুভক্ষণ দুইজন গন্ধ অধিবাস।
ক্ষেমানন্দ বলে, "দেবি, রিপু কর নাশ॥"

## সম্প্রদান

বসিল পুরোহিত করিল সর্বনীত
যুগল মৃন্ময় ঘটে।
করিল আচমন স্বস্তিক বচন
সূর্য-সোম যোড়পুটে॥
পূজিয়ে গজানন অপর চারিজন
পূজিল অধিবাস কালে।
গৌরী পদ্মাবতী শচী মেধাগতী
পূজেন বড় কুতূহলে॥
বিজয়া জয়া পূজে সোনা দিয়া দ্বিজে
স্বাহা স্বধা শান্তিবতী।
ধৃতি বসু-আদি পূজেন যথাবিধি
মঙ্গল-অধিপতি॥

CENTRAL LIBRARY



পূজিয়ে মাতৃগণ বসুর পূজন
দিলেন বারা যথাবিধি।
নান্দীমুখ করি হরিষে অধিকারী
পাত্র ফেলাইয়া দিল দধি॥
বেহুলা লখীন্দরে সূত্র বান্ধে করে
সঘনে পড়ে জয়ধ্বনি।
বাজে পড়া দণ্ডি মঙ্গলিল হাণ্ডি
হরিষপূর্ণ সনাতনী॥
বেহুলা সুন্দরী মঙ্গলিল হাঁড়ি
লখাই ঢাকে সাত বার।
হইয়া হরষিত করিল গর্বনীত
তন্তু-সূত্র চারিদিকে তার॥
অমলা হরষিতে বরণ করিতে
লইয়া ঔষধের ডালা।
গন্ধ চন্দন অনেক আয়োজন
রমণী-বেষ্টিত গেলা॥
প্রথমে গিয়া তথা বরিতে জামাতা
নিছিয়া ফেলিল পান।
চরণে দধি ঢালি দিলেন অঞ্জলি
মাণিক-অঙ্গুরি দান॥
দেবীর হরিতাল সময় বেড়াজাল
কপালে পুরি তাহা দিল।
হাই হামলাতি কালিয়া বিছাতি
প্রদীপ আচ্ছাদন কৈল॥
বরের মালা আনি আপন গলে ধনী
দিলেন হরষিত হৈয়া।
লোচনে লোচনে হৈল দুইজনে
বর রহে স্বর্গ চায়া॥
অনেক ঔষধ করিয়া পরিচ্ছদ
বেহুলা দিল পতি-ভালে।
সুন্দর লখীন্দরে বরণ করি তারে
অমলা বেণ্যানী চলে॥

CENTRAL LIBRARY



ঘটক পুরোহিত করিল সর্বনীত
বিভার দণ্ড শুভক্ষণে ॥
হরিষ-অন্তরে বেহুলা-লখীন্দরে
ছামানি করে দুইজনে ॥
মনসা রথভরে সুন্দর লখীন্দরে
ফেলি মারে মোহবাণ।
মনসা-চরণ পরম কারণ
কেতকাদাসেতে গান ॥

## লখীন্দরের মোহ

কান্দেরে বরাতিগণ অঘোর ঝরে।
"লখীন্দর মৈল রে, কি লৈয়া যাব ঘরে ॥
লখীন্দরে মনসা মারিল মোহবাণ।
ছামানি করিয়ে হাতে হরিল গেয়ান ॥"
কন্যাতি বরাতি কান্দে হইয়া কাতর।
"কেন দেবী সনে বাদ কৈলে সদাগর ॥"
ধুলায় লোটায়্যা কান্দে কন্যাতি বরাতি।
"রক্ষ রক্ষ, ক্ষম দোষ, জনানি জগতি ॥"

বেহুলা মনসার দাসী কোন কর্ম কৈল।
লইয়া শতেক এয়ো জাত পাতাইল ॥
"সিংহাসনে বসিয়া কি কর, মহেশের ঝি।
পাখি কর্যা খৈ কলা দধি আন্যাছি ॥
নমো দেবি ভগবতি, হরের দুহিতা।
আপনি ব্রহ্মাণীরূপে ব্রহ্মার দুহিতা ॥
লক্ষ্মীরূপা হৈলে নারায়ণ-পরিতোষে।
সরস্বতী হৈয়া তার বস রাম পাশে ॥
শচীরূপা হৈয়া তুষ্ট কর সুরপতি।
শঙ্করের শিবা তুমি মদনের রতি ॥
অযোনি-সম্ভবা তুমি সাবিত্রীদায়িনী।
তোমার চরণ বিনে অন্য নাহি জানি ॥"

বেহুলার বিনয়ে দেবী হৈলা পরিতোষ।
সম্বরিলা মোহবাণ ক্ষমা কৈলা দোষ ॥

CENTRAL LIBRARY



পুনরপি উঠে বালা পাইয়া প্রাণদান।
দেখিয়া যে চাঁদ বাণ্যার উড়িল পরাণ॥

মনসার দাস-দাসী—বেহুলা-লখাই।
ক্ষীর ভোজন দোহে কৈল সেই ঠাঁই॥
তিলেক না থাকে সাধু মনসার ডরে।
পুত্রবধূ শোয়াইবে লোহার বাসরে॥
চাঁদ সদাগর বলে, "শুন, হে বেহাই।
আমারে বিদায় কর নিজ দেশে যাই॥"
সায় বাণ্যা বলে, "আজি করহ বিশ্রাম।
রজনী বঞ্চিয়া কালি যাও নিজধাম॥"
এতেক শুনিয়া তবে বলে অধিকারী।
"আমা সনে বাদ করে জয় বিষহরী॥
ছয় পুত্র মৈল মোর মনসার হটে।
পরিণামে নাহি জানি আর কিবা ঘটে॥
অবিরত মনে করি মনসার ডর।
সাতালি পর্বতে কৈলু লোহার বাসর॥
আজি লৈয়া শোয়াইব পুত্রবধূ তাতে।
আমারে বিদায় তুমি কর হরষিতে॥"

এতেক শুনিয়া তারে বলে সায় বাণ্যা।
"তোমার পুত্রেরে আমি দান কৈলু কন্যা॥
তুমি বিসম্বাদ কর মনসার সনে।
এইখানি ভাবি আমি ভীত হৈলাম মনে॥"
চাঁদ বাণ্যা বলে, "তোমার তারে নাহি ভয়।
আমারে বিদায় কর তবে ভাল হয়॥"
কোলাকোলি আলিঙ্গন বেহাই বেহাই।
চাপিল পাটের দোলা বেহুলা-লখাই॥

বেহুলা লাগিয়ে কান্দে অমলা বেণ্যানী।
"ছ ভায়ের কোলে তুমি দুলাল বহিনী॥
নিকটে তোমার তরে না মিলিল বর।
কেমনে পাঠাব ঝিয়ে দেশ-দেশান্তর॥"
সঙ্গের খেলুয়া সভ বেড়িছে কান্দিয়া।
"কোথাকারে যাহ আমা সভারে এড়িয়া॥
কোন্ দেশে যাও গো, আসিবে কতদিনে।
কেমনে রহিব মোরা তোমার বিহনে॥"

CENTRAL LIBRARY



বেহুলা নাচনী প্রবোধিয়া সভাকারে।
শুভক্ষণে যায় রামা দোলার উপরে॥
বরকন্যা যাইতে বাজে ব্যাল্লিশ বাজনা।
দেখিতে ধাইল যত নগরের অঙ্গনা॥

পুত্রবধূ লৈয়া সাধু নিজ দেশে যায়।
হংসরথে বিষহরী দেখিবারে পায়॥
মনসার ভয় সাধু মনে মনে গণি।
ইথে দুঃখ দেয় পাছে চেঙ্গমুড়ি কানী॥
মুখেতে কৌতুক সাধু হৃদয়েতে দুঃখ।
"প্রভাতে উঠিয়া কালি কুড়াব যৌতুক॥"

## লোহার বাসরে

পুত্রবধূ সদাগর না লইল ঘরে।
সেইরূপে শোয়াইল লোহার বাসরে॥
বেহুলা লখাই শুইল সুবর্ণের খাটে।
দেবীর মায়ার হেতু বিপরীত ঘটে॥
উজ্জ্বল প্রদীপ জ্বলে জাগে ধন্বন্তরি।
কঙ্ক কুরল শিখী নেউল প্রহরী॥
সাতালি পর্বতে লোহার বাসরঘরে।
তাহাতে খেলায় পাশা কন্যা আর বরে॥
রজতের চাঁদ হস্তী পুরটের পাশা।
লখাই ফেলিল দান দশ দশ ভাষা॥
বেহুলা দেবীর দাসী দুই চারি ডাকে।
লখাই হারিব দান পড়ে এই পাকে॥
পাঁচরি চৌপঞ্চ ঘন ডাকিলেক বালা।
নাহি পড়ে ভাল দান পুরুষের খেলা॥
বিন্ধ বিন্ধ ডাকিলেন বামখ্য বামখ্য।
জিনিল সকল চাল সুন্দরী সুরঙ্গ॥
নিদ্রার আলস্য হৈল দুইজনে শুতি।
মনে মনে জানিলেন জননী জগতী॥
করেন বিশেষ যুক্তি নেতসখী সনে।
"সাধহ আপন কাজ"—ক্ষেমানন্দ ভণে॥

CENTRAL LIBRARY



## সর্পাঘাত

দেবী বিষ-বিনোদিনী ডাকিলা যতেক ফণী
খাইতে সুন্দর লখীন্দর।
বাসুকি আদেশে চলে যত ফণী রসাতলে
উপনীত দেবীর গোচর॥
মনসা ডাকিল শুনি আইল যতেক ফণী
পরম হরিষে পুণ্ডরীক।
পঞ্চমুখ একস্কন্ধ দেখিয়া লাগায় ধন্ধ
ঘোর দন্ত বয়ান অধিক॥
হিঙ্গুল বরণ অঙ্গ চলে সর্প মহীজঙ্গ
মহাকাল রিপুর সমান।
চলিতে পাতাল ফণী কুল কুল শব্দ শুনি
যোগে যোগী হারাইল ধ্যান॥
চলে সর্প অচিরাত ফণিগণ লৈয়া সাথ
ফটিকলোচন তালজঙ্গ।
পূর্ব-আরাধন ফলে কেতকাদাসেতে বলে
দেখিয়া দেবীর হৈল রঙ্গ॥

ত্রিভুবনে আছিল দেবীর যত ফণী।
ডাকিল সভার তরে বিষ-বিনোদিনী॥
মনসা বলেন, "শুন, বড় বড় সাপ।
কোন্ জনে ঘুচাইবে মোর মনস্তাপ॥
সাতালি পর্বতে লোহার বাসরঘর।
তাহে শুয়্যা নিদ্রা যায় বেহুলা লখীন্দর॥
বিষম লোহার ঘর লোহার কপাট।
দুরন্ত প্রহরী জাগে যাইতে নাহি বাট॥
লখীন্দরে খাইতে পারিবে যেই জনে।
সে জন উঠাহ পান মোর বিদামানে॥"

সরোবর সম যার প্রসারিত শুণ্ড।
বাসরে যাইতে তারা হেঁট করে মুণ্ড॥
গিয়রচাঁদা ছাতারিয়া নাগ চমকসা।
বাসরে যাইতে তারা না করে ভরসা॥
হেনকালে উঠি বলে সর্প বঙ্করাজ।
"আমারে আরতি দেহ সিদ্ধ করি কাজ॥"

CENTRAL LIBRARY



পুষ্পপান দিয়া দেবী পাঠাইল তারে।
বঙ্করাজ ফণী গেল প্রথম প্রহরে॥
কপাটের আড়ে থাকি উঁকি দিয়া চায়।
বেহুলার নিদ্রা নাহি দেবীর কৃপায়॥
কপাটের আড়ে দেখে ভীষণ ভুজঙ্গ।
চমকি বেহুলা উঠে নিদ্রা হৈল ভঙ্গ॥
ব্যথিত করিল তারে মধুর বচনে।
কাঞ্চনের বাটি দিল কাঁচা দুগ্ধ সনে॥
বেহুলা বলেন, "খুড়া, কোথা আছ তুমি।
তোমা সভা না দেখিয়া নিত্য কান্দি আমি॥
অবিরত মনে কত গণিব হুতাশ।
আমার কঠিন বাপ না করে তল্লাস॥
মনে কিছু না করিহ সেই অভিমান।
কাঞ্চন বাটিতে কর কাঁচা দুগ্ধ পান॥"
এতেক শুনিয়া সাপ বড় লজ্জা পায়্যা।
কাঁচা দুগ্ধ পান করে হেঁটমুণ্ড হয়্যা॥
বেহুলা না করে ভয় মনসার দাসী।
সর্পের গলায় দিল সুবর্ণ-সাঁড়াশি॥
"ক্ষীর অমৃত খাও, বলি যে তোমারে।
সুখে শুয়্যা নিদ্রা যাও হড়পীভিতরে।"

বঙ্করাজ বন্দী হৈল বিষম বন্ধনে।
দেবী বলে, "কেন না আইল এতক্ষণে॥
বুদ্ধি বল নেত গো, উপায় বল মোরে।
বেহুলা নাচনী বুঝি নাগ বন্দী করে॥"
দুই প্রহর রাত্রি যখন গগন-মণ্ডলে।
কালদন্ত ফণী পাঠাইল হেনকালে॥
কপাটের আড়ে থাকি উঁকি দিয়া চায়।
বেহুলার নিদ্রা নাহি দেবীর কৃপায়॥
কপাটের আড়ে দেখি ভীষণ ভুজঙ্গ।
চমকি বেহুলা জাগে নিদ্রা হৈয়া ভঙ্গ॥
ব্যথিত করিল তারে মধুর বচনে।
কাঞ্চনের বাটি দিল কাঁচা দুগ্ধ সনে॥
বেহুলা বলেন, "জ্যেঠা, কোথা থাক তুমি।
তোমা সভা না দেখিয়া নিত্য কান্দি আমি॥

CENTRAL LIBRARY



অবিরত মনে কত গণিব হুতাশ।
আমার কঠিন বাপ না করে তল্লাস॥
মনে কিছু না করিহ সেই অভিমান।
কাঞ্চন বাটিতে কর কাঁচা দুগ্ধ পান॥"
এতেক শুনিয়া সর্প বড় লজ্জা পায়্যা।
কাঁচা দুগ্ধ পান করে হেঁটমুণ্ড হয়্যা॥
বেহুলা না করে ভয় মনসার দাসী।
সর্পের গলায় দিল স্বর্ণ-সাঁড়াশি॥
"ক্ষীর অমৃত খাও, বলি যে তোমারে।
সুখে শুয়্যা নিদ্রা যাও হড়পীভিতরে॥"

দুই নাগ বন্দী হৈল দুই পর রাতি।
উদয়কাল নাগ যে পাঠাইল জগতী॥
বিষন লোহার ঘরে গেল উদয়কাল।
ভুজঙ্গ দেখিয়া রামা পাতে মায়াজাল॥
কপাটের আড়ে থাক্যা উঁকি দিয়া চায়।
বেহুলার নিদ্রা নাহি দেবীর মায়ায়॥
বাখিত করিল তারে মধুর বচনে।
কাঞ্চনের বাটি দিল কাঁচা দুগ্ধ সনে॥
বেহুলা বলেন, "কেটা, দাদা আইলে গো।
এতদিনে জানিলাম বাপের আছে পো॥
রাত্রি-দিন কান্দি আমি না দেখি সোদর।
অভাগিনী বন্দী হৈনু লোহার বাসর॥
মনে না করিহ কিছু সেই অভিমান।
কাঞ্চন বাটিতে কর কাঁচা দুগ্ধ পান॥"
এতেক শুনিয়া সর্প বড় লজ্জা পায়্যা।
কাঁচা দুগ্ধ পান করে হেঁটমুণ্ড হয়্যা॥
বেহুলা কেবলমাত্র মনসার দাসী।
সর্পের গলায় দিল স্বর্ণ-সাঁড়াশি॥
"ক্ষীর অমৃত খাও, বলি যে তোমারে।
সুখে শুয়্যা নিদ্রা যাও হড়পীভিতরে॥"
ক্ষেমানন্দ বলে, "এত মনসার মায়া।
করগো, করুণাময়ি, নায়কেরে দয়া॥"

তিন নাগ বন্দী হৈল রাত্রি তিন পর।
হেনকালে জাগিল বল্লভ লখীন্দর॥

CENTRAL LIBRARY



বেহুলা বলেন, "প্রভু, না জানি কি ঘটে।
ভাগ্যে প্রাণ বাঁচে আজি মনসার হটে॥
হের দেখ তিন সর্প উঠেছে পর্বতে।
বাসরে আসিয়াছিল তোমারে খাইতে॥
সাপিনী দেখিয়া মোর নিদ্রা হৈল ভঙ্গ।
সুবর্ণ-সাঁড়াশি দিয়া বান্ধিল ভুজঙ্গ॥"
এতেক শুনিলা যদি বেহুলার ঠাঁই।
ক্ষুধায় আকুল হৈল দুর্লভ লখাই॥

লখীন্দর বলে, "প্রিয়ে, শুন মোর বাণী।
ক্ষুধায় বিকল মোর লাগে ভোক্‌ছানি॥
তৃষ্ণায় শুকায় প্রাণ মুখে উঠে ধূলা।
কেমনে বাঁচয়ে প্রাণ শুনলো, বেহুলা॥
রাত্রির ভিতর যদি করাহ ভোজন।
তবে সে রহিব, প্রিয়ে, আমার জীবন॥
না জানি কি হয় মোর দৈবের ঘটন।
প্রাণ কেমন করে মোর করাহ ভোজন॥"
বেহুলা কান্দিয়ে বলে, "শুন, প্রাণনাথ।
লোহার বাসরে বন্দী কোথা পাব ভাত॥
কপালে লিখন আছে সেই বোল সাঁচা।
মনসার পাদপদ্ম কেবল ভরসা॥"
মঙ্গল্যা তণ্ডুল ছিল মঙ্গল্যা হাঁড়ি।
তিন নারিকেল দিয়া সাজাইল তিয়ড়ি॥
নারিকেলজল দিয়া লইল ভাতানি।
বাসরে রন্ধন করে বেহুলা নাচনী॥
নেতের আঁচল চিরি জ্বালিল আগুন।
তথায় দেবীর কোপ বাড়িল দ্বিগুণ॥

"তিন সর্প পাঠাইল কেহ না আইল।
ঘুচিল আমার বাদ রাত্রি পোহাইল॥
বুদ্ধি বল, নেত গো, উপায় বল মোরে।
লখীন্দর খাইতে আর পাঠাইব কারে॥"
শেষভাগ রাত্রে বলে ভুজঙ্গ-জননী।
"লখীন্দরে খাইতে চল এ কালনাগিনী॥
বিষম লোহার ঘরে লোহার কপাট।
প্রহরী দুরন্ত জাগে যাইতে নাহি বাট॥

উপদেশ বলি, কালি, শুন সাবধানে।
সুতার সঞ্চার আছে তাহার ঈশানে॥
বিশ্বকর্মা তাহাতে মারিল অস্ত্রাঘাতে।
যদি তুমি প্রবেশিতে পার সেই পথে॥
তবে সে কালিনী তুমি রাখ মোর বাদ।
ভাণ্ডারের যত ধন করিব প্রসাদ॥"

দেবীর আদেশে কালী শেষভাগ রাতি।
সাতালি পর্বতে গিয়া উঠে শীঘ্রগতি॥
বিধির কৌতুক-কথা জানে কোন জন।
মরা জীয়ে যদি থাকে কপালে লিখন॥
বেহুলা রন্ধন করি ওলাইল ভাত।
"উঠিয়া ভোজন কর, শুন প্রাণনাথ॥"
কালনিদ্রা পায় তারে দেবীর কৃপায়।
ঢুলিতে ঢুলিতে রামা প্রভুরে জাগায়॥
বনুস্তরি বেজী শিখী কঙ্ক কুরল।
দেবীর কৃপায় হৈল নিদ্রায় বিহ্বল॥
খসিল অঙ্গার-গুঁড়ি কালিনী-নিঃশ্বাসে।
সুতার সঞ্চারে কালী বাসরে প্রবেশে॥

বাসরে প্রবেশ করে এ কালনাগিনী।
"বেহুলা লখাইরূপ দেখিল আপনি॥
বেহুলা লখাই কোলে রূপে কলানিধি।
যেন বর তেন কন্যা মিলাইল বিধি॥
এ হেন সুন্দর গায় কোনখানে খাব।
দেবী জিজ্ঞাসিলে তারে কি বোল বলিব॥
বিষম আরতি দেবী দিলা মোর তরে।
লখীন্দরে খাইতে মোর গর্ত নাহি পূরে॥
ছ কুড়ি নাগের মাতা এ কালনাগিনী।
তে কারণে সুখদুঃখ হৃদয়েতে জানি॥"
আপনি তিতিল কালী লোচনের জলে।
হেরিলে বিদরে প্রাণ গেল পদতলে॥
হেনকালে পাশ মোড়া দিতে লখীন্দর।
পদাঘাত বাজে তার দন্তের উপর॥
তখন উঠিয়া কালী কহে সত্য কথা।
"চন্দ্র সূর্য সাক্ষী হৈও যতেক দেবতা॥

CENTRAL LIBRARY



মোর দোষ নাহি দেবী দিলেন আরতি।
বিনি অপরাধে মোর দন্তে মারে লাথি॥"
বিষদন্ত দিয়া কালী দংশে তার পায়।
দুর্লভ লখাই জাগে বিষের জ্বালায়॥

"জাগ জাগ, বেহুলা, সায় বাণ্যার ঝি।
তোরে পাইল কালনিদ্রা মোরে খাইল কি॥"
বেহুলা নাচনী জাগে শেষভাগ রাতি।
সাপিনীরে ফেলা মারে সুবর্ণের জাঁতি॥
পুচ্ছ কাটা গেল তার আড়াই আঙ্গুল।
সাপিনী পলাইয়া যায় ব্যথায় আকুল॥
বাঁধিয়া কালীর পুচ্ছ নেতের আঁচলে।
ব্যগ্র হৈয়া বেহুলা প্রভুরে করে কোলে॥
"শ্বশুর করিল বাদ তোমার লাগিয়া।
অভাগিনী কি করিব রজনী জাগিয়া॥"
প্রভু কোলে করি কান্দে লোহার বাসরে।
রচিল কেতকাদাস মনসার বরে॥

## বিলাপ

"কালিনী খাইল পতি। প্রাণনাথ কোলে সতী॥
কি হৈল কি হৈল মোরে। কান্ত কেন হেন করে॥
বদন চাঁদের দ্যুতি। কালিমা হৈল তথি॥
বদনে নাহিক বাণী। অভাগিনী কিবা জানি॥
প্রভুর বদন চাইয়া। দগধে আমার হিয়া॥
কপালে কি মোর ছিল। বিভারাত্রে পতি মৈল॥
নরলোকে কবে কি। বেহুলা বাণ্যার ঝি॥
মঙ্গল বিভার নিশি। মুখ জিনি পূর্ণশশী॥
খাইলু আপন পতি। কে মোরে বলিবে সতী॥"
বদনে বদন থুইয়া। নয়ানে নয়ান দিয়া॥
চরণ যুগল ধরি। ক্ষণে ক্ষণে কান্দে নারী॥
কখন শ্রবণমূলে— "মোরে সাথে লহ" বলে॥
"তোমা বিনে জীব আমি। কলঙ্কে পূরিবে ভূমি॥
পতিহীন যেই জীয়ে। করে করি বিষ পিয়ে॥
ধরণ না যায়ে ছাতি। উঠ উঠ, প্রাণপতি॥
তোমা বিনে নাহি গতি। এই কাল পরকাল পতি॥"

CENTRAL LIBRARY



কুবেশ-আকার রামা। মনে নাহি দেয় ক্ষমা।
ক্ষেমানন্দে কহে কবি। "রাজীবে রাখিবে দেবী॥"

প্রাণনাথ ক্রোড়ে লোহার বাসরে
বেহুলা সুন্দরী কান্দে।
সুবেশ ছারখার আলাইল কেশভার
শোকে বুক নাহি বান্ধে॥
"কঙ্ক কুরল নেউল অনুবল
কোথা গেল ধন্বন্তরি।
কালনিদ্রা দিয়া কালিনী আসিয়া
মোর প্রভু কৈল চুরি॥
হেম জিনি অঙ্গ সহজে সুরঙ্গ
বিষেতে হইল কালি।
খণ্ডকপালিনী মুই অভাগিনী
কেবা দিল শাপ গালি॥"
কালিনীর বিষজ্বাল মুখেতে পড়ে লাল
চক্ষে কিছু নাহি দেখে।
"লোহার বাসরঘর মরিল প্রভু মোর"
বেহুলা শ্রুতিমূলে ডাকে॥
"তোমার লাগিয়া রজনী জাগিয়া
কালনিদ্রা পাইল শেষে।
মোর প্রাণধন লৈল কোন্ জন
না জানি পাব কোন দেশে॥"
বেহুলা কান্দে প্রভুর শোকে।
"বিভার মঙ্গল রাতি খাইল প্রাণের পতি
কলঙ্ক ঘোষিব লোকে॥"
কান্দে প্রভুর মুখে মুখ দিয়া।
ললাটে হানে ঘাত "উঠ উঠ, প্রাণনাথ,
ধরণে না যায় হিয়া॥"
মনসার পদতলে কেতকাদাসেতে বলে,
"সকলি তোমার মায়া।
ভক্তজনে মাতা হবে বরদাতা
আমারে করিবে দয়া॥"

CENTRAL LIBRARY



প্রাণনাথকোলে কান্দে বেহুলা নাচনী।
ঘর হৈতে শুনে তাহা সনকা বেণ্যানী॥
ক্রন্দন শুনিয়া তার শুকাইল হিয়া।
পুত্রবধূ দেখিবারে চলিল ধাইয়া॥
বেহুলা নাচনী কান্দে বড় উচ্চৈঃস্বরে।
"দুর্লভ লখাই মৈল লোহার বাসরে॥"
দেখিয়া বিদরে প্রাণ চক্ষে পড়ে পানী।
মরা পুত্র কোলে লৈয়া কান্দেন বেণ্যানী॥
"পুত্রশোক দিতে বেহুলা এতদিন ছিল।
দুর্লভ লখাই মোর না জানি কি কৈল॥
হাপুতের পুত মোর বাছা লখীন্দর।
তোমা লাগি গড়াইল লোহার বাসর॥
কার শাপ হৈল মোরে কেবা দিল গালি।
বংশে কেহ না রহিল দিতে তিলাঞ্জলি॥"

সনকা কান্দিয়া দেয় বেহুলায় গালি।
"সিঁথার সিন্দূরে তোর না পড়িল কালি॥
পরিধানবস্ত্রে তোর না পড়িল মলি।
পায়ের আলতায় তোর না পড়িল ধূলি॥
খণ্ডকপালিনী বেহুলা চিরলদাঁতি।
বিভা দিনে পতি মৈল না পোহাল রাতি॥"

নাড়া গিয়া ধাইয়া কয়, "শুন, সদাগর।
লোহার বাসরে মৈল বালা লখীন্দর॥"
শুনিয়া যে চাঁদ বাণ্যা হরষিত হৈল।
কান্ধে হেঁতালের বাড়ি নাচিতে লাগিল॥
"ভাল হৈল পুত্র মৈল, কি আর বিষাদ।
কানী চেঙ্গমুড়ি সনে ঘুচিল বিবাদ॥"
ক্রোধ হৈয়া নাড়ারে বলিছে চাঁদ বাণ্যা।
"কানীর উচ্ছিষ্ট নড়া ফেল নিয়া টান্যা॥
ঝাট কর্যা কাট, নাড়া, রামকলার পাত।
মৎস্যপোড়া দিয়ে আজি খাব পান্তাভাত॥"
মনসার হটে তার নরে গাত পো।
নিষ্ঠুর শরীর তার নাহি মায়া মো॥
ক্ষেমানন্দ বলে, "এত মনসার মায়া।
করগো, করুণাময়ি, নায়কেরে দয়া॥"

CENTRAL LIBRARY



লখাই বাসরে মৈল চাঁদ বাণ্যা বাতা পাল্যা
পুত্রশোকে শুকাইল হিয়া।
বিভাদিনে চাঁদ বাণ্যা পুত্রের মরণ শুন্যা
নাচে হেঁতালের বাড়ি লৈয়া॥
"লখাই মৈল, ভাল হৈল।
নির্ভয় হৈনু মনে চেঙ্গমুড়ি কানী সনে
এতদিনে বিবাদ ঘুচিল॥"

সনকা কান্দেন উভরায়।
পুত্র সম নাহি প্রিয় প্রবোধিতে নারে কেহ
তার হিয়া কি দিলে জুড়ায়॥
"মনসা হইল বাম সুন্দর লখাই নাম
পুত্র মৈল লোহার বাসরে।
যত কিছু মনে ছিল বিধি তাহে বিড়ম্বিল
পাপমুখ দেখাইব কারে॥
তোমার বিষম হট ভাঙ্গিলে দেবীর ঘট
অবিরত তারে দেহ গালি।
আগে ছয় পুত্র মৈল তবে সে লখাই হৈল
সেই পুত্র কারে দিনু ডালি॥
দেবমন্যু-মনস্তাপে সাত পুত্র খাইল সাপে
আমি বড় তাপের তাপিনী।
দেবতা সহিত বাদ কত কৈনু অপরাধ
পাপাক্ষে তারে নাহি চিনি॥
পরম দারুণ শোকে মুখ দেখাইতে লোকে
বড় লজ্জা হইল আমার।
দেখিয়া তোমার মুখ বিদরিয়া যায় বুক
অবনী হৈল অন্ধকার॥"

নগরের যত লোক "হায়, হায়" করে শোক
শুনিয়া লাগিল চমৎকার।
"বিষম সাধুর হটে আমা সভা কিবা ঘটে
ভালই চরিত্র নহে তার॥"

যত কুলকামিনী বেহুলার কথা শুনি
আপন শ্রবণে দেই হাত।
চিরল-চিরল-দাঁতি মঙ্গল বিভার রাতি
সাপেতে খাইল প্রাণনাথ॥

CENTRAL LIBRARY



প্রভু শোকে তনু দহে সর্বলোকে তারে কহে,
"তুমি বড় খণ্ডকপালিনী।
তোরে বিড়ম্বিল ধাতা বিপরীত কহ কথা
জলেতে ভাসিয়া যাবে কেনি॥"

বেহুলা কান্দিয়া বলে, "প্রাণনাথ লৈয়া কোলে
যাব আমি ছয় মাসের পথ।
পূর্ব-আরাধন-ফলে মনসার অনুবলে
জীয়াইব মোর প্রাণনাথ॥
সাধিব কুলের ধর্ম যত অভিলাষ কর্ম
ইথে কেহ না করিহ মানা।
নিবেদিব অবশেষে তবে সে আসিব দেশে
পূর্ণ হৈলে মনের কামনা॥
ঘটিল দেবীর দায় কি বিধি লিখিল তায়
আমার কপালে কদাচিত।
কলার মান্দাসখানি মোরে গড়া দেহ আনি
তবে সে আমার কর হিত॥"

নানা পরিবন্ধ করি বাঁশের গজাল মারি
সাজাইল কলার মান্দাস।
মান্দাস ভাসিল জলে মনসার পদতলে
বিরচিলা কেতকার দাস॥

---

CENTRAL LIBRARY

# ভাসান

## বেহুলার বিদায়

কলার মান্দাস ভাসে গাঙ্গুড়্যার জলে।
বেহুলা ভাসিয়া যায় প্রাণনাথ কোলে॥
সনকা কান্দিয়া বলে, "আলো, অভাগিনি।
এ তিন ভুবনে ইহা কোথাহ না শুনি॥
শিশু যুবা অবলা যাহার পতি মরে।
বিধবা হইয়া সে থাকে নিজ ঘরে॥
কিসের কারণে তুমি জলে ভাসি যাবে।
প্রত্যয় কাহার মনে কান্ত জীয়াইবে॥"

বেহুলা বিনয়ে বলে শাশুড়ীর তরে।
"মরা পুত্র জীয়ন্ত পাইবে তুমি ঘরে॥"
কড়ার তৈলেতে রামা প্রদীপ জ্বালিয়া।
শাশুড়ীরে তবে বলে বিনয় করিয়া॥
"কড়ার তৈলেতে দীপ ছয় মাস জ্বলিবে।
তবে সে জানিবে মোর লখীন্দর জীবে॥
সিজান ধান্যেতে যদি অঙ্কুর নিঃসরে।
মরা পুত্র জীয়ন্ত পাইবে তুমি ঘরে॥"
প্রভুর ব্যঞ্জন অন্ন পুরি হেমথালে।
পুতিয়া রাখিল নিয়া দাড়িম্বের তলে॥
অঙ্গারের ময়ূর রামা বাসরে লিখিয়া।
শাশুড়ীরে বলে রামা বিনয় করিয়া॥
"ছয় মাস বই যদি ময়ূরে পেখম ধরে।
তবে সে জানিবে প্রভু আসিবেন ঘরে॥"
বিনয়ে প্রণতি করি সর্বলোকের কাছে।
"আশীর্বাদ কর যেন কান্ত মোর বাঁচে॥"

শুনিয়া সকল লোক বিষাদিত মন।
চক্ষের জলেতে সভার তিতিল বসন॥

CENTRAL LIBRARY



মনকার পায় পড়ি করেন স্তবন।
"আর না কান্দিহ ঘরে করহ গমন॥"
বেহুলা ভাসিয়া যায় কলার মান্দাসে।
মনসা আইলা তথা শ্বেতকাক বেশে॥

## শ্বেতকাকের দৌত্য

শ্বেতকাক ঘন ডাকে বিপরীত বাণী।
তাহারে আরতি করে বেহুলা নাচনী॥
"বসিয়া চাঁপার ডালে, শুন, শ্বেতকাক।
লোহার বাসরে হৈল আমার বিপাক॥
মনসালহিত বাদ করে সদাগর।
কালসাপে খায় মোর কান্ত লখীন্দর॥
তখনি মরিল পতি কালিনীর বিষে।
জলেতে ভাসিয়া যাই জীয়াবার আশে॥
প্রাণনাথ কোলে লৈয়া জলে ভাস্যা যাই।
এক নিবেদন আমি কহি তব ঠাঁই॥
জলেতে ভাসিয়া যাই তাহে নাহি তাপ।
অতি দেশ-দেশান্তর আমার মা বাপ॥
এমন ব্যথিত এথা নাহিক আমার।
আমার বাপের বাড়ী কহে সমাচার॥"
শ্বেতকাক বলে, "আমি যাইতে পারিব।
সেখানে মনুষ্যভাষা কেমনে কহিব॥"
বেহুলা তাহারে বলে যোড় দুই পুটে।
"মাণিক-অঙ্গুরি, কাক, লৈয়া যাও ঠোঁটে॥
সুবর্ণে বান্ধাব ঠোঁট রূপা দিয়া পাখ।
আমার বাপের বাড়ী চল, শ্বেতকাক॥
প্রাণনাথ লৈয়া কোলে জলে ভাস্যা যাই।
কহিও মায়ের ঠাঁই আর দেখা নাই॥
বিভাদিনে পতি মৈল যত অকুশল।"
ক্ষেমানন্দ বিরচিল দেবীর মঙ্গল॥

"শুন শুন, শ্বেতকাক, আমার মিনতি রাখ।
তোমার চরণে পড়ি, যাহ মোর বাপবাড়ী।
লোহার বাসরঘরে, মোর কান্ত লখীন্দরে।
খায়্যা গেল কালসাপে, কহিও আমার বাপে।

CENTRAL LIBRARY



মাণিক-অঙ্গুরি লৈয়া নিছনীনগরে গিয়া
অমলা আমার মায়, অঙ্গুরি দিবে, হে তায়।
উড়িয়া বসিবে চালে, জ্ঞাত হব সেই কালে।
তথা মোর ছ'টি ভাই, কহিও তাদের ঠাঁই,—
'প্রাণনাথ লৈয়া কোলে, আমি ভাস্যা যাই জলে।
ভাই-বহিনে না হৈল দেখা, দেবীমাত্র মোর সখা।'
আনিহ তা সভাকারে, মেলানি মাগিব তারে।
মোরে বিড়ম্বিল ধাতা, মায়ে ঝিয়ে নৈল কথা।
বড় অভাগিনী আমি, কলঙ্কে পূরিল ভূমি।
মনেতে রহিল তাপ, সায় সদাগর বাপ।
তারে না দেখিব আর, হরি, হরি—কেবা কার।"

কাকেরে বিদায় দিয়া, প্রাণনাথ কোলে লৈয়া
বেহুলা ভাসিল জলে,— "হায়, হায়" লোকে বলে।
শ্বেতকাক গেল তথা, বেহুলার মাতা যথা।
নগর নিছনী গ্রাম, সায় সদাগর নাম।
প্রধান বণিক তায় ক্ষেমানন্দ রস গায়।

যথায় বেহুলার মাতা অমলাসুন্দরী।
তথা লৈয়া গেল কাক মাণিক-অঙ্গুরি॥
বাহিরে অঙ্গুরি দিয়া উড়্যা বসে চালে।
কপট প্রকারে ডাকে অন্ন খাবার ছলে॥
বেহুলারে পাঠাইয়া অমলা বেণ্যানী।
অবিশ্রান্ত বহে তার লোচনের পানী॥
"কোন্ দেশে গেল ঝি আসিব কতদিনে।
ঘরে প্রাণ স্থির নাহি বেহুলা বিহনে॥
বিভার মঙ্গলরাতি দিনু পাঠাইয়া।"
প্রভাতে অমলা কান্দে তারে না হেরিয়া॥
হেনকালে শ্বেতকাক বিপরীত ডাকে।
মাণিক-অঙ্গুরি দিল বেহুলার মাকে॥
মুখে মুখে ডাকে কাক বিপরীত বাণী।
অঙ্গুরি চিনিয়া কান্দে অমলা বেণ্যানী॥
"বরণে অঙ্গুরি দিল জামাতার হাতে।
সে অঙ্গুরি কেমনে আইল আচম্বিতে॥
কোথা হৈতে আল্যা, হে বাখিত শ্বেতকাক।
তুমি কিছু জানহ বেহুলার বিপাক॥

CENTRAL LIBRARY



## অমলার শোক

শ্বেতকাক বলে, "শুন, অমলা বেণ্যানী।
বেহুলার সমাচার আমি ভাল জানি॥
লোহার বাসরে তার হৈল দৈবাঘাত।
কালসর্পেতে খাইল তার প্রাণনাথ॥"

উপদেশ শ্বেতকাক বলে বাক্য ছলে।
"বেহুলা ভাসিয়া যায় প্রভু লৈয়া কোলে॥
বেহুলার পিতৃকুলে যদি কেহ থাকে।
বেহুলা ভাসিয়া যায় দেখ গিয়া তাকে॥"

এত শুনি অমলার শুখাইল হিয়া।
আপনার ছয় পুত্রে আনে ডাক দিয়া॥
"আকুল হৈয়াছে প্রাণ বেহুলা পাঠায়া।
লইয়া মেলানি ভার তারে আন গিয়া॥"

যে কিছু মেলানি ভার নানা উপহার।
ভারির কান্ধেতে দিয়া আগে পাছে ভার॥
চিপিট মুড়কি তাহে মোলাম সন্দেশ।
রসাল পানের বিড়া ভোগাদি বিশেষ॥
ডাগর ঝালের লাড়ু চিনি-চাঁপা কলা।
তিন ভাই চলে তারা আনিতে বেহুলা॥
অর্ধপথ হৈতে তারা শুনে বিপরীত।
'তোর ভগ্নী ভাসি যায় মড়ার সহিত॥"

শুনিয়া শুখায় হিয়া ভাই তিনজনে।
কতক্ষণে দেখা হবে বেহুলার সনে॥
সুবল, সুন্দর, হরি গেল ধায়্যাধাই।
যে ঘাটে বেহুলা ভাসে কোলেতে লখাই॥
সোদর দেখিয়া কান্দে বেহুলা নাচনী।
রচিল কেতকাদাস সেবিয়া ব্রহ্মাণী॥

## বেহুলার সঙ্কল্প

"ভাইরে, দাদা, কি আর কি।
মৃত পতি লৈয়া আমি জলে ভাসাছি॥"

CENTRAL LIBRARY



সোদর দেখিয়া কান্দে বেহুলা সুন্দরী।
"সুবল-সুন্দর ভাই, শুন, প্রাণের হরি॥
লোহার বাসর ঘরে হৈল বিপরীত।
কালসাপে মোর পতি খাল্যা আচম্বিত॥
প্রাণনাথ লৈয়া কোলে জলে ভাস্যা যাই।
কহিও আমার মায়ে আর দেখা নাই॥
বিভারাত্রে মৈল পতি যত অকুশল।
মনেতে মনসা মাত্র ভরসা কেবল॥
সায় সদাগর পিতা কহিও তাহারে।
বেহুলার পতি মৈল লোহার বাসরে॥
জলে ভাস্যা যাই আমি জীয়াবার আশে।"
ব্যথিজন শুনি কান্দে রিপুগণ হাসে॥

সুবল-সুন্দর বলে, "শুন গো বহিনী।
মড়াটা লইয়া কোলে জলে ভাস কেনি॥
বাছড়িয়া আস্য ঘরে ফিরাহ মান্দাস।
মাতাপিতা নাহি জীব গণিয়া হুতাশ॥
ঘরের প্রধান তুমি সভাকার ভাল।
কুলে বিকাধিক দেখ্যা তোমা বিভা দিল॥
বিভারাত্রে পতি মৈল তোমার কপাল।
স্বামীর সৌভাগ্য নাহি ভুঞ্জ চিরকাল॥
তিন ভাই কান্দি মোরা দাণ্ডাইয়া কূলে।
তুমি কেন জলে ভাস ঢেউয়ের হিল্লোলে॥
শুনিয়া অমলা মাতা মরিব এখনি।
ফির্যা আস্য ঘরে যাই, বেহুলা নাচনী॥"

বেহুলা বলেন, "আমি হৈলাম কড়্যা রাড়ী।
কত ফেলাইব ভাই নিরামিষ্য হাঁড়ী॥
মা-বাপের বাড়ীতে আমারে নাহি সাজে।
সকল ভাউজের সঙ্গে মোর দ্বন্দ্ব বাজে॥
সহিতে না পারি আমি দুরক্ষর বাণী।
কূলে দাণ্ডাইয়া ভাই, আর কান্দ কেনি॥"

তিন ভাই বলে, "ভগ্নী, তোর অল্প জ্ঞান।
সর্প ঘাতে মৈলে কেবা পায় প্রাণদান॥
শিশুমতি, ভগিনী গো, বুঝ বিপরীত।
তোর পতি প্রাণদান পায় কদাচিত॥"

CENTRAL LIBRARY



নগরের যত লোক অশেষ বুঝায়।
"মড়াটা লইয়া কোলে কোথা ভাস্যা যায়॥
তুমি শিশু, সীমন্তিনী, নবীন যৌবনী।
কেমতে যাইবে ভাস্যা, বেহুলা নাচনী॥
জলে জলজন্তু আছে হাঙ্গর কুম্ভীর।
দেখিয়া তোমার মন হইবে অস্থির॥
অরণ্য গহন বনে চরে সিংহ-বাঘ।
প্রবল মহিষ-গণ্ডার চরে লাখ লাখ॥
অবলা আকৃতি তুমি কুলের কামিনী।
দেখিয়া তোমার রূপ মোহে মহামুনি॥
যে জন ব্যথিত হয় প্রবোধিয়া কয়।
কেমতে ভাসিয়া যাবে মনে নাহি ভয়॥"

বেহুলার মন তাহে প্রবোধ না মানে।
নিমেখে মিলায় তার প্রভুর বদনে॥
চাঁদ বাণ্যা নাহি কান্দে পায়্যা পুত্রশোক।
লখাই লাগিয়া কান্দে নগরের লোক॥
কূলে দাণ্ডাইয়া কান্দে বেহুলার ভাই।
"বাহুড়, বাহুড়, দিদি, চল ঘরে যাই॥"

বেহুলা বলেন, "ভাই, না কান্দিহ আর।
চাঁপাতলা পুত্যা রাখ মেলানির ভার॥
প্রভু জীয়াইতে পারি তবে সে আসিব।
খাইয়া মেলানি তার মায়েরে দেখিব॥
অকারণে কান্দ, ভাই, দাণ্ডাইয়া কূলে।
পাইবে আমার দেখা প্রাণনাথ জীলে॥"

এত বলি বেহুলা জলে ভাস্যা যায়।
দুকূলের যত লোক অশেষ বুঝায়॥
বহিন নিতে আনাছিল নানা উপহার।
চাঁপাতলা পুত্যা রাখে মেলানির ভার॥
"হায়, হায়" করে যত নগরের লোক।
তিন ভাই ঘরে গেল পায়্যা বড় শোক॥
বেহুলা দেবীর দাসী জানে নানা সন্ধি।
তিন পরে তিন নাগ করাছিল বন্দী॥

CENTRAL LIBRARY



সাপের সাপুড়্যা হাতে সুবর্ণের মাঁতি।
বেহুলা ভাসিয়া যায় কোলে প্রাণপতি॥
বান্ধিয়া কালীর পুচ্ছ নেতের আঁচলে।
কলার মান্দাসে ভাসে ঢেউয়ের হিল্লোলে॥
দেবীর কৃপায় তার নাহি কোন সন্দে।
চাঁপাতলা এড়াইয়া গেল কোঙরবন্দে॥
ক্ষেমানন্দ বলে, "এ তো মনসার মায়া।
কর, গো করুণাময়ি, নায়কেরে দয়া॥

---

CENTRAL LIBRARY

# ষষ্ঠীবর

(খৃঃ ১৭শ শতাব্দী)

## নেতার ছলনা

ভাইরে বিদায় করি বিপুলা চলিল।
মনসা দেখিয়া তারে বড় চিন্তা পাইল॥
সত্য বুঝিতে দেবী চিত্তেতে ভাবিয়া।
বাঘরূপে নেতা দেবী দিলা পাঠাইয়া॥
দুই কান উবা করি মুখ ভয়ঙ্কর।
দুই চক্ষু মিব্ মিব্ অধিক উজ্জ্বল॥
বাঘরূপ হৈয়া কহে মনুষ্যের কথা।
"জিতা ছাড়ি মড়া খুঁজে—না দেখি সর্বথা॥
দেও আমি মড়া খাই পেটের ভুকে মরি।
মড়ুয়া খাইয়া মোর ক্ষুধা দূর করি॥
দিবায় দিবায় মড়া কত দূর যাইবে।
বলে ছলে খাইমু আমি, তুমি কি করিবে॥"

বাঘমূর্তি দেখিএ মনুষ্যের কথা কয়।
জিতা ছাড়ি মড়া খুঁজে এ বড় বিস্ময়॥
দেখিয়া বাঘের রূপ ডরায় সুন্দরী।
ভেরুয়া বাহির করে কূলে খিপা মারি॥
বিপুলায় বলে, "শুন, অনন্তের আই।
যেবা মোরে বল করে, হরের দোহাই॥"

"বাঘে প্রভুরে খাইতে চায় রে, ও দেব হরিহর!
বাঘে প্রভুরে খাইতে চায়।
কিরূপে সহিব দুঃখ অভাগিনীর গায় রে॥
বাঘে করে লেন্ডুড় বেকা বাঘের হাতে দেখি ঝুপা
অরণ্যের বাঘিনী যদি হইত।
তে কেনে মনুষ্যের কথা কইত॥

CENTRAL LIBRARY



বাঘ নহে বুঝি অনুমানে রে—
কিবা বাঘরূপ ধরি আসিয়াছে বিষহরী
তে বুঝি আমারে খাও তুমি রে।
এই দেহে প্রাণ থাকিতে প্রভুরে না দিমু খাইতে
প্রাণ থাকিতে না দিমু প্রভুরে রে॥
সুবর্ণের কাটারি দিয়া মাংস যে কাটিয়া
আমি দিমু তোমারে ভুঞ্জিতে।"

না খাইল বাঘে, আরে, চায় কেবল ফিরে ফিরে
ক্রোধ করি যায় তারে সত্বরে।
বিপুলায় বলে, "মাই, দেই পদ্মার দোহাই—"
শুনি বাঘ হৈল অন্তর।
কহে মন্ত্রিবর কবি, কণ্ঠে ভারতী দেবী—
"পদ্মাবতীর পদে মতি মোর॥"

## ধনপতির মোহ

ছাড়াইল বাঘের হাত সাহের কুমারী।
প্রভুরে লইয়া যায় মনে দুঃখ সারি॥
নিরন্তর নাকে পড়িতে আছে জল।
প্রভু কোলে করি কান্দে বদন কমল॥
"কুলবতী বধূ মুই জানে সর্বলোকে।
তে কারণে পুড়িমু প্রাণ নিজ পতিশোকে॥"

এ বলিয়া কান্দে কন্যা ভেরুয়ার উপরে।
দূরে থাকি ধনপতি দেখিল তাহারে॥
"ধর, ধর" করি যায় কুতূহল মনে।
ধনপতি সাধুরে ভেদিল ফুলবাণে॥
দেখিয়া বিপুলার রূপ ধনাই সত্বরে।
ত্বরিতে উঠিলা নায়ে ভেরুয়ার উপরে॥

"ভেরুয়া ভাঙ্গিয়া, কন্যা, কর খান্ খান্।
সুন্দরী ধরিয়া আন আমার বিদ্যমান॥'
বিপুলায় বলে, "সাধু, শোকে পুড়ুক তোরে।
তিন দিনের কাঁচা বাড়ী ধরি নিতে মোরে॥"

CENTRAL LIBRARY



বিপুলার নিবেদন কেও নাহি শুনে।
কাটারী মারিতে চায় আপনার বদনে॥
ভেরুয়াতে দেখে মড়া দ্বিতীয় মদন।
শরতের চন্দ্র যেন শোভয়ে বদন॥
ধনপতি সাধুরে ভেদিল ফুলশরে।
"মড়া ছাড়ি, সুন্দরি, আইস মোর ঘরে॥"

বলিতে লাগিলা তারে ধনপতি সদাগরে
কন্যা দেখি মজি গেল মতি।
"এড় মড়ুয়ার শোক জিতা লৈয়া কর ভোগ
নায়ে উঠ, পরম যুবতী॥
তুমি যাইবার ভাটা ভাগ ডাকাইতে পাইব লাগ
যৌবন কাড়িয়া নিব বলে।
সেঙ্গা করিয়া নিব মড়ুয়া ভাসাইয়া দিব
মড়ুয়া জীয়াইবে কোন ছলে॥
নায়ের উপরে মোর সোনারূপার আছে ঘর
নেতের বিছানে এড় গাও।
শুকাইলে মুখখানি কর্পূর তাম্বুল দিব আনি
আর দিমু চামরের বাও॥
কাহার ঝিয়ারী তুমি কাহার বৌয়ারী তুমি
সত্য কহ কাহার যে নারী।"
শুনিয়া সাধুর বাণী বলিলেক সুবদনী—
"পরিচয় দিমু অধিকারী॥
উজানী নগরে ঘর বাপ মোর মুক্তেশ্বর
মাও মোর কমলা নাগরী।
চম্পকনগরে রাজা মনসা না করে পূজা
শাশুড়ী মোর সুনুকা সুন্দরী॥
তাহার কনিষ্ঠ সুত রূপে গুণে অদ্ভুত
বিয়া কৈল মুই অভাগীরে।
লোহার বাসর ঘর নাগে খাইল প্রভু মোর
লইয়া যাই দেবতার পুরে॥"
শুনিয়া কন্যার কথা সাধুয়ে নোয়াইল মাথা
লাজে ধনাই না করিল রাও।
শ্রীষষ্ঠীবর কবি কণ্ঠে ভারতী দেবী,—
"ভাগিনা-বধ, তুমি মোর মাও।"

CENTRAL LIBRARY



এ বোল শুনিল যদি সুনুকার ভাই।
বড় লজ্জা পাইল সাধু মুখে রাও নাই॥
ধনপতি সাধু তবে পাইল মহাতাপ।
"কি ক্ষেণে পোষাইল নিশি হৈল মহাপাপ॥
অধর্মের চিহ্ন হৈল নরকে গমন।
ভাগিনা-বধূর মুই দেখিনু বদন॥"

বিপুলায় বলে, "বাপ, নাহি জান মর্ম।
অজ্ঞাতে দেখিলায় তুমি—তাতে কি অধর্ম॥
মোর বার্তা জানাইও বাপ-মায়ের ঠাঁই।
পুনি আসিবাম আমি জীয়াইয়া লখাই॥"

কূলে খিপা মারি কন্যা ভেরুয়া করে বার।
রাত্রিদিবা ভেদ নাই ভেরুয়ার মাঝার॥
"আর কত দুঃখ মোরে দেও, বিষহরি।
আর কতদিনে পাইমু ত্রিপুর্ণী নগরী॥
আর কতদিনে যাইমু দেবের নগর।
কতদিনে পাইমু আমি দুর্লভ লক্ষ্মীধর॥"

এও ঘাটি ছাড়ে কন্যা বিজয়া গমন।
ধনামনার বাঁকে কন্যা দিলা দরশন॥
ধনাই দানবে বলে, "মনাই নারে ভাই।
তোর ঘরে দুই স্ত্রী মোর ঘরে নাই॥
গায়ের অলঙ্কার বস্ত্র তুমি তারে নেও।
সুদা মনুষ্য গোটা মোকে তুমি দেও॥"
কহে মন্ত্রীবর কবি সরস পাঁচালী।
দুই ভাইর মধ্যেতে লাগিল চুলাচুলি॥

## বেহুলার মনসাব্রত

এই ঘাট ছাড়ে কন্যা সাহের নন্দিনী।
প্রভু কোলে করি কান্দে পরম দুঃখিনী॥
পরম দুঃখেতে যায় দুঃখ ভাবি মনে।
এবচছরার ঘাটেত মিলিলা কতক্ষণে॥

"কন্যা, কিসেরে ভাগিয়া যাও তুমি।
ধন-জন পরিবার স্বামী কর উদ্ধার
বর্ত কর মনসাপঞ্চমী॥"

CENTRAL LIBRARY



ভেরুয়া ভাসিয়া যায় ডালে থাকি কাকে চায়
"হেরে আইল, সাহের কুমারী।
এথা যদি নাহি যাও পরিণামে দুঃখ পাও
শুনি কি বলিবা বিষহরী॥"
কাকের বচন শুনি বিপুলা চলিলা পুনি
ভেরুয়া লাগাইয়া দিলা তড়ে।
নেতের আঞ্চল দিয়া ভেরুয়া বান্ধিল নিয়া
বর্তশালা ঘরে কন্যা চলে॥
বর্তীগণের স্থানে কহে কন্যা শুভক্ষণে
"তোমরাতে মাগিএ আদেশ।
স্বামী হারিলু মোর বাক্যসিদ্ধি হউক তোর
আজ্ঞা কর হউক উপদেশ॥"
বিপুলা কয় পুনঃ পুনঃ তারা হৈল সকরুণ
সঙ্গে বর্ত করিলা বিশেষে।
শ্রীমন্তিবর কবি কণ্ঠে ভারতী দেবী
মনসার দাসের অনুদাসে॥

## ঘাটওয়ালের বাঁকে

বর্ত করিয়া কন্যা সাহের কুমারী।
লড় দিয়া ভেরুয়াতে উঠিলা সুন্দরী॥
ত্বরিত গমনে যায় কুতূহল মনে।
ঘাটওয়ালের বাঁকেতে মিলিল ততক্ষণে॥
ঘাটওয়াল দেখে ভেরুয়া অপূর্ব সাজন।
কন্যা স্থানে জিজ্ঞাসিল করিয়া যতন॥—

"কোথা হনে আসিয়াছ কোথায় গমন।
অলঙ্ঘ্য সাগরে ভাসি যাও কি কারণ॥
দেবতার ঘাট এই শুন মন করি।
দেবতার আজ্ঞা বিনা ছাড়িতে না পারি॥"
ঘাটওয়ালের বাক্যে ত্রাস পাইলা কামিনী।
কান্দিয়া কান্দিয়া কহে সাহের নন্দিনী॥

"বাণিয়া কুলের অভাগিনী, ঘাটওয়ালে শুন বাণী,
প্রভুর সঙ্গেতে যাইমু আমি।
চম্পকের রাজা চন্দ্রধর তান তনয় লক্ষ্মীধর
বিয়া রাত্রি খাইল নাগিনী॥

CENTRAL LIBRARY



চলি যাই দেবপুরী জীয়াই দিতা বিষহরী
প্রভু জীইব মোর পুণ্যফলে।
সাহস করিয়া অতি জীয়াইনু নিজ পতি
দেবপুরে যাইমু সত্বরে॥
বাপ মোর মুক্তেশ্বর শ্বশুর চান্দ সদাগর
মাও মোর কমলা সুন্দরী।
সুনুকা শাশুড়ী মোর প্রভু মোর লক্ষ্মীধর
মোর নাম বিপুলা অভাগী॥"
ঘাটওয়ালে হাসে মনে চন্দ্রমুখীর বচনে
বুঝি লখাই জীব অনুমানে।
কহে মঞ্জিবর কবি কণ্ঠে ভারতী দেবী
জয় দেবী মনসার চরণে॥

## গোদার দণ্ড

এও ঘাটি ছাড়াইল বিজয়া গমন।
গোদার বাঁকেতে গিয়া দিল দরশন॥
উজান বাঁকে থাকিয়া গোদায় বরি বায়।
ভাটি বাঁকে দিয়া রে সুন্দরী ভাসি যায়॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া গোদায় মনে কৈল সার।
সুন্দরী ধরিতে গোদায় মেলিল গাঁতার॥
ভক্ত জনেরে মাও হইও সানন্দিত।
যেই তোমারে পূজে পূরাইও বাঞ্ছিত॥

গোদা ঝম্প দিল জলে আপনার বুদ্ধিবলে
পাছে দোষ না দিও বেউলারে॥
গোদার পাশে ঝাপাঝুপা মাথায় কুরুয়ার বাদা
বঁড়শী বাইয়া খায় ভাত।
আপনার স্ত্রী দুই পোষিতে না পার তুই
অভাগী বিপুলার মাগ হাত॥
"কন্যা, এক মন লোহা দিয়া বঁড়শী যে বানাইয়া
প্রমাণে যুগিয়া দিছি সুত।
তালগাছ কাটিয়া কুরা গাছি বানাইয়া
বহিম গাঁথিয়া দিছি টোপ॥

CENTRAL LIBRARY



এই ঘাটে বঁড়শী বাই বড় বড় মৎস্য পাই
বেচিয়া লই পাঁচ কাহন কড়ি।
আপনার দুই স্ত্রী পরম যতনে পুষি
আর পুষি দোকানে কাবাড়ী॥
নলের কাঠির খুঁটি দিছি ঘরখানি বানাইয়াছি
সেই ঘরে থইমু তোমারে।"
মনসার চরণ শিরে করি বন্দন
লাচাড়ী রচিল মঞ্জীবরে॥

দেখিয়া সুন্দরী কন্যা রে গোদার মনে হাস।
"অনেক দিবসে বিধি পুরাইবা মনের আশ॥
ডাঙ্গের বাদলে, কন্যা, পানীরে না যাইও।
গোদার বিচির জলে ছয় মাস বইয়া খাইও॥
বরিউলে বরি বায় সমুদ্রের মাঝ।
আমি হনে কোন জনে নাহি পায় মাছ॥
তুমি বল, সুন্দরি, সতীনে লইব বাটা।
তুমি খাইও মৎস্যখান সতীনেরে দিও কাঁটা॥
তুমি বল, সুন্দরি, গোদার বয়স নাই।
গোদা বিহনে আছে গোদার পঞ্চভাই॥
তুমি বল, সুন্দরি রে, গোদার ধন নাই।
দেড় বুড়ি কড়ি গোদায় গাড়িছে তিন ঠাঁই॥
তুমি বল, সুন্দরি, অন্নের দুঃখ পাইবে।
ঘরে আছে ভাঙ্গা কাঁচি ধান দাইয়া খাইবে॥
তুমি বল, সুন্দরি, গোদার গরু নাই।
সর্ব আখালির মাঝে এক কাণা গাই॥
ভুটির মশারি আমি করিমু রচন।
কেউয়া কাঁথায় দুইজনে করিমু শয়ন॥"
কহে মঞ্জীবর কবি মনসাদেবীর বর।
গোদার বচনে কন্যার লাগিলেক ডর॥

গোদায় বলয়ে, "কন্যা, শুনহ উত্তর।
মড়া এড়ি, সুন্দরি, আইস মোর ঘর॥
আমার আছয়ে, কন্যা, আর এক গুণে।
আর হনে দশগুণে মোর রূপ জিনে॥

CENTRAL LIBRARY



দণ্ডবৎ হইয়া, কন্যা, মোর কর সেবা।
আমি হেন স্বামী আর কোথাও না পাইবা॥
অবশ্য কনিষ্ঠ জন সম্ভাষিবা তুমি।
তোমা ছাড়ি আন দিকে না যাইমু আমি॥"

বিপুলায় বলে, "গোদা, শুন মোর বাণী।
এত ধন থইয়া কেন পিন্দ খইয়াখানি॥
তোমার সমান কেবা আছে মহীতলে।
তোমারে যে স্বামী পায় বড় ভাগ্যফলে॥"

এতেক বলিয়া কন্যা ভাবিতে লাগিল।
মনুসা স্মরিয়া কন্যা ভেরুয়া মেলিল॥
ভেরুয়া মেলিল যদি গোদায় দেখিল।
তিন জন গোদা ডাকি সত্বরে আনিল॥
ভক্ত জনের মাও হইও সানন্দিত।
যে তোমারে পূজা করে পূরাইও বাঞ্ছিত॥

ভেরুয়া ভাসিল মাঝ গাঙ্গে।
আছিল কপালের ভাগ পাইল সুন্দরীর লাগ
মাথে হাত দিয়া গোদায় কান্দে॥
এক গোদা নামে সুধা বনর মাঝে পাইল কুন্দা
কোমর কাছে কুন্দা টানিবারে।
সাত পাঁচ গোদায় মিলি কুন্দা নাওয়ে টানাটানি
ভাসাইল সাগরের জলে॥
গোদায় তুলিল সাইর কুন্দা নাওয়ে দিল গইড়
পড়ে গোদা জলের ভিতরে।
এই সে গোদার বড় পাও এই সে ডুবাইল নাও
সকল গোদায় লাথালাথি করে॥
"ঝিয়ের গোদ পুতের গোদ পুতের বউ যে তাইরও গোদ
আর গোদ কহিতে না পারি।
পাঁচ কাহন দি কিনলাম বান্দী তাইরও গোদ কহিমু কতি
তাইর গোদ না আইসে দুয়ারে॥"

CENTRAL LIBRARY



গোদা পড়িল জলে দুই পাও বেড়িল দলে
লোকে বলে কাঠালের ভরা।
কহে ষষ্ঠীবর কবি কণ্ঠে ভারতী দেবী—
মরে গোদা আপনার দোষে॥

গোদা যদি পড়িলেক জলের উপর।
সেইকালে বিপুলায় দিলেক উত্তর॥
"থাক, থাক, আরে গোদা, জলেত ভাসিয়া।
প্রভুরে জীয়াইলে তোরে যাইমু তুলিয়া॥"

## টেঁটনের কথা

চালাইল দক্ষিণেত খোলের ভেরুয়া।
এক বেটা টেঁটন তথা মিলিল আসিয়া॥
টেঁটনে বলয়ে, "কন্যা বুঝি হয় সতী।
ইহার চরণে ধরি করিমু মিনতি॥"
গলায় কলস বান্ধি পড়িল সাগরে।
জলেতে নামিয়া রে ত্রিদশ সাক্ষী করে॥
"মোর বধ লাগে, কন্যা, তোমার উপর।
কিবা মোরে লইয়া যাও আপনার ঘর॥
কিবা তোমারে লইয়া ঘরে চল যাই।
তোমার কৃপায় কিবা এমত কন্যা পাই॥"

বিপুলায়ে বলে, "বেটা, শুনরে বচন।
মোরে গ্রহণ করিলে অবশ্য মরণ॥
ছয় মাস থাক গিয়া আপনার ঘরে।
আসিতে সুন্দরী কন্যা বিয়া দিমু তোরে॥"

এই ঘাটি ছাড়ে কন্যা সাহের কুমারী।
লখাইরে দেখিয়া কান্দে পরম সুন্দরী॥
ছয় মাসের মড়ুয়া শরীরে বহে বাস।
দেখিয়া সাহের কন্যার লাগিল তরাস॥
"প্রভুর শরীর দেখি পচিল সকল।
যতেক করিলু দুঃখ সকলি বিফল॥"
এ বলিয়া কান্দে কন্যা প্রভু কোলে করি।
ষষ্ঠীবর কবি গায় বন্দি বিষহরী॥

CENTRAL LIBRARY



## নেতার ঘাটে

" সুন্দর, আরে প্রভুরে, দুর্লভ লক্ষ্মীধর।
ত্বরিতে খসিয়া পড়ে সর্বাঙ্গ সুন্দর ॥
নাসিকা খসিয়া পড়ে তিল ফুল ভালা।
উরুভাগ খসি পড়ে যেন চাম্পা কলা ॥
মস্তক খসিয়া পড়ে সর্বাঙ্গ সুন্দর।
কেশ মুষ্টি খসি পড়ে হাড়িয়ার চর ॥
উপরে গৃধিনী উড়ে লামায়ে শৃগাল।
মড়া আগুলিয়া আমি রাখিমু কতকাল ॥
ভাসিয়া আসিতে প্রভু বাঘে খাইতে চায়।
তোমারে ভাসাইয়া গেলা দয়াল বাপ-মায় ॥
এতদিন পালিলে প্রভু অন্ন-বস্ত্র দিয়া।
ভাসাইয়া যাইতে প্রভু না চাইলা ফিরিয়া ॥"

বিষাদ ভাবিয়া তবে কান্দে অবিরল।
অস্থি পাখালে কন্যা গুঙ্গরীর জল ॥
মাংস-পুয পাখালি যতেক রুধির।
খোলের খারিতে লইল লখাইর শরীর ॥
মাংস পাখালিতে অস্থি জলেতে পড়িল।
কনিষ্ঠ অঙ্গুলি পাইয়া রাঘব খাইল ॥
একেশ্বরী ভাসে কন্যা দুঃখ ভাবি মনে।
নেতার বাঁকেত কন্যা মিলিল তখনে ॥

দেখিয়া ত্রিপুর্ণী নদী পাইল তরাস।
" কেমনে যাইব আমি শ্রীকবিলাস ॥"
সেইখানে ভেরুয়া রাখিয়া বিপুলায়।
তিন দিকের জল কন্যা জিহ্বামূলে চায় ॥
দক্ষিণের জল কন্যা জিহ্বা মূলে চাইল।
হিমাইল হেন গন্ধ তার মধ্যে পাইল ॥
উত্তরের জল কন্যা জিহ্বামূলে চাইল।
ক্ষারের সমান গন্ধ তার মধ্যে পাইল ॥
নেতার ঘাট হেন তখনে জানিল।
সেই নদী পাইয়া কন্যা ভাটি দিয়া গেল ॥

CENTRAL LIBRARY



নেতার ঘাটেত কন্যা তখনে লাগ পায়।
নেতার সম্মুখ দিয়া ভেরুয়া ভাসি যায়॥
নেতায় দেখিয়া কৌতুকে রঙ্গ চায়।
খোলের ভেরুয়া দেখে অপূর্ব সাজায়॥
ভেরুয়া ভাসিয়া যায় অপূর্ব সাজন।
সাগরে ভাসিয়া যায় কোন প্রয়োজন॥
ততক্ষণে ধুপার ঝিয়ে ভাবিলেক মনে।
সর্পের ডঙ্গুয়া হেন—লইল তার মনে॥
সর্পের ডঙ্গুয়া যদি জলে ভাসি যায়।
তারে দেখি মনে মনে ভাবয়ে নেতায়॥
পদ্মায় কহিছইন মন্ত্র ধুপার ঝিয়ে জানে।
ভাসিয়ল ভেরুয়া উজান ধরি আনে॥

"নেতার গোচর গিয়া করিমু কাকুতি।
নেতায় জিয়াইবা মোর প্রভু নিজ পতি॥"
এ বলিয়া বিপুলায় তড়ে তোলে গাও।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়ে ধুপার ঝিয়ের পাও॥
"উঠ, উঠ" করি বলে তবু নাহি উঠে।
ধুপার ঝিয়ের পায়ে ধরে বজ্রমুঠে॥
নয়নের জলে কন্যা পাখালে দুই পায়।
দুই হাতে ধরি নেতা বিপুলারে উঠায়॥
হস্তে ধরিয়া নেতা দিল আলিঙ্গন।
কপালে চন্দন দিল প্রসন্ন বদন॥
তুলিয়া নেতায় বলে প্রবোধ বচন।
"চিত্ত স্থির কর, কন্যা, না কর কান্দন॥
সমুদ্রে ভাসিয়া আইলে না করিলে ডর।
কিসের কারণে তুই ভাসিলে সাগর॥
তোর যে রূপখানি সাগর মোহিত।
প্রথম বয়সে কেনে তোর হেন চিত॥"

নেতা যদি বিপুলারে জিজ্ঞাসিলা বাণী।
শোকে বিষাদে কান্দে সাহের নন্দিনী॥
"বুদ্ধি বল, আরে মসিগো, ধুপার কুমারী।
হেন বুদ্ধি বল মোরে অনলে পুড়ি মরি॥

CENTRAL LIBRARY



বাপ মোর মুক্তেশ্বর দানে পুণ্যবান্।
মাও মোর কমলা রাণী সর্বগুণবান্॥
তান তনয় আমি বিপুলা অভাগিনী।
মোর দুঃখ শোন, মসি, যতেক কাহিনী॥
চম্পকের নাথ মোর শ্বশুর সদাগর।
তাহান তনয় মোর রূপের সুন্দর॥
সন্তুষ্ট হইলু, মসি, তাহাতে বসি বিয়া।
বড় তুষ্ট হইলু, মসি, প্রভুরে দেখিয়া॥
বিয়া করি আইলা যদি চম্পক নগর।
কালরাত্রি খাইল নাগে লোহার বাসর॥
রামকলা কাটিয়া মুই ভেরুয়া সাজাইলু।
ইষ্টকুটুম বাপভাই ফিরিয়া না চাইলু॥
প্রভুরে লইয়া, মসি, ভাসিলু সাগরে।
তাতে যত দুঃখ পাইলু দেখিলা তাহারে॥
ভুবনের যত নারী কার না হয় বিয়া।
কে ভাসে সমুদ্রের জলে প্রভুরে সঙ্গে লইয়া॥
ভাসিয়া আসিলু, মসি, তোমার বিদ্যমানে।
প্রভুরে লইয়া আইলু তোমার চরণে॥
জীয়াইয়া দেও, মসি, মোর নিজ পতি।"
মঞ্জীবরে গায় গীত পদ্মাতে ভকতি॥

---

CENTRAL LIBRARY

# পুনরুদ্ধার

## নেতার শরণ

নেতা বলে, "চান্দে বাদ করে পদ্মার সনে।
বাদের বৃত্তান্ত আমি জানি ভাল মনে॥
বড় ক্রোধে নাগে তবে খাইল লখীন্দর।
জীয়াইতে পারি আমি পদ্মার আছে বর॥"
"এই লোকে বসি তোর শুধিতে নারি ঋণ।
প্রভুরে জীয়াইলে, মসি, পাইবে বড় পুণ্য॥"
বিপুলায়ে বলে, "মসি, কহিবায় যথার্থে।
প্রভুর অস্থিমালা থইমু কোথাতে॥"

নেতার বচনে রে, বকলের তলে গেল।
লক্ষ্মীধরের অস্থিমালা তথা নিয়া থৈল॥
অস্থি কুপিয়া গেলা সমুদ্রের কূলে।
বিপুলায়ে দেখে নেতায় বস্ত্র পাখালে॥
বিপুলায়ে বলে, "মসি, ধোপার কুমারী।
তোমার আজ্ঞা পাইলে বস্ত্র পাখালিতে পারি॥"

নেতায় বলয়ে, "কন্যা, তোমার শিশুজ্ঞান।
দেবের বস্ত্র নষ্ট হইলে পাইবে অপমান॥"
বিপুলায় বলে, "বস্ত্র নষ্ট হইবার নয়।"
এ বলি বস্ত্রখানি হস্তে তুলি লয়॥
নেতায় কাপড় ধোয় ছারখার দিয়া।
বিপুলায় কাপড় ধোয় আগর কাষ্ঠ দিয়া॥
নেতায় জুস দেয় অনল জ্বালিয়া।
বিপুলায় জুস দেয় মুখের ফাঁপ দিয়া॥
নেতায় কাপড় শুকায় দড়িরে ধরিয়া।
বিপুলায় কাপড় শুকায় আকাশে তুলিয়া॥

প্রথমে ধুইল কন্যা হরের বসন।
সেই বস্ত্র ধুইল কন্যা উত্তম ধবল॥

CENTRAL LIBRARY



পবন গমনে কন্যা বস্ত্র শুকাইল।
ব্রহ্মার বসনখানি হস্তে তুলিয়া লৈল॥
সেই বস্ত্র ধুইল কন্যা রজত বরণ।
নেতা হনে দশগুণে ধুপের চিকণ॥
রবির মণ্ডলে নিয়া বস্ত্র শুকাইল।
বিষ্ণুর বসনখানি হস্তে তুলি লৈল॥
সেই বস্ত্র কৈল কন্যা পীত বরণ।
নেতা হনে দশগুণে ধুপের চিকণ।
আকাশ-মণ্ডলে নিয়া বস্ত্র শুকাইল।
গঙ্গা-গৌরীর বসনখানি হস্তে তুলি লৈল॥
সেই বস্ত্র ধোয় কন্যা উত্তম ধবল।
নেতা হনে দশগুণে ধুপের চিকণ॥

ক্রমে ক্রমে ধুইল কন্যা ত্রিদশের বসন।
সর্বশেষে উঠাইল পদ্মার বসন॥
সেই বস্ত্র ধোয় কন্যা পরম যতন।
নেতা হনে দশগুণে ধুপের চিকণ॥
বস্ত্র পাখালিয়া কন্যা আকাশে উড়ায়।
রবির কিরণে নিয়া বসন শুকায়॥
বাতাসে তাড়িয়া বস্ত্র পাইট করি থৈল
ভেলয়ার রস দিয়া লিখন লিখিল॥

ত্রিদশের বসন কন্যা পুটুলি বান্ধিয়া।
নেতার সাক্ষাতে কন্যা যায়ত চলিয়া॥
বস্ত্র দেখিয়া নেতা হরষিত মন।
"জীয়াইতে পারিবে প্রভু সত্যের কারণ॥"
নেতা চলিয়া গেল দেবের পুরীত।
বান্ধিয়া বসন লৈলা নেতায় ত্বরিত॥

প্রথমে দিলেন নিয়া শিবের বসন।
দ্বিতীয়ে দিলেন নিয়া ব্রহ্মার বসন॥
তৃতীয়ে দিলেন নেতা বিষ্ণুর বসন।
চতুর্থে দিলেন গঙ্গা-গৌরীর বসন॥
সব বসন দেখিয়া যে অতি বিলক্ষণ।
নেতাকে জিজ্ঞাসে গঙ্গা-গৌরী দুইজন॥

CENTRAL LIBRARY



"ধোপার বধূ যে তুমি ধুপ চুরি কর।
পরম যতনে বস্ত্র পাখালিতে পার॥
বুঝি, ধোপানি, তোর স্বামী আছে ঘরে।
সেই সে এমন বস্ত্র পাখালিতে পারে॥"

নেতা বলে, "উজান হনে ভৈনের ঝিউ আইলা।
আজিকুয়ার বস্ত্রখানি তাইন পাখালিলা॥"
"তুমি হনে তোমার ভৈনের ঝিউ ভালা।
তুমি হনে দশগুণে বস্ত্র পাখালিলা॥
দেখিবারে আনিও আমার বরাবর।
যেই মাগে সুন্দরী তাহারে দিমু বর॥"

গঙ্গা-দুর্গার স্থানে কন্যা বিদায় হইয়া।
সকল দেবের বস্ত্র তবে দিলা নিয়া॥
বস্ত্র দেখিয়া বলে সব দেবগণ।
"আজিকুয়ার বস্ত্র কেনে ধুপের চিকণ॥"
"উজানিনগর হনে ভৈনের ঝিউ আইলা।
আজিকুয়ার বস্ত্রখানি তাইন পাখালিলা॥"

সর্ব দেব-স্থানে কন্যা বিদায় হইয়া।
পদ্মাবতীর স্থানে নেতা গেলেন চলিয়া॥
বসন দিলেক নিয়া পদ্মার গোচর।
বস্ত্র দেখি পদ্মাবতী বলিল উত্তর॥
"আজিকুয়ার বস্ত্রখানি কে পাখালিছে।"
মনুসার কহে, "নেতা, কহিবায় সাচে॥"

নেতা বলে, "আমার ভৈনের ঝিউ আইলা।
আজিকুয়ার বস্ত্রখানি তাইন পাখালিলা॥"
বস্ত্র চাইতে দেবী দেখিলা লিখন।
পড়িয়া চাইলা তান যত বিড়ম্বন॥
ক্রোধে ঝিটাইয়া পদ্মা নেতারে বলিল।
"তোমার ভৈনের ঝিয়ে আমা বিড়ম্বিল॥"

দুইহাতে পদ্মাবতী চন্দন পিষিয়া।
নেতারে চড় দেবী মারিল আসিয়া॥

CENTRAL LIBRARY



আর দিন গিয়া নেতা ফুল-পান পায়।
আজিকুয়া গিয়া নেতা চড়-চাবড় খায়॥
অপমান পাইল নেতা মনসার ঠাঁই।
কান্দিতে কান্দিতে নেতা ঘরে চলি যাই॥

"কিবা, সুন্দরী কন্যা, লিখিলে লিখন।
তোমার কারণে মোর এত বিড়ম্বন॥"
তবেত বিপুলা বলে, "শুন, মসী মাও।
মোর দুঃখ দেখি, মসি, তুমি দুঃখ পাও॥
ইহ জন্মে তোমার সুঝিতে নারি ঋণ।
মোর প্রভু জীয়াইয়ালে বড় পাবে পুণ্য॥"

নেতায় বলয়ে, "কন্যা, থাক এই মনে।
কালি সাজাইমু কন্যা নাটুয়ার সাজনে॥"
এই মতে ধোপার ঘরে পোঘাইল রজনী।
শয্যা হনে গাও তুলে চন্দ্রবদনী॥
পাটারী হনে খসাইল যত অলঙ্কার।
বিপুলারে সাজাইল বিশেষ প্রকার॥
বান্ধিল মোহন খোপা নয়নে কাজল।
গলায় মুকুতা হার করে ঝলমল॥
পাটবস্ত্র পৈরিলেক চরণে নেপুর।
যত দ্রব্য পৈরিলেক প্রচুরে প্রচুর॥

## দেবসভায়

পরীক্ষা বুঝিতে আছে দেবের অনুমতি।
ক্ষুরের সাকম দিল কেশের লাওতি॥
ক্ষুরের সাকম দিল অতি তীক্ষ্ণধার।
সাতবার সুন্দরী হাঁটিয়া হৈলা পার॥
নেতায় বলয়ে, "শুন, সাহের কুমারী।
দেবতার নাথ জান দেব ত্রিপুরারি॥
প্রথমে তাহান পুরে চলহ, সুন্দরি।
পাইবা অভীষ্ট বর সাহের কুমারী॥"

CENTRAL LIBRARY



নেতার সহিত কন্যা করিলা গমন।
সত্বরে চলিয়া গেলা শিবের ভুবন॥
নেতায় জানাইলা গিয়া শিবের গোচরে।
"অপূর্ব নাচুনী আইল নৃত্য করিবারে॥"
নৃত্য দেখিবার তরে হরের গেল মন।
নন্দীকে বলিলা হরে, "আন দেবগণ॥"

করজোড়ে নমস্কার প্রদক্ষিণ সপ্তবার
অন্যে অন্যে শিরেত বন্দিয়া।
সচকিত মন করি নৃত্য করে সুন্দরী
আওয়া সরাতে ভর দিয়া॥
কর্ণে নানা গীত গায় কর্ণে নানা তাল বায়
ইঙ্গিতে কটাক্ষে কহে বাত।
বিপুলার রূপ দেখি সর্বদেব হইলা সুখী
রূপ দেখি ভোলে ভোলানাথ॥
দিব্য বস্ত্র পরিধান গায় বস্ত্র একখান
অঞ্চলে না ঘুরে দুই স্তন।
বিপুলার পানে চাইয়া মুখেত কাপড় দিয়া
কৌতুকে হাসয়ে দেবগণ॥
শ্রীঘষ্টিবর কবি কণ্ঠে ভারতী দেবী
সরস্বতী যারে দিলা বর।
বিপুলার নৃত্য দেখি দেবগণ হইলা সুখী
রূপ দেখি ভুলিলা শঙ্কর॥

আসনে বসিলা যদি দেব মহেশ্বর।
হেনকালে পার্বতীয়ে বলিলা সত্বর॥
পার্বতীয়ে বলে, "প্রভু, তোর নাহি ব্যথা।
শোকে মরে কাঁচা রাঁড়ী তাইর সনে কথা॥
যে জনে তোমারে পূজে দৃঢ় করি মন।
তার ভাল নাহি কভু জানিলু এখন॥
চম্পক নগরে থাকে রাজা চন্দ্রধর।
তোমারে পূজিয়া তান এত অপান্তর॥
তোমারে পূজিয়া তান না পড়িল ভাল।
তোমা আমা পূজিলে তার অনেক জঞ্জাল॥"

CENTRAL LIBRARY



পদ্মাবতী বলে, "বাপ, দেব মহেশ্বর।
নিবেদন করি, বাপ, অবধান কর॥"
করজোড়ে বলে পদ্মা সভার গোচর।
"কাঁসের শবদে ব্যথা ললাট করে মোর॥"
মনুসায় বলে, "কন্যা, ক্ষেমা কর নাট।
কাঁসের শবদে ব্যথা করয়ে ললাট॥
নর্তকী বিদায় কর দেওত সম্মান।
কর্পূর তাম্বুল দেও নর্তকী বিদ্যমান॥"

এতেক বলিল যদি জয় বিষহরী।
বলিতে লাগিলা তবে বিপুলা সুন্দরী॥
হেনকালে বিপুলায় জোড় কৈলা হাত।
"নিবেদন করি আমি, ত্রিজগত-নাথ॥
ক্ষিতিতল হনে আইলু তোমার গোচর।
নৃত্য-অবসানে মুই মাগিয়া লইতু বর॥"

বিপুলার নৃত্যেতে মোহিত দেবগণ।
শঙ্করে করিলা সত্য শুনে সর্বজন॥
"সর্বদেবে মিলি বর দিবায় ত্বরিত।"
এরে শুনি বিপুলা হইলা হরষিত॥
দেবের সাক্ষাতে বলে হস্ত জোড় করি।
"স্বামী নাহিক মোর অভাগিনী নারী॥
ত্বরিত করিয়া মোরে দেও স্বামিদান।
এই বর দাও, দেব, তোমা বিদ্যমান॥"

মহাদেবে বলে, "বর পাইবে অবশ্য।
"কেমতে মরিল স্বামী কহ তার রহস্য॥"
'মোর প্রভু আছিলেক পাইকের সর্দার।
প্রথম যুদ্ধেতে মৈল হৈয়া আওসার॥"
এরে শুনি ধ্যানযুক্ত হৈলা মহেশ্বর।
"সত্য কর—স্বামী কিরূপে মৈলা তোর॥"

ত্যজিয়া লাজ ভয় করজোড়ে বিপুলা কয়,—
"তুমি, প্রভু, সংসারের পালন।
তোমার উৎপত্তি মান আপনে সকল জান
আমারে জিজ্ঞাস কি কারণ॥

CENTRAL LIBRARY



তুমি কিনা জান সাঁচে উত্তরেতে সাধু আছে
চম্পকনগরে তার বাস।
সাধু একা রাজ্য ভুঞ্জে এক দৃষ্টে তোমা পুজে
তে কেন তার সর্বনাশ॥
সাধুর কনিষ্ঠ সুত রূপে গুণে অদ্ভুত
বিয়া কৈলা মুই অভাগীরে।
বহু যত্নে পাইলু বর ভাঙ্গিয়া লোহার ঘর
বিয়া রাত্রে খাইলা বিষহরী॥"

হাসি বলে চণ্ডী মাই, "গোঁসাইর স্মরণ নাই
বাণের কুমারী এই উষা।
ইন্দ্ররাজের শাপ-ফলে জন্ম হইল ক্ষিতিতলে
মনসা করিল হেন দশা।"
শুনিয়া চণ্ডীর কথা ঈশ্বরে লাড়িলা মাথা
বিপুলারে বলে, "সাধু, সাধু।
তুমি মোর ভিন্ন নহ নিকটে আসিয়া কহ—
চান্দের সম্বন্ধে নাতি-বধূ॥"
শুনিয়া চণ্ডীর বাণী হাসি বলে শূলপাণি
হরষিত দেব মহেশ্বর॥
শ্রীমঞ্জিবর কবি কণ্ঠে ভারতী দেবী
জয় দেবী মনসার দাস॥

"তথাপি মনসা বিনে আর নাহি গতি।
জীয়াও উপায় করি মোর নিজ পতি॥"
তবে মহাদেব বলে, "ঝিউ, বিষহরি।
অবধান করি শুন কি বলে সুন্দরী॥"

পদ্মাবতী বলে, "বাপ, না কও বিস্তর।
মোর নাগে না খাইছে চান্দের সুন্দর॥
না জানি কেমন রূপে মৈল লক্ষ্মীধর।
মিছা মোরে দোষী করে সভার গোচর॥"

তবেত বিপুলা বলে, "শুন, দেবগণ।
মিথ্যাবাদ দেয় মোরে, শুন পঞ্চানন॥

CENTRAL LIBRARY



তুমি সত্যবাদী আমি অপরাধী নারী।
মিথ্যা কথা কও বসি সাক্ষাতে ত্রিপুরারি॥
ত্রিজগত-নাথ প্রভু দেব মহেশ্বর।
তাহানে ভাণ্ডিলে তুমি দেবের গোচর॥
মোর প্রভু খাইছ হেন দেখাইমু প্রতীত।
কে পুনি করিব ফল ইহার উচিত॥"

এই বাক্য বিপুলা বলিয়া অকস্মাৎ।
সর্পের লেঙ্গুড় কন্যা দেখাইল সভাত॥
পদ্মাবতী বলে, "তোর জাতির উচিত।
কাকলাসের লেঞ্জ তুমি আনিছ কি নিমিত॥"

## বেহুলার অষ্টমাসী

"শুন গো, মনুসা মাও গো, মহাদেবের ঝি।
হেন লয় মোর মনে শীতল জল পি॥
বৈশাখ মাসেত, মাও গো, লখাইয়ে বিয়া করে।
কালরাত্রি খাইল নাগে লোহার বাসরে॥
রামকলা কাটিয়া, দেবী গো, ভেরুয়া সাজাইলু।
ইষ্টমিত্র বাপভাই ফিরিয়া না চাইলু॥
জ্যৈষ্ঠ মাসেত, মাও গো, ভাসিলু সাগরে।
দারুণ জ্যৈষ্ঠের খরায় বজ্র ভাঙ্গি পড়ে॥
প্রাণনাথ স্মরি, মাও গো, চক্ষের পড়ে পানী।
শুকুনা কাষ্ঠেত যেন জ্বলন্ত আগুনি॥
আষাঢ় মাসেত, মাও গো, গাঙ্গে নয়া পানী।
প্রভুরে খাইতে আইল অরণ্যের বাঘুনী॥
আত্মমাংস কাটি, দেবি, যুগাইলু আহার।
ছাড়িয়া পলাইল বাঘে বুঝি ব্যবহার॥
শ্রাবণ মাসেতে, দেবী গো, ঝড় বরিষণ।
স্বামী নাহিক যার নিষ্ফল জীবন॥
সাগরে ভাসিয়া আমি বতির ঘাটে আইলু।
বতির সঙ্গ পাইয়া, মাও, তোমারে পূজিলু॥
ভাদ্র মাসেতে, দেবী গো, বাদুলী ঘন হইল।
জুক, পোক, মশা, মাছি সমাইয়ে বাস লৈল॥

CENTRAL LIBRARY



জুক, পোক, মশা, মাছি গো, সমাইয়ে লৈলা ঘর।
মুই অভাগী ভাসিলু, মাও, গণ্ডকী সাগর॥

আশ্বিন মাসেতে, মাও গো, নেতার ঘাটে আইলু।
রজকীর রূপ ধরি কাপড় ধুইলু॥
বড়ের কুমারী হইয়া না বাসিলু ভিন।
নেতার ঘাটেতে ছিলু সমস্ত আশ্বিন॥

কাতিক মাসেতে, মাগো, ত্রিদশের মেলে আইলু।
নর্তকীর বেশ ধরি দেবতা মানাইলু॥

অগ্রায়ণ মাসেত, দেবী গো, মাগিয়া লৈলু বর।
জীয়াইয়া দেও, মাও, দুর্লভ লক্ষ্মীধর॥"
শ্রীঘঞ্জিবর কবি গো, মনুসা দেবীর বর।
অষ্টমাসী গাইলা কন্যা পদ্মার গোচর॥

"কৃপা যদি কর, মাও, জয় বিষহরি।
তবেত জীয়াও লখাই—রূপের মুরারি॥
যদি মোর প্রভুরে তুমি না দেও জীয়াইয়া।
দেবের সত্য জিনিলু মুই মনুষ্য জাতি হইয়া॥"

এ সব শুনিয়া দেবী না দিল উত্তর।
" না জীয়াইমু লক্ষ্মীধর—সুন্দরী যাউকা ঘর॥"
বিপুলায় বলে, "মসি, নেতাই।
মোর কার্য কিছু কও মনুসার ঠাঁই॥"

বিপুলার বচনে নেতা করিলা গমন।
প্রণতি করিয়া ধরে পদ্মার চরণ॥
নেতায় বলয়ে, "তৈন, জয় বিষহরি।
জীয়াইয়া দেও লখাই, সুন্দরী যাউকা পুরী॥"
পদ্মা বলে, " মোর বৈরী, তোর বৈরী জন।
বাদুয়ার পুত্র জন্য বল কি কারণ॥ "

## মনসার বারমাসী

"আমি না জীয়াইমু চান্দের সুন্দর গো,
ও পাত্র, নেতাই, বল সুন্দরী দেশে যাউকা।
লখাইর অস্থি জলেতে পালাউকা গো॥

CENTRAL LIBRARY



সংসারের জীব যত ইতি স্বজিলেক প্রজাপতি—
আমি নহি তনু গড়িবারে।
বেহুলার মড়া না দিও আমারে গো ॥

দেবের দেব মহেশ্বর গণপতি তার কুঙর
সেই হনে হইছে ছেদ মাথা।
আপনে সাতাইয়ে তানে না পারে রাখিতা গো ॥
কামদেব ভস্ম করি না জীয়াইলা ত্রিপুরারি
রাত্রি দিনে দেবে স্তুতি করে।
রতি কন্যা কান্দিল বিস্তর গো ॥
মুনি-শাপে তনু ছাড়ি (কান্দে) লক্ষ্মী-সরস্বতী নারী
যত্ন করিলা জীয়াইবার।
সেই তনু না হৈল সঞ্চার গো ॥
রাবণ মৈল রামের বাণে ধরিয়া দুই চরণে
মন্দোদরী করিল মিনতি।
তারে না জীয়াইলা রঘুপতি গো ॥
মথুরার রাজা কংসবর বধিলেক গদাধর
মাতুল সম্বন্ধ তান সনে।
তানে না জীয়াইলা নারায়ণে গো ॥

জ্যৈষ্ঠ মাসেতে গেলু চান্দের যে বাড়ী।
মোরে পূজে সুনকা সুন্দরী ॥
চান্দের কি করিলু অপচয়।
পূজার ঘট ভাঙ্গিয়া চান্দে সব কৈল ক্ষয় গো ॥

আষাঢ় মাসের পঞ্চমী তিথি।
সবে পূজে সানন্দিত মতি ॥
পথে ঘাটে বৈসাইল থানা।
পুরীর মধ্যে যাইতে মোরে কৈল মানা গো ॥

শ্রাবণ মাসেতে হইল গাঙ্গে নয়া পানী।
মোর নাগে কেলী করে ভাটি আর উজানী ॥
চান্দের কি করিলু অপচয়।
নাগগণ মারিয়া চান্দে সব কৈল ক্ষয় গো ॥

CENTRAL LIBRARY



ভাদ্রমাসের দিনে ত্রিদশের পূজা।
সবানে পূজিলা চান্দ রাজা ॥
হাঁটিয়া আইলু বড় পাইলু দুঃখ।
তথাপি না চান্দে ফিরি চাইল মোর মুখ গো ॥

আশ্বিন মাসের দিন নবদুর্গার পূজা।
সবানে পূজিল চান্দ রাজা ॥
চান্দে মোরে না দেয় পুষ্পপানী।
মোরে গালি পাড়ে চান্দে—লঘুজাতি কানী গো ॥

কাতিক মাসেতে গেলু জালুমালুর ঘরে।
সুনকায় পূজিল আমারে ॥
হেমতালে চান্দে মোরে মারে।
কাঁকালি ভাঙ্গিল মোর বাদুয়া সদাগরে ॥

অগ্রায়ণ মাসেত চান্দে মোরে পাইল পথে।
বেয়াইন বলিয়া মোর ধরে বাম হাতে ॥
মোর ঝিউ বিয়া কৈল চান্দের কোন পুতে গো ॥

পৌষ মাসের দিন হইল পুষ্পবাড়ী।
হুঙ্কারে পুড়িলু চান্দের বাগানবাড়ী ॥
উঝায়ে জুড়িল মন্ত্রবাণ।
জীয়াইল পোড়া বাগোয়ান গো ॥

মাঘ মাসেতে মুই গেলু চান্দের বাড়ী।
মোরে পূজে সুনুকা নাগরী ॥
কনকা বলিয়া মোরে ধরে।
পরিহাস্য ছলে চান্দে দুঃখ দিল মোরে গো ॥

ফাল্গুন মাসেত মুই বাপের আজ্ঞা পাইলু।
বাক্যের টনকে চান্দের ছয় পুত্র খাইলু ॥
সুনুকায়ে কান্দিয়া করুণা।
তথাপি বাদুয়া চান্দে না চিনে আপনা গো ॥

চৈত্র মাসেত বইল বসন্তের বাও।
চান্দের ডুবাইলু চৌদ্দ নাও ॥
কৃপা করি না মারিলু তাতে।
কুবুলা পাইল পদ্মপাতে গো ॥

CENTRAL LIBRARY



বৈশাখ মাসেত রে লখাইয়ে বিয়া করে।
গালি পাড়ে চান্দ সদাগরে ॥"
শ্রীমঞ্জীবর কবি ভণে।
নেতার সাক্ষাতে পদ্মা বলে দুঃখ মনে গো ॥

## প্রাণদান

কান্দে কান্দে বিপুলায় গো, পুড়িয়া উঠে ধূমা।
"মোর প্রভু খাইল, মাগে গো, গুণের নাহি সীমা ॥
যত বর মাগিয়া, মাও, ত্রিদশের সেবা কৈলু।
তাহার কারণে মুই সুন্দর প্রভু পাইলু ॥
একাদশী নিরামিষ্য বর্ত রবিবার।
সেই বর্ত ফলে প্রভু নাহিক আমার ॥
ইষ্টমিত্র না বোলাইলু সোদর পঞ্চভাই।
ঘরে গিয়া না বোলাইলু কমলা হেন মাই ॥
শ্বশুরে করয়ে, মাও, তোমার সনে বাদ।
মোর প্রভু খাইলে, মাও, কোন অপরাধ ॥
যদি প্রভু লক্ষ্মীধর না দেও জীয়াইয়া।
দেবের সত্য জিনিলু মনুষ্য জাতি হৈয়া ॥"

কান্দিয়া কান্দিয়া তবে সাহের কন্যা বলে।
আছোক অন্যের কার্য শুকনা কাষ্ঠ জলে ॥
কহে মঞ্জীবর কবি মনুসার চরণ।
"লওগো, বিপুলা, তুমি পদ্মার শরণ ॥"

"সত্য কর, সুন্দরী গো, দেবের গোচর।
মোরে নি পূজিবা তোমার শ্বশুর সদাগর ॥"
"সত্য কৈলু, মনুসা গো, তোমার গোচর।
অবশ্য পূজিবা তোমায় শ্বশুর সদাগর ॥
ছাগ-মহিষ-পশু দিয়া বলিদান।
অভাগী বিপুলার পতির হউক কল্যাণ ॥
বাদ ছাড়ি অবশ্য ভজিব সদাগর।
হইব তোমার পূজা চম্পকনগর ॥
কৃপা কর, দেবি, মোরে হইয়া সদয়।
স্বামিদান দেও মোরে ছাড়িয়া নির্দয় ॥

CENTRAL LIBRARY



আষাঢ় শ্রাবণ হয় বরিষা দুই মাস।
নারীর যৌবন বৃথা স্বামী নাহি পাশ॥
ছয় মাস উপবাসে মুখে নাই সে রাও।
বিপুলার দুঃখ দেখি মাথা তুলি চাও॥"
শ্রীধন্বিবর কবি মনুসা দেবীর বর।
"আন চাই অস্থিমালা, জীয়াই লক্ষ্মীধর॥"

শ্বেত গঙ্গার জল তবে লৈলা বিষহরী।
ঝাড়িবারে লাগে দেবী দৃঢ় মন করি॥
মন্ত্র পড়িয়া দেবী কৈলা আবাহন।
সন্ধি সন্ধি স্থানে গিয়া রহিলা পবন॥
চক্ষে চিলিমিলি করে মুখে নাই সে রাও।
আদ্য মন্ত্র পড়ি হানে আবাহনের গাও॥
আরবার মনসা আনন্দ মন করি।
বিষ ঝাড়া ঝাড়ে দেবী অভয়া কুমারী॥

"কালা, কালা, আরে বিষ, কালা তোর জাতি।
অনাদি গরলে, বিষ, তোর উৎপত্তি॥
ডাকিতে না শুন, বিষ, হইলে নাকি কাল।
লান, লান, আরে বিষ, সপ্ত পাতাল॥"

এই মন্ত্রে লক্ষ্মীধরের চৈতন্য সে নাই।
আর মন্ত্র জপ করে দয়ার পদ্মা নাই॥
উঝা হইলা গারড়ী মনসা হইলা শিষ।
আদি মন্ত্র আগমে ঝাড়িতে বৈসে বিষ॥

আদ্য মন্ত্র পাইয়া তবে বিষ নষ্ট হৈল।
চান্দের সুন্দর লখাই বতিয়া উঠিল॥
সরস্বতী কণ্ঠেতে হৈলা অধিষ্ঠান।
সচকিত হৈল লখাই সভা বিদ্যমান॥
উঠিয়া দেখিল লখাই বিপুলার মুখ॥
চাইতে চাইতে হইল পরম কৌতুক॥

লক্ষ্মীধরে বলে, "কন্যা, সাহের কুমারী।
দেবের সভাতে কেন তুমি একেশ্বরী॥"

CENTRAL LIBRARY



বিপুলায় বলে, "শুন, প্রভু নিজ পতি।
এই দেখ বিষহরী, জয় পদ্মাবতী॥
পরিণামে কহিমু যতেক কথন।
দণ্ডবৎ হইয়া পড় পদ্মার চরণ॥"

লক্ষ্মীধর পড়িল যদি পদ্মার পায়ে ধরি।
হৃদয়ে করুণা হৈলা জয় বিষহরী॥
"উঠ, উঠ, লক্ষ্মীধর, চান্দের সুন্দর।
আর কোন ইচ্ছা থাকে মাগিয়া লও বর॥"
কহে কবি ষষ্ঠিবর মনুসার চরণ।
"লওগো, বিপুলা, তুমি পদ্মার শরণ॥"

---

CENTRAL LIBRARY

# বিষ্ণু পাল

( পূর্বানুবৃত্তি )

## স্বদেশযাত্রা

বলে লখাই বালারে, "শুন, শুন, বিদ্যাধরি।
সে চাম্পানগরে ঘর—কেনে দেবপুরী ॥
অলো, শুন লো, সুন্দরি।
নটিনী হইয়া আমার জাত মজাইলি ॥
নাকে তুলে দিব কাতি, তোমার করিব শাস্তি।
ঘোল শ বেণ্যার মাঝে রাখিব খেয়াতি ॥"

"সকলের কর্তা, প্রভু, সব করিতে পার।
দেবসভায় উলঙ্গ—কাপড় কেনে পর ॥"
বেউলা বলে, "পুরুষ আপনার নয়।"
মনসার বর কবি বিষ্ণু পালে কয় ॥

বেউলা বলে, "বিষহরি, এক নিবেদন করি
মোর কথা কর অবধান।
শুন মাতা, বিষহরি, এক নিবেদন করি
ছয় ভাসুর দাও জীও দান ॥"
দেবী দিল জল ছড়া মড়া দিল পাশমোড়া
ছয় ভাসুর পাল্য জীও দান।
আনন্দিত হল্যা নাচুনী নাচে মায়ের ধোবিনী
হরষিত হল্যা নগর তিরপিনি ॥
দেবীর চরণে জানে কবি বিষ্ণু পালে ভণে
বর মাগি মনসার পায়।
কমলা ভরসা সুখ খণ্ডাবে সভার দুখ
নায়কে হবে বরদায় ॥

CENTRAL LIBRARY



গরুড় বল্যে সঙরিল তখনি গরুড় আল্যা
ডাঁড়াল্যা দেবীর বরাবর।
"ধর, গরুড়, খাও পান রাখিবে আমার মান
আন্যে দাও অমৃতকুণ্ডের জল ॥"
"মা, সাত সমুদ্র পার তরঙ্গ ক্ষুরের ধার
চতুর্দিকে আনলের গড়।
দেবতা-গন্ধর্ব কেহ স্থির হইতে নারে, মাও,
এই আরতি বড়ই কাতর ॥"
"গরুড়, বৃথা কর বীর-দাপ ধর্যা খাও আমার সাপ
আরতির বেলায় নও বীর।"
ত্রাসে গরুড়ের হানে গা সঙরে বিষ্ণুর পা
ত্রাসে গরুড় নয় স্থির ॥
তখন গরুড় উড়িয়া যায় গাছপালা একতা হয়
পর্বত ভাঙ্গে সমুদ্রে প্র[বে]শে।
অমৃতকুণ্ডে গরুড় স্নান-তর্পণ করে
শীঘ্র গরুড় বীর আস্যে ॥
মনসার বরে কবি বিষ্ণু পালে গায়।
ভাই মড়া কটক জীওদান পায় ॥

রাজার ভাগ্যের কথা কহনে না যায়।
চৌদ্দখানি ডিঙ্গা রাজার আওপেছা ধায় ॥
ঘর্ঘর শবদে নৌকা করিল গমন।
কালিনীর দহে যায়া দিল দরশন ॥
"ডিঙ্গা বাহ, প্রভু, দণ্ডধর।
এই দহের কথা কিছু করি নিবেদন ॥
এইখানে গঙ্গামাতা বাঘরূপ হঞা।
পাহাড়ে ডাঁড়ালা গঙ্গা দুই পুত্র লঞা ॥
শোন, শোন, অহে প্রভু, নিবেদন করি।
পাহাড় থাকে করে বাঘ দন্ত কড়মড়ি ॥
দুই চক্ষে যেন বাঘা চারি চক্ষে চায়।
লেজুড় ঘুরাঞা লেজ মারিছে মাথায় ॥
আমারে ছাড়িয়া বাঘা তোরে খাতে চায়।
ভাবিয়া অন্তরে আমি করিলাম উপায় ॥

CENTRAL LIBRARY



বলি, 'ছয় মাস মরেছে আমার দণ্ডধর।
পচিঞা খসিঞা মাংস সব গলে গেল॥
শুধু অস্থি আছে, বাবা, তোরে কিবা দিব॥
মাংস খাইতে যদি তোর গেছে মন।
আমার গায়ের মাংস কর রে ভোজন॥'

সর্বাঙ্গের মাংস আমি করাতে কাটিঞা।
দিলাম বাঘের মুখে কান্দিঞা কান্দিঞা॥
তথাপি দারুণ বাঘ না যায় ছাড়িয়া।
আমি বলি, 'এ দেহ আর না রাখিব।
আমার প্রভুকে খাবেক বাঘে নঞানে দেখিব॥
বাঘের উপরে আজি সুহেল্যা দিব॥'
সুহেল্যা দিতে আমি চাপিয়া বসিল।
বাঘরূপ গঙ্গা মায়ের প্রাণ উড়ে গেল॥"

গঙ্গা বলে, "সুহেল্যা না দিও, ইন্দ্রের নাচুনী।
বাঘ নই বটি আমি গঙ্গাঠাকুরাণী॥
ছয় মাস আনিলাম তোরে একবার বাঞা।
বুঝিলাম তোমার মন বাঘরূপ হঞা॥"

ডাক দিঞা আপনে বলেন গুণমণি।
"আমার লাগ্যে কত দুঃখ পাঞাছ, সুন্দরি॥"
"তুমি হল্যে বাপের পুত্র, আমি হল্যাম ঝি।"
"আমি বাপের পুত্র হঞা কোথা কল্যাম কি॥"
বাঘিনীর নগর বল্যে নগর বসাল্য।
বাড়িতে বাপিঞা ধন প্রজাকে দান দিল॥
সেই গ্রামে মনসার বারির স্থাপন কৈল।
"জয়, জয়" দিঞা বারি পূজিতে লাগিল॥

ঘর্ঘর শবদে নৌকা করিল গমন।
পাটনীর দহে যাঞা দিল দরশন॥
"ডিঙ্গা বাহ, বাহ, প্রভু, দণ্ডধর।
এই দহের কথা কিছু করি নিবেদন॥"

ডিঙ্গার শবদ পাটনী শুনিবারে পাল্য।
"মা, মা" বলিঞা পাটনী ডাকিতে লাগিল॥

CENTRAL LIBRARY



"মা, দেবকন্যা নরকন্যা চিনিবারে নারি।
চক্ষুদান দিঞা যাও, ভুজঙ্গ-জননি॥"
ডাক দিঞা বলেন লক্ষ্মীন্দর।
"প্রিয়ে, পাহাড়েতে অন্ধ ডাকে কিসের কারণ॥"

বেউলা বলে, "শোন, প্রভু, করি নিবেদন।
পূর্বে আছিল জুয়ারী হৈল হে পাটনী॥
বলে, 'হিসাব করিয়া কড়ি গুণে দাও তুমি॥
নাঞি তোমার প্রভুকে পাহাড়ে তোলাব।
শৃগাল কুকুরে তোমার প্রভুকে খাওয়াব॥'
এতেক শুনিঞা আমার প্রাণ উড়ে গেল।
যখন আমার তুমি দিক্ কৈলে হারা।
গঙ্গায় খসিঞা পড়ুক নঞানের তারা॥"

ডাক দিঞা আপনে বলেন গুণমণি।
"প্রিয়ে, অন্ধকে চক্ষুদান দাও তুমি॥"
(তখন) মনসা ধেয়াঞা বেউলা জল ফেলে মাল্য।
অন্ধক ঘুচিঞা সেহ চক্ষুদান পাল্য॥
পাটনীনগর বলে নগর বসাল্য।
আড়িতে মাপিঞা ধন প্রজারে দান দিল॥
সেই গাঁএ মনসার বারি স্থাপন কৈল।
"জয়, জয়" দিঞা বারি পূজিতে লাগিল॥

ঘর্ঘর শবদে নৌকা করিল গমন।
গোদার দহে যাঞা দিল দরশন॥
"ডিঙ্গা বাহ, বাহ, প্রভু, দণ্ডধর।
এই দহের কথা কিছু করি নিবেদন॥
এইখানে গোদাএ আমারে করে বল।"
ডাক দিঞা আপনে বলেন লক্ষ্মীন্দর।
হাসিঞা হাসিঞা বলেন গুণমণি।
"গোদার সঙ্গে কয় রাত্রি বাস কৈলা তুমি॥"
'রাম, রাম" বলে বেউলা কর্ণে দেয় হাথ।
তিনবার গঙরে ঠাকুর জগন্নাথ॥
"পরপুরুষে জানিহে মায়ের বেণ্যা বাপ।"

CENTRAL LIBRARY



মনসা ধেয়াঞা বেউলা জল ফেল্যে মাল্য।
গোদা উড়ে গেল মনুষ্যের কুঙর হইল॥
গোদার নগর বল্যে নগর বসাল্য।
আড়িতে মাপিঞা ধন প্রজাকে দান দিল॥
সেই গ্রামে মনসার বারি স্থাপন কৈল।
"জয়, জয়" দিঞা বারি পুজিতে লাগিল॥

ঘর্ঘর শবদে নৌকা করিল গমন।
ভাএদের দহে যাঞা দিল দরশন॥
"ডিঙ্গা বাহ, বাহ, প্রভু, দণ্ডধর।
এই দহের কথা কিছু করি নিবেদন॥
এইখানেতে দুটি ভাই গেলা মর।"
ডাক দিঞা আপনে বলেন লক্ষীন্দর॥
ডাক দিঞা আপনে বলেন গুণমণি।
"ভাইদিগে দেখে মোহ লইল সুন্দরী॥"
"যদি ভাইদিগে দেখে মোহ হইল, দণ্ডধর।
কেমতে পাইতাম তোমার রাতুল চরণ॥"
"ধন্য, ধন্য, অলো রামা, ইন্দ্র-বিদ্যাধরি।
আমা হইতে কত দুঃখ পাঞাছ, সুন্দরি॥"

ঘর্ঘর শবদে নৌকা করিল গমন।
এয়ো ছয়র ঘাটে যাঞা দিল দরশন॥
"ডিঙ্গা, বাহ, বাহ, প্রভু, দণ্ডধর।
এই দহের কথা কিছু করি নিবেদন॥
এয়ো ছয়গণে আমায় দিঞাছিল বর।—
ত্রিপিনীতে হবে তোর প্রভু অজর অমর॥"

এয়ো ছয়গণে রামা আনে ডাক দিঞা।
শতেক ভার তৈল-সিন্দূর বিলায় ডাক দিঞা॥
এয়োছয় বল্যে নগর সেইখানে বসাল্য।
আড়িতে মাপিঞা ধন প্রজাকে দান দিল॥
সেই গ্রামে মনসার বারির স্থাপন কৈল।
"জয়, জয়" দিয়া বারি পুজিতে লাগিল॥

ঘর্ঘর শবদে নৌকা করিল গমন।
রামেশ্বরের ঘাটে যাঞা দিল দরশন॥

CENTRAL LIBRARY



ডাক দিঞা আপনে বলেন লক্ষ্মীন্দর।
"সম্মুখে দেখিএ, প্রিয়ে, কাহার নগর॥"

"ছয় মাস মধ্যে গড় পাশরিলে তুমি।
এইখানে বটে রাজ্য সে চাম্পানগরী॥
শোন, শোন, ওহে প্রভু, ও দণ্ডধর।
সাঁতালি পর্বতে লোহার বাসর ঘর॥"

বাসো ঘরের নাম বালা শ্রবণে শুনিল।
অচেতন লক্ষ্মীন্দর নৌকায় পড়িল॥
"স্থির হও, ও প্রভু, ও দণ্ডধর।
আর চিন্তা কর, প্রভু, কিসের কারণ॥"

গান করে বিষ্ণু পাল বিষহরীর বর।
"এত দূরে হৈল, মা, তোমার মঙ্গল॥
"জয়, জয়" দিয়া, মা, বারিতে কর ভর।
এই বারি ছাড়্যে যদি অন্য উড়ে যাও।
হরের দোহাই লাগে, আস্তিকের মাথা খাও॥"

---

CENTRAL LIBRARY

# জীবন মৈত্র

( পূর্বানুবৃত্তি )

## ডোম্‌নীর বেশে

বেললি বলেন বাণী, "শুন, শুন, গুণমণি,
শুন, শুন, প্রাণের ঈশ্বর।
ডোম্‌নী-মূরতি ধরি বিচনি হস্তেত করি
দেখি যায়া চাঁপালি নগর ॥"
বালা বলে, "রূপবতি, চল তুমি শীঘ্রগতি
অবিলম্বে আইসহ সকালে।"
শুনিয়া স্বামীর কথা বিলম্ব না কৈল তথা
আভরণ পরিধান করে ॥
ডোম্‌নী করিছে বেশ খসাইয়া মাথার কেশ
ডাইনে তুলিয়া বান্ধে খোপা।
তাহাতে নৌয়ার ফুল গন্ধে উড়ে অলিকুল
কর্ণে পরে পিতলের ঝাঁপা ॥
অধরে করিল ছটা ললাটে সিন্দূরের ফোঁটা
গলাত পরে জবার মালা।
বুকেত কাঁচুলি চলিলেক ডোমনারী
মনরঙ্গে চলিল বেহুলা ॥
হাসিয়া বেললি নড়ে চলিতে বিজলী পড়ে
মুরছিত হয় ত্রিভুবন।
পদ্মার মঙ্গল গীত শুনিতে আনন্দ চিত
বিরচিল শ্রীমৈত্র জীবন ॥

হস্তেত বিচনি করি কাঁখে ডোমডালী।
থমকে থমকে চলে সাহের দুলালী ॥
প্রবেশ করিল বালি চাঁপাবতী পুর।
দেখিয়া পুরুষ যত হইল ব্যাকুল ॥

CENTRAL LIBRARY



কোন পুরুষ যায় তারা বেললির কাছে।
কেহ কেহ গুয়াপান হাতে হাতে যাচে॥

কেহ বলে, "সুন্দরী গো, রহ এহি ঠাঁই।
কোন কুলে বাস তোমার কি নাম শুধাই॥"
বালি বলে, "ডোমকুলে আমার উৎপতি।
চাঁপালি নগরে ঘর আমি ডোমজাতি॥"

কেহ বলে, "হেন কথা কভু নাহি শুনি।
অনীচ কুলেত জন্ম এমত পদ্মিনী॥
কেহ চিরকাল আমরা রহি এহি ঠাঁই।
এমনি ডোম্‌নী আমরা কেহ দেখি নাই॥"

ডোম্‌নী বলিছে কথা, "শুন, বাপু ভাই।
ডোম্‌নার প্রসাদে আমি কোথাও না যাই॥
দিন চারিপাঁচ হইল স্বামী নাই ঘরে।
ঘরে অন্ন নাই কারণ ফিরিছি নগরে॥
বিচনি আনিছি হেথা বিক্রীর কারণ।
অমূল্য বিচনি লয় নাহি হেন জন॥"

বালি বলে, "তোমরা শুনিলে পাবা ডর।
বিচনির মূল্য হবে সোনার মোহর॥"
কেহ বলে, "সুন্দরি, ইহার নাহি কাম।
সোনার মোহর কেমন নাহি জানিলাম॥
লখাই থাকিত যদি সাধুর নন্দন।
সেহি নিল হনে তোমার অমূল্য বিচন॥"

বালি বলে, "পুরুষ আছিল লখীন্দর।
তোমরা সকলে গলাত বান্ধি ঘড়া মর॥
লখীন্দর পুরুষ ছিল তোমরা সভে ভেড়া।"
চলিল ডোম্‌নী তবে দিয়া বাহুনাড়া॥
চাঁপালিতে উত্তরিল সাধুর দুয়ারে।
দ্বারাণী বসিয়াছে ঘরের উপরে॥

দেখে দ্বারে বসি কান্দে লখীন্দরের মাও।
তাক লয়্যা বুঝাইছে বাঁড়ী ছয় জাও॥

CENTRAL LIBRARY



হেনকালে বেলনি দিলেক দরশন।
বালিক দেখিয়া সোনা করিল ক্রন্দন॥
ভক্তিভাবে বন্দে বালি সোনার চরণ।
ছয় জায়েক নমস্কার করে সেহি ক্ষণ॥

সনকা দেখিয়া হইল চমৎকার মন।
একদৃষ্টে দেখে সোনা বালির বদন॥
সোনা বলে, "মাও, তুমি হও কার ঝি।
পরিচয় দেহ তুমি তব নাম কি॥"

বালি বলে, "ডোমকুলে আমার উৎপত্তি।
চাঁপালি নগরে ঘর আমি ডোমজাতি॥
ঘরেত নাহিক অন্ন উপবাসে মরি।
বিচনি লইয়া মাতা আইলাম তব বাড়ী॥
কুলের ব্যবসা আমার জানে সর্বজন।
মূল্য দিয়া লহ তুমি অমূল্য বিচন॥"

সোনা বলে, "ও বিচনি জলে ভাসি দে।
লখাই নাহিক ঘরে বিচনি লবে কে॥
যেদিন হৈতে বাছা মোর ত্যজিছে জীবন।
সেদিন হইতে মোর রঙ্গেত নাহি মন॥
ভাসাইনু সুন্দর বাছা বধূ সঙ্গে করি।
সেদিন হইতে অভাগিনীর শূন্য হইছে বাড়ী॥"

সোনা বলে, "সুন্দরী গো, শুন সমাচার।
মোর পুত্রবধূখানি তোমার আকার॥
পুত্রক হইতে মোর বধূক বড় দয়া।
স্বামীক লইয়া জলে গেলেক ভাসিয়া॥"
চাহিয়া বালির মুখ সনকার ক্রন্দন।
বিরচিয়া গান কবি শ্রীমৈত্র জীবন॥

"বিষম সাগরের পানী ভাসানু পুত্রবধূ খানি
খাইল বাছাক মৎস্য-মকরে।
দুর্জনে পাইলে বলে বধূক হরিল জলে
লইয়া গেল কোন বা নগরে॥

CENTRAL LIBRARY



বৃথা মোর ধনজন প্রাণ ধরি অকারণ
অকারণে মোর গৃহের বসতি।
কি কব দারুণ বিধি হাতে দিয়া নিল নিধি
শেষকালে করিতে দুর্গতি॥
হৃদয়ে বাঞ্ছিল কাল মোর অবশেষ কাল
বৃদ্ধকালে পাইনু বড় শোক।
কাল বড় নিদারুণ পুরী মোর কৈল শূন্য
কেন বাছা ছাড়ি গেল মোক॥"
ডোম্‌নী বলে, "রে মাও, কেন কান্দি দুঃখ পাও
মিথ্যা শোক কর অকারণ।"
শ্রীমৈত্র জীবন কয়— "নির্বন্ধ অন্যথা নয়
আগে পাছে সবারি মরণ॥"

সোনা বলে, "ছয় বধূ, কর অবধান।
ডোম্‌নী বিদায় কর দিয়া গুয়াপান॥"
ডোম্‌নী বলিল, "আমি পান নাহি খাই।
ক্ষুধাত আকুল আছি অন্ন কিছু চাই॥"

সোনা বলে, "শুন, মাতা, তুমি রূপবতী।
কেবা আমার অন্ন খায় তুমি পাবা কতি॥
যেদিন হইতে বাছা ত্যজিছে জীবন।
পাঁচসাত দিনে করি একাধ ভোজন॥"

এত শুনি ডোমনারী কৈল জোড় হাত।
"মেড় মধ্যে আছে, মাও, তপ্ত ব্যঞ্জন-ভাত॥"
এতেক শুনিয়া সোনা ভাবে মনে মনে।
"মেড় মধ্যে অন্ন-ব্যঞ্জন ডোম্‌নী কেমনে জানে॥
জলেত ভাসাইয়া মোর দুর্লভ লখাই।
জাতি দিল বিদ্যাধরী কোন বা ডোমের ঠাঁই॥"

ডোম্‌নী বলেন, "আমি পুত্রবধূ নহি।
মেড় মধ্যে অন্ন যে তাহার তত্ত্ব কহি॥
বালার বিভার রাইতে আইনু দেখিতে।
মঙ্গল দেখিতে আইনু ডোম্‌নার সাথে॥

CENTRAL LIBRARY



কৌতুক দেখিতে রাত্র হৈয়া গেল শেষ।
রজনী বঞ্চিলাম মোরা মেড়ের সমপাশ ॥
বালার কারণ বালি করিল রন্ধন।
চেতন না পাইল বালা ঘুমে অচেতন ॥
সেহি দিন বালাক দংশিল নাগিনী।
এহি মতে আমরা বৃত্তান্ত সভ জানি ॥"

শুনিল সনকা যদি এতেক উত্তর।
শীঘ্রগতি চলিল বালার মেড় ঘর ॥
বালার মন্দিরে যাইয়া কপাট ঘুচায়।
কপাট ঘুচাইতে নারে, করে, "হায়, হায় ॥"

ডোম্‌নী বলেন, "যাও, এক পাশ হও।
তুমি যদি বল তবে কপাট ঘুচাও ॥"
এতেক শুনিয়া সোনা মনে মনে হাসে।
কপাট ঘুচায়া বালি রহে এক পাশে ॥
সতী-পরশনে তবে ঘুচিল দুয়ার।
প্রবেশ করিল সোনা মেড়ের মাঝার ॥

সুবর্ণ পালঙ্ক বালার না হৈছে মলিন।
রত্নের প্রদীপ তা জ্বলিছে রাত্রিদিন ॥
বাটাত তাম্বুল আছে ভৃঙ্গারেত পানী।
সব মাত্র দেখে সুন্দর পুত্রবধূখানি ॥
যেন মাত্র সনকা হাঁড়িত দিল হাত।
হাঁড়িত পাইল সোনা তপ্ত ব্যঞ্জন-ভাত ॥
সুবর্ণ থালাত অন্ন বাড়ি বাণিঞ্জানী।
সেই অন্ন ডোম্‌নীক সনকা দিল আনি।

ডোম্‌নী বলিল, "মোরা হই নীচ জাতি।
তোমার সাক্ষাত অন্ন খাইব কেমতি ॥"
অন্ন লইয়া বাড়ীর বাহির গেলা বালি।
কুকুর ডাকিয়া তাক অন্ন দিল ঢালি ॥
পুনরপি প্রবেশিল পুরের ভিতর।
মেড় দেখি সনকা কাঁদিছে উচ্চস্বর ॥

CENTRAL LIBRARY



দেখিয়া পালঙ্কখান সনকার পরাণ
জ্বলিয়া উঠিছে অগ্নি তার।
ভূমে পড়ে গড়ি দিয়া দুই হস্তে কুটে হিয়া
কান্দে সোনা করি হাহাকার॥
"হায়, বিধি নিদারুণ হিয়া মোর কৈল শূন্য
খালি খাট পড়িয়া রহিল ঘরে।
বৃদ্ধকালে পাইনু দুঃখ সদাই দগধ বুক
বাছা মোর ভাসিল সাগরে॥
কাহার সহিত দ্বন্দ্ব কে বাছাক বলিল মন্দ
বাপমায়ে না পাড়িছে গালি।
নাহিক মায়ের দোষ কি কারণে কৈল রোষ
পুষ্পের পালঙ্ক হইল খালি॥"

দেখিয়া ডোম্‌নী কাঁদিছে বাণিঞানী
বসিয়া পঞ্চবটীর তলে।
সভাত বসিয়া বিষম বিবাদিয়া
শুনিয়া অগ্নি হেন জ্বলে॥
বিবাদিয়া বলে বাণী, "কান্দে কেন বাণিঞানী,
পুরমাঝে কিবা হৈল জানি।
কেবা কি বলিছে তারে কিবা দুঃখ আছে ঘরে
সত্বরে আইস তত্ব জানি॥
যাহ, লেঙ্গা, ঝাটে করি কেন কান্দে প্রাণেশ্বরী"—
এতেক শুনিয়া দূত যায়।
দেখিয়া ডোম্‌নী কান্দিছে বাণিঞানী—
তাহাক খবর জানায়॥
হস্তেত করিয়া নড়ি গোঁফ ফড়্ ফড়্ করি
মহাকোপ করি সাধু যায়।
কুপিত বাণিঞা ডোম্‌নী দেখিয়া—
অন্তরে ডোম্‌নী পাইল ভয়॥

সাধু বলে, "সনকা হে, শুনহ উত্তর।
কি কারণে নিরবধি কান্দ নিরন্তর॥"
সোনা বলে, "ডোম্‌নীক দেখিয়া পোড়ে প্রাণ।
সাক্ষাত ডোম্‌নী পুত্রবধূর সমান॥"

CENTRAL LIBRARY



চান্দ বলে, "ডোম্‌নী, কোথাত তোমার ঘর।
পরিচয় দেহ তোমার কেবা প্রাণেশ্বর॥"
বালি বলে, "বাপু, মোর চাঁপালিত ঘর।
তোমার পুত্রের নামে মোর প্রাণেশ্বর॥"

চান্দ বলে, "ডোম্‌নী, শোন মোর মাতা।
এমন বিচনিখানি তুমি পাইলে কোথা॥"
ডোম্‌নী বলেন, "মোর কুলের ব্যবসা।
ভাগ্যবান্ জানিয়া আসিছি করি আশা॥"
সাধু বলে, "বিচনখানি দেহ মোর হাতে।
কহ শুনি কিবা মূল্য হইবে ইহাতে॥"

এহি বলি বিচনি লইল সদাগর।
শিবদুর্গা দেখি সাধু হরিষ অন্তর॥
মাথে তুলি লইলেক অমূল্য বিচন।
আপনার মূর্তি সাধু করে নিরীক্ষণ॥
দেখিয়া তারিফ করে চাঁদ অধিকারী।
দেখেন মস্তক পরে জয় বিষহরী॥

ক্রোধ করি ডোম্‌নী পানে চায় সদাগর।
কম্পিত কম্পায়মান বেলালি সুন্দর॥
পলাইল ডোম্‌নী বিচনি ভূমে ছাড়ি।
ক্রোধ করি সাধু মারে বিচনাত বাড়ি॥
পাকায় নয়ন, দন্ত করে কড়্‌মড়্।
সাধু বলে, "ডোম্‌নীক ধরিয়া বন্দী কর॥"
নিবনিধি সুতপৃষ্ঠে ঋতু আরোপিয়া।
বিরোচন সুতের সুত তাহাত স্থাপিয়া॥
তার পৃষ্ঠে কোকনদ-বন্ধু অধিষ্ঠান।
এহি শকে শ্রীমৈত্র জীবন রচে গান॥

CENTRAL LIBRARY

# নারায়ণ দেব

(পূর্বানুবৃত্তি)

## পরাভব

### সনকার সংশয়

ডোম্‌নী দেখিয়া সোনাঞি সানন্দিত মন।
এই পুত্রবধূ মোর না যাএ খণ্ডন॥
"দুর্ব্বলি, শোন তুমি আমার বচন।
পূর্বের যথেক কথা নাহিক স্মরণ॥
কথা পাতি ডোম্‌নী রাখিবা যে তুমি।
বিপুলার পরীক্ষা গিয়া দেখি আসি আমি॥"
সোনাঞি বলে, "ডোম্‌নীরে থাকিও চাহিয়া।
যাবত আসিএ আমি থাকিবা চাহিয়া॥"

কাল কোটর বাসরেত দিল আগুসার।
আপনে খুলিয়াছে এ চারিদ্বার॥
আর কিছু দেখিলেক সত্য পরমাণ।
নালিআ খেতত ফলে সিদ্ধ আমন ধান॥
কড়াকের তৈলে জলে ছয় মাসের বাতি।
তভো না টুটিয়াছে হেন এক রতি॥
বিপুলার পরীক্ষা যে সকলি জানিয়া।
কান্দিতে লাগিল সোনাঞি বিপুলা চাহিয়া॥
সুকবি নারায়ণ দেবের সরস পাঁচালী।
সোনাঞির করুণায় বোলি একটি লাচাড়ী॥

সোনাঞি বোলে, "কহ, বধূ, মোর ঠাঁই।
কোথায় এড়িয়া আইলা প্রাণের লখাই॥
তুমি যে সাহের কন্যা স্বরূপে কহ মোরে।
সেই লৈক্ষণ দেখি তোমার শরীরে॥

CENTRAL LIBRARY



তুমি যেন সাহের কন্যা জানিল নিশ্চয়ে।
ডোমের কুমারী তুমি সর্বথা হে নহে॥
কোন ডোমের নারী, তোমার বাপের কিবা নাম।
কোন ঘাটে খেয়া দেও, বঞ্চ কোন গ্রাম॥
সত্য করিয়া, কন্যা, কহ মোর ঠাঁই।
যদি কপট কর ধর্মের দোহাই॥"

"উজানিতে মোর ঘর বিপুলা ডোম্‌নী॥
সাহে নাম বাপ মোর প্রসিদ্ধ খেয়ানী॥
ধর্মের ঘাট খেওয়া দেহি, ঘাট নাহি জানি।
জাতি-স্বভাবে বেচি খারি আর বিচুনি॥
নাগের বাদুয়া মোর শ্বশুর সদাগর।
শাশুড়ী আউলানি মোর চম্পকেত ঘর॥"

হাসিয়া হাসিয়া বেউলা বোলিলা বচন।
"হীন জাতি ডোম আমি পুছ কি কারণ॥
সাত পুরুষ মোর ঘাটের খেয়ানী।
লখাই ডোমের স্ত্রী আমি বিপুলা ডোম্‌নী॥
সাত পুত্রের শোকে মোর শাশুড়ী যে পুড়ে।"

"কথ কপট করি ভাঁড়হ মোরে॥
এই ত ডোমের নারী পরিচয় দিয়া।
তত্ত্ব কথা কহ রে জুড়াউক হিয়া॥
পতিব্রতা সতী তুমি জানিলুম নিশ্চয়।
ছয়মাসে পুষ্প তোমার মলিন না হয়॥
কাল কোটর বাসরের কপাট গেল কাটি।
বিনি লৈক্ষে কপাট আপনি গেছে ছুটি॥"

বিপুলায় বোলে সনকার ধরি পাএ।
"সাত কুমার আসিলেক চৌদ্দখান নাএ॥
ধন্বন্তরি আসিয়াছে যথ প্রজাগণ।
অপচয় না হইছে কড়াকের ধন॥
যদি পদ্মা নাহি পুজে শ্বশুর সদাগর।
সাত কুমার তোমার না উঠিব তড়॥
পুনরপি দেবপুরে করিব গমন।"
নারায়ণ দেবে কহে মনসা চরণ॥

CENTRAL LIBRARY



## চাঁদের সঙ্কট

"বেউলা, লখাই" বলি কান্দে উচ্চৈঃস্বর।
পালঙ্কি রহিয়া শোনে রাজা চন্দ্রধর॥
পুরোহিত সঙ্গে সাধু ভাঙ্গিয়া যে ধ্যান।
পদব্রজে চলি গেল সনকা বিদ্যমান॥
বেউলা-সোনাঞি গলাগলি করয়ে ক্রন্দন।
হেনকালে চন্দ্রধরে দিলা দরশন॥

লড় দিয়া গেল বেউলা ঘরের ভিতর।
চন্দ্রধরে জিজ্ঞাসিল সোনকা গোচর॥
"কাহার কুমারী গেল ঘরের ভিতরি।"
সোনাঞি বোলে, "শোন, চান্দ অধিকারী॥
এই সে পরম সতী সাহের কুমারী।
এক লৈক্ষ পূজা দিয়া পূজ বিষহরী॥"

চন্দ্রধরে বোলে শুনি পদ্মাবতীর নাম।
"বিষ্ণু, বিষ্ণু" বোলে রাজা জপে, "রাম, রাম॥"
চান্দে বোলে, "সোনাঞি, তোর হইল কুমতি।
কোন কার্য সাধিব পূজিব পদ্মাবতী॥
জানি যাউক যে ধনজন আমার নিছনি।
কণ্ঠে প্রাণী থাকিতে না পূজিব লঘু কাণী॥
যাবত যে চন্দ্রধর জীয়ন পরাণে।
তাবত না পূজিব আমি দৃঢ় কৈল মনে॥"

নিষ্ঠুর বচন শুনিয়া সত্যভঙ্গ তার।
বিপুলা উঠিল গিয়া ডিঙ্গার উপর॥
কোপ করি বিপুলাএ ডিঙ্গা বাহি যায়।
প্রজাগণে গিয়া তবে চান্দেরে বুঝায়॥
"একদিন পূজ তুমি জয় বিষহরী।
আপনার পুত্র তুমি আন আগবাড়ি॥"

তার শেষে বোলিলেক সোনকা সুন্দরী।
"একদিন পূজ তুমি জয় বিষহরী॥
নহে মরিব আমি কাটারি করি ভর।
ত্রিরি বধ দিব আমি তোমার উপর॥"

CENTRAL LIBRARY



চম্পক নগরের লোক বোলে বহু লোকে।
চৌদিকে বেড়ি কান্দে চান্দের সমুখে॥
সোনাঞ্চির বাপ বসুদেব ধাইয়া আইলা রড়ে।
আসিয়া ধরিল যে চন্দ্রধরের করে॥
চান্দের হাতে ধরি বোলে, "আমার মাথা খাও।
একদিন পদ্মা পূজ, চম্পকের নাথ॥
আমার বচন যদি নাহি শোন কানে।
ব্রহ্মবধ দিব আমি তোমার উপরে॥
সর্বনাশ হইবা তুমি মোর ব্রহ্মশাপে।
দশাথ রাজা মরে অন্ধমুনির শাপে॥

ব্রহ্মশাপে সগরের পুত্র সব মরে।
ব্রহ্মশাপে রাবণ রাজা সবংশে সংহরে॥
ব্রহ্মশাপে অসুর পড়িল ধরাধর।
ধর্মশাস্ত্র নাহি বোঝ, বাণিঞা যে মূঢ়॥
যদি সে না পূজ পদ্মা করিব তিরস্কার।
শাপ দিয়া সর্বনাশ করিমু তোমার॥

দেব-গুরু-ব্রাহ্মণ আর মাতাপিতা।
বাণিয়ার ঠাঁই নাহি এথেক মান্যতা॥
কাক হস্তে সেয়ান যে বাণিঞা ছাওয়াল।
বাণিঞা হৈতে ধূর্ত যে তারে দেই পান॥
সোনারূপা জরি কতে এই আশা তোর।
তুমি ছার জন্মিয়াছ কোলের খাঁখার॥"

ব্রাহ্মণে হাতে ধরে শূদ্রে ধরে পাএ।
পাত্রগণে চান্দের আগে কহিয়া বোঝায়॥
"একদিন পূজ, সাধু, জয় বিষহরী।
ধনে পুত্রে ঘরে লহ, চম্পক-অধিকারী॥"

প্রজাগণের বচন শুনিয়া চন্দ্রধর।
গদ্‌গদ করি বোলে প্রজার গোচর॥
পদ্মা পূজিবারে যেন চান্দ সদাগরে।
চিত্তে সাতপাঁচ করে মুখে নাহি সরে॥
"কোন মুখে বলিবাম পদ্মা পূজিবারে।
কি সুখে বলিব আমি পদ্মা পূজিবারে॥

CENTRAL LIBRARY



কি করিব পুত্রে মোরে কি করিব ধনে।
না পূজিব পদ্মাবতী দৃঢ় কৈলা মনে॥

ব্রহ্মবধ স্ত্রিবিধ হইব যে তোরে।"—
ইঙ্গিতে বোলিল চান্দ পদ্মা পূজিবারে॥
পদ্মা পূজিবারে সাধু ইঙ্গিতে বোলিল।
পুরীর ভিতরে তবে জয়কার হইল॥

নানা বাদ্য বাজে চান্দের চারিপাশে।
এহা দেখি চন্দ্রধরে মনে মনে হাসে॥
হেনকালে চান্দের খুড়া আইল বঙ্কাইধর।
কহিতে লাগিল কথা চান্দের গোচর॥

"বাপের কুপুত্র হইলা বংশের হইলা ছার।
তোমা হইতে হইল কুলের খাথার॥
মনুষ্য হইয়া দেবেরে কহ সদাএ মন্দ।
কোন সিদ্ধি হইব, তুমি ছাড় এ কর্ম॥
আপনা বুদ্ধি, বেটা, বাখান আপনে।
তুমি হন্তে কুলনিন্দা হইল ত্রিভুবনে॥
দেবনিন্দা কুলনিন্দা করে যেই জনে।
কুলক্ষয় শ্রীভ্রষ্ট হএ দিনে দিনে॥
বাণিয়ার বেটা তুমি কহ বড় কথা।
পদ্মা সহ বাদ কর ক্ষান্ধে নাহি মাথা॥
আজু তোমার পুরী সঁপি দিলাম পদ্মার তলে।
কি করিতে পার তুমি আপনার বলে॥
আপনে না জান, বেটা, তুমি কোন জন।
পদ্মার দ্বেষে পাও বেটা এথ বিড়ম্বন॥
মাথাটি মুড়াইআ দেখ পদ্মাবতীর পাএ।
সর্বরক্ষা করিবেন মনসা দেবী মাএ॥"

এত শুনি মনে মনে পদ্মা পূজিবারে।
কেহ নাচে কেহ গাএ পুরীর ভিতরে॥
মুদিত দোলাতে চড়ি সোনকা সুন্দরী।
চৌদলে সোআর হইয়া চান্দ অধিকারী॥
লৈক্ষে লৈক্ষে পাইক সবে ধরিছে জোগান।
সকল সহিতে চান্দে করিছে পয়ান॥

CENTRAL LIBRARY



পাইকে ধামালি করে পাইকে ঢাল সাজে।
সানন্দেতে চান্দ গেল রাজঘাটের মাঝে॥
প্রজা সব সঙ্গে করি ঘাটপারে বসিয়া।
কিনারে রাখিল কটক উলাস দিআ॥
তাহা দেখি বিপুলা যে আনন্দিত মন।
রাজঘাটে নিয়া ডিঙ্গা চাপাইল তখন॥

সাত পুত্র দেখি যে সোনকা সুন্দরী।
তাহা দেখি সোনকা যে আনন্দ বিস্তরি॥
সাত পুত্র দেখি সোনাই বিপুলার মুখ।
সকলি পাসরে সোনাই জন্মের যত দুখ॥
ধন্বন্তরি দেখি সোনাই ব্রাহ্মণ সমাই।
সানন্দিত হইল তবে দেখিয়া লখাই॥
চান্দের মনসাধ বিপুলা মনোমোহন।
কুবুদ্ধি গেছিল চান্দের শুভ হইল মন॥
হৃদয়ে চিন্তিয়া কিছু বোলিল সম্ভ্রম।
"এবে সে মনের মোর খণ্ডিল ভ্রম॥"
পদ্মাতে ভক্তি হইল চান্দ হইল আনন্দিত।
"এহা হন্তে বড় কারে বোলিব বিদিত॥
মইলে মড়া আনি দিল ঘরের ভিতর।
হেন দেব না পূজিব, পূজিব কারে বড়॥"

এতেক ভাবিয়া চান্দ রহিল সদাগর।
হইলেক সোনকার পদ্মাবতীর বর॥
করজোড় করি বোলে সোনকা সুন্দরী।
হরষিতে তড়ে উঠে জয় বিষহরী॥
পদ্মা বোলে এই কথা, "উঠিতে না পারি।
কালদণ্ড এহেন দেখ হেমতাল বাড়ি॥
যদি পূজিব সত্য করুক সদাগর।
হেমতাল পেলাউক জলের ভিতর॥"

এত শুনি চন্দ্রধর কহিতে লাগিল।
"পিছ দিআ বাম হাতে তোমারে পূজিম॥
শিবলিঙ্গ আমি পূজি যেই হাতে।
সেই হাতে তোমারে পূজিতে না লয় চিতে॥

CENTRAL LIBRARY



স্পষ্ট করি কহি যদি সত্য কহিতে উচিত।
হও তুমি শিবের কন্যা হইয়াছ পতিত॥
জাতিহীন জাতি তুমি না কর বিচার।
যেই পূজা পূজে তুমি যাও খাইবার॥
পঞ্চ কুলীন মধ্যে আমি যে কুলীন।
কোনকালে কোন কর্ম না করিছি হীন॥
লোভভাবে, পদ্মা, তুমি ছাড় দেব ভাও।
দেবতার ভোগ এড়ি চেঙ্গ বেঙ্গ খাও॥"

পদ্মা বোলে, "চন্দ্রধর, না কর অনুচিত।
কেন দুরক্ষর বাক্য বোলহ কুৎসিত॥
যে পুনি সুজন হয় তার সমান ব্যবহার।
কোনকালে দুষ্য বাক্য মুখে না আইসে তার॥
মহাদেবের শিষ্য তুমি, আমার হও ভাই।
আমাকে মন্দ বোলি তুমি বাড়াহ বড়াই॥
অল্প মনিষ্য হইয়া ধর পরছায়া।
অহঙ্কারে পঞ্চ বহ সেই গর্ব পাইয়া॥
এইখানে মুখে রক্ত তুলি দেখ তোর।
কোন দেবের শক্তি রয়াছে রাখিবারে তোর॥
ত্রিদশের দেবতাগণে নাহি ধরে টান।
তুমি ছার মারিতে কথ বড় সম্মান॥"

যত বোলে পদ্মাবতী গঞ্জনা বচন।
শুনি হেঁট মাথা চান্দ করিছে সহন॥
"আপনার ভালমন্দ বুঝিবা আপন।
চন্দ্রধর নাম তুমি ধর কি কারণ॥
স্বর্গ-মৈর্ত পাতাল যে এ তিন ভুবন।
সকল মারিতে পারি মোর বিষ বাণ॥
সবে পূজ তুমি শঙ্কর-ভবানী।
মোর হাতে দুই জনে হারাইছে পরাণী॥
বাপ হেন সম্বন্ধেহ না মারিলুম মনে।
কোপদৃষ্টে সতাইরে বধিলুম জীবনে॥
দেবগণে স্তুতি করি বোলিল ভজিয়া।
তে কারণে এতেক তুলিলু জীয়াইয়া॥
তোমা কি করিতে পারে শঙ্কর-ভবানী।
আমারে গালি দিয়া তুমি বাড়াইলু বাণী॥

CENTRAL LIBRARY



আমারে গালি দিয়া তুমি বাড়াহ বড়াই।
সোনকার গোচরে এড়াউ মোর ঠাঁই॥
তুমি পূজিলে মোকে পূজিব সর্বলোকে।
তে কারণে এতেক বলিএ তোমাকে॥"

সোনাঞি বোলে, "শোন রে নির্বোধ সদাগর।
এক মনে পদ্মা পূজ পাষাণ্ড না কর॥"
চান্দে বোলে, "যদি পূজন বিষহরী॥
পশ্চাতে শুনিলে কষ্ট করিবেক গৌরী॥"
চান্দে বোলে, "তোমা পারি পূজিবারে।
আমার নাম চান্দোয়ায় টাঙ্গাও ত উপরে॥"

হেনকালে নেতা আসি কহে পদ্মার ঠাঁই।
"কাপড় টাকিতে তাতে কিছু দোষ নাই॥"
এথ শুনি পদ্মাবতী করিল অঙ্গীকার।
সাবধান হৈল সাধু পদ্মা পূজিবার॥
করজোড়ে কহে কথা পদ্মা পূজিবার।
হেমতাল পেলাএ জলের উপর॥

হেনকালে নেতা দিকে চাহে বিষহরী।
চিলরূপে হেমতাল লইয়া গেল হরি॥
তাহা দেখি পদ্মাবতী হরষিত মন।
চান্দের সাক্ষাতে পদ্মা দিল দরশন॥

## মনসা-পূজা

পদ্মা বলে, "শুন, চান্দ, আমার বচন।
এক লৈক পূজা দিয়া আমারে পূজন॥"
করজোড়ে কহি কথা চান্দে যে গোচর।
"এক লৈক পূজা দিমু কোন গুণ মোর॥"
চান্দে বোলে, "দিব আমি নব লক্ষ পূজা।"
পূজার আদেশ করে চন্দ্রধর রাজা॥

জয় উৎসব নানা ধ্বনি মঙ্গল চারিভিতি।
মৈধ্যে বসাইল নিয়া জয় পদ্মাবতী॥

CENTRAL LIBRARY



বিচিত্র চান্দোয়া দেখিতে সুন্দর।
পদ্মার উপরে টাঙ্গাইল রাজা চন্দ্রধর॥
বাম পাশে বসিলেক পাত্র যে নেতাই।
নব খণ্ড ঘট পাতি থুইল তথাই॥
সোনারূপা ঘট সব ভরিয়া সমুখে।
আতপ তণ্ডুল দিল চাঁপা কদলীকে॥
লক্ষ লক্ষ সোনারূপা তোলে তার মৈধ্যে।
চাঁপা কদলী দিয়া ভরিলেক দুগ্ধে॥
চারিদিকে পদ্ম পুষ্প দিল তাহাতে।
আলো তণ্ডুল দিল চাঁপাকলা তাতে॥

নানা পুষ্পে পদ্মা পূজে সুগন্ধি যে বাও।
পূজা খাইতে বসিলেক মনসা দেবী মাও॥
চৌদিগে ব্রাহ্মণগণে করে বেদধ্বনি।
পূজা পূজিবারে বৈসে চান্দ চূড়ামণি॥
পূজার বিধান যেন যেইরূপে থাকে।
তেন মতে পূজা করে ব্রাহ্মণ সকলে॥
পদ্মাপুরাণ চাহিয়া পূজা করএ ব্রাহ্মণে।
সেইমতে পদ্মা পূজে নানান বিধানে॥

যতেক বলি আনিলেক পূজার যে স্থানে।
এ সকল এক এক করি উচ্ছগ্যে ব্রাহ্মণে॥
শতে শতে বলি সব এক এক করিয়া।
বলিদান করে সবে ভক্তি করিয়া॥
লক্ষ লক্ষ বলি কাটে মৈষ ছাগল।
বলি কাটি দেন পদ্মার থালের উপর॥

বলি পাইয়া পদ্মাবতী হরষিত বড়।
পদ্মার থালেত দিল চান্দ সদাগর॥
তাহা দেখি হরষিত পুরীর সকলে।
শতে শতে মৈষ কাটে খাড়ুয়া সকলে॥
সকল কাটিয়া দিল পদ্মার থালের উপরে।
বলি খাইয়া পদ্মাবতী হরষি অন্তরে॥

সর্বসিদ্ধ নররূপ ধরে সেই ক্ষণ।
শরীর গোটা হইল যেন পর্বত সমান॥

CENTRAL LIBRARY



বিশাল বিষমুখ করিল বিদার।
দুই চক্ষু জলে যেন অরুণ আকার॥
তাহা দেখি পূজকগণের হইল মোহন।
পদ্মারে দেখিয়া চান্দ কম্পিল তখন॥

"বলি কাট, কাট" বোলে চন্দ্রধরে।
বেড়া কোপে বলি কাটে চান্দের গোচরে॥
কথোক চাহিতে আইল যথ সব প্রজা।
পরদিনে দিল সাধু নব লৈক পূজা॥
এই মতে ব্যবহার করে চন্দ্রধর রাজা।
সকলে বলে এই দেবীর বড় প্রজা॥
সুকবি নারায়ণ দেবের সরল পাঞ্চালী।
পূজার বিধানে বলি একটি লাচাড়ী॥

পূজে সাধু এক মনচিত্তে।
শুন রে মৃদঙ্গের ধ্বনি শঙ্খ ঘণ্টা রামবেণী
বিবাদ খণ্ডিল আজি হোন্তে॥
চাঁপাকলা পদ্মপাত চিনি চাউল দুগ্ধ ভাত
বাটা ভরি দিল গুয়া পান।
চাম্পা নাগেশ্বর স্থানে স্থানে দুস্তর
ধূপ-দীপ-নৈবিদ্য অনুপান॥
উত্তম মণ্ডপ করি গুয়া নারিকেল ভরি
চারিপাশে বান্ধিলেক ভার।
হংস ছাগল ভেড়া বলি দিল মৈষ মেলা
নৃত্যগীত মঙ্গল জোকার॥
হরিণ মৈষ যথ তাহা বা কহিব কথ
দেন পদ্মার থালের উপর।
নানা উপহার যথ তাহা বা কহিব কথ
লৈক লৈক হংস-কৈতর॥
অগোর চন্দন দিয়া কনক কমল পাইয়া
হরষিতে পূজে অধিকারী।
নারায়ণ দেবে কয় সুকবি বল্লভ হয়
হরষিতে লয় বিষহরী॥

CENTRAL LIBRARY



## বেহুলার পরীক্ষা

পদ্মা বোলে, "দূর করিলাম বিবাদের আশা।
এক লক্ষ দোষ কইলে ক্ষেমিলুম মনসা॥"
এই সত্য করি তবে মনসা দেবী এড়ে।
সাত পুত্র লই সোনাঞি পদ্মার পাএ পড়ে॥
চরণের ধূলা দিয়া পদ্মা করিল কল্যাণ।
রথ চড়ি পদ্মাবতী হইল অন্তর্ধান॥

মাথার উপরে পদ্মা রহিল কথোকে।
বিপুলা-লখাই দেখে আর না দেখে কোনকে॥
বিপুলাএ বোলে পদ্মার গোচর।
"আমায় এড়িয়া, মাও, না হও অন্তর॥
পূর্বের যথেক কথা মনে নাহি কেনে।"
পদ্মাএ বোলে, "সব জানি, না চিন্তিয় মনে॥
তোমারে এড়িয়া কেনে হইমু অন্তর।
বুঝি কি ব্যবহার করে রাজা চন্দ্রধর॥"

দূর হইতে বোলিলেক চান্দের গোচরে।
"পুত্রবধূ লইয়া যাও আপনার ঘরে॥"
চন্দ্রধরে বোলিলেক সোনকা বিদিত।
"এক কথা মনে ভাবিএ কুৎসিত॥
ছয় মাস ভাসিল বেউলা জলের উপরে।
জ্ঞাতিবর্গ শুনিয়া হাসিব আমারে॥
সাবধানে পণ্ডিত করে আমার উপর।
পরীক্ষা করিয়া বধূ চলি যাউক ঘর॥"

বেউলা বোলে, "শুন, মাও, অনন্তের আই।
তোমার চরণ বিনে অন্য গতি নাই॥
আমাকে পরীক্ষা দেয় শ্বশুর সদাগর।
দোষগুণ যত সব, মাও, তোমার গোচর॥
পরীক্ষা লইতে আমা রাখিও যতনে।
প্রভু লইয়া যাইমু যে তোমার যে স্থানে॥"
বেউলা বোলে, "পদ্মাবতি, কহি তোমার ঠাই।
আমা ছাড়ি যাও যদি ধর্মের দোহাই॥"

CENTRAL LIBRARY



পদ্মা বোলে, "বিপুলা, চিন্তা নাহি তোর।
আমি পদ্মা আছি তোর শিরের উপর॥
পরীক্ষা লও তুমি হইয়া সানন্দিত।
যুগে যুগে তব কীর্তি রহোক পৃথিবীত॥
যত পরীক্ষা লহ তুমি শঙ্কা নাহি চিত্তে।
শেষ পরীক্ষা লইতে তুলি লইমু রথে॥
বার বৎসরের দুঃখ হইল অবসান।
শাপমোচন হইতে হইল সন্ধান॥"

হরিষে বিষাদ হইল বিপুলার মন।
বিদায় করন্তি বেউলা শাশুড়ী-চরণ॥
বেউলা বোলে, "শুনগো, শাশুড়ী গোসাঞিনী।
তোমার চরণে মাগো মাগুন মেলানি॥
পরীক্ষা লইয়া যদি মরম পুড়িয়া।
খেয়াতি রহিব, মাও, সংসার ভরিয়া॥
যদি পরীক্ষা লইতে ধর্মে করে রক্ষা।
তথাপি তোমার আর নাহি হবে দেখা॥"

এথ বলি বেউলা স্নান কৈল তখন।
পার্বতী আদি পূজিলেক যথ দেবগণ॥
বোলিতে লাগিল বেউলা শাশুড়ী-গোচর।
"কোন পরীক্ষা দিবে, আনহ সত্বর॥"

এথ শুনি চন্দ্রধর আনন্দিত মন।
অষ্ট পরীক্ষা সাধু আনিল তখন॥
বিপুলা পরীক্ষা লইব মর্ত্যভুবন।
পরীক্ষা লইতে আইল যত দেবগণ॥

ব্রহ্মা চড়িয়া আইল হংসবাহন।
গরুড়ে চড়িয়া বিষ্ণু আগিলা আপন॥
ঐরাবতে চড়ি আইলা দেব পুরন্দর।
নারদ আদি চলি আইলা যত মুনিবর॥
আঙ্গলা মঙ্গলা আইলা তারা দুই ভাই।
বৃষভেত চলি আইলা হর ভাঙ্গড়াই॥
চন্দ্রসূর্য চলি আইলা নক্ষত্র যে গণ।
তিথি-বার চলি আইলা যোগ কারণ॥

CENTRAL LIBRARY



রম্ভা উর্বশী আইলা লক্ষ্মী সরস্বতী।
পরম কৌতুকে আইলা গঙ্গা ভাগীরথী॥
কালিকা দেবী চলি আইলা কামরূপিণী।
সংহতি চলিয়া আইলা চৌষট্টি যোগিনী॥
দেবতা সকল আইলা একত্র হইয়া।
যার যে বাহনে রঙ্গ চাহেত বসিয়া॥

প্রণাম করিল বেউলা দেবের চরণ।
পরীক্ষা লইতে বেউলা করিলা গমন॥
সুকবি নারায়ণ দেবের সরস পাঞ্চালী।
পরীক্ষা সময়ে বোলি এক লাচাড়ী॥

পরীক্ষা লয় বিপুলা সুন্দরী।
দুই ভাগ করি কেশ নাহি জানি পাপ লেশ
সাক্ষী হইও, জয় বিষহরি॥
বোলিলেক চন্দ্রধর, "সাপ-পরীক্ষা কর"—
পরীক্ষা লয় সাহের নন্দিনী।
পরম কৌতুক করি সাপের মুখেত ধরি
কাড়ি লইল মাথার যে মণি॥

বোলে বেউলা শ্বশুর-গোচর।
"সর্প-পরীক্ষা জিনি কাড়ি লইল মাথার মণি
আর পরীক্ষা দেও ত সত্বর॥"
চান্দে বোলে, "শুন, মাও, কুশাঙ্কুরে হাঁটি যাও
যশ হউক ভুবন ভরিয়া।
কুশাঙ্কুর ক্ষুরের ধার হাঁটিয়া হইবা পার
আর লইবা অযুত কাঞ্চনে।
যদি লইবা পরীক্ষা তবে হইব সত্য রক্ষা
যশ রইব এ তিন ভুবনে॥"

মিলিয়া যত পণ্ডিত শুধিল কাঞ্চন যত
পরীক্ষিতে করি অগ্নিজ্বালা।
মঞ্জুরী পেলিল তাত তার মধ্যে দিল হাত
ছানিয়া যে তুলিল বিপুলা॥

CENTRAL LIBRARY



হরষিত বিপুলা সুন্দরী।
অন্তরীক্ষে দেবগণ দেখিয়া কৌতুক মন
পদ্মা হাসে রথে ভর করি॥
চন্দ্রধরে বোলে হাসি, "কহিতে শঙ্কা বাসি
আর এক পরীক্ষা লইবার।
বান্ধি চারি হাত পায় সাগরে হাঁটিয়া যায়
ভাসে বেউলা জলের উপর॥"

শুক পাটের গৌণ ছান্দি চারি হাতপাও বান্ধি
নামে বেউলা সায়রের বরে।
বিপুলারে না দেখিয়া লখাই কান্দে উঠিয়া
দুই চক্ষুর জল পড়ে ধারে॥
দুই ভাগ হইল জল বিপুলা যে নহে তল
ছুটিলেক সকল বন্ধন।
জলের উপর হাঁটি পুনি পাএত না ছোঁয় পানী
তটেত উঠিল ততক্ষণ॥

সর্বলোকে হরি বোলে বিপুলা উঠিল জলে
তারে দেখি হাসে লক্ষীন্দর।
বোলে চম্পকের পতি, "শুন রে, বেহুলা সতী,
যদি শূন্য-পরীক্ষা লইতে পার॥
লোকমুখে কৌতুক খণ্ডুক মনের দুখ
দেখিয়া প্রশংসা করুক সকলে।"
গন্ধর্বাদি সিদ্ধাগণ বন্দিলেক চরণ
বসিলেক পরম যে ধ্যানে॥
আসনেতে পাও দিয়া রইল বেউলা ধ্যান হইয়া
রৈল বেউলা শূন্যে করি ভর।
সোনকার হাতে ধরি নানান প্রকাশ করি
বাহু তুলি নাচে চন্দ্রধর॥
তার শেষে চন্দ্রধর আনিলেক জৌএর ঘর
তাতে বেউলা করিল প্রবেশ।
তৈলঘৃত দিল ঢালি পুড়িলেক অগ্নি জ্বালি
নাহি লয় একগাছি কেশ॥

CENTRAL LIBRARY



নিষ্ঠুর বড় চান্দ বণিক্যা।
এতেক পরীক্ষা দিয়া তবু না জুড়াইল হিয়া
শেষে দিল তুলা-পরীক্ষা ॥
সের কামানি করি এক পাশে তুলা তুলি
আর পাশে বিপুলা সুন্দরী।
বেউলা বোলে, "লখীন্দর, পূর্বকথা মনে কর
এই সময় চল সুরপুরী ॥"

অন্তরীক্ষে বোলে মনসা।
মাথার উপরে থাকি বোলিলেক পদ্মা ডাকি
"ঝাটে চল, অনিরুদ্ধ-উষা ॥"
নামিয়া পড়িল তুলা ভাসিয়া উঠিলা বেউলা
সতী কন্যা সর্বলোকে বোলে।
নারায়ণ দেবে কয় সুকবি বল্লভ হয়—
লখাই লইয়া বিপুলা যে চলে ॥

ধন্দ হইল চম্পকের নাথ।
বেউলা-লখাই দুইজন হইলেক অদর্শন
সোনাঞির মুণ্ডে পড়ে বজ্রাঘাত ॥

## সনকার ব্যথা

"পুত্র, পুত্র" বোলি সোনাঞি ভূমিতে পড়িল।
মুখে রাও নাহি আইসে মূছিত হইল ॥
অচেতন হইল সোনাঞি হইল হতাশ।
কণ্ঠে প্রাণী নাহি রয় বুকে নাহি শ্বাস ॥
ছয় বধূ মিলিয়া তবে মাথে ঢালে পানী।
"হের, আইসে লক্ষীন্দর, উঠ ঠাকুরানী ॥"

চেতনা পাইয়া সোনাঞি চক্ষু মেলি চাই।
"কোথাএ মোর পুত্রবধূ প্রাণের লখাই ॥
কি হইল, কি হইল" বলি পোহাএ রজনী।
"চাহিতে হারাইনু পুত্র মুঞি অভাগিনী ॥"
ক্রন্দন শুনিয়া সাধু না ধরে পরাণে।
চান্দেরে ভর্ৎসয়ে সোনাঞি যত লয় মনে ॥

CENTRAL LIBRARY



সোনাঞি বোলে, "শুন রে নির্বোধ, সদাগর।
তোর দোষে হারাইলু পুত্র লক্ষীন্দর॥
তখনে না জান তুমি পতিব্রতা সতী।
কিরূপে আনিল ধন জীয়াইয়া পতি॥
হেন জ্ঞান মনেতে যে না হইল তোরে।
না জানি কেমন দোষ দিয়া গেল মোরে॥
দুর্বুদ্ধি হইল সাধু পাতিলে জঞ্জাল।
কাকের বাসাতে কোকিল থাকে কত কাল॥
মানুষ ম্লেচ্ছ জাতি উপকার নাই।
এহা জানি অন্তরীক্ষ হইল লখাই॥
দেবপুরে গেল, সাধু, জীয়াইবার আশে।
এথ দিন ছিল আমি মনের ভরসে॥
আজি সে মরিল মোর পুত্র লক্ষীন্দর।
বিফল জীবন মোর কাটারি করি ভর॥"

পুরী জুড়িয়া সব উচ্চরোল হইল।
"পুত্র, পুত্র" বোলি সোনাঞি নিজ ঘরে গেল॥
চন্দ্রধরের রাজ্যকার্য্য রহক এই মতে।
বিপুলা-লখাইর কথা শুন এক চিতে॥

---

CENTRAL LIBRARY

# বিদায়

## উজানি নগরে

অন্তর্ধান হইল যদি বিপুলা-লখাই।
দেবপুরে লইয়া চলে অনন্তের ঠাই॥
বেউলা বোলে, "শুন, নাই, অনন্তের ঠাই।
এক নিবেদন, মাও, করি তোমার ঠাঁই॥
তোর কার্য সিদ্ধি হইল খণ্ডিলেক দুখ।
একবার না দেখিলাম মাওবাপের মুখ॥
রথ রহুক খানিক, অপেক্ষা কর তুমি।
যোগিবেশে চাইয়া তবে আসি গিয়া আমি॥
আর মনুষ্যকুলে না আইসিব আমি।
মাওবাপ ঠাঁই গিয়া আসি—যদি বোল তুমি॥"

পদ্মা বোলে, "শুন, মাও, বিপুলা সুন্দরী।
সবাই মিলি চল যাই উজানি নগরী॥"
রথ খেদাইয়া পদ্মা করিল গমন।
উজানি নগরে গিয়া দিল দরশন॥
রথটি ফিরাইয়া পদ্মা রহিলা তথাই।
যোগীর বেশ ধরে তবে বিপুলা-লখাই॥

"গোরক" বোলিয়া পদ্মা হুঙ্কার মারিল।
যোগীর বেশত যাইয়া তথাতে মিলিল॥
উভা করি বান্ধে কেশ বিপুলা সুন্দরী।
দেশান্তরি-রূপ নিল বিপুলা সুন্দরী॥
তাহার উপরে দিল রুদ্রাক্ষের মালা।
যোগীর বেশ ধরিলেক লখাই-বিপুলা॥
তাম্রকুণ্ডল দিল শিরের উপরি।
তামার তাড় তামার খাড়ু দুই হস্তে পরি॥
সর্বাঙ্গ ভরিয়া দিল বিভূতি ভূষণ।
আভে আচ্ছাদিল যেন অরুণ কিরণ॥

CENTRAL LIBRARY



রক্তলোচন যোগী মুদ্গর হাতে করে।
উত্তম ঘিলিক পরে গ্রীবার উপরে॥
ব্যাঘ্রচর্ম লইলেক বাম কান্ধে করি।
তামার শিকলি দিয়া বান্ধিল কাঁকালি॥
যোগিবেশ ধরিলেক নানান পরিপাটি।
বাম হাতে তামার থাল ডাইন হাতে লাঠি॥
পদ্মার চরণ যোগী করিয়া বন্দন।
রথ হোতে নামে যোগী নামেত শুভক্ষণ॥

আপনেতে রঙ্গ চাহে রথের উপর।
হাঁটিয়া যে দুই যোগী মিলিল সত্বর॥
সত্য যোগী বোলি দুই তবে চলি যায়।
ঘরে ঘরে দুই যোগী রহিয়া রঙ্গ চায়॥
গোরক্ষ নাম ঘন ঘন দুই যোগীর যে টান।
যোগী দেখি সর্বলোকের উড়ি গেল প্রাণ॥
"ধন্য, ধন্য" দুই যোগী সর্বলোকে বলি।
চাউল-কড়ি নগরিয়া দেয় থাল ভরি॥
যোগার থালেত দেহেন ভরিয়া।
নগরে নগরে যোগী বেড়ায় হাঁটিয়া॥

এই মতে দুই যোগী হাঁটে দ্বারে দ্বারে।
যতি গোরক্ষ বলিয়া যে সদাই ফুকারে॥
স্ত্রিরি-পুরুষ যত উজানি নগরী।
যোগী চাহিতে সর্বলোক যায় বাড়ী বাড়ী॥
বড় বড় নগরিয়া সাহের গোত্র বোলি।
অঞ্জুলি ভরিয়া দেন থালের উপরি॥
চৌদিগে ছিটিয়া ফেলে সর্বলোকের ঘরে।
চাউল-কড়ি নগরিয়া দেহে থালের উপরে॥
এই মতে দুই যোগী বেড়ায় কৌতুকে।
নগরিয়া লোকে চাহে চাহে লাখে লাখে॥
যত লোক জিজ্ঞাসে উত্তর না দেয় কারে।
নগর ছাড়িয়া যায় সাহের দ্বারে॥

যোগী বোলে, "ওহে, দ্বারি, দ্বার দেও ছাড়ি।
বাড়ীর ভিতর গিয়া শৃঙ্গনাদ করি॥"

CENTRAL LIBRARY



দ্বারী বোলে, "হেন বাক্য বোল কি কারণ।
দ্বার ছাড়ি দিতে নারি বিনি পরমাণ॥
ক্ষণিক বিলম্ব কর এইখানে বসি।
রাজার নিকটে গিয়া আনি গিয়া আসি॥"

যোগী বোলে, "দ্বারি, আসিও শীঘ্র করি।"
দ্বারে কপাট দিয়া চলিলেক দ্বারী॥
কহিতে লাগিল দ্বারী রাজার গোচর।
"দুই যোগী রহিয়াছে বাহির যে দ্বার॥
মনুষ্যের হেন রূপ নাহিক সংসারে।
বাড়ীর ভিতরে তারা চাহে আসিবারে॥
তে কারণে আসিয়াছি জিগাতে তোমারে।
বসিয়া রহিছে যোগী বাহির যে দ্বারে॥"

"গোরক্ষ" বোলি দুই যোগী মারিল হুঙ্কার।
কপাট হুড়কা চারি ভাঙ্গিলেক দুয়ার॥
দুই যোগী প্রবেশিল বাড়ীর ভিতরে।
"সত্য গোরক্ষ" বোলি যোগী শৃঙ্গনাদ করে॥
ব্রহ্মজ্ঞান সুমরিয়া যে বসিল ভূমিত।
যোগী বোলে, "সুখে থাক, চন্দ্র-আদিত॥"

এথ শুনি সাহে রাজা দিল আগুসার।
যোগী দেখিয়া রাজার ভক্তি অপার॥
তুষ্ট হইল সাহে রাজা কুমার বণিক।
যোগীর থালে দিল পঞ্চ মাণিক॥
সাহে রাজার নারীএ থালে মাণিক্য দুই চারি।
বিপুলার থালে দিল সুমিত্রা সুন্দরী॥
সাহের সাত বেটা আইল যোগী দেখিবার।
পঞ্চ পঞ্চ মাণিক্য দিল থালের উপর॥

চারিভিতে রঙ্গ চাহে স্ত্রী-পুরুষে।
"ধন্য, ধন্য" করি সবে যোগীর প্রশংসে॥
সূর্য হেন দেখি দুই যোগীরে প্রশংসে।
দুই যোগীর রূপে দীপিত করে বাসে॥
লক্ষ্মীন্দর তবে রহিল মৌন হইয়া।
উত্তর-প্রত্যুত্তর দেহেন বিপুলা।

CENTRAL LIBRARY



বিপুলাএ বোলে, "ধনের কিবা প্রয়োজন।
ধরুয়া যোগী নহে ঘড়া ধনের কি কারণ॥
দুইখান ধন বেউলা হস্তত করিয়া।
অন্তঃপুরে পেলাইল "গোরক্ষনাথ" বলিয়া॥
হাঁটিতে হাঁটিতে বেড়ায় সাত বাহির দ্বারে।
যথ ধন পায় বেউলা ফালায় ঘরে ঘরে॥
আশীর্বাদ করে যোগী হইয়া আনন্দিত।
"এই মতে সুখে থাক চন্দ্র-আদিত॥"

আর এক থাল লইয়া হাতের উপর।
ছিটিয়া পেলাইল বেউলা রাজার দ্বার॥
"সুখে রাজ্য কর তুমি, চন্দ্র-দিবাকর।"
ঘরের খেড়ুয়াল দেখি লাগে বলিবার॥

"বিস্তর সুখভোগ করিছি এই ঘরে।
এই ছয় বধূএ আহার দিয়াছে আমারে॥
ছোট হোন্তে আমি এই ঘরে হইলাম বড়।
গুরু সনে সুখেত আমি বঞ্চিছি কথকাল॥
প্রভাতে আসিয়া মাএ শৃঙ্গনাদ করি।
সুমিত্রাএ দুগ্ধঅন্ন দিত থালি ভরি॥
বার বৎসরের কথা মনে হইল মোর।
তোমার গুণ স্মরি আইল তোমার যে ঘর॥
আর গুরু লক্ষ্মীনাথ আছএ এথাই॥
আমার নাম বিপুলা না কৈলু তোমার ঠাই॥
তাহার চরণ যুগ যুগ চিন্তিবার।
এইরূপে ফিরি আমি সকল সংসার॥
অন্নভোজন আমি সম্পূর্ণ করিয়া।
সর্বত্রে ভ্রমি আমি এহার লাগিয়া॥
তোমার পুরীতে আমি বঞ্চি সুরজনী।
প্রভাতে উঠিয়া আমি করিব মেলানি॥"

সভাসদ্ লইয়া সাধু বৈসে সেই স্থানে।
লখাই বামপাশে বৈসে করিয়া ধ্যানে॥
বাটা ভরি দুগ্ধকলা আর নারিকল।
সুমিত্রাএ আনি দিল যোগীর গোচর॥

CENTRAL LIBRARY



দুই যোগী বসিল গেরুয়া বিছাইয়া।
ধেয়ান করিয়া বৈসে সাহের সাত কুমার লইয়া ॥

বিপুলা বোলে, "প্রভু, শুনহ গোসাঞি।
ফলাহার করি চল বিলম্বে কার্য্য নাই ॥"
পাত্র পাখালিয়া কৈল পরশ গঙ্গোদক।
দুগ্ধকলা খাইলেক মিষ্ট নারিকল ॥
ফলাহার করি যোগী সানন্দিত মন।
কর্পূর তাম্বূল খায় মুখের শোধন ॥

লখাই বোলে, "বিপুলা, বিলম্ব না কর, প্রাণেশ্বরি।
মাথার উপরে দেখ জয় বিষহরী ॥"
বেউলা বোলে, "খানিক বিলম্ব কর আপনি।
যাবত লেখি এ পরিচয়-পত্রখানি ॥

## পরিচয়-পত্র

পানচূণ সাজাইয়া করিয়া রাঙ্গা কালি।
বিবরণ লেখে যত শুদ্ধ পাটের পদাবলী ॥
যার যথা জন্ম হইল সকলি লেখিল।
বিধি নিয়োজনা যেন বিবাহ হইল ॥
যেন মতে কালনাগে খাইল প্রাণপতি।
যেন মতে প্রভু লইয়া দেবপুরে গতি ॥
জলে ভাসি প্রভু লইয়া যাইতে দেবপুরী।
যথ দুঃখ পথে পাইল লেখিল সুন্দরী ॥
যেন মতে দেবপুরে নেতা সহায় হইল।
যেন মতে শিবস্থানে নেতা জানাইল ॥
যেন মতে আদেশ করিল মহেশ্বর।
যেরূপে নৃত্য কৈল দেবের গোচর ॥
যেন মতে খাইল বাঘে রে হাটুর গিলা।
আদি বিবরণ যত সকল লেখিলা ॥
যেন মতে পদ্মার সঙ্গে ছিল বিসম্বাদ।
যেন মতে দেবগণ দিলেক প্রসাদ ॥
যেন ক্ষেম করিয়া জীয়াইল প্রাণপতি।
ধনজন লইয়া কৈলা নিজ পুরে গতি ॥

CENTRAL LIBRARY



যেন মতে পরিচয় দিলা বিপুলা যতী।
যেন মতে পদ্মারে পূজিলা সোনাঞি সতী॥
যেন মতে পরীক্ষা দিলা সাতবার।
প্রভু লইয়া বড় ক্লেশে আইল নিজঘর॥

অবুধিয়া সদাগর বুদ্ধি যার ছার।
আমি অসতী হেন জ্ঞান হইল তার॥
একেশ্বর ভাগিয়া গেল দেবের যে দ্বারে।
এত বলি শ্বশুরে পরীক্ষা দিল মোরে॥
সাত পরীক্ষা আমি দিলাম একে একে।
শেষ পরীক্ষায় আমি উঠিলাম অন্তরীক্ষে॥
শাপমোচন হইল রহিতে না পারি।
মায়-বাপ চাহিতে আইলু উজানি নগরী॥
জনক-জননী দেখি খণ্ডিল মনের দুখ।
ভাই ভ্রাতৃপুত্র দেখিল বন্ধু লোক॥
তোমার কন্যা নহি, আমি স্বর্গ-বিদ্যাধরী।
তাল ভাঙ্গি স্বর্গ থাকি আনিলা বিষহরী॥
কামপুত্র লক্ষ্মীন্দর মোর প্রাণেশ্বর।
বাণের কুমারী আমি উষা নাম মোর॥

সাত ভাইয়ের বধূস্থানে প্রণাম বিদায়।
পুনি পুনি প্রণামিল জননীর পায়॥
এহ জন্মে তোমাস্থানে দরশন নাই।
শাপ পূরণ হইল স্বর্গপুরে যাই॥
তোমা দেখি না বঞ্চিল দিন অষ্টচারি।
একরাত্রি না শুইল তোমার গলা ধরি॥
বড় দয়ার কন্যা আমি তোমার বিপুলা।
হেন মায় ছাড়ি আমি চলিছি একেলা॥
পুনি পুনি জননীকে করি নিবেদন।
পরিচয় না দিলাম মায়ার কারণ॥
পরিচয় দিয়া মায় না কহিল পঞ্চকথা।
যদি বা ক্রন্দন কর—খাও মোর মাথা॥

এত বিবরণ-পত্র এড়িয়া এমত।
বেউলা বোলে, "প্রাণনাথ, হও সমাহিত॥"

CENTRAL LIBRARY



আবার ভরিয়া যোগী লইলা গুয়াপান।
এথ বোলি বেউলা-লখাই হইল অন্তর্ধান॥
হুঙ্কার মারিয়া লখাই রথেত উঠিলা।
রথে আসিয়া গেরুয়া দিল উড়াইয়া॥

গেরুয়াল খালি দেখি দুই যোগী নাই।
চমকিত সর্বশূন্য ডানে বামে চাই॥
লেখা পত্র দেখিলেক ভূমির উপর।
হাতে তুলি পাইলেক পত্র যে কুঙর॥
পত্র পড়ি নারায়ণ পাইল যে ব্যথা।
দুই হাতে থাপায় আপনার মাথা॥

নারায়ণ বোলে, "শুন, মায়-বাপ, বিবরণ।
যোগী নহে,—বেউলা-লখাই দুইজন॥
যোগী নহে নহে বোলে লক্ষীন্দর।
কপটে দেখিতে আইল উজানি নগর॥
লখাই জীয়াইয়া বেউলা ছয় মাসে আইল।
তাতে অবোধ চান্দে পাষণ্ড হইল॥
অসতী বিপুলা হেন মনে হইল তার।
আদেশিল বিপুলা পরীক্ষা লইবার॥
একে একে সাত পরীক্ষা সকলি হইল।
তুলা-পরীক্ষা হইলে আকাশে উঠিল॥
তোমা সব না দেখিল মনে রইল দুখ।
যোগীর বেশে দেখিলাম তুমি সবের মুখ॥

আপনার দিব্য লেখে মায়ের চরণ।
সাত ভাইয়ের দিব্য লাগে যদি করয়ে ক্রন্দন॥
তোমার কন্যা নহি আমি, কান্দ কি কারণ।
আমি যেই জনের কন্যা শুন দিয়া মন॥
কামের পুত্র লক্ষীন্দর বাণের কন্যা উষা।
ইন্দ্রপুর হইতে দুই আনিল মনসা॥
শাপমোচন হইল রহিতে না পারি।
স্বর্গপুরে যাই আমি রহিতে না পারি॥

বাপ-মাও আদি করি যত গুরুজন।
প্রণাম করিলা বেউলা সোনাঞির চরণ॥

CENTRAL LIBRARY



বন্ধুবান্ধবের তরে লিখিছে বার বার।
সকলের চরণে মাগি হে পরিহার॥
পুনি পুনি মায়েরে জানাইছে প্রণাম।
বড় দয়ার আমি বিপুলা মোর নাম॥
উদরে ধরিয়া যথ পাইলা যন্ত্রণা।
সে সকল ক্লেশ মনে রহিল আপনা॥
ইহজন্মে তোমা সঙ্গে আর দেখা নাই।
অপরাধ ক্ষেম মোর, স্বর্গ পুরে যাই॥
মায়া বাড়াইবা বলি না দিলু পরিচয়।
যোগীর বেশে দেখা দিয়া জন্মিল বিনয়॥"

এই সব বিনয়ে লেখিলা বিপুলা।
পত্র পড়ি নারায়ণ কান্দিতে লাগিলা॥
এথ শুনি সাহে রাজা অচৈতন্য হইল।
অঝোর নয়নে সাহে কান্দিতে লাগিল॥
কান্দি দেবী সুমিত্রায় হইল মোহিত।
অচৈতন্য মহাদেবী পড়িল ভূমিত॥

সাত পুত্রে সায় রাজা কোলে লইল তুলি।
"হের আইসে বেউলা, রাজা, চাহ চক্ষু মেলি॥"
দুই চক্ষু প্রকাশিল চাহে চারিভিত।
"কোথায় বিপুলা মোর প্রাণের বাঞ্ছিত॥"
কান্দিয়া সুমিত্রা দেবী ফিরে ঘরে ঘরে।
"কোথায় মোর বিপুলা দেখাইয়া দাও মোরে॥"
নারায়ণ দেবে বোলে সরস পাঁচালী।
সুমিত্রা বিলাপ করে, "বেউলা, বেউলা" বোলি॥

## অশ্রুর তর্পণ

কান্দে রাণী সুমিত্রা বাণ্যানী।
"প্রাণের বাঞ্ছিত, বেউলা, আমা ছাড়ি কোথায় গেলা
কিরূপে বঞ্চিব অভাগিনী॥
সাত পুত্র প্রসবিল সব শেষে তোমা পাইল
মুখ দেখি দুখ দূরে গেল।
একাদশ বৎসর পালি তোমা কৈল বড়
যত্নে বর লক্ষ্মীন্দর পাইল॥

CENTRAL LIBRARY



যেন কন্যা তেন বর ঘটাইল গঙ্গাধর
বিহা দিয়া বড় পাইনু শোকে।
শ্বশুর চান্দোয়া তোর নাগের বাদুয়া বড়
গুণাগুণ জানে সর্বলোকে॥
জামাই খাইল কালনাগে কালরাত্রি নিশাভাগে
তাতে ক্লেশ পাইল বহুতর।
অনেক করিলা লীলা চালাইয়া আইলা সপ্তভেলা
চলি গেলা দেবের নগর॥
সে সকল বার্তা পাইয়া রাত্রিদিবা পুড়ে হিয়া
আশা ছিল আসিবা করিয়া।
ফিরিয়া আইলা পুরী রাত্রিদিবা ব্রত করি
ঘরে আইলা প্রভু জীয়াইয়া॥

শুনিনু, বিপুলা আইল প্রভু লখাই জীয়াইল—
অপূর্ব কাহিনী অতিশয়।
মনেতে অভীষ্ট হইল মোর ঘরে নিমু আইলে
অবশ্য দেখিমু কাল মাএ॥
তাতে বিধি বাদী হইল শ্বশুরে পরীক্ষা দিল
তাতে জিনি যশ রাখিল।
শাপান্ত হইল শেষ খণ্ডিল সকল ক্লেশ
প্রভুসঙ্গে স্বর্গে গতি কৈল॥
এমত ব্যথিত ঝি কি অভাগীক করি দুখী
আমা চাহিতে আইল উজানি।
পরিচয় যদি দিয়া পুরাইতে মায়ের হিয়া
তখনে কান্দিয়া মরিত জননী॥"

সুমিত্রা কান্দে রাএ শোকে প্রাণী ফাটি যায়
নয়ানে বহয়ে জলধারা।
পড়য়ে নয়নের নীর নিবারিতে নহে স্থির
ভূমি পড়ি গড়াগড়ি সারা॥
কান্দনের নাহি ওর দুই চক্ষু হইল ঘোর
শোকে ক্লেশে শরীর বিন্ধিল।
ভাই কান্দে, কান্দে বাপ মনে বহু সন্তাপ
উজানিতে হইল বহু রোল॥

CENTRAL LIBRARY



নারায়ণ দেবে কয় বিপুলা মনুষ্য নয়
শাপমূলে জন্ম ক্ষিতিতলে।
মনসার দয়া হইল শাপান্ত মোচন ভেল
যুগে যুগে যশকীর্তি রহে ॥

"বেউলা, বেউলা" সুমিত্রা ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
দুই নয়ানের চক্ষুর জল ঝরে ॥
"আমাদিগে নাহি দেখ অলস্ত আগুনি।
তোমার শোকে মরিমু যে মুই অভাগিনী ॥"

সুমিত্রার কান্দনে বৃক্ষের পত্র ঝরে।
আছুক অন্যের কাজ পাষাণ বিদরে ॥
সাহের কান্দনে কান্দে পাত্রমিত্রগণে।
জ্ঞাতিগোত্র মিলি কান্দে অঝোর নয়ানে ॥

হস্তিঘোড়া কান্দে যত পোষনিয়া পাখী।
দাসদাসী কান্দে আর সেই পুরে থাকি ॥
মাসীগণ কান্দে আর কান্দে মাসত।
পুরোহিত পাত্র-মিত্র কান্দয়ে বহুত ॥
সঙ্গের খেড়ুয়াল সব যুবা-যুবতী।
"হাহা রে, উষা" বোলি কান্দে লুটাইয়া ক্ষিতি ॥
বুকে হানে চুল টানে রতি নামে ধাই।
"আমারে না নিলা সঙ্গে বিপুলা-লখাই ॥"

এই মতে পুরে সবে কান্দনের ধ্বনি।
কেহ কারে শান্ত করে শিরে ঢালি পানী ॥
শান্ত হইয়া সব লোকে চলি গেলা ঘরে।
লখাই-বিপুলা-পদ্মা গেল স্বর্গপুরে ॥
নারায়ণ দেবে কয় নরসিংহ সুতে।
পদ্মার চরণে মন রহুক এইমতে ॥

———

CENTRAL LIBRARY

# পরিশিষ্ট

## টীকা ও শব্দসূচী

CENTRAL LIBRARY

# টীকা

## হরি দত্ত

**ওলা**—প্রা. হলা>অলা, ওলা, ওলো; নারীদিগের পরস্পর প্রণয়সূচক সম্বোধন-বাচক পদ। কিংবা ওলা শব্দের অর্থ নামা, এখানে (তুমি) নাম, দেশী শব্দ, তু° ওলাউঠা, বাহা, বমি; কিংবা স° অবতরতু>অব্‌অরদু>ওরউ, ওর; 'রলয়োরভেদঃ' এই নিয়মে ওল, ওলা। কিন্তু 'নাম' এই অর্থে এখানে দেশী শব্দ বলিয়া ব্যাখ্যা করাই সমীচীন। 'ওলা শুনি' ইত্যাদি—স্বর্গ হইতে নাম, চল আদ্যের কাহিনী শুনি। ইহা স্বর্গস্থিত মনসার প্রতি তাঁহার সহচরী নেতার উক্তি।

**আদ্যের**—আদ্য, জগতের আদিভূত, এখানে শিব। মালদহে 'আদ্যের গম্ভীরা' অর্থে শিবের মহিমাসূচক ধর্মানুষ্ঠান। ধর্মঠাকুর অর্থে কথাটি মধ্যযুগের বাংলায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে; তু° 'কত পদ্য বাদ্য বাজে আদ্যের গাজনে'—ঘনরামের ধর্মমঙ্গল। মনসা-মঙ্গল কাব্যের প্রথমাংশে শিবেরই কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, এখানে তাহাই উল্লেখ করা হইয়াছে।

**মুই**—মম>মর্‌>মো+এঁ, মোএঁ, উত্তম পুরুষ একবচনের অন্যতম রূপ 'মই'র সহিত উচ্চারণ সাম্যের জন্য 'মুই'; আধুনিক বাংলার কথ্য ভাষায় কোন কোন অঞ্চলে অদ্যাপি ব্যবহৃত হয়। বরিশাল অঞ্চলের কথ্য ভাষায় উত্তম পুরুষের একবচনের রূপ। 'মুই হেন' আমার মত, তু° সেহেন, তদ্রূপ; এ হেন, এরূপ।

**সেবকে**—প্রাচীন বাংলায় কর্তৃকারকে সপ্তমী বিভক্তির একটি দৃষ্টান্ত।

**লামি**—নম্‌ ধাতু—আধুনিক বাংলার শিষ্ট উচ্চারণে নামি, কোন কোন অঞ্চলের কথ্য ভাষায় শব্দের আদিস্থিত 'ন' 'ল' ও 'ল' 'ন' উচ্চারিত হয়।

**ফুল**—স° ফুল্ল, Gr. phullon, Lat. folium, Eng. foliage, Fr. fleur. পুষ্প শব্দটি দ্রাবিড় ভাষা হইতে সংস্কৃতে গৃহীত হইয়াছে, ফুল শব্দটিই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাজাত শব্দ।

**চারি চতুর্বেদ**—এখানে পুনরুক্তি দোষ ঘটিয়াছে, কিন্তু চতুর্বেদ কথাটিকে বেদের একক (unit) সংখ্যা ধরিয়া লইয়া ইহাতে সংখ্যাবাচক বিশেষণ চারি কথাটি যুক্ত হইয়াছে—এইভাবে ব্যাখ্যা করিলে ইহার অর্থ হইতে পারে।

**জাগরণ**—মঙ্গল-গানের যে অংশ বা পালা সমগ্র রাত্রি জাগিয়া গীত হয় তাহাকে 'জাগরণ' বলে। মনসা-মঙ্গলের মধ্যে লখীন্দরের বিবাহ হইতে আরম্ভ করিয়া পুনর্জীবন-লাভ পর্যন্ত অংশ মনসার জাগরণ নামে পরিচিত—পল্লী অঞ্চলের অদ্যাপি প্রচলিত রীতি অনুযায়ী এই অংশ প্রত্যেক শ্রোতার পক্ষেই আনুপূর্বিক অবশ্য শ্রোতব্য। জাগরণ পালা প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যেরই দীর্ঘতম পালা এবং সর্বশেষ রাত্রির পালা। পরের দিন দিবা-পালায় ফলশ্রুতি ও অষ্টমঙ্গলা গীত হওয়ার পর গান শেষ হইয়া যায়। ধর্মমঙ্গল সম্পর্কে উল্লেখ করা হইয়াছে—'Each night he (the singer) recites a portion of the Dharma Mangal from one of the recognised versions, increasing the duration of it on successive evenings. On the twelfth, *i.e.*, last night it lasts the whole of the night.' (K. P. Chattopadhyay, *JRASB*, VIII [1942], p. 113). ধর্মমঙ্গলের এই অংশই জাগরণ।

CENTRAL LIBRARY



**বলি**—উত্তর-পূর্ব ভারতের শাক্ত প্রভাবিত অঞ্চল ও দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণেতর সমাজে সর্প-দেবতার নিকট পশুবলি দিবার রীতি প্রচলিত আছে। বাংলার পূর্ব-প্রান্তবর্তী আসামের অধিবাসী খাসিয়া জাতির মধ্যে খেলুন্ নামক সর্পদেবীর নিকট নরবলি দিবার প্রথা প্রচলিত ছিল, উত্তর ভারতের শৈব ও বৈষ্ণবধর্ম-প্রভাবিত অঞ্চলে নাগরাজ বাসুকির নিকট পশুবলি দিবার কোন বিধি প্রচলিত নাই। বরিশালের রয়ানী পূজায় মহিষ বলি দিবার প্রথা অদ্যাপি প্রচলিত আছে; অন্যথায় ছাগ, কবুতর ও হংস প্রায় সর্বত্রই এই উপলক্ষে বলি দেওয়া হয়। পশুবলি দ্বারা ভয়ঙ্কর (malignant) দেবতার তুষ্টিসাধন অনার্য উপাসনার একটি প্রধান অঙ্গ। ইন্দো-মোঙ্গলীয়, আদি-অস্ট্রাল ও দ্রাবিড় ভাষাভাষী নিম্নতর জাতির মধ্যে ইহার বহুল প্রচলন আছে। কোন্ জাতির মধ্যে ইহা সর্বপ্রথম উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা নিশ্চিত করিয়া বলিবার উপায় নাই। তবে পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, মাতৃতান্ত্রিক কৃষিজীবী সমাজেই ইহার উদ্ভব হইয়াছিল।

**পানী**—সং° পানীয়>পাণীঅ>পাণী, পানী, হিন্দী পানী, জল; পূর্ববঙ্গের মুসলমানদিগের মধ্যে জল অর্থে অদ্যাপি ব্যবহৃত হয় এবং এইজন্য ইহা 'মুসলমানী' শব্দ বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা তদ্ভব শব্দ, তথাপি উক্ত ধারণার জন্য আধুনিক বাংলায় ইহার সাধুপ্রয়োগ নাই। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলায় জল অর্থে পানী শব্দই সাধু প্রয়োগ ছিল। যথা—'তিন ন ডুবই হরিণী পিবই ন পানী'—বৌ° গা°; 'দধি খাএ ভাণ্ড ভাঙ্গে দুধে দেয়ি পানী'—কৃ° কী°; 'পানী শঙ্খ বাজিলে উঠেন সেইক্ষণ'—চৈ° ভা°।

বাংলা দেশের মুসলমানগণ বাংলা ভাষার কতকগুলি প্রাচীন শব্দ অদ্যাপি ব্যবহার করিয়া থাকেন। কারণ, প্রাচীন ও মধ্যযুগে তাঁহারা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিবার পর হইতে স্বভাবতঃই তাঁহাদের ভাষা সংস্কৃত ভাষা দ্বারা প্রভাবিত হইবার পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। তখন হইতে হিন্দুগণ নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার জন্য ক্রমাগত সংস্কৃত দ্বারা প্রভাবিত হইতে থাকেন এবং তদ্ভব শব্দগুলি বহির্প্রভাবমুক্ত থাকিয়া মুসলমান সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিয়া যায়। 'পানী' ইহার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

**নেতা**—মনসার সহচরী; পুরাণ-বহির্ভূত লৌকিক চরিত্র; ইঁহার জন্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন মনসা-মঙ্গল কাব্যে বিভিন্ন কাহিনী উক্ত হইয়াছে। তবে অধিকাংশ মনসা-মঙ্গলেই পাওয়া যায়, শিবের নেত্রজল হইতে তাঁহার জন্ম; সেইজন্যই তাঁহার নাম নেতা। মতান্তরে শিবের ঘর্ম হইতে তাঁহার জন্ম; শিব তাঁহার ঘর্ম নেতা (নেত্রাংশুক) দিয়া মুছিয়াছিলেন, সেই নেতা হইতেই তিনি আবির্ভূত হন বলিয়া তাঁহার নাম নেতা। শিব তাঁহাকে বনবাসিনী মনসার সহচরী হইয়া থাকিবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে সর্বত্রই 'রজক-ঝিয়ারী' বা 'রজক-কুমারী' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই দুই উক্তির মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব আছে। সেইজন্য মনে হয়, বাংলার সর্পশ্রুতির স্বতন্ত্র কোন ধারা হইতে এই চরিত্রটি ক্রমে আসিয়া মনসা-মঙ্গল কাহিনীর মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইঁহার শিষ্যের নাম শঙ্কর গারুড়ী।

**বিষহরী**—মনসার প্রাচীনতর নাম; বিষ+হৃ+অ, স্ত্রীং আ বিষহরা, যিনি বিষ হরণ করেন; হরি (ভগবান্) শব্দের সহিত অলীক সামঞ্জস্য হেতু বিষনাশকারিণী 'হরি', এই অর্থে ব্যাকরণদুষ্ট প্রয়োগ বিষহরি বা বিষহরী।

**সঙ্গতি**—মধ্যযুগের বাংলায় মিলন, সাহচর্য বা সঙ্গ অর্থে ব্যবহৃত। তু° 'কথার সঙ্গতি নাই নাহিক সুস্বর'—বিজয় গুপ্ত; 'রজক সঙ্গতি চণ্ডীদাস গতি রচিল আনন্দ বটে'—চণ্ডীদাস। আধুনিক বাংলায় এই অর্থের পরিবর্তন হইয়া 'সামঞ্জস্য' ও 'আর্থিক যোগ্যতা' অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইহা শব্দার্থ-পরিবর্তনের (semantic change of meaning) একটি উত্তম দৃষ্টান্ত। ব্যুৎপত্তির দিক দিয়া (সম্-গম্+ক্তি) ইহার প্রাচীনতর অর্থটিই সঙ্গত। আধুনিক বাংলায় শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহা ইহার ব্যবহারিক অর্থ মাত্র।

**পদ্মা**—পদ্মবনে জন্ম হইয়াছিল বলিয়া মনসার এক নাম পদ্মা বা পদ্মাবতী। ইহার উৎপত্তি-মূলে জৈন দেবী পদ্মাবতীর সঙ্গেও সম্পর্ক থাকা সম্ভব।

**রচনা**—বিশেষ পূজোপকরণ; মধ্যযুগের বাংলায় 'বাক্-চাতুর্য' অর্থেও ব্যবহৃত হইত; তু° 'ধুর কর প্রাণনাথ কপট রচনা'—মুকুন্দরাম। তাহা হইতেই আধুনিক বাংলায় প্রবন্ধ বা নিবন্ধ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

CENTRAL LIBRARY



**হেঁটে**—নিম্নে ;—স° *অধিষ্টাৎ>*হেট্টা>হেট্ট, হেঁট—তু° 'হেঁটোয় কণ্টক দাও উপরে কণ্টক' —রবীন্দ্রনাথ। মধ্যযুগের বাংলায়ও একই অর্থে ব্যবহৃত হইত; তু°'এ সপ্ত পাতাল হেঁটেতে জলা' —রামেশ্বরের শিবায়ন।

**শরা**—সম্ভবতঃ শব্দটি 'ছড়া', নতুবা এখানে কোনও সঙ্গত অর্থ পাওয়া যায় না ; ধান্যের 'শরা' কোন অর্থ হয় না ; 'ধান্যের ছড়া'ই প্রকৃত পাঠ। ধানের ছড়ার উপর, অন্যথায় একমুষ্টি ধান্যের উপর, পূজার ঘট স্থাপন করিবার রীতি প্রচলিত আছে, এখানে তাহারই উল্লেখ করা হইতেছে।

**বিচিত্র**—বিশেষভাবে চিত্রিত (painted)। নিম্নে 'ঝরা' শব্দ দ্রষ্টব্য।

**ঝরা**—ক্ষর ধাতু, যাহা হইতে ঝরে তাহাই ঝরা, তু° ঝারি। এখানে পূজার জলঘট। 'বিচিত্র ঝরা'—মনসাপূজা উপলক্ষে বিশেষভাবে চিত্রিত ঘট। মনসাপূজা উপলক্ষে বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর ও খুলনা জেলার বাগেরহাট অঞ্চলে চিত্রিত ঘট অদ্যাপি ব্যবহৃত হয়। অজিতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত Folk-Art of Bengal নামক পুস্তকে এই প্রকার ঘটের একটি চিত্র দেখিতে পাওয়া যাইবে।

**সোনার ঘটে**—পাঠান্তর 'সে না ঘটে', এই পাঠই অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় ; কারণ, মনসা-পূজায় কোনও স্বর্ণনির্মিত ঘট ব্যবহৃত হইবার রীতি প্রচলিত নাই, মৃত্তিকানির্মিত ঘটই ইহাতে ব্যবহৃত হয়।

**ধূপ ধরে**—এই কথাটির তাৎপর্য বুঝিতে পারা যাইতেছে না ; কারণ, মনসা-পূজায় সাধারণতঃ ধূপ দেওয়া নিষিদ্ধ। তু° প্রচলিত প্রবাদ, 'একে মনসা তায় ধূনার গন্ধ।' তবে এমন হইতে পারে যে, হরি দত্ত যে অঞ্চলের লোক ছিলেন, সে অঞ্চলে মনসা-পূজায় ধূপদান সম্বন্ধে কোন নিষেধ ছিল না ; কিংবা এই নিষেধ হরি দত্তের পরবর্তী কালে উদ্ভূত হইয়াছে।

**বিষাণ**—পশুর শৃঙ্গ, এখানে পশুর শৃঙ্গ নির্মিত শিঙ্গা নামক বাদ্যযন্ত্র।

**গাইন**—গায়ন, গায়ক ; বাংলা গা ধাতু। traditional musician.

**কবি কহে হরিদত্ত**—পাঠান্তর 'কবি কহে বিজয়গুপ্ত' ; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সংগৃহীত ১০৯১ সংখ্যক বাংলা প্রাচীন পুথির পাঠ 'কবি কহে হরিদত্ত' ইত্যাদি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন পুথিশালায় রক্ষিত আটখানি মনসা-মঙ্গলের পুথির মধ্যে ছয়খানিতেই এই পদটি হরি দত্তের ভণিতাযুক্ত পাওয়া যায়। অপেক্ষাকৃত দুইখানি আধুনিক পুথিতে বিজয় গুপ্তের ভণিতায় ইহার পাঠান্তর পাওয়া গিয়াছে। প্যারীমোহন দাশগুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত পুথিতে এই পদটি বিজয় গুপ্তেরই ভণিতাযুক্ত। বলা বাহুল্য, 'হরিদত্তে'র স্থলে এখানে 'বিজয়গুপ্ত' পাঠ গ্রহণ করিলে ছন্দ ও মিলের দোষও ঘটে। অধিকতর সংখ্যক ও প্রাচীনতর পুথিগুলিতে ছন্দ ও মিলের দোষযুক্ত হরি দত্তের ভণিতাযুক্ত বলিয়া পদটি হরি দত্তের বলিয়া নিঃসংশয়ে গ্রহণযোগ্য।

**পরম তত্ত্ব**—পুরুষোত্তম নামক একজন গায়েন হরি দত্তকে 'হরির কিঙ্কর' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। মনে হয়, হরি দত্ত ভক্ত ও জ্ঞানীপ্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি নিজেও এখানে পরম তত্ত্বজ্ঞ বলিয়া নিজেকে উল্লেখ করিতেছেন।

**সুতলি**—স° সূত্র>সুত্ত>সুত, সাদৃশ্যার্থে ল-প্রত্যয়যুক্ত, সুতল, সুতলি, সূক্ষ্ম সূত্র, আধুনিক পূর্ব-বাংলার কথ্য ভাষায় সূক্ষ্ম পাটের দড়ি অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে সূত্র সদৃশ সূক্ষ্ম গলার হার বুঝাইতেছে।

**কাঁচুলি**—স° কঞ্চুলিকা, (সম্ভবতঃ 'কঞ্চুক', সর্পের খোলস অর্থবাচক শব্দ হইতে জাত, প্রা° কঞ্চুলিআ, বা° কাঁচুলি)। নারীদিগের বক্ষোবন্ধনী।

**অনন্ত নারায়ণ**—এখানে অনন্ত নাগ অর্থে ব্যবহৃত। নারায়ণকে বক্ষে ধারণ করিবার জন্যই অনন্ত নাগকে এখানে অনন্ত নারায়ণ বলা হইয়াছে।

**বেত নাগ**—বেত্র সদৃশ সর্প। স° বেত্র>বেত্ত>বেত।

CENTRAL LIBRARY



**কাঁকালি**—স° কক্ষ>কক্খ>কাখ, কাঁক+আল বা° কাঁকাল, কাঁকালি,—কটি, কোমর।

**কাছুনি**—স° কক্ষা>কচ্ছা>কাছা, বস্ত্রাঞ্চল; কাছাবন্ধনী কাছুনি; কাঁকালি কাছুনি—কটিলগ্ন বস্ত্রাঞ্চল-বন্ধনী (belt)।

**বেত নাগে করে দেবী কাঁকালি কাছুনি**—বেত্রনাগকে দেবী তাঁহার কটিবাস-বন্ধনী বা মেখলা-রূপে ব্যবহার করেন।

**চাকী**—স° চক্র>চক্ক>চাক, চাকি, চাকী, কর্ণের উপরিভাগের চক্রসদৃশ অঙ্গুরীবৎ স্বর্ণালঙ্কার বিশেষ। তু° 'উপর কর্ণে চাকি পরে নাম্বাকর্ণে বালি।'—জগজ্জীবন ঘোষালের মনসা-মঙ্গল।

**বালি**—স° বলয়িকা (?), ক্ষুদ্র বলয়সদৃশ কর্ণাঙ্গুরীয়—বা° বালি, নিম্ন কর্ণের অলঙ্কার।

**পাসুলি**—স° পাদশলিকা > *পাদ্শলিআ > *পাওশলি, পাশলি, পাশুলি, পাসুলি। অথবা স° পাষক: (?), বা° পাশ্‌লা। দেশী শব্দ হওয়াও সম্ভব। নারীর পদাঙ্গুলীর পাশ বা বন্ধনীজাতীয় অলঙ্কার। মধ্যযুগের বাংলায় বহুল প্রয়োগ পাওয়া যায়। তু° 'পায়ে খাড়ু দিল আঙ্গুলে পাসুলি।'—বিজয় গুপ্ত।

**তাড়**—স° তাল ('ল'র উচ্চারণ 'ড়' অনুরূপ); সর্বানন্দের টী° স° 'তাড়ঙ্গ'; কোন কোন প্রাদেশিক উচ্চারণে 'টার'। নারীর বাহুভূষণ বা তাগা; আধুনিক বাংলায় বাজু, তাবিজ, অনন্ত। তু°, 'ভুজে বিরাজিত তাড় ভুবন উজর'—ঘনরাম।

**তোড়ল মল**—মল্ল তোড়ল, পায়ের শিকলীজাতীয় অলঙ্কার বিশেষ। আধুনিক কালে সংক্ষিপ্ত হইয়া মল বা তোড়া নামে পরিচিত।

**থোপনা**—থোপ দেশী শব্দ, কিংবা স° স্তূপ হইতে জাত তদ্ভব শব্দ, স্বার্থে 'না' প্রত্যয়; বেণীর অগ্রভাগে ব্যবহৃত পুচ্ছাকৃতি পাট কিংবা সূত্রনির্মিত গুচ্ছ। তু° 'দুই তার ঝারা পাট থোপ দুই পাশে'—কৃষ্ণকীর্তন; 'দু পাশে পুষট পথ পাটের থোপনা'—ঘনরাম।

**নঞান**—স° নয়ন > প্রা° নঅন > নঞান, নয়ান, বিষমীকরণের (dissimilation) নীতি অনুযায়ী মধ্যবর্ণে 'অ' ধ্বনির আগম; আদি ও অন্ত্যবর্ণ অনুনাসিক হইবার জন্য মধ্যবর্তী বর্ণেও অনুনাসিকের ধ্বনি সংক্রামিত হওয়ায় নঞান।

**আভেতে**—স° অব > অব্ভ > আভ, মেঘ, মেঘে। স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়-ধৃত পাঠে 'আড়েতে' (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, পৃঃ ১৭৩), কিন্তু তাহা ভুল।

**বানায়**—স° বর্ণয়তি>বণ্ণয়দি>বানায়—নির্মাণ করে।

**সর্পসজ্জা**—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা প্রাচীন পুথি-সংখ্যা কে২৩৪, পত্রসংখ্যা ১১৩ (খ)। স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' হরি দত্তের সর্প সজ্জার যে পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন (৬ষ্ঠ সংস্করণ, পৃঃ ১৭৩) তাহাতে ইহা হইতে অনেক পাঠভেদ দৃষ্ট হইবে।

**শঙ্খ**—সামুদ্রিক জীববিশেষ, এখানে শাঁখা; শাঁখা ও সিঁদুর বাংলার নারীদিগের সধবার চিহ্ন। ইহা ইন্দো-ইউরোপীয় সংস্কৃতির দান নহে। ইহা প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল হইতে এ দেশে আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়। যদিও বাংলা দেশের মত ইহার ব্যবহার এত ব্যাপক আর কোথাও নাই, তথাপি ইহা ভারতের মধ্যে মাত্র বিহার, উড়িষ্যা ও দক্ষিণ ভারতের কোন কোন অঞ্চল ব্যতীত আর কোথাও প্রচলিত নাই। পলি-নেশিয়ায় ইহার প্রচলন আছে বলিয়া জানিতে পারা যায়। তবে এই সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধানের বাকি আছে। মহেঞ্জ-দড়োর ধ্বংসস্তূপের ভিতর হইতেও শঙ্খ-বলয় আবিষ্কৃত হইয়াছে।

**কজ্জল**—স° কজ্জল>কজ্জল>কাজল, অঞ্জন, collyrium, *Kohl*. বহু প্রাচীনকাল হইতেই ভারতীয় নারীগণ কৃত্রিম উপকরণ দ্বারা চক্ষুর প্রসাধন করিয়া আসিতেছেন; কারণ, প্রাচীনকাল হইতেই এদেশে আকর্ণলম্বিত ও ঘনকৃষ্ণ চক্ষু নারী-সৌন্দর্যের প্রধান আকর্ষণ বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। কজ্জল

CENTRAL LIBRARY



দ্বারা চিত্রিত করিয়া চক্ষুর আয়তন বর্ধিত ও বর্ণ গাঢ়কৃষ্ণ করিবার চেষ্টা করা হইত। অজন্তা ও বাগের চিত্রাবলীতে যে নারীর প্রতিকৃতি অঙ্কিত আছে, তাহাতে কজ্জল-প্রসাধন দ্বারা নারীর চক্ষু আকর্ণ বিলম্বিত করা হইত বলিয়া মনে হয়। সুরমার ব্যবহার মুসলিম জগতে অত্যন্ত ব্যাপক। কিন্তু মুসলমান প্রভাববশতঃ হিন্দু-নারীদিগের মধ্যে যে কজ্জলের ব্যবহার প্রচলিত হয় নাই বরং তাহার বহু পূর্ব হইতেই ইহা ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়। আনুমানিক খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রচিত 'সুশ্রুত-সংহিতা'য় কজ্জল বা অঞ্জন প্রস্তুত করিবার প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে।

**অঞ্জন**—কজ্জল দ্রষ্টব্য।

**লাচাড়ী**—অনেকেই মনে করিয়া থাকেন যে, সেকালে মঙ্গল কিংবা রামায়ণ-মহাভারতাদি গানে যে অংশ গায়েন কর্তৃক নাচিয়া গাওয়া হইত, তাহাকেই নাচাড়ী বা লাচাড়ী এবং যে অংশ কেবলমাত্র পায়চারী করিয়া গাওয়া হইত, তাহাকে পাঁচালী বলিত। এই বিশ্বাস একেবারে অযৌক্তিক না হইলেও, এই বিষয়ে নিশ্চিত করিয়া কিছুই বলিবার উপায় নাই। কারণ, উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী মঙ্গল-গান যে কি ভাবে গাওয়া হইত, তাহা জানিতে পারা যায় না। তবে দেখিতে পাওয়া যায় যে, লঘু-ত্রিপদী ও দীর্ঘ-ত্রিপদী উভয়কেই লাচাড়ী বলা হইত; অবশ্য এই ত্রিপদী আধুনিক অক্ষরবৃত্ত ত্রিপদী নহে, গানের জন্য তাহা ব্যবহৃত হইত বলিয়া তাহা মাত্রাবৃত্ত ত্রিপদী রূপেই রচিত হইত। সাধারণতঃ করুণরস ও অন্যান্য অনুরূপ বিশ্লেষণাত্মক অংশ লাচাড়ীতে রচিত হইত। লাচাড়ী শব্দটির উদ্ভবের মূলে পাঁচালী শব্দটির (পরে দ্রষ্টব্য) প্রভাব আছে বলিয়া মনে হয়।

**পাঁচালী**—মধ্যযুগের বাংলার আখ্যায়িকা-গীতি (narrative songs) যে সুরে গাওয়া হইত, তাহাকে পাঁচালী বলিত। এই শব্দটির ব্যুৎপত্তি লইয়া মতভেদ আছে। কেহ মনে করেন, পঞ্চাল বা কনোজ হইতে এই সুর বাংলা দেশে আসিয়াছে বলিয়া ইহার নাম পঞ্চালী, তাহা হইতেই পাঁচালী হইয়াছে। আবার কেহ মনে করেন, পাঁচ আলি বা সখী দ্বারা যে গান গীত হয়, তাহাই পাঁচালী। আবার কাহারও বিশ্বাস কেবলমাত্র পদ-চারণা করিয়া অর্থাৎ পা চালাইয়া যে গান গাওয়া হয় তাহাই পাঁচালী। ইহাদের মধ্যে কোন্ মতটি গ্রহণযোগ্য, তাহা নিশ্চিতভাবে বলিতে পারা যায় না। মধ্যযুগে এই শব্দটির ব্যবহার অত্যন্ত ব্যাপক হইয়া উঠিয়াছিল। সেইজন্য মূলতঃ ইহা কোথা হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। যে গান প্রধানতঃ পাঁচালীর সুরে গাওয়া হইত, তাহাকেও পাঁচালী বলিত; যেমন, ভারত-পাঁচালী, শ্রীরাম-পাঁচালী, মনসার পাঁচালী ইত্যাদি। পয়ার ছন্দকেও সাধারণতঃ পাঁচালী বলা হইত, অবশ্য এই পয়ার আধুনিক অক্ষরবৃত্ত পয়ার নহে, সঙ্গীতের উদ্দেশ্যেই ইহা রচিত হইত বলিয়া, ইহা স্বরবৃত্তরূপেই রচিত হইত।

**ক্ষীরোদ জল**—ক্ষীর (দুগ্ধ) উদ, উদক (জল) যাহার; বিষ্ণু যে সমুদ্রের জলে অনন্ত শয্যায় লীন হন, সেই কল্পিত সমুদ্র। লখীন্দরের দেহ সমুদ্রের জলে ভাসাইবার কথা কোন কোন মনসা-মঙ্গলে উল্লিখিত থাকিলেও ক্ষীরোদ সমুদ্রের জলে ভাসাইবার কথা আর কোন মনসা-মঙ্গলে পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ গাঙ্গুর, গাঙ্গুরী, গুঙ্গুরী, গণ্ডকী প্রভৃতি নদীতে লখাইর দেহ ভাসাইবার কথাই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মনে হয়, পরবর্তী মধ্যযুগে গাঙ্গুরীর কিংবদন্তী প্রচলিত হইবার পূর্বেই এই অংশ রচিত হইয়াছিল।

**হীরামন-মাণিক্য**—হীরামণি মাণিক্য। হীরামণি অর্থে হীরামন শব্দটি বাংলা লোক-সাহিত্যে বহুল প্রচলিত আছে। তু° রূপকথার হীরামন পাখীর কাহিনী।

**চৌদ্দ ডিঙ্গা**—সাধারণতঃ পশ্চিমবঙ্গের মনসা-মঙ্গলের কবিগণ চাঁদসদাগরের ডিঙ্গার সংখ্যা সাত ও পূর্ব-বঙ্গের কবিগণ চৌদ্দ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। চৌদ্দ ডিঙ্গার কিংবদন্তীটিই প্রাচীনতর। মুকুন্দরামের চণ্ডী-মঙ্গল কাব্যের নায়ক ধনপতি সদাগর সাত ডিঙ্গার অধিকারী ছিলেন। তাহা হইতেই পশ্চিমবঙ্গের কবিগণ সমুদ্র-বাণিজ্যরত যে-কোন সদাগরকে সাত ডিঙ্গার মালিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (তু° রায়মঙ্গল ইত্যাদি)। বিজয় গুপ্তের মনসা-মঙ্গলে চাঁদসদাগরের চৌদ্দ ডিঙ্গার এই নামগুলি পাওয়া যায়,—মধুকর, বিজুলিসু, ওয়ারেখী, ডাঙার পাটুয়া, শঙ্খচূড়, শেলপাট, উদয়তারা, টিয়াঠুঁটি, ধবল, কেদার, পক্ষিরাজ, ভীমাক্ষ, শঙ্খতালি ও

CENTRAL LIBRARY



আজেলা-কাজেলা (বিজয় গুপ্ত, ঐ ১৩৩) ; ডিঙ্গি দেশী শব্দ, সমুদ্রগামী নৌকা। আধুনিক বাংলায় অর্থ সঙ্কোচের জন্য ছোট ছেলে নৌকা বুঝায়।

**ভরা**—স° ভার, বোঝা ; তাহা হইতে, বোঝাই নৌকা।

**পরিবাদ**—অপবাদ, নিন্দা ; তু° 'লোকে বলে কালা পরিবাদ'—চণ্ডীদাস। কিন্তু এখানে বিবাদ অর্থে ব্যবহৃত ; কচিৎ বিবাদ অর্থেও শব্দটি প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত হইয়াছে।

**পাইক শাল**—পাদাতিক>*পাআইক>*পাইক, পাইক, পাইক শাল, যে ঘরে রাজার পাইকগণ বাস করে। তাহা হইতে শব্দটি সাধারণ বাসগৃহরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে ; এখানে পাইক শাল বলিতে অবশ্য আস্তাবল বুঝাইতেছে ; কিন্তু এই অর্থ সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। সেইজন্য বোধ হয় 'ঘোড়ার পাইকশাল' কথাটি পাঠদুষ্ট।

**পিলখানা**—ফা° পীলুহ—হস্তী, হাতীশাল।

**ভুরা**—পূর্ববঙ্গে প্রচলিত প্রাদেশিক শব্দ ; কলাগাছ কিংবা বাঁশ দ্বারা নির্মিত জলযান, raft, বাহুস ; দেশী শব্দ।

**অনুবন্ধ**—রচনা ; আধুনিক বাংলায় শব্দটি লুপ্ত হইয়াছে।

**শ্রীপুরুষোত্তমে গায়**—ভণিতা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে, ইহা হরি দত্তের রচনা ; শ্রীপুরুষোত্তম তাঁহার একজন গায়েন মাত্র। এই পুরুষোত্তমের আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে তিনি যে বিজয় গুপ্তের পরবর্তী (১৪৯৪ খৃষ্টাব্দের পরবর্তী), তাহা অনুমান করিতে পারা যায় ; সম্ভবতঃ তিনি বরিশাল অঞ্চলের লোক ছিলেন ; কারণ, বরিশালে সংগৃহীত বিজয় গুপ্তের পুঁথিগুলিতেই তাঁহার নাম পাওয়া গিয়াছে।

---

# বিজয় গুপ্ত

**ঘুচাইয়া**—দূর করিয়া, অপসারিত করিয়া ; বা° √ঘুচ্, দূরীকরণে ; অসমীয়া √গুচ্ ; তু° 'কাঙ্কুলী ঘুচাঞা লৈবোঁ তাহার বিচার।' —বড়ু চণ্ডীদাস।

**সারি**—সারি বা শ্রেণীবদ্ধভাবে যে গান গীত হয় ; পূর্ববঙ্গের কথ্য ভাষায় 'সাইর' ; সাধারণতঃ নৌকা বাইচের সময় সমবেতকণ্ঠে নৌ-চালকগণ যে গান গাহিয়া থাকে, তাহাকে 'সারিগান' বলা হয়। তু° 'চৌদ্দ ডিঙ্গা বাইয়া যায়, পাইক সবে সাইর গায়।' —বংশীদাস।

**ধাড়ী**—এখানে অর্থ গায়ক ; দোহার, দোহারি>ধারি, ধাড়ী। পূর্ববঙ্গে 'র' ও 'ড়'র উচ্চারণগত অনিশ্চয়তার জন্য পুঁথির লিপিকারগণ 'র' ও 'ড়'র যদৃচ্ছা ব্যবহার করিয়াছেন। পূর্ববর্তী পদটির সঙ্গে একত্র এই পদটির অর্থ এই যে, কোকিল কুহু কুহু করিয়া সারি গাহিতেছে ও চারিদিক হইতে মদন তাহার দোহারীর কাজ করিতেছে।

**মেলানি**—বিদায় ; √মিল্ (মিলনে); মিলন শব্দের অর্থ সম্প্রসারণে (expansion of meaning) শব্দটি গঠিত হইয়াছে বলিয়া কেহ মনে করেন। আবার কেহ মনে করেন, 'যাই' বলিবার পরিবর্তে যেমন 'আসি' বলিবার রীতি আছে, তেমনই বিদায় বলিবার পরিবর্তে বিপরীতার্থক শব্দ মিলন বা 'মেলানি' ব্যবহৃত

CENTRAL LIBRARY



হয়; ইংরাজিতে ইহাকে euphemism বলে। মধ্যযুগের বাংলায় শব্দটির বহুল প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়; তু° 'জননের মত ছিয়া মাগিল মেলানি।'—মুকুন্দরাম। আধুনিক বাংলায় শব্দটি লুপ্ত হইয়াছে।

**ঠাঁই**—স্থানম্ > থাণ্ > ঠাঁয়, ঠাঁই, স্থানে।

**ভাণ্ডি**—ভাঁড়ি, ভাঁড়াইয়া; ভণ্ডের মত ব্যবহার এই অর্থে নাম ধাতু 'ভাণ্ডি'; আধুনিক বাংলায় 'ভাঁড়াইয়া'।

**আজু**—অদ্য > অজ্জ > আজ, আজি; উচ্চারণ-মাধুর্য সৃষ্টির জন্য ব্রজবুলিতে 'আজু'; তু° 'আজু রজনী হাম, ভাগে গমাঞনু।'—বিদ্যাপতি। বিজয় গুপ্তের রচনায় এই শব্দটি পরবর্তী বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রভাবের যুগে প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকিবে।

**বারাণসী**—অর্ধচন্দ্রাকৃতি গঙ্গার পশ্চিমতীরস্থ বরুণা ও অসি নদীর মধ্যবর্তী পবিত্র ভূভাগের নাম বারাণসী।

**দিবোদাস**—কাশীর রাজা; 'কাশীখণ্ড' নামক পুরাণে বর্ণিত আছে যে, শিব বহু কৌশল করিয়া তাঁহার নিকট হইতে নিজে কাশী অধিকার করিয়া লন।

**তথ**—স° তত্র > তত্ত > তথ, পূর্ববর্তী স্বর দীর্ঘীকৃত না হইয়া তাহার পরিবর্তে পরবর্তী ব্যঞ্জন শ্বাসযুক্ত (aspirated) হইয়াছে।

**ঠাকুর**—শব্দটি অনার্য ভাষা হইতে আগত বলিয়া মনে হয়। আদিবাসী সাঁওতালদিগের মধ্যে সৃষ্টি-কর্তাকে 'ঠাকুরজী' বলিয়া উল্লেখ করা হয়। বাংলা দেশেও ঠাকুর শব্দের অর্থ দেবতা। এতদ্ব্যতীত ইহা দ্বারা যে-কোন, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণপ্রমুখ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে উল্লেখ করা হইয়া থাকে। ইহা বাংলার একটি পারিবারিক আত্মীয়তাসূচক শব্দরূপেও (kinship term) ব্যবহৃত হয় (*Man in India*, XXXI, 67)। তাহাতে ঠাকুর অর্থে শ্বশুর ও তাহার স্ত্রীলিঙ্গে ঠাকুরাণী অর্থে শাশুড়ী বুঝায়। কোন কোন অঞ্চলে পিতাকেও ঠাকুর বলিয়া উল্লেখ করা হয়। সাধারণ সম্ভ্রমপ্রকাশ অর্থেও ঠাকুর শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে এবং ইহার সঙ্গে বিভিন্ন শব্দ যুক্ত করিয়া বিভিন্ন সম্ভ্রমার্থক আত্মীয়তাসূচক শব্দ (kinship term) সৃষ্ট হয়। যেমন, ঠাকুর দাদা অর্থ পিতামহ, ঠাকুর ভাই অর্থ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, (পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক), ঠাকুরপো, ঠাকুরঝি অর্থ শ্বশুরের পুত্রকন্যা ইত্যাদি। এইভাবেই মাতা ঠাকুরাণী, শাশুড়ী ঠাকুরাণী, ঠাকুর জামাই ইত্যাদি শব্দেরও সৃষ্টি হইয়াছে।

**যক্ষ**—ইহারা দেবতাও নহে, মনুষ্যও নহে, তাহাদের মধ্যবর্তী; সেইজন্য ইহাদিগকে পৃথিবী ও স্বর্গের মধ্যবর্তী স্থান বা অন্তরীক্ষের রক্ষক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ ইহারা হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী কোন উপজাতি ছিল। ইংরেজীতে ইহাদিগকে Mythical Beings বা Demi-Gods বলা হইয়া থাকে। কিন্তু যক্ষগণ পুরাপুরি mythical নাও হইতে পারে। হয়ত হিমালয়ের অধিবাসী কোন পার্বত্য জাতি সম্পর্কিত অসম্পূর্ণ পরিচয়ের উপর ভিত্তি করিয়া তাহাদিগের সম্পর্কে পৌরাণিক লোক-শ্রুতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। যক্ষগণ দেবতার মিত্র, তাহাদের অধিপতি ধনপতি কুবের। তাহারা উত্তরদিকের অধিকারী, এইজন্যই তাহারা হিমালয়ের অধিবাসী কোন পার্বত্য জাতি বলিয়া মনে হয়। তান্ত্রিক প্রভাবিত যুগে বাংলা দেশের বৌদ্ধ ও হিন্দু সমাজে তান্ত্রিক আচারে যক্ষপূজার প্রচলন হইয়াছিল। 'চৈতন্যভাগবতে' উল্লিখিত আছে, 'মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে।' যক্ষপতি কুবের শিবকে বীজধান ধার দিয়াছিলেন—বাংলার কৃষকের কাব্য 'শিবায়নে' এই কথা উল্লিখিত হইয়াছে। আধুনিক বাংলায় যক্ষ শব্দ কৃপণ অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

**পিয়ে**—স° পিবতি > পিবই > পিয়ে, পান করে।

**কোকিল**—কোকিল এবং পিক এই শব্দ দুইটি কোন অনার্য ভাষা হইতে আসিয়াছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করিয়াছেন।

CENTRAL LIBRARY



**আসিল তথা নারদ**—সংস্কৃতের মত বাংলা কাব্যাদিতেও নারদের আগমন একটি বিশেষ উদ্দেশ্য-মূলক। তু° 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। বলা বাহুল্য, ইহা সংস্কৃত পৌরাণিক আখ্যায়িকাদিরই প্রভাবের ফল।

**গোসাঞি**—গোস্বামী, (গোস্বামিন্)>*গোসাবি>গোসাঞি; আধুনিক বাংলায় অনুনাসিক আদ্যবর্ণে যুক্ত হইয়াছে, যথা 'গোঁসাই'।

**প্রবন্ধ**—প্রাচীন বাংলায় শব্দটির অর্থ ছিল কৌশল। তু° 'এ সব কাজের আছে জানিএ প্রবন্ধ।'—বড়ু চণ্ডীদাস; 'কোন্দল প্রবন্ধ মুকুন্দ ভাষে।'—মুকুন্দরাম। আধুনিক বাংলায় শব্দটির অর্থ পরিবর্তিত হইয়া 'রচনা' অর্থে ব্যবহৃত হয়। বিজয় গুপ্ত 'কৌশল' অর্থেই শব্দটি সর্বত্র ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা অর্থান্তী-করণের (semantic change of meaning) একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

**নিদ্রালি**—নিদ্রা+'আলি' বা° প্রত্যয়, নিদ্রার ভাব এই অর্থে নিদুটি।

**ঠান**—ঠাম—ভঙ্গি।

**ডাকিনী**—একশ্রেণীর মহাযান বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসিনীর নাম ছিল ডাকিনী। হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের যুগে এই সম্প্রদায় যখন সকলের নিন্দাভাজন হইয়া উঠিল, তখন ডাকিনী শব্দটি অবজ্ঞা ও নিন্দাসূচক হইয়া দাঁড়াইল। ক্রমে ডাকিনী লৌকিক দেবী চণ্ডীর সহচরী রূপে কল্পিত হইলেন। ডাকিনী শব্দটি ডাইনী বা ডা'ন রূপে পরিবর্তিত হইয়া ইংরেজী witch শব্দের পরিবর্তেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমন, 'ডানের হাতে ছেলে সঁপে দেওয়া'—বাংলা প্রবাদ।

**সিংহাসন**—সিংহ-চিহ্নিত যে আসন, মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস, রাজার আসন; সিংহ পরাক্রমের প্রতীক, তাহা হইতেই রাজার আসন সিংহ-চিহ্নিত হইয়া থাকে। তাহা হইতে অর্থ প্রসারিত হইয়া দেবতার আসন অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়, কিন্তু শব্দটি এখানে দেবতার আসন অর্থেও ব্যবহৃত হয় নাই, পালঙ্ক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। বিজয় গুপ্ত দেবতার পালঙ্ক অর্থে সিংহাসন শব্দটি বার বার ব্যবহার করিয়াছেন। শালগ্রাম শিলার আসন ও পালঙ্ক একই হইয়া থাকে; কারণ, তাঁহার উপবেশন ও শয়ন অভিন্ন। সেইজন্য শাল-গ্রামের আসনকেও খট্টা বা সিংহাসন বলিয়াই 'চৈতন্যভাগবতে' উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সকল কারণে দেবতার আসন ও পালঙ্ক এই দুইটির মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য সকল সময় রক্ষা করা হয় না।

**মিছামিছি**—মিথ্যা>মিচ্ছা>মিছা, মিছি। তু° 'মিছা বাণী সেচা পানী কতক্ষণ রয়।'—কাশীরাম।

**হাতছানে**—হাতে সঙ্কেত বা চিহ্ন করিয়া। 'ছান' বা 'সান' চিহ্ন বা সঙ্কেত শব্দের কোন বিকৃত রূপ হইতে পারে। আধুনিক বাংলা 'হাতছানি'।

**আথে ব্যথে**—স° আস্তে ব্যস্তে, ব্যস্ততার সহিত। মধ্যযুগের বাংলায় শব্দটির বহুল প্রয়োগ আছে।

**পয়ার**—আধুনিক বাংলা কবিতার সুপরিচিত অক্ষরবৃত্ত ছন্দ। কিন্তু বিজয় গুপ্ত এখানে যাহা পয়ার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা সঙ্গীতের উদ্দেশ্যেই রচিত হইয়াছিল বলিয়া স্বরবৃত্তে রচিত; আধুনিক পয়ারের তখন জন্মই হয় নাই। মধ্যযুগের পয়ারকে পাঁচালী বলা হইয়া থাকে। পদ চার শব্দ দুইটি হইতে পয়ার শব্দের উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া অনেকেই মনে করিয়া থাকেন। পয়ারের প্রতি পদে দুইটি যতি এবং দুইটি পদে একটি মিল হয়। সেইজন্য একটি মিলের মধ্যে চারিটি যতি ও পদাংশ আছে বলিয়া ইহাকে পদ চার বা পয়ার বলা হয়। (পাঁচালীর আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

**পঞ্চম**—সঙ্গীতের সপ্তস্বরের পঞ্চম স্বর। 'ইহা নাভি হইতে উত্থিত হইয়া নাভি, বক্ষঃ, হৃদয়, কণ্ঠ ও মস্তক এই পঞ্চস্থানে বিচরণ করে বলিয়া পঞ্চম স্বর নামে অভিহিত, এই স্বর কোকিলকণ্ঠে শুনা যায়। মতান্তরে শরীরস্থ পঞ্চ বায়ুর সমবায়ে উচ্চারিত হয় বলিয়া পঞ্চম।'

**পূর্বে যারে ইত্যাদি**—মহাদেব যে মদনকে পূর্বে ভস্ম করিয়াছিলেন, সে আজ বসন্তকালে পুষ্পবনের মধ্যে তাঁহাকে পাইয়া তাহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিল।

CENTRAL LIBRARY



**সম্ভ্রম**—মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে সম্ভ্রম শব্দটি সাধারণতঃ ভয় অর্থে ব্যবহৃত হইত। তু° 'সম্ভ্রম না করে ভীষ্ম হাতে ধনুঃশর।'—কবীন্দ্র। তখন দেবতার প্রতি ভয় হইতেই ভক্তির উদয় হইত, সেইজন্য কালক্রমে ভয় ও ভক্তি এই উভয় অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হইতে লাগিল। আধুনিক বাংলায় ইহা ভক্তি বা সম্মান অর্থেই ব্যবহৃত হয়। ইহা বাংলার অর্থান্তরের (Semantic) একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত। শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সম্যক্‌রূপে ভ্রমণ করা (সম্—ভ্রম্); সংস্কৃতে এই অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হইত, যেমন, 'সখি মুরলে, কিমপি সংভ্রান্তেব।'—উত্তররামচরিত।

**পাখালিল**—সং° প্রক্ষালন>পাখাল+ইল্ল>পাখালিল, ধুইল; তু° 'পাখালি চরণে মুছিলা বসনে।'—শন্যপুরাণ।

**উপজিল বিষহরি**— মনসার উৎপত্তি সম্পর্কে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সকল জনশ্রুতি প্রচলিত আছে, তাহাদের মধ্যে মতের খুব বেশি অনৈক্য না থাকিলেও, এই সম্পর্কে বিহারে প্রচলিত জনশ্রুতির সঙ্গে ইহাদের কিছু অনৈক্য আছে। উত্তর বিহার বা ভাগলপুর অঞ্চলে প্রচলিত কাহিনী অনুসারে, শিবের পাঁচটি জটা হইতে পাঁচ ভগ্নী মনসার জন্ম হইয়াছে। এই সম্পর্কে সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদিগের মধ্যে যে লোকশ্রুতি প্রচলিত আছে, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সাঁওতাল ওঝার গুরু কামরুর জন্মের সঙ্গে মনসার জন্মবৃত্তান্ত সেখানে জড়িত। এই সম্পর্কে উল্লিখিত হইয়াছে—

'Kamru's birth is said to have taken place on the water under a lotus leaf, and he is said to be of the race of the godlings or *bongas*; therefore he is invoked up to this day. It is also told that *Monsa* (as the Santal calls the snake-goddess Manasa) was born at the same time; Kamru is, however, a little younger. According to the Santal story *Monsa* was the daughter of Siv Thakur, he had been sitting on the lotus leaves; when he returned to heaven and looked down, he to his great astonishment saw a girl (*Monsa*) sitting where he had just been.' (P. O. Bodding, 'The Santals and Disease.' *Memoirs of the Asiatic Society of Bengal*, Vol. X, No. 1, p. 124).

**পিতামহ**—ব্রহ্মা; তু° 'পিতামহ দিলা মোরে অনুপূর্ণা নাম।'—ভারতচন্দ্র।

**বিষমুখ ইত্যাদি**—বলা বাহুল্য, বিষপূর্ণ মুখ বলিয়া বিষহরী নাম হইতে পারে না; বিষহরী কথাটির তাৎপর্য কবি বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। যিনি বিষ হরণ করেন তিনি বিষহর, স্ত্রী বিষহরা, হরি শব্দের সহিত অলীক সামঞ্জস্য কল্পনাবশতঃ বিষহরি, স্ত্রী বিষহরী। বিপ্রদাস মনসার যে বহু নাম কীর্তন করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে বিষহরী নামের উল্লেখ নাই। তবে এই প্রসঙ্গে একস্থলে তিনি বলিয়াছেন, 'চণ্ডী জিনি নাম হইল বিষপূর্ণ আঁখি।' মনসার প্রাচীনতম নাম বিষরী; পূর্ববঙ্গের উচ্চারণে 'বিষরী' (বিষ্+অরি?) বিষ্+অরি শব্দ হইতে 'বিষরি' পরে 'বিষহরী'—এমনও হইতে পারে। উত্তর বিহারে বহুল প্রচলিত নাম, 'বিষহরী'।

**জগতের হিতকারী ইত্যাদি**—বলা বাহুল্য, জগতের হিতকরী বলিয়া নাম জগদ্‌গৌরী হইতে পারে না। কবি এখানেও শব্দটির তাৎপর্য ধরিতে পারেন নাই; অবশ্য জগদ্‌গৌরী কথাটির সুস্পষ্ট অর্থ ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। পুরাণেও ইহার কোন ব্যাখ্যা দেওয়া নাই; 'দেবীভাগবতে' কেবলমাত্র উল্লিখিত আছে, 'জগদ্‌গৌরীতি বিখ্যাতা তেন সা পূজিতা সতী।' বিপ্রদাস এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 'জগৎকারু পত্নী নাম হইল জগদ্‌গৌরী।' কিন্তু মনসা জগৎকারুর পত্নী নহেন, জরৎকারুর পত্নী; অতএব তিনিও এই বিষয়ে একটি কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যার উদ্‌ভাবন করিয়াছিলেন মাত্র; তবে এমন হইতে পারে যে, জরৎকারুর পত্নী বলিয়া স্বামীর নামটির উপর লক্ষ্য রাখিয়া পত্নীর এই একটি নাম পুরাণের মধ্যেই কল্পিত হইয়াছিল। 'জরৎ' শব্দের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া 'জগৎ' ও 'কারু' শব্দের একটি স্ত্রীলিঙ্গের রূপ 'গৌরী' কল্পিত হইয়া থাকিবে। তাহা হইলে 'জরৎকারু'র পত্নী বলিয়া 'জগৎগৌরী' বিপ্রদাসের এই ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হয়।

CENTRAL LIBRARY



**আতুর**—শুদ্ধ পাঠ 'আঁতুড়'; পূর্ববঙ্গে চন্দ্রবিন্দু ও 'ড়'র উচ্চারণের অভাবের জন্য প্রাদেশিক উচ্চারণে 'আতুর'; স° অন্তঃকুটি>অন্তউড়ি>অন্তড়ি>আঁতুড়ি, আঁউড়ি, তু° 'কাড়িয়া চালের খড় আলিল আউড়ি।'—মুকুন্দরাম। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'শব্দতত্ত্বে' আঁতুড় শব্দটিকে সংস্কৃত 'অন্তরুট' হইতে জাত বলিয়া মনে করেন। অন্তরুট>অন্তউড়>আঁতুড়।

**লাছিয়া**—পাতিয়া, বিছাইয়া; প্রাদেশিক শব্দ; পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে শব্দটি এই অর্থে অদ্যাপি ব্যবহৃত হয়।

**কাটারি**—√কৃৎ, ছেদনে; কর্ত>কাট>কাট+'রি', ক্ষুদ্রার্থ বোধক দেশী প্রত্যয়; কাটরি, কাটারি—দা', যাহার সাহায্যে কিছু কাটা যায়। অথবা স° কর্তরিকা>কট্টরিআ>কাটারি।

**নাড়ী**—নাড়ী শব্দের অর্থ শিরা, কিন্তু এখানে নাভি বা যাহাতে সমস্ত নাড়ী বা শিরার বন্ধন থাকে। বাংলা উচ্চারণ-তত্ত্বের নিয়মানুযায়ী 'নাভি' শব্দ হইতে 'নাড়ী' শব্দ জাত হইতে পারে না; সেইজন্য শিরা অর্থবাচক 'নাড়ী' শব্দটিই এখানে 'নাভি' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। তু° 'নাড়ীচেছদ' বা নাড়ীকাটা—নাভিচ্ছেদন।

**উঠানি**—স° উত্থানিকা>উট্ঠানিআ>উঠানি; আঁতুড় তোলা; স্নানাদির পর সূতিকাগৃহ হইতে সেই দিন প্রসূতি বাসগৃহে ফিরিয়া আসেন। স্মৃতিশাস্ত্রে ইহাকেই 'উত্থান-পর্ব' বলা হয়, তু° 'বালক উত্থান পর্বে যত নারীগণ। শচীসনে গঙ্গাস্নানে করিল গমন॥'—বৃন্দাবনদাস। পূর্ববঙ্গের রীতি অনুযায়ী কন্যা-সন্তানের জন্য হইলে একাদশ দিবসে ও পুত্রসন্তানের জন্য হইলে সপ্তম কিংবা নবম দিবসে আঁতুড় তোলা হয়। বিজয় গুপ্ত এখানে তদ্দেশীয় প্রচলিত সামাজিক রীতিরই উল্লেখ করিতেছেন।

**জোঁকার**—জোকার, এখানে চন্দ্রবিন্দু অনাবশ্যক। পূর্ববঙ্গের পুথিতে এই প্রকার অনাবশ্যক চন্দ্রবিন্দুর বহুল প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। স° জয়কার—উলুধ্বনি। বিবাহ প্রমুখ মঙ্গলানুষ্ঠানে ত্রিবাঙ্কুরের নায়ার ও তথাকার আদিবাসী কানিক্কার, মালপণ্ডরম্ প্রভৃতি জাতির স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বাঙ্গালী নারীদিগের মত উলুধ্বনি দিবার প্রথা আজ পর্যন্ত প্রচলিত আছে। ভারতের অন্যত্র ইহা প্রচলিত নাই।

**আয়ো**—স° অবিধবা>অইহআ>আইয়া>আয়', আয়ো—সধবা স্ত্রীলোক।

**ধুম্‌ধুমি**—স° দুন্দুভি, ধ্বন্যাত্মক শব্দ।

**খুনি**—স° ক্ষৌম, রক্তবর্ণ বস্ত্র। তু° খুনি, লাল রং।

**গাইনের দাও**—গায়েনগণ এখানে একটি বস্ত্র আদায় করিয়া থাকেন।

**একেশ্বরী**—একাকিনী; এক+ঈশ্বর+(স্ত্রী) ঈ; এখানে ঈশ্বর অর্থহীন, শব্দালঙ্কার রূপে মাত্র ব্যবহৃত। কিংবা ঈশ্বর যে রকম সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ ও একা সেই প্রকার অবস্থাও বুঝাইতে পারে।

**বাসি**—প্রাচীন বাংলায় √বাস্, মনে করা; 'অদ্ভুত হেন বাসি'—অসম্ভব মনে করি; আধুনিক বাংলায় কেবলমাত্র 'ভালবাসা' শব্দে বাস্ ধাতুটির মৌলিক অর্থ রক্ষা পাইয়াছে। তু° প্রাচীন বাংলা, লাজবাসা, ভয়বাসা ইত্যাদি।

**পরিপাটি**—পরিচ্ছন্ন; এখানে শব্দটি কুশলতা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই অর্থে শব্দটি পূর্ব বাংলার কথ্য ভাষায় কোন কোন অঞ্চলে অদ্যাপি ব্যবহৃত হয়।

**ঘাটি**—ঘাট—পরাজয়; দেশী শব্দ; কেহ কেহ ইহাকে অর্বাচীন সংস্কৃত 'ঘট্ট' হইতে জাত মনে করেন। কিন্তু ইহা দেশী শব্দ বলিয়া গৃহীত হওয়াই সঙ্গত।

**সাচে**—সত্য>সচ্চ>সাচ; এখানে পূরণবাচক (compensatory) অনুনাসিক আদ্যবর্ণে চন্দ্রবিন্দুরূপে যুক্ত হওয়া সঙ্গত ছিল; কিন্তু পূর্ববঙ্গে অনুনাসিকের অভাববশতঃ এখানে তাহা ব্যবহৃত হয় নাই।

**জনী**—জন, জনা, ছন্দানুরোধে 'জনী'।

CENTRAL LIBRARY



**চিন**—স° চিহ্ন>চিন্ন>চিন।

**ঝি**—স° দুহিতা >ধীদা>ধীঅ, তালব্যীকরণের নিয়মে (Law of Palatalization) 'ধ'=ঝ'>ঝিঅ, ঝি, কন্যা। তু° 'কোথাকার বরে তুমি দিতে চাও ঝি।'—ঘনরাম।

**অকুমারী**—কুমারী, এখানে 'অ' উপসর্গ নিষেধার্থক (negative) নহে বরং বিশেষ্যকে আরও জোর দেওয়ার (emphasis) জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। তু° 'অভরসা' (পরে দ্রষ্টব্য)।

**ছার**—স° ক্ষার>ছার, ভস্ম, ছাই, ভস্মতুল্য।

**সাজি**—স° সজ্জা>সজ্জা>সাজ, সাজি; দেশী শব্দও হইতে পারে। বংশনির্মিত পুষ্পাধার। তু° 'সাজি দণ্ড হাতে করি, কাননে কাননে ফিরি, অনুদিন যেন মালাকার।'—মুকুন্দরাম।

**মোচড়**—হি° মরোড়, দেশী শব্দ বলিয়া মনে হয়। পাক দেওয়া।

**একেশ্বর**—একা; এক ঈশ্বর হইতে শব্দটি জাত বলিয়া মনে হয়; ঈশ্বর শব্দের এখানে কোন অর্থ নাই, জোর দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। স্ত্রী—একেশ্বরী।

**করণ্ডী**—ফুলের সাজি, দেশী শব্দ; পূর্ববঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে সর্পদেবী মনসার পূজায় যে চিত্রিত উপকরণ ব্যবহৃত হয়, তাহার নামও করণ্ডী। আধুনিক সংস্কৃত অভিধানে 'করণ্ডী' অর্থে 'বংশপেটিকা' বলিয়া উল্লেখ করা আছে। উড়িষ্যার কোরাপুট জেলার অধিবাসী বোণ্ডা নামক এক অর্ধ-উলঙ্গ জাতির মধ্যে করণ্ডী নামক এক দেবতা আছেন, ইনি অগ্নিভয়নিবারণকারিণী বলিয়া কল্পিত হন। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে কোনও সম্পর্ক আছে কিনা, তাহা অনুসন্ধানের বিষয়।

**বান্ধি**—√বন্ধ, প্রাচীন ও মধ্য বাংলা 'বান্ধি'; পূর্ববঙ্গের কথ্যভাষায় বান্ধি; আধুনিক শিষ্ট প্রয়োগ 'বাঁধি', বাঁধিয়া।

**শিবাই**—শিব+আই; 'আই' স্নেহার্থবোধক প্রত্যয়; তু° 'কানাই', 'বলাই', 'লখাই'।

**কড়া**—কপর্দক>কব্ড্ডঅ>কৌড়া, কড়া, কড়ি।

**ভাঙ্গরা**—ভাঙ্গড়, ভাঙ্গ+ড়; 'ড়' এখানে দক্ষ বা দড় অর্থবাচক দেশী প্রত্যয়। পূর্ববঙ্গের উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যের জন্য উপান্ত বর্ণ হইতে গিয়া অন্ত্যবর্ণে স্বরধ্বনি যুক্ত হওয়ায় 'ভাঙ্গড়া', পূর্ববঙ্গের উচ্চারণে 'ভাঙ্গরা'; বাংলার লৌকিক সাহিত্যে সর্বত্রই শিবকে 'ভাঙ্গড়' বা সিদ্ধিখোর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তু° 'চণ্ডী বলে শোন গোঁসাই জটিয়া ভাঙ্গেড়া'—রংপুরের শিবের ছড়া; শিব বাসুকির বিষ পান করিয়াছিলেন বলিয়া যে পৌরাণিক প্রসিদ্ধি আছে, তাহার উপরই ভিত্তি করিয়া বঙ্গের কৃষক সম্প্রদায় শিবকে সিদ্ধিখোর বলিয়া কল্পনা করিয়া তাঁহার চরিত্রের উপর এই একটি স্থানীয় বৈশিষ্ট্য আরোপ করিয়াছে। নতুবা সংস্কৃত কোন পুরাণে শিব কোথাও সিদ্ধিখোর বলিয়া উল্লেখ নাই। (এই বিষয়ে বিস্তৃততর আলোচনার জন্য 'বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস' প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

**নাগর**—অশুদ্ধ পাঠ; মনে হয়, 'লাগ' কিংবা 'লাগর' হইবে; অবশ্য বাংলার কোন কোন অঞ্চলের কথ্য-ভাষায় 'ল' 'ন' উচ্চারিত হয়; কিন্তু বর্তমান পুথিতে ইহার আর কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না বলিয়া, এই রীতি অনুযায়ী এখানে 'ল' 'ন' হইয়াছে একথা বলিতে পারা যায় না। 'লাগর পাওয়া'—লাগ পাওয়া, বিলিত হওয়া। স° লগ্ন>লগ্গ>লাগ, স্বার্থে 'র', 'লাগর'।

**সাবহিত**—স+অবহিত—সতর্ক; তু° 'ঘট ভরি গঙ্গাজল দিলা সাবহিত।'—বৃন্দাবনদাস।

**খোঁটা**—খুণ্ট (?) দেশী শব্দ—অপবাদ।

**গাঁঠি**—স° গ্রন্থি>গণ্ঠি>গাঁঠি, গাঁঠ, গাঁট।

**রাও**—স° রাব>রাব্>রাও, রা; পূর্ব বাংলার কথ্য ভাষায় অদ্যাপি 'রাও' শব্দ ব্যবহৃত হয়।

CENTRAL LIBRARY



**নিদ্রালি**—নিদ্রা + আলি, ইহার ভাব এই অর্থে 'আলি' দেশী প্রত্যয়, এই অর্থে নিদটি (নিদ + টি) শব্দেরও ব্যবহার আছে।

**জটা**—সং জটা, অনাদরহেতু জটপাকানো চুল। শিবের মাথার জটা আকাশ স্পর্শ করিত বলিয়া বিশ্বাস, তাহা দ্বারাই তিনি গঙ্গার বেগ রোধ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়। কালক্রমে বৈদিক দেবতা অগ্নি ও রুদ্র একাকার হইয়া যান। যাস্কের 'নিরুক্তে' উল্লিখিত হইয়াছে, 'অগ্নিরপি রুদ্র উচ্যতে' (১০।৭)। এই সূত্রে রুদ্রকেও অগ্নির মত 'শিখা-ধূম-জটিলঃ' বলিয়া কল্পনা করা হইয়া থাকে। অতঃপর রুদ্র যখন পৌরাণিক যুগে শিবের সঙ্গে অভিন্ন হইয়া যান, তখন অগ্নি বা রুদ্রের ধূম্র-জটা শিবের মাথার জটার রূপ ধারণ করে। আবার কেহ মনে করেন, 'বুদ্ধদেব সন্ন্যাসী হইলেও তাঁর মূর্তি মুণ্ডিতকেশ করিয়া গঠিত হইত না; তাঁর সকল মূর্তির মস্তকের মধ্যস্থল উষ্ণীষাকৃতি উচ্চ, মাথায় দক্ষিণাবর্তে কুঞ্চিত অলিকেশ। বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য প্রতিরোধের জন্য ব্রাহ্মণ্যধর্ম যখন চেষ্টা করিতেছিল, তখন বুদ্ধদেবের সমস্ত গুণ মহাদেবে আরোপ করা ত হইলই, শিবমূর্তিও বুদ্ধমূর্তির নকল হইয়া উঠিল। বুদ্ধদেবের কুঞ্চিত অলিকেশে আবৃত উচ্চ ব্রহ্মতালু ক্রমে শিবের মাথার জটার চূড়া হইল অতি সহজেই।' (চ-ম-বো ১, ৪৯)

প্রাচীন ও মধ্য-বাংলায় জটা বা জট শব্দে চুলমাত্রই বুঝাইত, কেবলমাত্র অপরিষ্কৃত জোট্ পাকানো চুলকেই বুঝাইত না। তু° 'মরণ নিকট হৈলে দৈবে ধরে জটে।'—ঘনরাম। 'জটে দড়ি দিয়া বীরে বান্ধিলেক চালে।' —মুকুন্দরাম। ক্রমে অর্থ সঙ্কুচিত (contraction of meaning) হইয়া আধুনিক বাংলায় ইহা দ্বারা কেবল অপরিষ্কৃত জোট্ পাকানো চুলকেই বুঝায়। অতএব প্রাচীন বাংলায় শিবের জটা বুঝাইতেও শিবের মাথার কেশকেই বুঝাইত; আধুনিক বাংলায় শিবের জটা বুঝাইতে তাঁহার অপরিষ্কৃত চুল বা matted hair-কে বুঝায়। জটা বলিতে একপ্রকার জটার আকৃতি রক্তবর্ণ ফুলও বুঝাইত; বর্তমানে ইহা মোরগ জটা বা শিবের জটা নামে অধিকতর পরিচিত।

**দিমু**—দিবো; √দা ধাতু উত্তম পুরুষ ভবিষ্যৎ কালের রূপ; দুই স্বরধ্বনির মধ্যবর্তী 'ব'র উচ্চারণ কখনও কখনও 'ম'তে পরিবর্তিত হয়; কোন কোন অঞ্চলের কথ্য ভাষার রূপ। আধুনিক শিষ্ট প্রয়োগ 'দিব'।

**লাগল**—'লাগর' দ্রষ্টব্য; লাগ + 'ল' স্বার্থে; 'লাগাল' শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

**চূর**—সং চূর্ণ > চুণ্ণ > চূণ; *চুব্বর > চূর।

**পাপ কপালের ফলে ইত্যাদি.....কত সইতে পারি**—এই অংশ ভারতচন্দ্র-কৃত 'অন্নদামঙ্গলে'র নিম্নোদ্ধৃত অংশের সঙ্গে তুলনীয়—

'অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন॥
* * * * * *
গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি।
জীবনস্বরূপা সেই স্বামি-শিরোমণি॥'

ভারতচন্দ্র অন্নদার আত্মপরিচয় প্রদানের ছলে যে ব্যাজস্তুতি অলঙ্কার ব্যবহার করিয়াছেন, বাংলা সাহিত্যে বিজয় গুপ্তই তাহার পথ-প্রদর্শক বলিয়া মনে হয়। বিজয় গুপ্তের পরবর্তী পদগুলিও এই সম্পর্কে তুলনীয়। এখানে বিজয় গুপ্ত রচিত চণ্ডী নাম্নী খেয়া পাটনীর নিকট শিবানীর আত্মপরিচয় প্রদান ও ভারতচন্দ্র রচিত অন্নদার ভবানন্দ-ভবনে যাত্রাকালীন ঈশ্বরী পাটনীর নিকট আত্মপরিচয় প্রদানের পরিকল্পনা দুইটি সম্পূর্ণ অভিন্ন। বিজয় গুপ্তের ভাষায় প্রাক্-চৈতন্য যুগের গ্রাম্যতা রক্ষিত হইয়াছে ও ভারতচন্দ্রের ভাষা কালোচিত পারিপাট্য লাভ করিয়াছে। নিম্নলিখিত পদ দুইটি এই সম্পর্কে বিশেষভাবে স্মরণ করিবার যোগ্য—

'কপট করিয়া সাচা মিছা কথা কই।
এক নাম জানিয়া তাহারে বলে সই॥' —বিজয় গুপ্ত

CENTRAL LIBRARY



'ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী।
বুঝহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি॥' —ভারতচন্দ্র

**মাথায় ধরে নারী**—ইহা ঘর্থক; মুখ্য অর্থ স্ত্রীকে মাথায় তুলিয়া রাখে; অর্থাৎ স্ত্রৈণ প্রকৃতির লোক; গৌণ অর্থ গঙ্গাবতরণকালে মহাদেব গঙ্গাকে যে জটায় ধারণ করিয়াছিলেন, এখানে সেই পৌরাণিক প্রসঙ্গের ইঙ্গিত করা হইতেছে। তু° 'গঙ্গা নামে সত্য তার তরঙ্গ এমনি। জীবনস্বরূপা সেই স্বামি-শিরোমণি॥' —ভারতচন্দ্র।

**ভাঁড়িয়া**—ভাঁড়াইয়া, ছলনা করিয়া, প্রাচীনতর প্রয়োগ 'ভাণ্ডিয়া'; বিজয় গুপ্তের সমসাময়িককালে 'ভাঁড়িয়া' পাঠ প্রচলিত থাকিবার কথা নহে, তখন আদিবর্ণ চন্দ্রবিন্দু যুক্ত না হইয়া পরবর্তী বর্ণ 'ণ' যুক্ত ছিল, অর্থাৎ 'ভাণ্ডি' প্রয়োগই প্রচলিত ছিল; 'ভাঁড়িয়া' আধুনিকতর প্রয়োগ। বলা বাহুল্য, পুথির পরবর্তী লিপিকারগণ কিংবা অনেক সময় গায়েনগণও প্রাচীন ও অপ্রচলিত শব্দসমূহ পরিত্যাগ করিয়া, অনেক সময় তৎকালীন প্রচলিত ও আধুনিক শব্দ গ্রহণ করিতেন। বর্তমান পুথিতে 'ভাণ্ডিয়া' শব্দেরও বহুল প্রয়োগ আছে।

**খাউক**—খাতু>খাদু>খাউ+ক স্বার্থে; খা'ক।

**ছিঁড়িয়া**—আধুনিক শব্দ; প্রাচীনতর প্রয়োগ 'ছিণ্ডিয়া'।

**লাউ**—অলাবু>লাউ>লাউ—এখানে বাদ্যযন্ত্র, পূর্ববঙ্গের চলিত কথায় 'লাউয়া'।

**রাউ**—রাহু>রাউ; চন্দ্রগ্রহণকালে রাহু চন্দ্রকে গ্রাস করে বলিয়া যে পুরাণ-প্রসিদ্ধি আছে, এখানে তাহারই উল্লেখ করা হইতেছে।

**আগল**—অগ্র>অগ্গ>আগ+ল; তাহার ভাব এই অর্থে 'ল' প্রত্যয়।

**দীঘল**—দীর্ঘ>দীঘ্ঘ—দীঘ+ল; তাহার ভাব এই অর্থে 'ল' প্রত্যয়।

**ডোমনী**—প্রাচীন বাংলায় 'ডোম্বী'; পুং ডোম; বৌদ্ধধর্মের অধঃপতনের যুগে নানা তুকতাকে সিদ্ধ সম্প্রদায়বিশেষ; বর্তমানে হিন্দুজাতির মধ্যে অস্পৃশ্য বলিয়া পরিগণিত। পরে 'ডমরু' দ্রষ্টব্য।

**পাটের খোপ**—কেশরচনায় ব্যবহৃত পাটের গুচ্ছ; পাট শব্দ অন্যত্র দ্রষ্টব্য। এখানে 'খোপ' না হইয়া 'থোপ' পাঠ হওয়া সঙ্গত।

**খাড়ু**—আধুনিক বাংলায় পশ্চিমবঙ্গে হাতের ও পূর্ববঙ্গে পায়ের বালা জাতীয় অলঙ্কার; মধ্যযুগের বাংলায় সর্বত্রই হাত এবং পা উভয়েরই অলঙ্কার বুঝাইত। তু° 'পায়ে খাড়ু দিল আঙ্গুলে পাশুলি।' —বিজয় গুপ্ত; এখানে 'দুই হাতে পিতলের খাড়ু'; দেশী শব্দ।

**মদন-কড়ি**—কানের অলঙ্কার, বর্তমানে 'মাকড়ি' বলিয়া পরিচিত; স° মদন কর্ণদিকা (?) মদন-বিমোহন কড়ি নির্মিত কর্ণালঙ্কার।

**সিং**—স° সিংহ।

**পাঁচে**—'পাঁচ কথা ভাবে' অর্থে সংক্ষেপে পাঁচে; তু° সাত পাঁচ ভাবা। কিংবা স° প্রত্যয়তি>পচ্চঅই>পাঁচে।

**ওর**—হি° ওর—সীমা; অবধি। উড়িয়া, মৈথিলী ও মধ্যযুগের বাংলায় বিস্তৃতভাবে ব্যবহৃত। তু° 'হামারি দুখের নহি ওর'—বিদ্যাপতি। 'আনন্দে নাহিক ওর, পুত্র হৈল চিত্তচোর'—ঘনরাম। শব্দটির ব্যুৎপত্তি সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করিতে পারা যায় না। দেশী শব্দ হওয়া অসম্ভব নহে। কেহ কেহ ইহাকে স° পার>পা° ওর—পার্শ্ব, এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন; কিন্তু ব্যাখ্যা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

CENTRAL LIBRARY



**বাসর**—বাসগৃহ> *বাসগহর>বাসঘর, বাসর, মধ্যযুগের বাংলায় বাসগৃহ অর্থে ব্যবহৃত; আধুনিক বাংলায় অর্থ সঙ্কুচিত হইয়া কেবলমাত্র বিবাহের রাত্রে নবদম্পতির বাসগৃহ অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই অর্থ সঙ্কোচনের মূলে লখীন্দর-বেহুলার লৌহবাসরের জনশ্রুতি কার্যকরী হওয়া অসম্ভব নহে।

**দোসর**—হি° দুসরা—সঙ্গী। আধুনিক বাংলায়ও শব্দটি এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। শব্দটির ব্যুৎপত্তি সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করা যায় না। একেশ্বর শব্দের সহিত অলীক সামঞ্জস্য (false analogy) কল্পনা করিয়া শব্দটি গঠিত হওয়া সম্ভব। কিংবা *দোশুর >দোসর।

**সাটে**—সর্বশুদ্ধ, সকল; তু° 'তোমার কথায় টাকা, ল'য়ে গেনু জানি পাকা, তামা বলি ফিরি দিল সাটে।' —মুকুন্দরাম। দেশী শব্দ বলিয়া মনে হয়।

**খেওয়া**—স° ক্ষেপ>খেঅ>খেয়া, পূর্ববঙ্গের উচ্চারণে স্বরভক্তি-প্রবণতার জন্য 'খেওয়া'। পশ্চিমবঙ্গে 'খেয়া'। তু° 'সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী।'—ভারতচন্দ্র।

**নবগুণ**—নবগুণ>নওগুণ>নগুণ, পূর্ব বাংলার কথ্য ভাষায় 'নগুন' —পৈতা, যজ্ঞোপবীত।

**আজু**—অদ্য>অজ্জ>আজ, আজি, ব্রজবুলিতে আজু। পরবর্তী লিপিকারদিগের মধ্যে ব্রজবুলির প্রভাববশতঃ 'আজু'। তু° 'আজু মঝু শুভদিন ভেল।'—বৈষ্ণবপদ।

**নাও**—স° নাব>নাব্>নাও, না'—নৌকা।

**কাণ্ডার**—স° কাণ্ডাগার>কাণ্ডআর>কাণ্ডার, হাল; যে কাণ্ডার ধারণ করিয়া থাকে সে 'কাণ্ডারী'।

**তিন নয়ন তার**—শিব আদিতে ত্রিনয়নই ছিলেন, মহাভারতে (অনুশাসন পর্ব, ১৪০) তাঁহার ত্রিলোচন হইবার একটি কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। একদিন উমা ক্রীড়াচ্ছলে তাঁহার দুই হাত দিয়া শিবের পিছন হইতে তাঁহার চোখ দুইটি চাপিয়া ধরেন। শিবের চক্ষু আবৃত হইয়া যাওয়াতে সৃষ্টি অন্ধকার হইয়া যায়, ইহাতে প্রলয় সূচিত হয়। সৃষ্টিরক্ষার জন্য দেবতাগণ শিবকে তখন ললাট ভেদ করিয়া তৃতীয় নেত্র উদ্গত করিবার জন্য অনুরোধ করেন। তাঁহাদের অনুরোধে শিব তৃতীয় নেত্র উদ্গত করিলেন, সেই তৃতীয় নেত্র অত্যন্ত তেজোময় হইল। পুরাণে শিবের ত্রিলোচন হইবার আরও বহু কারণ বর্ণিত হইয়াছে। বাংলাদেশে শিবের ত্রিলোচন হইবার পুরাণ-বহির্ভূত একটি কারণ নির্দেশ করা হইয়া থাকে। তাহা এই, নিরঞ্জন ধর্মের ঘর্ম হইতে আদ্যা-শক্তির জন্ম, আদ্যাশক্তি হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের জন্ম হয়; এই তিনজনই জন্মান্ধ হন, ভূমিষ্ঠ হইবার পরই তাঁহারা কারণ-সমুদ্রের তীরে তপস্যা করিবার জন্য চলিয়া যান। তাঁহাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য একদিন ধর্ম পূতিগন্ধ শবরূপে জলে ভাসিতে ভাসিতে তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হন। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া তিন অঞ্জলি জল দিয়া শব ভাসাইয়া দেন, শিব তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া শব কাঁধে লইয়া নৃত্য করিতে থাকেন, ইহাতে ধর্ম সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দৃষ্টিশক্তি দান করিলেন এবং বলিলেন, 'তুমি আমাকে চিনিতে পারিয়াছ, অতএব তোমাকে আর একটি চক্ষু দিলাম।' ইহাই শিবের তৃতীয় লোচন হইল। অতঃপর শিবের অনুরোধে ধর্ম নিরঞ্জন ব্রহ্মা ও বিষ্ণুরও দৃষ্টিশক্তি দান করিলেন। (Asutosh Bhattacharyya, *Early Bengali Saiva Poetry*, 1951, p. 13).

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শিবকে ত্রিনেত্র বলিয়া কল্পনা করিবার বহু পরে এই কাহিনী রচনা করিয়া ইহার একটি লৌকিক (popular) ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ভারতবর্ষে বহু প্রাচীনকাল হইতেই তিন সংখ্যাটির উপর একটি বিশিষ্ট ঐন্দ্রজালিক গুণ (magic quality) আরোপ করা হইয়াছে। সেইজন্য বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন দেবতাকেও সাধারণ মানুষ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিবার জন্য এই বিশেষ সংখ্যক চক্ষুযুক্ত বলিয়া মনে করা হয়।

**পঞ্চমুখ**—শিব পূর্বে একমুখই ছিলেন, মহাভারতের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি চতুর্মুখ হইয়াছেন; এই সম্পর্কে উল্লিখিত হইয়াছে যে, শিব একদিন তিলোত্তমাকে দেখিয়া তাঁহার রূপে মুগ্ধ হন। তিলোত্তমা শিবের চারিদিক্ প্রদক্ষিণ করিতেছিলেন। সম্মুখে অন্যান্য দেবতাগণ উপস্থিত ছিলেন, সেইজন্য তাঁহার ইচ্ছাসত্ত্বেও তিলোত্তমার প্রদক্ষিণকালে তিনি তাঁহাকে মুখ ঘুরাইয়া দেখিতে লজ্জাবোধ করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা আর তিনি কিছুতেই দমন করিতে পারিলেন না, অবশিষ্ট আরও তিন দিকে আর তিনটি মুখ উদ্গত করিয়া তিনি

CENTRAL LIBRARY



তিলোত্তমাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। এইভাবে শিব চতুর্মুখ হইলেন। পৌরাণিক যুগে এই চতুর্মুখ শিবই পঞ্চমুখে পরিণত হইয়াছেন। পুরাণে এই সম্পর্কে উল্লিখিত আছে যে, ব্রহ্মা পঞ্চমুখ ছিলেন, এইজন্য তাঁহার বড় গর্ব ছিল এবং এইজন্যই তিনি শিব হইতে নিজেকে বড় বলিয়া মনে করিতেন। এই ক্রোধে শিব একদিন ব্রহ্মার পঞ্চমুখ হইতে একটি মুখ নিজে নখে ছিঁড়িয়া স্বয়ং ধারণ করিলেন, তদবধি ব্রহ্মা চতুর্মুখ ও শিব পঞ্চমুখ হইয়াছেন। (মৎস্যপুরাণ, ৩য় অধ্যায়)

পঞ্চমুখ কথাটির বাংলায় একটি বিশেষ অর্থ আছে, যথা মুখর, অর্থাৎ পাঁচমুখে যেন কথা বলে। তু° 'নিন্দা বা প্রশংসায় পঞ্চমুখ'; ভারতচন্দ্রের এই উক্তিটি হইতেই এই অর্থটির উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, 'কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।'—অন্নদামঙ্গল।

**ভস্মময়**—বৃহদ্ধর্মপুরাণে (মধ্যখণ্ড ২৩।৪৬) উল্লিখিত আছে,—'কামদেবস্য ভস্মানি লিলেপাঙ্গে মহেশ্বরঃ।' অর্থাৎ মদনকে ভস্মে পরিণত করিয়া সেই ভস্ম দ্বারা তিনি সর্বাঙ্গ লিপ্ত করিয়াছিলেন।

কালিকাপুরাণেও এই কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে,—

মহাদেবোপি তদ্ভস্ম মনোভব-শরীরজম্।
অঙ্গায় সর্বগাত্রেষু ভূতিলেপং তদাকরোৎ॥ —৪২।১৭৮

আবার ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে যে, সতীদেহ অগ্নিতে ভস্মসাৎ হইলে পর, শিব সেই ভস্ম নিজের দেহে ধারণ করিয়াছিলেন (শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড, ৩৬ অধ্যায়); তদবধি শিব বিভূতি-ভূষণ। শিবপুরাণে (১৭ অধ্যায়) শিবের বিভূতি-লিপ্ত হইবার স্বতন্ত্র একটি কাহিনী বর্ণিত আছে। লিঙ্গপুরাণের একটি উক্তি এই সম্পর্কে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য, তাহাতে শিবকে বলা হইতেছে, 'তুমি রুদ্ররূপী অগ্নি এবং সেইজন্য তোমার দেহ ভস্মলিপ্ত।' বেদের অগ্নি কোন কোন স্থলে রুদ্রের সঙ্গে অভিন্ন হইয়াছেন, এই রুদ্র পৌরাণিক যুগে শিবের সহিত অভিন্ন হইবার ফলেই তাঁহাকে ভস্মলিপ্ত বলিয়া কল্পনা করা হইয়া থাকে।

পৃথিবীর সকল দেশেই আদিম জাতিসমূহের মধ্যে যে ভূত ও রোগবিতাড়ক ওঝা (exorcist) শ্রেণীর লোক থাকে, তাহারা নিজদিগকে অপদেবতার হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য 'মন্ত্রপূত' ধূলি কিংবা ভস্ম দ্বারা দেহ লিপ্ত করিয়া থাকে। কোন কোন সমাজে এই শ্রেণীর ওঝা কালক্রমে দেবতায় পরিণত হইয়াছে। শিব-পরিকল্পনার মধ্যেও এই শ্রেণীর এক বা একাধিক সমাজের উপকরণ আসিয়া মিশ্রিত হইয়াছে বলিয়া তাঁহাকেও ভস্মলিপ্ত বলিয়া মনে করা হয়। উপরে যে পৌরাণিক কাহিনীগুলি বর্ণিত হইল, তাহা এই আদিম রীতিরই কতকগুলি পরবর্তী লৌকিক ব্যাখ্যা মাত্র। পৃথিবীর সর্বত্রই বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ভস্মের বিস্তৃত ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়; যেমন,

'Ashes are used in folk-practices to control the weather, in religious rituals, in mourning customs, to fertilize fields, flocks, people, as a badge of humiliation, in divination and exorcism, to prevent sorrow, plague, vermin, lightning, fire, sore eyes, contagious diseases, skin eruptions, swollen glands, also to cure headache, nose bleed, colic, rheumatism, consumption, and in ablutions and amulets.' তু° Ash Wednesday—'The first day of Lent; so called from the ceremonial use of ashes as a symbol of penitence in the Roman Catholic Church' (*Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend*, Ed. M. Leach, New York, 1949, p. 81).

**কপালে চন্দনের ফোঁটা**—চন্দ্র>চন্দ>চান্দ, আধুনিক সাধু বাংলায় চাঁদ, পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক চান্দ, চান্। শিব তাঁহার ললাটে চন্দ্রকলা ধারণ করিয়া থাকেন। এই বিষয়ে পুরাণে উল্লিখিত আছে যে, সতীর দেহত্যাগের পর শিব তাঁহাকে পুনরায় পাইবার আশায় তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন, ক্রমে তাঁহার তপস্যার তেজ এমন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল যে, তাহাতে সমস্ত সৃষ্টি ভস্মীভূত হইয়া যাইবার উপক্রম হইল। তাঁহার এই তপস্যার তেজকে

CENTRAL LIBRARY



প্রশমিত করিয়া সৃষ্টি রক্ষা করিবার জন্য দেবগণ তাঁহার ললাটে একটি চন্দ্রকলা লইয়া স্থাপন করিলেন। কেহ কেহ মনে করেন, 'যে বৃজবান্ পর্বতে রুদ্রের বাস ছিল, সেই পর্বতেই ছিল সোমলতার জন্মভূমি। সোম মানে পরে যখন চন্দ্র হইল, তখন চন্দ্র হইয়াছিল মহাদেবের চিহ্ন" (চ-ম-বো ১, ৪৮)।

শৈবধর্ম কালক্রমে ভারতের বহু লৌকিক ধর্মের আশ্রয়স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। শিবের সঙ্গে চন্দ্রকলার সম্পর্ক হইতে মনে হয়, প্রাচীন চন্দ্রপূজার (moon-worship) একটি ধারা ভারতবর্ষের কোন অঞ্চল হইতে আসিয়া শৈবধর্মের মধ্যে আশ্রয় লাভ করিয়াছে। বর্তমান ভারতে চন্দ্রপূজার সেই স্বতন্ত্র ধারাটি লুপ্ত হইয়া গেলেও শৈবধর্মের আশ্রয়ে তাহার প্রতীকটি রক্ষা পাইয়াছে। চন্দ্রপূজা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের, বিশেষতঃ মরুভূমি-দেশের ধর্ম; প্রাচীন ব্যাবিলন হইতে ইহা এককালে ভারতবর্ষে আসিয়া কালক্রমে শীতপ্রধান দেশ হইতে আগত অধিকতর শক্তিসম্পন্ন সূর্যপূজক জাতির সূর্যোপাসনার মধ্যে তাহার স্বাধীন অস্তিত্ব লুপ্ত করিয়া দিয়াছে।

**বলদে চড়িয়া যায়**—বলদ—সং বলীবর্দ। প্রকৃত অর্থ নিরণ্ডীকৃত (castrated) বৃষ, এখানে বৃষ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে; কারণ, শিবের বাহন বৃষই, বলদ নহে। বলদ শব্দটি বাংলা ভাষায় অত্যন্ত প্রাচীন, 'বৌদ্ধগান ও দোহা'য় ইহা পাওয়া যাইতেছে, যথা অসম্ভব কার্য বুঝাইতে দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হইয়াছে, 'বলদ বিআয়ল, গবিআ বাঁঝে।' অর্থাৎ বলদ বিয়াইল, কিন্তু গরু বন্ধ্যা। শিব বৃষ-বাহন। আর্যগণ ভারতবর্ষে আসিবার পর আর্যেতর কোন জাতি হইতে গো-পূজায় দীক্ষালাভ করে। গো-পূজার এই ধারাটি শৈবধর্মের মধ্যেও কালক্রমে মিশিয়া যায়, তখন হইতেই শিবের বাহন হয় বৃষ। মহেঞ্জদড়োর শীলমোহর ও অশোকের ধর্মচক্রের মধ্যে বৃষের যে মূর্তি উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইতেই মনে হয়, গো-পূজার ধারাটি এ-দেশে আর্যজাতির আগমনের পূর্ব হইতেই অত্যন্ত প্রবলভাবে প্রচলিত ছিল। আর্যসংস্কৃতির মধ্যে ইহার প্রতিকূল বিশ্বাস প্রচলিত ছিল বলিয়া, ইহা আর্যসংস্কৃতিতে গৃহীত হইতে কিছুকাল অতিবাহিত হইয়া গিয়াছিল। সেইজন্য খৃষ্ট-পরবর্তী শতাব্দীতে পর্যন্ত ভারতীয় আর্যসাহিত্যে গোমাংস ভক্ষণের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। গো ভারতীয় প্রাচীন কোন অধিবাসীর কুলকেতু (totem) ছিল বলিয়া মনে হয়, পরে হিন্দুধর্ম আশ্রয় করিয়া ইহার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ব্যাপকতা লাভ করে।

**হৃদয়ে ফোঁপায় ফণী**—শিবের ভূষণ সর্প; ইহার অর্থ সাধারণভাবে এই মনে হইতে পারে যে, শৈবধর্মের মধ্যে অন্যান্য আরও কয়েকটি ধর্মীয় উপকরণের মত সর্পপূজারও একটি ধারা গিয়া মিশ্রিত হইয়াছিল। সেইজন্যই শিব সর্পকে ভূষণরূপে ধারণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন, সূর্যপূজক শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ ভারতে সর্পপূজারও প্রবর্তক, 'সূর্যের ছটা তাহারা সর্পাকার কল্পনা করিত; সেই সূর্যই পরে সর্পভূষণ শিবে রূপান্তরিত হন।' কিন্তু সর্পপূজা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণের ভারতে আসিবার বহু পূর্ববর্তী কাল হইতেই এ-দেশে প্রচলিত ছিল বলিয়া জানিতে পারা যায়, শৈবধর্ম তাহার উপরই নিজের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিয়া লইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের কালীয়দমনের বৃত্তান্ত হইতেও জানিতে পারা যায় যে, সেই অঞ্চলে সর্পপূজার উপরই কৃষ্ণপূজার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। সর্প দুর্গার দশপ্রহরণের অন্যতম, মহিষাসুর বধকালে এই সর্প অসুরের কটি বেষ্টন করিয়া তাহাকে দংশন করিয়াছিল। ইহা হইতে মনে হয়, সর্পপূজার ধারাটি শাক্তধর্মের সঙ্গেও মিশিয়া গিয়াছিল। গণেশও সর্পোপবীত ধারণ করিয়া থাকেন, ইহাও সমাজে সর্পপূজার প্রভাবের অন্যতম ফল।

**মস্তকে ধরে গাং**—শিব যে নিজের জটায় গঙ্গাকে ধারণ করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে পুরাণে একাধিক কাহিনী বর্ণিত আছে; কাহিনীগুলি সুপরিচিত, অতএব তাহাদের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। শিবের এক নাম গিরিশ, অপর এক নাম কৈলাসেশ্বর বা কৈলাসনাথ, তাঁহার পত্নীর নাম পার্বতী বা দুর্গা, পুত্রের নাম গুহ; অতএব মনে হইতে পারে যে, হিমালয় অঞ্চলের অধিবাসী কোন উপজাতির বিশিষ্ট কোন জাতীয় সংস্কৃতির ধারা হইতে Hill spirit বা পর্বতের অধিষ্ঠাতা দেবতার কোন পরিকল্পনা কালক্রমে শিবের সঙ্গে আসিয়া মিশ্রণ লাভ করিয়াছিল। হিমালয় পর্বতের শিখর চিরতুষারাবৃত এবং তাহা হইতেই গঙ্গার ধারা সমতল ক্ষেত্রে নামিয়া আসিয়াছে, তাহা হইতেই পরবর্তী কালে কবি-কল্পনায় বর্ণিত হইয়াছে যে, শিবের জটাতেই গঙ্গা অবস্থান করিয়া থাকেন। অশরীরী অনার্য দেবতাদিগকে যে যুগে হিন্দুধর্মের মধ্যে আনিয়া পৌত্তলিক শারীর রূপ (anthropomorphic form) দেওয়া হইতেছিল, সেই যুগেই তুষার-শিখর হিমালয়ের অধিষ্ঠাতা দেবতার পরিকল্পনা গঙ্গাধর শিবের মধ্যে আসিয়া পরিণতি লাভ করিয়াছিল।

CENTRAL LIBRARY



গঙ্গা শব্দ হইতে গাং শব্দ জাত। গঙ্গা শব্দটি তিব্বতো-চৈনিক ভাষা হইতে আগত বলিয়া কেহ মনে করেন। গঙ্গা বলিতে একটি নদীকেই বুঝায়, কিন্তু গঙ্গা হইতে জাত গাং শব্দে নদীমাত্রকেই বুঝায়। ইহা অর্থ সম্প্রসারণের (expansion of meaning) একটি উত্তম দৃষ্টান্ত।

**শ্মশানে বেড়ায়**—যে জাতি সভ্যতার দিক দিয়া যত নিম্নস্তরে অবস্থান করে, মৃত্যু সম্বন্ধে তাহার তত বিভীষিকা থাকিয়া যায়। শ্মশানেই মৃতদেহের সৎকার করা হয় বলিয়া, আদিম জাতিসমূহ মনে করে যে, মৃতের আত্মা শ্মশানের চারিপাশেই অদৃশ্য প্রকৃতির মধ্যে অশান্ত চিত্তে ঘুরিয়া বেড়ায়। সেইজন্য শ্মশানই প্রেতভূমি এবং ভয়ের স্থান। এই প্রেতভূমির অধিবাসিগণ যাহাতে লোকালয়ের দিকে ছুটিয়া আসিয়া জীবিতের সমাজে নানা অনর্থের সৃষ্টি না করে, সেইজন্য কোন কোন সময় প্রেতদিগকে কিংবা শ্মশানের অধিষ্ঠাতা উপদেবতাকে প্রসন্ন রাখিবার ব্যবস্থা করা হয়। শিব যখন প্রলয় বা সংহারের কর্তা বলিয়া গণ্য হইলেন, তখন স্বভাবতঃই শ্মশান অর্থাৎ যে স্থানের ভিতর দিয়া মানব-সমাজের ধ্বংস সাধিত হইয়া থাকে, তাহাকে তাহারই অধিষ্ঠিত দেবতার সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া কল্পনা করা হইল। মহাভারতের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়, শিব নিজেকে শ্মশান-বিলাসী বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন,—

তত্র চৈব রমন্তী মে ভূতসঙ্ঘা শুচিস্মিতে।
ন চ ভূতগণৈর্দেবি বিনাহং রন্তুমুৎসহে॥ —অনুশাসন, ১৪১

'শ্মশানে ভূতেরা বিচরণ করে, আমি ভূতদের ছাড়িয়া থাকিতে পারি না, তাই শ্মশান আমার প্রিয়।'

শ্মশানের অধিষ্ঠাত্রী বলিয়া কল্পিত এক লৌকিক দেবী বর্তমানে কালিকার সঙ্গে অভিন্ন হইয়া শ্মশান-কালী নামেও পরিচিত হইয়া থাকেন; বাংলাদেশে ইঁহার ব্যাপক প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়, এই শ্রেণীরই কোন পুং দেবতা শৈবধর্মের প্রভাবের কালে শিবের সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া কল্পিত হইয়াছেন।

**আগুলি**—অগ্রল>অগ্গল>আগল, স্ত্রীলিঙ্গে আগলী বা আগুলী। তু° 'পঞ্চজন দাসী ছিল সোহাগে আগলি'—বংশীদাস।

**হেটে**—স° *অধিষ্টাৎ (?) >*হেট্ঠ>হেট্ঠ, হেঁটা, হেঁট, হেঁটে—নিম্নে; তু° 'হেঁটে ধান্যের শরা, উপরে বিচিত্র ঝরা'—হরি দত্ত। অথবা পূর্বে দ্রষ্টব্য।

**সাতা পাঁচা ঘর**—সাত হাত দীর্ঘ ও পাঁচ হাত প্রস্থ গৃহ অর্থাৎ সুবৃহৎ। সপ্ত>সত্ত>সাত, সাত; পূর্ববঙ্গের উচ্চারণে কোন কোন স্থলে শব্দের আদিস্থিত উষ্মবর্ণ (শ, ষ, স) 'হ' উচ্চারিত হইলেও সর্বত্র এই নিয়ম প্রযোজ্য নহে।

**স্বতন্তর**—স° স্বতন্ত্র—তু° 'ছয় রীড় ল'য়ে তার ঘর স্বতন্তর'—মুকুন্দরাম।

**হাতসানে**—হাতের সঙ্কেতে; আধুনিক বাংলায় প্রাদেশিক উচ্চারণে 'হাতছানি'।

**বোলান**—√স° ব্রূ>প্রা° বোল>বোল+'আন' (দেশী প্রত্যয়)—জবাব।

**অভরসা**—'অ' এখানে নিষেধার্থক প্রত্যয় নহে বরং তাহার বিপরীতার্থক, জোর দিবার জন্য অনেক সময় ইহা ব্যবহৃত হয়। তু° অকুমারী (পূর্বে দ্রষ্টব্য)—ভরসা।

**উফরি ফাঁফরি**—বার বার; দেশী শব্দ বলিয়া মনে হয়।

**হোরা নাও**—ছোট নাও, ছোট নৌকা।

**ক্ষে**—স° ক্ষয়।

**সদা**—সদানন্দ, মহাদেব।

**লঙ্ঘিও**—লঙ্ঘন করা, নিষেধ (taboo) অমান্য করার বিশেষ অর্থে কথাটি মধ্য যুগের বাংলায়ও ব্যবহৃত হইয়াছে। ব্রাহ্মণের নীচজাতি গমন সম্বন্ধে যে সামাজিক বিধিনিষেধ (taboo) আছে, তাহা অমান্য করার কথাই এখানে বলা হইয়াছে।

CENTRAL LIBRARY



**সাচে**—সত্য>সচ্চ>সাচ, সাচা, সাচে, পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক উচ্চারণে 'হাচা'।

**লড়**—রড়—দৌড়, দেশী শব্দ।

**দাঁড়**—সং দণ্ড, এখানে নৌকা বাহিবার দীর্ঘ একপ্রকার বৈঠা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

**বৈঠা**—সং বহিত্র>বহিট্ঠ>বইঠ, বৈঠা।

**আড়**—অর্ধ>অড্ঢ>আড়; আড় আঁখি—বাঁকা দৃষ্টি।

**গাঙ্গ**—সং গঙ্গা, বর্ণবিপর্যয়ে 'গাঙ্গ', অর্থ প্রসারিত হইয়া যে কোন নদীকেই বুঝায়। পূর্বে দ্রষ্টব্য।

**ফুরোনি নাই**—অফুরান, যাহার শেষ নাই।

**আগল দীঘল**—ব্যুৎপত্তি পূর্বে দ্রষ্টব্য, এখানে অর্থ লম্বা চওড়া (কথা); আধুনিক বাংলায় 'আবোল তাবোল'।

**সোসর**—এখানে শেষ অর্থে ছন্দানুরোধে 'সোসর' কথাটি ব্যবহার করা হইয়াছে। কিন্তু 'শেষ' অর্থে সোসর শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে না। এখানে শব্দটির আর্ষ প্রয়োগ হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

**মণ্ডপ**—দেশী শব্দ বলিয়া মনে হয়—দেবালয়, পূর্ববঙ্গে অনেক সময় 'মণ্ডপ-ঘর' বলিয়াও উল্লেখ করা হইয়া থাকে। ছোটনাগপুরের আদিবাসীর ভাষায় 'মড়প'।

**ঝাঁপিয়া**—পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক ভাষায় 'ঝাঁপ' শব্দের অর্থ বংশনির্মিত গৃহদ্বার; ঝাঁপিয়া রাখা অর্থ দ্বার বন্ধ করিয়া রাখা হইতে ঢাকিয়া রাখা।

**হালিয়া**—হাল চাষ করে যে এই অর্থে হাল+'ইয়া' দেশী প্রত্যয়।

**পুতলি**—পুত্রল>পুত্তল>পুতল, পুতুল, পুত্তলিকা>পুত্তলিআ>পুতলি, পুতুলি—পুতুল।

**ডালি**—দেবতার নিকট উপহার। ব্যুৎপত্তি অনিশ্চিত। (অর্বাচীন সং ডল্লক>ডল্লঅ>ডাল, ডালি।)

**চর্মচক্ষে**—স্থূলদৃষ্টিতে, (চামড়া দিয়া নির্মিত চক্ষে) বিপরীতার্থক শব্দ 'দিব্য চক্ষে'। একটি বিশেষার্থক শব্দ।

**কুমার**—কুম্ভকার>কুম্হার>হিং কুম্হার, বাং কুমার, মৃৎপাত্র ও মৃৎপ্রতিমাদি নির্মাতা।

**খাণ্ডা**—খাঁড়া—খড়্গ; যাহা দ্বারা খণ্ড খণ্ড করা হয়; কোন অনার্য শব্দ।

**বন্দম্**—সং *বন্দামি, মধ্যযুগের বাংলায় সাধারণতঃ বন্দোঁ, তু° 'মাণিকদত্তের বন্দোঁ করিয়া বিনয়'। —মুকুন্দরাম। বাংলা বন্দ ধাতুর উত্তমপুরুষের রূপ। 'বন্দম্' শব্দটি বাংলায় বন্দোঁর প্রাচীনতর রূপ। বর্তমান পুথিতে আধুনিকতম রূপ 'বন্দিলাম' ও প্রাচীনতম রূপ 'বন্দম্' উভয়েরই প্রয়োগ আছে। বলা বাহুল্য, আধুনিকতম রূপগুলি পরবর্তী কালে প্রক্ষিপ্ত।

**জোকার**—উলুধ্বনি। পূর্বে দ্রষ্টব্য। ইহা প্রশান্ত মহাসাগরের অন্তর্গত পলিনেশিয়া দ্বীপের আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে বলিয়া কেহ দাবী করেন।

'There are certain traits which are common to Chota Nagpur and Bengal, and to which we can attribute an Austric origin. They are the making of '*ulu*' sounds, the worship of the tree-trunk etc. etc.' (N. Chakrabarti, *JDL.*, XXVI, p. 64).

কিন্তু স্বর্গীয় চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দাবী করেন, ইহা 'ভারতের অতি প্রাচীন প্রথা।' (চ-ম-বো ১, পৃষ্ঠা ১৮১, ৩০১ দ্রষ্টব্য), কিন্তু ইহা ভারতের 'অতি প্রাচীন প্রথা' হইলে বাংলাদেশ ও দাক্ষিণাত্যের কোন কোন দুর্গম অঞ্চল ব্যতীত অন্যত্রও ইহার প্রচলন না থাকিবার কি কারণ, তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

CENTRAL LIBRARY



**পয়ান**—স° প্রযাণ, প্রস্থান।

**আটপে**—আ-তুপ্ (অহঙ্কার করা) + অ—আটোপ, সক্রোধে। তু° 'আটোপ টঙ্কার'—ক্রোধের গর্জন।

**কবাট**—ক + (বর্ত্ম্ন্>বট্ট>বাট)—কবাট, বায়ু যাতায়াতের পথ, বাতায়ন।

**কাকুতি**—স° কাকুক্তি, কাতরতাসূচক বাক্য, কাকুক্তি>* কাকুত্তি>কাকুতি, বিনয়।

**নেউটিল**—নিবর্ত>নেউট্ট>নেউট (ইল্ল>ইল) + ইল—ফিরিল।

**কাট**—কাষ্ঠ>কাট্ঠ>কাঠ—শুষ্ক।

**আথান্তর**—অবস্থান্তর>অব্থান্তর>আথান্তর—অন্য রকম ভাব।

**সামাইল**—সমায়াতি(+ইল্ল)>সমাআই + (ইল), সমাইল, সামাইল—প্রবেশ করিল।

**বিচিব**—স° বি √ক্ষিপ্ + তব্য> বিচিছ্ব>বিছিব, বিচিব—বিক্ষিপ্ত করিব, ছড়াইয়া ফেলিব।

**চোপাড়ে**—চোপর—মুখ, মুখে। পরবর্তী 'চাপড়' শব্দের প্রভাববশতঃ পূর্ববর্তী শব্দ 'চোপরে' 'র'র পরিবর্তে 'ড়' যুক্ত হইয়াছে। অন্যথায় 'ড়' অনাবশ্যক।

**চাপড়**—চর্পট>চপ্পড়>চাপড়—চপেটাঘাত, অথবা চপেট>চপেড়>চাপড়।

**বিপরীত ডাক**-আর্তনাদ। বিপরীত শব্দের অর্থ এখানে অস্বাভাবিক।

**অকুমারী**—কুমারী, পূর্বে 'অভরসা' দ্রষ্টব্য।

**উদাসিনী**—অজ্ঞাতকুলশীলা।

**নারীকলা**—স্ত্রীসুলভ চতুরতা।

**উভা**—পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক শব্দ—দিগ্‌বিদিক্‌শূন্য। স° উচ্চ? অথবা ঊর্ধ্ব>উব্ভ>উভ, উভা। তু° দুই মুষ্টি ঊর্ধ্বে তুলিয়া প্রহার—'উভা' মার।

**সতা**—সপত্নী>*সঅত্তিন্>সতিন্, সতা, সতাই। তু° 'শাশুড়ী ননদী নাই নাই তোর সতা।'—মুকুন্দরাম।

**বৈরী**—বড়, অত্যন্ত, অধিক; পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক উচ্চারণে 'বর', কবিতায় 'বৈরী'। বিজয় গুপ্ত বহুবার শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন, অন্য কোন কবির রচনায় অনুরূপ প্রয়োগ পাওয়া যায় না।

**জর্জর**—জর জর।

**ঝাটে**—ঝটিতি, শীঘ্র।

**নায়ক**—যাঁহার গৃহে মঙ্গল কিংবা পাঁচালী গান গীত হয়, তাঁহাকে নায়ক বলিয়া উল্লেখ করা হয়। শব্দটির উদ্ভব অত্যন্ত তাৎপর্যমূলক। ইহা দ্বারা বাংলার প্রাচীন পল্লীসমাজ গঠনের একটু আভাস পাওয়া যায়। নায়ক শব্দের প্রকৃত অর্থ যিনি গ্রামের মণ্ডল, মোড়ল, প্রধান বা দলপতি। পূর্বে যখন এ-দেশের গ্রামগুলিতে একটি-মাত্র বিশেষ সম্প্রদায় সুসংহত (integrated) সমাজ-জীবনের মধ্যে বাস করিত, তখন একজন নায়ক বা গ্রাম-পতির তত্ত্বাবধানে সমগ্র গ্রামের সমাজ ও ধর্মজীবন নিয়ন্ত্রিত হইত। তখন সকল ধর্মকর্ম, আমোদ-প্রমোদ বারোয়ারীরূপে পালন করা হইলেও নায়কের গৃহের নির্দিষ্ট স্থানেই তাহা অনুষ্ঠিত হইত। এখনও বাংলার পশ্চিম প্রান্তবর্তী সাঁওতাল ও অন্যান্য আদিম অধিবাসী অধ্যুষিত গ্রামে তাহাদের দলপতির গৃহেই এমনি একটি নির্দিষ্ট স্থান থাকে, তাহাকে 'মাঝিথান' বলে। মাঝি বা গ্রাম্য দলপতি সামাজিক অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করিয়া থাকে। প্রাচীন বাংলার গ্রামপতি বা নায়কগণও সেই ব্যবস্থাই করিতেন বলিয়া সমগ্র গ্রামের পক্ষ হইতে তাহাদের জন্য মঙ্গল কামনা করা হইত। বর্তমানে গ্রামে যিনি সম্পন্ন ব্যক্তি তিনি ব্যক্তিগতভাবে এই সকল অনুষ্ঠানের আয়োজন করিলেও প্রাচীন রীতি অনুযায়ী তাঁহাকেই নায়ক বা গ্রামপতি বলিয়া উল্লেখ করা হয়।

CENTRAL LIBRARY



বাংলার প্রাচীন গ্রাম-ব্যবস্থা ধ্বংস হইয়া যাওয়ার পর প্রাচীন অর্থে নায়ক বলিয়া বর্তমানে গ্রামে আর কেহ নাই। তথাপি বাংলার, বিশেষতঃ পশ্চিম বাংলার, অনেক হিন্দুর পদবীর মধ্যে নানাভাবে এই একদা-সম্মানিত নায়ক কথাটি আত্মরক্ষা করিয়া আছে। যেমন, বর্ধমান জিলায় কাহারও পদবী দেখিতে পাওয়া যায় 'লায়েক', কেহ কেহ 'নায়ক'ও লিখিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, ইহাদের পূর্বপুরুষগণ গ্রামের যথার্থই সর্বজনস্বীকৃত নায়ক ছিলেন। মানভূম জিলার গ্রাম্য দেবতার পূজারী নিম্নশ্রেণীর তথাকথিত ব্রাহ্মণদিগকে বলে 'লায়া' বা 'নায়া'। ইহাও 'নায়ক' শব্দ হইতে জাত। প্রাচীনতম কালে যখন কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ গ্রাম্য পুরোহিতদিগের অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস করিত, তখন তাহারাই ছিল গ্রামের নায়ক। বর্তমানে তাহারা সেই অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া গ্রাম্য দেবতার পৌরোহিত্য কার্যের মধ্যে তাহাদের প্রাচীন সংস্কৃতির ধারা রক্ষা করিতেছে। উড়িষ্যার উপজাতীয় অঞ্চলে এখনও গ্রামপতিকে 'নায়ক' বলে। সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদিগের মধ্যে,—

'the *naeke* is the village priest who performs all the public sacrifices to the national godlings; and the *kudam naeke* has to offer rice dipped in his own blood (drawn by pricking with a thorn) to Paragana Bonga and the boundary *bongas*. He does the same when the villagers go hunting, in order to bring them luck and to ensure their safe return' (*Bengal District Gazetteers, Santal Parganas*, Calcutta, 1910, p. 111). ....During Baha festival of the Santals the whole night is spent in drumming at the house of the *naeke*....(op. cit. p. 128).

**মিছা**—মিথ্যা > মিচ্ছা > মিছা—অসত্য।

**সম্ভ্রম**—মধ্যযুগের বাংলায় 'সম্ভ্রম' শব্দের অর্থ 'ভয়'। তু° 'সম্ভ্রমে বলেন গদাধর মহাশয়' —বৃন্দাবন দাস। এখানে ইহার পূর্ববর্তী শব্দটির ('পুণিত') তাৎপর্য বুঝিতে না পারা যাওয়ায় পরবর্তী শব্দের অর্থও পরিষ্কার হইতেছে না। মনে হয় 'পুণিত' শব্দটিতে পাঠদুষ্টি আছে। অর্থের পরিবর্তন হইয়া (semantic change of meaning) সম্ভ্রম শব্দটি বর্তমানে 'সম্মান' অর্থে ব্যবহৃত হয়। অবশ্য সম্মানের মূলেও 'ভয়ে'র অস্তিত্ব আছে বলিয়াই শব্দটির অর্থ এইভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে। পূর্বে দ্রষ্টব্য।

**ঘনাইতে**—অগ্রসর হইতে, 'ঘন বা নিবিড় হইতে' এই অর্থে নামধাতুর পরিকল্পনা। পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক ব্যবহারে এই অর্থে শব্দটির ব্যাপক প্রয়োগ আছে।

**নাগমূর্তি**—ভারতীয় সর্পদেবীর তিনপ্রকার মূর্তি সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ সরীসৃপ মূর্তি—ইহাতে দেবী পূর্ণ সর্পাকৃতি; দ্বিতীয়তঃ অর্ধনারী ও অর্ধনাগিনী মূর্তি ও তৃতীয়তঃ দেবীমূর্তি; শেষোক্ত মূর্তিতে দেবী পূর্ণাঙ্গ মানবীর আকৃতি, তাঁহার আকৃতিতে সর্পসংস্রবের কোন স্পর্শমাত্র নাই। বলা বাহুল্য, দেবকল্পনার ক্রমবিকাশের পথে সরীসৃপ মূর্তি হইতে দেবীমূর্তিতে এই সর্পদেবতার সহজ পরিণতি হইয়াছে। দেবীর চরিত্রে সেইজন্য তাঁহার পূর্ববর্তী সরীসৃপ সংস্কার কখনও দূরীভূত হয় নাই; এখানেও উপযুক্ত অবকাশে তাহার বিকাশ হইয়াছে।

**আরের**—অপর > অঅর > আর (+এর < কের), আরের, অন্যের।

**নেহালে**—স° নি-√ভন্ (?), নিভাল > জৈন—স° নিহার—হি° নিহারনা, বা° নেহার, নেহাল। নেহালে, নিরীক্ষণ করিয়া দেখে। তু° 'বৃক্ষেতে উঠিয়া বীর নেহালে কানন।'—কৃত্তিবাস।

**উগরিয়া**—উদ্গার > উগ্গার > উগার (+য়া > ইয়া) উগারিয়া, উদ্গীরণ করিয়া।

**সন্ধি**—সন্ধান।

**ক্ষরা**—ভুরি (bandage)

**তুলা দিয়া নাকে**—শ্বাস বহিতেছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য মুমূর্ষু ব্যক্তির নাকের কাছে তুলা ধরিয়া দেখা হইত; কারণ, ক্ষীণতম শ্বাসে তুলা নড়িয়া থাকে।

CENTRAL LIBRARY



**আকড়িয়া**—আঁকড়িয়া; আ—কৃষ-।-ক্ত্বা>আকৃষ্টইয়>আঁকড়িয়া; পূর্ববঙ্গে চন্দ্রবিন্দুর অভাববশতঃ পুথিতে চন্দ্রবিন্দু নাই।

**ধন্দ**—স° দ্বন্দ্ব, অর্ধতৎসম শব্দ—সংশয়।

**পোয়ে**—পুত্র>পুত্ত>পুত, পুঅ, পো—পুত্রে।

**হিয়া**—হৃদয়>হিঅঅ>হিয়া।

**রায়**—রাব>রাঅ>রায়।

**বিমর্ষিয়া**—বি √মৃষ্; এখানে অর্থ চিন্তা করিয়া।

**কামরূপ**—কামরূপ কামাখ্যা তান্ত্রিক সাধনার সিদ্ধপীঠ; যে কোন প্রকার তন্ত্র, মন্ত্র কিংবা ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ায় সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে এই পীঠস্থানে আসিয়া সাধনা করিতে হয় বলিয়া বিশ্বাস। সাপের মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলেও কামরূপ কামাখ্যাতীর্থে আসিতে হয় বলিয়া উত্তর-ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এখনও সুদৃঢ় বিশ্বাস প্রচলিত আছে। উত্তর প্রদেশের কানপুর অঞ্চলের গোরখনাথের শিষ্য বলিয়া পরিচিত একশ্রেণীর সর্পবৈদ্য বা ওঝা এখনও তাহাদের মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিবার আশায় অন্ততঃ একবার কামাখ্যাতীর্থে আসিয়া থাকে। সাঁওতাল পরগণা জিলার সাঁওতাল ওঝার গুরুর নাম কামরূ; কামরূ কামাখ্যাতীর্থে আসিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল বলিয়া জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। কামরূপে সিদ্ধিলাভ করিলে অসাধ্য সাধন করিতে পারা যায় বলিয়া সকলেই মনে করিয়া থাকে। এককালে কামাখ্যা পূর্ব-ভারতের তান্ত্রিক সাধনার কেন্দ্রস্থল হইয়াছিল, তাহা হইতেই কামাখ্যা সম্পর্কে এই বিশ্বাসের সৃষ্টি হইয়াছে।

**।শবের নাচ**—খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে রচিত এই শিব-নৃত্যের বর্ণনাটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিবার মত। বাংলা দেশে তখন প্রাচীন ভারতীয় (classical) নৃত্য প্রচলিত ছিল; বর্ণনাটি হইতে মনে হয়, ইহা প্রত্যক্ষদৃষ্ট কোন অভিজ্ঞতার ফল। এই বিষয়ে আরও অনুসন্ধান ব্যতীত নিশ্চিত করিয়া কিছুই বলিতে পারা যায় না। রচনার ছন্দটিও প্রাক্‌চৈতন্য বাংলা সাহিত্যে অভিনব। এই সকল ছন্দই পরবর্তী কালে ভারতচন্দ্র নূতনভাবে ব্যবহার করিয়া বাংলা কবিতার ছন্দে বৈচিত্র্য আনিয়াছিলেন।

**ডমরু**—ডম্বরু, ডমুরু, অস্ট্রীক শব্দ, ডোম জাতির ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র। এই সম্পর্কে Prof. Przyluski-র এই মন্তব্যটি বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য—

'....*domba* in Sanskrit, is the name of a low caste earning its livelihood by chanting and singing. The word appears under the form *Domva* (*Dova*) in the list of the Mlecchas taken by Weber from the Jaina texts. In the modern languages of India, *dom*, *dhombe*, *dombar*, *dombari*, *dumbar*, *dumbaru* designate the degraded aborigines scattered all over India. It seems that the same non-Aryan or its variants have been used for the musical instruments made of gourd or calabash, as well as for the native musicians who played on that instrument and the caste from which these poor musicians were recruited' (Translation by P. C. Bagchi, loc. cit., p. 160).

**পঞ্চবাণ**—মদন; নিম্নলিখিত পাঁচটি পুষ্প তিনি বাণ বা শররূপে ব্যবহার করেন বলিয়া কথিত হয়, এইজন্য তাঁহার নাম পঞ্চবাণ,—

অরবিন্দম্ অশোকঞ্চ চূতঞ্চ নবমল্লিকা।
রক্তোৎপলঞ্চ পঞ্চৈতে পঞ্চবাণস্য সায়কাঃ॥

**কামড়ায় হরিণী**—বিজয় গুপ্ত কালিদাস রচিত 'কুমারসম্ভব' কাব্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন বলিয়া মনে হয়। কারণ, এই চিত্রটি 'কুমারসম্ভবে'র অকাল-বসন্ত বর্ণনার এই শ্লোকটি হইতে গৃহীত হইয়াছে—

মধুদ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে পপৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্তমানঃ।
শৃঙ্গেন চ স্পর্শনিমীলিতাক্ষীং মৃগীকাকণ্ডূয়ত কৃষ্ণসারঃ॥

CENTRAL LIBRARY



**মঙ্গল গাইতে**—বিবাহোপলক্ষে বাংলাদেশে বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গের সধবা নারীগণ একত্র হইয়া যে গান গাহিয়া থাকে, তাহাকে মঙ্গল গীত বলে। যে কোন কারণেই হউক, দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভারতের, বিশেষতঃ দক্ষিণ-ভারতের প্রায় সর্বত্রই মঙ্গল শব্দটির সঙ্গে বিবাহের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। কাশীতে কিছুদিন পূর্বেও গঙ্গাবক্ষে 'বুচুয়া মঙ্গল' নামক যে অনুষ্ঠান হইত, তাহাতে শিব ও পার্বতীর বিবাহ অনুষ্ঠিত হইত। দক্ষিণ ভারতের কুর্গ দেশীয় শিকারিগণ নরীমঙ্গল নামক একটি অনুষ্ঠান পালন করিয়া থাকে, তাহাও ব্যাঘ্রের বিবাহ-সম্পর্কিত একটি লৌকিক অনুষ্ঠান। (নরী শব্দের অর্থ দ্রাবিড় ভাষার বিভিন্ন শাখায় শৃগাল, কুর্গ দেশীয় শিকারিগণ ব্যাঘ্রের নাম করে না, বরং তাহাকে নরী বা শৃগাল বলিয়া উল্লেখ করে। বাংলাদেশেও বাঘকে অনেক জায়গায় 'বড় বিড়াল' বলা হয়।) তামিল ভাষায় মঙ্গল শব্দের অর্থ বিবাহাদি শুভানুষ্ঠানে ক্ষৌরকর্মের জন্য ব্যবহৃত ক্ষুর; বিবাহাদি কার্যে ক্ষৌরকর্মই প্রথম কর্তব্য বলিয়াই, কিংবা অন্য যে কোন কারণেই হউক, তামিল ভাষায় নাপিতানীকেও বলে 'মঙ্গলৈ'। আবার দাক্ষিণাত্যে মঙ্গল শব্দযুক্ত অনেক স্থানের নামের সঙ্গেও পরিচয় লাভ করা যায়; যেমন তীরুমঙ্গল, ম্যাঙ্গালোর (মঙ্গল + উরু) ইত্যাদি। তেলেগু ভাষায় মঙ্গল শব্দের অর্থ ক্ষৌরকার বা নাপিত। তথায় বিবাহের আচারে ক্ষৌরকারের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। তামিল ও তেলেগু ভাষায় সধবা নারীকে সুমঙ্গলী বলে। ইহা হইতেই বৈদিক সাহিত্যেও কথাটি গৃহীত হইয়া থাকিবে। মালয়ালম্ ভাষায় বিবাহ অর্থে 'মঙ্গল্যম্' শব্দ অদ্যাপি ব্যবহৃত হয়। বাংলা দেশেও বিবাহের প্রায় সকল আচারের সঙ্গে মঙ্গল শব্দটি যুক্ত হইয়া থাকে। অতএব অনুমান করা হইয়াছে যে, শব্দটি বিবাহ অর্থ বাচক মূলতঃ দ্রাবিড় শব্দ।

**গুয়া**—স° গুবাক; (*Areca catechu*)—কিন্তু সংস্কৃতে 'গুবাক' অপেক্ষা 'পূগ' (ফলম্) শব্দটি অধিক ব্যবহৃত হইয়াছে। অথচ 'পূগ' কিংবা তদ্জাত কোন শব্দ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলায় ব্যবহৃত হইবার পরিবর্তে গুয়া শব্দটিই অধিকতর ব্যবহৃত হইয়াছে। তু° 'এহা গুয়াপান তোহ্মে আপনেই খাহা'—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। 'পাঅ পেলাইল রাধা তোর গুয়াপানে'—ঐ, ইত্যাদি।

পানের সহিত কিংবা স্বতন্ত্রভাবে 'গুয়া' খাইবার রীতি সমগ্র ভারতবর্ষ, দক্ষিণ-তিব্বত, দক্ষিণ-চীন, শ্যামদেশ, ইন্দো-চীন, মালয় উপদ্বীপ, পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, মাইক্রোনেসিয়া, নিউ গিনি এবং মেলানেসিয়ার কোন কোন অঞ্চল পর্যন্ত প্রচলিত আছে। পলিনেশিয়া ও অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে এই রীতি সম্পূর্ণ অপরিচিত। এই রীতি সর্বপ্রথম কোথায় কখন কি ভাবে উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা নিশ্চিত করিয়া বলিবার উপায় নাই। এই সম্পর্কিত শব্দগুলি অষ্ট্রীক ভাষা হইতে উদ্ভূত বলিয়া মনে করিয়া কেহ কেহ এই রীতি অস্ত্রাল (Austroloid) জাতির মধ্যেই সর্বপ্রথম উদ্ভূত হইয়াছিল বলিয়া বিবেচনা করেন। কিন্তু তাহা হইলে এই রীতি পলিনেসিয়া ও অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে অপরিচিত থাকিবার কারণ বুঝিতে পারা যায় না, তবে এ-কথা সত্য যে, ইহা ইন্দো-ইউরোপীয় রীতি নহে।

সুপারির চাষ কম্বোডিয়া ও ইন্দোনেশিয়া অঞ্চলেই সর্বাধিক হইয়া থাকে—সেইজন্য কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, এই রীতি এই অঞ্চলেই সর্বপ্রথম উদ্ভূত হইয়াছিল। কিন্তু নানা কারণে এই যুক্তিও সুনিশ্চিত বলিয়া অনেকের নিকট গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। এই সম্পর্কে অধিকাংশেরই মত এই যে, 'if the custom did not originate on the coasts of Southern India, it was imported from the East Indian Archipelago at a very early date' (Penzer, VIII, 249).

পালি ভাষায় লিখিত জাতকের কাহিনীতে ও অর্ধ-মাগধী ভাষায় লিখিত জৈন ধর্মগ্রন্থেও এই রীতির উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহা হইতেই মনে হয়, অন্ততঃ খৃষ্টজন্মের দুইশত বৎসর পূর্বেও ভারতবর্ষে এই রীতি ব্যাপক প্রচার লাভ করিয়াছিল। অতঃপর ভারতীয় সংস্কৃত কথা-সাহিত্য ও মধ্যযুগের বহু বৈদেশিক পরিব্রাজকের বৃত্তান্ত হইতে ভারতবর্ষে 'গুয়া' খাইবার রীতির ব্যাপক প্রচলনের কথা জানিতে পারা যায়।

বাংলাদেশের বিবাহের আচারের মধ্যে ইহা একটি প্রধান স্থান গ্রহণ করিয়া আছে। এখানেও দেখা যাইতেছে, বিবাহোপলক্ষে সমবেত সধবাদিগকে গুয়া খাইতে দিবার একটি রীতির কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা বাংলাদেশের বাহিরেও ভারতবর্ষের অনেক সমাজেই প্রচলিত আছে।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের ন্যায় শ্যামদেশেও গুবাক বিবাহের আচারের মধ্যে একটি প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে।

CENTRAL LIBRARY



'In fact, it actually gives the name to the ceremony itself. It is served on a metal or plaited tray, and must be accompanied by three other articles : a cake, called *Kanom-cheen* ; a kind of mincemeat, highly seasoned, wrapped in plantain leaves, and cooked by steaming ; and thirdly, the *sirih* leaf and red lime. These are all termed *Kau mak*—literally, "a basin of betel-nut" (Penzer, VIII, 289).

পূগ বা গুবাকের গুণসম্পর্কে 'ভাবপ্রকাশে' উল্লিখিত হইয়াছে,—

পূগং গুরু হিমং রুক্ষং কষায়ং কফপিত্তনুৎ।
মোহনং দীপনং রুচ্যমাস্যবৈরস্য নাশনম্ ॥
পূগং স্যাদ্ দৃঢ়মধ্যং যৎ স্নিগ্ধং বাপি ত্রিদোষনুৎ।
সরসং গুর্বভিষ্যন্দি তদ্ভৃশং বহ্নিনাশনম্ ॥ ১।১।১৭৫-৭৬

**তেল**—তৈল, পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক উচ্চারণে তেল। বিবাহের আচারে তৈলের ব্যবহার সম্পর্কে অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যায় যে, এই সম্পর্কে শ্যামদেশ, প্রশান্ত মহাসাগরের দুই একটি দ্বীপের অধিবাসী ও দাক্ষিণাত্যের নায়ার ও নম্বুদ্রিদিগের মধ্যে নারিকেল তৈলেরই ব্যবহার আছে। সরিষার তৈলের ব্যবহার কেবলমাত্র বঙ্গদেশ, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। পূর্ববঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে বিবাহের অধিবাসকে 'তৈল-কাপড়' বলে। ইহাতে বরের গৃহ হইতে কন্যার নিমিত্ত অন্যান্য বস্ত্র ও প্রসাধন-সামগ্রীর সঙ্গে এক বাটি সরিষার তৈলও প্রেরণ করা হইয়া থাকে। এই সকল আচারের সঙ্গে হিন্দুবিবাহের বৈদিক আচারের কোন সম্পর্ক নাই। ইহা স্বতন্ত্র কোন সংস্কারের ধারা হইতে বর্তমান হিন্দুবিবাহের আচারের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

**পান**—(বিবাহের আচারে)—সং পর্ণ > পণ্ণ > পাণ, পান—বিবাহের আচারে পানের ব্যবহার বাংলাদেশে অত্যন্ত ব্যাপক। পূর্ববঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে বিবাহের যে সর্বপ্রথম আচারটি পালন করা হয়, তাহার নাম 'পানখিল'। ইহাতে কয়েকজন সধবা নারী একত্র হইয়া পান লইয়া একটি আচার পালন করিয়া থাকে। বরের বাড়ীতে এই আচার পালন করা হইলে কন্যার বাড়ীতে সেই সংবাদ পত্রদ্বারা জানাইয়া দেওয়া হয়, তখন কন্যার বাড়ীতেও এই 'পানখিলে'র অনুষ্ঠান করিয়া বিবাহের অন্যান্য বিষয়ের উদ্যোগ করা হয়। বাংলার সর্বত্র বিবাহের অধিবাস দ্রব্যের মধ্যেও পান একটি অপরিহার্য উপকরণরূপেই গৃহীত হইয়া থাকে। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীও ধনপতি সদাগরের বিবাহোপলক্ষে যে অধিবাস প্রেরণ করা হইয়াছিল সে উপলক্ষে উল্লেখ করিয়াছেন,—

তৈল সিন্দূর পানগুয়া, বাটা করি গন্ধচুয়া,
আনু দাড়িম্ব পাকা কাঁচা।
পাটে ভরি নিল খই, ঘড়া ভরি ঘৃত দই,
সাজায়া সুরঙ্গ নিল বাছা ॥

বিবাহে পানের ব্যবহার বিহার প্রদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় বিভিন্ন দ্বীপের অধিবাসী-দিগের মধ্যে প্রচলিত আছে। ইহা একটি 'Indo-Melanasian Culture trait' বলিয়া দাবী করা হইয়াছে। মালয় উপদ্বীপে বিবাহ-প্রস্তাবের পণ (pledge) স্বরূপ পান উপহার দেওয়া হয়। বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করিবার কালে বোর্ণিও দ্বীপের অধিবাসীদিগের মধ্যে কন্যার পিতাকে পান দিয়া সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। মালয় দ্বীপেও এই রীতি প্রচলিত আছে, তাহার সঙ্গে বাংলাদেশে প্রচলিত রীতির আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখা যায়, যথা—

The leaf is sent to typify the formal proposal of marriage. One of the youth's representatives, going with others to meet the girl's parents, takes a betel-leaf tray furnished with the usual betel chewing appliances, and invites the parents to partake of betel, saying before witnesses, 'This is a

CENTRAL LIBRARY



pledge of your daughter's betrothal.' The passing of betel leaf between the families signifies the formal acceptance. A regular exchange of presents takes place; formerly, the woman would occasionally carve a chain, consisting of three or four links out of a single areca-nut, in which case the prospective bridegroom was supposed to redeem it by the payment of as many dollars as there were links..... Among the articles of ordinary wedding furniture is a betel tray placed inside the bed-curtain. Presentation 'betel-leaf trees' were formerly carried in procession at weddings, also the blossom spikes of the coco-nut and areca-nut palms in vases, along with the many other things" (Penzer, VIII, 290).

সেলিবিস দ্বীপে কনের পানের বাটাটি বরকে উপহার দেওয়া হয়। হালমাহারা দ্বীপের অধিবাসীদিগের মধ্যে পান উপহার দিয়া উভয় পক্ষই বিবাহের প্রস্তাব পাঠাইয়া থাকেন। কেই নামক দ্বীপে নবদম্পতি নিজেদের মধ্যে পান বিনিময় করিয়া থাকে; আরু উপজাতির নবদম্পতি প্রথমই একসঙ্গে পান খাইয়া বিবাহের অন্যান্য আচার পালন করিয়া থাকে। নিউগিনিতেও প্রায় অনুরূপ আচারের সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। উপরে যে কয়টি আচারের কথা উল্লেখ করিলাম, তাহাদের কয়েকটির সঙ্গে বাংলাদেশে প্রচলিত আচারের আশ্চর্যজনক মিল রহিয়াছে। এই প্রথা প্রাগার্যযুগ হইতেই বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়।

**সিন্দূর**—ভারতবর্ষের কোন কোন অঞ্চলে বিবাহের আচারের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে সিন্দূর পরিধান মুখ্য স্থান অধিকার করিয়া আছে। বাংলাদেশে সিঁথির সিন্দূর আয়তির লক্ষণ এবং বিবাহের সময় ইহা বরকর্তৃক কন্যার সিঁথিতে পরাইয়া দিবার রীতি আছে। এই রীতি বৈদিক কিংবা সনাতন হিন্দু বিবাহাচারের অন্তর্ভুক্ত নহে, ইহা লৌকিক আচার মাত্র; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহা বাংলাদেশে এবং অন্যত্র কোন কোন অঞ্চলে বিবাহে অবশ্য-পালনীয় আচারেরই স্থান গ্রহণ করিয়াছে, বৈধব্যের সঙ্গে সঙ্গেই ইহার সঙ্গে নারীর সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।

বিবাহের আচারে সিন্দূরের ব্যবহার কিভাবে উদ্ভূত হইয়াছে, সে বিষয়ে দুইটি মত আছে; দুইটি মতই অত্যন্ত প্রবল, অতএব একটিকে সহজে উড়াইয়া দিয়া অন্যটিকে গ্রহণ করিবার উপায় নাই। এই সম্পর্কে একটি মত এই যে, 'uses of vermilion or red lead are later survivals of the original blood rite by which a woman was received into her husband's clan.' ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ মধ্যভারতের পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী কোন উপজাতির বিবাহাচারে বর যখন কন্যার সিঁথিতে সিন্দূর পরাইতে যায়, তখন সেই কন্যা যে কিভাবে তাহাতে বাধা দেয়, তাহার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। কন্যার ললাটে রক্তের বিন্দু পরাইয়া দেওয়ার রীতি ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যার আদিবাসী অঞ্চলে বর্তমানে যে বিভিন্ন রূপ লাভ করিয়াছে, সিন্দূরের ব্যবহার তাহাদের মধ্য দিয়াই বিকাশ লাভ করিয়াছে; যেমন, কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় যে, বরের কনিষ্ঠা হইতে রক্ত বাহির করিয়া পানের সঙ্গে তাহা কন্যাকে খাইতে দেওয়া হয়। (Risley, *ii*, 189, 201.) কুর্মী জাতি গালার রঙের সঙ্গে রক্ত মিশ্রিত করিয়া তাহা সিন্দূররূপে ব্যবহার করে। ইহার পরবর্তী অবস্থাতেই কন্যার উপর বরকর্তৃক সিন্দূর ও তাহার আত্মীয়দিগকর্তৃক তাহাদের পায়ের আঙুলে গালার রঙ ঘসিয়া পরাইয়া দেওয়ার রীতির উদ্ভব হয়। ইহাই কোন কোন অঞ্চলে কেবলমাত্র কন্যার সিঁথিতে সিন্দূর পরাইবার রীতিতে সীমাবদ্ধ হইয়া যায়; বাংলাদেশেও এই রীতিটিই প্রচলিত হইয়াছে।

কিন্তু বিবাহের প্রাচীনতর আচারের অন্তর্ভুক্ত রক্তের কোন প্রকার ব্যবহার হইতে যে বর্তমান কোন কোন জাতির বিবাহাচারে সিন্দূরের উদ্ভব হইয়াছে, তাহা কেহ কেহ অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, 'considering how often, in India as well as elsewhere, the red colour is used in marriage rites in circumstances which do not allow us to presume that the use of it is the survival of an earlier practice of using human blood' (Westermarck, *History of Human Marriages*, II., 1921, p. 447). ইহারা মনে

CENTRAL LIBRARY



করেন, যে-কোন কারণেই হউক, পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই বিবাহাচারের সঙ্গে লাল রঙটি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত হইয়া আছে। একই প্রবৃত্তি হইতে বিবাহাচারে সিন্দুরের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে। একজন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত মনে করিয়াছেন, লাল রঙটি নবোদিত সূর্যের প্রতীক এবং সূর্যোপাসক কোন কোন আদিম জাতির মধ্যে বিবাহাচারে লাল রঙের ব্যবহার সর্বপ্রথম প্রচলিত হইয়াছিল। তারপর তাহা ক্রমশঃ সর্বত্র বিস্তার লাভ করে। সূর্য উর্বরতা-শক্তিবৃদ্ধির দেবতা, তাহার এই শক্তি ভূমি ও নারী উভয়ের উপরই প্রযোজ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। সেইজন্য বর কর্তৃক লাল রঙ কন্যার ললাটে পরাইয়া দিবার উদ্দেশ্যের মধ্যে সূর্যের তেজ বা শক্তি তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দিবার কামনা প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। এই ধারণাটি অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহা সকলে স্বীকার করিয়া লইতে পারেন নাই।

বিবাহের আচারে সিন্দুরের ব্যবহার ভারতবর্ষের বাহিরে আর কোথাও প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষের মধ্যেও ইহা পূর্ব-ভারত অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। বাংলাদেশ ও ছোটনাগপুরে ইহার ব্যবহার অত্যন্ত ব্যাপক ও অপরিহার্য; এতদ্ব্যতীত রাজমহলের পার্বত্য-অঞ্চল, মধ্যপ্রদেশ, বিহার ও উড়িষ্যার হিন্দু-অধ্যুষিত কোন কোন অঞ্চলে ইহার প্রচলন আছে। দাক্ষিণাত্যে বিবাহের আচারে ইহার একেবারেই প্রচলন নাই। কিন্তু বাংলা ও ছোটনাগপুরে ইহা যেমন বিবাহের অপরিহার্য আচারের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, এমন আর কোথাও হয় নাই। অতএব এই অঞ্চলের অধিবাসী কোন জাতির মধ্যেই ইহার উদ্ভব হইয়া থাকিবে। এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ছোটনাগপুরের অধিবাসী ওরাওঁ, বীরহোড় প্রভৃতি জাতির মধ্যে বর কর্তৃক কন্যার সিঁথিতে সিন্দুরদানই বিবাহের একমাত্র মুখ্য আচার। এই সম্পর্কে স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র রায় লিখিয়াছেন, বিবাহের নির্দিষ্ট দিন বরকন্যা আনুষ্ঠানিকভাবে স্নান সম্পন্ন করিবার পর, 'the bridegroom puts a mark of vermilion diluted in oil on the forehead of the bride with the ring finger of his left hand and the bride similarly marks the forehead of the bridegroom' (*Oraon Religion and Custom*, Ranchi, 1928, p. 158). এই অনুষ্ঠানটিকে 'ইস্থং সিন্দ্রি' বলে। এই 'সিন্দ্রি' শব্দটি হইতেই সিন্দুর কথাটি উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে; কারণ, সিন্দুর শব্দটি অনার্য ভাষা হইতেই আগত বলিয়া মনে হয়। পূর্বেই বলিয়াছি, ওরাওঁদিগের মধ্যে এই অনুষ্ঠানটি ' considered the essential part of a marriage ceremony' (ibid).

সাঁওতালদিগের মধ্যেও কয়েক প্রকার বিবাহের মধ্যে একপ্রকার বিবাহের নাম 'সিন্দুর উড়ানি'। তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, কোন যুবতীকে বিবাহ করিবার পক্ষে কোন সাঁওতাল যুবকের যদি স্বাভাবিক কোন উপায় না থাকে, তবে অগত্যা সে নিরুপায় হইয়া একদিন নির্জনে পাইয়া তাহার অভীষ্ট যুবতীর কপালে একমুঠি সিন্দুর ঘষিয়া দিয়া পালাইয়া যায়, তাহাতে কন্যাপক্ষ অনেক সময় বাধ্য হইয়া উক্ত যুবকের সঙ্গে এই কন্যার বিবাহ দিয়া থাকে; কারণ, এই অবস্থায় অন্যত্র সহজভাবে তাহার বিবাহ হইতে পারে না। কিন্তু তথাপি ওরাওঁদিগের বিবাহাচারের মধ্যেই সিন্দুরের ব্যবহার মুখ্যতম স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই বিষয়ে স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র রায় মহাশয় একটি ওরাওঁ উপকথার উল্লেখ করিয়াছেন; তাহা হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই জাতির সঙ্গে এই রীতিটির একটি মৌলিক সম্পর্ক আছে। কাহিনীটি এখানে উল্লেখ করিতেছি—একদা চারি বন্ধু একসঙ্গে বিদেশে চাকুরির খোঁজে বাহির হইল। যাইতে যাইতে পথে রাত্রি হইয়া গেল; তখন সকলে পরামর্শ করিয়া স্থির করিল, প্রত্যেকে এক প্রহর করিয়া জাগিয়া পাহারা দিবে, তিন জন ঘুমাইবে। প্রথম বন্ধু একাকী জাগিয়া জাগিয়া কি করে ভাবিতে ভাবিতে একটি কাঠের নারীমূর্তি তৈয়ার করিল। যখন দ্বিতীয় বন্ধুর জাগিবার পালা আসিল, তখন সে ইহার গায়ে বসিয়া বসিয়া অলঙ্কার পরাইল; তৃতীয় বন্ধু ছিল তাঁতী, সে একটি ছোট শাড়ী বুনিয়া মূর্তিটিকে পরাইল। চতুর্থ বন্ধু ছিল সিন্দুর-বিক্রেতা। যখন তাহার জাগিবার পালা আসিল, তখন সে একমুঠি সিন্দুর লইয়া ইহার ললাটে ঘষিয়া দিল। অমনই মূর্তিটি জীবন্ত হইয়া উঠিল। রাত্রি প্রভাত হইল, চারি বন্ধু জাগিয়া উঠিয়া সেই নারীকে প্রত্যেকেই নিজের পত্নী বলিয়া দাবী করিতে লাগিল, ক্রমে এই লইয়া তাহাদের ভিতর বিবাদ আরম্ভ হইল। একজন সাধু ব্যক্তি পথ দিয়া যাইতেছিলেন, তাঁহার কাছে সকলে গিয়া ইহার মীমাংসা করিয়া দিতে বলিল। তিনি বলিলেন, যে ব্যক্তি মূর্তিটির কপালে সিন্দুর পরাইয়াছিল, সেই ইহার স্বামী। বন্ধুগণ ইহাতে আর আপত্তি করিতে পারিল না। সিন্দুরের অংশ পরিত্যাগ করিয়া কাহিনীটি সংস্কৃত-সাহিত্যেও

CENTRAL LIBRARY



গৃহীত হইয়াছে। ইহা দ্বারাও প্রমাণ করা হইয়াছে যে, ওরাওঁদিগের মধ্যে ' annointing of vermilion constitutes the essential marriage rite'. এই বিষয়ে সংশয় করিবার বিশেষ কোন কারণ দেখা যায় না। এমন একটি অবশ্য-পালনীয় সামাজিক প্রথা অন্যের নিকট হইতে হালে ধার করা হইতে পারে না।

অতএব ছোটনাগপুরের আদিবাসীদিগের মধ্য হইতেই যে বাঙ্গালী হিন্দুর বিবাহাচারেও সিন্দুর একটি অপরিহার্য উপকরণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। এই সম্পর্কে H. H. Risley'ও অনুমান করিয়াছেন, '. . . . although it is possible the Santals may have borrowed *Sindurdan* from the Hindus, there are certainly good grounds for believing that the Hindus themselves must have derived it from the Dravadian races' (*Castes and Tribes of Bengal*, Calcutta, 1891, Vol. II., p. 230). ইহা শাস্ত্রীয় আচারের অন্তর্ভুক্ত না হইয়াও কি ভাবে যে বাঙ্গালী হিন্দুনারীর এয়োতির একটি অপরিহার্য চিহ্ন হইয়া আছে, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর।

**লোক-ব্যবহার**—লৌকিক আচার। বাঙ্গালী হিন্দুর বিবাহাচারের দুইটি প্রধান ভাগ—একটি বৈদিক আচার, অপরটি লৌকিক আচার। বৈদিক আচারের মধ্যে কুশণ্ডিকা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য এবং লৌকিক আচারের মধ্যে ধোপা-নাপিত কর্তৃক অনুষ্ঠিত কয়েকটি আচার ও স্ত্রী-আচার উল্লেখযোগ্য। কালক্রমে হিন্দুধর্মের প্রভাব এদেশে বিস্তৃত হইবার পর, কিংবা পশ্চিম-ভারত অঞ্চল হইতে বৈদিক আচারনিষ্ঠ হিন্দুদিগের বাংলায় আসিয়া বসতি-স্থাপনের পর এতদ্দেশে তৎপূর্বকাল হইতে প্রচলিত লোকাচারসমূহের উপর বৈদিক আচারসমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেইজন্য বর্তমান কাল পর্যন্ত এই উভয় আচারই সমানভাবে বিবাহের সঙ্গে যুক্ত হইয়া আছে। লৌকিক আচার-সমূহ আপাতদৃষ্টিতে অর্থহীন বলিয়া মনে হয়, কিন্তু ইহারাই একদিন বিবাহের মূল আচার বা sacrament-এর পর্যায়ভুক্ত ছিল। ইহাতে স্ত্রী-আচারের প্রাধান্য দেখিয়া ইহাই মনে হয়, এক বা একাধিক মাতৃতান্ত্রিক জাতির সাংস্কৃতিক ভিত্তির উপর বাঙ্গালী আর্যসংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। এখনও ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের উপজাতিসমূহের মধ্যে স্ত্রীজাতিই বিবাহের আচারে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই উপলক্ষে পুরুষকে কোন অংশই গ্রহণ করিতে হয় না। স্ত্রীজাতিই নৃত্য, সঙ্গীত ও অন্যান্য ক্রিয়ার অনুষ্ঠান দ্বারা বিবাহ নিষ্পন্ন করিয়া দেয়। বাংলাদেশের স্ত্রী-আচারের মধ্য হইতে বাংলার প্রতিবেশী উপজাতিসমূহের পরিচয় সন্ধান করা যায়। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ এই সকল লোকাচারকে শত শত বৎসর যাবৎ উপেক্ষা করিয়া আসা সত্ত্বেও, আজও বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনে ইহাদের প্রভাব অনস্বীকার্য হইয়া রহিয়াছে। এই সকল বিষয়সম্পর্কে সুগভীর গবেষণা দ্বারা বাঙ্গালীর প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার করা সম্ভব হইতে পারে।

**ধোপায় ছোঁয়ায় ক্ষার**—ধোপা বরের গায়ে ক্ষার স্পর্শ করায়। ইহা স্থানীয় লোকাচার। দেখিতে পাওয়া যায় যে, ধোপা ও নাপিত বাংলাদেশের বিবাহের আচারে কয়েকটি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। এই বিষয়ে 'নাপিত'সম্পর্কে পরবর্তী আলোচনা দ্রষ্টব্য।

**গিলা**—*Mimosa scandens*, এক প্রকার বনজ ফল; স্নান করিবার কালে ইহার বৃহদাকার শুষ্ক বীচিগুলি বাটিয়া গায়ে মাখা হয়।

**হরিদ্রা**—*Curcuma longa*—বাংলাদেশের বিবাহের আচারে হরিদ্রা বা হলুদ অত্যন্ত ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এতদ্ব্যতীত আসামের অহোম চুখিয়া জাতি, দাক্ষিণাত্যের সকল শ্রেণীর লোক, উড়িষ্যার কোন কোন জাতি এবং বোম্বাই-এর পারসীগণ বিবাহের আচারে হলুদ ব্যাপকভাবে ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহা বৈদিক কিংবা সনাতন হিন্দু-আচার নহে, ইহা প্রাগার্য সমাজে উদ্ভূত হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়।

'Turmeric has been used in India as a substitute for saffron and other yellow dyes from a very early period. In the first place the very colour, resembling sun-light, was auspicious, and therefore considered to possess

CENTRAL LIBRARY



protective powers. Consequently turmeric, as well as the colour red, figures largely in marriage ceremonies, and, in fact, in all important functions occurring in the life of a Hindu.

It would not be an exaggeration to say that the general auspiciousness of reds and yellows is a direct outcome of sun-worship in one form or another. The idea of festivity connected with the colour yellow, through its association with the sun, has given it an erotic significance. This is another reason why it is the chief colour at weddings, and in any relations between the sexes. Apart from the custom of smearing the body with turmeric at weddings, garments dyed, or only marked at the corners, with the colour became lucky. It is also used in cases of expectant pregnancy.

It would be superfluous, if not impossible, to name all the occasions on which turmeric is used. Owing to its cheapness and its auspiciousness it is in evidence wherever good luck is required, and this applies to worship as well as to all important personal happenings in everyday life . . . . So many and varied are the uses of turmeric—from medicine to curry-making —that it still plays a very important part in the life and ritual of the Hindu' (Penzer, VIII, 18).

উড়িষ্যার দ্রাবিড় ভাষাভাষী খন্দ নামক এক উপজাতি হলুদের রঙ করিবার উদ্দেশ্যে প্রতি বৎসর অতি নৃশংস উপায়ে একটি করিয়া নরবলি দিয়া তাহার রক্তাক্ত দেহ মাটিতে প্রোথিত করিয়া রাখিত—ইহাতেই হলুদের রঙ গাঢ় হইত বলিয়া মনে করা হইত।

**ছাওয়াল**—শাব + বাল > ছাব্ + আল > ছাওয়াল, সন্তান। তু° 'ছাওয়াল না দেখ মোরে মাথে ঘোড়া চুলে'—কৃ.-কী.।

**নিন্দে**—নিদ্রায়; স° নিদ্র > নিন্দ > নিদ।

**ডাহিন**—দক্ষিণ > দক্খিন—দাহিন, ডাহিন, ডান।

**জীল**—জীব্ + ইল্ল > জীব্ + ইল > জীল—বাঁচিল।

**গোঁয়াইল**—গময়তি > গব্ অই > গোঁঅই, গোঁঅাই (+ ইল্ল > ইল) গোঁয়াইল—যাপন করিল।

**উদলা**—খোলা; অনাবৃত; পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক শব্দ; অদ্যাপি ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়। অনুরূপ অর্থে 'উদাম' (স° উদ্দাম > উদাম) শব্দের ব্যবহার মধ্যযুগের বাংলায় সর্বত্রই প্রচলিত ছিল। তু° 'উদ্দাম বুকের বাস, মুকল সে কেশপাশ।' যদিও শব্দ দুইটির মধ্যে অর্থগত সাদৃশ্য আছে, তথাপি ইহাদের মধ্যে ব্যুৎপত্তিগত কোন ঐক্য আছে বলিয়া মনে হয় না। উদ্দাম > *উদাল > উদ্‌লা।

**বৃদ্ধি**—বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ, নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ।

**ষোড়শ মাতৃকা**—দেবী বা চণ্ডীর এই ষোলজন সহচরী—গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা, সাবিত্রী, বিজয়া, জয়া, দেবসেনা, স্বধা, স্বাহা, শান্তি, পুষ্টি, ধৃতি, তুষ্টি, আত্মদেবতা, কুলদেবতা।

**লাছিয়া**—(√ছদ, আচ্ছাদনে); 'লাছি' শব্দের অর্থ পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক ব্যবহারে 'দড়ি'; 'চুলের লাছি', চুল বাঁধিবার দড়ি। এখানে 'লাছিয়া' শব্দের অর্থ বিছাইয়া।

**নাপিত**—বাংলাদেশের বিবাহের আচারে ধোপা ও নাপিত, বিশেষতঃ নাপিত একটি বিশেষ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। বিবাহের অনুষ্ঠানকালে পূর্ববঙ্গে নাপিত 'গৌরবচন' আবৃত্তি করে, বিবাহের উদ্দেশ্যে যাত্রা

CENTRAL LIBRARY



করিবার কালে নাপিতই ধাতুনির্মিত দর্পণ বরের হাতে দেয়। বিবাহকালে ধাতুনির্মিত দর্পণ ব্যবহারের মধ্যে বুরুযুগের একটি সংস্কৃতি আজিও আত্মরক্ষা করিয়া আছে; অতএব সেই বুরুযুগ হইতেই বিবাহাচারে নাপিতের অধিকার স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। ইহার কারণ কি? এই সম্পর্কে একজন পণ্ডিত যথার্থই মনে করিয়াছেন যে, 'shaving was originally not a mere question of personal toilette, but a sacrament, and the priestly function was combined with that of the barber.' ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে যে, দাক্ষিণাত্যের সালেম জিলার কোঙ্গা ভেল্লালাগ নামক কৃষক জাতির বিবাহানুষ্ঠানে এখনও নাপিতই পৌরোহিত্য করিয়া থাকে এবং দম্পতির গলায় বিবাহের মাঙ্গলিক তালি নিজেই মন্ত্রপূত করিয়া বাঁধিয়া দেয়। কোন কোন সময় একজন ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে ডাকিয়া তাঁহাকে তাঁহার প্রাপ্য দক্ষিণা দেওয়া হয়, কিন্তু অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্যের ব্যাপারে তাঁহাকে কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে দেওয়া হয় না। এই সম্পর্কে কথিত হয় যে, প্রাচীনকালে দাক্ষিণাত্যের চের, চোল এবং পাণ্ডিয়ান রাজাদের আমলে একবার ব্রাহ্মণ এবং নাপিত (অম্বট্‌ঠন্) উভয়কেই বিবাহসভায় আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। সভাস্থলে পৌঁছিয়াই ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইল এবং বিবাহানুষ্ঠানে ইহা একটি অত্যন্ত অমঙ্গলজনক ব্যাপার মনে করিয়া আর কোন ব্রাহ্মণকে আহ্বান না করিয়া নাপিতকেই বিবাহের পৌরোহিত্যে নিযুক্ত করা হইল। তখন হইতেই এই নিয়ম প্রবর্তিত হইয়াছে যে, নাপিতই বিবাহে পৌরোহিত্য করিবে। মালাবারের কালান্ মুপ্পান্ নামক নিম্ন শ্রেণীর এক জাতির বিবাহে যাহারা পৌরোহিত্য করিয়া থাকে, তাহারা তামিলদেশীয় নাপিত। তেলেগু দেশের মাল নামক এক নিম্ন জাতির মধ্যে নাপিত বরের আঙ্গুলের নখ কাটিয়া ক্ষুরটি তাহার চিবুকে একটু স্পর্শ করায়। তারপর একটি মুগলের অগ্রভাগ দুধ এবং ঘিতে স্পর্শ করাইয়া বর ও কন্যার দুই স্কন্ধদেশ তাহা দ্বারা একটু স্পর্শ করে, তারপর তাহাদিগকে আশীর্বাদ করে। এইভাবে কাম্মা নামক এক নিম্ন জাতির বিবাহেও নাপিত বরের নখ কাটিয়া আম পাতায় একটু দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া তাহা দ্বারা কন্যার নখ স্পর্শ করিয়া থাকে। তেলেগু দেশের কৃষক কাপু জাতির এক শ্রেণীর লোকের বিবাহাচারে বর একখানি নূতন বস্ত্র পরিয়া কন্যাকে পাশে লইয়া বসে, তাহাদের পরস্পরের বস্ত্রাঞ্চলে গ্রন্থি বাঁধিয়া দেওয়া হয়। নাপিত পিতলের বাটিতে কিছু জল লইয়া তাহাদের সম্মুখে গিয়া বসে, হরিদ্রামিশ্রিত কিছু চাউল বরকন্যার সম্মুখে মাটিতে ঢালিয়া রাখা হয়। বরকন্যার আত্মীয় ও আত্মীয়াগণ কিছু চাউল হাতে করিয়া লইয়া দম্পতির মাথায় দিয়া আশীর্বাদ করে, দুই-একটি তাম্র কিংবা রৌপ্যমুদ্রা লইয়া তাহাদের মাথার উপর কতক্ষণ ঘুরাইয়া তাহা নাপিতের বাটিতে রাখিয়া দেয়। ইহার পর নাপিত বরের নখ কাটিয়া দেয়। (E. Thurston, *Ethnographic Notes in Southern India*, Madras, 1906, pp. 70-72). শেষোক্ত রীতিটি পূর্ববঙ্গে অবিকল প্রচলিত আছে। এই সমস্ত দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝিতে পারা যায়, হিন্দুবিবাহের শাস্ত্রোক্ত আচারসমূহ বাংলাদেশে প্রবর্তিত হইবার বহু পূর্ব হইতেই নাপিত বিবাহের আচারে একটি অতি-সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। বর্তমানে দুই-একটি আচারের মধ্যে মাত্র ইহার প্রমাণ এখনও অবশিষ্ট আছে। নাপিত কর্তৃক দর্পণ জোগাইবার রীতি তাহাদেরই অন্যতম।

**খোল**—দেশী শব্দ; অর্থ কলাগাছের বাকল; শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানে ইহা পরিমাণমত কাটিয়া পিণ্ডাদি দানের পাত্ররূপে ব্যবহার করা হয়।

**খালি**—দেশী শব্দ; কলাগাছের বাকল দ্বারা নির্মিত পাত্র; অন্য নাম ডোঙ্গা; ডিঙ্গি বা ছোট নৌকার মত করিয়া নির্মাণ করা হয় বলিয়া।

**ভিত**—আকার।

**তিত**—সিক্ত (?) তিতা—তিজা। তু° 'সর্ব অঙ্গ তিতে পদ্ম নয়নের জলে'—চৈ° ভা°।

**আল্‌তা**—অলক্তক>অলত্তঅ>আল্‌তা।

**কর্ণফুল**—কর্ণের অলঙ্কার বিশেষ, আধুনিক কানের ফুল।

**বেশর**—নাসিকার নোলকজাতীয় অলঙ্কার, দেশী শব্দ। তু° 'নাসায় বেশর দিল নয়নে কাজল।' —বিজয় গুপ্ত।

CENTRAL LIBRARY



**পাঁতি**—স° পংক্তি>পঙ্‌ক্তি>পাঁতি, তু° 'দশন মুকুতা পাঁতি, অধরে মিলায়ত।'—পদাবলী।

**তথি**—স° তত্র>তথ>*তাথ, তথ, তথি, সেই স্থানে।

**তার**—তাড়, বাহুর অলঙ্কার, পূর্বে দ্রষ্টব্য।

**শরা**—মৃৎনির্মিত ঘটের মুখ-আচ্ছাদনী; ইহা চিত্রিত করিয়া লক্ষ্মী দেবীরূপে অর্চনা করা হয়, অন্যান্য মঙ্গলানুষ্ঠানেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

**জামাই সহিতে ভোজন করিল**—বরবধূ একসঙ্গে বা একপাত্রে আহার করিল। বিবাহের আচার-স্বরূপ বরবধূর একত্রে আহার করিবার রীতি ইন্দো-ইউরোপীয় ও অন্যান্য আদিম জাতির মধ্যে অত্যন্ত ব্যাপক-ভাবে প্রচলিত আছে। পূর্ববঙ্গ অঞ্চলে বিশেষতঃ বাখরগঞ্জ, ঢাকা ও ময়মনসিংহ জিলায় ইহা এখনও প্রায় সকল শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যেই প্রচলিত আছে। পূর্ব-ময়মনসিংহে ইহাকে 'ক্ষীর-ভোজন' বলে। একপাত্রে আহার করিবার রীতি মিলনের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এবং ইহা যে প্রাগৈতিহাসিক যুগে আদিম জাতির সমাজ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে যে সকল জাতির মধ্যে এই রীতি আজ পর্যন্ত প্রচলিত আছে বলিয়া জানিতে পারা যায়, তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য: যেমন মার্কিন দেশের নবাহো ও পনি নামক উপজাতি, প্রশান্ত মহাসাগরের অন্তর্গত ফিজি, হার্ভে (Harvey) ও নেপার্স দ্বীপের অধিবাসী, মালয় উপদ্বীপের সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলের অধিবাসী, ব্রহ্মদেশের শান্ ও বর্মী, আসামের মিরি, চট্টগ্রামের মগ, ছোটনাগপুরের গাঁওতাল, গিদ্দি পাহাড়ের ইরুলেন নামক জাতি, মধ্যভারতীয় পার্বত্য-অঞ্চলের বিভিন্ন জাতি, ভারতের চক্‌মা, গণ্ড ও কোরকু জাতি, প্রাচীন ও বর্তমান ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের হিন্দু, পারসী, আফ্রিকার অন্তর্গত মাদাগাস্কারের শকলাভা জাতি, মরোক্কোর অধিবাসী, আফ্রিকার নিয়াম্-নিয়াম্ জাতি, প্রাচীন গ্রীক, আধুনিক গ্রীসের অন্তর্গত কোরিন্থিয়ার শ্লোভেন্‌স্, প্রাচীন ইতালী, আধুনিক ইউরোপের অন্তর্গত সুইজারল্যাণ্ড, জার্মানী, বেলজিয়ম, সুইডেন, রাশিয়া ও ফিনদেশের অধিবাসী। ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির বিভিন্ন শাখার মধ্যে এই রীতিটির ব্যাপক প্রচলন থাকা সত্ত্বেও ইহা প্রাচীনতম ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির মধ্যেই সর্বপ্রথম উদ্ভূত হইয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতগণ নিঃসন্দেহে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। কেহ কেহ মনে করেন, ইহা স্বাধীনভাবে পরবর্তী কালে বিভিন্ন জাতির মধ্যে উদ্ভূত হইয়াছে; আবার কেহ মনে করেন, ইহা প্রাচীনতম ইন্দো-ইউরোপীয় জাতিরই একটি বিশেষত্ব ছিল। (See N. Chakravarti, *An Ethnic Analysis of the Culture-Traits in the Marriage Customs as found among the Rāḍhiya Brahmins of Mymensingh*, *JDL*, XXVI, 1-80).

**সটা ছুটা**—ছল ছুতা, নারীকলা, দেশী শব্দ।

**বিছিয়া**—ছুঁড়িয়া। পূর্বে 'বিচিব' দ্রষ্টব্য।

**খেটে**—ক্ষেপণ করে, বিবাহসভায় বরকন্যা পরস্পরের প্রতি যে পুষ্প নিক্ষেপ করিয়া থাকে, এখানে তাহারই উল্লেখ করা হইয়াছে। চম্পা ও নাগেশ্বর উগ্রগন্ধবিশিষ্ট পুষ্প, সর্প উগ্র পুষ্পগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া থাকে বলিয়া মনসার প্রতি এই পুষ্পই নিক্ষেপ করা হইয়াছে।

**তগর**—টগর, পুষ্পবিশেষ।

**চাওনি**—চাহনি, মুখচন্দ্রিকা বা শুভদৃষ্টি।

**নিচল**—নিশ্চল>নিচ্চল>নিচল; অপলক, স্থির; তু° 'নিচল বলিয়া অচলে চড়িনু'—জ্ঞানদাস।

**অন্তস্পট**—মুখচন্দ্রিকা বা শুভদৃষ্টির পূর্বে যে বস্ত্রখণ্ড দিয়া বর বা কন্যাকে বেড়িয়া রাখা হয়।

**সহসাৎ**—সহসা; 'অকস্মাৎ', 'হঠাৎ' প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে অলীক সামঞ্জস্য হেতু সহসাৎ। মধ্যযুগের বাংলায় বহুল প্রচার দেখিতে পাওয়া যায়; তু° 'সহসাৎ সমরে সাজিয়া নাই কাজ।'—ঘনরাম।

**বিয়া**—বিবাহ>বিবাহ>বিয়া; বিবাহ>বিভা বর্ণ বিপর্যয়ে।

CENTRAL LIBRARY



**ঠাকুরালী**—অর্বাচীন সংস্কৃত ঠক্কুর>ঠাকুর+আলি, তাহার ভাব এই অর্থে 'আলি' দেশী প্রত্যয়।

**কুশাকাটা**—শ্রাদ্ধাদি কার্যে পৌরোহিত্য করিবার জন্য যে কুশ কাটিয়া থাকে। ব্রাহ্মণের পক্ষে হীন কার্য বলিয়া তাচ্ছিল্যার্থে ব্যবহৃত।

**বাম্‌না**—ব্রাহ্মণ>বাম্‌হন>বামন, বামুন, তাচ্ছিল্যার্থে 'বাম্‌না'।

**বড়াই**—বড়র ভাব এই অর্থে বড়+'আই' দেশী প্রত্যয়; বড়<বড্ঢ<বৃদ্ধ।

**ঘরণী**—গৃহ>*গরহ>ঘর+'নী', গৃহিণী অর্থে।

**গর্বিত**—এই কথাটির একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। যে সকল গুরুজনের সম্মুখে যাওয়াও নিষেধ তাহাদিগকেই 'গর্বিত' বলা হইয়া থাকে। 'পদ্মা আমার গর্বিত' ইহার অর্থ পদ্মার সম্মুখও আমি আর মাড়াইব না। 'গর্বিত' শব্দের এই প্রকার অর্থে ব্যবহার একমাত্র পূর্ববঙ্গেই প্রচলিত।

**কুপপর**—কৃপাপর (?), 'অনুগত' বা 'অধীন' অর্থে শব্দটি আজিও বরিশাল অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়।

**ফাফর**—হিং ফেফরী (স্তম্ভিত); কিংকর্তব্যবিমূঢ়; তু° 'ছাড়াইতে নারে বামা হইল ফাঁফর।' —মুকুন্দরাম।

**অষ্টপুত্র**—মহাভারতোক্ত নাগকাহিনীর প্রধান অষ্টনাগ মনসার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিবে বলিয়া এখানে উল্লেখ করা হইতেছে। মহাভারতোক্ত অষ্টনাগ যথা—

অনন্তো বাসুকিঃ পদ্মো মহাপদ্মো'থ তক্ষকঃ। কুলীরঃ কর্কটঃ শঙ্খোহষ্টৌ নাগাঃ প্রকীর্তিতাঃ॥

বলা বাহুল্য, ইহাতে আস্তীকের নাম নাই ও বাসুকির নাম রহিয়াছে; কিন্তু মনসা-মঙ্গলের অন্যত্র আস্তীককে মনসার পুত্র ও বাসুকিকে তাঁহার ভ্রাতা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

**জয়ন্তী পর্বত**—আসাম প্রদেশের অন্তর্গত জৈন্তিয়া পাহাড়।

**আই**—আম্বিকা>আইআ>আই,—মাতা।

**যেই ডাল ধরি আমি ইত্যাদি**—তু° 'যে ডালে করি মো ভরে, সে ডাল ভাঙ্গিয়া পড়ে, নাহি হেন ডাল যে মো করোঁ বিসরামে।'—বড়ু চণ্ডীদাস।

**ছাঁচে**—সত্য>সচ্চ>সাঁচ, ছাঁচ—নমুনা, আদর্শ—সত্যের প্রতিকৃতি এই অর্থে।

**তৃষ্ণায় সাগর শোষে**—আমার অদৃষ্টের দোষে তৃষ্ণার সময় সাগরও শুষ্ক হইয়া যায়। তু° 'তিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিলুঁ বজর পড়িয়া গেল।'—দ্বিজ চণ্ডীদাস।

**নেতা**—নেতার জন্মসম্বন্ধীয় বিজয় গুপ্তের অন্য কোন কোন পুথিতে এই প্রকার পাঠান্তর দৃষ্ট হয়—

'ভাবিতে ভাবিতে শিবের ঘর্ম যে হইল।
অপূর্ব সুন্দরী কন্যা ঘর্মেতে জন্মিল॥
কন্যা দেখি শিব বলে কোথা তব ধাম।
সত্য করি বল মোরে কিবা তব নাম॥
শিব-বাক্য শুনি কন্যা বলিতে লাগিল।
তব ঘর্মে পিতা মম জনম হইল॥
নেত দিয়া ঘর্ম তুমি পুছিয়া ফেলিলা।
নেতের ঘর্মেতে পিতা মোরে জন্ম দিলা॥
নিজ কন্যা বলি শিব যখন জানিল।
নেতের ঘর্মে জন্ম বলি নেতা নাম দিল॥
বস্ত্র মধ্যে জন্ম বলি বস্ত্র কার্য দিল।
শিব-বাক্যে নেতা স্বর্গ-রজকিনী হইল॥'

CENTRAL LIBRARY



**নেত**—নেত্রাংশুক, মূল্যবান্ বস্ত্রবিশেষ; কিন্তু এখানে ছিন্ন-বস্ত্র—প্রচলিত কথায় তেনা (বর্ণবিপর্যয়ে) অর্থে ব্যবহৃত।

**নেতের ঘর্ম**—নেত্রের ঘর্ম; নেত্র>নেত্ত>নেত, চক্ষু।

**বিমরিষ**—বিমর্ষ। বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তির দৃষ্টান্ত।

**বিশাই**—বিশ্(কর্ম)>বিশ্ণ>বিশ্ + আই; বিশাই; দেব-স্থপতি।

**দেউরি**—দেহলী>দেঅড়ি>দেউড়ি; ব্রজবুলি দেহলী, দেউড়ি, সিংহদ্বার, প্রবেশদ্বার; তু° 'নয় দেউড়ি পার হইয়া গেলাম দরবারে।'—কৃত্তিবাস।

**মরুত-পাথরে**—মরকত প্রস্তরে (?)

**আড়াই নাগের কাঁচুলি**—একটি নাগ আড়াই বার বেষ্টন (two and a half turns) করিয়া বা পেঁচ দিয়া বক্ষ আচ্ছাদনী বা কাঁচুলির কাজ করিয়াছে। বাঙ্গালী নারীর একটি অলঙ্কারের নাম আড়াই পেঁচী, ইহা বাহুতে পরিধান করা হয় এবং ইহা একটি সর্প আড়াইটি পেঁচ দিয়া বাহুটি বেষ্টন করিবার ভঙ্গিতে নির্মিত হয়। মনসা অনুরূপ-প্রণালীর নাগের কাঁচুলী ধারণ করিয়াছেন, এই অর্থই ইহার সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। তবে আড়াইয়া নামকও একটি সর্প আছে; কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ লিখিয়াছেন, 'বিপুহত রাজসাপ আড়াইয়া চিতি।' ইহা হইতে এখানে আড়াইয়া সর্পের কাঁচুলী অর্থও গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু পূর্ববর্তী অর্থটি অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

**ধোড়া**—নির্বিষ সর্পবিশেষ, water viper, পশ্চিমবঙ্গের উচ্চারণে ঢোঁড়া। 'অবশেষে আইল সর্প ঢোঁড়া চেনাই।'—কেতকাদাস। ঢোঁড়া সাপের কেন বিষ নাই, এই বিষয়ে উত্তর-বিহারে একটি সুন্দর জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। কথিত আছে যে, মনসা ঢোঁড়াকেই লখীন্দরকে দংশন করিবার কার্যে নিয়োজিত করিয়াছিলেন; কারণ, পূর্বে ঢোঁড়াই তীব্রতম বিষধর সর্প ছিল। কিন্তু তাহার একটি বড় দোষ ছিল, সে অত্যন্ত পেটুক প্রকৃতির ছিল। যখন ঢোঁড়া লখীন্দরকে দংশন করিবার জন্য গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছিল, তখন গঙ্গাদেবী লখীন্দরকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে ঢোঁড়ার সম্মুখে এক ঝাঁক মায়া-মৎস্য সৃষ্টি করিলেন। ঢোঁড়া তাহার দাঁতের বিষ এক পদ্মপাতার উপর রাখিয়া সেই মৎস্য খাইবার উদ্দেশ্যে তাহার পিছনে ছুটিল। মায়া-মৎস্যের ঝাঁক ঢোঁড়াকে বহুদূর লইয়া আসিয়া অবশেষে অন্তর্হিত হইয়া গেল। ঢোঁড়া ফিরিয়া গিয়া দেখিল, পদ্মপত্র হইতে তাহার বিষ ভীমরুল, সিঙ্গিমাছ, বৃশ্চিক, বোল্‌তা প্রভৃতি বাঁটিয়া লইয়া পলাইয়া গিয়াছে। তদবধি ঢোঁড়া নির্বিষ হইয়াছে।

**বোড়া**—সর্পের জাতিবিশেষ, *Python molurus* snake, 'বৌদ্ধগান ও দোহা'য় ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়; যথা—'রাজসাপ দেখি জো চমকাই তং কিং বোড়া খাই।' বাংলা প্রবাদে আছে, 'বোড়া সাপের থোড়া বিষ।' সকল প্রকার বাত-বেদনায় সাঁওতালগণ বোড়া সাপের চর্বি 'বোড়া ইতিল' মালিশ করিয়া থাকে, তাহারাও ইহাকে বোড়া বলিয়াই উল্লেখ করে। (P.O. Bodding, 'Santal Medicine', *Memoirs of the Asiatic Society of Bengal*, X, 1927, No. 2, p. 226).

**কালকূট**—বিষ। ইহার উদ্ভবসম্বন্ধে 'ভাবপ্রকাশে' উল্লিখিত হইয়াছে,—

দেবাসুররণে দেবৈর্হতস্য পৃথুমালিনঃ।
দৈত্যস্য রুধিরাদুজ্জাতস্তক্রশুক্লসন্নিভঃ॥
নির্যাসঃ কালকূটো'স্য মুনিভিঃ পরিকীর্তিতঃ।
সো হি ক্ষেত্রে শৃঙ্গবেরে কোঙ্কণে নলয়ে ভবেৎ॥

**চন্দন**—স° চন্দন, √নন্দ্, refreshing, ফা° 'সন্দল' (sandal) 'ছন্দল' (chandal) আ° 'সন্দল' (sandal), 'সন্দলি-আস্-ওয়াদ' (sandali-aswad), প্রাচীন গ্রীক, 'সন্তলোন্' (santalon) 'সন্দলোন', ল্যাটিন, 'সন্তালুম' (santalum), ফরাসী 'সন্দল' (sandal), 'সন্তল' (santal), ইংরেজি

CENTRAL LIBRARY



'sandal'—এই সমস্ত শব্দই সংস্কৃত 'চন্দন' শব্দ হইতে জাত বলিয়া অনুমিত হইয়াছে (Penzer, VII, 105)। প্রাচীনকালে একমাত্র দক্ষিণ-ভারত হইতেই চন্দন পারস্য, আরব ও ইউরোপ অঞ্চলে যাইত, এই সূত্রেই ভারতীয় নামটিও তথায় গৃহীত হইয়াছিল। সুরভি-বিলাসী আরব ও পারস্যের মুসলমানগণ সর্বদাই ইহা ভারত হইতে প্রচুর পরিমাণে আমদানী করিয়া ব্যবহার করিতেন। ভারতীয় হিন্দুদিগের মধ্যে ললাটে অঙ্কিত ধর্মীয় চিহ্ন (sectarian mark) ব্যতীতও ইহা ত্বকের প্রসাধন ও ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইত। ভারতের পশ্চিমঘাট, মহীশূর ও কয়েমবেটোর অঞ্চলে ইহা আপনা হইতেই প্রভূত পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। ইহার সৌগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া সর্প ইহার শাখা ও কাণ্ডসমূহে জড়াইয়া থাকে বলিয়া লোকশ্রুতি প্রচলিত আছে।

**খদিরের রস**—এখানে খয়েরযুক্ত তাম্বুল অর্থেই খদিরের রস কথা ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়; কারণ, তাহাতে অধর রক্তবর্ণ ধারণ করিয়া মুখমণ্ডলের সৌন্দর্যবৃদ্ধি করিয়া থাকে। খদির বা খয়েরের প্রকারভেদ ও গুণাগুণসম্পর্কে 'ভাবপ্রকাশে' উল্লিখিত হইয়াছে,—

খদিরো রক্তসারশ্চ গায়ত্রী দন্তধাবনঃ।
কন্টকী বালপত্রশ্চ বহুশল্যশ্চ যজ্ঞিয়ঃ॥
খদিরঃ শীতলো দন্ত্যঃ কণ্ডূকাসারুচিপ্রণুৎ।
তিক্তঃ কষায়ো মেদোঘ্নঃ কৃমিমেহজ্বরব্রণান্॥
শ্বিত্রশোথামপিত্তাস্র-পাণ্ডুকুষ্ঠকফান্ হরেৎ॥

**কাছিয়া**—দক্ষিণ দেশীয় নারীদিগের মত কাছা দিয়া, কিংবা কাছ বা কাচ শব্দের অর্থ অভিনয়ার্থ নটনটীর সজ্জা-গ্রহণ; তু° 'বলিলেন প্রভু কাচ সজ্জ কর গিয়া'—চৈতন্যভাগবত। চাকার কালীকাচ, কালীর বেশ ধারণ করিয়া নৃত্যাভিনয়। এখানেও সেই অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে। স° কক্ষ>কচ্ছ> কাছ, কাচ।

**আড়**—স° অর্ধ>অড্ঢ>আড়; তু° 'চাহ মোরে আড় করী দীঠে।'—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

**গারড়ী**—পক্ষী সর্পখাদক, এই সূত্রে পক্ষিরাজ বলিয়া কল্পিত গরুড় সর্পের প্রবলতম শত্রু। মহাভারত ও পুরাণের বিভিন্ন কাহিনীতে এই বৃত্তান্ত বিশদভাবে বর্ণিত আছে। গরুড়ের বিদ্যা অর্থাৎ তাহার সর্প বিনাশ করিবার শক্তি যাহার অধিকৃত সেই গারড়ী অর্থাৎ ওঝা।

**নচ্ছার**—ন+ছার, 'ন' এখানে নিষেধার্থক শব্দ নহে, বরং তাহার বিপরীতার্থক; কিংবা নষ্ট এবং ছার সংক্ষেপে নচ্ছার, নিন্দাসূচক শব্দ।

**মাজা**—স° মধ্যা>মজ্ঝা>মাঝা, মাজা; আধুনিক বাংলায় ইহার পরিবর্তে আরবী শব্দ 'কোমর' অধিকতর ব্যবহৃত হয়। আদি ও মধ্যযুগের বাংলায় যথাক্রমে মাঝা ও মাজা শব্দই অধিকতর ব্যবহৃত হইয়াছে। তু° 'সুচিত্রক মাঝা বাণ্ডু হালে।'—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। 'দাঁত ছোলা মাজা দোলা হাস্য অবিরাম।'—ভারতচন্দ্র।

**চুকা**—স° চুক্র (?) টক, অম্ল; পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক শব্দ।

**কড়ি**—Cauri shells (*Cypraea moneta*); কড়ি বাংলায় এককালে মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইত। এই সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদিগের অভিমত এই যে, 'the use of Cauri shells (*cypraea moneta*) as a money is not an Indo-European custom. It is the characteristic of a maritime civilization which was developed on the shores of Indian Ocean and the China Sea, *i.e.*, the region where the people speaking the Austro-Asiatic languages were disseminated. In the 13th century this money was in current use in Bengal. The series containing the multiples of Cauri is marked by the frequency of the tetrades and the use of the factor four. The table of their values are still preserved' (P. C. Bagchi, *Pre-Aryan and Pre-Dravidian in India*, Calcutta, 1929, xv-xvi).

CENTRAL LIBRARY



কড়ির হিসাব-সম্পর্কিত এই আর্যা পাঠশালায় বাংলার শিশুরা আজিও কণ্ঠস্থ করিয়া থাকে—

৪ কড়ি = ১ গণ্ডা
২০ গণ্ডা = ১ পণ বা ৮০ কড়ি
৪ পণ = ১ আনা
৪ আনা = ১ কাহন অথবা আনুমানিক ১ টাকার এক-চতুর্থাংশ।

**গণ্ডা**—অর্বাচীন সংস্কৃত গণ্ডক (চারি কড়ির সমমূল্যের মুদ্রা) > গণ্ডঅ > গণ্ডা। শব্দটি অষ্ট্রীক ভাষা হইতে আগত বলিয়া Prof. Przyluski বিবেচনা করেন (P. C. Bagchi, op. cit., xv). সাঁওতালি ভাষায় গণ্ড নামক একটি সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়, তাহাতে '*ganda* not only means the inferior tetrade of 4 but also the action of division.' (P. C. Bagchi, op. cit., xv). এই সাঁওতালি গণ্ড শব্দের সহিত সংস্কৃত গণ্ডক ও বাংলা গণ্ডা শব্দের যোগ আছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

**পণ**—সংস্কৃত ভাষায় পরবর্তী কালে শব্দটি গৃহীত হইয়াছে, মূলতঃ ইহাও অষ্ট্রীক ভাষার দান। সাঁওতাল ভাষায় পণ শব্দের অর্থ ৮০ সংখ্যা, বাংলা দেশেও চারি কুড়িতে এক পণ অর্থাৎ ২০ × ৪ = এক পণ বা ৮০। সাঁওতাল ভাষায় ৮০ 'tetrade *par excellence*' অর্থাৎ ভারতীয় আর্য গণনায় ১০০ সংখ্যার তুল্য। বাংলা দেশে এখনও কোন কোন বস্তু গণনায় পণের হিসাব প্রচলিত আছে। পণ হিসাবে গণনার পদ্ধতি আদি-অস্ট্রাল জাতিরই বিশিষ্ট রীতি ছিল বলিয়া অনুমিত হইয়াছে, বাংলায় এই রীতি আদি-অস্ট্রাল সংস্কৃতিরই দান। এই বিষয়ে Prof. Przyluski সর্বপ্রথম সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন (P. C. Bagchi, op. cit., xiii-xiv).

**ডাঙ্গর**—বৃহৎ, দেশী শব্দ; আধুনিক বাংলায় শিষ্টপ্রয়োগ ডাগর, পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক প্রয়োগ ডাঙ্গর, অসমীয়া 'ডাঙ্গরিয়া', চট্টগ্রামে 'ডাঙ্গর'। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে শব্দটি 'ডাকর' রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, যেমন,—'ডাকর ডালিম দুই কুচে।' 'তাবত রস নাহি ডালিম ডাকরে।'

**কোচল**—কোন্দল; পূর্ববঙ্গের কোন কোন অঞ্চলের প্রাদেশিক শব্দে অদ্যাপি ব্যবহৃত।

**ভাতার**—সং ভর্তা > ভট্টা > ভাট, কিন্তু 'ভাতার' শব্দটি ভর্তৃ শব্দ হইতে অনিয়মিতভাবে পরবর্তী কালে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া মনে করা হয়। ইহাকে বলা হইয়াছে, 'a later and a non-Magadhi form.' শব্দটি আধুনিক পশ্চিম বাংলার মেয়েলী ভাষার অন্তর্গত।

**মন্ত্রবলে ইত্যাদি**—ইহাতে মধ্যযুগের বাংলার বামাচারী, সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় কর্তৃক অনুষ্ঠিত একটি তান্ত্রিক আচারের উল্লেখ করা হইয়াছে। চৈতন্যভাগবতেও উল্লিখিত আছে, 'রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চকন্যা আনে।'

**উচাটন**—একটি তান্ত্রিক প্রক্রিয়ার নাম। ইংরেজিতে এই ধরণের প্রক্রিয়াকেই Black Art বা Destructive Magic বলা হয়। আদিম সমাজের ভিত্তির উপর ইহার সংস্কার প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু উচাটন শব্দটি মধ্যযুগের বাংলায় উদাস অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে। তু° 'মন উচাটন নিশাস সঘন কদম্ব কাননে চায়।'—চণ্ডীদাস।

**কুটা**—'কুটা' মুদ্রাকর প্রমাদ। কুটা শুষ্ক তৃণখণ্ড বা খড়; মাথায় কুটা দিব কথার অর্থ নিজে হইতে অপমান বা পরাজয় স্বীকার করিব। কিন্তু এই অর্থে দাঁতে কুটা কলা বা দাঁত দিয়া একখণ্ড শুষ্ক তৃণ বা খড় (খড়কুটা) ধারণ করার কথাই অধিকতর ব্যবহৃত হইত। মাথায় কুটা ধারণ করার কথা বিশেষ শুনিতে পাওয়া যায় না। তু° 'তবে দিব পারাবাত দাঁতে কর কুটা।'—মুকুন্দরাম। 'শিবের কিঙ্কর বলি কুটা নিল দাঁতে।'—ঐ। এই রীতিটির কি করিয়া উদ্ভব হইল তাহা বলা সহজ নহে। কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় যে, দাক্ষিণাত্যের অনেক গ্রাম্যদেবতার নিকট নিম্নশ্রেণীর লোক যে মহিষ বলি দিয়া থাকে, তাহাতে মহিষের একটি ছিন্নপদ ইহার ছিন্নমুণ্ড মুখের ভিতরে লম্বিতভাবে প্রবেশ করাইয়া দিয়া তাহা দেবতার নিকট নিবেদন করা হয়। ইহাতে বলিপ্রদত্ত

CENTRAL LIBRARY



পশুর দেবতার নিকট চরম আত্মদান বা পরাজয় নির্দেশ করা হইয়া থাকে। অনুরূপ কোন রীতি হইতেই এই রীতিটিরও উদ্ভব হইয়া থাকিবে।

**দুনা**—স° দ্বিগুণ>*দুউণ>দুণ, দুনা। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' এই অর্থে কেবলমাত্র অর্ধ-তৎসম 'দুগুণ' শব্দটিই ব্যবহৃত হইয়াছে; তু° 'চিত্তিতে দুগুণ তৈল হৃদয়ে মদনে।' 'রাধাও করিল এবে তেহেন দুগুণে।'

**মণ্ডলিয়া**—মণ্ডল (+ইয়া), মোড়ল, নায়ক। (নায়ক শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য)। পূর্বে যখন এই দেশে সংহত (integrated) সমাজব্যবস্থার ফলে বিশিষ্ট এক একটি গ্রামাজীবন একটি মাত্র সম্প্রদায় (community) কে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিত, তখন প্রত্যেক গ্রাম্য সমাজেরই একজন নির্বাচিত নেতা থাকিত, তাহাকেই মণ্ডল বলিত। তাহাদের নেতৃত্বাধীনে এক একটি গ্রামের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক জীবন পরিচালিত হইত। কালক্রমে উচ্চতর বর্ণের হিন্দু-বসতিবিস্তারের ফলে গ্রামের উপর ইহাদের প্রভুত্ব লুপ্ত হইয়াছে।

**বাথান**—গরু কিংবা মহিষের থাকিবার কিংবা চরিবার স্থান। শব্দটি সংস্কৃত 'বাসস্থান' হইতে উদ্ভূত বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু ইহা নিশ্চিত করিয়া বলা যাইতে পারে না। বিশেষণে 'বাথানিয়া'; তু° 'বাথানিয়া' গাই। স্বৈরাচারিণী নারীকে বাথানিয়া গাই বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে; তু° 'ঘাঁড় চাহি বুলে যেন বাথানিয়া গাই।'—মুকুন্দরাম।

**মাপা জোখা**—স° মাপি (পরিমাণে), স° √জুষ্ (পরিতর্কণ), √জোখ্—তৌল করা; মাপজোখ করা। তু° 'কাটিয়া ছিড়িয়া মাপিয়া জখিয়া সত হাথে হইল গোতা।'—শূন্যপুরাণ।

**চোখা**—স° চোক্ষ্ (দক্ষ)>চোকখ>চোখ, চোখা, তীক্ষ্ণ, উৎকৃষ্ট, এখানে শেষোক্ত অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু প্রথমোক্ত অর্থেই ইহার প্রয়োগ অধিক পাওয়া যায়। তু° 'বাছিয়া বাছিয়া মারে চোখা চোখা শর।'—কৃত্তিবাস। শব্দটি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' পাওয়া যায় না।

**গোটা, গুটি**—স্বরসমনুয় বা Vowel harmonyতে 'গুটি'। আধুনিক বাংলা-সংখ্যাবাচক প্রত্যয় 'টা' ও 'টি' ইহা হইতেই জাত। শব্দটি অষ্ট্রীক ভাষা হইতে আগত বলিয়া সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছে (P. C. Bagchi, op. cit., xvii). 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' 'গোটা' শব্দটি মাত্র একবার ও 'গুটি' শব্দটি দুইবার ব্যবহৃত হইয়াছে; যথা—'দেহ নীল মেঘ ছটা গন্ধ চন্দনের ফোটা যেন উয়ে গগনে চান্দ গোটা।' 'গুটি চারি ফুল হের আছে মোর হাথে।' গুটি শব্দের ব্যবহার মুণ্ডা ভাষার প্রভাবজাতও বলিয়া মনে হইতে পারে। কারণ, সাঁওতাল ভাষায় গুটি শব্দটি গণ্ড শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়। সাঁওতাল অভিধানে শব্দটির এই অর্থ নির্দেশ করা হইয়াছে, 'the system of *ganda guti* is to put down a pebble or any other small object, as the name of each person entitled to share is mentioned. Then a share is placed alongside of each pebble, or whatever else was laid down' (A. Campbell, *A Santal-English Dictionary*).

কতকগুলি গ্রাম্য খেলাবিষয়ক শব্দের শেষে গুটি শব্দটি যুক্ত থাকিতে দেখা যায়; যেমন—'দোগুটি', 'ত্রিগুটি', 'নওগুটি', 'বারগুটি', 'ষোলগুটি' ইত্যাদি। এই গুটি শব্দের অর্থ pieces বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। এই 'গুটি' শব্দটি ও সাঁওতাল ভাষায় ব্যবহৃত গণ্ডা 'গুটি'র গুটি শব্দ অভিন্ন বলিয়া মনে করা হয় (*JASB*, XXII, pp. 143-48, 211-13). এই 'গুটি' হইতেই আধুনিক বাংলা প্রত্যয় 'টি' ও 'গোটা' হইতে 'টা' উদ্ভূত হইয়াছে। গোটা শব্দের অন্য-এক অর্থ সম্পূর্ণ। তবে এখানে সে অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয় নাই।

**আথালি পাথালি**—স° অস্থল-পাদস্থল>অথল পাথল>আথাল পাথাল, আথালি পাথালি—যেখানে সেখানে। তু° 'শরগুলি আথালি পাথালি তালি খায়।'—গনরাম।

**বিমরিষ**—স° বিমর্ষ; বিপ্রকর্ষের একটি উদাহরণ—চিন্তিত। তু° 'মাতিনীর মোহে বড়ায়ি মনে বিমরিষে।'—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

**সহেলা**—স° সখী>সহী>সহী (+লা প্রত্যয়—সখীর ভাব এই অর্থে) সহীলা, সহেলা; পূর্ববঙ্গের আধুনিক চলিত কথায় সইয়ালা, সইয়ালা বা সয়ালা। সাধারণতঃ সমবয়স্কা কুমারী কিংবা

CENTRAL LIBRARY



বয়স্কা সধবা নারীদিগের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধুত্ব স্থাপন করিবার (ceremonial friendship) রীতি বাংলা দেশ ও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে অত্যন্ত প্রাচীন। পূর্ববঙ্গের কুমারীগণ চতুর্থ বৎসরে মাঘমণ্ডলব্রত সম্পন্ন করিয়া মাতাপিতার অনুমতি লইয়া সমবয়স্কা অন্য একজন অনাত্মীয়া কুমারীর সঙ্গে সখিত্বসূত্রে আবদ্ধ হয়। ইহার জন্য একটি অনুষ্ঠান পালন করিতে হয় এবং এই উপলক্ষে পরস্পর পরস্পরকে আজীবন অভিন্নহৃদয়া সখী বলিয়া গ্রহণ করিয়া তাহার নিদর্শনস্বরূপ পরস্পর পারিতোষিক দ্রব্যাদি, যথা—বস্ত্র, অলঙ্কার ও প্রসাধনসামগ্রী বিনিময় করিয়া থাকে। জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে যে-কেহ অন্য যে-কাহারও সখীরূপে গৃহীত হইতে পারে; সখিত্বসূত্রে আবদ্ধ হইলে পরস্পর আর জাতিগত কোন তারতম্য থাকে না; উভয়ে বিভিন্ন জাতি হইলেও এক পাত্রে আহার করিয়া থাকে। সাধারণতঃ নিম্নবর্ণের ধনীর কন্যা উচ্চবর্ণের অপেক্ষাকৃত দরিদ্রের কন্যার সহিত সখিত্ব স্থাপন করিয়া গৌরব বোধ করে। সচ্ছল আর্থিক অবস্থা থাকিলে স্বজাতির মধ্যেই কাহারও সহিত সখিত্ব স্থাপন করা হয়। সখিত্বের এই বন্ধন কখনও কখনও আজীবন স্থায়ী হইতে দেখা যায়। দীর্ঘজীবন ধরিয়াও উৎসবে অনুষ্ঠানে পরস্পরের মধ্যে সাধারণত ব্যবহারিক পারিতোষিকাদির বিনিময় হইয়া থাকে, ক্রমে এই বন্ধন আত্মীয়তার পর্যায়ে উঠিয়া যায়। এমন কি মৃত্যুতেও এই বন্ধন ছিন্ন হয় না; কারণ, একজন সখীর মৃত্যু হইলে অন্য জন তাহার অবশিষ্ট জীবনে আর কাহারও সঙ্গে সখিত্বসূত্রে আবদ্ধ হয় না।

সখীদ্বয় পরস্পরকে সম্বোধন করিবার জন্য পরস্পর দুইটি স্বতন্ত্র নাম নির্বাচন করিয়া থাকে। বাংলার প্রতিবেশী কোন কোন আদিম জাতির সমাজে এই উপলক্ষে পরস্পর একটি করিয়া পুষ্প পরস্পরের খোঁপায় গুঁজিয়া দেয়। ইহাকে ইংরেজিতে flower friendship বলে। পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে হিন্দুসমাজেও এই রীতি প্রচলিত আছে এবং ইহার পর সখীদ্বয় পরস্পর পরস্পরকে নিজেদের প্রদত্ত ফুলের নামেই সম্বোধন করিয়া থাকে। অতএব ইহাকেও flower friendship বলা যাইতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের সম্ভ্রান্ত সমাজে সধবা নারীদিগের মধ্যে এই প্রকার আনুষ্ঠানিকভাবে সখিত্ব স্থাপন করিবার রীতি প্রচলিত আছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'চোখের বালি' নামক উপন্যাসে একটি বালবিধবা নারীর সঙ্গে একজন সধবা নারীর এই প্রকার সখিত্ব স্থাপনের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন; তবে আনুষ্ঠানিকভাবে সধবার সঙ্গে বিধবার সখিত্বস্থাপন রীতিবিরুদ্ধ। কিন্তু 'চোখের বালি'তে যে বন্ধুত্বের কথা আছে, তাহা আনুষ্ঠানিক (ceremonial) সখিত্ব নহে, ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব মাত্র। বাংলা দেশে ক্বচিৎ পুরুষগণও নিজেদের মধ্যে অনুরূপ সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হয়—তাহারা পরস্পরকে মিতা বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে।

বাংলার পশ্চিমপ্রান্তবর্তী ছোটনাগপুর অঞ্চলের বিভিন্ন আদিবাসীর মধ্যে এই রীতির ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়। সিংহভূম, রাঁচী ও পালামৌ জিলার ওরাওঁ জাতির বিবাহিতা নারীদিগের মধ্যে এই রীতির প্রচলন আছে, তাহারা ইহাকে 'সহিয়ারো' বলে (S. C. Roy, *The Oraon*, 1915, 396-405). পরস্পর সখ্যসূত্রে আবদ্ধ সখীদিগকে তাহারা হিন্দী সংজ্ঞা 'সহিয়া' বলিয়া অভিহিত করে। ইহাতে কেহ কেহ মনে করেন, এই রীতিটি ওরাওঁগণ হিন্দুস্থানী প্রতিবেশীদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছে, মূলতঃ তাহাদের মধ্যে ইহা ছিল না। তথাপি ইহাদের মধ্যে এই অনুষ্ঠানটির নানা দিক্ দিয়া বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়।

ওরাওঁ জাতির কুমারীদিগের মধ্যেও অনুরূপ সখিত্বস্থাপনের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা খুব ব্যাপক নহে। ইহাকে 'গৈ' এবং 'করমডাঁড়' সখিত্ব বলা হয়; মনে হয়, এই রীতিটি ইহাদের নিজস্ব হইতে পারে। ইহার সঙ্গে উল্লিখিত পূর্ববঙ্গে প্রচলিত কুমারীদিগের আনুষ্ঠানিক সখ্যস্থাপনের বহুলাংশে ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব কে কাহার নিকট হইতে এই রীতি গ্রহণ করিয়াছে, তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা সহজসাধ্য নহে। কোন কোন সময় ওরাওঁ বালকদিগের মধ্যেও অনুরূপ সখ্য স্থাপিত হইয়া থাকে—তাহাকে 'লার' এবং 'সাঙ্গি' বলে। এই প্রকার ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যার পার্বত্য ভুঁইঞা, খরিয়ার, বিরহোড়, মধ্যপ্রদেশের মুরিয়া প্রভৃতি ও তাহাদের প্রতিবেশী বহু আদিম জাতির মধ্যেই এই রীতির ব্যাপক প্রচলন দেখিতে পাওয়া যাইবে। উড়িষ্যার আদিবাসীর মধ্যে পুরুষের এই প্রকার বন্ধুত্ব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'মহাপ্রসাদ বন্ধুত্ব' নামে পরিচিত।

CENTRAL LIBRARY



পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবেশী সাঁওতাল জাতির মধ্যে এই রীতি অত্যন্ত ব্যাপক। এই সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞের অভিমত নিম্নে বিস্তৃতভাবেই উদ্ধৃত করা গেল:

"The matter here referred to is a peculiar custom, by which an intimate and life long friendship is established between two persons of the same sex. The parties concerned put a flower (frequently of the *Plumeria acuteifolia*, Poiret) in each other's hair and exchange presents of cloth and money. They address each other and speak of each other as *phul*, flower; they feast each other and assist each other in all circumstances. The ceremony gone through when first establishing this friendship is to a certain extent public, relatives and others being present. Persons of different race, *i.e.*, a Santal and a Hindu, may contract this kind of friendship, although such is not often the case. The present story (P. O. Bodding, 'The Story of a Jackal and a Hen,' *Santal Folk Tales*, Vol. I, Oslo, 1925, pp. 165-86) may possibly give a hint that friendship of this latter kind is unnatural and leads to disaster. According to what the Santals tell, they have got this peculiar form from the Hindus. The name *phul* is Hindi (from Sanskrit)."

"It might be mentioned that the Santals have a similar custom of their own. When two young people of the same sex, especially two girls, not so frequently boys, have become intimate friends, they make this friendship public at a *karam* festival. This is celebrated in the Santal villages immediately after the Durga festival. The persons concerned take two leaves of a branch of the *karam* tree (*Adina cordifolia*, H. F. & B.) and fix one leaf in each other's hair, whereupon they salute all the villagers there assembled, one after the other. Afterwards they treat the village-people to beer; they also give each other presents of cloth. These also do not use other, names (especially of relationship) in calling to one another, but only *karam-dar* (lit. *Karam* branch). It is an idealistic friendship into which they enter, lasting for life. It is told that such friends have given their life to serve each other" (P. O. Bodding, *Santal Folk Tales*, Vol. I, Oslo, 1925, pp. 164-65 *n.*).

কয়েকটি সাঁওতালি উপকথায় এই প্রকার বন্ধুত্বের উদাহরণ পাওয়া যায়।

**শ্বেত মাছি**—বিজয় গুপ্তের মনসা-মঙ্গলে পশ্চিমবঙ্গের ধর্মঠাকুরের পূজার কিছু কিছু প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। মনে হয়, তিনি পশ্চিমবঙ্গের লোকশ্রুতির ভিত্তির উপরই তাঁহার মনসা-মঙ্গল-কাহিনী রচনা করিয়াছেন, সেইজন্যই মনসা এখানে শ্বেত মাছির রূপ ধারণ করিতেছেন বলিয়া উল্লেখ করা হইতেছে। রাঢ়ে যে ধর্মঠাকুরের পূজা হইয়া থাকে, তাঁহাকে শ্বেতবর্ণ বলিয়া কল্পনা করা হয়। রূপরামের ধর্ম-মঙ্গলে আছে যে ধর্মঠাকুরের,

'ধবল অঙ্গের জ্যোতি ধবল মাথার ছাতি
ধবল বরণে বাড়ীঘর।
ধবল ভূষণ শোভা অনুপম মুনিলোভা
আলো কৈলে পরম সুন্দর ॥'

ধর্মঠাকুর সাদা ঘোড়ায় আরোহণ করেন, সাদা পাঁঠা কিংবা পায়রা তিনি বলিরূপে গ্রহণ করেন ও সাদা

CENTRAL LIBRARY



রঙের ফুলে তাঁহার পূজা হয়। এই কল্পনা হইতেই অন্যান্য দেবতার ছদ্মরূপসম্পর্কে এই শ্বেত রূপের পরিকল্পনা করা হইয়া থাকে। সেইজন্য মনসা এখানে শ্বেত মাছিরূপে এবং পরে আর একবার শ্বেত কাকরূপে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। চণ্ডীমঙ্গলে চণ্ডীও একবার শ্বেত মাছির রূপ ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত আছে (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৫৮৯)। ধর্মমঙ্গলেও দেবতার শ্বেত মাছিরূপ-ধারণের কথা আছে; যথা, 'শ্বেত মক্ষিকার বেশে সত্বর গমন।'—মানিকরাম। 'গোপীচাঁদের সন্ন্যাসে'র চণ্ডী ও ময়নামতীরও শ্বেত মাছিরূপ-ধারণের কথা আছে। যেমন, 'শ্বেত মাছি হৈল ময়না কায়া বদলিয়া।' 'শ্বেত মাছি হৈল চণ্ডী কায়া বদলিয়া।' বলা বাহুল্য, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ইহা ধর্মঠাকুরের প্রভাবজাত। দেবতার মাছির রূপ ধারণ করিবার কথা মধ্যভারতের উপজাতীয় লোকশ্রুতিতেও শুনিতে পাওয়া যায়। (Hivale and Elwin, *Songs of the Forest*, London, 1935, Introduction, p. 23.)

**বাণ, পঞ্চবাণ**—বাণ শব্দটি অষ্ট্রিক ভাষা হইতে সংস্কৃতে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করিয়া থাকেন। বৈদিক যুগেই এই শব্দটি বৈদিক সংহিতাদিতে সর্বপ্রথম গৃহীত হয়; কারণ, ঋগ্বেদের মধ্যেই (৬.৭৫.১৭) শব্দটির সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়।

'The sonant initial of *bana* was surely not used to translate an Austro-Asiatic *p* in Indo-Aryan. The *b* of the Vedic form is, therefore, of a nature to prove the antiquity of *tb* still found in the Cambodian writing of our days' (J. Przyluski, Translation by P. C. Bagchi, op. cit., p. 22).

ভারতবর্ষে আসিবার পূর্বেই আর্যগণ নিশ্চয়ই তীর ও ধনুকের ব্যবহার জানিতেন। তবে তাঁহারা অষ্ট্রিক ভাষা হইতে বাণ শব্দটি কেন ধার করিতে গিয়াছিলেন, এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, 'Probably the arrow made of bamboo was unknown to them and this is why they borrowed the name as well as the instrument itself from the aborigines of India. In fact, in the Malaya Archipelago, the arrow called *panah* is made of bamboo. In the same way *bana* designate precisely an arrow of bamboo or of cane in India' (ibid., pp. 22-23).

Mon, Khmer, Stiang, Rongo, Mnong, Annamite অষ্ট্রিক ভাষার এই সকল বিভিন্ন শাখায় শব্দটিকে পণ', বনা, পানা, পঙ, পন, বণ ইত্যাদি রূপে পাওয়া যায়। কোল বা মুণ্ডা ভাষার এক শাখা সাঁওতালি ভাষায় 'বনমু' শব্দের অর্থ বেহালা বা বেহালা বাজান। বেহালার ছড় কতকটা একটি ক্ষুদ্র ধনুর আকৃতি, এমন কি তাহাতে ধনুকের ছিলার মত ছিলাও থাকে। ইহার সঙ্গে তীরধনুকের সম্পর্ক আছে বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন (ibid., p. 22).

পঞ্চবাণ শব্দের টীকা পূর্বে দ্রষ্টব্য।

**পাফ্‌ড়ি**—স° পর্ব > পব্ব > পাব (+ ড়ি—দেশী প্রত্যয়), পাবড়ি, পাফড়ি, পাপ্‌ড়ি, পাপ্‌ড়ী; কিংবা স° পক্ষটী > পক্খটি > পাখড়ী, স্বর-সমন্বয় (vowel harmony) অনুসারে পাখুড়ী; কিংবা স° পক্ষ্ম > পক্খ > পাখ (+ ড়ি—দেশী প্রত্যয়), পাখড়ী, স্বর-সমন্বয় দ্বারা পাখুড়ী; অর্ধ-মাগধীতে পক্খড়িয়া, 'দেশী নামমালা'য় পাওয়া যায় 'পখুড়ি পত্রম্'; প্রাচীন বাংলায় 'পাখুড়ী', তু° 'এক সো পদম চৌষঠ্‌ঠী পাখুড়ী'—বৌদ্ধগান; 'ফুল তুলি লৈল রাধা ভাঙ্গিঞা পাখুড়ী।'—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। 'বৃন্দাবনে ফুলপাত না ভাঙ্গে পাখুড়ী।'—ঐ। কিন্তু প্রাচীন বাংলা পাখুড়ী হইতে মধ্য ও আধুনিক যুগের বাংলায় পাফ্‌ড়ি বা পাপ্‌ড়ী শব্দটির উদ্ভব হওয়া অপেক্ষা পাব্‌ড়ী শব্দ হইতে আধুনিক পাপ্‌ড়ী শব্দের উদ্ভব হওয়া অধিকতর সম্ভব বলিয়া মনে হয়। কিন্তু পাব্‌ড়ি শব্দটির কোথাও কোন প্রয়োগ পাওয়া যায় না। ইহার অর্থ পুষ্পের দল।

**আকাটা-আকুট**—যাহা কাটা যায় না কিংবা কুটা যায় না।

**সকল অন্ন খাইলে ইত্যাদি**—নেতা কর্তৃক প্রদত্ত জীবন্ত সর্প সিদ্ধ-করা ভাত খাইয়া শঙ্করের মহাজ্ঞান (magic wisdom) লাভ করিবার মত কাহিনী প্রায় সকল দেশেই প্রচলিত আছে। এই সম্পর্কে প্রসিদ্ধ

CENTRAL LIBRARY



লোকশ্রুতিবিৎ (folklorist) Stith Thompson লিখিয়াছেন, 'The wide-spread notion that one can acquire magic wisdom from eating something, particularly from eating a part of a serpent....all these means of surpassing human limitations are common to the folklore of a good part of the world' (*The Folktale*, New York, 1946, p. 260). Stith Thompson-নির্ধারিত সূচী অনুযায়ী B161. 3 সংখ্যায় এই শ্রেণীর কাহিনী সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। Stith Thompson, *Motif-Index of Folk-literature* দ্রষ্টব্য।

**খাটাল**—দেশী শব্দ, ঘরের মেঝে; মানভূম জিলার প্রাদেশিক ভাষায় ঘর, কামরা। আধুনিক বাংলার কোন কোন অঞ্চলের চলিত ভাষায় গো-মহিষাদির বাসস্থান।

**স্ত্রীর ঠাঁই মর্ম কহিয়া**—সাঁওতাল উপকথায় অনুরূপ কয়েকটি কাহিনীর সন্ধান লাভ করা যায়; যেমন, P. O. Bodding-সঙ্কলিত *Santal Folk Tales* নামক গ্রন্থে 'Nothing must be told to women' (Vol. I, Oslo, 1925, pp. 245-49) এবং 'The Story of a Mahra Man' নামক গল্প দুইটি শঙ্কর গাড়রীর কাহিনীর অনেকটা অনুরূপ। কে কাহার নিকট হইতে ইহা গ্রহণ করিয়াছে, তাহা অনুসন্ধানের বিষয়। কিন্তু মনে হয়, যে সমাজে পুরুষ অপেক্ষা নারীর স্থান নীচে কেবলমাত্র সেই সমাজেই এই প্রকার কাহিনীর উদ্ভব হইতে পারে। সাঁওতাল সমাজে নারীর স্থান পুরুষের নীচে একথা বলিতে পারা যায় না।

**উত্তর-শিয়রী**—পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সর্বত্রই মৃতের মস্তক উত্তরদিকে রক্ষা করা হইয়া থাকে, তবে কোন কোন স্থলে যেখানে হিন্দু প্রভাব খুব বেশি অনুভূত হয়, সেখানে দক্ষিণদিকেও মৃতের মস্তক স্থাপন করিবার রীতি প্রচলিত আছে। কিন্তু বাংলার সর্বত্রই উত্তরদিকে মাথা রাখিয়া শয়ন করা একেবারেই নিষিদ্ধ। মৃতের মস্তক উত্তরদিকে স্থাপন করা হইয়া থাকে—ইহাই যে ইহার কারণ, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। হিন্দু পৌরাণিক বিশ্বাসমতে যম দক্ষিণদিকের অধিপতি; অতএব এই অনুসারে দক্ষিণদিকেই মৃতের মস্তক স্থাপন করা উচিত। হিন্দু স্মৃতিশাস্ত্রাদিতে দক্ষিণশিরা করিয়া শব স্থাপন করিবারই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যের তামিল ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এই রীতিই পালন করা হয়। কিন্তু তাহার পরিবর্তে বাংলা ও বাংলার বাহিরে কোন কোন অঞ্চলে উত্তরদিকে শবের মস্তক রাখিবার রীতির যে কি ভাবে উদ্ভব হইল, তাহা সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায় না। পূর্ববঙ্গে এই বিষয়ে একটি কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়, অবশ্য এই কাহিনী দ্বারাও বিশেষ নূতন কিছুই প্রমাণিত হয় না, কেবল এই রীতিটি সমাজে কতখানি বদ্ধমূল তাহাই প্রমাণিত হয় মাত্র। কাহিনীটি সংক্ষেপে এই,—শনির দৃষ্টিতে গণেশের মুণ্ড উড়িয়া গেল। পার্বতী পুত্রশোকে বিলাপ করিতে লাগিলেন। শুনিয়া শনিরও দয়া হইল। শনি বলিলেন, 'ঘর হইতে বাহির হইয়া সর্বপ্রথম যাহাকে উত্তরদিকে মাথা রাখিয়া শুইয়া থাকিতে দেখিবে, তাহার মাথাটি কাটিয়া লইয়া আস, তারপর তাহা গণেশের কাঁধে জুড়িয়া দাও, দেখিবে সে বাঁচিয়া উঠিয়াছে।' চারিদিকে লোক ছুটিল, কিন্তু উত্তরদিকে মাথা রাখিয়া কে শোয়? অতএব কাহাকেও পাওয়া গেল না। দৈবাৎ দেখিতে পাওয়া গেল, একটি হাতি উত্তরদিকে মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছে। অগত্যা হাতির মাথা তাহার কাঁধ হইতে কাটিয়া লইয়া আসিয়া গণেশের কাঁধে লাগাইয়া দেওয়া হইল। গণেশ বাঁচিয়া উঠিলেন, সেই হইতে তিনি গজানন হইয়াছেন। সেইজন্য উত্তরদিকে মাথা রাখিয়া কেহ শয়ন করে না, তবে মৃতের পক্ষে সবই অশুভ, সেইজন্য তাহার মস্তক উত্তরদিকে রাখাই নিয়ম। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় শাস্ত্রীয় আচার অপেক্ষা অনেক ক্ষেত্রে লৌকিক আচারই অধিকতর বলবান্ বলিয়া শাস্ত্রীয় নির্দেশ এই ক্ষেত্রে উপেক্ষিত হইতেছে।

বাংলার পশ্চিমপ্রান্তবর্তী ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যার আদিবাসী অঞ্চলে সাধারণতঃ মৃতের মস্তক পূর্বদিকে স্থাপন করা হইয়া থাকে, উত্তরদিকে নহে। ইহাদের মধ্যে সূর্যোপাসনার অস্তিত্বই ইহার কারণ। কিন্তু উত্তর-বিহারের প্রায় সর্বত্র সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই মৃতের শির উত্তরদিকে স্থাপন করা হয়। উত্তরদিকে মস্তক রাখিয়া শয়ন করা কিংবা মুখ করিয়া ভোজন করাও সেখানে নিষিদ্ধ। এই বিষয়ে বাংলা দেশের সঙ্গে

CENTRAL LIBRARY



উত্তর-বিহারের কোন পার্থক্য নাই—অতএব এই রীতিটি পশ্চিম অঞ্চল হইতেই বাংলা দেশে আসিয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। মধ্যপ্রদেশের গণ্ড নামক আদিবাসীর মধ্যে মৃতের মস্তক উত্তরদিকে স্থাপন করিবার রীতি প্রচলিত আছে। সেই অঞ্চলের উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণও এই রীতিই পালন করিয়া থাকে—ইহাও গণ্ডজাতির প্রভাবেরই ফল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। গুজরাট অঞ্চলের ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে শবকে উত্তরমুখী (facing the north) করিয়া চিতায় স্থাপন করা হয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে (S. Stevenson, *The Rites of the Twice-Born*, London, 1920, p. 150). কিন্তু চিতায় স্থাপন করিলে শব হয় ঊর্ধ্বমুখী নতুবা অধোমুখী হইবে, উত্তরমুখী যে কি করিয়া হয় তাহা বুঝিতে পারা যায় না। ত্রিবাঙ্কুরের আদিবাসী কানিক্কার ও মালাপণ্ডরম্ জাতির মধ্যে মৃতের শির উত্তরদিকে স্থাপন করা হয়।

এই প্রয়োজনীয় বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তৃততর অনুসন্ধানের একটি প্রধান অন্তরায় এই যে, ভারতীয় বিভিন্ন জাতির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার যাঁহারা বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহারা এই বিষয়টির উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করেন নাই।

**ধন্বন্তরি বধ**—মনসা-মঙ্গলে বর্ণিত শঙ্কর গারড়ীর নিধনবৃত্তান্তের সঙ্গে সাঁওতাল পরগণায় প্রচলিত একটি সাঁওতাল জনশ্রুতির আশ্চর্য সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই সাঁওতাল কাহিনীর নায়কের নাম কামরু, সেও শঙ্কর গারড়ীর মতই একজন সিদ্ধ ওঝা। তাহার বৃত্তান্তটি এইরূপ—

"....Kamru was married, but his wife was a witch. Kamru apparently was a great medicine-man....Then it happened when Kamru was old that he was bitten by a snake. He called his two nephews and told them to go to some hill and fetch from there a certain medicine; they were to recognize the medicine by seeing that it was shining like fire. The two nephews at once went, found the tree, dug out and took with them a part of the root, and were on their way back when they were met by Kamru's wife.

She had heard her husband instructing the two young men and had followed after them. When she met them, she said, 'What are you going to do with that medicine? Your uncle is dead.' When they heard this they became very grieved and said, 'What is then the use of this dirty medicine?' Whereupon they threw it away and went home empty-handed.

When they reached there they saw that their uncle was alive. He at once asked them for the medicine, and they explained that their aunt had met them and told them that he was dead, wherefore, they had thrown away the medicine. 'Then I am going to die,' Kamru said to them; 'now then remember, when I have been burnt, you two must pour water over the place; then you will find two small pieces (of flesh); eat them, then you will acquire my *bidia* (science—মহাজ্ঞান?); otherwise you will be quite unable to acquire it.'

Now Kamru really died, and people came together to take the body away and burn it. They built the funeral pyre, placed the body there and put fire to it, and it was burnt. The two nephews then went to pour water on the place, whilst the other people were there in the vicinity.

CENTRAL LIBRARY



Just as Kamru had told them, the two young men really found two small bits of flesh; they looked at each other, whispered and asked each other: 'Look here, shall we two eat this?' Both of them urged the other one to be the first to eat; the result of this contention was that they said: 'By no manner of means, we shall not eat it; for if we eat it now, will not people see us?' And saying so they threw the two bits into the water and let it flow away. Consequently they did not acquire the 'science' of their uncle.

The one who did was their aunt. She had observed it, got hold of the two bits and ate them, and acquired her late husband's science".....
(P. O. Bodding, 'The Santals and Disease', *Memoirs of the Asiatic Society of Bengal*, Vol. X, No. 1, pp. 124-25).

**প্রভাতে অষ্টমী তিথি**—স্মৃতিশাস্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী অষ্টমী, চতুর্দশী, অমাবস্যা ও পৌর্ণমাসী তিথিতে অধ্যাপনা ও অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। মনুসংহিতায় এই সম্পর্কে উল্লিখিত হইয়াছে—

নীহারে বাণশব্দে চ সন্ধ্যয়োরেব চোভয়োঃ।
অমাবস্যা-চতুর্দশ্যোঃ পৌর্ণমাস্যষ্টকাসু চ॥—মনু ৪।১১৩

শাস্ত্রোক্ত এই নিষেধ অমান্য করিলে এই প্রকার ফলভোগ করিতে হয়—

অমাবস্যা গুরুং হন্তি শিষ্যং হন্তি চতুর্দশী।
বৃহ্লাষ্টকা-পৌর্ণমাস্যৌ তস্মাত্তাঃ পরিবর্জয়েৎ॥—মনু ৪।১১৪

মনুসংহিতায় অষ্টমী তিথির নিষেধ সম্পর্কে একাধিক বার উল্লেখ করা হইয়াছে—

উপাকর্মণি চোৎসর্গে ত্রিরাত্রং ক্ষেপণং স্মৃতম্।
অষ্টকাসু ত্বহোরাত্রমৃত্বন্তাসু চ রাত্রিষু॥—মনু ৪।১১৯

অষ্টমী তিথি বুঝিতে এখানে শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষ উভয় পক্ষেরই অষ্টমী তিথি বুঝিতে হইবে। এই সকল তিথি উপলক্ষে সেকালের গ্রাম্য-পাঠশালাও বন্ধ থাকিত বুঝিতে পারা যায়। 'মৎস্যপুরাণে' আরও কয়েকটি অতিরিক্ত তিথি-নক্ষত্রে অনধ্যায় বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে, যথা—

মহানবম্যাং দ্বাদশ্যাং ভরণ্যামপি চৈব হি।
তথাক্ষয়তৃতীয়ায়াং শিষ্যানাধ্যাপয়েদ্বুধঃ॥
মাঘমাসে তু সপ্তম্যাং রথাধ্যায়াঞ্চ বর্জয়েৎ॥—মৎস্যপুরাণ।

জ্যোতিষবিচারে কতকগুলি বিশেষ তিথি ও নক্ষত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার পক্ষে দোষাবহ, সেই সকল তিথি নক্ষত্রেই সাধারণতঃ অনধ্যায় হইয়া থাকে। ইহার আর কোন ব্যবহারিক অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

**পান্তা**—পানী (জল) + তা, পানিতা (*panita*), ই-কারের উচ্চারণ লুপ্ত হইয়া পান্‌তা; জলে ভিজান বাসি ভাত। অসমীয়া পইতা। প্রাচীন বাংলায় শব্দটির ব্যবহার পাওয়া যায় না। বাংলা প্রবাদে শব্দটির বহুল প্রচলন আছে; যেমন, 'পান্তাভাতে ঘি', কিংবা 'পান্তাভাতে নুন জোটে না বেগুনপোড়ায় ঘি' ইত্যাদি।

**বাসি**—স্বর্গীয় চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মনে করিয়াছিলেন, শব্দটি সংস্কৃত 'বাসী' কিংবা 'বাসিত' হইতে উদ্ভূত, ইহার অর্থ 'যাহা একদিন বা ততোধিক সময় বাস করিয়াছে' (চ-ম-বো ২৭৯)। কিন্তু শব্দটি অনার্য ভাষা হইতে আসিয়াছে বলিয়া জানিতে পারা যায়। তেলেগু ভাষায় এই অর্থে 'পাছি' শব্দ ব্যবহৃত হয়, ইহার উচ্চারণও অনেকটা 'বাসি'র-ই মত। অতএব তেলেগু 'পাছি' হইতেই বাংলা 'বাসি' শব্দের উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া

CENTRAL LIBRARY



মনে হইতে পারে। কিন্তু এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, সাঁওতাল ভাষায় 'বাসকিক্' নামে একটি শব্দ প্রচলিত আছে, ইংরেজিতে ইহার অর্থ 'stale' অর্থাৎ বাংলায় বাসি। মালয় উপদ্বীপের ভাষায়ও এই অর্থে 'বাসি' শব্দ ব্যবহৃত হয় (P. C. Bagchi, p. xxiv ; *Memoirs RASB* X, 3, p. 440)। ইহার সঙ্গেও বাংলা 'বাসি' শব্দের সম্পর্ক থাকিতে পারে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে শব্দটি পাওয়া যায় না, কিন্তু তাহার পরবর্তী রচনায় ইহার সহিত সাক্ষাৎকার ঘটে। ত° 'বাসি মড়া হইয়া আছেন মহারাজ'—কৃত্তিবাস।

**পাতল**—স° পত্র—পত্তত > পাত > (+ল সাদৃশ্যার্থে), পাতল, আধুনিক বাংলা পাতলা—লঘু। তু° 'হার পেলাহ পাতল হউ তন।'—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। 'কিছু পাতল হউ মোর নাথ তরা।'—ঐ

**সুন্দর**—একজাতীয় কাষ্ঠ, সুঁদরী কাঠ, সুঁদরী বা সুন্দর গাছের বন সুন্দরবন বলিয়া পরিচিত।

**তেঁতুলী**—tamarind. প্রাচীন বাংলায় তিন্তড়ী, তু° 'রুখের তিন্তড়ী কুম্ভীরে খায়'—বৌদ্ধগান। আধুনিক বাংলা তেঁতুল।

**প্রদক্ষিণ**—দক্ষিণ হস্ত আরাধ্য বস্তুর দিকে রক্ষা করিয়া চক্রাকারে আবর্তন, circumambulation. এই রীতি প্রাচীন রোম ও কেল্ট্ দেশীয় অধিবাসীদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল বলিয়া জানিতে পারা যায়। কোন কোন পণ্ডিতের মতে এই আবর্তন আকাশস্থ সূর্যগ্রহের চক্রাকারে আবর্তনের রূপক। ডব্লিউ-হেওর্সন তাঁহার *Notes on the Folk Lore of the Northern Countries of England and Borders*, (London, 1866) নামক গ্রন্থে এই বিষয়ক একটি বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন (p. 45)। ইহা হইতে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ভারতীয় রীতির সঙ্গে ইহার কোন পার্থক্য নাই—

"The Vicar of Stranton (Hartlepool) was standing at the churchyard gate, awaiting the arrival of a funeral party, when to his astonishment the whole group, who had arrived within a few yards of him, suddenly wheeled and made the circuit of the churchyard wall, thus traversing its west, north and east boundaries, and making the distance some five or six times greater than was necessary. The Vicar, astonished at this proceeding, asked the Sexton the reason of so extraordinary a movement. The reply was as follows—'why, ye wad no hae them carry the deat again the sun ; the dead maun aye go with the sun' ?"

এই রীতি যে একটি অতি প্রাচীন ব্রিটিশ বা Celtic রীতি তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বিবাহ-আচার উপলক্ষে প্রদক্ষিণের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়া Penzer একজন প্রাচীন স্কটল্যাণ্ডবাসী ধর্মযাজকের এই উক্তিটি উল্লেখ করিয়াছেন, (i, 191)—"After leaving the church the whole company walk round it, keeping the church walls always *on the right hand*."

ভারতবর্ষেও বহুকাল যাবৎ বিভিন্ন বস্তু প্রদক্ষিণ করিবার রীতি প্রচলিত আছে। শতপথ ব্রাহ্মণ, মনুসংহিতা, গৃহ্যসূত্র প্রভৃতিতে কোন্ কোন্ অবস্থায় এই প্রকার প্রদক্ষিণ কর্তব্য, তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়। মনুসংহিতায় নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, বধূ তিনবার অগ্নি প্রদক্ষিণ করিবে। সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগরে' বাসবদত্তার অগ্নি প্রদক্ষিণ করিবার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। গৃহ্যসূত্রেও উল্লিখিত আছে যে, উপনয়নকালে দণ্ডী তিনবার কোন বৃক্ষ কিংবা জলাশয় প্রদক্ষিণ করিবে।

মুখাগ্নি করিবার পূর্বে চিতা প্রদক্ষিণ করিবার রীতি ভারতীয় হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের মধ্যে সুপরিচিত। 'মহাপরিনির্বাণসূত্রে' উল্লিখিত আছে যে, বুদ্ধের দেহ চিতায় স্থাপন করিয়া তাঁহার পাঁচ শত শিষ্য তাহা তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন, ইহা হইতেই চিতা আপনা হইতেই জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। ভারতবর্ষে অষ্ট্রীয় ও দ্রাবিড় ভাষাভাষী জাতির মধ্যেও এই রীতিটি বহুল প্রচলিত আছে। উড়িষ্যার বোণ্ডা ও শবর জাতি চিতায় অগ্নিসংযোগ করিবার পূর্বে একাধিক বার তাহা প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। ভারতীয় অন্যান্য আদিম জাতির মধ্যেও এই রীতির অস্তিত্বের

CENTRAL LIBRARY



সন্ধান পাওয়া যায়। তিব্বত, চীন ও জাপানেও মন্দির ও বিগ্রহ প্রদক্ষিণ করিবার রীতি প্রচলিত আছে। মুসলমানগণ মক্কাশরীফে কাবা প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন। জেরুজালেমে যে ধর্মমন্দির আছে তাহাও খৃষ্টানগণ প্রদক্ষিণ করেন।

গুজরাটের ব্রাহ্মণগণ বিপরীত দিক হইতে অর্থাৎ উদ্দিষ্ট বস্তু বামদিকে রাখিয়া চিতা প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন; কারণ, মৃতের পক্ষে সবই বিপরীত।

**নারিকেল**—শব্দটি দক্ষিণ-পূর্ব দ্বীপপুঞ্জ অঞ্চল হইতে আসিয়া সংস্কৃত ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া মনে করা হইয়াছে। মালয় উপদ্বীপ ও তাহার পার্শ্ববর্তী কয়েকটি অঞ্চলের ভাষায় নারিকেল অর্থে 'নিয়োর' শব্দ ব্যবহৃত হয়। সেই অঞ্চলেরই তারেঙ এবং কোন্ড প্রভৃতি ভাষায় ফল অর্থে 'কোলই' শব্দ ব্যবহৃত হয়। নারিকেল ফল বুঝাইতে 'নিয়োর' এবং 'কোলই' একত্র যুক্ত করিয়া নারিকেল শব্দ গঠিত হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা হয় (S. K. Chatterjee. *Pre-Aryan and Pre-Dravidian in India*, op. cit., p. xxii দ্রষ্টব্য)।

**কোরা**—স° √কৃষ্, কর্মণে,—চাঁচিয়া বা আঁচড়াইয়া ভিতর হইতে যাহা বাহির করা হয়। তু° ঘসকোরা—নারিকেল কিংবা কুমড়ার কোরা দ্বারা যে মিষ্টান্ন প্রস্তুত হয়।

**পোল্‌তা**—পটল পাতা ও লতা, শুষ্ক বানান পল্‌তা; পটল লতা দ্রুত উচ্চারণে পল্‌তা হইয়াছে বলিয়া কেহ মনে করেন।

**বেগুণ**—স° বাতিঙ্গন, বাতিগণ>বা° বাইগণ, বেগুন; কিন্তু শব্দটি অস্ট্রীক ভাষা হইতেই সংস্কৃতে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন; কারণ, সেমাঙ (Semang) ভাষার বিভিন্ন শাখায় বেগুণ অর্থে এই সকল শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যেমন 'তিওং' 'তিউং', 'তিং' ইত্যাদি; এই ভাষায় ফল অর্থে 'বাহ', 'বাহো', 'বোহ্' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃত বাতিঙ্গন কিংবা বাতিগণ শব্দ বাহ্ + তিওং হইতে উদ্ভূত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে (P. C. Bagchi, op. cit., p. xxviii).

**যমানী**—যোয়ান, মশলা বিশেষ, ajowan. যবানী নামক একপ্রকার শাকও আছে, এখানে তাহাও বুঝাইতে পারে। যবানী সম্পর্কে ভাবপ্রকাশে উল্লিখিত হইয়াছে,

'যবানীশাকমাগ্নেয়ং রুচ্যং বাতকফপ্রণুৎ।
উষ্ণং কটু চ তিক্তং চ পিত্তলং লঘু শূলকৃৎ॥'

**গিমা**—একপ্রকার তিক্ত শাক (*erythraea roxburghii*), ইহা সংস্কৃতে 'গ্রীষ্মসুন্দরক' বলিয়া উল্লেখ করা হয়।

**বাথুয়া**—স° বাস্তুক>বাত্থুয়>বাথুয়, বাথুয়া, শাক বিশেষ, গ্রাম্য ভাষায় বেথো শাক, *chenopodium album*.

**কেচা কেচা**—দেশী শব্দ, উত্তমরূপে থেৎলানো, খণ্ড খণ্ড করা।

**কুমারের শাক**—কুষ্মাণ্ডী শাক বা কোহড়ী শাক; এই সম্পর্কে ভাবপ্রকাশে উল্লিখিত হইয়াছে,

কুষ্মাণ্ডী তু ভৃশং লঘ্বী কর্কারুরপি কীর্তিতম্।
কর্কারুর্গ্রাহিণী শীতা রক্তপিত্তহরা গুরুঃ॥
পক্বা তিক্তাগ্নিজননী সক্ষারা কফবাতনুৎ।

**কুমরের চাক**—কুমড়োর বৃত্তাকৃতি খণ্ড; পূর্ববঙ্গে 'ড়'র উচ্চারণ নাই বলিয়া কুমড়োর উচ্চারণে 'র'ই ব্যবহৃত হয়; কুমড়োর উচ্চারণ পূর্ববঙ্গে 'কুমর্'; চক্র>চক্ক>চাক, বৃত্তাকৃতি খণ্ড।

**বেতাগ**—স° বেত্রাগ্র>বেত্তাগ্গ>বেতাগ, বেতের ডগা, ইহার সামান্য তিক্ত স্বাদ আছে, সেইজন্য শুক্ত রান্না করিবার ইহা একটি উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

CENTRAL LIBRARY



**থোর**—'থোরো ক্রমপৃথু পরিবর্তুলঃ'—দেশী নামমালা ; প্রাদেশিক উচ্চারণে 'থউর'। এখানে কলার ফুল বা কদলী পুষ্প। ভাবপ্রকাশে ইহাকে পুষ্পশাকের মধ্যে স্থান দিয়া ইহার সম্বন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে—

কদল্যাঃ কুসুমং স্নিগ্ধং মধুরং তুবরং গুরু।
বাতপিত্তহরং শীতং রক্তপিত্তক্ষয়প্রণুৎ॥

**বৈ**—গ্রাম্য চলিত কথায় বোয়া, তু° বটের বোয়া, মূল, এখানে মুখা, কচুর নিম্নভাগ।

**রোহিত**—বাংলা দেশে মৎস্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য, *Labeo rohita* ; Commercial carps অথবা পোনা মাছের অন্তর্গত। ভাবপ্রকাশের মৎস্যবর্গে রোহিত মৎস্যের গুণাগুণ সম্পর্কে উল্লিখিত হইয়াছে,

রক্তোদরো রক্তমুখো রক্তাক্ষো রক্তপক্ষতিঃ।
কৃষ্ণপুচ্ছো ঋষশ্রেষ্ঠো রোহিতঃ কথিতো বুধৈঃ॥
রোহিতঃ সর্বমৎস্যানাং বরো বৃষ্যো'দিতাতিজিৎ।
কষায়ানুরসঃ স্বাদুর্বাতঘ্নো নাতিপিত্তকৃৎ।
ঊর্ধ্বজত্রুগতান্ রোগান্ হন্যাদ্ রোহিতমুত্তমম্॥

**মাগুর**—স° মদ্গুর>মগ্গুর>মাগুর, ইহার সম্পর্কে ভাবপ্রকাশের মৎস্যবর্গে উল্লিখিত হইয়াছে—'মদ্গুরো বাতহৃদ্বল্যো বৃষ্যঃ কফকরোলঘুঃ।' বাংলা দেশের সুপরিচিত জীয়ল মাছ।

**কই**—স° কবয়ী, কবিকা>বা° কই, কৈ (*Anabus testudineus*) ; বাংলার সুপরিচিত জীয়ল মাছ। ভাবপ্রকাশে ইহার গুণাগুণ সম্পর্কে উল্লিখিত হইয়াছে—

কবিকা মধুরা স্নিগ্ধা কফঘ্না রুচিকারিণী।
কিঞ্চিৎ পিত্তকরী বাতনাশিনী বহ্নিবর্ধিনী॥

বাংলা ভাষায় ইহার সম্বন্ধে বহু প্রবাদ প্রচলিত আছে, যেমন—'ঝাঁকের কই ঝাঁকে যায়।' 'কই মাছের প্রাণ।' 'দল ভাঙ্গল যে কই খাবে সে।' 'কেউ মরে বিল সেঁচে কেউ খায় কই।' 'কইয়ের তেলে কই ভাজা।' ইহা হইতে এই মাছের প্রকৃতি সম্পর্কে কতকটা আভাস পাওয়া যাইবে।

**চিতল**—স° চিত্রল>চিত্তল>চিতল, মাছ বিশেষ।

**কোল**—স° ক্রোড়, মাছের কোল বলিতে ইহার পেটের বৃত্তাকারে খণ্ডিত অংশ। চিতল মাছের এই অংশই সর্বাপেক্ষা সুখাদ্য।

**ডুম ডুম**—দেশী শব্দ, খণ্ড খণ্ড, টুকরা টুকরা।

**চৈ, চই**—দেশী শব্দ ; 'পিপুল মূল সদৃশ প্রসিদ্ধ ফল ও তাহার লতা। ইহার পাতা দেখিতে পানের মত। নূতন জামাই আসিলে পূর্বে শ্যালিকারা ঠাট্টা করিয়া ঠকাইবার জন্য পানের পরিবর্তে জামাইকে খাইতে দিত (জ্ঞানেন্দ্রমোহনের 'বাঙ্গলা ভাষার অভিধান')। চাউলের গুঁড়া দিয়া নির্মিত ক্ষুদ্রাকৃতি এক প্রকার পিষ্টকের নাম।

**বাইন**—এক প্রকার দীর্ঘ সর্পাকৃতি সূচীমুখ মৎস্য। ইহাদের গায়ের চামড়া শক্ত, সেইজন্য তাহা খসাইয়া ফেলিয়া দিয়া রান্না করিতে হয়। 'বৈ' কথাটির এখানে প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিতে পারা গেল না।

**গাড়র**—শব্দটিতে পাঠদুষ্টি আছে বলিয়া মনে হয়। গারড় হওয়া সম্ভব, কিন্তু তথাপি এখানে কোন স্পষ্ট অর্থ বুঝিতে পারা যাইতেছে না।

**চাম**—চর্ম>চম্ম>চাম, চামড়া।

**মন্দির**—মধ্যযুগের বাংলায় মন্দির শব্দ শয়নগৃহ অর্থেই ব্যবহৃত হইত, এখানেও সেই অর্থেই ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে। আধুনিক বাংলায় ইহার অর্থ পরিবর্তিত হইয়াছে, ইহা এখন কেবলমাত্র দেউল বা

CENTRAL LIBRARY



temple অর্থেই ব্যবহৃত হয়। বাংলায় অর্থান্তরের (Semantic change of meaning) ইহা একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত।

**শাশুড়ী**—সং শ্বশ্রূ>শশুঅ>শাসু, তু° 'মারিম শাসু ননন্দঘরে শালী।'—বৌদ্ধগান। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'সাসু' এবং 'সাসুড়ী' দুইই পাওয়া যায়; যেমন, 'সাসু নিঘবিল মোরে বুলীল বহু দধিবিকে না জাইহ কালী।' 'গালিহো সাসুড়ী স্থানে না পাইল আন্ধী।' ইহার পর হইতে প্রায় সর্বত্রই শাশুড়ী শব্দ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। তু° 'শাশুড়ী ননদী নাই নাই তোর সতা,'—মুকুন্দরাম। শাশু শব্দের সহিত স্বার্থে বাংলা 'ড়ী' প্রত্যয় যুক্ত হইয়া শাশুড়ী শব্দ গঠিত হইয়াছে।

**কুড়ি**—দুই হস্ত ও দুই পদ, এই চারিটি অঙ্গ আদিম সমাজভুক্ত মানবের নিকট অত্যন্ত প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় বলিয়া গণ্য হইত, সেইজন্য প্রধানতঃ চারি সংখ্যার উপর ভিত্তি করিয়াই আদিম সমাজে গণনার রীতি সর্বপ্রথম প্রবর্তিত হইয়াছিল। অতএব আমাদের দেশেও চারি কড়ায় এক গণ্ডা,—ইহা এদেশের সর্বপ্রাচীন গণনা-পদ্ধতি বলিয়া বিবেচিত হয়। হস্তপদের পরই আঙ্গুল; কারণ, তাহা হস্তপদের সঙ্গে যুক্ত, প্রতি হস্ত ও প্রতি পদে পাঁচটি করিয়া আঙ্গুল, সেইজন্য চারের পরই পাঁচ সংখ্যাটি প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। বহুসংখ্যক বস্তু বুঝাইতে সেইজন্যই চারের সঙ্গে পাঁচগুণ করিয়া লওয়া হইত, অতএব পাঁচ গণ্ডায় এক কুড়ি; এইভাবে কুড়ি সংখ্যা পর্যন্ত হইত, তাহারও অধিক কিছু গণনা করিতে হইলে কুড়ি উল্লেখ করিয়া তাহার সংখ্যা বুঝাইতে হইত; যেমন চার কুড়ি, পাঁচ কুড়ি, ছয় কুড়ি ইত্যাদি। বাংলা দেশের পল্লী অঞ্চলে অশিক্ষিত জনসাধারণ এইভাবেই সংখ্যা গণনা করিয়া থাকে। ভারতীয় বহু আদিম জাতির সংস্কৃতিতে কুড়ির অধিক সংখ্যা পাওয়া যায় না। অতএব আদিম সমাজের সংখ্যাতত্ত্ববিচারে কুড়ি একটি অতিপ্রধান সংখ্যা।

কিন্তু বাংলায় কুড়ি শব্দটি কোথা হইতে আসিল? কুড়ি সংখ্যা বুঝাইতে সংস্কৃতে যে শব্দটি ব্যবহৃত হয়, তাহা বিংশ। বিংশ হইতে কুড়ি শব্দের উৎপত্তি হইতে পারে না। কিংবা সংস্কৃত 'কোটি' শব্দ হইতেও কুড়ি শব্দের উদ্ভব হওয়া সম্ভব নহে। অতএব ইহা কোন স্বতন্ত্র সংস্কৃতির ধারা হইতে আসিয়াছে। অস্ট্রীক ভাষার শাখা মুণ্ডা ভাষায় কুড়ি শব্দ পাওয়া যায়, যেমন, মালে (Mahle) 'কুরী', বিরহোড় (Birhor) 'কুরী,' জুয়াঙ্ (Juang) 'কোড়ি'। সেইজন্য অনুমিত হইয়াছে, বাংলায় কুড়ি অস্ট্রীক ভাষা হইতে আসিয়াছে। (এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য Jean Przyluski লিখিত P. C. Bagchi কর্তৃক ইংরেজিতে অনূদিত *Non-Aryan Loans in Indo-Aryan* নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য, প্রবন্ধটি P. C. Bagchi সঙ্কলিত *Pre-Aryan and Pre-Dravidian in India*, Calcutta, 1929, গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে। pp. 26-32.)

**দক্ষিণে লইয়া যায়**—যমপুরীতে লইয়া যায়; দক্ষিণ দিকের অধিপতি যম, এইরূপ পৌরাণিক প্রসিদ্ধি আছে।

**বাউ**—বাহুর অলঙ্কার, বাউ শব্দ অর্থে বাহুর শঙ্খনির্মিত অলঙ্কার, পূর্বে বাহুতেও শঙ্খনির্মিত অলঙ্কার পরিধান করা হইত বলিয়া মনে হয়। এখানকার বর্ণনায় বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, হাতে সোনার চুড়ি ও বাহুতে শঙ্খের অলঙ্কার সেকালে ধারণ করা হইত।

**বেহান**—সং বিভান>বিহান, বেহান, সকাল; প্রভাতের স্বপ্ন সত্য হয় বলিয়া বিশ্বাস।

**জাল**—সং জাত>জাঅ>জা+ল স্বার্থে, পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক ভাষায় শব্দটি অদ্যাপি ব্যবহৃত হয়। ভাসুর ও দেবরের স্ত্রী।

**ঝাল**—সং জ্বালা, জ্বাল>ঝাল—শ্বাসযুক্ত অর্থাৎ aspiration-এর ফলে বিষের ঝাল অর্থ বিষের জ্বালা।

**প্রাচীন লোকের মুখে ইত্যাদি**—এই পদ দুইটির অর্থ এই—প্রাচীন লোকগণ বলিয়া থাকেন যে, সর্পাঘাতে কাহারও মৃত্যু হইলে তাহার দেহ অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হয় না। মনে হয়, বিষের প্রতাপে অগ্নি সেই দেহ দগ্ধ করিতে পারে না বলিয়া বিশ্বাস করা হইত। প্রত্যেক আদিম সমাজেই ব্যাঘ্র ও সর্প কর্তৃক

CENTRAL LIBRARY



নিহত ব্যক্তির সাধারণভাবে সৎকার করা হয় না, কোন না কোন একটি বৈশিষ্ট্য অবশ্যই পালন করা হয়। বাংলা দেশেও সম্ভবতঃ এই প্রকারই কোন প্রথা প্রচলিত ছিল। ইংরেজিতে ইহাকে Disposal by exposure বলে। বলা বাহুল্য, হিন্দু শাস্ত্রীয় আচারে অনুরূপ কোন ব্যবস্থা অনুমোদিত ছিল না বলিয়াই সম্ভবতঃ কালক্রমে তাহা লুপ্ত হইয়াছে।

**গারুড়িয়া**—মুদ্রাকর প্রমাদ, শুদ্ধ পাঠ গারড়িয়া, গরুড় বা সর্পের শত্রুর বিদ্যা যাহার আয়ত্ত আছে; প্রচলিত কথায় ওঝা।

**ভেরুয়া**—দেশী শব্দ, ভেলা; আধুনিক পূর্ববঙ্গের কথ্য ভাষায় ভুরা; চারি পাঁচটি কলাগাছ পাশাপাশি রাখিয়া তাহাদের ভিতর দিয়া বাঁশের খিল পরাইয়া দিয়া ইহা তৈরী করা হয়।

**সোসর**—সং সমসর, সঙ্গে সঙ্গে যাহা সরিয়া (√সৃ) যাইতেছে (?)। অথবা পরে দ্রষ্টব্য।

---

# বিপ্রদাস

**গন্ধেশ্বরী**—গন্ধবণিক্ জাতির উপাস্যা কুলদেবতা বলিয়া ইঁহার নাম গন্ধেশ্বরী। বৈশাখী পূর্ণিমাতে তাঁহার পূজা হয়, সাধারণতঃ বণিক্ জাতিই এই পূজার অধিকারী; তৌলদণ্ড, তৌল করিবার পাথর, কড়ি, স্বর্ণ- ও রৌপ্যখণ্ড ইত্যাদি দেবতার সম্মুখে স্থাপন করিয়া তাঁহার পূজা করা হয়। দেবী গন্ধেশ্বরী সিংহবাহিনী, চতুর্ভুজা বলিয়া কল্পিতা হন। বৈশাখী পূর্ণিমায় বার্ষিক পূজা ব্যতীতও বাণিজ্যযাত্রার সময় বণিক্‌গণ মহাসমারোহে তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন।

**বুহিত্র**—সং বহিত্র>বহিত্ত, *বুহিত্ত>বুহিত; নৌকা। তুং যে বুহিত লইয়া বাণিজ্য করে সে বুহিতাল, (বহিত্র+ফাং 'আল')।

**মেলিয়া**—মিলিত করিয়া, একত্র করিয়া।

**সর্বজয়া**—প্রথম ডিঙ্গার নাম 'মধুকর' বলিয়া অন্যত্র উল্লেখ করা হইয়াছে। বিপ্রদাসের মতে চাঁদ সদাগরের ডিঙ্গার সংখ্যা সাত। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, পূর্ববঙ্গের কিংবদন্তী অনুসারে চাঁদ সদাগরের ডিঙ্গার সংখ্যা চৌদ্দ। পশ্চিমবঙ্গে চাঁদসদাগরের সাত ডিঙ্গার পরিকল্পনা মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গলে'র নায়ক ধনপতি সদাগরের সাত ডিঙ্গা পরিকল্পনার অনুকরণজাত বলিয়া মনে হয়। অতএব এই অংশ মুকুন্দরামের পরবর্তী রচনা বলিয়া সন্দেহ হইতে পারে।

**মেলানী ডিঙ্গা**—মেলানি মিলন, অর্থ-সম্প্রসারণে বিদায়, এখানে 'মেলানী ডিঙ্গা' অর্থে বিদায়ী (?) ডিঙ্গা বুঝাইতে পারে, অন্যথায় ইহাতে পাঠদুষ্টি আছে বলিয়া মনে হয়।

**গজকুল**—পাঠটি সন্দেহজনক, 'গঙ্গাজল'ও পাঠ হইতে পারে। ডিঙ্গির নাম হিসাবে 'গজকুল' কথার তাৎপর্য বুঝিতে পারা যায় না।

**ষষ্ঠম**—প্রকৃত শব্দ 'ষষ্ঠ'; পঞ্চম ও সপ্তমের সঙ্গে অলীক সামঞ্জস্য (false analogy) হেতু মধ্যযুগের বাংলায় সর্বত্র 'ষষ্ঠম' রূপে ব্যবহৃত। তুং 'ষষ্ঠমে সেবক ছিল হরিশ্চন্দ্র রাজা।'—ঘনরাম।

CENTRAL LIBRARY



**বরিষ**—বর্ষ, স্বরভক্তি, (anaptyxis) নিয়মে বরষ, বিষমীকরণের (dissimilation) নিয়মে অর্থাৎ ধ্বনি-বৈচিত্র্য সৃষ্টি বা উচ্চারণজাত একঘেয়েমি (sound monotony) দূর করিবার জন্য স্বাভাবিক নিয়মে 'বরিষ'। শব্দটি বৈষ্ণব পদাবলীতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে।

**নাই লেখাজোখা**—লেখা লিখিত, জোখা পরিমাপিত। যাহা লেখা কিংবা পরিমাপ করা যায় না; প্রাচীন বাংলার একটি বিশিষ্ট শব্দশৈলী (idiom); কোন কোন অঞ্চলের আধুনিক কথ্য ভাষায়ও ব্যবহৃত হয়। তু° 'কত যে দেখিল শঙ্খ লিখাযোখা নাই'—বিজয় গুপ্ত।

**ছইঘর**—ছই, নৌকার উপরকার ছাউনী, দেশী শব্দ। কিংবা স° √ছদ্ আচ্ছাদনে হইতে জাত।

**রাজঘাট**—এই রাজঘাট কোথায় জানিতে পারা যায় না। স্থানীয় কোন গঙ্গার ঘাট হইবে।

**রামেশ্বর**—এই রামেশ্বর কোথায় ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে না।

**এড়ায়**—প্রা° এড়িএউ, ত্যাগ কর; ত্যাগ করা, পরিহার করা।

**ধর্মখান**—শুদ্ধ পাঠ 'ধর্মখাল' হওয়া অসম্ভব নহে—যে খালে কিংবা খালের তীরবর্তী কোন মন্দিরে ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে কোন খ্যাতি আছে। কেহ কেহ খন্, খননে হইতে খান শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া মনে করেন। তু° আইড়ল খা নদী পূর্ববঙ্গে প্রবাহিত। এই 'খানে'র সঙ্গে √খন্ ধাতুর কোন সম্পর্ক আছে কিনা, নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারা যায় না। কেহ কেহ মনে করেন, 'কোগ্রাম হইতে দুই চারি মাইল উত্তরপূর্বে 'ধরমখান' নামে যে একটি নাতিবৃহৎ পুষ্করিণী আছে, হয়ত ইহাই ধর্মখান নদীর স্মৃতি বহন করিতেছে।' কিন্তু পুষ্করিণীর পক্ষে নদীর স্মৃতি বহন করা অসম্ভব।

**শিবা নদী**—'বরগ্রামের কিছু দক্ষিণে এখনও শিবা নদী আছে, কিন্তু গঙ্গা দূরে পড়ায় তাহার প্রভাব খর্ব হইয়াছে ও তিনি এক্ষণে শিয়ালনালায় পরিণত হইয়াছেন' (সা-প-প- ৪, ২৯৬)।

**সাড়াই**—কোন নদীর নাম বলিয়া মনে হইতেছে, কিন্তু তাহার কোনও পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না, কোনপ্রকার পাঠদুষ্টি থাকা সম্ভব।

**ইন্দ্রঘাট, ইন্দ্রচরণ**—ইন্দ্রাণী নদী তীরবর্তী ইন্দ্রেশ্বর দেবতার মন্দিরনিম্নস্থ ঘাট। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী'তেও এই ইন্দ্রেশ্বর দেবতার উল্লেখ আছে, যথা—'বাহিয়া অজয় নদী পাইল ইন্দ্রাণী। ইন্দ্রপুরে পূজা দিল লয়ে পুষ্পপানী॥'

**নদীয়া**—বিপ্রদাসের কাব্যে অন্যান্য কোন কোন বিষয়ে চৈতন্যের প্রভাব স্পষ্ট হইলেও (নিম্নে দ্রষ্টব্য) এখানে নদীয়া বিষয়ে চৈতন্যদেব সম্পর্কে কোন উল্লেখ দেখা যাইতেছে না। বিপ্রদাসের রচনাকে যাঁহারা চৈতন্যের পূর্ববর্তী বলিয়া নিঃসন্দিগ্ধরূপে গ্রহণ করিতে চাহেন, তাঁহারা নদীয়া সম্পর্কে চৈতন্যের এই অনুল্লেখকে এই বিষয়ে তাঁহাদের একটি যুক্তি হিসাবে গ্রহণ করিতে চাহেন। কিন্তু যে নদীয়ার উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গেই 'নিমাই-তীর্থ' ও শ্রীপাট 'খড়দহ'র উল্লেখ (নিম্নে দ্রষ্টব্য) আছে, তাহা যে চৈতন্য-পূর্ববর্তী নদীয়া তাহা নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায় না।

**বাহো বাহো ইত্যাদি**—তু° 'বাহ বাহ বলা মন পড়ে গেল সাড়া।'—মুকুন্দরাম।

**আবুয়া**—মুকুন্দরাম উল্লিখিত 'আম্বুয়া'; তু° 'ডাহিনে রহিল পুরী আম্বুয়া মুলুক।'

**ফুলিয়া**—কৃত্তিবাসের জন্মভূমি নদীয়া জিলার অন্তর্গত ফুলিয়া গ্রাম। এখানে হরিদাসেরও শ্রীপাট ছিল। ফুলিয়া সম্পর্কে হরিদাস ও কৃত্তিবাসের অনুল্লেখও লক্ষণীয়। বলা বাহুল্য, প্রামাণিক চৈতন্য-সাহিত্যেও ফুলিয়া সম্পর্কে কৃত্তিবাসের কোন উল্লেখ নাই। কৃত্তিবাসের কালনিরূপণ সম্পর্কে এই তথ্যটি বিশেষ স্মরণীয়। এখানে উল্লেখ করিতে পারা যায় যে, মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গলে'ও ফুলিয়া সম্পর্কে কৃত্তিবাসের উল্লেখ নাই।

CENTRAL LIBRARY



**গোয়ায়**—গময়তি>গব্‌য়দি>গোঁয়ই, গোয়ায়, গোয়ায় যাপন করে।

**গুপ্তিপাড়া**—গঙ্গাতীরবর্তী প্রসিদ্ধ গ্রাম, তু° 'শান্তিপুরের নথনাড়া গুপ্তিপাড়ার চোপা।'—প্রবচন। 'বামভাগে শান্তিপুর ডাহিনে গুপ্তিপাড়া'—মুকুন্দরাম।

**মির্জাপুর**—বর্ধমান জিলায় ব্যাণ্ডেল-কাটোয়া রেলপথের পার্শ্ববর্তী গ্রাম। আ° আমীর + ফা° জাদা—মীর্জা, মির্জা + পুর। তু° 'মুজাপুরের ঘাটে ডিঙ্গা বাঁধিল চাপাল।'—মুকুন্দরাম।

**চাদ**—চাঁদ, পুথিতে চাঁদ শব্দে অনুস্বারের অভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

**বুলে**— √ব্রূ>প্রা° বোল্ল>বোল, বুল, বুলে, বলে।

**সপ্তগ্রাম**—ফুলিয়া ও নদীয়ার কোন বৈশিষ্ট্য বর্ণনা না করিয়া সপ্তগ্রামের বিস্তৃত বর্ণনা উল্লেখ করার জন্যও কেহ কেহ পুথিটিকে প্রাচীন বলিয়া গ্রহণ করিবার পক্ষপাতী। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সপ্তগ্রামের অনুরূপ বর্ণনা কৃষ্ণরাম রচিত 'ষষ্ঠীমঙ্গলে'ও পাওয়া যায়; কৃষ্ণরামের 'ষষ্ঠীমঙ্গল' রচনার সময় ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দ। এতদ্ব্যতীত মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গলে'ও ১৬শ শতাব্দীর শেষ পাদে সপ্তগ্রাম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে। পশ্চিমবঙ্গের কবিদিগের যে-কোন বাণিজ্যযাত্রার বর্ণনায় সপ্তগ্রামের উল্লেখ কালক্রমে একটি গতানুগতিক (conventional) ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

**সপ্ত ঋষিস্থান**—মনুর পুত্র প্রিয়ব্রতর সাত পুত্র ছিল—অগ্নিধ্র, মেধাতিথি, বপুষ্মান্, জ্যোতিষ্মান্, দ্যুতিমান্, সবন ও ভব্য। ইহারা গৃহধর্ম গ্রহণ না করিয়া গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর ত্রিবেণী সঙ্গমতীর্থে তপস্যায় রত হন। এই সপ্ত ঋষির তপস্যা-স্থানের নামই সপ্তগ্রাম। পূর্বে ভাগীরথী সপ্তগ্রামের নিম্ন দিয়া প্রবাহিত হইত, বর্তমানে বহুদূর সরিয়া গিয়াছে। বর্তমানে প্রাচীন সপ্তগ্রাম নিবিড় অরণ্যে সমাকীর্ণ।

**ত্রিবেণী**—তিনটি নদীর মিলনস্থল। বর্তমানে হুগলি জেলায় মগরা ষ্টেশনের নিকটবর্তী গঙ্গাতীরস্থ স্থান। পূর্বে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী এখান হইতে ত্রিধারায় বিভক্ত হইয়া সমুদ্রে পতিত হইত বলিয়া মুক্ত ত্রিবেণী নামে খ্যাত।

অপভ্রংশ 'বিনু' (দুই)>বেণী; প্রাচীন বাংলায় বেণী; তু° 'মন-পবন বেণী'—বৌদ্ধগান, ১৬।৫—'আলি কালি বেণী'—ঐ, ১৭।৫; দ্বি-অর্থ বাচক 'বেণী' শব্দের সঙ্গে পুনরায় ত্রি (তিন) শব্দযুক্ত করিয়া 'ত্রিবেণী'; কিন্তু 'বেণী' শব্দ দ্বারা যদি 'দুই' না বুঝাইয়া কেবলমাত্র মিলন বুঝাইয়া থাকে তাহা হইলে তিন ভিন্ন নদীর মিলন অর্থে ত্রিবেণী শব্দের গঠন সঙ্গত হয়। কিন্তু উদ্ধৃত প্রাচীন বাংলা পদগুলির সংস্কৃত টীকায় 'বেণী' অর্থে 'দ্বৌ' বা 'দ্বি' কথার সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে।

**ছত্তিশ**—স° ছত্রিশ, এখানে বহু বা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত; তু° ছত্রিশ ব্যঞ্জন, ছত্রিশ রাগিণী; ইহা হইতে কথাটি আসিয়া থাকিবে।

**সোসর**—স° সদৃশ>*সইসর>সোসর—সম, তুল্য। তু° 'সেই সর্বশ্রেষ্ঠ তার নাহিক সোসর।'—বৃন্দাবনদাস। পূর্বে দ্রষ্টব্য।

**নিমিক বিলয়**—এখানে পাঠত্রুটি আছে বলিয়া মনে হয়। 'নিমেষ' বা 'নিমিষ' হওয়া উচিত। অবশ্য ব্রজবুলিতে 'নিমিখ' শব্দের প্রয়োগ আছে।

**বারা**—শুদ্ধ পাঠ 'বাড়া'। পুথিতে চন্দ্রবিন্দুর আপেক্ষিক অভাব ও 'ড়'-র স্থানে 'র'-র ব্যবহার বিশেষ তাৎপর্যমূলক; অর্থ অধিক, স° বৃদ্ধ>বড্ঢ>বাঢ়, বাড়, বাড়া। তু° 'হাত নাড়া দিয়া বাড়া কথা নাহি কই।'—রামেশ্বর।

**গজমুক্তা**—কেহ এখানে 'রাজমুক্তা' পাঠ করিয়াছেন, কিন্তু পুথিতে 'গজমুক্তা' পাঠ সুস্পষ্ট।—গজমোতি।

**ঝারা**—স° ধারা, তু° বসুধারা, ঝালর; কিংবা ঢাকনা।

CENTRAL LIBRARY



**অবিশাল**—সুবিশাল; 'অ' উপসর্গ এখানে নিষেধাত্মক (negative) নহে, বরং তাহার বিপরীতার্থক ও জোর দিয়া বলিবার উদ্দেশ্যে (emphatic) ব্যবহৃত। তু° মধ্যযুগের বাংলায় ব্যবহৃত 'অকুমারী'—সুশ্রী কুমারী।

**সভে**—সর্ব>সব্ব>সভ, দ্বিত্ব লুপ্ত হওয়ার জন্য পূর্ববর্তী স্বর দীর্ঘোচ্চারিত না হওয়ায় অবশিষ্ট অল্পপ্রাণ বর্ণ মহাপ্রাণ হইয়াছে; আধুনিক বাংলায় আদিবর্ণ ধ্বনিত হওয়ার জন্য পুনরায় অল্পপ্রাণে পরিণত হইয়াছে—সব, সবে, সকলে।

**মুতি**—মতি, স্বরসমন্বয়ের নিয়মে 'ই' উচ্চারণের পূর্ববর্তী 'অ' অনেক সময় 'উ'-তে পরিণত হইয়া থাকে; যেমন, 'তোরা' কিন্তু 'তুরি'; কিংবা এখানে মুতির সঙ্গে মিল রক্ষা করিবার জন্যও 'মুতি' ব্যবহৃত হইতে পারে। শব্দটি 'মুক্তি' শব্দেরও পাঠভ্রষ্ট হইতে পারে।

**মোকাদ্দীম**—আ° মুখাদিম্—ভৃত্যবর্গ।

**ফয়তা**—আ° ফাতিহা—মৃত আত্মার কল্যাণ-কামনায় ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা।

**মেলিল**—√মেল্, বিদায়; যাত্রা করিল; তু° মেলনি—বিদায় লওয়া।

**কুমারহাট**—আধুনিক নাম, ২৪পরগণা জিলায়; মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গলে' ইহার উল্লেখ নাই, হালিসহরের উল্লেখ আছে।

**হুগ্‌লী**—প্রাচীন নাম, দেশী শব্দ; মনে হয় হোগ্‌লার (ছাউনীরূপে ব্যবহৃত একপ্রকার দীর্ঘ তৃণ) সঙ্গে সম্পর্ক আছে। মুকুন্দরামে এইস্থানের উল্লেখ নাই; পোর্তুগীজগণ ইহাকে ugulim বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

**ভাটপাড়া**—২৪-পরগণা জিলায়, মুকুন্দরামে ইহার উল্লেখ নাই। কুমারহট্ট হইতে আরম্ভ করিয়া বাকইপুর পর্যন্ত এখানে গঙ্গাতীরবর্তী যে সকল স্থানের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা নিতান্তই আধুনিক। কেহ বিপ্রদাসের মনসা-মঙ্গল কাব্যের এই অংশটুকু মাত্র প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু বিপ্রদাসের মনসা-মঙ্গলের কেবলমাত্র এই অংশই প্রক্ষিপ্ত ও অন্যান্য অংশ প্রাচীন, কোন প্রাচীনতর পুথির অভাবে এ-কথা নিঃসন্দিগ্ধভাবে বলিতে পারা যায় না।

**নিমাইতীর্থ**—কেহ বলেন আধুনিক বৈদ্যবাটি। কেহ বলেন, 'বৈদ্যবাটির নিকট'। চৈতন্যদেবের সঙ্গে সম্পর্কিত গঙ্গাতীরবর্তী তীর্থ; মুকুন্দরামে ইহার এই প্রকার উল্লেখ আছে, 'উপনীত হৈল গিয়া নিমাইতীর্থ ঘাটে। নিমের বৃক্ষেতে যথা গুড় ফুল ফুটে॥' কেহ বিপ্রদাসের রচনার প্রাচীনত্ব নির্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন, ইহার সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের কোন সংস্রব নাই। তাহা সত্য নহে; কারণ, জনশ্রুতি এই যে, চৈতন্যদেব এখানে পদার্পণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই পদার্পণে ইহা তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছে—স্থানের নামটিতেও তাঁহারই স্মৃতি বহন করিতেছে।

**খড়দহ শ্রীপাট**—২৪-পরগণা জিলায়, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত তীর্থস্থান। এখানে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর শ্রীপাট আছে, প্রতি বৎসর তাঁহার জন্মতিথিতে উৎসব হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের শ্রীপাট মাত্রই চৈতন্য-পরবর্তী কালে প্রতিষ্ঠিত; অতএব বিপ্রদাসের পক্ষে ইহার উল্লেখ করা অসম্ভব।

**কলিকাতা**—প্রাচীন বাংলা পুথিতে কলিকাতার উল্লেখ এই সর্বপ্রথম। ইহা সর্ববাদিসম্মত অভিমত যে, জব চার্ণকের পূর্বে কলিকাতার কোন পরিচয় ছিল না। জব চার্ণক ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম কলিকাতার প্রতিষ্ঠা করেন। অতএব কলিকাতার এই উল্লেখ যে এই সময়ের পরবর্তী তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 'আইন-ই-আকবরি'তে সরকার সাতগাঁওয়ের অন্তর্গত মহাল কলকাতার উল্লেখ আছে; ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে আরও দুইটি মৌজার সঙ্গে এই কলকাতা মহাল হইতে মোট ২৩,৯০৫৲ টাকার রাজস্ব আদায় হইয়াছিল।

CENTRAL LIBRARY



**বেতড়**—হাওড়া জিলার শিবপুরের নিকটবর্তী। এখানে বেতাইচণ্ডীর মন্দির আছে। মুকুন্দরামে ইহার এই প্রকার উল্লেখ আছে, 'বেতড় ছাড়িয়া প্রভু পাইল বাগন।'

**সারি**—নৌকা বাইচ খেলিবার সময় সমবেতকণ্ঠে যে লোকসঙ্গীত গীত হয়, তাহা সারিগান; বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গে প্রচলিত। তু° 'চৌদ্দ ডিঙ্গা বাইয়া যায়, গাইক সবে সারির গায়।'—বংশীদাস

**কালীঘাট**—একান্ন পীঠের অন্তর্গত; দেবী কালিকা, ভৈরব নকুলেশ্বর, বর্তমানে কলিকাতার অন্তর্গত। মুকুন্দরামে ইহার এই প্রকার উল্লেখ আছে, 'লক্ষপতি সদাগর পাইল কালীঘাট। দুই কূলে জপ তপ যাত্রিকের ঠাট॥' ইহা হইতে মনে হয়, খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগের পূর্বেই কালীঘাট তীর্থ হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। অতএব যাঁহারা মনে করেন, কালীঘাটের প্রসিদ্ধি জব চার্নকের কলিকাতা প্রতিষ্ঠার পরবর্তী (*JRASB*, Vol. XIV, 1948, p. 35) তাঁহাদের কথা স্বীকার করা যায় না। নাথগুরু চৌরঙ্গীনাথ এই কালিকা প্রতিষ্ঠা করেন বলিয়া জনশ্রুতি প্রচলিত আছে।

**কালিন্দী**—কালী + নদী, কালী + নৃদী, যমুনা; কিন্তু এখানে যমুনা কোথায়? এ দেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাহিত্য-প্রচারের পর হইতে দেবদেবীর সহিত সংশ্লিষ্ট যে-কোন নদীকেই গঙ্গা কিংবা যমুনা বলিয়া কল্পনা করা হইত।

**হনুমান**—মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যের উপর রামায়ণের প্রভাববশতঃ প্রায় সর্বত্রই হনুমানের চরিত্র আসিয়া প্রবেশলাভ করিয়াছে। পরাগলী মহাভারতের অনুবাদেও হনুমান চরিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। বলা বাহুল্য, এই প্রভাব কৃত্তিবাসের পরবর্তী।

**দুহা**—শুদ্ধ পাঠ 'দোঁহা'; অপভ্রংশ *দোণহ > দোঁহ, দোঁহা, দুইই (কৃ° কী°), দুহান, অসমীয়া 'দুহানো'। আধুনিক বাংলা 'দুই'।

**কালীদহ**—কালীয় হ্রদ > কালী (+ দহ), বর্ণবিপর্যয়ে কালীদহ; শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণোক্ত বৃন্দাবনের কালীয় নামক হ্রদ। বাংলা দেশে বৈষ্ণবসাহিত্য প্রচারিত হইবার পর, মঙ্গলকাব্যের নায়কদিগের সমুদ্রবক্ষস্থ ভাগ্য-বিপর্যয়ের স্থান।

**মণ্ডার(?)**—পাঠটি এখানে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে না।

**পাষাণে জাগান ইত্যাদি**—পাথর সংগ্রহ করেন (?); এখানেও সামান্য পাঠদুষ্টি আছে বলিয়া মনে হয়।

**কুহুক কুলিশ**—কোন সর্পের নাম, কিংবা পাঠদুষ্টি থাকাও সম্ভব।

**ঝাটি**—সং° ঝটিতি > ঝটিই > ঝাটি, ঝাট্, ঝাটে—শীঘ্র।

**এথা**—বৈ° ইথা > এথা > এথা, আধুনিক বাংলা 'হেথা'; কোন কোন অঞ্চলের কথ্য ভাষার রূপ।

**দেউল**—দেবকুল > দেব্উল > দেউল, দেল; অর্থ মন্দির। তু° দেলপূজা—শিবের গাজন বা নীলপূজা; 'দেউল দেহারা ভাঙে, কাইড়্যা কিইর্যা খায় বঙে'—রাবাই পণ্ডিত।

**পাটন**—বাণিজ্যকেন্দ্র; সমুদ্রতীরস্থ বন্দর।

**দৃষ্টে**—বোধ হয় 'অদৃষ্টে' পাঠ, কিন্তু ইহাতে ছন্দোদোষ ঘটে।

**কানী**—চণ্ডীর সঙ্গে বিবাদের ফলে মনসার একটি চক্ষু নষ্ট হইয়াছিল বলিয়া জনশ্রুতি আছে, সেইজন্য তুচ্ছার্থে চাঁদ সদাগর মনসাকে সর্বদা কানী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তু° 'যে হাতে পুজেছি আমি দেব শূলপাণি। সে হাতে পুজিব পুনি চেঙ্মুড়ি কানী॥'—বিজয় গুপ্ত।

**হেতালের বাড়ি**—হিন্তালের যষ্টি।

CENTRAL LIBRARY



**বাতালি**—নৌকার ধার (edge) বা কিনার, দেশী শব্দ।

**হেতালের বাড়ি**—এখানে বাড়ি শব্দের অর্থ ঘা বা আঘাত; পূর্ব-বাংলার কথ্যভাষার রূপ।

**দেহারা**—দেবগৃহ > *দেব্‌হর্‌ম্য > দেহর, দেহারা, মন্দির। তু° 'দেউল দেহারা ভাঙে'—রামাই।

**গাঙ্গ**—গঙ্গা, গাঙ্গ, গাঙ্—অনার্য শব্দ, কালক্রমে ভারতীয় আর্য ভাষায় গৃহীত; নদী। পূর্বে দ্রষ্টব্য।

**ছত্রভোগ**—২৪-পরগণা জিলায়, কলিকাতার দক্ষিণে। তু° 'অম্বুলিঙ্গ দিয়া ডিঙ্গা গেল ছত্রভোগ' —মুকুন্দরাম।

'এই মত প্রভু জাহ্নবীর কূলে কূলে।
আইলেন ছত্রভোগ মহাকুতূহলে॥
জলময় শিবলিঙ্গ আছে যেইখানে।
অম্বুলিঙ্গ ঘাট বলি বলে সর্বজনে॥' —বৃন্দাবনদাস

'নীলাদ্রি চলিলা প্রভু ছত্রভোগ পথে।' —কৃষ্ণদাস

**বদরিকা কুণ্ডে ইত্যাদি**—বদরিকা কুণ্ড হইতে নৌকায় জল লইল—ইহার অর্থ লবণ-জলে প্রবেশ করিবার পূর্বে ছত্রভোগের বদরিকা কুণ্ড নামক কোন জলাশয় হইতে সমুদ্রযাত্রার জন্য পানীয় জল সংগ্রহ করিয়া লইল। তু° 'নায়ে তুলে সদাগর নিল মিঠা পানী।'—মুকুন্দরাম।

**হাথিয় গড়**—মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গলে' 'হাথিয়াদহ' বলিয়া উল্লিখিত আছে (পরে দ্রষ্টব্য)।

**দড়বড়**—দ্রুত, দেশী শব্দ; দ্রুত > দড় (?)।

**চৌমুখী**—চতুর্মুখী; সম্ভবতঃ যেখানে নদী চারিটি ধারায় বিভক্ত হইয়া সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে।

**দরিয়া**—ফা° দরইয়া, দরিয়া,—সমুদ্র; বড় নদী অর্থেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তু° 'দিনে দিনে দ্বিগুণ দরিয়া ভাঙে আড়া।'—ঘনরাম।

**অন্তরীক্ষে ইত্যাদি**—এই পদ দুইটি এখানে অসংলগ্ন বলিয়া বোধ হয়, ইহাদের কোন অর্থও বুঝিতে পারা যায় না।

**কিরাত**—কোন অনার্য জাতি। কেহ কেহ কিরাত শব্দ দ্বারা ভারতীয় মঙ্গোলয়েড্ (Indo-Mongoloid) জাতিকে বুঝাইতে চাহেন। ইহা প্রধানতঃ হিমালয় প্রদেশের অধিবাসী বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু এখানে কিরাত সেই অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই, বঙ্গোপসাগরের মধ্যস্থ [আন্দামান (?)] কোন দ্বীপের অধিবাসীকে এখানে বুঝাইতেছে, তাহারা নিগ্রোবটু জাতির অন্তর্গত। সমুদ্রযাত্রাপ্রসঙ্গে এই প্রকার অনার্য জাতির ও তাহার আর্যাচারবহির্ভূত সমাজ-জীবনের বর্ণনা করিবার রীতি মধ্যযুগের প্রত্যেক সমুদ্রবর্ণনাতেই দেখিতে পাওয়া যায়। নিতান্ত গতানুগতিকতার উপর নির্ভর করিয়া ইহা রচিত হইত বলিয়া, ইহাদের বাস্তবতার দাবী নির্ভরযোগ্য নহে।

**জীবন্ত মানুষ ধরি ইত্যাদি**—নরমাংস-খাদক, Cannibal.

**অশ্বমুখ**—প্রায় অশ্বের অনুরূপ মুখবিশিষ্ট (projected jaw ?) মানবজাতি-অধ্যুষিত দেশ।

**গজমুখ**—প্রায় হস্তীর অনুরূপ মুখবিশিষ্ট (?) মানবজাতি-অধ্যুষিত দেশ।

**বিপরীত কাঁকড়া**—সুবৃহৎ সামুদ্রিক কাঁকড়া। তু° 'আমার দেশের কাঁকড়া রাঢ় চোয়াড়ে খায়। এদেশের কাঁকড়া ভাই রাঢ় চোয়াড়ে খায়॥'—মুকুন্দরাম।

CENTRAL LIBRARY



**হাদিয়াদহ**—মুকুন্দরামে 'হাথিয়া দহ'। তু° 'হাথিয়া দহতে ডিঙ্গা দিল চাপাইয়া।' মুকুন্দরামে হাথিয়া দহের এই বর্ণনা আছে—

'হাথিয়া দহের কিছু শুনিবেশকাহিনী।
যাহার নাম্বতে আছে যোজনেক পানী॥
তাহার উপর পথ সরু মানুষ বুলে।
দহেতে ঠেকিয়া তবে নৌকা নাহি চলে॥
খরশান কাতিখান নৌকায় বান্ধিয়া।
বুদ্ধিবলে যায় সাধু হাথিয়া দহ দিয়া॥'

**জোকাদহ**—জলৌক>জউক>জোঁক, জোকা (+দহ<*দহর<হ্রদ)। এখানে সমুদ্রের যে অঞ্চলে জোঁক [অষ্টবাহু (?)] থাকে।

**সর্পদহ**—এখানে সমুদ্রের যে অঞ্চলে সর্প থাকে। তু° 'সর্পদহ সদাগর করি তেয়াগন।'—মুকুন্দরাম।

**কড়িয়াদহ**—কপর্দিকা>কবড্ডিআ>কৌড়িআ, কৌড়িয়া, কৌড়ি, কোড়ি, কড়ি; সমুদ্রের যে অঞ্চলে কড়ি পাওয়া যায়। তু° 'কড়িয়াদহতে ডিঙ্গা দিল চাপাইয়া'—মুকুন্দরাম।

**শঙ্খদহ**—সমুদ্রের যে অঞ্চলে শঙ্খ পাওয়া যায়। তু° 'শঙ্খদহে তবে ডিঙ্গা দিল বরশন'—মুকুন্দরাম।

**বন্ধী**—বন্দী। তু° 'পায়ে নোজা দিয়া তারা কড়ি বন্দী কৈল।'—মুকুন্দরাম।

**মনসাদহ**—যে দহের অধিষ্ঠাত্রী মনসাদেবী।

**এক ঠেঙ্গিয়ার দেশ**—একপদবিশিষ্ট লোক কর্তৃক অধ্যুষিত দেশ; 'গোপীচন্দ্রের গানে'ও এক ঠেঙ্গিয়ার দেশের উল্লেখ আছে। তাহাতে ইহার এই বর্ণনাটুকু পাওয়া যায়—

'এক ঠেঙ্গিয়ার দ্যাশের কথা কহন না যায়।
এক ঠ্যাংএ রান্ধে বাড়ে এক ঠ্যাংএ খায়॥
তাজি বা তুরুকি ঘোড়া লাগ্যা নাহি পায়॥'

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, ১ম খণ্ড, ১৯২২, পৃষ্ঠা ২৬৫)

ঠেঙ্গ শব্দটি অস্ট্রীক ভাষা হইতে আগত বলিয়া মনে করা হইয়াছে; কারণ, ইহার অন্যান্য শাখায় শব্দটি এইভাবে পাওয়া যায়; যথা—Keteng, skting, tin, K'teng, Keting ইত্যাদি। ইহাদের সঙ্গে এই অর্থেই প্রচলিত অন্যতম শব্দ 'টেঙ্গরী'র তুলনা করা যাইতে পারে।

**সিংহদহ**—চিংড়িয়া দহ (?), সিংহদহের অর্থ বুঝিতে পারা যায় না।

**দুলুভ**—দুর্লভ (?); প্রধান কাণ্ডারীর নাম।

**কাণ্ডার**—কর্ণধার>প্রা° কণ্ঢার, সর্বানন্দের টীকাসর্বস্ব—'কর্ণহার', বৌদ্ধগান—কনুহার চ১৩।৫, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন—কাঁচার, কাণ্ডার, কাণ্ডারী, মধ্য-বাংলা—কাণ্ডার, স° *কাণ্ডাগার>কাণ্ডাআর>কাণ্ডার, আধুনিক বাংলা কাণ্ডারী<কাণ্ডআরিঅ<কাণ্ডাগারিক; নৌকার প্রধান চালক, যে হাল ধরিয়া থাকে।

**অনুপাম**—স° অনুপম, বিষমীকরণের (dissimilation) নিয়মে অন্ত্যস্বর দীর্ঘীকৃত; ব্রজবুলিতে বহুল ব্যবহৃত; অর্ধ-তৎসম শব্দ।

**অনুপাম কার্য**—অনুপম সৃষ্টি।

**হরিষ**—স° হর্ষ; স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষের নিয়মে হরষ, তৎপর বিষমীকরণের (dissimilation) নিয়মে 'হরিষ'।

CENTRAL LIBRARY



**ধুনি**—সং ধ্বনি, উচ্চারণ-মাধুর্য সৃষ্টির জন্য ব্রজবুলিতে 'ধুনি'। পদাবলী সাহিত্যে ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যায়।

**সপ্ত মধুকর**—মধুকরপুষ্প সপ্তডিঙ্গা।

**নিজগণে**—নিজের লোকজনদিগকে।

**চৌকগণ**—প্রহরিগণ; চৌক—সং চতুষ্ক>চউক্ক>চৌক, চতুষ্পথের প্রহরী। তু° চৌকি।

**'অম্বদন্তি'** (?)—পাঠোদ্ধার করিতে পারা গেল না।

**মিতা**—মিত্র>মিত্ত>মিত, মিতা; উভয়ের এক নাম হইলে পরস্পর মিত্র বা বন্ধু বলিয়া মনে করা হয়।

**বাহিনু**—বাহিলাম, আধুনিক শব্দ; কবিতায় এই প্রকার শব্দের ব্যবহার ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পূর্ববর্তী বলিয়া মনে হয় না। অতএব এই পুথিতে এই প্রকারের শব্দগুলি 'ডাকিনু', দিনু', রহিনু' ইত্যাদি আধুনিক কালে প্রক্ষিপ্ত। মধ্য-বাংলায় 'বাহিলুঁ'।

**ধর্মখাল**—এখানে 'ধর্মখাল' পাঠই সঙ্গত; কারণ, পূর্ববর্তী পদভাগের অন্ত্যবর্ণের সঙ্গে 'ধর্মখান' অপেক্ষা (পূর্বে দ্রষ্টব্য) 'ধর্মখাল' দ্বারাই মিল রক্ষা হয়, 'ধর্মখান' দ্বারা হয় না। অতএব পূর্ববর্তী পাঠেও 'ধর্মখাল'ই গ্রাহ্য।

**মালুম**—আ° 'মুআল্লিম', নৌকার প্রধান মাঝি বা কর্ণধার; কচ্ছদেশের ভাষায় 'মালম্' নাবিক; এখানে 'মালুম' শব্দের অর্থে মনে হয় মালুম কাঠ বা জাহাজের মাস্তুল।

**আনন্দিত**—এখানে পুথিতে 'হরষিত' শব্দটি কাটিয়া 'আনন্দিত' করা হইয়াছে।

**চাদ**—চান্দো, চাঁদ। পুথিতে চন্দ্রবিন্দু নাই, অন্যত্রও চন্দ্রবিন্দুর প্রয়োগ প্রায় নাই বলিলেই চলে।

**দক্ষিণাকালে দেহ ইত্যাদি**—মনে হয়, পদটির শুদ্ধ পাঠ এই প্রকার,—'দক্ষিণাবর্ত দেহ ইহার বদল।' দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ।

**খোম ধুতি**—ক্ষৌম বাস, 'ক্ষৌমং পট্টতবং কৌষেয়ং তসর ইতি খ্যাতম্।' তসর।

**বদলিয়া**—বদল করিয়া; এই সকল শব্দের প্রয়োগ বাংলাভাষায় খুব প্রাচীন নহে।

**পাটে বোঝা**—অর্থ পরিষ্কার নহে। পাটে, পাটের (?) পট্ট>পট্টট>পাট; বর্তমানে পাট বলিতে যাহা বুঝায়, তাহার চাষ এদেশে ইংরেজ আগমনের পূর্ববর্তী নহে। সেইজন্য প্রাচীন বাংলাসাহিত্যে উল্লিখিত পাট স্বতন্ত্র জিনিস। পট্টবস্ত্র বা পাটনেত বলিতে অতি-সূক্ষ্ম রেশমী বস্ত্র বুঝাইত, পাটের ছালা বুঝাইত না। অতএব এখানে মনে হয় যে, চাঁদ সদাগর তসরের বদলে প্রচুর পাটনেতের বসন দাবী করিতেছেন।

**পাঁড়ু কুমুড়া**—পাঁড়ু, সং পিণ্ড (?), পাঁড়, স্থূল, মোটা। বীজ রাখিবার উদ্দেশ্যে রক্ষিত পূর্ণ পক্ক ও পরিণতাবয়ব কুষ্মাণ্ড; সুবৃহৎ পাকা কুমড়া।

**সিসা**—সিসক>শিশঅ>সিসা।

**খাপর**—খর্পর>খপ্পর>খাপর—পাত্রবিশেষ। তু° 'হাতে খাপর ভিখ্ মাহুরে যোগিনী'—কৃ° কী°।

**মিসি**—হি° মিস্‌সি—হীরাকষ ও অন্যান্য বস্তুমিশ্রিত কৃষ্ণবর্ণ দন্তরঞ্জন।

**ভেলা**—এক প্রকার বৃক্ষের ফল; ধোপারা কাপড়ে চিহ্ন দিবার জন্য ইহার কষ ব্যবহার করিয়া থাকে।

**গিলা**—একপ্রকার লতার সুগোল ও মসৃণ বীজ; ধোপারা জামার আস্তিন কুঞ্চিত করিবার জন্য ইহা ব্যবহার করিয়া থাকে। পূর্বে দ্রষ্টব্য।

CENTRAL LIBRARY



# কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ

**নোয়ায়**—নময়তি>নব্‌অই>নোয়ায়, নত করে।

**বেটা**—স° বটু (বালক), হি° বেটা (পুত্র), পশ্চিমবঙ্গের বিশেষতঃ রাঢ় অঞ্চলের কথ্য ভাষায় 'বেটা' শব্দের অর্থ পুত্র, স্ত্রীলিঙ্গে বেটী; পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক ভাষায় বেটা শব্দের অর্থ লোক, বেটী স্ত্রীলোক।

**হেতাল**—হিন্তাল>হিন্‌তাল>হেঁতাল; হিন্তাল নির্মিত যষ্টি, চাঁদ সদাগর সর্বদা ইহা বহন করিতেন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

**সপ্তডিঙ্গা**—পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, বিজয় গুপ্তপ্রমুখ পূর্ববঙ্গের কবিগণ চাঁদ সদাগরের ডিঙ্গার সংখ্যা চৌদ্দ ও বিপ্রদাসপ্রমুখ পশ্চিমবঙ্গের কবিগণ তাঁহার ডিঙ্গার সংখ্যা সাত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা পশ্চিমবঙ্গের কবিদিগের উপর মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাহিনীর প্রভাবের ফল বলিয়া অনুমিত হয়।

**চেঙ্গমুড়ি**—চেঙ্গ একজাতীয় ছোট মাছ, চেঙ্গো মাছ; চেঙ্গ মাছের মত মুড়, মুণ্ড>মুড় বা মাথা যাহার চেঙ্গমুড়, স্ত্রীলিঙ্গে চেঙ্গমুড়ি। তেলেগু ভাষায় 'চেঙ্গমুড়ু' শব্দের অর্থ সিজ মনসার গাছ। বাংলাদেশেও দ্রাবিড় ভাষার প্রভাববশতঃ এককালে এই শব্দটি প্রচলিত ছিল। চেঙ্গমুড়ু গাছে যে স্ত্রী-দেবতার পূজা হইয়া থাকে, তাহার নাম 'চেঙ্গমুড়ি'। চাঁদ সদাগর সর্বদাই তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়া মনসাদেবীকে চেঙ্গমুড়ি কানী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। এই শব্দটি দেখিয়াই কেহ কেহ চাঁদ সদাগরের কাহিনী তেলেগু দেশ (অন্ধ্র) হইতে আসিয়াছে বলিয়া অনুমান করিয়াছেন।

সর্প দেবী মনসা চেঙ্গমুড়ু গাছের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কেন? এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যায়, জীবিত সর্পের পূজার পরবর্তী অবস্থাই বিশেষ কোন বৃক্ষকে সর্পাধিষ্ঠিত মনে করিয়া সেই বৃক্ষের পূজা। মনে হয়, জীবিত সর্পের পূজক কোন জাতির সংস্কৃতির সঙ্গে কালক্রমে বৃক্ষমধ্যে সর্প পূজক কোন জাতির সংস্কৃতি একত্র মিশিয়া গিয়াছে। সেইজন্য এক সময়ে বৃক্ষমধ্যে সর্প পূজার ব্যাপক প্রচলন ভারতের সর্বত্রই দেখা গিয়াছিল। জে. ফার্গুসনের *Tree and Serpent Worship* নামক বিরাট্ গ্রন্থে এই বিষয়টিই নানা দিক্ দিয়া আলোচনা করা হইয়াছে। মনে হয়, সেই সময়ই বাংলাদেশে উক্ত বৃক্ষপূজক জাতির প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ প্রভাবে এই দেশেও বিশেষ একজাতীয় বৃক্ষের মধ্যেই সর্প পূজা করিবার রীতি প্রথম প্রবর্তিত হয়। বাংলাদেশে এই বৃক্ষই মনসা সিজ বৃক্ষ নামে পরিচিত, ইহাকেই সংস্কৃতে স্নুহীবৃক্ষ বলা হইয়াছে। স্নুহীবৃক্ষের কতকগুলি রোগ-প্রতিষেধক গুণ আছে, তাহা হইতেই আদিম সমাজে ইহার পূজার প্রচলন হয় বলিয়া মনে হইতে পারে, পরে কালক্রমে ইহার সঙ্গেই কোন কারণে বৃক্ষমধ্যে সর্প পূজার ধারাটি আসিয়া মিশিয়া যায়। স্নুহী কিংবা ইহার মতগুলি প্রতিশব্দ সংস্কৃতে পাওয়া যায়, যেমন, সেহুণ্ড, সিংহতুণ্ড, বজ্রী, বজ্রদ্রুম, সুধা, সমস্ত-দুগ্ধা, স্নুক, গুড়া ইত্যাদি তাহাদের কতকগুলি প্রত্যক্ষভাবে দেশজ ভাষা হইতে গৃহীত ও কতকগুলি পরবর্তী কালে পরিকল্পিত। প্রত্যক্ষভাবে সর্পবিষ না হইলেও অন্যান্য গুণের মধ্যে স্নুহীবৃক্ষে বিষনাশ করিবারও গুণ আছে বলিয়া 'ভাবপ্রকাশে' উল্লিখিত হইয়াছে। 'ভাবপ্রকাশে' স্নুহীবৃক্ষের এইপ্রকার গুণকীর্তন করা হইয়াছে—স্নুহী বা সীজবৃক্ষ তীক্ষ্ণ রেচক, দীপক, কটু ও গুরু। ইহা শূল, আম, অষ্ঠিলা, আধ্মান, কফ-গুল্ম, উদর, অনিল, উন্মাদ, মোহ, কুষ্ঠ, অর্শ, শোথ, মেদ, অশ্মরী, পাণ্ডু, ব্রণশোথ, জ্বর, প্লীহা, বিষ ও দূষীবিষ নাশ করে। স্নুহী ক্ষীর উষ্ণবীর্য, স্নিগ্ধ, কটুরস ও লঘু। গুল্ম, কুষ্ঠ, উদর ও অন্যান্য দীর্ঘরোগে বিরেচনার্থ ইহা শ্রেষ্ঠ। আবার কেহ কেহ মনে করেন, সিজগাছ বজ্রবারক অর্থাৎ বজ্রপাত নিবারণ করিতে পারে। সেইজন্য বড় বড় সহরের বাড়ীর ছাতে টবের মধ্যে সিজ গাছ পুতিয়া রাখা হয়। মনে হয়, ইহার এই সমস্ত গুণের জন্যই কালক্রমে এই শ্রেণীর বৃক্ষের পূজা কোন আদিম সমাজে প্রথম প্রবর্তিত হইয়াছিল। পরে বৃক্ষমধ্যে সর্প পূজার ধারাটিও ইহার মধ্যে আসিয়া মিশিয়া যায়। স্নুহীবৃক্ষে সর্প পূজার ধারাটি আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে অব্যাহত চলিয়া আসিয়াছে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সীজ বা মনসাগাছের এই প্রকার বিভিন্ন নাম পাওয়া যায়, ইহাকে

CENTRAL LIBRARY



উত্তর-প্রদেশে সেহুণ্ড, খুহর ও সিজ, বোম্বাই প্রদেশে নিবডুঙ্গ বা খোব, গুজরাটে খোরডাং ডলিয়ো, কটালী, হাতলোতরধারী, নানো পরদেশী, মহারাষ্ট্রে নিবডুঙ্গ, কাংটে নিবডুঙ্গ, ফণীচেং নিবডুঙ্গ, বিকাংডী, কর্ণাটে নিবডিংও ও তৈলঙ্গে চেংমুডু বলে। বাংলাদেশেই কেবল ইহার মনসা সিজ নাম। বলা বাহুল্য, উদ্ধৃত নামগুলির কোনটিই সংস্কৃত হইতে জাত নহে, প্রত্যেকটি দেশজ শব্দ। চেঙ্গ মাছের মত মুডু বা মুণ্ড যাহার অর্থাৎ সর্প--এই অর্থেও চেঙ্গমুডু শব্দটি গঠিত হইয়া থাকিতে পারে। ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

**বাণ্যা**—স° বণিক্>বণিঅ>*বইণ, বেণ, বেণে; >*বাণিয়, বাণিয়া>বাণ্যা।

**ধিয়ানে**—স° ধ্যান>ধিয়ান, অর্ধ-তৎসম শব্দ।

**হনুমান**—পশ্চিমবঙ্গের মনসা-মঙ্গলগুলির মধ্যে এক দিকে চণ্ডীমঙ্গল ও অন্য দিকে কৃত্তিবাসী রামায়ণ এই দুইখানি পুথির প্রভাব অনুভব করিতে পারা যায়। পূর্ববঙ্গের কোন কবির রচনায় মনসা-মঙ্গল কাহিনীতে হনমান চরিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারা যায় না; এমন কি ২৪-পরগণা জিলার বিপ্রদাসের রচনাতেও হনমানের কোন উল্লেখ নাই। কেতকাদাসের রচনায় হনুমানের উল্লেখ রামায়ণেরই প্রভাবের ফল।

**কাদম্বিনী**—মেঘশ্রেণী। কাদম্ব (কদম্ব ফুল ?) + সমূহার্থে ইন, স্ত্রীলিঙ্গে ঈ।

**না**—নাব>নাঅ>নাও, না আধুনিক শব্দ, নৌকা।

**গাঠ্যার**—গাঠ্যা—পূর্ববঙ্গের প্রচলিত কথায় বেঁটে লোককে গাঠ্যা বলা হয়, এখানে তাহাই মনে করা হইতে পারে।

**গাবর**—স° গর্ভরূপ>গবভরূঅ>গাবরু, গাবরু, বর্ণ বিপর্যয়ে গাভুর, গাবর; অথবা গ্রাম নর>গাঁঅর >*গাঁবর, গাবর, কিন্তু এই নিয়মে চন্দ্রবিন্দুর লোপ কি করিয়া হইল, তাহা বুঝিতে পারা যায় না বলিয়া প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। শব্দটি মধ্যযুগের বাংলায় শক্তিশালী যুবক অর্থে ব্যবহৃত হইত; তু° 'গাভুর জোগিয়া তুহ্মি, জোয়ান জোগিনী আহ্মি।'—গোরক্ষ-বিজয়।

**নফর**—আরবী° 'নফ্‌র্', ভৃত্য; বৈদেশিক শব্দ হইলেও মধ্যযুগের বাংলায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত। তু° 'এ নদ লঙ্ঘিতে নারে তোমার নফর।'—ঘনরাম।

**ডর**—স° দৃ (ভয়ে)?--দর>হি° ডর, বা° ডর, ভয়।

**খুলি**—অর্বাচীন স° খোল্ল>খোল>খোল (আধার), খুলি; তু° খোলা। কপাল, খপর। কেহ কেহ স° 'খর্পর' হইতে শব্দটির উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া মনে করেন, কিন্তু তাহা সমীচীন নহে।

**আ'নু**—আইনু, স্বরসংকোচনের (contraction) নিয়মে আনু; কিন্তু এই প্রকার প্রয়োগ মধ্যযুগে কিংবা আধুনিক কালে বিরল, আসিলাম। 'আইনুঁ' পাঠই এখানে সঙ্গত ছিল।

**উথলে**—উত্তাল>উথাল>উথাল, উথল, উচ্ছ্বসিত হয়; কিংবা স° উৎস্থল>প্রা° উৎথল্লী।

**ঘা**—আঘাত>ঘাঅ>ঘা।

**বাঙ্গাল**—মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে ধনপতি সদাগরের সপ্তডিঙ্গাডুবির কালে পূর্ববঙ্গবাসী মাঝিদিগের খেদোক্তি নামক একটি অংশ আছে; যথা 'কান্দেরে বাঙ্গাল ভাই বাঁকে বাঁকে।' ইত্যাদি। তাহারই অনুকরণে কেতকাদাস তাঁহার মনসা-মঙ্গলেও এই অংশটুকু যোজনা করিয়াছেন; বলা বাহুল্য, পূর্ববঙ্গের কোন মনসা-মঙ্গলে অনুরূপ কোন অংশ নাই; এমন কি বিপ্রদাসেও তাহার কোন উল্লেখ নাই। কেতকাদাসের এই বর্ণনা গতানুগতিক ও মামুলি মাত্র। মুকুন্দরামের বর্ণনা পাঠ করিলে বুঝা যায়, সমুদ্রগামী নৌকাচালনার কার্য পূর্ববঙ্গীয় মাঝিদিগেরই একচেটিয়া বৃত্তি ছিল। 'কান্দে যত বাঙ্গাল হৈনু কাঙ্গাল'—কেতকাদাস। ইহার সঙ্গে মুকুন্দরামের এই অংশ তুলনীয়—

'এই রূপে শোকে কান্দে যতেক বাঙ্গাল। জনমের মত সবে হইলুঁ কাঙ্গাল॥'

CENTRAL LIBRARY



বলা বাহুল্য, কেতকাদাসের রচনা মুকুন্দরামেরই প্রত্যক্ষ অনুকরণজাত। বঙ্গ (পূর্ববঙ্গ) + আল, বঙ্গাল, বাঙ্গাল; সর্বানন্দের টীকাসর্বস্ব, চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থেও পূর্ববঙ্গবাসী অর্থে 'বাঙ্গাল' শব্দের ব্যবহার আছে। আধুনিক বাংলায় বাঙ্গালী শব্দ পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গবাসীদিগের উপর প্রযোজ্য, কিন্তু প্রাচীনতর শব্দ 'বাঙ্গাল' পূর্ববঙ্গবাসীর প্রতি তাচ্ছিল্যার্থে ব্যবহৃত হয়। বৌদ্ধগানে পূর্ববঙ্গবাসী অর্থে বঙ্গাল শব্দ পাওয়া যায়; যথা 'অদঅ বঙ্গালে দেশ লুড়িউ' বা অদয় নামক বঙ্গাল দেশ লুট করিলাম। তাহাতেই স্ত্রীলিঙ্গের প্রয়োগ 'বঙ্গালী', যথা, 'আজি ভুসু বঙ্গালী ভইলী।'

**পোস্তের হোলা**—পূর্ববঙ্গবাসীর উচ্চারিত কোন শব্দ; 'হোলা' পূর্ববঙ্গের উচ্চারণে 'শোলা' বা পাট কাঠি হইতে পারে, কিংবা নোয়াখালীর উচ্চারণে 'পোলা' বা পুত্রও হইতে পারে; কিন্তু পোস্তের সঙ্গে ইহাদের কাহারও সম্পর্ক কল্পনা করা যাইতে পারা যায় না। 'পোস্ত' এখানে কি? পোস্তের দানা? কিন্তু পূর্ববঙ্গবাসী ত পোস্তপ্রিয় নয়। কোন লিপিকর প্রমাদ থাকাও অসম্ভব নয়। মুকুন্দরামে এই শব্দটির কোন উল্লেখ নাই।

**হটে**—হঠ—চাতুরী; চাতুরীতে।

**বুড়ে**—ডুব, বর্ণবিপর্যয়ে 'বুড়', ডুবে; শব্দটির প্রাচীন বাংলায় বহুল প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। তু° 'বুড়াও সাধুর ডিঙ্গা'—মুকুন্দরাম। পূর্ববাঙ্গলার মুসলমানের ভাষায় ডুব দেওয়া অর্থে বুড় দেওয়া শব্দ এখনও ব্যবহৃত হয়। তু° 'তহিঁ বুড়িলী মাতঙ্গি'—বৌদ্ধগান।

**ছাকনার কানি**—পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক ভাষায় 'ছাকনার কানি' অর্থ ছাঁকিবার নেকড়া। কানি—বৌ° গা° কানেট > কানেড়, বর্ণবিপর্যয়ে নেকড়া এবং অন্ত্যবর্ণের লোপ হওয়াতে কানে, কানি। যাহা দ্বারা ছাঁকা যায়, তাহা 'ছাকনা' কিংবা 'ছাকনি,' পূর্ববঙ্গের কথ্য ভাষায় অদ্যাপি ব্যবহৃত হয়।

**গাঁঠ্যা**—গ্রন্থিযুক্ত; গ্রন্থি > গণ্ঠি > গাঁঠি, গাঁইট, গাঁইঠ + ইয়া।

**টেনা**—স° তুন্ন (?) > টুণ্ণ > টেন, টেনা, পূর্ববঙ্গের উচ্চারণে 'তেনা'—ছিন্নবস্ত্র।

**উভু**—স° ঊর্ধ্ব > উত্ত > উভ, উভু।

**তড়**—স° তট > তড় > তড়, তীর।

**গড়**—গর্ত্ত > গড্ড > গড়।

**হোলা**—মালসা, চওড়ামুখ মাটির পাত্র।

**হিট্যাল**—চিল?

**চালু**—তণ্ডুল > তাঁডুল > চাউল, বর্ণবিপর্যয়ে চালু, চাল। মধ্যযুগের বাংলায় 'চালু' ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত। তু° 'ঘরে নাই চালু কড়ি, চালে নাই ছানি।'—চন্দ্রাবতী।

**আড়ি**—ওজনের পরিমাণ, আড়া। তু° 'পাঁচ আড়া মাপি দিলা ধান।'—মুকুন্দরাম।

**তুরিত**—ত্বরিত > তুরিত।

**জগতী**—মনসাকে 'জগতী' বলিয়া প্রায়ই সম্বোধন করা হইয়াছে; মনে হয়, ইহা 'জগৎ-গৌরীর' সংক্ষিপ্ত রূপ।

**মুষা**—মূষিক,* মূষক > মূষঅ > মুষা; তু° 'নিশি আন্ধিআর মুষার চারা।'—বৌ° গা°।

**গণ**—এখানে গণপতি বা গণেশের সংক্ষিপ্ত রূপ।

**থুয়্যা**— √স্থা, স্থাপয়িত্বা > থাবৃঅইঅ > থুইয়া। আধুনিক বাংলায় থুয়ে।

CENTRAL LIBRARY



**শ্বেতমাছি**—রাঢ়দেশে পূজিত লৌকিক সূর্যদেবতাকে সর্বশুক্ল বলিয়া কল্পনা করা হইয়া থাকে। ধর্মমঙ্গলকাব্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ধর্মঠাকুরের বরে হনুমান শ্বেতমক্ষিকার রূপ ধারণ করিয়া ধর্মভক্ত লাউ-সেনকে কারাগার হইতে মুক্ত করিতেছেন। ধর্মমঙ্গল-সাহিত্যের প্রভাববশতঃ মনসা-মঙ্গলেও এই শ্বেতমক্ষিকার কল্পনা করা হইয়াছে। পূর্বে দ্রষ্টব্য।

**আখেটি**—অর্বাচীন গ° আখেটিক>আখেটিঅ>আখেটি, হি° আখেটি—ব্যাধ। তু° 'ভৌহ ধনুক তব নঞন আহেড়ি।'—বিদ্যাপতি। 'শাখা আড়ে আখেটি পাখায় দিল আটা।'—ঘনরাম।

**আঠাকাঠি**—পক্ষি-শিকারের উপকরণ; এক হাত পরিমাণ লম্বা সরু কাঠিতে আঠা মাখাইয়া যে গাছের ডালে নিয়মিত পাখী আসিয়া বসে, তাহাতে রাখিয়া দেওয়া হয়। অনবধানবশতঃ পাখী আসিয়া তাহাতে বসিবার কালে বিস্তৃত পক্ষপুটে সেই কাঠি লাগিয়া যায়, তাহাতেই পাখী নীচে পড়িয়া যায়, নিকটবর্তী স্থানে লুক্কায়িত ব্যাধ আসিয়া তখন ইহাকে ধরিয়া ফেলে।

**সাতনলা**—পক্ষি-শিকারের উপকরণ; নলের মত সরু দুই-তিন হাত লম্বা বাঁশ একটির উপর আর একটি স্থাপন করিয়া উচ্চ বৃক্ষের শাখা স্পর্শ করা হয়; উচ্চতম নলের মাথায় পক্ষী ধরিবার ফাঁদ থাকে।

**জাল দড়ি**—পক্ষি-শিকারের জাল ও দড়ি।

**বেড়ি**—বেষ্টিকা>বেড়্ঢিআ>বেঢ়ি, বেড়ি—তু° 'হাতে দড়ি পায় বেড়ি তোপদড়ি গলে'—ঘনরাম। যাহা দিয়া বেষ্টন করা যায়।

**আগুসার**—অগ্রসর>অগ্‌গসর>আগসর, আগুসর, আগুসার।

**পক্ষমারা**—ব্যাধ; ছোটনাগপুর অঞ্চলে এক যাযাবর জাতি আছে, তাহাদিগকে পাখমারা বা গুলগুলিয়া বলা হয়; পক্ষি-শিকারই তাহাদের জীবিকার প্রধান উপায় ছিল বলিয়াই যে তাহাদের এই নাম হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়; বর্তমানে ভিক্ষাই তাহাদের জীবিকার একমাত্র উপায়। তু° 'পালারে পালারে কোকিল গাছে আইল পাখ-মারা।'—ভাদুগান।

**ত্যাড়া**—তাড়া।

**ভ্যাড়ার ভ্যাড়া**—রাঢ় অঞ্চলের একটি গালি; ঘনরামের ধর্মমঙ্গলে 'ভেড়ের ভেড়ে' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। দেশী শব্দ।

**মিত**—মিত্র>মিত্ত>মিত, মিতা—বন্ধু। তু° 'সুত মিত রমণী সমাজে'—বিদ্যাপতি।

**ত্রিনয়ান**—ত্রিনয়ন, শিব; বিষমীকরণ (dissimilation) নীতিতে 'নয়ন'-এর স্থলে 'নয়ান'। তু° 'অমৃত নঞান এড়ি বিষ নঞানে চায়।'—হরি দত্ত।

**তেঁই**—তেন+হি>তেঁহি>তেঁই, পূর্ববঙ্গের উচ্চারণে তেই; সেইজন্য।

**বিপত্যের**—বিপত্তি, বিপত্তির—অর্ধ-তৎসম শব্দ।

**জাঙ্গাল**—জঙ্গাল>জাঙ্গাল, উচ্চ বাঁধ; তু° 'শূন্যর জাঙ্গালে পথ বাঙ্গ।'—রামাই পণ্ডিত। দেশী শব্দ।

**বারি**—ঘট। বারি বা জলের আধার বলিয়া ইহার এই নাম, না ইহা অন্য কোন দেশী শব্দ বুঝিতে পারা যায় না।

**পিড়ি**—পীঠ, পীঠিকা>পীঢ়িআ>পীড়ি, পিঁড়ে (spontaneous nasalization).

**মনসার বাড়ী**—'বারি' পাঠ হইবে; 'বারি' ঘট, মনসার ঘট।

**বারা**—ঘট, বারি।

CENTRAL LIBRARY



**ঝারা**—ধারা, এখানে মালা।

**কিয়াপাত**—কেয়া ফুলের পাতা; ক্ষেমানন্দের পরিকল্পনায় কেয়াপাতে মনসার জন্ম হইয়াছিল। তু° 'কেয়া পাতে জন্ম লইল কেতকা সুন্দরী'; সেইজন্য কেয়াপাতা মনসা-পূজার উপকরণরূপে ব্যবহৃত হইতেছে বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। পূর্ববঙ্গের কবিদিগের কেহ কেয়াপাতের উল্লেখ করেন নাই, তৎপরিবর্তে পদ্ম-পত্রের উল্লেখ করিয়াছেন এবং সেইজন্যই মনসার নাম পদ্মা হইয়াছে বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন।

**ভরা বুড়ি**—ভরা ডুবি, নৌকাডুবি।

**নিড়াইবে**—ধান নিড়ানো শব্দের অর্থ খড় হইতে ধান ছাড়ান। বাংলা 'নিঙড়ানো' শব্দ হইতেই ইহার উদ্ভব হইয়াছে, বস্ত্র হইতে জল মুক্ত করা অর্থে 'নিঙড়ানো' শব্দ ব্যবহৃত হয়।

**মাড়িয়া**—মাড়াইয়া।

**অমলা**—ক্ষেমানন্দের মনসা-মঙ্গলে বেহুলার জননীর নাম অমলা, বিজয় গুপ্তের মনসা-মঙ্গলে সুনিত্রা, জীবন মৈত্রের মনসা-মঙ্গলে মেনকা, মঞ্জীবরের মনসা-মঙ্গলে কমলা। বিহারে সর্বত্র মেনকা নাম পাওয়া যায়। মনসা-মঙ্গলের প্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে একমাত্র এই নামটিতেই এই অনৈক্য দেখিতে পাওয়া যায়।

**চিরণ চরণ দন্ত উচ্চ কপালিনী**—ইহা সুলক্ষণা কন্যার নিদর্শন নহে। তু° 'উচ কপালী চিরণ দাঁতী।'—প্রবচন। বলা বাহুল্য, ইহাতে বেহুলার আসন্ন বৈধব্যের ইঙ্গিত করা হইয়াছে। কারণ, এই সকল লক্ষণযুক্ত কন্যার বৈধব্য দোষ ঘটিয়া থাকে বলিয়া মনে করা হয়। 'মনুসংহিতা'তেও দোষযুক্ত কন্যাকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করা আছে। তাহাতে আছে,

অব্যঙ্গাঙ্গীং সৌম্যনাম্নীং হংসবারণগামিনীম্।
তনুলোমকেশদশনাং মৃদ্বঙ্গীমুদ্বহেৎ স্ত্রিয়ম্ ॥ ৩. ১০

**নাচে গায়**—বেহুলার নৃত্যে অনুরক্তিকে কেহ দ্রাবিড়-প্রভাবের ফল বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। ভূমিকা দ্রষ্টব্য। অবশ্য এ কথা স্বীকার করিতেই হয় যে, মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে আর কোন চরিত্রের মধ্যে এই গুণ লক্ষিত হয় না, এমন কি এই বিষয়ে বেহুলা-চরিত্রের প্রভাবও অন্য কোন অনুরূপ স্ত্রীচরিত্রে বিস্তৃতিলাভ করিতেও পারে নাই। যদিও বাঙ্গালী নারীদিগের মধ্যে লোক-নৃত্যের (folk-dance) একেবারে অভাব পরিলক্ষিত হয় না, তথাপি বেহুলার নৃত্যানুরক্তি প্রাচীন বাংলার জাতীয় সংস্কৃতির অনুকূল বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

**তুয়া**—তব>তুব>মৈথিলী তুঅ, তুআ, তুয়া; তোমার। ব্রজবুলিতে বহুল প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। তু° 'তুয়া পদপল্লব করি অবলম্বন।'—বিদ্যাপতি। ব্রজবুলির প্রভাববশতঃই এখানেও এই শব্দটির প্রয়োগ করা হইয়াছে।

**খণ্ড কপালী**—যাহার কপাল বা অদৃষ্ট খণ্ডিত বা ভগ্ন হইয়াছে।

**কায়স্থ**—এই ভণিতাটি হইতে মনে হয়, ক্ষেমানন্দ জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। প্রাচীন বাংলায় কায়স্থ শব্দের অন্যতম অর্থ, লেখক। তু° 'এই দুইর পাপ নিরন্তর দূতে কহে। লিখিতে কায়স্থ সব উত্তাপিত হয়ে।' —বৃন্দাবনদাস।

**বিভা**—বিবাহ (vivaha) > বিভা (মধ্যবর্তী স্বরধ্বনি লুপ্ত হওয়ায়); বিভা > বিহা, বিয়া, বে।

**লায়েক**—আরবী° 'লায়ক্', উপযুক্ত।

**আউদর চুলি**—অনাবৃত কেশে, আলুথালু কেশে, অবেণীসংবদ্ধ কেশে; এখানে অনাবৃত কেশ বা অনবগুণ্ঠিতা বলিয়া মনে হয়। অনাদৃত > অনাউদর (?) > আউদর চুল যাহার, স্ত্রীলিঙ্গে চলী, চুলি।

CENTRAL LIBRARY



**বড়ি**—বড়ই, বর্ণবিপর্যয়ে বড়ি। মধ্য-বাংলায় শব্দটির ব্যাপক প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। তু° 'মনসার দুঃখ দেখি দুঃখ হয় বড়ি।'—বিজয় গুপ্ত।

**আন**—অন্য>অন্ন>আন, অন্য; আধুনিক বাংলায় তদ্ভব শব্দটি লুপ্ত হইয়া তৎসম শব্দটিই ব্যবহৃত হইতেছে। মধ্য-বাংলায় তদ্ভব শব্দের ব্যাপক প্রয়োগ ছিল। তু° 'আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায় আমার আঙ্গিনা দিয়া।'—দ্বিজ চণ্ডীদাস।

**ঝিয়ারী**—দুহিতা>ধীতা>ধীআ>ঝিআ ক্ষুদ্রার্থক প্রত্যয় 'রী' (<টি) ঝিয়ারী। তু° 'বহুড়ী'; তু° 'বড়ার বহুয়ারী আছে বড়ার ঝিয়ারী'—কৃ° কী°।

**বেহাই**—বৈবাহিক>বেবাহিঅ>বেহাই, বেয়াই; পুত্র বা কন্যার বিবাহ দ্বারা যাহার সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপিত হইয়াছে।

**বেভার**—ব্যবহার, অর্ধ-তৎসম শব্দ ব্যাভার, বেভার।

**সম্ভাষা**—সম্ভাষণ।

**তুলসী বদল**—বিবাহের প্রারম্ভিক কোন স্থানীয় ও লৌকিক আচার।

**ইথে**—ইধা>প্রাচীন বা° *এধি, এইখানে।

**আল্য**—খাইল।

**ঠেঙ্গা**—দেশী শব্দ—লাঠি; কিংবা তিব্বতো-চৈনিক শব্দ হইতে পারে।

**কিঙর**—সং° কিঙ্কর>কিঙর।

**সপ্ততাল পর্বত**—সাতালি পর্বত। এই সাতালি পর্বত কোথায়? সাঁওতাল জাতির দেশের সঙ্গে কি ইহার সম্পর্ক আছে?

**পিপীলা**—পিপীলিকা>পিপীলিআ>পিপীল্যা, পিপ্পিড়া, পিঁপীড়া, পিঁপ্‌ড়া।

**কামিল্যা**—সং° কর্ম>কম্ম>কাম, + 'ল্য' প্রত্যয়; পূর্ববঙ্গে প্রচলিত; যে কাম (কর্ম বা কার্য) করে; পূর্ববঙ্গে কামলা, মজুর।

**চাঁছে**—√তক্ষ>চচ্ছ>চাঁছ, চাঁছে।

**পীড়ি**—এখানে 'ভিত্তি'।

**কুলঙ্গি**—দ্রব্যাদি রাখিবার উদ্দেশ্যে দেয়ালের গায়ে কাটা খোপ; দেশী শব্দ মনে হয়।

**কুলুপ**—আরবী° 'কুফ্‌ল্'—তালা। তু° 'এত বলি মহামায়া ঘুচাল কুলুপ।'—ঘনরাম।

**সুড়ঙ্গ**—কেহ কেহ মনে করেন, ইহা তিব্বত-চৈনিক (Sino-Tibetan) শব্দ; কেহ মনে করেন, ইহা ব্রহ্মদেশ হইতে বাংলায় আসিয়াছে।

**ধিয়ান**—ধ্যান, অর্ধ-তৎসম শব্দ।

**আগুলিল**—অগ্গল>অগ্‌গল>আগল (+ইল্ল>ইল), আগলিল, আগুলিল।

**কাম**—কর্ম>কম্ম>কাম, আধুনিক বাংলায় 'কাজ' অর্থে পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক ভাষায় প্রচলিত; মধ্যযুগে পশ্চিমবঙ্গেও ব্যবহৃত হইত।

**স্বপনেতে দিলা যারে গীত**—মঙ্গলকাব্য রচনার চিরাচরিত প্রথানুযায়ী কেতকাদাস তাঁহার কাব্য-রচনার মূলে দেবতার স্বপ্নাদেশ কল্পনা করিয়াছিলেন।

CENTRAL LIBRARY



**বার্তন**—স° বার্তায়ন—নিমন্ত্রণ। তু° 'লিখন করিয়া পাঁতি, আনি সব বন্ধুজাতি, দেশে দেশে পাঠায় বার্তন।'—মুকুন্দরাম।

**মহত্তা**—মাহাত্ম্য।

**ধূসদত্ত**—বাঙ্গুলী-মঙ্গল কাব্যের নায়ক বর্ধমানের প্রসিদ্ধ বণিক্; ইঁহার সম্বন্ধে মুকুন্দরামও তাঁহার চণ্ডীমঙ্গলে উল্লেখ করিয়াছেন,

বর্ধমানে ধূসদত্ত যার বংশে গোমদত্ত
মহাকুল বেণ্যার প্রধান।
বাঙ্গুলীর প্রতিদ্বন্দ্বী দ্বাদশ বৎসর বন্দী
বিশালাক্ষী কৈল অপমান॥

ইহার সম্বন্ধে বিস্তৃততর আলোচনার জন্য সা-প-প ৬০, ১-৫ পৃষ্ঠায় শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য-লিখিত 'চণ্ডীমঙ্গলের আরও দুইজন কবি' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

**সাউ**—সাধু>সাহু>সাউ, সা।

**গোধিকা ডাকে**—যাত্রাকালে গোধিকাদর্শন অমঙ্গলসূচক; চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের নায়ক ব্যাধ কালকেতু একদিন মৃগয়া যাত্রাকালীন স্বর্ণ গোধিকা দেখিতে পাইয়া মৃগয়ায় ব্যর্থকাম হইয়া ফিরিয়াছিল বলিয়া মুকুন্দরাম উল্লেখ করিয়াছেন। ক্ষেমানন্দের মনসা-মঙ্গলের উপর ইহা মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের প্রত্যক্ষ প্রভাবের অন্যতম নিদর্শন। অরণ্য-গোধিকাকে সাধারণতঃ ডাকিতে শোনা যায় না; কবি সম্ভবতঃ এখানে গোধিকাজাতীয় ক্ষুদ্রতর জীব টিকটিকি মনে করিয়া থাকিবেন, যাত্রাকালে টিকটিকির ডাকও অমঙ্গলসূচক।

**হাই হামলাতি**—স° হস্তামলক (?) অথবা হাথিকা (?)>হাই (অস্তন); হামলাতি—আমলক আদি (?), বশীকরণের উপকরণ বিশেষ। মুকুন্দরাম, জীবন মৈত্র প্রভৃতির রচনায়ও ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়; যথা—'আনিল পাকড়ি ডাল হাঁই আমলাতি।'—মুকুন্দরাম। কেহ মনে করেন, আমলাতি বা হামলাতি শব্দের অর্থ 'আমলকি মেথি আদি। এই সব দ্রব্য পেষণ করিয়া বশীকরণের জন্য তুক করা হয়, তাহাতে বশ্য ব্যক্তি হস্তামলক-বৎ আয়ত্ত হয় বা নিদ্রাতুর তুল্য হাই তোলে।'—চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, চণ্ডীমঙ্গলবোধিনী ২, পৃ° ৬৩৭-৩৮। কিন্তু এই ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নহে। হাই হামলাতি বা আমলাতি (আমলকি নহে) কোনও বনজ উদ্ভিদ্। কারণ, মুকুন্দরামে ইহার শুষ্ক ডাল ('পাকড়ি ডাল') আনা হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। মাঝরাতে এলোচুলে তাহা সংগ্রহ করিতে হয় বলিয়াও মুকুন্দরাম উল্লেখ করিয়াছেন। তু° 'আনিল পাকড়ি ডাল হাঁই আমলতি। কুন্তল আকুল করি আনে অর্ধরাতি।'—মুকুন্দরাম। বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা ইহাই সংগ্রহ করিবার জন্য নিশীথরাত্রে এলোচুলে একাকিনী গৃহ হইতে অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

**কালিয়া বিছাতি**—কৃষ্ণ বিছুটি, বশীকরণের ঔষধ।

**নিছিয়া**—স° নির্মঞ্ছন>*নিশ্মঞ্ছন>নিছন, নিছিয়া।

**দেবীর হরিতাল**—দুর্গাপ্রতিমার মুখের হরিতাল; বশীকরণের ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। তু° 'দুর্গার মুখের আনিহ হরিতাল।'—মুকুন্দরাম।

**সময় বেড়াজাল**—গ্রহণের সময় ধীবরগৃহ হইতে মৎস্য ধরিবার সুবৃহৎ জালের ছিন্ন দড়ি সংগ্রহ করিয়া তাহা বশীকরণের কাজে ব্যবহার করা হইত। তু° 'উপরাগ সময়ে আনিবে বেড়াজাল।'—মুকুন্দরাম। এখানকার পাঠে 'সময়' শব্দটির পূর্ববর্তী গ্রহণ কিংবা উপরাগ কথাটি বাদ পড়িয়াছে। নতুবা ইহার কোন অর্থ হয় না।

**হুড়াহুড়ি**—পূর্বে কোন কোন আদিম জাতির সমাজে বলপূর্বক কন্যা হরণ করিয়া লইয়া গিয়া বিবাহ করিবার যে রীতি (marriage by capture) প্রচলিত ছিল, ইহা তাহারই অবশেষ মাত্র। পরবর্তী কালে এই রীতিটিই একটি কৃত্রিম বাধাদান বা mock fight-এর প্রথায় পর্যবসিত হইয়াছিল—এখানে

CENTRAL LIBRARY



তাহারই উল্লেখ করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে বাংলার প্রতিবেশী ওরাওঁ জাতির বিবাহপ্রথার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে,--

"On their (marriage party) arrival at the outskirts of the bride's village, the bride's people and their friends and relatives approach them in a body as if to attack or repulse the bridegroom and his party. Men and women on both sides sing indecent and abusive songs accompanied by dances; and youngmen on both sides, who carry sticks and clubs, whirl them in a mock-attack on the other side. Formerly this was something more than a mock-fight; and some thirty years ago one could see now and then a few members of either party actually receiving wounds in seeking to ward off blows from the opposite side" (S. C. Roy, *Oraon Religion and Customs*, Ranchi, 1928, p. 156).

**নিভাইল দেউটি**—দেউটি বা মশাল নিভাইল। অনুরূপ প্রথা ওরাওঁ জাতির বিবাহেও প্রচলিত আছে; যেমন, "one man on each side carries a peculiar lighted torch made of a sickle wrapped round at its blade with cloth and placed on a plate containing oil (ibid., p. 157).

**কঙ্ক**—হাড়গিলে পাখী (Heron), সর্পখাদক।

**কুরল**—সর্পখাদক পক্ষী বিশেষ; স° কুররী (?)।

**শিখী**—ময়ূর, সর্পখাদক।

**নেউল**—স° নকুল>নউল>নেউল, বেজি, সর্পখাদক।

**পুরট**—স° পুরট—স্বর্ণ। তু° 'ঘৃত দুগ্ধ মধু পূর্ণ পুরটের বাটি।'—ঘনরাম।

**বাট**—স° বর্ত্ম>বট্ট>বাট—পথ। তু° 'বাটদান হাট দান লইলো রাজঘরে'—কৃ° কী°।

**সিয়র চাঁদা**—একশ্রেণীর সর্পের নাম, যাহার মাথায় চন্দ্র আঁকা। স° শিখর>শিহর>শিয়র, সিয়র।

**ছাতারিয়া**—একশ্রেণীর সাপের নাম; ছত্রসদৃশ শিরবিশিষ্ট।

**চর্মকসা**—একশ্রেণীর সাপের নাম।

**পুষ্পপান দিয়া**—কার্যের ভার দিয়া; কার্যের ভার দিবার নিদর্শনস্বরূপ এককালে পুষ্প ও তাম্বুল হাতে দিবার রীতি ছিল।

**আরতি**—স° আর্তি, স্বরভক্তির নিয়মে 'আরতি', অথবা আ-ঋ+ক্তি, অর্থ পরিবর্তিত হইয়া প্রাচীন বাংলায় 'আদেশ' অর্থে ব্যবহৃত হইত। তু° 'দেবীর আরতি পায়, মর্ত্যে মালাধর যায়।'—মুকুন্দরাম। আসক্তি অর্থে মধ্যযুগে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। তু° 'কানুর পিরীতি, আরতি হেরিয়া, হেনই মনেতে করে।'—দ্বিজ চণ্ডীদাস।

**আড়ে**—আড়াল, আড়।

**উকি**—দেশী শব্দ কিংবা স° উৎ-ঈক্ষণ (?)। তু° 'আড়ালে থাকিয়া কপি মারে উকিঝুকি।'—মুকুন্দরাম।

**হড়পী**—পেটিকা (basket)। তু° 'মনে বড় কুতূহলী, কাঙ্কেতে কড়ির থলি, হড়পী তরাজু লইয়া হাতে।'—মুকুন্দরাম। কেহ কেহ শব্দটির এই প্রকার ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করিতে চাহেন,

CENTRAL LIBRARY



সাপুড়িয়া>হাপুড়ি>হাপ্‌ড়ি>হড়পি—কিন্তু ইহা সমীচীন নহে। সর্প পেটিকাকেই যে কেবলমাত্র হড়পী বলা হয় তাহা নহে, বংশনির্মিত ক্ষুদ্র পেটিকা মাত্রই হড়পী নামে অভিহিত হইত।

**প'র**—প্রহর>পহর>প'র—প্রহর।

**সাঁড়াশী**—দেশী শব্দ হইবে, কিংবা স° সংদংশিকা>*সণ্ডংশিঅ (?) যন্ত্রবিশেষ।

**ভোখছানি**—ক্ষুধা-দৌর্বল্য, পূর্ববঙ্গের প্রচলিত কথায় 'ভুগাছানি'।

**মঙ্গল্যা তণ্ডুল**—বিবাহের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত তণ্ডুল। স° মঙ্গলিক>মঙ্গলিঅ>মঙ্গল্য, মঙ্গল্যা।

**সাঁচা**—স° সত্য>সচ্চ>সাঁচ, সাঁচা। পূর্বে দ্রষ্টব্য।

**তিয়ড়ি**—স° ত্রিপুটিকা>তিউড়িয়া>তিউড়ি, তিয়ড়ি—উনুন।

**ওলাইল**—নামাইল, ওলা—নামা। পূর্বে দ্রষ্টব্য।

**তিতিল**—স° তিপ্ (ক্ষরণ?) তিত+(ইল্ল>ইল) তিতিল—ভিজিল। পূর্বে দ্রষ্টব্য।

**জাঁতি**—যাঁতি, স° যন্ত্র—যাঁত, যাঁতি, যাঁইতি, সুপুরি কাটিবার যন্ত্র।

**আলাইল**—আকুলায়িত>আউলাইঅ>আউলাই (+ইল)—আউলাইল, আলাইল।

**হাপুত**—হায় পুত্র, হায় পুত্র করিয়া যে পুত্র-সন্তান লাভ করিয়াছে সে হাপুতি। পুত্র>পুত্ত>পুত; হায়+পুত—হাপুত, হাপুতি; তু° 'হাপুতির পুত্র মোর আঙ্কারের নড়ি।'—ঘনরাম।

**তিলাঞ্জলি**—তিল-তর্পণ, শ্রাদ্ধ।

**উভরায়**—উচ্চরাব; কিংবা উর্দ্ধ রাব।

**খণ্ড কপালিনী**—খণ্ডিত বা ভগ্ন ললাট বা অদৃষ্ট যাহার এমন নারী।

**মান্দাস**—ভেলা, মাঙ্গুষ। raft.

**পরিবন্ধ**—উপায়, কৌশল, চেষ্টা; স° প্রবন্ধ, স্বরভক্তির নিয়মে 'পরিবন্ধ'।

**গাঙ্গুড়্যা**—গঙ্গা>গাঙ্গ>গাঙ্গ+টি (>ড়ী, ক্ষুদ্রার্থক প্রত্যয়; গঙ্গার কোন শাখা) গাঙ্গড়ী, গাঙ্গুড়ী, গাঙ্গুড়্যা।

**বাহুড়িয়া**—ফিরিয়া। তু° 'হৃষ্ট হৈয়া বাহুড়িল দরিদ্র ব্রাহ্মণ'—কাশীরাম।

**বহিন**—ভগ্নী, ভগিনী>বহিনী>বহিন, বইন, বোন।

**সন্দে**—সন্দেহ।

**শ্বেত কাক**—সর্বশুক্ল লৌকিক সূর্যদেবতা ধর্মঠাকুরের প্রভাববশতঃ ছদ্মবেশিনী মনসাকেও এখানে শ্বেতরূপিণী বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে।

মনসা কেন যে শ্বেতবর্ণ রূপ ধারণ করিয়া থাকেন, সেজন্য পূর্ববর্তী আলোচনা 'শ্বেতমাছি' দ্রষ্টব্য। এখানে কাককে দৌত্যে নিযুক্ত করিবার কারণ সম্বন্ধে আলোচিত হইতেছে। হিন্দু লোকশ্রুতি অনুসারে কাক যমের দূত, মৃত্যুসংবাদবাহিরূপেই ইহাকে মনে করা হইত, তাহা হইতেই ইহাকে সাধারণ সংবাদ-বাহী (messenger) বলিয়া ধরা হয়। দাক্ষিণাত্যে এই সম্পর্কে যে বিশ্বাস প্রচলিত, তাহা অনেকাংশে বাংলারই অনুরূপ; যেমন, 'Should a crow come near the house, and caw in its usual rapid raucous tones, it means that calamity is impending. But should the bird indulge in its peculiar prolonged guttural note, happiness will ensue.

CENTRAL LIBRARY



If a crow keeps on cawing incessantly in a house, it is believed to foretell the coming of a guest. The belief is so strong that some women prepare more food than is required for the household' (E. Thurston, op. cit., p. 276).
বৈষ্ণব পদাবলীতেও অনুরূপ বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়—

প্রভাত সময়ে কাক কলকলি
আহার বাঁটিয়া খায়।
প্রিয় আসিবার নাম শুধাইতে
উড়িয়া বসিল তায়॥

কাক (প্রাদেশিক উচ্চারণে 'কাগ') শব্দটি অস্ট্রীক ভাষা হইতে আগত বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। এই অর্থে অস্ট্রীক ভাষার বিভিন্ন শাখায় 'গগক', 'উকাগ', 'অগ', 'গগ', 'গাক' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (P. C. Bagchi, op. cit., p. xxvii). কিন্তু শব্দটি ধ্বন্যাত্মক বলিয়াও মনে হইতে পারে।

---

# ষষ্ঠীবর দত্ত

**বেউলারে**—বেহুলা>বেউলা; এখানে 'রে' র কোন উদ্দেশ্য নাই; সঙ্গীতের তাল রক্ষা করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে; কিংবা 'গো' (বেহুলা গো) এই প্রকার আক্ষেপ প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যেও ব্যবহৃত হইয়া থাকিতে পারে।

**গণ্ডকী**—বেহুলা ও লখীন্দরকে যে নদীতে মান্দাসে করিয়া ভাসাইয়া দেওয়া হয়, তাহার নাম সাধারণতঃ গাঙ্গুড়ী বলিয়াই উল্লেখ পাওয়া যায়। জীবন মৈত্র তাহার নাম গুরুবী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, এখানে 'গণ্ডকী' নাম পাওয়া যাইতেছে। গণ্ডকী মধ্যপ্রদেশের একটি নদী, ইহার তীরে শালগ্রাম শিলা পাওয়া যায়; বোধ হয়, সেই নদীর সঙ্গে নামের সামঞ্জস্যবশতঃ গাঙ্গুড়ী গণ্ডকী হইয়াছে। ষষ্ঠীবরের বাসস্থান শ্রীহট্ট জিলায় গণ্ডকী নামে কোন নদী নাই।

**নগরিয়া**—নগরিক>নগরিঅ>নগরিয়া—নগরবাসী।

**লোকে**—কর্তৃকারকে 'এ' বিভক্তি।

**আজিকুয়ার**—শ্রীহট্টের প্রাদেশিক শব্দ, অর্থ 'আজিকার'—অদ্যকার। ময়মনসিংহ জিলার পূর্বাঞ্চলের প্রাদেশিক উচ্চারণে 'আইজকিয়া'।

**লামিয়ারে**—নামিয়া গো; 'রে' এখানে আক্ষেপসূচক উক্তি বা খেদোক্তি।

**থরিতে**—গলিতে; শ্রীহট্টের প্রাদেশিক ভাষায় 'র' কখনও কখনও 'ল' উচ্চারিত হয়।

**ভালা**—স°* ভদ্রক>ভদ্রক, ভদ্লক, ভল্লঅ>ভালা, ভাল।

**পাখালে**—স° প্রক্ষালয়তি>পক্খালয়ই>পাখালে, ধৌত করে।

**রাঘব**—বোয়াল নামে পরিচিত একজাতীয় সর্পখাদক মৎস্য।

CENTRAL LIBRARY



**ত্রিপুণী**—ত্রিবেণী।

**তরাস**—ত্রাস>তরাস। বিপ্রকর্ম বা স্বরভক্তির দৃষ্টান্ত।

**শ্রীকবিলাস**—পাঠদুষ্টি আছে।

**ভেরুয়া**—ভেলা, পূর্ববঙ্গের কথ্য ভাষায় 'ভুরা' (পূর্ব-ময়মনসিংহ), 'ভেরুয়া', 'ভুরা' (শ্রীহট্ট)।

**হিমাইল**—হিম শীতল—ঠাণ্ডা, শ্রীহট্ট ও পূর্ব-ময়মনসিংহের প্রাদেশিক শব্দ।

**ক্ষার**—যাহা দ্বারা কাপড় কাচা হয়।

**ধূপা**—ধোপা; পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক সংবৃত উচ্চারণে 'ধুপা'।

**খোলের**—কলাগাছের বাকল দ্বারা নির্মিত; খোল, কলাগাছের বাকল। পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক শব্দ।

**ডঙ্গুয়া**—ডঙ্ক, বেদে। তু° 'সর্পক্ষত ডঙ্ক নাচে বিবিধ প্রকারে'—চৈতন্যভাগবত। ডঙ্ক>ডঙ্গ +উয়া, ডঙ্গুয়া।

**কহিছইন**—শ্রীহট্টের প্রাদেশিক শব্দ, পূর্ব-ময়মনসিংহে 'কইছুইন', অর্থ 'কহিয়াছেন'।

**তেব**—তবুও; ময়মনসিংহ ও তাহার সংলগ্ন অন্যান্য স্থানের উচ্চারণে 'তেও'। তেও (তেব্)।

**মসি**—মাতৃষ্বসা>মাউস্‌সসা>মাউস্‌সা, মাউসা, মাউসী, মাসী, পূর্ববঙ্গের উচ্চারণে মসী।

**সুজিতে**—শোধয়তি>শোঝঅই>শোঝে, সুঝে, সুজে—শোধ করে, শোধ করিতে।

**থৈল**—স্থাপয়তি>থাবঅই>থায়ই (+ইল<ইল্ল), থাইল, থইল, থৈল, থুইল—রাখিল।

**কুপিয়া**—প্রোথিত করিয়া; কোপা, প্রোথিত করা, পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক।

**ছারখার**—ক্ষার>ছার; খার বস্ত্র ধৌত করিবার উপকরণ; ছার ভস্ম; ছিন্ন ভিন্ন।

**আগর**—স° অগুরু, প্রা° অগরু সুগন্ধি দ্রব্য। তু° 'আগরচন্দনে বড়ায়ি শরীর লেপিঅঁ'—কৃ° কী°

**নেতা হনে**—নেতা হইতে; 'হনে' শ্রীহট্টের প্রাদেশিক ভাষার তদ্ধিত প্রত্যয়—'হইতে'।

**ধূপের চিকণ**—চিক্কণ বা মসৃণ করিয়া ধোয়া।

**ত্রিদশ**—বাল্য, কৈশোর ও যৌবন এই তিনটি দশা যাহাদের আছে তাহারা—দেবতা।

**ভেলয়ার কস**—ধোপারা কাপড়ে চিহ্ন দিবার জন্য ব্যবহার করিয়া থাকে। একপ্রকার গাছের ফল; সাধারণতঃ ভেলার কষ বলা হইয়া থাকে।

**পুটুলি**—পুট্‌লী, হি° পোট্‌লী, পোটরী; ও° পুটুলি, প্রাচীন বাংলা 'পুটুলি'। তু° 'পোটুলী বান্ধিয়া রাখ নহলী যৌবন'।—বড়ু চণ্ডীদাস।

**বসি বিয়া**—পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক শব্দ 'বিয়া বসা' অর্থ স্ত্রীর পক্ষে বিবাহ করা। স্বামী বিবাহ করে, স্ত্রী বিবাহ বসে। বসি (√বস্) বিয়া—বিবাহ করি।

**ইষ্ট কুটুম**—ইষ্ট কুটুম্ব, শুভানুধ্যায়ী আত্মীয়; অর্বাচীন স° কুটুম্ব>কুটুম,

**সাজাইলু**—√সজ্জ+ইল্ল+উ (উঁ<উঃ<উম্<ওঁ>অর্>অম্>আম্)—উত্তম পুরুষ একবচনের রূপ, প্রাচীনতর রূপ 'সাজাইলুঁ'; আধুনিক রূপ 'সাজাইলাম'।

**জীয়াইয়া**—জীবয়তি>জীব্‌অই>জীয়ায় (+য়া<উয়া<ঊয়া)।

CENTRAL LIBRARY



**দেও**—সং দা ধাতু, মধ্য-বাংলা দেহ>দেও, দাও।

**পুরীত**—পুরীতে; পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক উচ্চারণে সপ্তমী বিভক্তির প্রত্যয় 'ত'।

**ভইন**—ভগ্নী, ভগিনী>ভইনী>ভইন, পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক শব্দ।

**ঝিউ**—ঝি(+'উ') স্বর-সমন্বয় বা vowel harmonyর নীতি অনুযায়ী 'ই'র পরবর্তী 'উ' স্বরের আগম।

**তাইন**—তিনি; শ্রীহট্ট-ময়মনসিংহ-ত্রিপুরার প্রাদেশিক উচ্চারণে 'তাইন'।

**মনুসা**—শ্রীহট্ট-ময়মনসিংহ-ত্রিপুরার প্রাদেশিক উচ্চারণে মনসার স্থলে 'মনুসা'। বিষমীকরণের দৃষ্টান্ত।

**নাটুয়া**—নর্তক>নট্টঅ>নাটুঅ, নাটুয়া।

**পোষাইল**—পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক উচ্চারণে ক্বচিৎ 'হ' স্থানে 'স' উচ্চারিত হয়।

**পাটারী**—সিন্দুক।

**নেপুর**—নূপুর; উচ্চারণের একঘেয়েমি দোষ (sound monotony) দূর করিবার জন্য বিষমীকরণের (dissimilation) নিয়মে শব্দের আদিস্থিত 'উ' উচ্চারণ 'এ' হইয়াছে। মধ্য-বাংলায় 'নেউর'।

**পৈরিলক**—পরিলেক, প্রাদেশিক উচ্চারণ।

**সাকম**—ক্ষুর বলিয়া মনে হয়।

**কেশের লাগুতি**—কেশতুল্য সূক্ষ্ম।

**তাহান**—তাঁহার, প্রাচীনতর রূপ; পূর্ববঙ্গের কথ্যভাষায় 'তান'।

**আওয়া (সরা)**—আমা>আবা>আওয়া—কাঁচা (সরা), যে সরা আগুনে পোড়ানো হয় নাই (unbaked), শ্রীহট্টের প্রাদেশিক শব্দ। মুকুন্দরামে 'আমা সরা'।

**কাচা রাড়ি**—সদ্য বিধবা; পশ্চিমবঙ্গের কথায় কড়ে রাঁড়ি, বাল-বিধবা; অর্বাচীন সং রাণ্ডী, বিধবা—হিং রেণ্ডি—বেশ্যা।

**তাইর**—সর্বনাম, তাহার; শ্রীহট্ট ও পূর্ব-ময়মনসিংহের প্রাদেশিক ব্যবহারে সর্বনাম 'তাই' স্ত্রীবাচক।

**আথান্তর**—অবস্থান্তর > অববান্তর > আথান্তর—ভাগ্যবিপর্যয়; তু° 'আক্কা দুখমতী লখী তৈল আথান্তর'—কৃ° কী°। পূর্বে দ্রষ্টব্য।

**কাশের শবদে**—কাংস্যের শব্দে।

**ক্ষেমা**—ক্ষমা; অর্ধ-তৎসম শব্দ।

**নাট**—নর্ত>নট্ট>নাট; নচ্চ>নাচ।

**লইতু**—লইতাম; শ্রীহট্টের প্রাদেশিক শব্দ।

**পাইকের**—পদাতিক, *পাদাতিক>পাআইক>পাইক, পাইক।

**সর্দার**—ফারসী 'সর্দার'—দলপতি।

**আগুসার**—অগ্রসর>অগ্গসর>আগসর, আগুসর, আগুসার।

**তে**—তবে; শ্রীহট্ট-ময়মনসিংহের প্রাদেশিক শব্দ।

CENTRAL LIBRARY



**পুনি**—পুনঃ পুনঃ; স্বরসমন্বয়ের (vowel harmony) নিয়মে 'উ'কারের পরবর্তী স্বর 'ই'কারে পরিবর্তিত হইয়াছে।

**লেঙ্গুড়**—লাঙ্গুল, পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক উচ্চারণে 'লেঙ্গুর' 'রলয়োরভেদঃ' এই নিয়মে শব্দের অন্তস্থিত 'ল' 'র'-তে পরিণত হইয়াছে। শব্দটি তিব্বতো-চৈনিক ভাষা হইতে আগত।

**কাকলাস**—কৃকলাস, কাঁকলাস।

**লেঞ্জ**—লেজ; পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক উচ্চারণে 'জ'র সঙ্গে স্বতঃ (spontaneous) অনুনাসিক যুক্ত হইয়াছে; তু° মাছের লেঞ্জা (পূর্ববঙ্গ), মৎস্যপুচ্ছ।

**অষ্টমাসী**—আটমাসের দুঃখের বিবরণ; বিরহিণী নারীর বারমাসী বা বারমাসের দুঃখবর্ণনা বাংলা লোক-সাহিত্যের একটি বিশেষ অঙ্গ। 'বারমাসী' হইতেই অষ্টমাসীর পরিকল্পনা হইয়াছে। উত্তর- ও মধ্য-ভারতের সর্বত্র লোক-সাহিত্যে বারমাসী ও ছয়মাসীর বর্ণনা পাওয়া যায়। ইউরোপীয় লোক-সাহিত্যেও ইহার অস্তিত্ব অনুভব করা যায়—ইংরেজিতে ইহাকে seasonal song বলে। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের বারমাসী বর্ণনার জন্য Archer, 'Seasonal Songs of Patna District', *MIA*, XXIII (1942), pp. 233-37; Elwin and Hivale, *Folk-Songs of the Maikal Hills* (Bombay, 1944), pp. 81-86; Elwin, *Folk-songs of Chhattisgarh* (Bombay, 1946), pp. 125-30; Usborne, *Panjabi Lyrics and Proverbs* (Lahore, 1905), p. 13, ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

**পি**—পান করি, পিবামি *পিবমি>পিবমি>*পিঅই, পিই, পি।

**আগুনী**—অগ্নি, *অগিনী>আগিনী, আগুনী, আগুন।

**বর্তি**—বৃত্তী (?), এখানে নেতাকে বুঝাইতেছে।

**বাদুলী**—বাদল, পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক উচ্চারণে 'বাদ্‌লা'।

**জুক**—জলৌক>জউক>জোঁক, পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক উচ্চারণে জুক।

**পুক**—পোকা, পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক উচ্চারণে 'পুক'।

**সমাইয়ে**—(?) এখানে লখীন্দরের শব বুঝাইতেছে।

**যাউকা**—যাতু>জাদু>জাউ, যাউ (+'ক' প্রত্যয় স্বার্থে); যাউক, শ্রীহট্টের প্রাদেশিক উচ্চারণে শব্দের অন্ত্যস্বর ধ্বনিত (accented) হইবার জন্য 'যাউকা'; এখানে সম্মানার্থক ও অনুজ্ঞাসূচক (imperative), অর্থ আপনি যান; তু° পূর্ব-ময়মনসিংহের প্রাদেশিক উচ্চারণে সম্মানার্থে 'যাউবাইন'।

**পালাউকা**—ফেলিয়া দিক, স° প্রেরয়তি>পেলয়ই>পেলাউ, পালাউ+কা; শ্রীহট্টের প্রাদেশিক 'প্রত্যয়' (ক+আ)। সম্মান ও অনুজ্ঞাসূচক।

**গাঙ্গ**—গঙ্গা>গংগা>গাঙ্গ (বর্ণবিপর্যয়ে), নদী; শব্দটি অনার্য ভাষা হইতে আসিয়াছে বলিয়া মনে করা হয়। পূর্বে দ্রষ্টব্য।

**নয়া**—স° নব>নব>নয়া—নূতন।

**বাদুয়া**—স° বাদ; যে বাদ বা বিবাদ (বিশেষ বাদ) করে সে বাদুয়া—শত্রু। শব্দটিকে কেহ 'বেদে' হইতে উৎপন্ন বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা স্বীকার্য নহে। মনসা-মঙ্গল কাব্যের সর্বত্র চাঁদ সদাগরকে নাগের বাদুয়া বা সাপের শত্রু বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

**সবানে**—সবারে, প্রাদেশিক উচ্চারণে সবানে, সম্মানার্থে 'ন'র আগম।

**বেয়াইন**—বৈবাহিকা—বৈবাহিক+আনী, (স্ত্রীলিঙ্গবাচক প্রত্যয়)>বেয়াই+নী>বেয়াইন।

CENTRAL LIBRARY



**উঝায়ে**—ওঝা ; পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক উচ্চারণে 'উঝা'।

**বাগায়ন**—বাগান। আরবী 'বাগ' ও সংস্কৃত 'উদ্যান' ইহাদের উভয়ের মিশ্রন-জাত বাগান, নতুবা কেবলমাত্র আরবী 'বাগ' শব্দ হইতে 'বাগান' শব্দের উৎপত্তি সম্ভব নহে।

**নাগরী**—নগরের অধিবাসিনী এই অর্থে নাগরী, পুংলিঙ্গবাচক 'নাগর' শব্দ 'নগর' হইতে জাত হইলেও তাহা স্বতন্ত্র অর্থে ব্যবহৃত হয়।

**কনকা**—খানকি, বেশ্যা।

**বাও**—বাত>বাঅ>বাও, বাতাস।

**কুবুলা**—সং কুবলয়, পদ্ম।

**ধূমা**—ধূম>ধূঅ>ধোঁয়া ; পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক ভাষায় অনুস্বারের উচ্চারণ হয় না বলিয়া পরবর্তী বর্ণে 'ম' অপরিবর্তিত থাকে—ধূম + 'আ' স্বার্থে।

**বর্ত**—বৃত। বর্ণ বিপর্যয়ের দৃষ্টান্ত।

**মাই**—মাতৃকা>মাইআ>মাই, মা।

**ঝাড়িয়ারে লাগে**—(বিষ) ঝাড়িতে আরম্ভ করে ; শ্রীহট্টের প্রাদেশিক ভাষা।

**লাম লাম**—নাম নাম ; শ্রীহট্টের প্রাদেশিক ভাষায় 'ন' স্থলে 'ল' উচ্চারণ।

**সপ্ত পাতাল**—সপ্ত সমুদ্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য কল্পনা করিয়া সপ্ত পাতাল।

**গারড়ী**—গরুড় সাপের শত্রু ; সেইজন্য বিষবৈদ্য বা ওঝাকেও গরুড়ের শক্তিধর বলিয়া কল্পনা করা হয় ; তাহা হইতে 'গারড়ী', 'গারুড়ী' ইত্যাদি। পূর্বে দ্রষ্টব্য।

**শিষ**—শিষ্য>শিশ্য>শিশ, তৎসম শব্দের প্রভাববশতঃ 'শিষ'।

**বর্তিয়া**—বাঁচিয়া। বর্ত>বচচ>বাঁচ + ইয়া।

**সচকিত**—সচকিত। চক্ষুর সঙ্গে কোন অলীক সম্পর্ক কল্পনা করিবার ফল।

---

# দ্বিজ বংশীদাস

**ধর্মেত**—ধর্মে, ধর্মেতে ; সপ্তমী বিভক্তিতে 'এতে'র পরিবর্তে 'এত' কিংবা 'ত'র প্রয়োগ প্রাচীনত্বের লক্ষণ। তু° 'চালত মোর ঘর নাহি পড়িবেশী'—বৌ° গা°।

**একেশ্বর**—এক + ঈশ্বর ; ঈশ্বর যেমন একা বা নিঃসঙ্গ সেই প্রকার, অথবা 'একা' কথাটিকে জোর দিবার জন্যও স্বার্থবাচক প্রত্যয়রূপে 'ঈশ্বর' শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকিতে পারে। পূর্বে দ্রষ্টব্য।

**ছাও**—শাব>শাব্>ছাও—শাবক।

CENTRAL LIBRARY



**গুটি**—আধুনিক বাংলায় 'টি'। গোটা>গুটি>টি।

**ভাটি**—স্রোতের অনুকূল। নিম্নভূমি অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

**কোটর**—সং কোট্ট, (তু° প্রকোষ্ঠ)>কোট্ঠ>কোট্ট, কোট, স্বার্থে 'র' প্রত্যয়, কোটর। হি° কোঠরী, এখানে বৃক্ষগহ্বর। আধুনিক বাংলার শিষ্টপ্রয়োগ কোঠা।

**থুয়্যা**—√স্থা, স্থাপয়িত্বা>থাবইঅ>থুইয়া, থুয়্যা।

**হইম**—ভবামি>হোমি>হোইম, হইম—আমি হইব।

**ধনঞ্জয়**—বণিক্‌মাত্রেরই নাম ধন ও তৎসম্পর্কিত হইয়া থাকে। তু° ধনপতি, শ্রীপতি, শ্রীমন্ত; এখানেও ধনঞ্জয় ও কোটীশ্বর।

**হইব**—√ভূ—ভবতি>হোদি>হোই (+ব<অব<তব্য)—হোইব, হইব; আধুনিক বাংলায় হইবে। প্রথম পুরুষে ভবিষ্যৎকালের 'বে'র স্থলে 'ব' প্রত্যয় অপেক্ষাকৃত প্রাচীনত্বের লক্ষণ। পূর্ববঙ্গের কথ্য ভাষায় এই বৈশিষ্ট্য অদ্যাপি রক্ষা পাইয়াছে।

**চম্পক, চম্পকনগর, চম্পানগর**—প্রাচীন অঙ্গরাজ্যের রাজধানীর নাম ছিল চম্পা। এই চম্পানগর কোথায় ছিল, তাহা নিশ্চিত করিয়া জানিতে পারা যায় না। উত্তর-বিহারের অন্তর্গত ভাগলপুর সহরের সংলগ্ন চম্পানগর ও নাৎনগর নামক দুইটি স্থান আছে; স্থান দুইটি অত্যন্ত প্রাচীন, ইহা জৈন তীর্থস্থান এবং এখানে কয়েকটি প্রাচীন জৈন মন্দির আছে। উত্তর-বিহারের লোকদিগের বিশ্বাস এই চম্পানগরেই চাঁদ সদাগরের বাড়ী ছিল। শ্রাবণ-সংক্রান্তির দিন এখানে এখনও বেহুলার মেলা নামে এক বিরাট্ মেলার অধিবেশন হয়, সেদিন ভাগলপুর সহর ও তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থান হইতে দলে দলে লোক মেলায় গিয়া যোগদান করে। এই উপলক্ষে চম্পানগরে বিপুল আড়ম্বরসহকারে মনসার পূজা হইয়া থাকে; এখানে মনসার মন্দির আছে, মন্দিরে লৌহনির্মিত সর্প প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালী ও বিহারী সমভাবে এই পূজায় যোগদান করিয়া থাকে।

এখানে একটি কথা উল্লেখযোগ্য। ভাগলপুর সহরে বহুকাল হইতেই বহু বাঙ্গালীর বাস। তাহাদের মধ্যে উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থের সংখ্যাই অধিক, ইঁহাদের মধ্যে কাহারও মাতৃভাষা এখন হিন্দী, কাহারও বা বাংলা। ইঁহারা বাংলা দেশ হইতেই গিয়া যে সেখানে বসতি স্থাপন করিয়াছেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অতএব ইঁহারাই এককালে বাংলা দেশ হইতে মনসাপূজা ও তাহার সঙ্গে লখীন্দর-বেহুলার কাহিনী সেখানে লইয়া গিয়া প্রচলিত করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। কারণ, আরও দেখিতে পাওয়া যায়, বিহারী বিষহরীর গীত বা মনসা-মঙ্গলের অনেক পদ এখনও বাংলা এবং এই সকল অঞ্চলে সাঁওতাল ওঝাগণও যে সকল সাপের মন্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে তাহাও আদ্যোপান্ত বাংলা (P. O. Bodding, 'The Santals and Disease', *Memoirs ASB*, X, No. 1, pp. 113-22). অতএব বাংলা দেশ হইতেই তাহা সেই অঞ্চলে গিয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু উত্তর-বিহারের সর্বত্র মনসাপূজার ব্যাপকতা ও অন্যান্য কারণে মনসা-মঙ্গলের কাহিনী যে বিহার হইতেই বাংলা দেশে আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়, তাহা ভূমিকায় আলোচনা করিয়াছি।

বর্ধমান সহরের অনতিদূরবর্তী কস্‌বা চম্পাইনগর নামক একটি গ্রাম আছে। স্থানীয় অধিবাসীদিগের বিশ্বাস, এখানেই চাঁদ সদাগরের বাড়ী ছিল; এখানেও প্রতি বৎসর একদিন (শ্রাবণ মাস কিংবা শ্রাবণ-সংক্রান্তির দিন নহে) বেহুলার মেলা নামে এক বিরাট্ মেলার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। এই প্রকার বাংলা দেশ, বিহার ও আসামের বহুস্থানই মনসা-মঙ্গলের কাহিনীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বলিয়া দাবী করা হইয়া থাকে।

**ভৈরবী মন্ত্র**—শক্তিমন্ত্র, শাক্তের বীজমন্ত্র।

**আপনার অঙ্গ হইতে ইত্যাদি**—শক্তিপূজায় অঙ্গবলি দিবার কথা কৃত্তিবাসী রামায়ণেও আছে। রামচন্দ্র নিজের চক্ষু উৎপাটন করিয়া চণ্ডীর পূজা করিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়া তাহাতে উল্লিখিত আছে। তাহাতেই দেবী প্রসন্না হইয়া রামচন্দ্রকে বরদান করিয়াছিলেন।

CENTRAL LIBRARY



**আড়াই অক্ষর মন্ত্র**—শক্তির বীজমন্ত্র 'হ্রীং'; বৈষ্ণবের বীজমন্ত্র ষড়াক্ষর ও দশাক্ষর হইয়া থাকে।

**এহি**—এই; স° এষঃ (?) এহ—এ (+ হ<স<সৃস<সা?) এহ, এহি। পৌ° গা° এহ, এহ, কু° কী° এহি, এসি ইত্যাদি। *ODBLII*, pp. 829-30 দ্রষ্টব্য।

**ভট্ট**—শ্রীহট্ট জিলা ও পূর্ব-ময়মনসিংহ অঞ্চলে যাহারা বিবাহের ঘটকালি করিয়া ও পার্বনাদিতে স্বরচিত সঙ্গীতাদি গাহিয়া পার্বণী আদায় করিয়া থাকে।

**পাটলী দেশ**—বিহারের অন্তর্গত প্রাচীন পাটলীপুত্র।

**পদ্মিনী**—চারিজাতীয়া কন্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠা ও সর্বসুলক্ষণযুক্তা।

**গৌর্যাদি**—গৌরী আদি ষোড়শ মাতৃকা। পূর্বে দ্রষ্টব্য।

**পাটয়ার**—পট্টবার>পট্টবার>পাটয়ার—দক্ষ।

**রাউত**—রাজপুত্র>রাজউত্ত>রাউত—এখানে সৈন্য; তু° 'ঠেলা হাথি মরিতে রাউত পড়ে পাকে।' —গীতারাম।

**বিহারী বণিক্**—চাঁদ সদাগরের কোন কোন কুটুম্বকে বিহারী বা বিহার প্রদেশের অধিবাসী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার কারণ, বঙ্গদেশের বাহিরে বিহার অঞ্চলে চাঁদসদাগর-বেহুলার কাহিনীর উদ্ভব হইয়াছিল বলিয়া তাঁহাদিগকে বিহারী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

**সা**—সাধু>সাহু>সাহা, সা, সাহা বা বণিক্‌জাতীয় লোক।

**মাউসা**—মাতৃষ্বসা>মাউস্‌সা>মাউসা, আধুনিক বাংলায় মেসো; মাতার ভগ্নীপতি অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়, কিন্তু শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ মাতার ভগ্নী। স্ত্রীলিঙ্গে প্রাচীন বাংলায় 'মাউসী', আধুনিক বাংলায় 'মাসী'।

**অনুব্রজি**—অনুসরণ করিয়া, √ব্রজ বিচরণ করা।

**যোড় কুষ্টি**—বর ও কন্যার কোষ্ঠি দ্বারা যৌটক বিচার ও তদ্দ্বারা বিবাহের লগ্ননিরূপণ করা।

**মুখচন্দ্রিকা**—পূর্ববঙ্গে বিবাহের শুভদৃষ্টি অর্থে মুখচন্দ্রিকা কথাটি অদ্যাপি ব্যবহৃত হয়।

**জোকার**—জয়কার, হুলুধ্বনি। পূর্বে দ্রষ্টব্য।

**ঔষধ**—বশীকরণের দ্রব্যাদি; স্বামী স্ত্রীর বশীভূত থাকিবার জন্য বিবাহের স্ত্রী-আচারের মধ্যে বরের প্রতি বশীকরণের ঔষধ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গলে' ইহার বিস্তৃত বর্ণনা আছে।

**সিলই**—বারুদনির্মিত তুবড়ীজাতীয় বাজী।

**বাজী**—হাউই ও অন্যান্য বারুদের খেলা।

**ছায়ামণ্ডপ**—পশ্চিমবঙ্গের প্রচলিত কথায় 'ছাদনাতলা'—বিবাহ-আসর।

**উত্তরাস্যে**—উত্তরদিকে মুখ করিয়া।

**কৃতি**—এখানে যে ক্রিয়া করে সে—এই অর্থে ব্যবহৃত।

**মধুপর্ক**—দেবপূজায় প্রদত্ত ঘৃত, দধি, মধু অভাবে গুড়, নারিকেল জল এই সকল দ্রব্যমিশ্রিত বস্তু। মধু-√পৃচ্ সম্পৃক্ত হওয়া + অ—মধুপর্ক।

**বাটা**—তাম্বুলাধার। হি° বর্তন।

**পানের থলিয়া**—পানের থলির মত বৃহৎ তাম্বুলাধার।

**ছাওলীয়া**—ছাগল (?), কিন্তু এখানে ছাগল উৎসর্গ করিবার কোন তাৎপর্য বুঝিতে পারা যায় না।

CENTRAL LIBRARY



**পঞ্চটি নফর**—পাঁচটি ভৃত্য; সমাজে ক্রীতদাসপ্রথা প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়; সম্পদ্‌শালী ব্যক্তিগণ বিবাহের যৌতুকস্বরূপ ক্রীতদাসদিগকেও দান করিতেন। বিজয় গুপ্তের মনসা-মঙ্গলেও ইহার আভাস পাওয়া যায়। নফর আরবী শব্দ—ভৃত্য।

**আগলী**—অগ্রল>অগ্‌গল>আগল, স্ত্রীলিঙ্গে আগলী।

**উপাদিক**—(?) মনে হয়, পূর্ববর্তী শব্দ 'বস্ত্র'র সঙ্গে এই শব্দটি একত্র সংযুক্ত। তাহা হইলে বস্ত্র উপাদিক শব্দের অর্থে বস্ত্র ইত্যাদি এই প্রকার হইতে পারে।

**হস্ত পাতি লৈলা চন্দ্রমণি**—চাঁদ সদাগর হাত পাতিয়া কন্যার হস্ত গ্রহণ করিলেন। কেহ বলেন, 'The joining of hands, or the bridegroom's taking the bride by the hand, has of old been one of the most important marriage ceremonies among all Indo-European peoples.'

বর্তমানে ভারতের সর্বত্র প্রায় প্রত্যেক উচ্চতর জাতির মধ্যেই ইহা গৃহীত হইয়াছে। হিন্দুবিবাহের এক নাম পাণিগ্রহণ, ইহা হইতেই বর কর্তৃক বধূর পাণি বা হস্ত নিজের হাতে গ্রহণ করিবার আচারটির গুরুত্ব-সম্বন্ধে উপলব্ধি করা যাইতে পারে। সাধারণতঃ যে-সকল সমাজে স্ত্রীর স্থান পুরুষের নীচে অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষের সর্বপ্রকারে অধীন সেই সমাজেই এই শ্রেণীর প্রথার সর্বপ্রথম উদ্ভব হইয়াছিল; কারণ, পুরুষ এখানে গ্রাহক এবং স্ত্রী গৃহীতা। কিন্তু কালক্রমে এই রীতিটির মৌলিক তাৎপর্য রক্ষা পায় নাই; কারণ, দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, কোন কোন মাতৃতান্ত্রিক (matriarchal) সমাজের মধ্যেও ইহা প্রচলিত হইয়াছে। এই প্রকার পাণিগ্রহণের প্রথা যে-সকল জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে, তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত জাতিসমূহ অন্যতম—আফ্রিকার বাবন্দেই (Wabondei), আবিসিনিয়ার হাবসী (ইহারা কেবল কনিষ্ঠাঙ্গুলী দুইটি বক্রভাবে মিলাইয়া থাকে), নিউ গিনির নুফর, মালাক্কার বেনোয়া, দক্ষিণ-ভারতের গণ্ড, কোচিনের কোদুপট্টন্, ব্রুক্স, রোম ও জার্মাণদেশের অধিবাসী। নিম্নলিখিত জাতিসমূহের মধ্যে বরবধূর করতল একত্র সংযুক্ত করা ব্যতীতও তাহা বন্ধন করিবার রীতি প্রচলিত আছে, যেমন—পোল, বুলগেরীয় ও ট্রান্সিল্‌ভেনিয়ার সেক্সোনিয় (Saxonians), দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন জাতি, বাংলার হিন্দু, পারসী, সিংহলের অধিবাসী ও আসামের আহোম্।

**সুবর্ণের বাটা**—ধাতুনির্মিত তাম্বুলাধার (betel-box). তাম্বুলাধার দুই প্রকারের হইত, ধাতুনির্মিত ও সূত্র কিংবা অন্য কোন আঁশ (fibre) নির্মিত। ধনিগৃহে কোন কোন সময় এই সকল তাম্বুলাধার প্রকৃতই বিচিত্র কারুকার্যখচিত ও স্বর্ণ নির্মিত হইত। এখন পর্যন্ত তাম্বুলবিলাসী কোন কোন দেশে তাম্বুলাধার স্বর্ণ-নির্মিতই হইয়া থাকে। যেমন "Turning to Malaya we find the betel-boxes exhibit beautiful specimens of the gold and silversmiths' art. Every Malaya house has a betel-box or betel-tray fitted with the requisites for chewing" (Penzer, viii, 252). "In Malayan fairy stories the beauty and value of the betel sets is naturally exaggerated, and we read of boxes of solid gold studded with jewels" (ibid, 253). সাধারণ লোক পিতল কিংবা কাষ্ঠনির্মিত বাটা সর্বত্র ব্যবহার করিয়া থাকে।

**পানের থলিয়া**—সূতা কিংবা কোন প্রকার আঁশনির্মিত তাম্বুলাধার (betel-bag), সৌখীন ও মূল্যবান্ বিলাসদ্রব্য। ভারতীয় শিল্প-বিশেষজ্ঞ কুমারস্বামীর *Medieval Sinhalese Art* নামক গ্রন্থে ইহাদের কয়েকটির চিত্র মুদ্রিত হইয়াছে। তিনি তাঁহার গ্রন্থে ইহাদের বিস্তৃত বর্ণনাও প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার এই বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায় যে, এই সকল 'থলিয়া' মূল্যবান্ বস্ত্রের দ্বারা নির্মিত হইত এবং তাহাদের উপরিভাগে সূক্ষ্ম সূচীকার্য করা হইত। "The handle is made of embroidered cloth, or of a band of plaited cord, and is finished off at the end with a beautiful and ingeniously worked and very hard ball and tassel."

ইহাদের ভিতরে একাধিক 'পকেট' থাকিত। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ কোন স্থানে যাইবার কালে তাঁহাদের ভৃত্যগণ তাহা তাঁহাদের পশ্চাতে বহন করিয়া লইয়া যাইত, সাধারণ ব্যক্তিগণ তাহা নিজেরাও বহন করিতেন।

CENTRAL LIBRARY



পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, শ্যামরাজ্য, মালয় উপদ্বীপ, বঙ্গদেশ, দক্ষিণ-ভারত ও সিংহল প্রভৃতি অঞ্চলের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে ইহাদের ব্যাপক প্রচলন ছিল। সেলিবিস দ্বীপেও অনুরূপ কারুকার্যখচিত পানের থলিয়া (betel-box)-এর ব্যবহার ছিল এবং এখনও আছে বলিয়া জানিতে পারা যায়।

**কুশণ্ডিকা**—"সর্বেষাং শুভকার্যাণামাদিভূতা কুশণ্ডিকা" (মহানির্বাণতন্ত্র ৯।১৪—বঙ্গবাসী)। আনুষ্ঠানিক-ভাবে যজ্ঞ দ্বারা দেবতাদিগকে ভোজ্যোপকরণ (oblations) নিবেদন করার নাম কুশণ্ডিকা, ইহা না হইলে হিন্দুর বিবাহাচার সম্পূর্ণ বলিয়া গৃহীত হয় না। ইহা সম্প্রদানের পরেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বিবাহের রাত্রেই কুশণ্ডিকা অনুষ্ঠেয়, কিন্তু শেষরাত্রিতে বিবাহের লগ্ন থাকিলে কোন কারণে যদি তাহা রাত্রিমধ্যে নিষ্পন্ন করা সম্ভব না হয়, তবে তাহা পর দিবস প্রভাতে অবশ্যই কর্তব্য। এই কুশণ্ডিকা উপলক্ষেই বিবিধ হোম করা হইয়া থাকে। তবে ইহা বিবাহের পর প্রথম দশ দিনের মধ্যে যে-কোন দিন অনুষ্ঠিত হইতে পারে বলিয়া শাস্ত্রীয় বিধান আছে।

**মহাব্যাহৃতি**—কুশণ্ডিকা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হোমবিশেষ; এই হোম একাধিকবার করিতে হয় এবং পরবর্তী হোমসমূহকে 'ব্যাহৃ-সমস্ত মহাব্যাহৃতি হোম' বলে। মহানির্বাণতন্ত্রে ব্যাহৃতি হোম সম্পর্কে এই প্রকার নির্দেশ পাওয়া যায়:—

> মায়াদিবহ্নিজায়ান্তৈর্ভূর্ভুবঃস্বরিতি ত্রিভিঃ।
> আহুতি-ত্রিতয়ং দদ্যাৎ ত্রিতয়েন তথৈব চ॥ (৯।৫৩, ঐ)

অর্থাৎ আদিতে মায়া (হ্রীং) এবং অন্তে বহ্নিজায়া (স্বাহা) যুক্ত "ভূঃ" "ভুবঃ" "স্বঃ" এই তিন মন্ত্র (হ্রীং "ভূঃ স্বাহা" ইত্যাদি) দ্বারা তিনবার আহুতি দিবে ও ত্রিতয় (হ্রীং ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা) মন্ত্র দ্বারা আহুতি দিবে। ব্যাহৃতি শব্দের অর্থ গায়ত্রী বা ভূঃ ভুবঃ স্বঃ; প্রধানতঃ এই মন্ত্র দ্বারা হোম করা হইয়া থাকে বলিয়া ইহাকে ব্যাহৃতি হোম বলে।

**প্রায়শ্চিত্ত হোম**—বিবাহোপলক্ষে অনুষ্ঠিত কুশণ্ডিকার অন্যতম হোমবিশেষ। মহানির্বাণতন্ত্র বলিয়াছেন,

> প্রায়শ্চিত্তাত্মকো হোমঃ কলৌ নাস্তি বরাননে।
> স্বিষ্টকৃতা ব্যাহৃতিভিঃ প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে॥ (৯।৪৭, ঐ)

অর্থাৎ হে বরাননে, কলিকালে প্রায়শ্চিত্ত-হোম নাই, স্বিষ্টকৃৎ ও ব্যাহৃতি হোম দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত হইয়া থাকে।

**পিতৃহোম**—পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে হোম অর্থাৎ অগ্নিতে ঘৃতাহুতি। দ্বিজ বংশীদাস পূর্ব-ময়মনসিংহ অঞ্চলের রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ শ্রেণিভুক্ত হইলেও, এই সমাজে বর্তমানে যে বিবাহবিধি প্রচলিত আছে, তাহার কুশণ্ডিকায় যে চারিটি হোম করিতে হয়, তাহাতে পিতৃহোমের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। [N. Chakravarti, 'An Ethnic Analysis of the Culture-Traits in the Marriage Customs as found among the Rādhiya Brahmins of Mymensingh,' *JDL*, XXVI (1935) দ্রষ্টব্য।]

**লাজ-হোম**—কুশণ্ডিকা উপলক্ষে কৃত হোমবিশেষ। এই হোম উপলক্ষে ঘৃতমিশ্রিত লাজ বা খৈ মন্ত্রপূত করিয়া একটি কুলা হইতে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে হয়। হিন্দু স্মৃতিশাস্ত্রের বিবাহবিধিতে গৃহীত হইবার ফলে ইহা ভারতের প্রায় সর্বত্র উচ্চতর হিন্দুদিগের বিবাহের আচারের মধ্যে স্থানলাভ করিয়াছে। বরবধূর মাথার উপর কোন খাদ্যশস্য কিংবা ফল নিক্ষেপ করিবার প্রাচীনতর একটি রীতিই হিন্দু স্মৃতিশাস্ত্র-রচনার যুগে যে এইভাবে হিন্দুবেশে গৃহীত হইয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহে অনুমান করা যাইতে পারে। বরবধূর মাথার উপর লাজ বা খৈ ছড়াইয়া দিবার রীতিটি এখনও বহু হিন্দু পরিবারে প্রচলিত আছে। এই রীতিটি ভারতবর্ষ হইতে পূর্বে ইন্দোচীন ও পশ্চিমে অতলান্তিক তীর পর্যন্ত কোন না কোনভাবে প্রচলিত আছে। ইহার উদ্দেশ্য বুঝিতে কোনই বেগ পাইতে হয় না। কারণ, সহজেই বুঝিতে পারা যায়, ধান্য কিংবা তজ্জাত কোন বস্তু ইহার সংখ্যা-বাহুল্যের জন্য উর্বরতা (Fecundity)-র প্রতীক বলিয়া গৃহীত হয়। সন্তানলাভই বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য

CENTRAL LIBRARY



বলিয়া বহু সন্তান কামনা করিয়াই এই উর্বরতার প্রতীক ধান্য বা তজ্জাত কোন দ্রব্য দ্বারা বরবধূকে বরণ করিয়া লওয়া হয়। বিশেষতঃ ধান্য আদিম কৃষিজীবী সমাজের ঐশ্বর্যেরও প্রতীক্। সেইজন্য দম্পতির বহু পুত্রের সঙ্গে ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্য কামনা করিয়া এই শ্রেণীর আচারসমূহ পালন করা হইত। কেনেরি দ্বীপের ভয়েক্কি নামক উপজাতি বরবধূর মুখে শস্য নিক্ষেপ করিয়া থাকে; চীনে ও তিব্বতে, সাইবেরিয়ার বুরিয়ার জাতির মধ্যে বাসর-শয্যার চারিদিকে পাঁচপিণ্ড ভাত ঝুলাইয়া রাখা হয়, শ্যামদেশে বরবধূর উপর ভাত ছড়াইয়া দেওয়া হয়, মার্তাবানের কেরেন জাতির মধ্যে দম্পতির মাথায় ভাত দিয়া আশীর্বাদ করা হয়। দক্ষিণ-ভারতের হিন্দুদিগের মধ্যে কেহ কেহ বরবধূর মুখে চাউল ছড়াইয়া দেয়। পূর্বঘাটের গণ্ডজাতি বরবধূর মুখে হরিদ্রারঞ্জিত চাউল নিক্ষেপ করিয়া থাকে। উত্তর-আরকটের ইনাদি জাতির মধ্যে বরবধূ পরস্পরের দিকে তিনবার তিনমুষ্টি চাউল নিক্ষেপ করিয়া থাকে, কুর্গের অধিবাসীদিগের মধ্যে বরবধূর মস্তকে কয়েকটি চাউল দিয়া আশীর্বাদ করিবার রীতি প্রচলিত আছে, ছোটনাগপুরের মুণ্ডাজাতির বরবধূ পরস্পরের দিকে তিনমুষ্টি চাউল নিক্ষেপ করিয়া থাকে, ছোটনাগপুরের ওরাওঁ, দারিস্তানের অধিবাসী, পারসী, বোম্বাইর বেরাদ, পাঞ্জাবের উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদিগের মধ্যেও অনুরূপ রীতি প্রচলিত আছে। সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইনে বিবাহোপলক্ষে সমবেত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে শস্য নিক্ষেপ করা হইয়া থাকে। মধ্য-আফ্রিকার বাবন্দেই (Wabondei) জাতির মধ্যেও দম্পতির মাথার উপর চাউল ও বাজরা (maize) নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। মরক্কোতে খাদ্যশস্য দ্বারা বধূ বরণ করা হইয়া থাকে। দক্ষিণ-আলবেনিয়ায় বরের মাতা বধূর মস্তকের উপর শস্য নিক্ষেপ করিয়া বধূকে গৃহে বরণ করিয়া থাকে। প্রাচীন গ্রীসদেশে খেজুর, ডুমুর, বাদাম, মুদ্রা ইত্যাদি বধূর উপর নিক্ষেপ করা হইত, আধুনিক কালেও তথায় মুদ্রা, চাউল ও কার্পাস বীজ বর-শোভাযাত্রার উপর বর্ষণ করা হয়। ইতালীতে দম্পতি কিংবা বরযাত্রীর উপর শস্য নিক্ষিপ্ত হয়, প্রাচীন প্রুসিয়ায় (Prussia) বধূকে স্বামিগৃহে আসিবার পর প্রত্যেকটি গৃহের দ্বারে লইয়া উপস্থিত করিয়া তাহার মস্তকে যব, গম ও শস্যবীজ দ্বারা অভ্যর্থনা করা হয়, স্লাব দেশের (Slavonic countries) বিভিন্ন জাতির মধ্যে বরবধূকে শস্য, মুদ্রা ইত্যাদি মাথার উপর দিয়া অভ্যর্থনা করিবার রীতি প্রচলিত আছে, ফিনদেশেও এই রীতিটির সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়, ফরাসীদেশে বধূর মাথার উপর গম বর্ষণ করা হয়, সাইলেসিয়া ও বোহেমিয়াতেও প্রায় অনুরূপ রীতি প্রচলিত আছে, ইংলণ্ডেও প্রাচীনকালে এবং কোন কোন স্থানে এখন পর্যন্তও চাউল ছাড়া অন্যান্য শস্য দ্বারা বরবধূকে অভ্যর্থনা করা হয়, বর্তমানে আধুনিক মিষ্টদ্রব্য (confetti) তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। য়িহুদি জাতির মধ্যে পৃথিবীর সর্বত্র বধূকে গম ও অন্যান্য অনুরূপ শস্যাদি দ্বারা অভ্যর্থনা করিবার রীতি প্রচলিত আছে (See N. Chakravarti, op. cit.).

**শিলা আরোহণ**—বিবাহের কুশণ্ডিকার অন্তর্গত লাজ-হোমের অন্তর্বর্তী একটি বহুল প্রচলিত আচার। ইহাতে 'বর বধূর সঙ্গে উঠিয়া পত্নীর পৃষ্ঠদেশ দিয়া বধূর দক্ষিণে গিয়া পত্নীকে বামে লইয়া উভয়ে অগ্নির উত্তর-পশ্চিম ভাগে স্থাপিত পেষণীযুক্ত শিলার নিকটে আগমন করিয়া জামাতা উত্তরদিকে মুখ করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া আপন দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বধূর অঞ্জলিরূপে স্থিত হস্তদ্বয় ধরিয়া রাখেন। 'বধূর মাতা, ভাই কিংবা অন্য ব্রাহ্মণ বাম হাতে শমীপত্রযুক্ত খৈ কুলার উপর রাখিয়া ডান পাদ দিয়া বধূর দক্ষিণ পাদের অগ্রভাগ শিলার উপর রাখিবেন (পুরোহিত-দর্পণ ৪৩১)।' ইহাকে 'অশ্মারোহণ' বলে। এই সম্পর্কে যে মন্ত্রটি উচ্চারিত হইয়া থাকে, তাহা হইতেই ইহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কতকটা আভাস পাওয়া যাইবে। এই উপলক্ষে জামাতা এই মন্ত্রটি উচ্চারণ করিয়া থাকেন, 'প্রজাপতি ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দো শ্যা দেবতা অশ্মারোহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইমমশ্মানমারোহাশ্মেব ত্বং স্থিরা ভব। স্থিরন্তমপ বাধস্ব মাচ ত্বং স্থিরতামধঃ।' ঋগ্বেদে এই রীতিটির উল্লেখ পাওয়া যায় না, সর্বপ্রথম অথর্ববেদেই ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। অথর্ববেদ হইতে গৃহীত হইয়া ইহা প্রায় পরবর্তী সকল গৃহ্যসূত্রেই বিবাহের বিশিষ্ট আচাররূপে বিধিবদ্ধ হয়। বর্তমানে ইহা বাংলা দেশের হিন্দু ব্যতীত দাক্ষিণাত্যের সকল শ্রেণীর বর্ণ হিন্দু এবং কোন কোন ব্রাহ্মণেতর জাতি, ছোটনাগপুরের কোন কোন আদিম জাতি ও মধ্যপ্রদেশের আহির-দিগের মধ্যে প্রচলিত আছে। কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন, আদি-অস্ট্রাল (Proto-Australoid) জাতির মধ্যেই সর্বপ্রথম এই রীতিটি উদ্ভূত হইয়াছিল (N. Chakravarti, op. cit.). তবে এ-কথা সত্য যে, ইহা প্রাচীনতম ভারতীয় আর্যজাতি (Indo-Aryan)-র বৈশিষ্ট্য ছিল না, তাহা হইলে ঋগ্বেদে ইহার উল্লেখ অবশ্যই থাকিত। বহু লৌকিক উপাদান অথর্ববেদের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল, ইহা তাহাদের অন্যতম

CENTRAL LIBRARY



বলিয়াই মনে হয়। প্রস্তরসম্পর্কিত(megalithic) বহু আচারের জন্মদাতা আদি-অস্ট্রাল জাতি, অতএব এই রীতিটিও তাহাদের মধ্যে উদ্ভূত হওয়া কিছুই আশ্চর্য নহে।

এই সম্পর্কে একটি বিষয় লক্ষ্য করা যাইতে পারে যে, এই রীতি দাক্ষিণাত্যের বর্ণ হিন্দু এমন কি তথাকার কোন কোন নিম্নজাতির মধ্যেও প্রচলিত আছে। যেমন, তামিলদেশীয় ইড়াইয়ান নামক নিম্নজাতির বিবাহে বর তাহার দক্ষিণ পদ ও কন্যা তাহার বাম পদ একটি শিলার উপর স্থাপন করে। এই আচারটি সম্পর্কে একটি ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তাহা এখানে উল্লেখ করিতে পারি, 'The grindstone represents Ahalliya, who was the wife of a saint, Gauthama. She was cursed by her husband for her misconduct with Indra, and turned into a stone. By placing their feet on the grindstone, the young couple express a wish to keep in check unchaste desires' (E. Thurston, op. cit., p. 73).

**গড়খাই**—গর্ত>গড্ড>গড়+খাই (√খন্+ঘ—খাত>খায়>খায়, খাই)—পরিখা।

**দুলঙ্গ**—দুর্লঙ্ঘ্য>দুল্লঙ্ঘ>দুলঙ্ঘ।

**পাগার**—*প্রগর্ত>পগড্ড>পগাড়, পাগাড়—গর্ত।

**তেঁতুল**—স° তিন্তিড়ী (?) >প্রাচীন বাংলা 'তেন্তলী'; তু° 'রুখের তেন্তলী কুম্ভীরে খায়'—বৌদ্ধগান। আধুনিক বাংলায় 'তেঁতুল'।

**উয়ারী**—স° উপকারিক>উব্‌আরিঅ>উয়ারি—বাড়ী; তু° 'ঢেকা মারি কৈল নিয়া বাহির উয়ারি'—গোরক্ষ-বিজয়। 'আড়ে আড়ে চাহে নাথে উয়ারি মেহারি'।—ঐ। ঢাকা সহরের এক অঞ্চলের নাম এখনও উয়ারি, ইহাতে এই প্রাচীন শব্দটি রক্ষা পাইয়া থাকিবে।

**সিজে মান্দারে**—সিজ ও মান্দার নামক বৃক্ষ দ্বারা।

**শরল**—একজাতীয় দীর্ঘ বৃক্ষ, সাধারণতঃ আসামের পার্বত্য অঞ্চলে প্রচুর জন্মিয়া থাকে।

**পাটয়ারী**—ব্যবসায়ী।

**বিহারীয়**—বিহারদেশীয়। দ্বিজ বংশীদাসের মনসা-মঙ্গলে চাঁদ সদাগরের কুটুম্বদিগের বাসস্থানের মধ্যে পুনঃ পুনঃ যে বিহারের উল্লেখ আছে তাহাই নহে, উড়িষ্যারও একবার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; যথা—'উড়িষ্যা নগরে যাহা কুলীন প্রধান।'

**কটক**—সৈন্য। শব্দটির ব্যুৎপত্তি অনিশ্চিত। দেশী শব্দ হইবে।

**এথা**—বৈ° ইধা>এধ>এথ, এথা, হেথা, এখানে।

**সমারে**—সবারে; সব>সম। ষষ্ঠী বিভক্তির প্রত্যয় 'রে'।

**গোঠ**—গো-স্থ(>√স্থা), গোষ্ঠ>গোট্ঠ>গোঠ—গোচারণ ভূমি।

**কাজি**—আরবী 'কাজি', মুসলমান বিচারক; ইংরেজ রাজত্বের পূর্বে যখন এ দেশে মুসলমান রাজত্ব ছিল, তখন কাজিদিগের উপরই সাধারণতঃ কোনও সহরের দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারের ভার থাকিত। তাঁহারা মুসলমানধর্মে সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধেও বিধান দিতেন।

**জোলা**—ফারসী 'জোলাহা', জুলাহ্—মুসলমান তাঁতী।

**কাজিয়ালা**—কাজি+আলা ('আলা' দেশী প্রত্যয়), কাজির ব্যবসায়।

**ভূতপূজা**—ফারসী 'বুত', পুতুল, মূর্তি; সংস্কৃত 'ভূত' শব্দের সঙ্গে অলীক সামঞ্জস্য হেতু 'ভূত', তাহা হইতে ভূতপূজা পুতুল-পূজা, ভূত বা Ghost পূজা নহে।

CENTRAL LIBRARY



**পঞ্চ অবস্থা**—পঞ্চক্লেশ; বেদান্তদর্শনে শরীরীর পঞ্চক্লেশ বা দুর্গতির কথা বর্ণিত হইয়াছে; যথা অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ; ইহাদের অর্থ যথাক্রমে মায়া, অহঙ্কার, বাসনা, হিংসা ও মৃত্যুভয়। এখানে 'পঞ্চ অবস্থা' শব্দের অর্থ চরম দুর্গতি। কবিকঙ্কণে 'পঞ্চ দুর্গতি' ('পশুগণের ক্রন্দন' দ্রষ্টব্য)।

**কলিমা**—আ° 'কল্মা' বাক্য, ইস্‌লামধর্ম-গ্রহণসম্বন্ধীয় শপথ। তু° 'মোল্লা পড়ায়ে নিকা, দান পায় সিকা সিকা, দোয়া করে কালমা পড়িয়া।'—মুকুন্দরাম।

**মিঞা**—ফা° মির্জা, মুসলমান গুরু; তু° 'শুনি মিঞা তসবী কোরাণ ফেলাইয়া। দড় বড় রড় দিলা ওঝারে লইয়া॥'—ভারতচন্দ্র।

**তানা বানা**—তানা ছলনা; হি° তানা; তু° 'সেন বলে তাজ তানা তনু দেখি ক্ষীণ।'—ঘনরাম। তানা ও বানা সমার্থক শব্দ।

**ভিটা**—ভিত্তি>ভিট্টি>ভিটি—ভিত।

**পাগ**—স° প্রগ্রহ>পগ্‌গহ>পাগ, পাগ্‌ড়ী। 'ড়ী' দেশী প্রত্যয়।

**গাঞে**—গ্রাম>গাব্ঁ>গাঞ, গাঁ—গ্রাম।

**করণ্ডী**—মনসা-পূজায় ব্যবহৃত চিত্রপট, কেবলমাত্র পূর্ব-ময়মনসিংহ অঞ্চলেই বর্তমানে ইহার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্বে উত্তরবঙ্গেও ইহার প্রচলন ছিল। শব্দটি অষ্ট্রিক ভাষা হইতে আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়; কারণ, উড়িষ্যার অষ্ট্রিক ভাষাভাষী বোণ্ডা নামক উপজাতির মধ্যে করণ্ডী নামক এক দেবী আছেন। করণ্ডী কথাটি ফুলের সাজি অর্থে পূর্ববঙ্গে আজিও প্রচলিত আছে (পূর্বে দ্রষ্টব্য)। করণ্ডীর চিত্রপটের দুইটি নমুনা ও ইহার বিস্তৃততর বর্ণনার জন্য আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখিত *Journal of the Indian Anthropological Institute*, Vol. II (1948)এ প্রকাশিত 'Serpent-Designs in Bengali Folk-Art' নামক প্রবন্ধ (পৃঃ ২১-২৩) ও চিত্র-সংখ্যা ৫ ও ৬ দ্রষ্টব্য।

**পাষণ্ড**—প্রাচীন মহাযান বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের একটি শাখা; ইহা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিত বলিয়া সাধারণভাবেই অবিশ্বাসীকে মধ্যযুগের বাংলায় পাষণ্ড ও পাষণ্ডী বলিয়া উল্লেখ করা হইত। আধুনিক বাংলায় ইহার অর্থ সম্প্রসারিত হইয়া হৃদয়হীন ও পাপী মাত্রকেই পাষণ্ড বলিয়া নির্দেশ করা হইয়া থাকে।

**গোএ**—এখানে পাঠ 'গোত্র' হইবে, গোত্র এখানে অর্থ বংশ।

**খালাত**—মাস্‌তুতো, বাংলা—মুসলমানী শব্দ।

**ফৈরাদ**—ফা° 'ফরিয়াদ'—আদালতে অভিযোগ; ফরিয়াদী—অভিযোগকারী।

**খানা**—ফা° 'খানা', ভোজ; ফারসীতে 'খানা' শব্দের অর্থ 'স্থান'ও হয়, যেমন গোসলখানা, স্নানাগার ইত্যাদি।

**বিলাত**—ফা° 'বিলয়াৎ'—রাজার দেশ, নিজের শাসনাধীন স্থান।

**দেখিলু**—স° √দৃশ্‌+ইল্ল (<ইল)+উঁ(<অর্ব<অম্‌<হকম্‌<অহকম্‌)—উত্তম পুরুষ প্রথমা,—দেখিলাম।

**গোসা**—আ° 'গুস্‌সা'—রাগ।

**দিলে**—ফা° 'দিল্‌'—মন, হৃদয়।

**পাঞ্জা**—ফা° 'পঞ্জহ্‌'—করতল, এখানে শক্তি।

**লৈলু**—স° √লভ্‌+ইল্ল (<ইল)+উঁ (পূর্বে দ্রষ্টব্য)—লৈলুঁ।

CENTRAL LIBRARY



**আশা**—আ° 'আসা'—লাঠি, দণ্ড; সংস্কৃত 'আশা'র সঙ্গে অলীক সামঞ্জস্যহেতু তালব্য 'শ' লিখিত হইয়া থাকে।

**খলিপা**—আ° 'খলীফা'—ওস্তাদ, শিল্পী; আধুনিক বাংলায় দর্জি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

**তাজি**—ফা° তাজী—আরবীয় ঘোড়া, উৎকৃষ্ট অশ্ব। তু° 'আইসে চড়িয়া তাজি, সৈয়দ মোগল কাজি' —মুকুন্দরাম।

**সেখ জাদা**—ফা° 'জাদন'>জাদ>জাদা—পুত্র, সেখের বা সম্ভ্রান্ত মুসলমানের পুত্র।

**তৌবা**—আ° 'তওবা'; ভবিষ্যতে অন্যায় না করিবার শপথ।

**সামাল**—সমায়াতি>সমাআই>সমায়, সামায় (+ইল্ল>ইল) সামাইল, সামাল—প্রবেশ করিল।

**খোজা**—ফা° খ্বাজা—নপুংসক। নপুংসক দুই শ্রেণীর হইয়া থাকে: এক শ্রেণীর নাম হিজড়া, কিন্তু আর এক শ্রেণীর নপুংসক ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামে পরিচিত হইয়াছে; যেমন, বাংলা ও মাদ্রাজে খোজা, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে মুখনু, বোম্বাই প্রদেশে পবয়া বা ফাতদা, মধ্যপ্রদেশ খস্থয়া ইত্যাদি। যাহারা স্বাভাবিক নপুংসক অর্থাৎ নপুংসক হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে বলিয়া মনে করা হয়, তাহারাই সাধারণতঃ হিজড়া নামে পরিচিত; কিন্তু যাহাদিগকে ইচ্ছাপূর্বক নিরণ্ডীকৃত (castration) করা হয়, তাহাদিগকেই খোজা বলা হয়। পূর্ববঙ্গে হিজড়াগণ গুর্মা নামেও পরিচিত। হিজড়া বা গুর্মারা স্ত্রীলোকের বেশ ধারণ করিয়া থাকে এবং কতকগুলি নিম্নস্তরের লৌকিক ধর্মাচার পালন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে। কিন্তু খোজার উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। পাঠান নবাবগণ আবেসিনীয় ক্রীতদাসদিগকে নিরণ্ডীকৃত করিয়া তাহাদের অন্তঃপুর-রক্ষার কার্যে নিযুক্ত করিতেন। মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাসে তাহারা হাব্‌সী খোজা নামে পরিচিত। তাহারা উত্তম যোদ্ধা ছিল এবং প্রয়োজন হইলে সৈন্যদলেও যোগদান করিত। এখানে তাহাদেরই কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যের বিশেষতঃ হায়দ্রাবাদের কোন কোন সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের অন্তঃপুর-রক্ষার কার্যে কিছুকাল পূর্বেও এইপ্রকার নিরণ্ডীকৃত খোজা নিয়োগ করা হইত (Thurston, iii, 288-92).

ব্যবহারিক প্রয়োজনের জন্য পুরুষকে ইচ্ছাপূর্বক নিরণ্ডীকরণের রীতি সর্বপ্রথম মেসোপোটেমিয়া দেশে উদ্ভূত হইয়াছিল বলিয়া অনেকেই মনে করিয়া থাকেন। এই রীতি এসিরিয়া, প্যালেষ্টাইন, ইথিওপিয়া, মিশর, পারস্য, ভারত, চীন, গ্রীস ও রোমে প্রচলিত ছিল। বাংলা ও মাদ্রাজ উভয় প্রদেশেই একমাত্র মুসলমান সমাজের বাহিরে অন্যত্র কোথাও ইচ্ছাপূর্বক নিরণ্ডীকরণের রীতি প্রচলিত ছিল বলিয়া জানিতে পারা যায় না।

**ফরজন্দ**—ফা° 'ফরজন্দ'—পুত্রকন্যা।

**কালজ্বর**—জ্বর জ্বর।

**আতস**—ফা° 'আতশ্', আতিশ্—আগুনের ঝাঁজ।

**বিবি**—ফা° 'বীবী'—মহিলা, সম্মানিতা স্ত্রী।

**বেটি**—স° বটু—বালক, হি° বেটা—পুত্র; স্ত্রীলিঙ্গে বেটি।

**দামাদ**—স° জামাতৃ>হি° দামাদ—জামাতা।

**নিকলে**—নিষ্কলতি>নিক্কলই>নিকালে, নিকলে—বাহির হয়।

**জান**—ফা° 'জান্'—প্রাণ।

**খসম**—আ° 'খসম্'—স্বামী; তু° 'আর দেখ নারীর খসম মরি যায়। নিকা নাহি দিয়া রাঁড় করি রাখে তায়॥'

**তথা হনে**—তথা হইতে; তত্র>তত্থ>*তাথ, তথ, তথা—অপাদান কারকে 'হইতে'র স্থলে 'হনে' বিভক্তি মধ্যযুগের বাংলায় আরও কয়েক স্থলে প্রয়োগ পাওয়া যায়। তু° 'পূর্বপুরুষ হনে অন্যদেব নাহি জানে।' —বংশীদাস।

CENTRAL LIBRARY



**ইকার**—ইহা কাহার, কথ্য ভাষার প্রাদেশিক রূপ 'ই কার'।

**গড়**—গর্ত্ত>গড্ড>গড়—এখানে অর্থ পরিখা।

**গুঞ্জরী**—চাঁদ সদাগরের রাজধানী যে নদীর তীরে অবস্থিত, তাহার নাম এখানে গুঞ্জরী; বলা বাহুল্য, ইহা অন্যান্য কোন কোন কবির উল্লিখিত গাঙ্গুড়ীরই অপভ্রংশ।

**উদক**—সং [উ]দক, শব্দটি অষ্ট্রিক ভাষা হইতে সংস্কৃতে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। কারণ, অষ্ট্রিক ভাষার কতকগুলি শাখায় শব্দটির এই সকল রূপ পাওয়া যায়। যথা 'দক', 'ডাক' 'ডিক' 'ডোক', ইহাদের প্রত্যেকটির অর্থই জল (P. C. Bagchi, op. cit., viii-ix).

**পঞ্চঘট**—বিহারে প্রচলিত মনসার কাহিনী হইতে জানিতে পারা যায়, মহাদেব স্নান করিবার জন্য নিজের জটা মার্জনা করিয়া যখন সোনাদহের জলে ডুব দিলেন, তখন তাঁহার জটা হইতে পাঁচটি পদ্মফুল ফুটিল, এই পাঁচটি পদ্মই পঞ্চভগিনী মনসা। তাঁহারা ঘটমধ্যে অধিষ্ঠিতা থাকেন। বীরভূম জিলার বিভিন্ন অঞ্চলেও মনসার পঞ্চঘট অধিকাংশ স্থলে একসঙ্গে পূজিত হইয়া থাকে; তবে ইহার ব্যতিক্রম এক, তিন ও সপ্ত ঘটও দেখিতে পাওয়া যায়। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই পাঁচ সংখ্যাটির মধ্যে একটি ঐন্দ্রজালিক শক্তির (magical power) অস্তিত্ব অনুভূত হইয়া থাকে। হাতের পাঁচটি অঙ্গুলি হইতে পাঁচ সংখ্যার প্রতি এই শ্রদ্ধাবোধ বহু প্রাচীনকালের সমাজেই উদ্ভূত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। চীনদেশে এই সংস্কার অত্যন্ত প্রবল (W. E. Geil, *The Sacred 5 of China*, London, 1926), ভারতবর্ষেও ইহা একেবারে উপেক্ষণীয় নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে; যেমন পঞ্চামৃত (দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু, শর্করা), পঞ্চপল্লব (আম্র, পিপল, *pipalo* [?] জম্বু, ডুমুর), পঞ্চবস্ত্র, পঞ্চরূপ, এতদ্ব্যতীত পঞ্চবৃক্ষ, পঞ্চবাণ, পঞ্চগব্য, পঞ্চ মহাযজ্ঞ, পঞ্চপুষ্প, পঞ্চবর্ণ (বাংলা পঞ্চরঙ্গ) ইত্যাদি। এইভাবেই পঞ্চঘটের পরিকল্পনাও উদ্ভূত হইয়াছে।

জল হইতে মনসার ঘট উদ্ধার করিয়া পূজার জন্য তাহা প্রতিষ্ঠিত করিবার রীতি বীরভূম জিলায় অদ্যাপি ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে।

**আমরার**—পূর্ব-ময়মনসিংহের প্রাদেশিক ভাষায় উত্তম পুরুষ ষষ্ঠি বিভক্তির বহুবচনের রূপ—আমাদিগের।

**ভিক্ষারে**—ভিক্ষার জন্য এই অর্থে ভিক্ষায়, অধিকরণে 'রে' বিভক্তির দৃষ্টান্ত মধ্যযুগের বাংলায় বিরল নহে। তুং ঘরকে কিংবা ঘররে গমন।

**নাও**—নাব>নাব>নাও—নৌকা।

**এনা**—ইঁহারা—সম্ভ্রমার্থে 'ন'<(বহুবচনের প্রত্যয় 'আন' কিংবা 'নাম্')।

**আই**—আম্বিকা>আইআ<আই—মাতা।

**পঞ্চবর্ণ গুঁড়ি**—পাঁচ রঙের গুঁড়া (powder). আলিপনাকে বিচিত্র রঙে চিত্রিত করিবার জন্য বিবিধ রঙিন গুঁড়া ব্যবহৃত হইত; যেমন ইঁটের গুঁড়া (লাল), হলুদের গুঁড়া (হলুদে), বেলপাতার গুঁড়া (সবুজ), চাউলের গুঁড়া (সাদা), কালিজিরা কিংবা অঙ্গারের গুঁড়া (কালো)।

**আলিপন**—আলিম্পন>আলিপন, আল্পনা।

**কৈতর**—কবুতর>কবউতর>কৈতর—পায়রা। শ্রীহট্ট-ময়মনসিংহের প্রাদেশিক শব্দ।

**কেড়া**—সং কীট>কীড়>কেড়, কেড়া—এখানে সম্ভবতঃ শাবক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

**চান্দুয়া**—চন্দ্রাতপ>চন্দাঅব>চাঁদোয়া; পূর্ব-ময়মনসিংহের প্রাদেশিক উচ্চারণে চান্দুয়া।

**গোঁঞাইও**—গমযতি>গঁঅই>গোঁঞাই+অ (>হ>থ—মধ্যম পুরুষ অনুজ্ঞা)—যাপন করিও। অনুনাসিক আদিবর্ণে যুক্ত হইলেও তাহার ধ্বনি পরবর্তী বর্ণ পর্যন্ত সংক্রামিত হয় বলিয়া এই বানানটি ধ্বনি-তত্ত্বানুমোদিত।

CENTRAL LIBRARY



**দড়**—দৃঢ়>দঢ়>দঢ়, দড়—কঠিন।

**কুড়াল**—কুঠার>কুড়ার>কুড়াল, কুড়ুল।

**মুড়িমালা**—মুণ্ড>মুড়, মুড়ি—মুণ্ডমালা।

**নড়**—নড়>লড়>নড়—দৌড়।

**ভাবুকি**—লুকি, আত্মগোপন, উকিঝুঁকি।

**আথে বেথে**—আস্তে ব্যস্তে>আথে বেথে, ব্যস্ততার সহিত (পূর্বে দ্রষ্টব্য)।

**যেহি**—যেই, জোর দিবার জন্য (emphasis) 'ই' স্থলে 'হ' উচ্চারণ (aspiration).

**উন্দুর**—ইঁদুর, ইন্দুর; পরবর্তী 'উ' ধ্বনির প্রভাববশতঃ পূর্ববর্তী 'ই' 'উ'তে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব-ময়মনসিংহ অঞ্চলের প্রাদেশিক উচ্চারণের রূপ।

**গাতে**—গর্ত>গত্ত>গাত, গাতে; গর্ত>গড্ড>গড়।

**মুচরয়ে**—মুচড়ায়; অর্বাচীন সং মুচুটী(?) —পাকায়।

**দাড়ী**—সং দাঢ়িকা>দাড়িআ>দাড়ি—সংস্কৃতে 'দাঢ়িকা' শব্দের অর্থ চিবুক; হিন্দীতে 'দাঢ়ি' বলিতে এখনও চিবুক বোঝায়। বাংলায়—শ্মশ্রু। তু° 'ভার্গবের সৌষ্ঠবের দাড়িগোঁফ ছিঙিল।'—ভারতচন্দ্র।

**লইতুঁ**—√লভ>লহ>লঅ+ইত+উঁ (<হউঁ<হবঁ<হকন্<অহকন্)।

**জীয়ায়্যা**—√জীব-ণি-ণিচ্ ত্বা—জীবন দান করিয়া।

**বাজুনিয়া জান**—বাদ্যধ্বনি (?) বাজুনিয়া শব্দের অর্থ বাদ্যকর, জান শব্দের অর্থ এখানে কি হইবে তাহা স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে না।

**বিষরী**—বিষহরি, পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক উচ্চারণে বিষরী।

**বিষরী মুড়ান**—মনে হয় বিষহরির অপ্রীতিকর কোন বাদ্য (পরে দ্রষ্টব্য)।

**ভৈন**—ভগিনী>বহিনী>বহিন, ভইন, ভৈন; পূর্ব-ময়মনসিংহের প্রাদেশিক উচ্চারণে 'ভৈন', ভগ্নী।

**আন**—অন্য>অন্ন>আন; এখানে অন্যথা অর্থে ব্যবহৃত।

**টঙ্গী**—জলের উপরে নির্মিত বিলাসগৃহ, দেশী কিংবা তিব্বতো-চৈনিক শব্দ হইবে। 'জলটঙ্গী' বা 'জলটুঙ্গী' বলিয়াও কথিত হয়।

**বর্তিয়া**—বাঁচিয়া; বর্ত>বচ্চ>বাঁচ, বাচা।

---

CENTRAL LIBRARY



# জীবন মৈত্র

**যুগতি**—যুক্তি>যুকতি, যুগতি, স্বরভক্তির দৃষ্টান্ত।

**সোহাগ নাগিনী**—সর্পিণীর নাম, অন্য কোন মনসা-মঙ্গলে এই নাম পাওয়া যায় না।

**চম্পকেত**—চম্পকে, চম্পকেতে; অধিকরণ কারকে 'ত' প্রত্যয় অপেক্ষাকৃত প্রাচীনত্বের নিদর্শন। আধুনিক রূপ 'তে', 'এ'। তু° 'টালত মোর ঘর নাহি পড়বেশী।'—বৌদ্ধগান।

**পুত্রক**—কর্মকারকে 'ক' বিভক্তি অপেক্ষাকৃত প্রাচীনত্বের নিদর্শন; আধুনিক রূপ 'কে', 'রে'; তু° 'তিশরণ নাবি কিম অঠক নাবি।'—বৌদ্ধগান।

**পিন্ধ**—স° পিনদ্ধ, অপিনদ্ধ, পরিধান করা অর্থে; তু° 'নাহি পিন্ধে উত্তম বসনে।'—কৃ° কী°।

**মাও**—মাতৃ>মাঈ>মাই, মাও, মা।

**বাণিয়ানী**—বণিক>বণিঅ>বাণিঅ, বাণিআ (+নী স্ত্রীলিঙ্গে), বাণিআনী, বাণিয়ানী, অনুনাসিক ধ্বনি সংক্রমণের জন্য 'বাণিঞানী'।

**হৈঞা**—ভবতি>হোদি>হোই(+ইয়া), অনুনাসিক অনাবশ্যক।

**নেঙ্গা**—চাঁদ সদাগরের ভৃত্য, পূর্ববঙ্গেও প্রায় মনসা-মঙ্গলেই এই নাম পাওয়া যায়। দ্বিজ বংশীদাস উল্লেখ করিয়াছেন যে, চাঁদ সদাগর বিবাহের সময় যৌতুকস্বরূপ পঞ্চভৃত্যের মধ্যে তাহাকে লাভ করিয়াছিলেন।

**ওঝাক**—উপাধ্যায়>উআজ্ঝাঅ>ওঝা+ক দ্বিতীয়া বিভক্তি; ওঝা সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণের পদবী, এখনও মৈথিল ব্রাহ্মণগণ এই পদবী গ্রহণ করিয়া থাকেন; প্রাচীনকালে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণগণও ইহা ব্যবহার করিতেন, যেমন কৃত্তিবাস ওঝা। বর্তমানে শব্দটি ব্রাহ্মণের পদবীতে গাঁইর সঙ্গে যুক্ত হইয়া অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আছে; যেমন, বাড়রির ওঝা, বাড়ুজ্জা, বাড়ুয্যা (বন্দ্যোপাধ্যায়), মুখুটির ওঝা মুখুজ্জা, মুখুজ্জে, মুখুয্যে (মুখোপাধ্যায়) ইত্যাদি। স্বতন্ত্রভাবে ওঝা শব্দটি বর্তমানে সর্প ও অপদেবতার চিকিৎসক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে সর্প-চিকিৎসক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

**যাইঞা**—গিয়া, অনুনাসিক অনাবশ্যক; সম্ভবতঃ ভ্রান্ত পাঠ।

**কোঙর**—কুমার>কুঅঁার>কোঙর।

**সিদ্ধিগুরু**—যে গুরু সর্পমন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। সাপের ওঝাগণ যাহার নিকট হইতে মন্ত্রশিক্ষা করে, তাহার নাম স্মরণ করিয়া কার্যে অগ্রসর হয়।

**পাও**—পাদ>পাঅ>পাও, পা।

**হাড়ি ঝি**—সর্পবিষে লব্ধসিদ্ধি কোন হাড়ীজাতীয় ব্যক্তির ঝি বা কন্যা। সর্পবিষ চিকিৎসকগণ ইহারও দোহাই দিয়া থাকে।

**অনাদ্য**—শিব; সমুদ্রমন্থনকালে শিব বাসুকির উদ্গীর্ণ বিষ পান করিয়া সৃষ্টিরক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া সর্পচিকিৎসায় স্বভাবতঃই তাঁহার দোহাই দেওয়া হইয়া থাকে।

**পলা**—পালা, পলায়ন কর, প্রাদেশিক উচ্চারণ।

**ঘটে হৈলা মেলা**—ঘটে আসিয়া মিলিত হইল। সর্পক্ষত ব্যক্তির সম্মুখে একটি জলপূর্ণ ঘট স্থাপন করিয়া তাহার সম্মুখে মন্ত্রাদি আবৃত্তি করা হয়। মন্ত্রের আকর্ষণে মৃত ব্যক্তির বিগত প্রাণ ঘটে ফিরিয়া আসে বলিয়া অনুমান করা হয়।

CENTRAL LIBRARY



**জীয়ায়**—জীবয়তি>জীবয়ই>জীয়ায়, বাঁচায়।

**নাম্বি**—নামি, পূর্ববঙ্গের কথ্যভাষায় নামি। মধ্য-বাংলার রূপ।

**বৃহঙ্গ**—(?) পাঠদুষ্টি আছে বলিয়া মনে হয়।

**সাল্‌পা**—সাপ্‌লা (?) পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে শালুক ফুলকে সাপ্‌লা ফুল বলে; সাপ্‌লা ফুল মনসার অলঙ্কার বলিয়া কল্পনা করা হয় এবং মনসাপূজার সময় সাপলা ফুলের বিচিত্র মালা গাঁথিয়া মনসা-প্রতিমার গলায় পরাইয়া দেওয়া হয়।

**ত্রিকচ**—(?) ফা° তীরকশ, তীরনিক্ষেপক (?); কিন্তু এখানে ইহার সার্থকতা বুঝিতে পারা যায় না। এই সমগ্র পদটিতেই পাঠদুষ্টি আছে বলিয়া মনে হয়।

**সপ্ত হনুমান**—সপ্তসমুদ্রের প্রভাববশতঃ (?)

**ডকুয়া**—সর্পবৈদ্য। ডঙ্ক+উয়া, ডঙ্কুয়া>ডকুয়া।

**চম্পলী**—চম্পকনগর, চাঁদ সদাগরের রাজধানী।

**নাগ**—লাগ, সং লগ্ন>লগ্গ>লাগ—সাক্ষাৎ।

**পাওঁ**—উত্তম পুরুষের রূপ—আমি পাই; পা+(ওঁ<অউঁ<হঅউঁ<হকর্‌<হকম্‌<অহকম্‌)।

**চায়া**—চাহিয়া, √চক্ষ,—চাইয়া, চায়া, চেয়ে।

**চেঙ্গ বেঙ্গ**—সর্পের খাদ্য, মনসাও সর্পদেবী বলিয়া তাহাকেও এই সকলের ভক্ষণকারিণী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

**হেমতার**—হিন্তাল, হিনতাড়, হেমতাড়, স্বর্ণের সঙ্গে অলীক সামঞ্জস্য হেতু হিন>হেম; 'রলয়োরভেদঃ' এই নিয়মে 'হেমতার' কিংবা 'ল'র প্রাচীনতর উচ্চারণ 'ড়'র প্রায় অনুরূপ, সেইজন্যও হেম তাড়, লিপিকর প্রমাদ 'হেমতার' কিংবা 'তাড়' (বাজুবন্ধ)র সঙ্গে অলীক সামঞ্জস্যহেতুও হেমতাড়; 'ড়'র উচ্চারণ উত্তরবঙ্গে অত্যন্ত শিথিল বলিয়া 'হেমতার' হইতে পারে।

**এহি**—আদি-মধ্য বা° এঁহি>এহি>এহি>এই; আধুনিক 'ই' স্থলে 'হ'র উচ্চারণ প্রাচীন বাংলার বৈশিষ্ট্য; যেমন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'থাহা' আধুনিক 'থা', কিন্তু জীবন মৈত্রের পুথি এত প্রাচীন নহে, তাঁহার সমসাময়িক কালে 'হ'র উচ্চারণ লুপ্ত হইয়াছে। এখানে 'হ' জোর (emphasis) দিবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

**মাগী**—সং মাতৃগ্রাম>মাউগার্‌>মাউগা, মাউগী, মাগী,—বর্তমানে অর্থটি পরিবর্তিত হইয়া পশ্চিম-বঙ্গে স্ত্রীলোক (কতকটা তাচ্ছিল্যার্থে) ও পূর্ববঙ্গে 'রক্ষিতা' বা 'গণিকা' অর্থে ব্যবহৃত হয়।

**ধাম্‌না ভাতারী**—ধাম্‌না অর্থ চেম্‌না সাপ; চেম্‌না সাপ যাহার স্বামী। মনসাকে এই বলিয়া চাঁদ সদাগর প্রায় সকল মনসা-মঙ্গল কাব্যেই গালি দিয়াছেন। বলা বাহুল্য, সর্পের দেবতা বলিয়াই মনসার সঙ্গে চেম্‌না সাপের এই সম্পর্ক নিন্দাচ্ছলে কল্পনা করা হইয়াছে।

**পুছেন**—√পুচ্ছ, পুচ্ছন্তি (সম্ভ্রমার্থে বহুবচন)>পুচ্ছন্তি>পুছেন, জিজ্ঞাসা করেন। আধুনিক বাংলায় পুছ করা (জিজ্ঞাসা করা) মুসলমানী শব্দ বলিয়া মনে করা হয়, কিন্তু ইহা প্রকৃত তদ্ভব শব্দ।

**ধোনার মাও**—ধনার মাতা; নেতাকে এখানে ধনার জননী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে; এই ধনা কে? এক ধনা শঙ্কর গারুড়ীর শিষ্য ছিল বলিয়া বিজয় গুপ্তের মনসা-মঙ্গলে উল্লেখ আছে, সম্ভবতঃ সেই ধনাই এখানে জীবন মৈত্রের কল্পনায় নেতার পুত্র বলিয়া কল্পিত হইয়াছে।

**গাও**—গাত্র>গাত্ত>গাঅ, গাও, গা।

**অনন্তের রাই**—অনন্তের আই (<আইআ<আয়িকা), উত্তর বঙ্গ বিশেষতঃ রংপুর অঞ্চলের উচ্চারণে শব্দের আদিস্থিত 'অ' সর্বদা 'র' হয়; তাহার প্রভাব জীবন মৈত্রের বর্তমান পুথির কোন কোন স্থানে লক্ষিত হয়;

CENTRAL LIBRARY



এখানেও তাহা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। অনন্ত মহাভারতের নাগকাহিনী বর্ণিত অষ্টনাগের অন্যতম; যথা—'অনন্তো বাসুকিঃ পদ্মো মহাপদ্মোঽথ তক্ষকঃ। কুলীরঃ কর্কটঃ শঙ্খো হাষ্টৌ নাগাঃ প্রকীর্তিতাঃ'॥ এখানে মনসাদেবীকে অনন্তের আই বা অনন্তনাগের জননী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

**অম্বুবাচী**—আষাঢ় মাসের সাধারণতঃ সপ্তম দিবস হইতে আরম্ভ করিয়া দশম দিবস পর্যন্ত যে তিন দিন পৃথিবী রজস্বলা বলিয়া কল্পনা করা হইয়া থাকে। এই সময় সর্প ভয় দূরীকরণার্থ দুধ দিয়া আম খাইবার রীতি প্রচলিত আছে।

**অম্বুজা**—সরোবরের মধ্যে পদ্মপত্রের উপর জন্ম হইয়াছে বলিয়া মনসাকে এখানে অম্বুজা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

**জলটঙ্গি**—জলের উপর নির্মিত প্রমোদকক্ষ। টাঙ্গ—পূর্ববঙ্গের প্রচলিত অর্থে উচ্চস্থান; টঙ্গি উচ্চস্থানে নির্মিত কুঠুরী বা কক্ষ।

**ঘর রঙ্গি**—রঙিন্ গৃহ।

**দেয়ান**—ফা° দীবান্—রাজসভা, তু° 'এতেক কটকে রাজা করাছে দিয়ান'—কবিচন্দ্র।

**বিশাই**—বিশ্ (কর্মা)>বিশ্শ>বিশ+আই, দেশী প্রত্যয়, বিশাই।

**ছুতার**—সূত্রধর (?) >সুত্তহর>সুতার, ছুতার—কাঠের মিস্ত্রী।

**যাউক**—যাতু>যাদু>যাউ>যাউ+ক স্বার্থে; যাউক, যা'ক।

**মন-পবন**—মন ও পবনের মত দ্রুতগামী ও হাল্কা-কল্পিত কাষ্ঠ; মধ্য-বাংলায় ইহার ব্যাপক উল্লেখ আছে।

**আষ্টদিন**—পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে শব্দের দ্বিতীয় বর্ণ ধ্বনিত (accented) হয় বলিয়া স° অষ্ট হইতে সাধারণ নিয়মে আট (অষ্ট>অট্ট>আট) না হইয়া 'আষ্ট' উচ্চারিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের শিষ্ট উচ্চারণে 'আট দিন'।

**হিজল ইত্যাদি**—বিভিন্ন জাতীয় বৃক্ষের নাম। তবে হিজল গাছ পার্বত্য বৃক্ষ নহে, পূর্ব- ও উত্তর-বঙ্গের জলাভূমিতে ইহা জন্মে।

**সুন্দরী**—কাষ্ঠের নাম, সোঁদর কাঠ, সুন্দরবনে পাওয়া যায়; ইহা হইতেই সুন্দরবনের এই নাম হইয়াছে।

**বরই**—বদরী>বঅরী>বরই, বর্ণ বিপর্যয়; পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে কুল (ফল) অর্থে ব্যবহৃত হয়।

**অসক্ষি**—ভ্রান্তপাঠ; শুদ্ধপাঠ অশক্য, কথ্য ভাষায় 'অশক্যি'।

**অজাগর**—অজগর, অজ √গৃ—অজ বা ছাগকে গিলিতে পারে, বিষমীকরণের (dissimilation) নিয়মে অজাগর, পূর্ব- ও উত্তর-বঙ্গের কথ্য ভাষায় অজাগর।

**শকার**—ভ্রান্ত পাঠ, ছুতার (?)।

**বেগরে**—বেগার, ফা° বেগার, পারিশ্রমিক বিনা মজুর। তু° 'ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্যে খাটায় বেগার।'

**ডহরা**—দেশী শব্দ, ছোট নৌকা। তু° 'চুপড়ী রাধা খুইল ডহরাএ'—বড়ু চণ্ডীদাস। 'Smaller varieties (of boat) are ডোহট *dohat* or in Sahabad ডোএট *doet* (which has a flattish bottom for shallow water, and has its bow and stern portions cut out of solid wood.)'—G. A. Grierson, *Bihar Peasant Life*, Calcutta, 1885, pp. 42-43.

CENTRAL LIBRARY



**বাতা**—নৌকার ধার, সং° বর্ত্মন (?)। পূর্বে 'বাতালি' দ্রষ্টব্য।

**আগোবাড়ী**—আগ (<অগ্গ<অগ্র) বাড়াইয়া, আগুসরি বা অগ্রসর হইয়া।

**ভয়ালা**—গাঠনুষ্টি আছে বলিয়া মনে হয়।

**দাড়া**—দণ্ড>দাঁড়>দাঁড়া, উত্তর- ও পূর্ব-বঙ্গে চন্দ্রবিন্দুর উচ্চারণ নাই বলিয়া 'দাড়া'।

**ডুবারু**—ডুব + রু (দেশী প্রত্যয়), ডুবরু, ডুবারু, ডুবুরী, যাহারা সমুদ্রের জলে ডুবিয়া মণিমুক্তাদি তুলিয়া থাকে।

**চর্চিয়া**—চর্চা করিয়া, সন্ধান লইয়া।

**কত্তন**—কতক (?)।

**জাঠা**—জ্যেষ্ঠতাত> জেট্‌ঠআঅ> জ্যেঠা, জেঠা।

**বেললি**—জীবন মৈত্রের মনসা-মঙ্গলে কাহিনীর নায়িকার নাম বেললি, কিন্তু অন্যান্য মনসা-মঙ্গলে সাধারণতঃ বেহুলা; কেবলমাত্র নারায়ণদেবে বিপুলা ও বিহারী মনসা-মঙ্গলে বিহুলা। বেললি নাম আর কোথাও পাওয়া যায় না। নামটি যে কোন অনার্য ভাষা হইতে আসিয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

**ডুম্‌নী**—ডোমের পত্নী, বৌদ্ধগানে 'ডোম্বী'। ডোম পশ্চিমবঙ্গের এক নিম্নজাতি, সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত: আঁকুড়িয়া ডোম ও বাজানিয়া ডোম; আঁকুড়িয়া ডোমেরা বাঁশের কাজ ও বাজানিয়া ডোমেরা বাদ্যকরের কার্য করিয়া থাকে।

**বিচনী**—সং° ব্যজনী, বংশনির্মিত হাতপাখা; পূর্ববঙ্গের উচ্চারণে বিচুনী, বিচাইন, অর্ধ-তৎসম শব্দ।

**মৌয়া**—সং° মধুকা>মহুআ>মৌয়া, উগ্রগন্ধ ফুল।

**খোপা**—খোঁপা; সং° ক্ষুপ (?); ওড়িয়া 'খোম্পা'; মনে হয়, দেশী শব্দ। সংস্কৃত প্রতিশব্দ 'কবরী'; ইহাও কোন অনার্য, সম্ভবতঃ দ্রাবিড় শব্দ হইতে গৃহীত।

**ঝাপা**—ঝাঁপা, সং° ঝম্প, স্ত্রীজাতির কর্ণালঙ্কারবিশেষ।

**ডোমডালি**—ডোমনির্মিত ডালি বা বংশপেটিকা।

**অনীচ**—এখানে 'নীচ' অর্থে ব্যবহৃত; 'অ' উপসর্গ অর্থহীন বাক্যালঙ্কার রূপে কিংবা জোর দিবার জন্য ব্যবহৃত।

**সেহি**—সে-ই, জোর দিবার জন্য 'হ'র প্রয়োগ।

**নিলহনে**—উত্তরবঙ্গের একটি প্রাদেশিক বাক্‌শৈলী; নিত বা লইত এই অর্থে ব্যবহৃত।

**ঘড়া**—ঘট>ঘড়>ঘড়া।

**দ্বারাণী**—দ্বারী বা দ্বাররক্ষকের স্ত্রীলিঙ্গ প্রাদেশিক রূপ।

**বালিক**—বালিকাকে; বালী (+ক) দ্বিতীয়া বিভক্তির প্রাচীনতর প্রত্যয়ের রূপ।

**রাড়ী**—রাঁড়ী; অর্বাচীন সং° রাণ্ডী, হি° রেণ্ডি—বিধবা; হিন্দীতে রেণ্ডি ও আধুনিক বাংলায় 'রাঁড়' শব্দ বেশ্যা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। মধ্য-বাংলায় 'রাঁড়' শব্দ বিধবা অর্থেই ব্যবহৃত হইত। তু° 'ছয় রাঁড় ল'য়ে তার ঘর স্বতন্তর'—মুকুন্দরাম। আধুনিক পূর্ববঙ্গের চলিত ভাষায় বিধবাকে তাচ্ছিল্যার্থে 'রাড়ী' (রাঁড়ী) বলিয়াই উল্লেখ করা হয়।

**মকর**—হাঙ্গর।

CENTRAL LIBRARY



**কতি**—কথি; প্রাচীন বাংলা 'কথি'—কৃ° কী°, মৈথিলী 'কথি'>কতি>আধুনিক বাংলা 'কই' —কোথায়।

**একাদ ভোজন**—পাঠদুষ্ট আছে বলিয়া মনে হয়। কিংবা একাধ বা একবেলা আহার।

**মেড়**—হি° মঢ়ি; মন্দির, গৃহ; তু° 'কামাখ্যার মেড় গিয়া পাইল ঈশানে।'—সীতারাম। বর্তমানে মনসা-পূজার করণ্ডী (পূর্বে দ্রষ্টব্য) অর্থে উত্তরবঙ্গে ও মনসা-পূজার এক উপকরণ হিসাবে মেদিনীপুরে পরিচিত।

**রাইতে**—রাত্রি>রাত্তি>রাতি, রাতিতে, রাইতে—রাত্রিতে।

**ঘুচাওঁ**—√ঘুচ্ + ওঁ <(হোঁ <হঅম্ <হকম্ <অহকম্)—আমি ঘুচাই।

**বাটা**—বৃহৎ বাটি; তাম্বুলাধার।

**থালাতি**—সপ্তমী বিভক্তির প্রত্যয় 'ত' বা 'তে'র পরিবর্তে 'তি' (<ত্তি<ক্তি কিংবা তিস্), বিরল প্রয়োগ,—কোন কোন অঞ্চলের প্রাদেশিক উচ্চারণে ব্যবহৃত হয়; থালাতে, থালায়।

**পঞ্চবটী**—অশ্বত্থ, বিল্ব, বট, ধাত্রী (আমলকী) ও অশোক বৃক্ষের বন।

**নড়ি**—যষ্টি>লটঠি>লড়ি, নড়ি; তু° 'অন্ধকের নড়ি তুমি কৃপণের কড়ি।'—ঘনরাম।

**দগধ**—স° দগ্ধ>দগধ—স্বরভক্তি।

**গোফ**—গোঁফ—স° গুম্ফ>গোফ, গোঁপ।

**কোথাতি**—সপ্তমী বিভক্তিতে 'ত' 'তে'র পরিবর্তে 'তি' প্রত্যয়, কোথায়।

**তারিফ**—আ° 'তারীফ', পরিচয়, বাংলায় প্রশংসা।

**নড়**—লড়, দৌড়।

**সুত-পৃষ্ঠে**—সম্ভবতঃ সিন্ধুপৃষ্ঠে শুদ্ধপাঠ; সপ্তসিন্ধু, অতএব এখানে সিন্ধু শব্দে সাত সংখ্যা বুঝিতে হইবে।

**ঋতু**—ছয় ঋতু, এখানে তাহা হইতে ছয় সংখ্যা বুঝিতে হইবে।

**বিরোচন সুতের সুত**—বিরোচন সূর্য, সূর্যের সুত বা পুত্র শনি, শনির পুত্র কে? বিরোচনের আর এক অর্থ চন্দ্র, চন্দ্রের পুত্র বুধ, বুধের পুত্র কে?

**কোকনদ-বন্ধু**—চন্দ্র, এক চন্দ্র, অতএব এখানে এক সংখ্যা বুঝিতে হইবে।

এই শেষ চারিটি পদে কবি জীবন মৈত্র তাঁহার কাব্যরচনার কাল শকাব্দ দ্বারা নির্দেশ করিয়াছেন। সুত-পৃষ্ঠের পাঠ যদি সিন্ধুপৃষ্ঠে ধরা যায়, তাহা হইলে তাহাতে ৭, ঋতুতে ৬, পরবর্তী সংখ্যাটিতে ছয় (?) ও কোকনদ-বন্ধু বা চন্দ্রে ১ সংখ্যা ধরিলে ১৬৬৭ শকাব্দ, ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দ অথবা তাহা কর্তৃক অন্যত্র উল্লিখিত ১১৫১ বঙ্গাব্দ পাওয়া যায়। জীবন মৈত্র কর্তৃক তাহার কাব্যরচনার কাল হিসাবে প্রদত্ত এই পাঠটি অধিকতর স্পষ্ট,

'মহীপৃষ্ঠে শশী দিয়া বাণ বিন্দু সমর্পিয়া
বুঝহ সনের পরিমাণ।'

ইহাতে ১১৫১ সন, ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দ বা ১৬৬৭ শকাব্দ বুঝায়।

---

CENTRAL LIBRARY



# বিষ্ণু পাল

**কেনে**—কেন, রাঢ় অঞ্চলের প্রাদেশিক উচ্চারণে 'কেনে';—ধ্বনিত (accented) আদ্যক্ষর দ্বারা পরবর্তী স্বর প্রভাবিত হওয়ার ফলে 'অ' 'এ'তে পরিণত হইয়াছে।

**নটিনী**—*নতিনী (নর্তকী)>নটিনী>নটিনী—নর্তকী বা নটী।

**কাতি**—স° কর্তিকা (কর্তন করিবার অস্ত্র)>কত্তিআ>কাতি, হি° কাতী, ওড়িয়া গুয়া কাতি; সুপারি কাটিবার যন্ত্র বা জাঁতি। কাতি শব্দের সাধারণ অর্থ কাটারি বা খড়্গ; তু° 'শত শত সেনাপতি, হাতে করি চাল কাতি।'—মুকুন্দরাম; 'কাতি খর্পর হাতে লোহিত-লোচনা।'—ঐ।

**খেআতি**—খ্যাতি, স্বরভক্তি; রাখিব খেয়াতি; এখানে 'তোর নাক কাটিয়া বণিক্‌কুলের খ্যাতি রক্ষা করিব' এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

**ভাসুর**—ভাতৃ-শূর>ভাইশুর>ভাসুর, দেবতার্থক সুর শব্দের সঙ্গে অলীক সামঞ্জস্য হেতু 'শূর'-এর স্থলে সুর।

**জীও**—জীব>জীর>জীও—জীবন।

**হল্যা**—হইলা—পুঁথিতে (গ-স ৪৯৯৩) এই ক্রিয়াপদগুলির বানান প্রায় আদ্যোপান্ত এই রকমই আছে, এই সঙ্কলনেও পুঁথির বানান রক্ষা করা হইয়াছে। রাঢ় অঞ্চলের প্রাদেশিক উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, উচ্চারণের দিক্ দিয়া এই বানান সমর্থনযোগ্য।

**জলছড়া**—জলের ছড়া অর্থাৎ ছিটা।

**মড়া**—মৃত>মড়>মড়া।

**নাচুনি**—নর্তকিনী>নচ্চইণী>নাচনী, নাচুনী, এখানে বেহুলাকেই নাচুনী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

**ধোবিনী**—এখানে নেতাকে বুঝাইতেছে। স° ধাব (মার্জনে)>হি° ধোব (প্রক্ষালন), বা° ধোবা—বস্ত্র-প্রক্ষালনকারী, স্ত্রীলিঙ্গে ধোবানী, ধোবিনী, ধোপিনী।

**তিরপিনী**—স° ত্রিবেণী, অর্ধ-তৎসম শব্দ; মধ্যযুগের বাংলায় কিংবা লোক-সাহিত্যের সর্বত্র 'ত্রিপিনী' বলিয়াও উল্লিখিত। তু° 'গুরু হে, একটি কথা শুনেছিলাম ত্রিপিনীর মাঠে।'—নাথ-সঙ্গীত। ত্রি+আপনী (ত্রিপথগা) হইতেও শব্দটি উদ্ভূত বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। হুগলী জিলায় মগরা ষ্টেসনের নিকটবর্তী প্রাচীন তীর্থস্থান, মুক্ত ত্রিবেণী অর্থাৎ গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী এখান হইতে ত্রিধারায় মুক্ত হইয়া সমুদ্রাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া খ্যাত ছিল। তীর্থস্থান বলিয়া স্বর্গপুরকে এখানে ত্রিবেণীর সঙ্গে অভিন্ন কল্পনা করা হইতেছে।

**সভা**—সর্ব>সব্ব>সভ, মধ্যযুগের বাংলায় সাধারণ নিয়মানুযায়ী পূর্ববর্তী স্বর দীর্ঘ না হওয়ায় এখানে পরবর্তী অল্প প্রাণ ব্যঞ্জন মহাপ্রাণে পরিণত হইয়াছে; সভ+আর (<কার) সভার, সকলের।

**নায়ক**—যাঁহার গৃহে মঙ্গলগানের অনুষ্ঠান হয় তাঁহাকে নায়ক বা নায়েক বলা হয়। প্রধান, পূর্বে সম্ভবতঃ গ্রামের প্রধান বা মাতব্বর শ্রেণীর লোকের গৃহেই মঙ্গলগানের যে অনুষ্ঠান হইত, তাহা হইতেই এই শব্দটি আসিয়া থাকিবে। পূর্বে দ্রষ্টব্য।

**বরদায়**—বরদাত্রী, বরদা, ছন্দানুরোধে বরদায়।

**বল্যে**—বলিয়া, রাঢ়ের প্রাদেশিক উচ্চারণ।

CENTRAL LIBRARY



**সঙরিল**—স্মরিল > সমরিল > সঙরিল, স্মরণ করিল।

**আল্যা**—আসিল, আইল, আধুনিক বাংলায় এ'লো।

**ডাড়াল্যা**—যে পুথি হইতে এই অংশ সঙ্কলন করা হইয়াছে (গ-স ৪৯৯৩) তাহার সর্বত্র 'দাঁড়াইল' স্থলে 'ডাড়াল্য' পাঠ আছে। মূর্ধন্য বর্ণ উচ্চারণ-প্রবণতা রাঢ়ের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য, সেইজন্য এখানেও 'দ' স্থলে 'ড' উচ্চারিত হইয়াছে। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনও রাঢ়ে লিখিত পুথি, কিন্তু তাহাতে 'দাঁড়াইল' কিংবা 'দাঁড়ান' স্থলে কোথাও 'দ'-র পরিবর্তে 'ড' লেখা হয় নাই। তু° 'লুনীর পুতলী যেহ্ন বড়ায়িল, রোদে দাণ্ডায়িলেঁ মিলাওঁ।'—বড়ু চণ্ডীদাস।

**আনল**—অনল; বিষমীকরণের (dissimilation) নিয়মে 'অ' স্থানে 'আ'র আগম হইয়াছে। তু° 'সুখের লাগিয়া এ ঘর বান্ধিনু আনলে পুড়িয়া গেল।'

**আরতি**—স° আর্তি, স্বরভক্তিতে 'আরতি'—আদেশ; প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলায় শব্দটির ব্যাপক প্রয়োগ আছে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শব্দটি কাতরতা শব্দে ব্যবহৃত, আদেশ অর্থে ও শব্দটির প্রাচীন প্রয়োগ পাওয়া যায়; যথা—'সুনিঞা রাধার আরতী, কাহাকেহো না কৈল সংহতি।'—বড়ু চণ্ডীদাস।

**বীরদাপ**—বীরদর্প, দর্প > দপ্প > দাপ।

**কটক**—সৈন্য, এখানে লক্ষ্মীন্দরের মৃত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদিগকে বুঝাইতেছে।

**বরিখয়ে**—বর্ষণ করে, বর্ষয়তি > বরষই > বরখয়ে, বরিখয়ে, ব্রজবুলিতে শব্দটির ব্যাপক প্রয়োগ আছে। তু° 'শাঙন মাহ ঘন, বিন্দু ন বরিখব সুরতরু বাঁঝকি ছান্দে।'—পদাবলী।

**আলগ রথে ইত্যাদি**—শব্দ কয়টিতে পাঠদুষ্টি আছে বলিয়া মনে হয়।

**জিতেন্দ্রিয়**—পুঁথিতে পাঠ 'জতিন্দিয়'; যতীরূপ ধারণ করিয়া, এই অর্থ বলিয়া মনে হয়।

**খিড়কি**—অর্বাচীন স° খড়ক্কী, হি° খেরকি, পশ্চাদ্দ্বার; পূর্ববঙ্গের কথ্যভাষায় খেরকি অর্থ জানালা। মধ্য-বাংলায় বাড়ীর পেছনের দ্বার অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত। তু° 'ধায় বেগে খিড়কীর পথে।'—মুকুন্দরাম।

**বাপা**—বাপ (< √বপ্ ?) + আ স্নেহার্থক বা° প্রত্যয়, বাপা; তু° 'সোনারূপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পিতল।'—মুকুন্দরাম।

**আমার**—পুথিতে (গ-স ৪৯৯৩) এই শব্দটির পাঠোদ্ধার করা যায় নাই; অনুমান করিয়া 'আমার' শব্দটি গ্রহণ করা হইয়াছে।

**আনিঞা**—আ-নী + ত্বা (> ইয়া), অনুনাসিক ধ্বনি পূর্ববর্তী বর্ণ হইতে সংক্রমিত হইয়া অন্ত্যবর্ণে যুক্ত হইয়াছে। অসমাপিকা ক্রিয়ার অন্ত্যবর্ণে অনুনাসিক উচ্চারণ রাঢ় অঞ্চলের একটি প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্য বলিয়া পূর্ববর্তী বর্ণ অনুনাসিক না হইলেও অন্ত্যবর্ণ অনুনাসিক যুক্ত হয়।

**নিত**—নিত্য > নিত্ত > নিত, নিতি, নিতু—সাধারণতঃ এই শব্দগুলি পদ্যেই ব্যবহৃত হয়।

**ভখিয়া**—√ভক্ষ্, ভক্ষয়িত্বা > ভক্খইঅ > ভখিয়া; তু° 'পুত্রশোকে মৈল রাণী ভখিয়া গরল'—ঘনরাম।

**তমু**—তবু।

**নাটুয়া**—নতক > নট্টঅ > নাটুয়া—নট, নর্তক।

**ঝাট**—অর্বাচীন সংস্কৃত 'ঝটিতি' হইতে।

**লড়**—√লড় (কম্পনে, উৎক্ষেপনে)—দৌড়; এই অর্থে 'বড়' শব্দও মধ্যযুগের বাংলায় প্রচলিত ছিল। তু° 'এত বলি লড় দেই ধরে সর্বগণে।'—বৃন্দাবনদাস। ঢাকা অঞ্চলের কথ্য ভাষায় এই অর্থে 'লড়' শব্দটি এখনও ব্যবহৃত হয়

CENTRAL LIBRARY



**আস্য**—আইস, এসো।

**ইন্দ্ররায়**—ইন্দ্ররাজ > ইন্দ্ররায় > ইন্দ্ররায় ; দেবরাজ ইন্দ্র।

**দেখিঞা**—রাঢ়ের উচ্চারণে অসমাপিকা ক্রিয়ার অন্ত্যস্বর অনুনাসিক যুক্ত হয় বলিয়া 'ঞ' যুক্ত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'ঞ'র পরও চন্দ্রবিন্দু যুক্ত হইয়াছে। তু° 'তোহ্মারে দেখিঞ্ঁা মোরে পাঞ্চশরে মারে।'—বড়ু চণ্ডীদাস।

**ডেক্যা**—পুথির পাঠ 'ডেক্যা'—দেখ্যা (দেখিয়া) বা দেখে অর্থ। বিষ্ণু পালের পুথিতে শব্দের আদিস্থিত 'দ' অনেক স্থলেই 'ড' হইয়াছে। তু° 'ডাঁড়ালা' (পূর্বে দ্রষ্টব্য)।

**কাছ**—নৃত্যকালীন বেশ, স° কক্ষ > কচ্ছ > কাছ, কাচ ; তু° 'বলিলেন প্রভু কাচ সজ্জ কর গিয়া।' —বৃন্দাবনদাস। নটনটীর বেশ ধারণ করিয়া নৃত্য করাকেও কাচ করা বলা হয় ; তু° 'ঢাকার কালী-কাচ' ; (কালীনৃত্য) তু° 'গদাধর কাচিবেন রুক্মিণীর কাচ।'—বৃন্দাবনদাস।

**কোঁঙর**—কুমার > কুর্‌ার > কুঙর, কুঁঙর, পরবর্তী বর্ণ হইতে আদ্যবর্ণে অনুনাসিক ধ্বনি সংক্রমিত (contaminated) হইয়াছে। কুঙর বা কুমার অর্থে এখানে অনিরুদ্ধকে বুঝাইতেছে।

**স্বাকে ইত্যাদি**—পথির পাঠ এই প্রকার, ইহার কোন সঙ্গত অর্থ করা যায় না।

**নেট্যা**—নটী, তুচ্ছার্থে নেট্যা।

**ডণ্ড**—দণ্ড ; পুথিতে শব্দের আদিস্থিত 'দ' প্রায় সর্বত্রই 'ড' লিখিত হইয়াছে।

**আণ্ডুর পাণ্ডুর**—সর্পের নাম।

**বিগুত্যা**—সর্পের নাম, কোন কোন মনসা-মঙ্গলে 'বিষতিয়া বোড়া' বলিয়া যাহার উল্লেখ আছে, সম্ভবতঃ ইহা তাহাই।

**মাধাই**—পুথিতে পাঠ 'মাদাই' ; পরে একবার 'মাধাই' শব্দের উল্লেখ আছে বলিয়া এখানেও মাধাই পাঠই গৃহীত হইয়াছে। মনসার নাগরথের চালক।

**ডাঁড়ায়**—পুথিতে চন্দ্রবিন্দু নাই ; অর্থ দাঁড়ায়।

**অনি**—অনিরুদ্ধ।

**ছাদনী**—পুষ্পের ছাদনী এখানে মিলন বা বিবাহ অর্থে ব্যবহৃত, কিন্তু কি ভাবে যে শব্দ দুইটির এই অর্থ হয়, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে না।

**বাসাঘর**—বাসঘর, বাসর ; এখানে 'বাসর ঘর' পাঠ গ্রহণ করা যায় না ; কারণ, 'বাসর' ও 'ঘর' প্রাচীন বাংলায় একার্থবাচক শব্দ।

**গোহত্যা ইত্যাদি**—মনসাকে দিয়া বেহুলা এখানে তিন সত্য করাইয়া লইতেছেন। অন্য কোন মনসা-মঙ্গলে এই প্রকার উল্লেখ নাই।

**কুণ্ডু**—কুণ্ড শব্দের আদিস্বরের প্রভাববশতঃ পরবর্তী 'অ' ধ্বনি 'উ'তে পরিণত হইয়াছে।

**কুড়্যা**—খুঁড়িয়া, স° কুট > কুড় > কুড়্ + ইয়া।

**মাথাল্যা**—মাথায় করিল বা গ্রহণ করিল ; নাম ধাতু।

**তাথে**—তা'তে, তাহাতে, তাথে।

**অগ্নিট**—অগ্নিটা এই অর্থে রাঢ়ের কথ্য ভাষার প্রয়োগ।

**আগু**—অগ্র—অগ্গ > আগ, আগু—অগ্রে।

CENTRAL LIBRARY



**কথুই**—কোথাও, উচ্চারণ বিকৃতিতে 'কথুই'।

**পান, সম্বর্ধনা জ্ঞাপনে**—পান দিয়া অতিথিকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিবার রীতি বাংলা ও বাংলার বাহিরে বহুকাল যাবৎ প্রচলিত ছিল। ভেনিসদেশীয় পর্যটক Manucci ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে সৌরাষ্ট্রের সুরাট নগরে আসিয়াছিলেন; তিনি লিখিয়াছেন—

"It is an exceedingly common practice in India to offer *betel* leaf by way of politeness, chiefly among the great men, who, when anyone pays them a visit, offer betel at the time of leaving as a mark of good will, and of the estimation in which they hold the person who is visiting them. It would be a great piece of rudeness to refuse it" (Penzer, viii, p. 269).

এই রীতি পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, বিশেষতঃ মালয় উপদ্বীপ হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে; কারণ, নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে, এই প্রথা মালয় উপদ্বীপে কতখানি বদ্ধমূল হইয়াছিল—

"The great importance of betel as a pledge of courtesy, hospitality and good-fellowship entered so much into the social life of the Malays, that definite fines were enumerated in the Malaya Code for any such breach of etiquette" (ibid, 290).

"R. O. Winstedt says that the betel quid was the Malay Valentine, 'and the highest favour that could be bestowed on a subject from a prince's hand, or rather mouth'" (ibid, 291).

মধ্যযুগের বাংলাদেশে পান সম্পর্কিত আর একটি প্রথা প্রচলিত ছিল বলিয়া জানিতে পারা যায়; তাহা এই—কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কাহাকেও যদি কোন কার্যের জন্য আদেশ দিতেন, তবে তাহাকে আহ্বান করিয়া তাহার সম্মুখে কিছু পান রাখিয়া দিতেন; আহূত ব্যক্তি সেই পান গ্রহণ করিলে বুঝিতে পারা যাইত যে, সে আদেশ পালনে সম্মত হইয়াছে, অন্যথায় সে পান গ্রহণ করিত না, অবশ্য ইহাতে আদেশকারীর চরম অপমান হইত। এই রীতিটি আর কোনও অঞ্চলে প্রচলিত আছে কিনা, তাহা অনুসন্ধানের বিষয়।

**চৌদ্দখানি ডিঙ্গা**—পশ্চিমবঙ্গের মনসা-মঙ্গলের কবিদিগের মধ্যে একমাত্র বিষ্ণু পালই এখানে চাঁদ সদাগরের ডিঙ্গার সংখ্যা চৌদ্দ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; এই অঞ্চলের অন্যান্য কবি তাঁহার ডিঙ্গার সংখ্যা চণ্ডীমঙ্গলের অনুকরণে সাত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার কারণ, বিষ্ণু পালের উপর মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কোন প্রভাব অনুভব করা যায় না।

**কালিনীর দহ**—কালীদহ, যেখানে চাঁদ সদাগরের চৌদ্দ ডিঙ্গা ডুবিয়াছিল।

**যায়া**—যাইয়া, √যা + ইয়া—স্বর-সঙ্কোচের নিয়মে (vowel contraction)র জন্য 'ই'র উচ্চারণ হয় নাই।

**হঞা**—বিষ্ণু পালের এই পুথির (গ-স ৪৯৯৩) সর্বত্র অসমাপিকা ক্রিয়াপদের অন্ত্যস্বরে অনুনাসিকযুক্ত আছে। বলা বাহুল্য, রাঢ়ের উচ্চারণে অসমাপিকা ও কোন কোন সময় সমাপিকা ক্রিয়াপদেরও অন্ত্যস্বরে অনুনাসিক ব্যবহৃত হয়। অন্ত্যস্বর হইতে এই অনুনাসিক ধ্বনি কখনও কখনও পূর্ববর্তী বর্ণেও যুক্ত হইয়া আসে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথিতেও সর্বত্র অনুনাসিকের অনুরূপ ব্যবহার পাওয়া যায়, যথা—'ধরিহ মোর মুগতী রাধার হর্ষ। সংহতী চলি জাইহ মথুরার হাটে।'—বড়ু চণ্ডীদাস। বলা বাহুল্য, ইহাতেও রাঢ় অঞ্চলেরই কথ্যভাষার বৈশিষ্ট্য রক্ষা পাইয়াছে।

**লঞা**—'হঞা'র টীকা দ্রষ্টব্য।

CENTRAL LIBRARY



**লেঙ্গুড়**—লাঙ্গুল > লাঙ্গুড় > লেঙ্গুড়, লেজ, পূর্ববঙ্গের চলিত কথায়ও 'লেঙ্গুড়' শব্দ ব্যবহৃত হয়।

**ঘুরাঞা**—√ঘুর্ + ণিচ্ ইয়া—ঘুরাইয়া, 'হঞা' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

**সুহেল্যা**—শল্য ? ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া বা magic.

**আড়িতে**—আড়ি দ্বারা, যাহা দ্বারা এক আড়ি বা তিন কাঠা পরিমাণ ধান মাপা যায় তাহাকে আড়ি বলে। পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ অঞ্চলেও শব্দটির প্রচলন আছে। তু° 'যে সোম শুক্রে পরে শাড়ী, ধন হয় তার আড়ি আড়ি'—প্রবচন।

**বারি, মনসার**—ঘট, মনসার বারি শব্দের অর্থ মনসাপূজার ঘট। জল বা বারির আধার বলিয়া সম্ভবতঃ ইহার নাম বারি।

**দহ**—হ্রদ > *দহর > দহ, বর্ণ-বিপর্যয়।

**গোদাএ**—কর্তৃকারকে 'এ' বিভক্তি, স° এন > এঁ > এ।

**হাথ**—হস্ত > হথ > হাথ; হাত, হাথ শব্দ প্রাচীনতর প্রয়োগের নিদর্শন, তু° 'হাথেরে কাঙ্কণ মা লেউ দাপন।'—বিদ্যাপতি; 'আহ্লার হাথত দেহ কিছু ফুল পানে।'—বড়ু চণ্ডীদাস।

**কুঙর**—কুমার > কুঁর > কুঙর—পুত্র।

**বাসোঘর**—বাসর ঘর, সম্ভবতঃ পাঠদুষ্টিবশতঃ বাসর 'বাসো' হইয়াছে।

**শলা**—স° শলাকা, কিন্তু শব্দটি মূলতঃ অষ্ট্রিক ভাষা হইতে সংস্কৃতে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। কারণ, ভারতের বহির্ভূত অষ্ট্রিক ভাষার কোন কোন শাখায় শব্দটিকে 'হালি', 'হলে', 'সলক' 'সুক', 'সুক', 'সু', 'স্ল', 'ল' ইত্যাদিরূপে পাওয়া যায়। (P. C. Bagchi, op. cit., p. viii).

**কুণ্ডে ঝাঁপ দিল উষা ইত্যাদি**—সহমরণ একটি অতি প্রাচীন ইন্দো-জার্মাণিক রীতি বলিয়া অনেকে মনে করেন। ভারতের বাহিরে প্রাচীন ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যে ইহার ব্যাপক প্রচলন ছিল। প্রাচীনকালে সমাজের কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যু হইলে, তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় তাহার ইহলোকের সমগ্র ভোগ্যসামগ্রী পরলোকেও তাহার সঙ্গে পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করা হইত। এই সকল দ্রব্যাদি তাহার চিতায় কিংবা কবরে স্থাপন করা হইত, স্ত্রী এবং দাসদাসীদিগকে হত্যা করিয়া তাহাদের দেহ চিতা কিংবা কবরে স্থাপন করা হইত। এইভাবে মৃতের এক বা একাধিক স্ত্রী তাহার সঙ্গে মৃত্যুবরণ করিত। পরলোকে গিয়াও স্ত্রীগণ মৃত স্বামীর সেবা করিতে পারিবে, এই বিশ্বাস হইতেই এই রীতির উদ্ভব হইয়াছিল। তারপর কালক্রমে দেশভেদে তাহা নানারূপ লাভ করিয়াছে, ভারতবর্ষে তাহাই সতীদাহ-প্রথারূপে পরিণতি লাভ করিয়াছিল।

খৃষ্টপূর্ব ইউরোপে হিরুলী (Heruli) নামক এক জাতি বাস করিত। তাহারা টিউটনিক (Tutonic) জাতিরই একটি শাখা। তাহাদের মধ্যে বহু প্রাচীন সামাজিক প্রথার অস্তিত্ব ছিল; কারণ, ইউরোপীয় অন্যান্য উপজাতি হইতে তাহারা অনেকাংশেই রক্ষণশীল ছিল। তাহাদের মধ্যে স্বামীর চিতায় পত্নীর 'আত্মহত্যা' করিয়া মৃত্যুবরণ করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। খৃষ্টীয় তৃতীয় হইতে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে এই জাতি ইউরোপের সুইডেন হইতে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে; তাহাদের সঙ্গে ইউরোপের এক বিস্তৃত অঞ্চল ব্যাপিয়া এই প্রথা প্রসার লাভ করে। স্কাণ্ডানাভিয়ায় এই রীতি সুপ্রচলিত ছিল বলিয়া জানিতে পারা যায়। ব্যালটন্ নামক একজন পণ্ডিত বলিয়াছেন, 'The fact that in Slavonic lands, a thousand years ago, widows used to destroy themselves in order to accompany their dead husbands to the world of spirits, seems to rest on incontestable evidence.' এই রীতি প্রাচীন গ্রীকদেশেও প্রচলিত ছিল বলিয়া জানিতে পারা যায়—গ্রীকদেশের প্রাচীন কাহিনীতে এই বিষয়ক কয়েকটি বিবরণ উল্লিখিত আছে।

প্রাচীন মিশরেও এই রীতি প্রচলিত ছিল। 'Several bodies of women were found in the tomb of Amenhetep II at Thebes, which proves that in the eighteenth

CENTRAL LIBRARY



dynasty favourite wives were either poisoned, strangled or allowed to commit suicide, so that their spirits might go to their husband in the other world and continue their wifely service to him.'

কোন কোন পরবর্তী রাজা এই প্রথার পুনরভ্যুত্থান করাইবার প্রয়াস পাইলেও মিশরের ইহা একটি অতি সুপ্রাচীন রীতি ছিল, পরবর্তী কালে ইহার পুনরভ্যুত্থান আর সম্ভব হয় নাই। কারণ, পরবর্তী যুগে দেখিতে পাওয়া যায় যে, জীবিত দাসদাসীর পরিবর্তে তাহাদের মৃত্তিকা, কাষ্ঠ কিংবা প্রস্তরনির্মিত প্রতীক্ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের কবরের মধ্যে স্থাপন করা হইত। প্রাচীনতর যুগে এই সকল ক্ষেত্রে তাহাদিগকে হত্যা করিয়া তাহাদের প্রভুর মৃতদেহের পার্শ্বে আনিয়া স্থাপন করা হইত। বিস্মৃত যুগের এই প্রথার অনুসরণ করিয়া ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে আফ্রিকাতে একটি সহমরণের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তাহাতে দক্ষিণ-নাইগেরিয়ায় ওয়োর রাজার মৃত্যু হইলে তাহার চারিজন ভৃত্য ও ৪২ জন স্ত্রীকে হত্যা করিয়া তাহাদের মৃতদেহ মৃত রাজার কবরের মধ্যে স্থাপন করা হইয়াছিল। চীনদেশ ও বলিদ্বীপে এই রীতি প্রচলিত ছিল বলিয়া জানিতে পারা যায়। সম্ভবতঃ ভারতবর্ষ হইতেই বলিদ্বীপে এই প্রথা নীত হইয়া থাকিবে।

ঋগ্বেদের অন্ত্যেষ্টি সূক্ত (Funeral Hymn) হইতে জানিতে পারা যায় যে, প্রকৃত সহমরণ বলিতে যাহা বুঝায়, ভারতে নবাগত আর্যদিগের মধ্যে তাহার প্রচলন লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল; তাহার পরিবর্তে তাহার একটু সামান্য নিদর্শন মাত্র অবশিষ্ট ছিল—মৃত ব্যক্তির স্ত্রী তাহার সঙ্গে চিতায় শয়ন করিত, কিন্তু চিতায় অগ্নিসংযোগ করিবার পূর্বেই দেবরের হাত ধরিয়া সেখান হইতে উঠিয়া আসিত। অতঃপর দেবরের সঙ্গেই তাহার পুনরায় বিবাহ হইত। ইহা হইতে মনে হয়, আর্যগণ যে দেশ হইতে কিংবা যে সব দেশের উপর দিয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, সেখানে সহমরণ-প্রথা প্রচলিত ছিল এবং তাঁহারাও একদিন এই প্রথা সম্পূর্ণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তারপর নিজেদের সমাজে স্বজাতীয় স্ত্রীলোকের ক্রমবর্ধমান অভাবের জন্যই হউক, কিংবা অন্য কোন কারণেই হউক, সেই প্রথা পরিত্যক্ত হইয়া তাহার পরিবর্তে উল্লিখিত প্রথাটি মাত্র তাহার নিদর্শনস্বরূপ বর্তমান ছিল। কালক্রমে ভারতবর্ষে আসিয়া তাহাও পরিত্যক্ত হইয়া গিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে এই প্রথার পুনরুত্থান হইয়াছিল। এই দেশে ইহার পুনরুত্থানের মূলে পরবর্তী কালে বাহির হইতে আগত কোন জাতির প্রত্যক্ষ প্রভাব বর্তমান ছিল বলিয়া মনে হয়। কেহ কেহ মনে করেন, এই বহিরাগত জাতি সূর্যোপাসক পারসিক বা স্কাইথীয় জাতি ভিন্ন আর কেহই নহে। যাহাই হউক, এই বিষয়ে নিশ্চিত করিয়া কিছুই বলিবার উপায় নাই। অল্প দিনের মধ্যেই ভারতের কোন কোন অঞ্চলে উচ্চতর হিন্দুসমাজের মধ্যে এই প্রথা অত্যন্ত উগ্ররূপ ধারণ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিল।

বাংলাদেশের উচ্চতর সমাজের মধ্যে যে এই প্রথা প্রাচীন ও মধ্যযুগের মত বাধ্যতামূলক ও ব্যাপক ছিল না, মনসা-মঙ্গলেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। চাঁদ সদাগরের ছয় বিধবা পুত্রবধূ তাঁহার গৃহেই বাস করিতেছিল এবং এ'কথাও সত্য যে, এইজন্য সমাজে তাঁহার স্থান এতটুকুও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। তাহা হইলে মনসাদেবী তাঁহার হাত হইতে পূজা পাইবার জন্য এত আগ্রহ প্রকাশ করিতেন না।

মধ্যযুগে বাংলায় সহমরণ-প্রথাটি কোথাও বাধ্যতামূলক ছিল বলিয়া মনে হয় না, বরং স্ত্রীর ইচ্ছাধীন ছিল বলিয়াই মনে হয়। লখীন্দরের মৃত্যু হইলে চাঁদ সদাগর বেহুলার কাছে জানিতে চাহিলেন,

বধূর ঠাঁই জিজ্ঞাস কর কি আছে সাহস।
লখাইর সনে পুড়িয়া মরুক ঘুচুক অপযশ ॥—বিজয়গুপ্ত

যাঁহার গৃহে ছয় বিধবা বাস করিতেছে, তাঁহার এই প্রশ্ন কেবলমাত্র সাময়িক চিত্তবিক্ষোভজনিত, কোন স্থায়ী সামাজিক প্রথার প্রতি আনুকূল্যজাত নহে। কুণ্ডমধ্যে সহমরণের চিতা প্রস্তুত করা সম্পর্কে ভূমিকায় বিষ্ণু পালের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

CENTRAL LIBRARY



# নারায়ণ দেব

**বুইন**—ভগ্নী, ভগিনী>বহিনী>বইনী, বুইন; পরবর্তী বর্ণ 'ই' থাকাতে স্বর-সমনুয়ে পর্ববর্তী স্বর 'অ' 'উ'তে পরিণত হইয়াছে। ভগ্নী।

**বিধুবা**—বিধবা; পূর্ব-ময়মনসিংহের প্রাদেশিক উচ্চারণে বিধুবা; স্বর-সমনুয়ের দৃষ্টান্ত, পূর্ববর্তী স্বর 'ই' থাকাতে পরবর্তী স্বর 'অ'র স্থলে 'উ' হইয়াছে। স্বর-সঙ্গতির (vowel harmony) নিয়মে 'ই'র পর 'উ' কিংবা 'উ'র পর 'ই' স্বর উচ্চারিত হয়।

**সোনাঞি**—সনকা, সনা + আই—সনাই, আনুনাসিক সংক্রমণে (nasal contamination) সোনাঞি, পূর্ববর্তী অনুনাসিকের ধ্বনি পরবর্তী বর্ণে সংক্রমিত হইয়াছে।

**চান্দরে**—চাঁদ (সদাগর)কে; কর্মকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তির 'রে' প্রত্যয় আপেক্ষিক প্রাচীনত্বের পরিচায়ক।

**চান্দরে বুলিছে বাপ**—চাঁদ সদাগরকে পিতৃসম্বোধন করিয়াছে; স্বামীর সম্পর্ক তাঁহার সঙ্গে অস্বীকার করে এই অর্থ।

**বুলিছে**—√ব্রূ>বোল্ল>বুল্(+ইছে<অচ্ছ)।

**দিসা**—দিশা, সং দিশ্, দিক্, এখানে লক্ষ্য।

**তোমাক**—তোমাকে; দ্বিতীয়া বিভক্তির 'ক' প্রত্যয় অপেক্ষাকৃত প্রাচীনত্বের পরিচায়ক। আধুনিক রূপ 'কে'।

**নেঙ্গা**—চাঁদ সদাগরের ভৃত্য। আরও কোন কোন মনসা-মঙ্গলে এই নাম পাওয়া যায়।

**বোলম**—√ব্রূ>বোল্ল>বোল+ম (<হমম্<হকম্<অহকম্) বোলম; 'বোলোঁ'র প্রাচীনতর রূপ।

**ঠাউরাইন**—ঠাকুরাণী; পুত্রবধূগণ পূর্ব-ময়মনসিংহ অঞ্চলে শাশুড়ীকে 'ঠাউরাইন' বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে।

**দেওর**—সং দ্বি (দ্বিতীয়) বর>দেবর>দেওর; বৈদিক যুগে আর্যসমাজেও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিধবাকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহ করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল বলিয়া দেবরকে দ্বিতীয় বর বলা হইত। ইংরেজিতে এই প্রথাকে levirate বলে।

**দাড়াইব**—দাঁড়াইব; পূর্ববঙ্গের উচ্চারণে চন্দ্রবিন্দুর অভাব থাকাতে কোন পুথিতেই চন্দ্রবিন্দুর যথাযথ ব্যবহার পাওয়া যায় না।

**ভাও**—সং ভাব>ভাব>ভাও—রীতি।

**হবিলাসে**—অভিলাষে, শব্দের আদিবর্ণ শ্বাসযুক্ত (aspirated) করিয়া উচ্চারিত হইবার জন্য পরবর্তী বর্ণ অল্পপ্রাণ (deaspirated) করিয়া উচ্চারিত হইয়াছে। তৎসম শব্দের প্রাদেশিক উচ্চারণ বিকৃতির দৃষ্টান্ত মাত্র।

**ঠাট**—সজ্জা, দেশী শব্দ; কিংবা সং স্থা (?) >হিং ঠাট।

**মাঝি**—নৌকাচালক, কোল-মুণ্ডা সমাজে গ্রামের প্রধান ব্যক্তিকে মাঝি বলা হয়। শব্দের ব্যুৎপত্তি অনিশ্চিত। কোন অনার্য ভাষাগত শব্দ হইবে।

CENTRAL LIBRARY



**মুধা**—ফা° মিনুধা, ও° মুধা, হি° মিধা —পাইকের সর্দার।

**কাটানি কাটিয়া**—সূতা কাটিয়া; কর্ত>কট্ট>কাট + 'আনি' দেশী প্রত্যয়, যাহা দ্বারা সূতা কাটা যায়, চরকা।

**ভাগীসাজি**—ভাগীদার, অংশীদার ও সাজিদার সহযাত্রী।

**তাম্বুল**—স° তাম্বুল, বা°*তাবল (তুলনীয় তামলী, যে তাম্বুলের ব্যবসায় করে)। কেহ কেহ মনে করেন, তাম্বুল শব্দটি মূলতঃ কন্দল প্রভৃতি শব্দের মত দ্রাবিড় ভাষা হইতে আসিয়াছে; আবার কেহ মনে করেন, শব্দটি মূলতঃ অষ্ট্রিক (Austro-Asiatic) ধাতু 'বুল্' এর সহিত 'তম্' উপসর্গযুক্ত হইয়া গঠিত হইয়াছে; পরে তাহা সংস্কৃত ভাষায় গৃহীত হইয়াছে। Prof. Przyluski দেখাইয়াছেন, তাম্বুলের 'বুল' ও অষ্ট্রিক প্রত্যয় 'বালু'তে কোন পার্থক্য নাই। 'বালু' অর্থে যাহা গুটান (roll) যায়। সেইজন্য অষ্ট্রিক সকল ভাষাতেই তাম্বুল বুঝাইতে এই সকল শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা—balu, mluv, bolou, melu, mlu, blu, plu ইত্যাদি। বৌদ্ধগানে তাম্বুল শব্দটি একবার মাত্র ব্যবহৃত হইয়াছে—'হিম ঢাঁবোলো মহাসুহে কাপুর খাই।' শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ইহার অত্যন্ত ব্যাপক ব্যবহার রহিয়াছে—

'পুনরপি যাহা প্রাণের বড়ারি,
তাম্বুলে ভরায়া ডালি।'

'কর্পূর বাসিত তাম্বুল বদনে
হাথে কনকের বাঁশী।'

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেই সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় তাম্বুল অর্থে পান শব্দটির ব্যাপক ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

আরবী ও ফারসীতেও এই শব্দটি গৃহীত হইয়াছে, যথা আরবী 'তাম্বোল্', ফারসী 'তম্বোল', 'তম্বুল'। মালয়ালাম্ ভাষায় এই সম্পর্কে 'বেট্টিল' কথা ব্যবহৃত হয়। তামিল ভাষায় 'বেট্টিলও'। পর্তুগীজগণ যখন সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে আসিল, তখন মালয়ালাম্ ভাষা হইতে 'বেট্টিল' শব্দটি তাহারা নিজেদের ভাষায় গ্রহণ করিল, কারণ, তাহাদের ইহার কোন প্রতিশব্দ ছিল না। পর্তুগীজ ভাষায় ইহা 'betre' এবং 'betle' রূপে লেখা হইত, তাহা হইতে ইংরেজি ভাষায় betel শব্দটি ক্রমপরিণতি লাভ করিয়াছে। (betel শব্দের অর্থ তাম্বুল বা পান এবং areca nut শব্দের অর্থ গুয়া বা সুপারি। অতএব সুপারি কিংবা কোন অর্থেই betel nut কথার ব্যবহার শুদ্ধ নয়।)

**বামে সর্প ইত্যাদি**—যাত্রাকালে বামে সর্প ও দক্ষিণে শৃগাল অমঙ্গলসূচক। তু° 'দক্ষিণে আছিল সর্প বামে লড়ালড়ি'—বিজয়গুপ্ত।

**সফর**—আ° 'সফর'; বিদেশ ভ্রমণ; তু° 'এবার সফরে পাঠাও অন্য জন।'—মুকুন্দরাম।

**বাম চক্ষু ইত্যাদি**—পুরুষের বাম অঙ্গ কম্পিত হওয়া অশুভসূচক। চাঁদের বাণিজ্যযাত্রা এখানে অমঙ্গল সূচনা করিতেছে।

**এহিত**—এইত, এখানে জোর দিয়া (emphatic) উচ্চারণ করায় 'ই' শ্বাসযুক্ত হইয়াছে।

**বৃহস্পতিবার ইত্যাদি**—বৃহস্পতিবারে দক্ষিণদিকে যাত্রা নিষিদ্ধ, চাঁদ সদাগর এই নিষেধ অমান্য করিয়া দক্ষিণদিকে যাত্রা করিবার ফলে বিপদে পতিত হইয়াছিলেন।

**লাইগ**—লগ্ন>লগ্গ>লাগ, পাদেশিক উচ্চারণে লাইগ, স্বরভক্তি (epenthesis).

**শালা**—শ্যালক>শালক>শালা। স্ত্রীর ভ্রাতা, কিন্তু অন্য কাহারও উপর এই সম্বোধন প্রয়োগ করিলে গালাগালি বুঝায়; ইহার প্রকৃত কারণ সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ স্পষ্ট বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই (*Man in India*, xxxi [1951], 66 f. n. দ্রষ্টব্য)।

CENTRAL LIBRARY



**কথা পাতি**—কথা পাড়িয়া অর্থাৎ কথা দিয়া ভুলাইয়া।

**কাল কোটর**—অন্ধকার কুঠরী, কুঠুরী, হি° কোঠ্‌রী, স° কোষ্ঠ, তু° 'প্রকোষ্ঠ'।

**কড়াকের**—কড়া এক, এক কড়া, এক কড়ার, সামান্য মূল্যের।

**তভোও**—তবুও, শ্বাসযুক্ত (aspirated) হওয়ায় 'তভো', পুনরায় 'ও' সংযুক্ত হইয়াছে।

**টোটিয়া**—স° ক্রট্‌>টুট>টুট+ইয়া। প্রকৃত পাঠ টুটিয়া।

**না যায় খণ্ডন**—অন্যথা হয় না।

**যথেক**—যত, অন্ত্যবর্ণ শ্বাসযুক্ত (aspirated) হওয়ার জন্য যথ+এক—যথেক।

**নালিআ**—নালিতা>নালিয়া>নালিয়া, নালা,—পাট।

**খেতত**—ক্ষেতে, অধিকরণ কারকে 'তে'র পরিবর্তে 'ত'র প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত প্রাচীনত্বের নিদর্শন; তু° 'টালত মোর ঘর নাহি পড়িবেশী।'—বৌদ্ধগান।

**বোলি**—বলি, √ব্রূ>বোল>বোল, উত্তমপুরুষ একবচনে বোলি, বুলি; আধুনিক বাংলায় 'বলি'।

**সোনাঞি**—সোনকা, সোনা+'আই' বাংলা প্রত্যয়, সোনাই; পূর্ববর্তী বর্ণের অনুনাসিক ধ্বনি অন্ত্যবর্ণে সংক্রামিত (contaminated) হওয়ার জন্য 'ই' 'ঞি'তে পরিণত হইয়াছে, অতএব 'সোনাঞি'।

**লৈক্ষণ**—পূর্ব-ময়মনসিংহের কথ্য ভাষায় স্বরভক্তি (epenthesis)-প্রবণতা দেখিতে পাওয়া যায়; যেমন, আজ>আইজ; ডাল>ডাইল; এখানেও সেই নিয়ম অনুসারেই লক্ষণ (চিহ্ন)>লৈক্ষণ; লক্ষ্মণও পূর্ব-ময়মনসিংহের কথ্য ভাষায় 'লৈক্ষণ' উচ্চারিত হয়।

**দুহাই**—দোহাই, পূর্ববঙ্গে 'ও'র সংবৃত উচ্চারণের জন্য 'ও' সর্বদাই 'উ' উচ্চারিত হয়। প্রাচীন বাংলাতেই পূর্ব-বাংলার এই উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ ছিল। তু° 'জুইনী (যোগিনী) জালে রজনী পোহায়।' —বৌদ্ধগান।

**ধর্মের দুহাই**—পূর্ববঙ্গে যদিও ধর্মপূজা কিংবা ধর্মঠাকুরের নাম অপরিচিত, তথাপি এই অঞ্চলে ধর্মের নামের দোহাই দিবার রীতির ব্যাপক প্রচলন আছে। অতএব এই ধর্ম রাঢ়ে পূজিত ধর্মঠাকুর কিনা তাহা সহজেই সন্দেহ হইতে পারে। কিন্তু মনে হয়, মনসা-মঙ্গলের কাহিনী রাঢ় হইতে আসিয়াছে বলিয়া সম্ভবতঃ তাহার সঙ্গেই এই প্রকার ধর্মের দোহাই দিবার প্রথাও আসিয়া পূর্ববঙ্গে প্রচলিত হইয়াছে। এই ধর্ম পৌরাণিক যম কিংবা ইংরেজিতে যাহাকে বলে righteousness তাহা বলিয়া মনে হয় না।

**ধর্মের ঘাট**—পশ্চিমবঙ্গের লোকশ্রুতি অনুযায়ী চাঁপাই ও বন্ধুকা নদীর তীরবর্তী ধর্মপূজার স্থান। কিন্তু এখানে তাহাই বুঝাইতেছে, কিংবা ধর্ম বলিতে সৎকার্য বুঝাইতেছে, তাহা স্পষ্ট হইতেছে না, উভয়ই সম্ভব হইতে পারে।

**খারি**—দেশী শব্দ, বংশনির্মিত পুষ্পের সাজি।

**বাদুয়া**—বাদ বা বিবাদ যে করে এই অর্থে 'উয়া' প্রত্যয়। বাদুয়া বেদিয়া নহে।

**শ্বশুর**—স্ব-শূর; স্ব অর্থাৎ নিজ পরিবারে যে শূর অর্থাৎ যে বীরত্ব দ্বারা পরিবারের নারীদিগের মর্যাদা রক্ষা করিয়া থাকে। কালক্রমে শব্দটির প্রকৃত তাৎপর্য বিস্মৃত হওয়ার জন্য ইহার বানানেও কিছু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, তাহার ফলেই শুশুর। তু° ভাসুর, ভ্রাতৃশূর>ভাইশূর>ভাশুর হওয়া উচিত, কিন্তু সুর, দেবতা বা পূজ্য শব্দের সঙ্গে সামঞ্জস্য কল্পনা করায় ভাসুর।

**আউলানি**—আকুলিনী (?) শোকোন্মত্তা।

CENTRAL LIBRARY



**পসার**—পণ্যশালা > পণসার > হি° পঁসার, বা° পসার, ও° পশার; তু° 'পসারী পসার ঢাকে ভাঁড়ুর তরাসে।'—মুকুন্দরাম। পণ্যদ্রব্য। অথবা—স° প্রসার। অর্থ পরিবর্তিত হওয়ার ফলে বর্তমানে পণ্যশালা বা পণ্যদ্রব্য অর্থে ব্যবহৃত।

**বোলিলা**—√ব্রু > প্রা° বোল্ল > বোল (+ ইল্ল > ইল) > বোলিল (+ অ < ক), বোলিলা, আধুনিক বাংলায় বলিল, বোল্‌ল।

**পুছ**—পৃচ্ছ > পুচ্ছ > পুছ, জিজ্ঞাসা কর; তদ্ভব শব্দ, কিন্তু বর্তমানে মুসলমানী শব্দ বলিয়া বিবেচিত হয়।

**কথ**—কত; পশ্চিম-শ্রীহট্ট অঞ্চলের উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য, কত > কথ, দ্বিতীয় বর্ণ ধ্বনিত (accented) হওয়ার জন্য 'ত' 'থ'-তে পরিণত হইয়াছে। নারায়ণ দেবের জন্মভূমি বোরগাঁও প্রায় ময়মনসিংহ ও শ্রীহট্ট জিলার সীমার উপর অবস্থিত, সেইজন্য তাহার রচনার বহুস্থলে শ্রীহট্টের উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যেরও পরিচয় পাওয়া যায়।

**কালকোট**—কাল কোটর, অন্ধকার কক্ষ যাহার।

**বাসর**—বাসগৃহ > *বাসগরহ > বাসঅর, বাসর; মধ্যযুগের বাংলায় যে-কোন বাসগৃহ বুঝাইত, আধুনিক বাংলায় অর্থ সঙ্কুচিত হওয়ার ফলে কেবলমাত্র বিবাহরাত্রে নবদম্পতির বাসগৃহকে বুঝায়।

**লৈক্ষে**—লক্ষ্যে, সন্ধানে, পূর্ব-ময়মনসিংহের কথ্য ভাষায় 'লক্ষ্য' 'লৈক্ষ্য' উচ্চারিত হয়। 'লৈক্ষণ' শব্দের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

**কপাট**—কবাট; ক (বায়ু) + বর্ত্ম ন্ (পথ) > বট্ট, বাট, কবাট (বায়ু-পথ); পূর্ববঙ্গের উচ্চারণে কপাট।

**যথ**—যত, দ্বিতীয় বর্ণ ধ্বনিত হইবার জন্য যথ; 'কথ' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

**তড়**—স° তট > তড় > তড়—তট বা তীর।

**পালঙ্গি**—পালঙ্ক, 'ক' অনেক সময় 'গ' উচ্চারিত হয়; তু° কাক > কাগ। পালঙ্গ, অধিকরণ কারকে সপ্তমী বিভক্তির 'ই' প্রত্যয় যুক্ত হইয়া পালঙ্গি—পালঙ্কে।

**ভিতরি**—ভিতরে, অধিকরণ কারকে সপ্তমী বিভক্তিতে 'ই' প্রত্যয়; তু° 'হাথির চরণে তার বান্ধিয়াছে চুলি। ছেঁচড়িয়া নিঞা বলে প্রতি কুলি কুলি॥'—কৃত্তিবাস।

**লঘুকানি**—লঘুজাতীয় বা নিম্নজাতীয় কানী বা একচক্ষুবিশিষ্টা দেবী মনসা।

**জীয়ম**—জীবামি, জীবাম, *জীবম > জীঅম > জীয়ম—বাঁচিয়া থাকিব।

**কাটারি**—কর্তরি, কর্তার (√কর্ত, কর্তনে) > কট্টরি, কট্টার > কাটারি, কাটার; কিংবা কর্ত > কট্ট > কাট + রি (< টি) ক্ষুদ্রার্থক দেশী প্রত্যয়, কাটরি, কাটারি। 'নহে মরিব আমি কাটারি করি ভর।' নারায়ণ দেবের এই পদটির সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের এই পদটি তুলনীয়—'কাটারত ভর করী ত্যজিবোঁ পরাণে।'—বড়ু চণ্ডীদাস।

**হন্তে**—অপাদান কারকের বিভক্তি, হন্তে > হঁতে, হৈতে, হইতে। ময়মনসিংহে ও শ্রীহট্ট অঞ্চলের প্রাচীন পুথিতে 'হনে' বিভক্তির ব্যাপক প্রয়োগ আছে।

**তারে দেই পান**—তাহাকে সম্মান জানাই; তাম্বুল দান করা প্রাচীন বাংলায় সম্মান-প্রদর্শনের চিহ্ন ছিল।

**খাথার**—ক্ষয়কার > খয়কার > খাকার, খাথার, খাঁথার।

**কান্ধে**—স্কন্ধে, স্কন্ধ > কন্ধ > কান্ধ, কাঁধ।

CENTRAL LIBRARY



**মুদিত**—মুদ্রিত, আচ্ছাদিত বা আবৃত।

**চৌদল**—চতুর্দোল>চউদ্দোল>চৌদোল, চৌদল।

**সোয়ার**—অশ্বার (অশ্বারোহী)—ফা° আস্‌ওয়ার>সওয়ার, সোয়ার। তু° 'ঘোড়ার সোয়ার কাজি চাহিয়া রহিল।'—মৈমনসিংহ-গীতিকা।

**জোগান**—জয়গান>জোগান; জয়ধ্বনি; অথবা 'যোগান'ও হইতে পারে; তাহা হইলে অর্থ হইবে যোগ দেওয়া। তু° 'যোগান বা যোগান দেওয়া', কার্যে সাহায্য করা।

**পয়ান**—প্রয়াণ>পয়াণ>পয়ান, প্রস্থান।

**ধামালি**—ধুম (তু° ধুমধাম বা আনন্দকোলাহল করা)+আলি বা° প্রত্যয়, ধুমালি, ধুমালি, ধামালি।

**উলাস**—স° উল্লাস>উল্লাশ>উলাস।

**পেলাউক**—প্রেরয়তু>পেলঅউ>পেলাউ+'ক' স্বার্থে পেলাউক; আধুনিক বাংলায় আদ্যবর্ণ অথবা প-ধ্বনিত (accented) হইয়া শ্বাসযুক্ত (aspirated) হইয়াছে; প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলায় প্রায় সর্বত্রই 'প'। তু° 'স্বন ভার পেলাইয়া হাটে। রাধা সঙ্গে জাএ বাটে বাটে॥'—বড়ু চণ্ডীদাস।

**দুরক্ষর**—দুঃ+অক্ষর, কঠিন কথা, শক্ত কথা, দুর্বাক্য; তু° 'শাশুড়ী বলাছে মোরে দুরক্ষর বাণী।' —বাণেশ্বর (মনসা-মঙ্গল)।

**পুনি**—পুনঃ, স্বরসঙ্গতি (vowel harmony)র নিয়মে ('উ'র পর 'ই') প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলায় প্রায় সর্বত্র 'পুনি'; তু° 'এ পুনি তোহ্মার লাজ বুঝহ অন্তরে।'—বড়ু চণ্ডীদাস।

**বড়াই**—বৃদ্ধ>বড্ঢ>বড়+আই বা° প্রত্যয়, তাহার ভাবে এই অর্থে। বড়র ভাব অর্থে 'বড়াই'—অহঙ্কার।

**মৈর্ত**—মর্ত্য; স্বরভক্তি (epenthesis)-প্রবণ পূর্ব-ময়মনসিংহের কথ্য ভাষায় মৈর্ত; এই শব্দটি এই অঞ্চলে কখনও কখনও স্বতঃ অনুনাসিকযুক্ত হওয়ার ফলে 'মঙ্ক' বলিয়াও উচ্চারিত হয়। তু° 'স্বর্গে হনুমন্ত, মঙ্কে মোকার।'—ভাইকোঁটার লৌকিক ছড়া।

**টাকিতে**—টুকিতে, এখানে টুকিয়া রাখিতে বা লিখিতে অর্থ।

**সাবধান**—স+অবধান; তু° সাবহিত (স+অবহিত), এখানে সাবধান অর্থ সতর্ক নহে।

**মৈধ্যে**—মধ্যে, 'মইধ্যে,' স্বরভক্তি; পূর্ব-ময়মনসিংহ অঞ্চলের উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য।

**উচ্ছগ্যে**—উৎসর্গে, পূজায় উৎসর্গ করে, পূর্ব-ময়মনসিংহের কথ্যভাষায় উচ্ছুগ্যে বা উচ্ছুগ্যে।

**মৈষ**—মহিষ>মইষ>মৈষ।

**খারুয়া**—সাধারণতঃ কর্মকার (কামার) জাতির লোকই বলিকরের কাজ করিয়া থাকে। এখানে শুদ্ধ পাঠ সম্ভবতঃ কামার।

**মোহন**—মোহ বা মূর্ছার ভাব; মোহ পাওয়া, মূর্ছা যাওয়া।

**বেরা কোপ**—আখালি পাখালি কোপ; পূর্ব-ময়মনসিংহের কথ্যভাষায় বেরা কোপ। চারিদিক্ বেড়িয়া কোপ অর্থে শুদ্ধ পাঠ বেড়া কোপ।

**রামবেণী**—রামবীণা, রাম শব্দ বৃহদার্থবাচক; তু° 'রামদা'—বড় দা বা কাটারি; রামবীণা সম্ভবতঃ হৃদাকার বংশী (bugle).

**ভাঙ্গড়াই**—ভাঙড়, ভাঙ্গখোড়, এই অর্থে ভাঙ্গড়+'আই' বা° প্রত্যয়।

CENTRAL LIBRARY



**বেহুলার পরীক্ষা**—প্রত্যেক দেশের প্রাচীন ও লোক-সাহিত্যে নারীর সতীত্বের বিবিধ পরীক্ষা গ্রহণ করিবার কথা উল্লিখিত আছে। ইংরেজিতে ইহাকে 'chastity test' বলে। ইহা "A test applied to women to ascertain whether or not they have been faithful to husbands or lovers. Many forms of testing are found in folklore and legend; they are generally connected with ordeal. The test by fire is the most common. The suspected woman was forced to thurst her arm into boiling water, or boiling lead, or in a flame, or forced to walk barefoot over redhot plow-shares, etc. If she was burned, she was believed to be guilty; if unscathed, innocent. In the test by water she was thrown into a body of water; if she sank, she was guilty; if she floated, innocent. According to legend, Virgil in his role as necromancer, constructed a huge brass serpent as a sort of mechanical chastity tester. A suspected woman could be tested by forcing her to place her arm in the creature's mouth. If she was guilty, the animal would close its jaws and hold her arm fast."

**জৌএর**—জতু>জউ>জৌ, জৌ-এর—গালানিমিত।

**ধন্দ**—দ্বন্দ্ব>ধন্দ>ধন্দ, সংশয়।

**পুসাএ**—পোহার; পূর্ব-ময়মনসিংহে অনেক সময় 'হ' 'স' উচ্চারিত হয়।

**মুনিস**—মনুষ্য>মনুস্স>মানুষ, মুনিষ।

**মেল্লছ**—ম্লেচ্ছ, অর্ধ-তৎসম শব্দ।

**গোরক্ষ**—গোরক্ষনাথ; ইনি নাথ বা যোগি-সম্প্রদায়ের একজন আদি সিদ্ধাচার্য বা গুরু; তিনি মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথের শিষ্য ছিলেন, কিন্তু অবশেষে গুরু অপেক্ষা জ্ঞানী হইয়া গুরুকেই যোগসাধনের উপদেশ দিয়াছিলেন।

**দেশান্তরি রূপ**—ভিন্ন দেশীয়ের রূপ।

**আভে**—অব>অব্ভ>আভ, আভে—মেঘে; তু° 'চন্দ্রসূর্য যত তারা আভেতে লুকায়।'—হরিদত্ত।

**স্তিরি**—স্ত্রী; অর্ধ-তৎসম শব্দ স্তিরি, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'তিরি'। তু° 'তিরির যৌবন রাতির স্বপন।' —বড়ু চণ্ডীদাস।

**জিগাতে**—জিগাইতে, জিজ্ঞাসা করিতে।

**হুড়কা**—দরজার খিল বা দীর্ঘ অর্গল, অর্বাচীন সংস্কৃত জড়ুক্ক হইতে (?)।

**সমরিয়া**—স্মরণ>সমরণ>সঙরণ, সঙরিয়া, সমরিয়া—স্মরণ করিয়া।

**আদিত**—আদিত্য। মনে হইতেছে, যোগি-সম্প্রদায় সূর্যোপাসকও ছিল।

**ঘরুয়া জুগী**—গৃহস্থ যোগী অর্থাৎ নাথ বা যোগধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াও যাহারা সন্ন্যাস অবলম্বন না করিয়া গৃহে থাকিয়াই যোগ সাধন করিয়া থাকে।

**কেরুয়া**—কারুকার্য, কারুশিল্প।

**সমে**—সঙ্গে।

**গারুয়াল**—গেরুয়া; গৈরিক>গেরুঅ>গেরুআ, গারুয়া+ল, গৈরিক বস্ত্র।

CENTRAL LIBRARY



**হাঁটুর গিলা**—হাঁটুর মধ্যস্থ গোলাকৃতি অস্থিবিশেষ।

**পুনাই**—পুণ্যবতী।

**আছুক**—√বা° অচ্ছ, থাকুক অর্থে, মধ্যযুগের বাংলায় ব্যাপক প্রচলন ছিল। তু° 'আছুক বিন্ধিতে কাঁড় তুলিতে নারিল।'—কাশীরাম।

**খেরুয়াল, খেড়ুয়াল**—যাহারা খেলা করে; √স° ক্রীড় > বা° খেল্, প্রাচীন বাংলা খেড়, তু° খেড়ই বহুবিধ খেড়া।'—বৌদ্ধগান। খেড় + আল বা° প্রত্যয়, খেড়আল, খেড়োয়াল, খেরুয়াল। তু° আমার খেরুয়াল যাইয়া রে, কই খইছস্ গাইয়া রে'।—পূর্ববঙ্গের হা-ডু-ডু খেলার ছড়া।

**ধাই**—ধাত্রী > ধাত্তি > ধাই, আধুনিক বাংলায় ধাই।

---

CENTRAL LIBRARY

# শব্দসূচী

## সঙ্কলন-ভাগ

[ শব্দসমূহের পার্শ্বের সংখ্যাগুলি পৃষ্ঠাসংখ্যা পড়িতে হইবে ]


অকুমারী—১০, ২৬
অক্ষেমা—১৭১
অগন—১৩২
অজাগর—১৩১
অনাদ্য—৮৬
অনীচ—২৪৭
অন্তস্পট—৪০
অবিবাহি—১৭৭, ১৭৮
অভরসা—১৬
অমহিমা—৩৩

আই—৫২, ৭৭, ২৬৯
আইল—৬৫
আউজাইল—১৪৩
আউদর চুলি—১৭৮
আউলানি—২৫৪
আওয়া—২৩০
আঁও—১৮২
আকাটা আকুট—১০০, ১০৯
আখেটি—১৬৪
আগর—৩৭, ২২৬
আগল—১৩, ২০, ৯১,
আগলী—৬৩
আগবাড়ি—২৫৫
আগা—১১
আগু—১৮১
আগুলি—১৫, ১৩৭, ২৩৩, ২৭৮
আগুসার—১৬৪, ২৭১
আগোবাড়ি—১৩২
আচুক—২৭৮
আছোক—২৩৭
আজিকুয়া—২২৮
আজু—১৪, ২৫, ৩০, ৩৬, ৪২
আটকুড়া—১৮২
আঁটকুড়ী—১৮৮
আটপে—২৪
আঠাকাঠি—১৬৪
আড়ী—১৬২
আতর—৭৮
আধান্তর—২৫, ২৭, ৪৪, ১১৩, ১২৪, ২৩০
আধালি—২২০
আধালি পাধালি—৯৯, ১২৩
আধে বাধে—৬, ২৫, ৮২, ১১৩, ১২২
আদ্য—১
আন—৩১, ৫০, ৮৫, ১৭৮, ১৭৯
আনল—১৩৮
আভ—২, ২৬৯
আয়ো—৩৫, ৩৮, ৩৯
আরতি—১৩৮, ১৮৫, ১৯৭, ২০৮, ২৪১
আলগ—১৩৯
আলাইল—২০৩
আশা—৭০
আষ্ট—১২৯

ইথে—৭৬, ১৭৮, ১৭৯, ১৮১, ১৯৬, ২০৬

উগারিয়া—২৮, ৯১
উঝা—২৩৮
উঠানি—৮
উতরোলি—১৯১
উদ্‌লা—৩৩
উদাসিনী—২৬

CENTRAL LIBRARY



উন্দুর—৮২
উপাদিক—৬৩
উফরি ফাঁফরি—১৬
উবা—২১৪
উভ—২১
উভরায়—১৩৬
উভা—২৭, ১২৫, ২৬৯
উয়ারি—৬৫, ৭৯

উনা—৯৭

একুই—১৩৬
একেশ্বর—৫, ১১, ২৮, ৫১, ৫৩
একেশ্বরী—৯, ৫০, ৯২, ২২৩
এখ—২৫৭, ২৬০, ২৬৪, ২৬৮, ২৭১
এখা—৬৭, ৬৮, ৭৫, ৮২, ১৫১
এখেক—২৫৬
এমা—৭৬
এয়ো—১৯৪
এহা—২৫৭, ২৫৮, ২৬৮
এহি—৭০, ৭২, ৭৬, ৮৮, ২৪৭, ২৫০

ওঝা—১৬৭
ওঝা—১৩, ২৭৭
ওলা—১
ওলাইল—২০১

কচালে—১৯, ৪২, ১০০
কটক—৬৭, ৭৪
কটি-খড়া—১৬
কতি—৬৩, ২৪৯
কত্তন—১৩৩
কথ—২৫৯, ২৬২
কথোক—২৬২
কনকা—২৩৬
কন্যাতি—১৯১
কমিন—৬৯, ৭৪
করণ্ডী (চিত্র)—৬৯
করণ্ডী (সাজি)—১১, ১৫, ২৪, ২৫
কাঁকাল—৮০
কাঁকালি—৮৪, ২৩৬, ২৭০
কাচ—১৩৫
কাচুনি—২
কাছিয়া—৯৩
কাজিয়ালা—৬৯
কাজিয়ানী—৭৪
কাঁজি—১৭০
কাটানি—১৪৪
কাটারি—৮, ১২৪, ২১৫
কাণ্ডার—১৪
কাতি—২৪০
কানাড়ী—২২০
কামিলা—১২৮
কামিল্যা—১৮৫, ১৮৬, ১৮৭
কালজর—৭৩
কালিয়া বিছাতি—১৯৩
কিটাইয়া—২২৮
কিরাত—১৫৩
কুইনা—১৩৭
কুঙর (কোঙর দেখ)
কুটা—৯৭
কুড়া—৮০
কুণ্ডু—১৩৭, ১৩৮
কুণ্ডা—২২১
কুপুপর—৪৬
কুবুলা—২৩৬
কুমার—২৩
কুরা—২১৯
কুলঙ্গি—১৮৬
কুলুপ—১৮৬
কেওয়া—৭
কেচা কেচা—১১৭
কেড়া—৭৮
কৈতর—৭৮, ২৬২
কৈলন—১৩৪
কোঙর, কুঙর—৮৬, ১২৭, ১৩৪, ১৩৭, ২৩৫, ২৪৪
কোচল—৯৫
কোটর—২৫৩, ২৫৪
কোরা—১১৭

ক্ষেপ—১৯
ক্ষেপিল—১২৩
ক্ষেপে—৩৯

CENTRAL LIBRARY



খইয়া—২২১
খটা—১৪২
খণ্ড-কপালী—১৭৫
খণ্ডাইতে—৩১
খাঁখার—২৫৬, ২৫৭
খাটাল—১১১
খাটালি—১৯০
খাড়ু—১৩, ৩৮, ৮০, ২৬৯
খাপর—১৫৬
খারি—২২৩
খাকয়া—২৬১
খালি (খোলের)—৩৬
খিপা—২১৪, ২১৭
খুনি—৯
খেউর—১৭২
খেওয়া—১৪
খেড়ুয়াল—২৭২, ২'৮
খেয়াতি—১৩৪, ২৪০
খেলন—১০১
খোজা—৭১
খোপ—১৩
খোম—১৫৬

গজাল—২০৬
গঙ্গ—১৯
গণা—১৬৩
গাঙ্গ—১৯, ২৭
গাঙ্গে—৬৯, ৮০
গাটিয়া—১৬১
গাঁঠিয়া—১৫৯
গাত—৮২
গাবর—১৪৪, ১৫৯
গিনা—৩৭
গুটি—৩৯, ৫৮, ৮০
গুয়া—৩৫, ৩৬
গেয়ান—১৯৪
গেরুয়াল—২৭৫
গোঞাইও—৭৮
গোটা—৮৫, ৯৮, ১০৮, ১৩২
গোঠ—৬৮
গোড়ালি—১৮৩
গোয়াইল—৩৩
গোসা—৭০, ১৪০, ১৪৯
গৌরব—১, ৫, ৩৩, ৪৮
গৌরবিত—২৭

ঘটবারি—৬৯, ৭০, ৭৭
ঘনাইতে—২৮
ঘনাইয়া—৯৬, ১০৬
ঘাটি—৯
ঘিউ—১০৮
ঘিলিক—২৭০

চলন—১০১
চাউলি—১৯১
চাওনি—৪০
চাকী—২
চান্দুয়া—৭৮
চাপড়—২৫
চুয়া—৩৭
চুর—১২, ৯৫
চেঙ্গ বেঙ্গ—৮৮, ২৫৯
চেঙ্গুড়ি—১৫৮, ১৬৪, ১৬৮, ১৬৯, ১৭৫, ১৯৯, ২০৪, ২০৫
চেতায়—৪১
চোপাড়—২৫
চৌক—১৫৪
চৌপঝ—১৯৬

ছটা—১২৫
ছাও—৫৮, ৫৯
ছাওলিয়া—৬৩
ছাওয়াল—৩১, ১৭৬, ২৫৬
ছাকুনা—১৬০
ছাদনী—১৩৭
ছাপি—১৩২
ছাপে—৯২
ছামানি—১৯৪
ছায়া-মণ্ডপ—৩৭, ৪০, ৬২, ৭৭
ছার—১২

CENTRAL LIBRARY



ঘালা—১৪
ঘুটা—৩৯
ঘুতাব—১২৮, ১৩১

ঙটা—১২, ১৪
ঙনী—৯
ঙা—২৪৮
ঙাই—৭
ঙাগরণ—১
ঙাঙাল—১৬৫
ঙাত (পাতান)—১৯৪
ঙান (ঙা)—১২২
ঙীউ—১৩৮
ঙীও—২৪০
ঙীরান—১৩১
ঙীব—৩২
ঙুন—২২৬
ঙোকার—২২, ২৩, ৩২, ৩৭, ৬২, ৬৪, ৭৮, ২৬২
ঙোপান—২৫৭
ঙো—২৬১

ঝাকরি—১৯১
ঝড়া—৯২
ঝরা—১
ঝাটে—১৫, ২৭, ৩১, ১৩১
ঝারা—১৬৬
ঝারি—৭৭
ঝাঁপা—২৪৬
ঝাঁপি—৯৩
ঝিউ—২২৮, ২৩২
ঝিয়ারী—১৭২, ১৭৯, ২১৬
ঝুপা—২১৪

টঙ্গী—৮৩, ১৩১
টাকব—১৬৬
টাকিয়া—৯৪
টুটা—৯৭, ৯৮
টেটন—২২২
টেনা—১৭৪

ঠাউরাইন—১৪৩
ঠাকুর—১৬
ঠাকুরাণী—৪২
* ঠাঙ্গা—১৮৪
ঠান—৩৫, ৩৯, ৯৪
ঠাম—১৭৩
ঠোকা—১৬৬

ডঙ্গুরা—২২৪
ডমরু—৩২
ডমরু—১৪
ডমুরা—১৬
ডহরা—১৩২
ডাগর—২২০
ডাগর—২১০
ডাঙ্গর—৯৪
ডিণ্ডিম—১৯১
ডুবাক—১৩৩
ডেকা—১৩৫
ডোমডালী—২৪৬

তক্কা—১৪৭
তছলিব—১৪৯
তড়—২১৮, ২২৪
তড়বড়ি—৯৭
তথাত—১২৯, ১৩০
তথি—৩৮, ৮৭
তড়ো—২৫৩
তরাতরি—১৯২
তাজি—৭১
তাড়—২, ৩৮, ৮০
তাড়বালা—১৭৩, ১৭৬
তানাবানা—৬৯
তিতা—৩৭
তিতিল—২০১
তিরড়ি—২০০
তিরপিনি—২৪০
তুষ বগী—১৬
তোড়ল—২

CENTRAL LIBRARY




ত্রোলাপাড়—৫৮, ১১৯
ত্রিকচ—৮৭
ত্রিপিনি—২৪৪
ত্রিপুণী—২১৭, ২২৩

থ্বানা—২৩৫
থোপ্না—২
থোপা—৯২

দক্ষিণাবর্ত—১৫৬
দড়—৮০
দঢ়—২৫৫
দত্তিম—১৯১
দহ—২৪২, ২৪৩
দাঁড়া—১৩৩
দিঠে—৪০
দীঘল—১৩, ২০, ২৭, ৯৪
দুনা—৯৫
দুরক্ষর—২৫৯
দুঁহা—১৬৫
দেউটি—১৯১
দেউড়ি—৫৬
দেউল—১৫১
দেখিলাই—৬৮
দেহারা—১৫২
দেহি (দেই)—২৫৪
দোসর—১৩, ৫৫, ৯৩, ১১৩
দ্বারাণা—২৪৭

ধ্বন্ন—৩০, ৪৩, ৪৪, ১৯৭, ২৬৭
ধাই—৭
ধাড়ী—৩
ধামনা-ডাত্তারী—৮৮, ১২৬
ধামাণী—২৫৮
ধায়্যা ধাই—২১০
ধুম্ধুমি—৯
ধুসরক্ত—১৮৮
ধিয়ান—১৮৬

নচ্ছার—৯৩
নঞান—২, ২৪২
নটিনী—২৪০
নদ্দ—১৫০, ১৫৯
নরমুণ্ড—১৭২
নর্তা—১৭১
নাঙ্গী—১৩৫
নাট—২৩১
নাটগীত—৬২, ৬৯, ১৩৭
নাটুয়া—১৩৪, ১৩৬
নাদি—৮৭
নায়ক—২৭, ৪৩, ১৩৪, ১৬২, ১৯৯, ২০৪, ২১১, ২৪০
নিকলে—৭৩
নিচল—৪০
নিতু—১৩৪
নিদান—৬০
নিদ্রালি—৫
নেউটিল—২৪
নেট্যা—১৩৬
নেত—১৩৮
নেপুর—২২৯
নেহাল—২৮, ৩২

পঞ্চমাঙ্গ—১৬৪
পয়ান—২৪
পরতক্ষ—৭৪
পরিপাটি—৯
পাইক—৬১
পাখালিল—৮
পাগ—৬৯
পাথাড়—৬৫
পাঁচরি—১৯৬
পাঁচে—১৩, ১৯, ৩১
পাঙ্গা—৭০
পাটন—১৪৪
পাটয়ার—৬১
পাটয়ারী—৬৬
পাটারী—২২৯
পাড়া—৬৭

CENTRAL LIBRARY



পাঁড়ু—১৫৬
পাতখোলা—১৭০
পাতল—১১৭
পাতিল—১৪২
পাঁতি—৩৮, ৯৩
পাখি—১৯৪
পানী—১, ৬৬, ৮৮, ১১৮, ১৪৩, ১৬৮, ১৬৯, ১৭১, ২০৯, ২৩৩, ২৩৪, ২৫০, ২৬৭, ২৭৮
পান্থা—১১৬
পাফড়ি—১০৮
পাবা—১৩
পালাউকা—২৩৪
পাশলি—৩৮, ৯৩
পাশুলি—১৯২
পাষণ্ড—৬৯
পাষাণ্ড—২৬০
পি—২৩৩
পিঠালী—৩৭
পিন্দ, পিন্ধ—২২১
পিন্ধন—১৪
পিপীলা—১৮৫
পীঠে—৪০
পুকুরী—৬৫
পুতলী (লি)—২২, ৩৮
পুতুলি—১৩৮
পুনি—২৫৯
পুরট—১৯৬
পুজম—২৬০
পেম—১০১
পেলাউক—২৫৮
পেলাও—২৬০
পো—৩০, ২০৪
পোষাইল—২১৭, ২২৯
পোষানিয়া—২৭৮
প্রবন্ধ—৫, ৩৮

ফয়তা—১৪৯
ফরজন্দ—৭১, ৭৩
ফাঁফর—৪৬
ফুরানি—২০
ফৈরাদ—৭০

বন্দম—২৩, ২৪
বরি (বঁড়শী)—২১৯
বরিউল—২২০
বরাতি—১৯১, ১৯৪
বর্ত—২১৮
বতিয়া—৮৫
বলিলাই—৬৮, ৮০
বসিঞা—৮৭
বহিত্র—১৭৫
বহিন—২১২
বাইঙ্গন—১৪২
বাউ—১২১
বাওন্দ—৭১
বাগানী—৬৬, ৮১, ৮২
বাগোয়ান—২৩৬
বাঙ্গাল—১৬০
বাজুনিয়া—৮৩
বাঁধা—৯০
বাড়াইয়া—৮
বাতালি—১৫২
বাতাসন—১৩২
বাথান—৯৭
বাদা—২১৯
বাদুলী—২৩৩
বাদুয়া—২৭৭
বারা—১৬৬
বারি (ঘট)—১৬৫, ২৪২, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৫
বার্তন—১৮৬, ১৮৮
বালি—২৪৮
বাসর—১৩, ৩০
বাসি (পর্যুষিত)—৪৪, ১১৭, ১২০
বাসি, বাসে (বাস্ ধাতু)—৯, ১৬, ২৯, ৩৫, ৪১, ৪৯
বাহড়—২১২
বাহুড়িয়া—২১১
বিকাউক—৯৫
বিচিব—২৫
বিচে—২৫
বিধুরা—১৪০
বিপত্তোর—১৬৪, ১৬৮
বিভা—১৭৭, ১৮২, ১৮৪, ১৮৯, ২০২, ২০৩, ২০৪, ২০৫, ২০৮, ২১১, ২৪৯
বিমবিম—৯৯, ১০১, ১১৪

CENTRAL LIBRARY



বিমঘিয়া—৩০
বিলাতে—৭০
বিষহর—২৩
বিহা—২৭৭
বুইন—১৪০
বুড়—১৬০, ১৭৫
বুহিত্র—১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ১৫১, ১৫৫, ১৬০
বুদ্ধি—৩৬
বুহঙ্গ—৮৭
বেকতি—১৯০
বেগার—১৩১
বেটা—১৭
বেটী—৪২, ৮২
বেড়াজাল—১৯৩
বেণ্যানী—২০৪
বেতাগ—১১৭
বেনা—১৮২, ১৮৪
বেভার—১৮১
বেশর—৩৮
বৈ—১১৮
বৈরী—২৬, ৩৫, ৪৭, ৯০
বোলম—১৪৬
বোলান—১৬
বৌয়ারী—১৭৯, ২১৬
ব্রহ্মতালুয়া—১০৭, ১১০

ভকিঞ্জা—১৩৬
ভখিয়া—১৩৪
ভট্ট—৬০
ভণ্ডুল—২০
ভয় বাসি—১৭১
ভাউজ—২১১
ভাও—১৪৩, ২৫৯
ভাঙ্গড়—১২, ১৯
ভাঙ্গড়া—১২, ১৭, ২৫, ৪২
ভাট—৩৭, ৬০
ভাটা—১৩৩
ভাটী—৫৮
ভাত্তি—৪, ১২
ভাতানি—২০০
ভাতার—৯৫
ভাবিলাই—৮১
ভানুকি—৮২
ভালা—২২৮
ভিক্—১১৫
ভিটি—৬৯
ভিত—৩৭
ভিন—২৩৪
ভুক—২১৫
ভুক্কে—১৯
ভুটি—২২০
ভূতপূজা—৬৯
ভেরুয়া—১২৭, ২১৪, ২১৫, ২১৬
ভেল—২৭৮
ভেলয়া—২২৭
ভৈন—৮৩, ২২৮
ভোকহানি—২০০
ভ্যাড়ার ভাড়া—১৬৪

মউর—১৮৮
মঠ—১৩২
মড়াকানি—১৬২
মড়ুয়া—২১৪, ২১৬
মণ্ডলিয়া—৯৭
মণ্ডার—১৫০
মদন-কড়ি—১৩, ৯২
মন্দির (শয়ন-গৃহ)—১১৯
মর্মশূল—২৯
মলাম—১৮১
মলি—২০৪
মসি (মাসী)—২২৫, ২৩৪
মহরি—১৯১
মাউসা—৬১
মাও—৮, ১৩, ২৭
মাগী—৮৮
মাজা—৯৪
মাথাঘসা—১৭২
মাথাল্য—১৩৮
মাদাল—২০৬, ২০৭
মাপাজোখা—৯৮
মারুত পাথরে—৫৭

CENTRAL LIBRARY



মালসাট—১৬৮
মালানী—১৮৭
মালুম—১৫৫
মই, মুঞি—১, ৫, ১৩, ৪২, ৫০, ৯১, ২৩৪, ২৭৮
মুখচন্দ্রিকা—৬৩
মুড়িমালা—৮১
মুণ্ডু—৮৮
মুষা—১৬৩
মেঘা—১৪৪
মেড়—২৪৯, ২৫০
মেলান—১৫২, ১৫৩
মেলানি—৪, ৫৭, ২০৯, ২১০, ২১২, ২৬৪
মেলামেলি—৬২
মো—২০৪
মোকাদিম—১৪৯
মোলাম—২১০

যথ—২৬২, ২৭৩
যাউকা—২৩৪
যেহি—৮২
যোগান—৮১

রক্ষা (কবচ)—২৯
রচনা—১
রাউ—১৩
রাউত—৬১
রাও—২১৭
রাড়ী (রাঁড়ী)—২১৫
রায়—৩০
রূপস—৮, ৯২

লইতুঁ—৮২
লড়—১৮, ৭১, ১২৫, ২১৮
লড়ালড়ি—৭০
লাউ—১৩
লাইগ—১৪৫
লাগ—৯৪
লাগল—১২, ১৩
লাগুড়ি—২২৯, ২৩৩
লাছিয়া—৮, ৩৬
লাড় কা—৭০
লামি—১
লুকি—৮২
লেদুড়—২১৪, ২৪১
লেড়—২৩৩
লোটন—১৮০

শ্বরা—৩৮
শার্দ্দ—১২১
শিবাই—১২, ৩২
শিষ—৯৯, ২৩৮
শ্রীকবিলাস—২২৩

ষেটেরা—১৭২

সংহতি—১৪৪
সঙরণ—১৩৮
সঙ্গতি—১
সতা—২৬
সতাই—২৭, ৩১, ৫১, ৫৪, ৫৫, ৮১
সন্ধি—১০৫
সফর—৬৭, ১৪৫
সবানে—২৩৬
সত—১১৪, ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৪৯, ১৫১, ১৫৪, ১৫৯, ১৬৪, ১৬৬, ১৬৭, ১৭১, ১৭৭, ১৮৮, ১৯২, ১৯৫, ২০৭, ২৩১, ২৩২, ২৪৫, ২৪৭, ২৫০
সতা (সর্প)—৮৮, ২৩৮
সভাকার—১৭২, ২০৯
সমাইয়ে—২৩৩, ২৩৪
সম্ভ্রম—৮, ২৮
সরা—২৩
সর্জ—১৭২
সর্ত—২০১
সহসাত—৪১
সহেলা—১০২, ১০৪, ১১২
সাইর—২২১
সাউ—১৮৮

CENTRAL LIBRARY



সাকম—২২৯
সাচ—১৯
সাঁড়াশী—১৯৯, ২০১
সাতনলা—১৬৪
সাতপাঁচ—৯১
সাতা পাঁচা—১৫
সান—১৭১
সানী—১৯১
সাম্ভালিয়া—১৭০
সাবহিতে—৬১
সামাইল—২৫
সারি—৩
সালুপা—৮৭
সাহেব—৭০
সায়র—২৬৬
সিঁথা—২০৪
সিং—১৩
সিংহাসন—৫
সিচিয়া—১৪৩
সিজান—২০৭
সিলই—৬২
সুঠাম—৫৬
সুদা—২১৭
সুহেলা—২৪২
সুড়ঙ্গ—১৮৬
সূতলি—১
সেহি—২৪৭, ২৫০
সৈকায়—৬৬
সোসর—২৭, ১২৭
স্বতন্তর—১৫, ২৪, ৩১, ৩৩, ৪৮

হুইন—৫৯
হট (হটে)—১৬০, ১৬১, ১৯৫, ২০০, ২০৫
হড়পী—১৯৮, ১৯৯
হথে—১৩৯
হনে—৭৫, ৮০
হন্তে (হইতে)—২৫৬, ২৫৭, ২৫৮, ২৭২
হবিলাষে—১৪৩
হলি ধরি—১৩২
হাই আমলাতি—১৯৩
হাড়ি-ঝি—৮৬
হাতছানে—৫
হাতসানে—১৫
হাথ—১৩৬, ১৩৮, ২৪৩
হাপুত—২০৪
হালা—১৮২, ১৮৪
হালিয়া—২২, ২৩
হিট্যান—১৬২
হিমাইল—২২৩
হুড়কা—২৭১
হুলাহুলি—৩৭, ৪৩, ৪৫
হেটে (হেঁটে)—১, ১৫
হেতাল—১৫২, ১৮৪
হেমতার—৮৮
হোরা—১৭
হোলা—১৬০, ১৬২

CENTRAL LIBRARY

# টীকা-ভাগ


অকুমারী—২৯১, ২৯৯
অগ্নিটি—৩৬৪
অঙ্গ, হইতে আপনার—৩৪৭
অজাগর—৩৫৯
অঞ্জন—২৮৫
অনন্ত নারায়ণ—২৮৩
অনন্তের বাই—৩৫৮
অনাথা—৩৫৭
অনি—৩৬৪
অনীচ—৩৬০
অনুপান—৩৩১
অনুপান কার্য—৩৩১
অনুবন্ধ—২৮৬
অনুবুজি—৩৪৮
অন্তরীক্ষে ইত্যাদি—৩৩০
অন্তাপট—৩০৯
অন্ন খাইলে, সকল—৩১৭-১৮
অনুদস্তি—৩৩২
অবন্ধ্য, পক্ষ—৩৫৩
অবিশাল—৩২৮
অভবনা—২৯৭
অমলা—৩৩৭
অম্বুজা—৩৫৯
অম্বুবাচী—৩৫৮
অশুনুখ—৩৩০
অষ্টপুত্র—৩১০
অষ্টমাসী—৩৪৫
অষ্টমী তিথি, প্রভাতে, অনধ্যায়—৩২০
অসক্তি—৩৫৯

আই—৩১০, ৩৫৫
আউদর চুলি—৩৩৭
আউলানি—৩৭০
আওয়া, সবা—৩৪৪
আকড়িয়া—৩০১
আকাটা-আকুট—৩১৭
আখেটি—৩৩৬
আগর—৩৪৩
আগল—২৯৩
আগল দীঘল—২৯৮
আগলী—৩৪৯
আগু—৩৬৪
আগুনী—৩৪৫
আগুলি—২৯৭
আগুলিল—৩৩৮
আগুসার—৩৩৬, ৩৪৪
আগোবাড়ী—৩৫৯
আচুক—৩৭৪
আজিকুয়ার—৩৪২
আজু—২৮৭, ২৯৪
আটপে—২৯৯
আঠাকাঠি—৩৩৬
আড়—২৯৮, ৩১২
আড়ে—৩৪০
আড়ি—৩৩৫
আড়িতে—৩৬৫
আথুর পাথুর—৩৬৪
আতস—৩৫৪
আতুর—২৯০
আথান্তর—২৯৯, ৩৪৪
আথালি পাথালি—৩১৪
আথে বেথে—৩৫৬
আথে ব্যথে—২৮৮
আদিত—৩৭৩
আদ্যের—২৮১
আন—৩৩৮, ৩৫৬
আনল—৩৬২

CENTRAL LIBRARY



আনন্দিত—৩৩২
আনিঞা—৩৬৩
আনু—৩৩৪
আবুয়া—৩২৬
আভে—৩৭৩
আভেতে, আভ ২৮৪
আমরার—৩৫৫
আমার—৩৬৩
আয়ো—২৯০
আরতি—৩৪০, ৩৬৩
আরের—৩০০
আলুতা—৩০৮
আলগ রথে—৩৬৩
আলাইল—৩৪১
আলিপন—৩৫৫
আলা—৩৩৮, ৩৬২
আশা—৩৫৪
আষ্টদিন—৩৫৯
আসা—৩৬৩

ইকার—৩৫৫
ইথে—৩৩৮
ইন্দ্রঘাট—৩২৬
ইন্দ্রচরণ—৩২৬
ইন্দ্ররায়—৩৬৩
ইষ্ট কুটুম—৩৪৩

উকি—৩৪০
উগরিয়া—৩০০
উচাটন—৩১৩
উচ্চ কপালিনী—৩৩৭
উচ্ছগো—৩৭২
উথায়ে—৩৪৬
উঠানি—২৯০
উত্তর-শিয়রী, শুধার উদ্ভব, বিস্তার—৩১৮-১৯
উত্তরাসো—৩৪৮
উথলে—৩৩৪
উদুলা—৩০৭
উদক—৩৫৫
উদাসিনী—২৯৯
উন্দুর—৩৫৬
উপাদিক—৩৪৯
উফরি ফাঁফরি—২৯৭
উভরায়—৩৪১
উভা—২৯৯
উভু—৩৩৫
উযারী—৩৫২
উলাস—৩৭২

ঋতু—৩৬১
ঋষিস্থান, সপ্ত—৩২৭

এক ঠেঙ্গিয়ার দেশ—৩৩১
একাদ ভোজন—৩৬০
একেশুর—২৯১, ৩৪৬
একেশুরী—২৯০
এড়ায়—৩২৬
এথা—৩২৯, ৩৫২
এনা—৩৫৫
এহি—৩৪৮, ৩৫৮
এহিত—৩৬৯

ওঝাক—৩৫৭
ওর—২৯৩
ওলা—২৮১
ওলাইল—৩৪১

ঔষধ—৩৪৮

কই—৩২৩
কঙ্ক—৩৪০
কজ্জল, ব্যবহারের প্রাচীনত্ব—২৮৪-৮৫
কটক—৩৫২, ৩৬৩
কড়া—২৯১
কড়াকের—৩৭০
কড়ি, ব্যবহারের উৎপত্তি, বিস্তার—৩১২-১৩
কড়িয়াদহ—৩৩১
কতি—৩৬০
কত্তন—৩৬০

CENTRAL LIBRARY



কর্ণ—৩৭১
কর্দুই—৩৬৪
কনুকা—৩৪৬
কপাট—৩৭১
কপাল, কপালের ফলে, পাপ—২৯২
কপালিনী, উচ্চ—৩৩৭
কপালিনী, খণ্ড—৩৪১
কপালী, খণ্ড—৩৩৭
কবাট—২৯৯
করণ্ডী—২৯১, ৩৫৩
কর্ণ ফুল—৩০৮
কলিকাতা—৩২৮
কলিমা—৩৫৩
কহিছুইন—৩৪৩
কাক, শ্বেত, দৌত্য সম্পর্কে জনশ্রুতি, বাংলায়, দাক্ষিণাত্যে—৩৪১-৪২
কাকলাস—৩৪৫
কাকুতি—২৯৯
কাচা বাড়ি—৩৪৪
কাছ—৩৬৪
কাছিয়া—৩১২
কাছুনি—২৮৪
কাজি—৩৫২
কাজিয়ালা—৩৫২
কাট—২৯৯
কাটানি—৩৬৯
কাটানি কাটিয়া—৩৬৯
কাটারি—২৯০, ৩৭১
কাণী—৩২৯
কাণ্ডার—২৯৪, ৩৩১
কাতি—৩৬১
কাদম্বিনী—৩৩৪
কান্ধে—৩৭১
কাব—৩৩৮
কামড়ায় হরিণী, 'কুমার-সম্ভবে'র প্রভাব—৩০১
কামরূপ, সিংহপীঠ—৩০১
কামিলা—৩৩৮
কায়স্থ—৩৩৭
কালকূট—৩১১
কালকোট—৩৭১
কালকোটর—৩৭০
কালজ্বর—৩৫৪
কালিনীর দহ—৩৬৫
কালিন্দী—৩২৯
কালিয়া বিছাতি—৩৩৯
কালীঘাট—৩২৯
কালীদহ—৩২৯
কাশের শবদে—৩৪৪
কাঁকড়া, বিপরীত—৩৩০
কাঁকালি—২৮৪
কাঁকালি কাছুনি, বেতনাগে করে দেবী—২৮৪
কাঁচুলি—২৮৩
কাঁচুলি, আড়াই নাগের—৩১১
কিঙর—৩৩৮
কিয়াপাত—৩৩৭
কিরাত—৩৩০
কুঙর—৩৬৬
কুটা, দাঁতে লইবার প্রথার উদ্ভব, দাক্ষিণাত্যে—৩১৩-১৪
কুড়াল—৩৫৬
কুড়ি, হিসাবের উৎপত্তি, প্রাচীনত্ব, বিস্তার—৩২৪
কুড়্যা—৩৬৪
কুণ্ডু—৩৬৪
কুণ্ডে ঝাঁপ, দিল উষা, প্রথার উৎপত্তি, বিস্তার, ইউরোপে, আফ্রিকায়, ভারতে—৩৬৬-৬৭
কুণ্ডে, বদরিকা—৩৩০
কুপ্পর—৩১০
কুপিয়া—৩৪৩
কুবুলা—৩৪৬
কুমরের চাক—৩২২
কুমার—২৯৮
কুমার হাট—৩২৮
কুমারের শাক—৩২২
কুমুড়া, পাঁড়ু—৩৩২
কুরল—৩৪০
কুলদি—৩৩৮
কুলুপ—৩৩৮
কুশণ্ডিকা—৩৫০
কুশা কাটা—৩১০
কুষ্টি, যোড়—৩৪৮
কুহক কুলিশ—৩২৯
কৃতি—৩৪৮
কেচা কেচা—৩২২
কেড়া—৩৫৫
কেনে—৩৬১

CENTRAL LIBRARY



কেকয়া—৩৭৩
কেশের লাগুতি—৩৪৪
কৈতর—৩৫৫
কোকনদ-বন্ধু—৩৬১
কোকিল—২৮৭
কোঙর—৩৫৭
কোচল—৩১৩
কোটর—৩৪৭
কোটর, কাল—৩৭০
কোথাতি—৩৬১
কোরা—৩২২
কোল—৩২৩
কোঁঙর—৩৬৪

ক্ষবা—৩০০
ক্ষার—৩৪৩
ক্ষার, ধোপায় ছোঁয়ায়, বিবাহাচারে—৩০৬
ক্ষীরোদ জল—২৮৫
ক্ষে—২৯৭
ক্ষেমা—৩৪৪

খড়দহ শ্রীপাট—৩২৮
খণ্ড কপালী—৩৩৭
খণ্ড কপালিনী—৩৪১
খণ্ডন, না যায়—৩৭০
খদিরের রস—৩১২
খলিপা—৩৫৪
খসম—৩৫৪
খাউক—২৯৩
খাথার—৩৭১
খাটাল—৩১৮
খাড়ু—২৯৩
খাণ্ডা—২৯৮
খানা—৩৫৩
খাপর—৩৩২
খারি—৩৭০
খারুয়া—৩৭২
খালাত—৩৫৩
খালি—৩০৮
খিড়কি—৩৬৩
খুনি—২৯০
খুলি—৩৩৪
খেওয়া—২৯৪
খেটে—৩০৯
খেড়ুয়াল—৩৭৪
খেতত—৩৭০
খেয়াতি—৩৬২
খেরুয়াল—৩৭৪
খোজা, বাংলায়, হায়দ্রাবাদে, উদ্ভব—৩৫৪
খোপা—৩৬০
খোম দুতি—৩৩২
খোল—৩০৮
খোলের—৩৪৩
খোঁটা—২৯১

গজকুল—৩২৫
গজমুক্তা—৩২৭
গজমুখ—৩৩০
গড়—৩৩৫, ৩৫৫
গড়খাই—৩৫২
গড়, হাথির—৩৩০
গণ—৩৩৫
গণে, নিজ—৩৩২
গণ্ডকী—৩৪২
গণ্ডা—৩১৩
গন্ধেশ্বরী—৩২৫
গবিত—৩১০
গাইন—২৮৩
গাইনেরে দাও মুনি—২৭০
গাও—৩৫৮
গাং, মস্তকে ধরে, শিব, কেন—২৯৬
গাঙ্গ—২৯৮, ৩৩০, ৩৪৫
গাঙ্গুড়্যা—৩৪১
গাঞ্জে—৩৫৩
গাড়র—৩২৩
গাতে—৩৫৬
গাবর—৩৩৪
গারড়ী—৩১২, ৩৪৬
গারুয়াল—৩৭৩
গারুড়িয়া—৩২৫
গাঁঠি—২৯১
গাঁঠ্যা—৩৩৫

CENTRAL LIBRARY



গাঁঠার—৩৩৪
গিমা—৩২২
গিলা—৩০৬, ৩৩২
গিলা, হাঁটুর—৩৭৪
গীত, স্বপনেতে দিলা যারে—৩৩৮
গুটি—৩৪৭
গুটি, গোটা—৩১৪
গুপ্তিপাড়া—৩২৭
গুয়া, ব্যবহারের বিস্তার, বৃহত্তর ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, মালয়-ব্রহ্ম-পূর্বভারতে—৩০২-৩
গুঁড়ি, পঞ্চবর্ণ—৩৫৫
গোএ—৩৫৩
গোটা, গুটি—৩১৪
গোঠ—৩৫২
গোদাএ—৩৬৬
গোধিকা, ডাকে—৩৩৯
গোক—৩৬১
গোয়ার—৩২৭
গোরক্ষ—৩৭৩
গোসা—৩৫৩
গোসাঞি—২৮৮
গোহত্যা—৩৬৪
গৌর্যাদি—৩৪৮
গোঁগাইও—৩৫৫
গোঁয়াইল—৩০৭

ঘট, পঙ্ক—৩৫৫
ঘটে, সোনার—২৮৩
ঘটে হৈলা মেলা—৩৫৭
ঘড়া—৩৬০
ঘনাইতে—৩০০
ঘর রহি—৩৫৯
ঘর, সাতা পাঁচা—২৯৭
ঘরনী—৩১০
ঘরুয়া, জুগী—৩৭৩
ঘর্ম, নেতের—৩১১
ঘা—৩৩৪
ঘাট, ধর্মের—৩৭০
ঘাটি—২৯০
ঘুচাইয়া—২৮৬
ঘুচাও—৩৬১
ঘুরাঞা—৩৬৫

চই—৩২৩
চক্ষু, বাম—৩৬৯
চতুর্বেদ, চারি—২৮১
চন্দন, ব্যবহারের বিস্তার—৩১১-১২
চন্দনের ফোঁটা (শুদ্ধ চান্দের ফোঁটা), কপালে, পৌরাণিক জনশ্রুতি, চন্দ্রপূজার প্রভাব—২৯৬
চম্পক—৩৪৭
চম্পকনগর, কোথায়, বিহারে, বাংলায়—৩৪৭
চম্পকেত—৩৫৬
চম্পলী—৩৫৮
চম্পানগর—৩৪৭
চরণ-দত্ত, চিরণ—৩৩৭
চচিয়া—৩৬০
চর্মকসা—৩৪০
চর্মচক্ষে—২৯৮
চাওনি—৩০৯
চাক, কুমরের—৩২২
চাকী—২৮৪
চাদ—৩২৭, ৩৩২
চান্দরে—৩৬৮
চান্দুয়া—৩৫৫
চাপড়—২৯৯
চাম—৩২৩
চারি চতুর্বেদ—২৮১
চায়া—৩৫৮
চালু—৩৩৫
চাঁছে—৩৩৮
চিতল—৩২৩
চিন—২৯১
চিরণ চরণ-দত্ত—৩৩৭
চুকা—৩১২
চুলি, আউদর—৩৩৭
চুর—২৯২
চেঙ্গবেঙ্গ—৩৫৮
চেঙ্গমুড়ি, মনসা চেঙ্গমুড়ু গাছের দেবতা কেন, সিজপূজার উৎপত্তি—৩৩৩-৩৪
চৈ—৩২৩
চোখা—৩১৪

CENTRAL LIBRARY



চোপাড়ে—২৯৯
চৌকগণ—৩৩২
চৌদিল—৩৭২
চৌদ্দখানি ডিঙ্গা—৩৬৫
চৌমুখী—৩৩০

ছুইবর—৩২৬
ছত্রিশ—৩২৭
ছত্রভোগ—৩৩০
ছাও—৩৪৬
ছাওয়াল—৩০৭
ছাওলীয়া—৩৪৮
ছাকনার কানি—৩৩৫
ছাতারিয়া—৩৪০
ছাদনী—৩৬৪
ছায়ামণ্ডপ—৩৪৮
ছার—২৯১
ছারখার—৩৪৩
ছাঁচে—৩১০
ছিঁড়িয়া—২৯৩
ছুটা, সটা—৩০৯
ছুতার—৩৫৯

জগতী—৩৩৫
জটা, শিবের, বিশ্বাসের উৎপত্তি, অর্থান্তর—২৯২
জনী—২৯০
জয়ন্তী পর্বত—৩১০
জর্জর—২৯৯
জলছড়া—৩৬২
জলটঙ্গি—৩৫৯
জাগরণ, ধর্মের—২৮১
জাগান, গাধাগে—৩২৯
জাঙ্গাল—৩৩৬
জাঠা—৩৬০
জান—৩৫৪
জান, বাজুনিয়া—৩৫৬
জামাই, সহিত ভোজন, বিবাহাচারে, প্রথার উদ্ভব, বিস্তার—৩০৯
জাল (জা)—৩২৪
জালদড়ি—৩৩৬
জাঁতি—৩৪১
জিগাতে—৩৭৩
জিতেন্দ্রিয়—৩৬৩
জীও—৩৬২
জীয়ম—৩৭১
জীয়াইয়া—৩৪৩
জীয়ায়—৩৫৭
জীয়ায়া—৩৫৬
জীল—৩০৭
জুক—৩৪৫
জুগী, মরুয়া—৩৭৩
জোকাদহ—৩৩১
জোকার—২৯৮, ৩৪৮
জোখা, মাপা—৩১৪
জোগান—৩৭২
জোলা—৩৫২
জোঁকার—২৯০
জৌএর—৩৭৩

ঝরা—২৮৩
ঝাট—৩৬৩
ঝাটি—৩২৯
ঝাটে—২৯৯
ঝাড়িয়ারে লাগে, বিষ—৩৪৬
ঝাপা—৩৬০
ঝারা—৩২৭, ৩৩৭
ঝাল—৩২৪
ঝাঁপিয়া—২৯৮
ঝি—২৯১
ঝি, হাড়ি—৩৫৭
ঝিউ—৩৪৪
ঝিয়ারী—৩৩৮

টঙ্গী—৩৫৬
টাকিতে—৩৭২
টেনা—৩৩৫
টোটিয়া—৩৭০

ঠাউরাইন—৩৬৮
ঠাকুর—২৮৭

CENTRAL LIBRARY



ঠাকুরাণী—৩১০
ঠাট—৩৬৮
ঠান—২৮৮
ঠাঁই—২৮৭
ঠেঙ্গা—৩৩৮

ডকুয়া—৩৫৮
ডঙ্গুয়া—৩৪৩
ডঙ্গ—৩৬৪
ডমরু—৩০১
ডর—৩৩৪
ডহরা—৩৫৯
ডাক, বিপরীত—২৯৯
ডাকিনী—২৮৮
ডাঙ্গর—৩১৩
ডাল, যেই ধরি আবি—৩১০
ডালি—২৯৮
ডাহিন—৩০৭
ডাঁড়ায়—৩৬৪
ডাঁড়ালা—৩৬২
ডিঙ্গা, চৌকখানি—৩৬৫
ডিঙ্গা, মেলানি—৩২৫
ডিঙ্গা, সর্প—৩৩৩
ডুবাঙ্গ—৩৫৯
ডুম ডুম—৩২৩
ডুমুনী—৩৬০
ডেক্যা—৩৬৩
ডোমডালি—৩৬০
ডোমনী—২৯৩

ঢগর—৩০৯
ঢড়—৩৩৫, ৩৭১
ঢব, পরম—২৮৩
ঢখ—২৮৭
ঢথা হনে—৩৫৪
ঢথি—৩০৯
ঢভোও—৩৭০
ঢবু—৩৬৩
ঢরাস—৩৪৩
ঢাইম—৩৪৫
ঢাইর—৩৪৪
ঢাজি—৩৫৪
ঢাড়—২৮৪
ঢাখে—৩৬৪
ঢানাবানা—৩৫৩
ঢাম্বুল, ব্যুৎপত্তি (শব্দের)—৩৬৯
ঢার (ঢাড়)—৩০৯
ঢারিফ—৩৬১
ঢারে ঢোই পান—৩৭১
ঢাহান—৩৪৪
ঢিঢ—৩০৮
ঢিঢিল—৩৪১
ঢিঘড়ি—৩৪১
ঢিরপিনী—৩৬২
ঢিলাঞ্জলি—৩৪১
ঢুয়া—৩৩৭
ঢুরিত—৩৩৫
ঢুলসী বদল—৩৩৮
ঢুলা দিয়া নাকে—৩০০
তৃষ্ণায় সাগর শোষে—৩১০
তে—৩৪৪
তেব—৩৪৩
তেল, বিবাহের আচারে, ব্যবহারের বিস্তার, মালয়ে অন্যত্র—৩০৪
তেঁই—৩৩৬
তেঁতুল—৩৫২
তেঁতুলী—৩২১
তোড়ল মল—২৮৪
তোমাক—৩৬৮
তৌবা—৩৫৪
ত্যাড়া—৩৩৬
ত্রিকচ—৩৫৮
ত্রিদশ—৩৪৩
ত্রিনয়ান—৩৩৬
ত্রিপুনী—৩৪৩
ত্রিবেণী—৩২৭

থরিতে—৩৪২
থলিয়া, পানের—৩৪৮-৪৯
থালাতি—৩৬১
থুয়া—৩৩৫, ৩৪৭

CENTRAL LIBRARY




খৈল—৩৪৩
খোপ, পাটের—২৯৩
খোপ্না—২৮৪
খোর—৩২৩

দক্ষিণ, দক্ষিণে লইয়া যায়—৩২৪
দক্ষিণাকালে দেহ—৩৩২
দগধ—৩৬১
দড়—৩৫৬
দড় বড়—৩৩০
দরিয়া—৩৩০
দহ—৩৬৬
দহ, কালিনীর—৩৬৫
দাড়া—৩৫৯
দাড়াইব—৩৬৮
দাড়ী—৩৫৬
দামাদ—৩৫৪
দাঁড়—২৯৮
দিবোদাস—২৮৭
দিমু—২৯২
দিলে—৩৫৩
দিসা—৩৬৮
দীঘল—২৯৩
দুনা—৩১৪
দুরক্ষর—৩৭২
দুলঙ্গ—৩৫২
দুলুভ—৩৩১
দুহা—৩২৯
দুহাই—৩৭০
দুহাই, ধর্মের—৩৭০
দুষ্টে—৩২৯
দেউল—৩২৯
দেউটি, নিভাইল, বিবাহের আচার—৩৪০
দেউরি—৩১১
দেও—৩৪৪
দেওর—৩৬৮
দেখিঞা—৩৬৩
দেখিলু—৩৫৩
দেয়ান—৩৫৯
দেহারা—৩৩০
দেশ, এক ঠেঙ্গিয়ার—৩৩১
দেশ, পাটনী—৩৪৮
দেশান্তরি রূপ—৩৭৩
দোসর—২৯৪
দ্বারাণী—৩৬০

ধনঞ্জয়—৩৪৭
ধন্য—৩০১, ৩৭৩
ধনুস্তরি বধ, সীতাহরণ কাহিনী—৩১৯-২০
ধনখান—৩২৬
ধর্মখান—৩৩২
ধর্মেত—৩৪৬
ধর্মের ঘাট—৩৭০
ধর্মের দুহাই—৩৭০
ধাই—৩৭৪
ধাড়ী—২৮৬
ধান্না ভাতারী—৩৫৮
ধামালি—৩৭২
ধিয়ান—৩৩৮
ধিয়ানে—৩৩৪
ধুনি—৩৩২
ধুন্ধুমি—২৯০
ধূপ ধরে—২৮৩
ধূপা—৩৪৩
ধূপের চিকন—৩৪৩
ধুমা—৩৪৬
ধূসদত্ত—৩৩৯
ধোড়া, নিবিষ কেন—৩১১
ধোনার মাও—৩৫৮
ধোবিনী—৩৬২

নগরিয়া—৩৪২
নচছার—৩১২
নঞান—২৮৪
নটিনী—৩৬১
নড়—৩৫৬, ৩৬১
নড়ি—৩৬১
নদী, শিবা—৩২৬
নদীয়া—৩২৬
নফর—৩৩৪
নফর, পঞ্চটি—৩৪৯
নবগুণ—২৯৪

CENTRAL LIBRARY



নয়ন, তিন, শিবের, বিশ্বাসের উৎপত্তি—পুরাণে, নাথ-সাহিত্যে, লোক-শ্রুতিতে—২৯৪
নয়া—৩৪৫
না (নাব)—৩৩৪
নাই লেখাজোখা—৩২৬
নাও—২৯৪, ৩৫৫
নাও, ঘোরা—২৯৭
নাকে, তুলা দিয়া—৩০০
নাগ—৩৫৮
নাগ, বেত—২৮৩
নাগর—২৯১
নাগরী—৩৪৬
নাগমূর্তি—৩০০
নাগিনী, সোহাগ—৩৫৬
নাচ, শিবের—৩০১
নাচুনি—৩৬২
নাচে গায়, বেহুলা—৩৩৭
নাট—৩৪৪
নাটুয়া—৩৪৪, ৩৬৩
নাড়ী—২৯০
নাপিত, বিবাহের আচারে স্থান, বাংলায়, দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন স্থানে—৩০৭-৮
নাম্বি—৩৫৭
নায়ক—৩৬২
নায়ক, প্রথার উৎপত্তি, পশ্চিমবঙ্গে, সাঁওতাল পরগণায় —২৯৯-৩০০
নারদ, আসিল তথা—২৮৮
নারায়ণ, অনন্ত—২৮৩
নারিকেল—৩২২
নারীকলা—২৯৯
নারী, মাথায় ধরে, পৌরাণিক প্রসঙ্গ—২৯৩
নাল্যিয়া—৩৭০
নিকলে—৩৫৪
নিচল—৩০৯
নিছিয়া—৩৩৯
নিড়াইবে—৩৩৭
নিত—৩৬৩
নিদ্রালি—২৮৮, ২৯২
নিন্দে—৩০৭
নিমাই-তীর্থ—৩২৮
নিমিক বিলয়—৩২৭
নিল হনে—৩৬০
নেউটিল—২৯৯
নেউল—৩৪০
নেঙ্গা—৩৫৭, ৩৬৮
নেটা—৩৬৪
নেত—৩১০, ৩১১
নেতা, মনসা-মঙ্গলে জন্মবৃত্তান্ত—২৮২
নেতা হনে—৩৪৩
নেতের ধর্ম—৩১১
নেপুর—৩৪৪
নেহালে—৩০০
নোয়ায়—৩৩৩

পঙ্কমারা—৩৩৬
পঙ্ক অবস্থা—৩৫৩
পঙ্কঘট, মনসার, উৎপত্তি, বিস্তার, তাৎপর্য—৩৫৫
পঙ্কবাটী—৩৬১
পঙ্কবর্ণ ডুঁড়ি—৩৫৫
পঙ্কবাণ—৩০১, ৩১৭
পঙ্কম—২৮৮
পঞ্চমুখ, শিবের ; পৌরাণিক জনশ্রুতি—২৯৫
পণ—৩১৩
পদ্মা, জৈন প্রভাব—২৮২
পদ্মিনী—৩৪৮
পয়ান—২৯৯, ৩৭২
পয়ার—২৮৮
প'র—৩৪১
পরিপাটি—২৯১
পরিবন্ধ—৩৪১
পরিবাদ—২৮৬
পরীক্ষা, বেহুলার সতীত্বের—৩৭৩
পলা—৩৫৭
পশার—৩৭১
পাইক শাল—২৮৬
পাইকের—৩৪৪
পাও—৩৫৭
পাঙ—৩৫৮
পাগালে—৩৪২
পাখালিল—২৮৯
পাগ—৩৫৩
পাগার—৩৫২
পাঙ্গা—৩৫৩

CENTRAL LIBRARY



পাটন—৩২৯
পাটলী দেশ—৩৪৮
পাটিয়ার—৩৪৮, ৩৫২
পাটারী—৩৪৪
পাটে বোঝা—৩৩২
পাতল—৩২১
পাতাল, সপ্ত—৩৪৬
পাতি, কথা—৩৭০
পাথরে, মকত—৩১১
পান, তারে দেই—৩৭১
পান, সম্বর্ধনায়, সৌরাষ্ট্রে, মালয়ে, বাংলায়—৩৬৪-৬৫
পানী, তম্ভব শব্দ, 'মুসলমানী'—২৮২
পানের খলিয়া—৩৪৮-৫০
পান্তা—৩২০
পাফড়ি—৩১৭
পালঙ্গি—৩৭১
পালাউকা—৩৪৫
পাষণ্ড—৩৫৩
পাস্থলি—২৮৪
পাঁচালী, ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মত—২৮৫
পাঁচে—২৯৩
পাঁতি—৩০৯
পাঁড়, কুমুড়া—৩৩২
পি—৩৪৫
পিড়ি—৩৩৬
পিতামহ—২৮৯
পিতৃহোম—৩৫৬
পিষ্ট—৩৫৭
পিপীলা—৩৩৮
পিয়ে—২৮৭
পিলখানা—২৮৬
পীড়ি—৩৩৮
পুক—৩৪৫
পুছ—৩৭১
পুছেন—৩৫৮
পুটুলি—৩৪৩
পুতলি—২৯৮
পুত্রক—৩৫৭
পুনাই—৩৭৪
পুনি—৩৪৫, ৩৭২
পুরট—৩৪০
পুরীত—৩৪৪
পুষ্পপান—৩৪০
পুসাএ—৩৭৩
পূজা, ভূত—৩৫২
পেলাউক—৩৭২
পৈবিলক—৩৪৪
পোয়ে—৩০১
পোলতা—৩২২
পোস্তের ঝোলা—৩৩৫
পোষাইল—৩৪৪
প্রদক্ষিণ, প্রথার প্রাচীনত্ব, বিস্তার, ইউরোপে, ভারতে—৩২১-২২
প্রবন্ধ—২৮৮
প্রাচীন লোকের মুখে—৩২৪
প্রায়শ্চিত্ত হোম—৩৫০

ফণী, হৃদয়ে ফোঁপায়, শিবের, বিশ্বাসের উৎপত্তি, সর্পপূজার সঙ্গে সম্পর্ক—২৯৬
ফয়তা—৩২৮
ফরজন্দ—৩৫৪
ফাফর—৩১০
ফুরোনি—২৯৮
ফুল—২৮১
ফুলিয়া—৩২৬
ফৈরাদ—৩৫৩

বণিক, বিহারী—৩৪৮
বড়াই—৩১০, ৩৭২
বড়ি—৩৩৮
বদরিকা কুণ্ড—৩৩০
বদলিয়া—৩৩২
বধ, ধনুস্তরি—৩১৯
বধ, পূর্বে যারে কৈল—২৮৮
বন্দম—২৯৮
বন্ধী—৩৩১
বরই—৩৫৯
বরদায়—৩৬২
বরিখয়ে—৩৬৩
বরিষ—৩২৬
বর্ত—৩৪৬
বর্তি—৩৪৫
বতিয়া—৩৪৬, ৩৫৬

CENTRAL LIBRARY



বলদ, চড়িয়া যায় (শিব), শিবের সঙ্গে সম্পর্ক—২৯৬
বলি, সর্প দেবতার নিকট, আসামে, বাংলায়, উত্তর ভারতে, আদিবাসী সমাজে, উৎপত্তি—২৮২
বল্যো—৩৬২
বসি বিয়া—৩৪৩
বহিন—৩৪১
বাইন—৩২৩
বাউ—৩২৪
বাও—৩৪৬
বাগায়ন—৩৪৬
বাঙ্গাল—৩৩৪
বাজী—৩৪৮
বাজুনিয়া জান—৩৫৬
বাট—৩৪০
বাটা—৩৪৮, ৩৬১
বাটা, স্বর্ণের—৩৪৯
বাড়ি (যা), হেতালের—৩৩০
বাড়ি, হেতালের—৩২৯
বাণ—৩১৭
বানিয়ানী—৩৫৭
বাণ্যা—৩৩৪
বাতা—৩৫৯
বাতালি—৩৩০
বাথান—৩১৪
বাদুয়া—৩২২
বাদুলী—৩৪৫
বাদুয়া—৩৪৫, ৩৭০
বানায়—২৮৪
বান্ধি—২৯১
বাপা—৩৬৩
বামনা—৩১০
বাম চক্ষু—৩৬৯
বামে সর্প—৩৬৯
বারা—৩২৭, ৩৩৬
বারাণসী—২৮৭
বারি—৩৩৬
বারি, মনসার—৩৬৬
বার্তন—৩৩৯
বালি—২৮৪
বালিক—৩৬০
বাসর—২৯৪, ৩৭১
বাসাঘর—৩৬৪
বাসি—২৯০, ৩২০
বাসোঘর—৩৬৬
বাহিনু—৩৩২
বাতড়িয়া—৩৪১
বাহো, বাহো—৩২৬
বিগুত্যা—৩৬৪
বিচনী—৩৬০
বিচিত্র—২৮৩
বিচিব—২৯৯
বিছিয়া—৩০৯
বিদুরা—৩৬৮
বিপত্যের—৩৩৬
বিপরীত ডাক—২৯৯
বিবি—৩৫৪
বিভা—৩৩৭
বিমবিষ—৩১১, ৩১৪
বিমঘিয়া—৩০১
বিয়া—৩০৯
বিয়া বসি—৩৪৩
বিরোচন—৩৬১
বিলয়, নিমিক—৩২৭
বিলাত—৩৫৩
বিশাই—৩১১, ৩৫৯
বিষরী—৩৫৬
বিষমুখ—২৮৯
বিষরী মুড়ান—৩৫৬
বিষহরী—২৮২
বিষহরি, উপজিল, বিহার ও সাঁওতাল জনশ্রুতি—২৮৯
বিষাণ—২৮৩
বিহারী বণিক—৩৪৮
বিহারীর—৩৫২
বীরদাপ—৩৬৩
বুইন—৩৬৮
বুড়ে—৩৩৫
বুলিছে বাপ, চান্দরে—৩৬৮
বুলে—৩২৭
বুহিত্র—৩২৫
বুদ্ধি—৩০৭
বৃহঙ্গ—৩৫৭
বৃহস্পতিবারে, যাত্রা—৩৬৯
বেউলারে—৩৪২
বেগরে—৩৫৯

CENTRAL LIBRARY



বেগুণ—৩২২
বেটি—৩৫৪
বেটী—৩৩৩
বেড়াজাল, সময়—৩৩৯
বেড়ি—৩৩৬
বেত—২৮৩
বেতনাগ—২৮৩
বেতড়—৩২৯
বেতাগ—৩২২
বেডার—৩৩৮
বেয়াইন—৩৪৫
বেরা কোপ—৩৭২
বেলনি—৩৬০
বেশর—৩০৮
বেহাই—৩৩৮
বেহান—৩২৪
বেহুলার পরীক্ষা, সতীত্বের—৩৭৩
বৈ—৩২৩
বৈঠা—২৯৮
বৈরী—২৯৯
বোঝা, পাটে—৩৩২
বোড়া—৩১১
বোলম—৩৬৮
বোলান—২৯৭
বোলি—৩৭০
বোলিলা—৩৭১

ভইন—৩৪৪
ভখিয়া—৩৬৩
ভট্ট—৩৪৮
ভয়ালা—৩৫৯
ভরা—২৮৬, ৩৩৭
ভস্মময়, শিবের দেহ, বিশ্বাসের উৎপত্তি, ঐন্দ্রজালিক গুণ, ব্যবহার—২৯৫
ভাও—৩৬৮
ভাগী সাজি—৩৬৯
ভাঙড়াই—৩৭২
ভাঙ্গরা—২৯১
ভাটপাড়া—৩২৮
ভাটি—৩৪৭
ভাণ্ডি—২৮৭
ভাতার—৩১৩
ভাতারী, ধামনা—৩৫৮
ভাবুকি—৩৫৬
ভালা—৩৪২
ভাম্বর—৩৬২
ভাঁড়িয়া—২৯৩
ভিকারে—৩৫৫
ভিটি—৩৫৩
ভিত—৩০৮
ভিতরি—৩৭১
ভুরা—২৮৬
ভূতপূজা—৩৫২
ভেকুয়া—৩২৫, ৩৪৩
ভেলয়ার কস—৩৪৩
ভেলা—৩৩২
ভৈন—৩৫৬
ভৈরবী মন্ত্র—৩৪৭
ভোথছানি—৩৪১
ভোজন, একাদ—৩৬০
ভোজন, করিল জামাই সহিতে, বিবাহের আচারে, প্রথার বিস্তার—৩০৯
ভ্যাড়া, ভ্যাড়ার—৩৩৬

মকর—৩৬০
মঙ্গল (গাইতে), বিভিন্ন অর্থ, দাক্ষিণাত্যে, বাংলায়—৩০২
মঙ্গল্য তণ্ডুল—৩৪১
মণ্ডপ—২৯৮
মণ্ডপ, ছায়া—৩৪৮
মণ্ডলিয়া—৩১৪
মণ্ডার—৩২৯
মদন-কড়ি—২৯৩
মধুপর্ক—৩৪৮
মন-পবন—৩৫৯
মনসাদহ—৩৩১
মনুসা—৩৪৪
মন্দির—৩২৩-২৪
মন্ত্র, আড়াই অক্ষর—৩৪৮
মন্ত্রবলে—৩১৩
মন্ত্র, ভৈরবী—৩৪৭
মরকত-পাথরে—৩১১

CENTRAL LIBRARY



মর কহিয়া, স্ত্রীর ঠাঁই—৩১৮
মল, তোড়ল—২৮৪
মসি—৩৪৩
মহত্তা—৩৩৯
মহাব্যাহৃতি—৩৫০
মাই—৩৪৬
মাউসা—৩৪৮
মাও—৩৫৭
মাগী—৩৫৮
মাগুর—৩২৩
মাছি, শ্বেত—৩১৬-১৭
মাজা—৩১২
মাঝি—৩৬৮
মাড়িয়া—৩৩৭
মাতৃকা, ষোড়শ—৩০৭
মাথালা—৩৬৪
মাবাই—৩৬৪
মানুষ, জীবন্ত ধরি খায়—৩৩০
মান্দারে, সিজে—৩৫২
মান্দাস—৩৪১
মাপা জোখা—৩১৪
মালুম—৩৩২
মিছা—৩০০
মিছামিছি—২৮৮
মিঞা—৩৫৩
মিত—৩৩৬
মিতা—৩৩২
মির্জাপুর—৩২৭
মিসি—৩৩২
মুই—২৮১
মুখচন্দ্রিকা—৩৪৮
মুখে, প্রাচীন লোকের—৩২৪
মুচরায়—৩৫৬
মুড়ান, বিষরী—৩৫৬
মুড়িমালা—৩৫৬
মুতি—৩২৮
মুদিত—৩৭২
মুনিস—৩৭৩
মুদ্রা—৩৩৫
মুধা—৩৬৯
মেড়—৩৬০
মেলা, ঘটে হৈলা—৩৫৭
মেলানি—২৮৬
মেলানি ডিঙ্গা—৩২৫
মেলিয়া—৩২৫
মেলিল—৩২৮
মেল্লছ—৩৭৩
মৈধো—৩৭২
মৈত—৩৭২
মৈষ—৩৭২
মোকাদীম—৩২৮
মোচড়—২৯১
মোহন—৩৭২
মৌয়া—৩৬০
মাকে—৩৬৪

যুক্ত, কাহাকে বলে, হিমালয়ের উপজাতি—২৮৭
যখ—৩৭১
যখেক—৩৭০
যমানী—৩২২
যাইঞা—৩৫৭
যাউক—৩৫৯
যাউকা—৩৪৫
যায়া—৩৬৫
যুগতি—৩৫৬
যেহি—৩৫৬
যোড় কুষ্টি—৩৪৮

রঙ্গিঘর—৩৫৯
রচনা—২৮২
রথে, আলগ—৩৬৩
রস, খদিরের—৩১২
রাই, অনন্তের—৩৫৮
রাইতে—৩৬০
রাউ—২৯৩
রাউত—৩৪৮
রাও—২৯১
রাঘব—৩৪২
রাজঘাট—৩২৬
রাড়ি, কাচা—৩৪৪
রাড়ী—৩৬০
রামবেণী—৩৭২

CENTRAL LIBRARY



রামেশ্বর—৩২৬
রায়—৩০১
রূপ, দেশান্তরি—৩৭৩
রোহিত—৩২৩

লইতু—৩৪৪
লইতু—৩৫৬
লঘুকানি—৩৭১
লজ্জিত—২৯৭
লঞ্জা—৩৬৫
লড়—২৯৮, ৩৬৩
লাইগ—৩৬৯
লাউ—২৯৩
লাগতি, কেশের—৩৪৪
লাচাড়ী, উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মত—২৮৫
লাছিয়া—২৯০, ৩০৭
লাজহোম, বিবাহাচারে, উৎপত্তি, বিস্তার—৩৫০-৫১
লাম লাম—৩৪৬
লামি—২৮১
লামিয়ারে—৩৪২
লায়েক—৩৩৭
লেখা জোখা নাই—৩২৬
লেঙ্গুড়—৩৪৫, ৩৬৫
লেঙ্গ—৩৪৫
লৈক্ষণ—৩৭০
লৈক্ষে—৩৭১
লৈলু—৩৫৩
লোক-ব্যবহার, বিবাহাচারে, কি কি—৩০৬
লোকে—৩৪২

শকার—৩৫৯
শঙ্খদহ—৩৩১
শঙ্খ, ব্যবহার, বিস্তার—২৮৪
শবদে, কাশের—৩৪৪
শবল—৩৫২
শরা—২৮৩, ৩০৯
শলা—৩৬৬
শাক, কুমারের—৩২২
শালা—৩৬৯
শাশুড়ী—৩২৪
শিখী—৩৪০
শিয়রী, উত্তর—৩১৮-১৯
শিবা নদী—৩২৬
শিবাই—২৯১
শিবের নাচ—৩০১
শিলা আরোহণ, বিবাহাচারে, প্রথার উৎপত্তি, প্রাচীনত্ব, বিস্তার—৩৫১-৫২
শিষ—৩৪৬
শ্মশান, বেড়ায় (শিব), তাৎপর্য—২৯৭
শ্রীকবিলাস—৩৪৩
শ্রীপাট, খড়দহ—৩২৮
শ্রীপুরুষোত্তম, গায়—২৮৬
শুত্তর—৩৭০
শ্বেতকাক—৩৪১-৪২
শ্বেতমাছি—৩৩৬
শ্বেতমাছি, ধর্মঠাকুরের সঙ্গে সম্পর্ক—৩১৬-১৭

ষষ্ঠম—৩২৫
ষোড়শ মাতৃকা—৩০৭

সঙ্গরিল—৩৬২
সঙ্গতি, অর্থ পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত—২৮২
সচকিত—৩৪৬
সটা ছুটা—৩০৯
সতা—২৯৯
সদা—২৯৭
সন্দে—৩৪১
সন্ধি—৩০০
সপ্ত ঋষিস্থান—৩২৭
সপ্তগ্রাম—৩২৭
সপ্ততাল পর্বত—৩৩৮
সপ্তডিঙ্গা—৩৩৩
সপ্ত পাতাল—৩৪৬
সপ্ত মধুকর—৩৩২
সপ্ত হনুমান—৩৫৮
সফর—৩৬৯
সবানে—৩৪৫
সভা—৩৬২
সভে—৩২৮
সমরিয়া—৩৭৩

CENTRAL LIBRARY



সমাইয়ে—৩৪৫
সমারে—৩৫২
সমে—৩৭৩
সম্ভাষা—৩৩৮
সম্ভ্রম, অর্থ পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত—২৮৯, ৩০০
সর্দার—৩৪৪
সর্পদহ—৩৩১
সর্প, বাঘে—৩৬৯
সর্পসজ্জা—২৮৪
সহসাৎ—৩০৯
সহেলা, আচারের বিস্তার, বাংলা, ছোটনাগপুর—৩১৪-১৬
সা—৩৪৮
সাউ—৩৩৯
সাকম—৩৪৪
সাগর, শোষে তুফান—৩১০
সাচে—২৯০, ২৯৮
সাজাইনু—৩৪৩
সাজি—২৯১
সাটে—২৯৪
সাড়াই—৩২৬
সাত নলা—৩৩৬
সাতা পাঁচা ঘর—২৯৭
সাবধান—৩৭২
সাবহিত—২৯১
সামাল—৩৫৪
সামাইল—২৯৯
সারি—২৮৬, ৩২৯
সাল্‌পা—৩৫৭
সাঁচা—৩৪১
সাঁড়াশী—৩৪১
সিং—২৯৩
সিংহদহ—৩৩১
সিংহাসন—২৮৮
সিজে মান্দারে—৩৫২
সিদ্ধিগুরু—৩৫৭
সিন্দুর, বিবাহের আচারে, ব্যবহারের বিস্তার, উপজাতি সমাজে, উৎপত্তি—৩০৪-৩০৬
সিয়র চাঁদা—৩৪০
সিলই—৩৪৮
সিসা—৩৩২
সুজিতে—৩৪৩
সুড়ঙ্গ—৩৩৮
সুতপুত্রে—৩৬১
সুতলি—২৮৩
সুতের সুত, বিরোচন—৩৬১
সুন্দর (কাষ্ঠ)—৩২১
সুন্দরী (কাষ্ঠ)—৩৫৯
সুবর্ণের বাটা, ব্যবহার, বাংলায়, মালয়ে—৩৪৯
সুহেলা—৩৬৫
সেখজাদা—৩৫৪
সেবকে—২৮১
সেহি—৩৬০
সোনাঞ্জি—৩৬৮, ৩৭০
সোয়ার—৩৭২
সোসর—২৯৮, ৩২৫, ৩২৭
সোহাগ নাগিনী—৩৫৬
স্তিরি—৩৭৩
স্বতন্তর—২৯৭
স্বপনেতে দিলা বাবে গীত—৩৩৮

হইব—৩৪৭
হইম—৩৪৭
হঞা—৩৬৫
হটে—৩৩৫
হড়পী—৩৪০
হনুমান—৩২৯, ৩৩৪
হনুমান, সপ্ত—৩৫৮
হনে, তথা—৩৫৪
হস্তে—৩৭১
হবিলাসে—৩৬৮
হরিণী, কামড়ায়—৩০১
হরিতাল, দেবীর—৩৩৯
হরিদত্ত, কবি কহে, পাঠান্তর—২৮৩
হরিদ্রা, বিবাহের আচারে, প্রথার উৎপত্তি, তাৎপর্য—৩০৬-৭
হরিষ—৩৩১
হল্যা—৩৬২
হস্ত পাতি, লৈলা চন্দ্রমণি, প্রথার উৎপত্তি, বিস্তার—৩৪৯
হাই হামলাতি—৩৩৯
হাড়ি ঝি—৩৫৭
হাত ছানে—২৮৮

CENTRAL LIBRARY



হাত মানে—২৯৭
হাথ—৩৬৬
হাথির গড়—৩৩০
হাদিয়া দহ—৩৩১
হাপুত—৩৪১
হালিয়া—২৯৮
হাঁটুর গিলা—৩৭৪
হিজল—৩৫৯
হিট্যান—৩৩৫
হিতকারী, জগতের—২৮৯
হিমাইল—৩৪৩
হিয়া—৩০১
হুগলী—৩২৮
হুড়কা—৩৭৩
হুড়াহুড়ি, বিবাহের আচারে, ওরাওঁ জাতির—৩৪০
হেটে—২৯৭
হেতাল—৩৩৩
হেমতার—৩৫৮
হেঁটে, হেটে—২৮৩
হৈক্রা—৩৫৭
হোম, পিত—৩৫০
হোম, প্রায়শ্চিত্ত—৩৫০
হোম, লাজ—৩৫০
হোরা নাও—২৯৭
হোলা—৩৩৫
হোলা, পোস্তের—৩৩৫

সমাপ্ত